হাদীসে রসুল

অধ্যক্ষ আলী হায়দার চৌধুরী
অনূদিত ও সংকলিত

ঝিনুক পুস্তি[redacted]

৩/১০, লিয়াকত [redacted]

HADIS-E-RASUL

Translated and Compiled by

Principal Ali Haider Choudhury

Hadia : Tk. 10·00

প্রকাশক :
রুহুল আমিন নিজামী
৩/১০, লিয়াকত এভিন্যু,
ঢাকা—১

দ্বিতীয় মুদ্রণ
এপ্রিল, ১৯৫৭ ;

মুদ্রাকর :
মহীউদ্দীন আহ্মদ
জাতীয় মুদ্রণ
১০৯, হৃষিকেশ দাস রোড,
ঢাকা—১

সৈয়দ নূরুল হুদা

॥ হাদীয়া : দশ টাকা মাত্র ॥

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অ	
অযু	৮১
অযুর সুন্নত	৮৭
অতিথি সেবা	৯২
অনিষ্টকর প্রাণী	৯৫
অনাবাদী জমি	৯৮
অপবিত্রতা দূর করা	৯৯
অপবিত্র অবস্থায় কি কি বৈধ	১০২
অভিসম্পাত (অভিশাপ)	১০৫
অলঙ্কার	১০৬
অহংকার	১১০
আ	
আকিকাহ্	১১১
আখিরী যমানা	১১৩
আঙ্গুর ও খেজুরের রস সম্পর্কে	১১৮
আত্মহত্যা	১১৯
আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কর্তব্য	১২০
আন্তর্জাতিক আইন	১২৪
আমানত	১২৬
আযান	১২৯
আযানের নিয়মাবলী	১৩২
আযানের ফজিলত	১৩৩
আরাফতে এবং মুযদালিফাতে অপেক্ষা করা	১৩৮
আরিয়াত	১৪২
আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কাজ	১৪৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা ও ঘৃণা	১৪৬
আল্লাহ্‌র দয়া	১৪৯
আল্লাহ্‌র দিদার	১৫৩
আল্লাহ্‌র নাম	১৫৬
আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা	১৫৭
আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরতা	১৬২
আল্লাহ্‌র যিকির	১৬৪
আলিঙ্গন ও চুম্বন	১৭০
ই	
ইমামের কর্তব্য	১৭১
ইসলাম ধর্ম প্রচার	১৭৩
ইসলাম ও মুসলমান	১৭৪
ইহজীবন ও পরজীবন	১৭৮
ইহুদী নির্বাসন	১৮৬
ঈ	
ঈদের নামায	১৮৭
ঈদুল আয্‌হার কোরবানী	১৯২
ঈমান	১৯৭
উ	
উইল বা অছিয়ৎ (দান)	২১৩
উৎকোচ (ঘুষ)	২১৪
উপহার	২১৫
উপবেশন	২১৭
উপার্জন	২১৮
ঋ	
ঋতু বা হায়েয	২২২
ঋণ (কর্জ, দেনা)	২২৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
এ	
একই নামায দুইবার পড়া	২২৮
একত্রে ভক্ষণ	২২৯
এতিমদের প্রতি কর্তব্য	২৩০
এ'তেকাফ	২৩১
এশ্‌রাক ও চাশ্‌তের নামায	২৩৩
এস্‌তেঞ্জা (মলমূত্র ত্যাগের শিষ্টাচার)	২৩৬
এহ্‌রামে অপেক্ষা	২৪২
এহ্‌রাম অবস্থায় শিকার	২৪৪
ও	
ওয়াক্‌ফ	২৪৬
ওয়ারিসী স্বত্ব	২৪৭
ওলিমা	২৫১
ক	
কর্তব্য কার্যে বিশ্বাস ভঙ্গ	২৫৩
কদরের রাত্রি	২৫৪
কপটতা বা মুনাফিকী	২৫৬
কবর আজাব	২৫৮
কবর জিয়ারত	২৬১
কর্ম (কাজ)	২৬৩
করমর্দন বা মোসাফাহা	২৬৩
কাম-প্রবৃত্তি	২৬৫
কিয়ামত	২৬৫
কিয়ামতের আলামত (লক্ষণ)	২৬৭
কুরআন পাঠের নিয়ম	২৬৮
কুরআন সংগ্রহ	২৭০
কুরআনের মধ্যে সিজ্‌দাহ্‌	২৭২

বিষয়	পৃষ্ঠা
কুরআন্ ও হাদীসের ব্যাখ্যার নিয়ম	২৭৩
কৃতজ্ঞতা বা শোকর্	২৭৫
কৃষিকার্য ও উদ্যান নির্মাণ (বর্গা ব্যবস্থা)	২৭৭
কেশ মুণ্ডন	২৭৯
কেশ বিন্যাস	২৮১
কেশ রঞ্জন	২৮৩
কোরবানীর পশু	২৮৬
ক্রোধ	২৮৯
কৌতুক	২৯০
খ	
খাত্না করা	২৯১
খাদ্য	২৯২
খাদ্য-দান	২৯৬
খাদ্যের পাত্র সম্বন্ধে নির্দেশ	২৯৭
খাযকুল বুলুগ (বয়:প্রাপ্তির মর্যাদা)	২৯৮
খেলাধূলা	২৯৯
খোৎবা	৩০০
খোৎবা এবং তশ্রীকের দিন	৩০১
গ	
গ্রহণের নামায	৩০৩
গান-বাজনা	৩০৫
গোমস্তা বা অন্যের প্রতিনিধি	৩০৬
গোসল (জুম'আর দিনের)	৩০৭
গোসল	৩০৮
চ	
চিন্তা করা	৩১৩
চুরি	৩১৪

বিষয়	পৃষ্ঠা

ছ

ছবি ৩১৬

জ

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ৩১৮

জবর দখল ৩২০

জবেহ্ ৩২১

জানাযা ৩২৪

জামাতের ফজিলত বা মাহাত্ম্য ৩২৭

জামিন ৩২৯

জীবন স্বত্ব ৩৩০

জীব-জন্তুর প্রতি কর্তব্য ৩৩০

জুতা ও মোজা ৩৩২

জুম'আর দিন ও নামায ৩৩৩

জেহাদ বা যুদ্ধ ৩৩৭

ত

তওবা ৩৪৪

তকদীর ৩৪৮

তকবীরের পর নামাযের ধারা ৩৫৬

তসবীহ্‌র নামায ৩৫৮

তসবীহ্, তাহ্‌মীদ, তাহ্‌লীল, তকবীর ৩৫৯

তায়াম্মুম ৩৬২

তারাবীহ্‌র নামায ৩৬৪

তালাক ৩৬৫

তাশাহ্‌হুদের পর দোয়া ৩৬৮

তাহাজ্জুদ নামায ৩৬৯

দ

দন্ত পরিষ্কার বা মেসওয়াক ৩৭০

বিষয়	পৃষ্ঠা
দয়া এবং অত্যাচার	৩৭১
দাড়ি, গোঁফ ও অন্যান্য কেশ	৩৭৫
দাঁড়ি-পাল্লা	৩৭৬
দাদন	৩৭৬
দান	৩৭৬
দান (অপরিবর্তনীয়)	৩৮০
দাফন	৩৮২
দাস-দাসীর প্রতি কর্তব্য	৩৮৪
দেউলিয়া	৩৮৯
দোযখ বা নরক	৩৮৯
দোয়া বা প্রার্থনা	৩৯৩
ধ	
ধন-সম্পত্তির লালসা	৩৯৭
ধর্ম সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক	৩৯৮
ন	
নফল রোযা	৩৯৯
নম্রতা	৪০২
নাবালকের অভিভাবক	৪০২
নামকরণ (নাম রাখা)	৪০৪
নামায	৪০৫
নামাযের নিয়ম	৪০৯
নামাযের নিষিদ্ধ সময়	৪১৩
নামাযের পর দোয়া-কালাম	৪১৩
নামাযের পোশাক	৪১৬
নামাযের মধ্যে অবৈধ ও বৈধ কার্য	৪১৮
নামাযের সময়	৪২২
নামাযের সামনে সুত্‌রা রাখা	৪২৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
নামাযের সারি	৪২৫
নিয়ত বা উদ্দেশ্য	৪২৭
নির্দিষ্ট দোষ সম্বন্ধে ওকালতী	৪২৯
নূতন চাঁদ দর্শন	৪৩০
নৈতিক চরিত্র	৪৩১
প	
পদে নিয়োগ	৪৩২
পরনিন্দা	৪৩২
পর্দা	৪৩৩
পরিশ্রমের সম্মান	৪৩৬
প্রতারণা	৪৩৮
প্রতিজ্ঞা রক্ষা	৪৩৮
প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য	৪৩৯
প্রথম সময় নামায পড়া	৪৪২
পাত্রী দেখা	৪৪৬
পানাহারের রীতিনীতি	৪৪৬
পানির বিধান	৪৪৮
পানির হক	৪৪৯
পানীয়দ্রব্য	৪৫০
পাপ-পুণ্য	৪৫২
পুনরুত্থান	৪৫৭
পোশাক-পরিচ্ছদ	৪৬০
ফ	
ফরয ব্যতীত অন্যান্য নামায	৪৬৫
ফিৎরার দান	৪৬৬
ব	
বংশ, জাতি বা দেশের গৌরব	৪৬৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
বযোজ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠদের পবস্পর কর্তব্য	৪৬৯
বিচার	৪৭১
বিচাব, প্রমাণ ও অযোগ্য প্রমাণ	৪৭৩
বিচার ও রায	৪৭৭
বিদায় হজ্জ	৪৭৯
বিদ্রোহ ও ধর্মদ্রোহিতা	৪৮৪
বিধবা বিবাহ	৪৮৬
বিলম্ব ও সত্বরতা	৪৮৬
বিবাহ	৪৮৭
বিবাহের অভিভাবক	৪৮৯
বিবাহে সম্মতি দান	৪৯০
বিবাহের ঘোষণা	৪৯১
বিবাহের সাক্ষী	৪৯৩
বিশ্বাসীদের পরস্পরের প্রতি কর্তব্য	৪৯৩
বেতেরের নামায	৪৯৭
বেহেশ্‌ত	৫০১
ব্যবসা-বাণিজ্য	৫০৬
ব্যবসায়ে হাবাম জিনিস	৫০৮
ব্যভিচাব্ বা জিনা	৫১৪
ব্যয় ও কৃপণতা	৫২১
ব্যাধি ও প্রতিকার	৫২৪

ভ

ভবিষ্যদ্‌বাণী কবা	৫২৮
ভয় ও ক্রন্দন	৫২৯
ভিক্ষাবৃত্তি	৫৩১
ভীরুতা ও সাহস	৫৩৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
ম	
মক্কায় প্রবেশ, তাওয়াফ ও সায়ী	৫৩৫
মজুরী	৫৩৭
মদ্য পান ও শাস্তি	৫৩৮
মস্‌জিদ এবং নামাযের স্থান	৫৪১
মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য	৫৪৫
মানত করা	৫৪৮
মান-সম্মানের ভিত্তি	৫৪৯
মানবের প্রতি কর্তব্য	৫৫০
মাল মৌজুদ রাখা	৫৫১
মিকাত, এহ্‌রাম এবং তালবিয়াহ্‌	৫৫২
মিতাচারিতা ও একনিষ্ঠতা	৫৫৪
মিনা এবং প্রস্তর নিক্ষেপ	৫৫৫
মুতা (স্বল্প মেয়াদী) বিবাহ	৫৫৬
মুদ্দৎ	৫৫৭
মুমিন বা বিশ্বাসী	৫৫৮
মুমিনদের উপর বিপদ-আপদের কারণ	৫৬০
মুসলমানদের একতা	৫৬৩
মুসলমানদের জন্য ভবিষ্যদ্‌বাণী	৫৬৫
মুসলমানদের পথ-প্রদর্শক	৫৬৬
মুসাফিরের বোঝা	৫৬৯
মুহ্‌রিমের জন্য হারাম জিনিস	৫৭০
মৃত ব্যক্তির কাফন ও গোসল	৫৭২
মৃত্যু ছোট কিয়ামত	৫৭৪
মৃত্যু ও মানবাত্মা	৫৭৫
মোজা মোসেহ্‌ করা	৫৭৯
মোহরানা	৫৮০

বিষয়	পৃষ্ঠা
য	
যাকাত	৫৮১
যাকাতের মালামাল	৫৮৪
যুদ্ধ-বন্দী	৫৮৬
যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র	৫৮৯
যে সকল দোষের ক্ষতিপূরণ নাই	৫৯১
যে সকল নারীকে বিবাহ করা অবৈধ	৫৯৩
যৌথ কারবার	৫৯৫
রক্তপাত-জনিত ব্যাধি	৫৯৬
র	
রসনা সংযম	৫৯৬
রাজ্য-শাসন	৬০০
রাত্রের নামাযে কেরাত	৬০৪
রাত্রের নামাযের ফজিলত	৬০৬
রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা	৬০৮
রুকু	৬১০
রেহান	৬১২
রোগীর সেবা-শুশ্রূষা	৬১২
রোযার কাযা	৬১৫
রোযার নিয়মাবলী	৬১৬
রোযা ভঙ্গের কারণ	৬১৭
ল	
লজ্জা	৬১৯
শ	
শপথ গ্রহণ	৬২০
শিক্ষা	৬২২
শান্তির চুক্তি	৬২৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
শান্তি ও বিবাদ	৬২৭
শাফায়াত ও কাওসার	৬২৮
শুভ বা অশুভ লক্ষণ এবং কুসংস্কার	৬৩২
শিল্প প্রতিষ্ঠান	৬৩৪
শোক-তাপ	৬৩৪
শোকরের সিজ্‌দাহ্‌	৬৩৮
স	
সগীরাহ্‌ গোনাহ্‌ (ছোট অপরাধ)	৬৩৯
সঙ্গ ও বন্ধুত্ব	৬৩৯
সৎস্বভাব	৬৪০
সত্যবাদিতা ও মিথ্যা কথা	৬৪৩
সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য	৬৪৪
সন্তান বলিয়া স্বীকার	৬৪৭
সন্তোষ	৬৪৮
সন্ন্যাস	৬৪৮
সফর বা বিদেশ ভ্রমণ	৬৪৯
সফরের (প্রবাসের) নামায	৬৫১
সবর বা ধৈর্য	৬৫৩
সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য	৬৫৫
সরকারী কর্মচারীদের বেতন	৬৫৬
সাক্ষাতের অনুমতি	৬৫৭
সালাম	৬৫৮
সিজ্‌দাহ্‌	৬৬১
সিজ্‌দায়ে সোহো	৬৬২
সুগন্ধি ব্যবহার	৬৬৩
স্বাস্থ্য	৬৬৪
সুদ	৬৬৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
সুন্নত নামাযের ফজিলত	৬৬৮
সুশাসনের পুরস্কার	৬৭০
স্ত্রী-সঙ্গম	৬৭১
স্ত্রীলোক বা পুরুষ সাজা	৬৭২
স্বপ্ন	৬৭৩
স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি কর্তব্য	৬৭৫
হ	
হক্ শোফা (অংশীদারের অগ্রাধিকার)	৬৮১
হজ্জ	৬৮২
হত্যার পাপ	৬৮৫
হত্যার শাস্তি	৬৮৬
হযরতের প্রতি দরূদ	৬৮৮
হাঁচি ও হাই তোলা	৬৮৯
হাম্মামখানা বা গোসলখানা	৬৯০
হারানো এবং প্রোথিত সম্পত্তি	৬৯১
হারাম (অবৈধ) খাদ্য-দ্রব্য	৬৯৪
হালাল (বৈধ) খাদ্য-দ্রব্য	৬৯৫
হাস্য	৬৯৭
ক্ষ	
ক্ষমা	৬৯৯

নিবেদন

মাতৃভাষা বাংলায় আমার অনূদিত কুরআন শরীফ পাঠক-সাধারণ ও সুধী সমাজ কর্তৃক আশাতীত সমাদর লাভ করায় আমি প্রভূত উৎসাহ বোধ করি এবং কুরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করিতে হইলে যাহা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা একান্ত দরকার সেই হাদীস শরীফ সংকলন করিতে মনস্থ করিয়া এই দুরূহ কার্যে হস্তক্ষেপ করি।

বাজারে ইংরেজী-বাংলা ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় অনেকগুলি হাদীস শরীফের তরযমা প্রচলিত আছে। এগুলি এক দিকে যেমন স্ফীত কলেবর অপর দিকে উহাদের হাদীয়াও সর্ব-সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে। বোখারী শরীফ, মেশ্‌কাত শরীফ ইত্যাদি তরযমা গ্রন্থগুলি বহু খণ্ডে প্রকাশিত হওয়ায় সাধারণ পাঠকের পক্ষে ইহার গভীরে প্রবেশ করা এমন কি প্রয়োজনীয় বিষয়টি খুঁজিয়া বাহির করা অনেক সময় অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। ইহা ছাড়া এই সকল গ্রন্থে এমন বহু হাদীস সংকলিত হইয়াছে যাহা আদৌ আমাদের প্রয়োজনে আসে না।

ব্যবহারিক জীবনে নিত্য-প্রয়োজনীয় তথা দেশ-কাল উপযোগী হাদীস সমূহের একখানি সংকলনের প্রয়োজনীয়তা আমি দীর্ঘদিন যাবৎ অনুভব করিতেছিলাম। বিশেষ করিয়া এই কারণে আমি এই সংকলনের কাজে প্রবৃত্ত হই। বাছাই করা হাদীসের এই ধরনের সংকলন শুধু বাংলা ভাষায় নয়, পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় আছে বলিয়া আমার জানা নাই।

এই সংকলন ও তরযমার ব্যাপারে আমি ইংরেজী-বাংলা ইত্যাদি ভাষায় অনূদিত বহু কিতাবের সাহায্য লইয়াছি। অনেক স্থলে মূল আরবী কিতাব হাতের কাছে না পাওয়ায় অনূদিত কিতাব হইতে হুবহু তুলিয়া দিয়াছি। আবার কোথায়ও মূল আরবী হইতে তরযমা করিয়াছি। মোট কথা, আলোচ্য গ্রন্থের সমস্ত হাদীস মূল আরবী কিতাবের সহিত মিলাইয়া দেখা সম্ভব হয় নাই। পরবর্তী সংস্করণে এই অসম্পূর্ণ কার্য সম্পন্ন করিবার আশা রহিল।

কুরআন বুঝিতে হইলে যেমন হাদীস জানা দরকার তেমনি হাদীস বুঝিতে হইলে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর জীবনী তথা তৎকালীন আরব সমাজ ও

আরব জাতির ইতিহাস জানা বিশেষ প্রয়োজন। এতদ্-উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ্ (দ:)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী, তৎকালীন আরব সমাজ ও আরব জাতির সম্ভব সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং হাদীস সম্পর্কে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় পরবর্তী অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করিয়াছি।

যেহেতু ইহা একটি সংকলন গ্রন্থ, ইহাতে নিত্য-প্রয়োজনীয় আরও অনেক হাদীস অনিচ্ছাকৃত ভাবে বাদ পড়িয়া থাকিবে।

এই সংকলনের ব্যাপারে মওলানা আবদুদ্ দাইয়ান সাহেব আমাকে বহু প্রকারে সাহায্য করিয়া কৃতজ্ঞ করিয়াছেন এবং ইহার পরিকল্পনা ও প্রকাশের ব্যাপারে প্রখ্যাত প্রকাশক বন্ধুবর রূহুল আমিন নিজামীর নিকট আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

এই তরযমা ও সংকলন সর্বাঙ্গ সুন্দর করার ব্যাপারে প্রুফ-রীডার জনাব আবুল হাসান সাহেবকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

পরবর্তী সংস্করণ উন্নততর করিবার জন্য সুধীবৃন্দের ও পাঠক সমাজের আন্তরিক সমালোচনা ও পরামর্শ কামনা করি।

আলী হায়দার চৌধুরী
অনুবাদক ও সংকলয়িতা

হাদীস সম্পর্কে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়

সুন্নাহ্ বা হাদীস

রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নবী-জীবনে যাহা বলিয়াছেন, করিয়াছেন বা অপরের কোন কথা বা কার্যের প্রতি সম্মতিজ্ঞাপন করিয়াছেন তাহাকে সুন্নাহ্ বলে। ইহার অন্য নাম হাদীস। ব্যাপক অর্থেঃ সাহাবা ও তাবেয়ীগণের কথা, কার্য ও সম্মতিকেও হাদীস বলে। কতকের মতে সাহাবা ও তাবেয়ীগণের কথা, কার্য ও সম্মতিকে 'আসার' বলে। (ফেকাহ্ শাস্ত্র মতে ফরয ও ওয়াজেব ব্যতীত ইবাদত রূপে যাহা করা হয় তাহাকে বুঝায়, যেমন—সুন্নত নামায। অন্য অর্থেঃ দীন বা শরীয়তে সুপ্রচলিত বা মনোনীত ব্যবস্থা বা পন্থা।)

সুন্নাহ্ বা হাদীসের উৎস

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) আল্লাহ্র প্রেরিত নবী ও রসূল এবং তিনি মানুষও। কাজেই তাঁহার নবী-জীবনের কার্যাবলীকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) যাহা তিনি নবী ও রসূল পদের দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য করিয়াছেন এবং (২) যাহা তিনি মানুষ হিসাবে করিযাছেন। প্রথম শ্রেণীর কার্যাবলী আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্যাবলী অবশ্য এরূপ নহে। প্রথম শ্রেণীর হাদীসের উৎস অহী। দ্বিতীয় শ্রেণীর হাদীসের মধ্যে কোনটির উৎস অহী এবং কোনটির উৎস স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর ইজ্‌তেহাদ। কিন্তু তাহার ইজ্‌তেহাদও অহীর সমপর্যায়। কেননা, আল্লাহ্ তাঁহাকে শরীয়ত সম্পর্কে কোন ভুল সিদ্ধান্তের উপর অবস্থান করা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ইজ্‌তেহাদের মধ্যে কোনটির উৎস তাঁহার অভিজ্ঞতা, কোনটির উৎস তাঁহার ধারণা, কোনটির উৎস তাঁহার অভ্যাস, কোনটির উৎস দেশ-প্রথা আবার কোনটির উৎস সাক্ষ্য-প্রমাণ। প্রথম শ্রেণীর সুন্নাহ্র অনুসরণ করিতে আমরা বাধ্য এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সুন্নাহ্র মধ্যে যাহা তাঁহার ইচ্ছাকৃত অভ্যাসপ্রসূত বা যাহা তিনি পছন্দ করিতেন তাহাও আমাদের অনুকরণীয়।

অহীর শ্রেণী ও হাদীস

আল্লাহ্ রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর প্রতি যে সকল অহী অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহা দুই শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণী: যে যে শব্দ বা বাক্যে অহী অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাহা ঐ অবস্থায় বাহাল রাখিতে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বাধ্য ছিলেন। কুরআন শরীফ প্রথম শ্রেণীর অহী। ইহাকে 'অহীয়ে মতলু' বলে, অর্থাৎ যাহা আবৃত্তি করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, হযরত জিব্রাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে শব্দে শব্দে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন এবং প্রত্যেক রমযানে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে আবৃত্তি কবিয়া শুনাইতেন। নামাযে কেবল ইহাই আবৃত্তি করা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর অহীর শব্দ বা বাক্য অবিকল ঐ অবস্থায বাহাল রাখিতে বাধ্য ছিলেন না। অহীর মূল ভাবকে তাঁহার নিজস্ব ভাষায প্রকাশ করার অধিকার তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। ইহাই 'অহীয়ে গাযর মতলু'। ইহা নামাযে আবৃত্তি করা যায না। যে যে হাদীস অহী প্রসূত তাহা এই দ্বিতীয় শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসের কতিপয় পরিভাষা

সাহাবী: যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সঙ্গলাভ করিয়াছেন বা তাঁহাকে দেখিয়াছেন ও তাঁহার একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, অথবা একবার তাঁহাকে দেখিয়াছেন এবং ঈমানের সহিত মৃত্যু বরণ করিয়াছেন, তিনিই সাহাবী।

তাবেয়ী: যে ব্যক্তি কোন সাহাবীব নিকট হাদীস শিক্ষা করিয়াছেন অথবা অন্ততঃপক্ষে তাঁহাকে একবাব দেখিয়াছেন, তিনিই তাবেয়ী।

তাবে-তাবেয়ী: যে ব্যক্তি কোন তাবেয়ীর নিকট হাদীস শিক্ষা করিয়াছেন, তিনিই তাবে-তাবেয়ী।

রেওয়ায়েত: হাদীস বা আসার বর্ণনা করাকে 'রেওয়ায়েত' বলে।

রাবী: রেওয়ায়েত বর্ণনাকারীকে 'রাবী' বলে।

সনদ: হাদীসের রাবী পরম্পরাকে 'সনদ' বলে।

ইসনাদ: কোন হাদীসের সনদ বর্ণনা করাকে 'ইসনাদ' বলে।

রেজাল: হাদীসের রাবী সমষ্টিকে 'রেজাল' বলে।

আস্‌মাউর রেজাল : যে কিতাবে রাবীদের জীবনী বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাকে 'আস্‌মাউর রেজাল' বলে।

মতন : সনদ বর্ণনার পর যে মূল হাদীসটি বর্ণনা করা হয়, তাহাকে 'মতন' বলে।

আদালত : যে শক্তি মানুষকে শির্‌ক, বেদআত ইত্যাদি যাবতীয় পাপ হইতে এবং অশোভন ও অভদ্রোচিত কার্য হইতে বিরত রাখে বা বিরত থাকাকে 'আদালত' বলে।

আদেল : যে ব্যক্তি 'আদালত' গুণসম্পন্ন তাহাকে 'আদেল' বলে।

জবত : যে শক্তি শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে পারে এবং যখন ইচ্ছা তখন উহাকে সঠিকভাবে স্মরণ করিতে পারে, তাহাকে 'জবত' বলে।

জাবেত : জবত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে 'জাবেত' বলে।

সেকাহ্‌ : যে ব্যক্তির মধ্যে আদালত ও জবত উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান তাহাকে 'সেকাহ্‌' বলে।

শায়খ : হাদীস শিক্ষাদাতা রাবীকে 'শায়খ' বলে।

মোহাদ্দেস : যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাহাকে 'মোহাদ্দেস' বলে।

শায়খাইন : ইমাম বোখারী ও মোসলেমকে 'শায়খাইন' বলে।

সিয়াহ্‌ সিত্তা : বোখারী, মোসলেম, আবু দাউদ, তিরমিজী, নেসায়ী ও ইবনে মাযাহ্‌—এই ছয়খানা হাদীসের কিতাবকে একত্রে 'সিয়াহ্‌ সিত্তা' বলে। আবার অনেকে ইবনে মাযাহ্‌র স্থলে মোয়াত্তা ইমাম মালেক, আবার অনেকে 'সুনানে দারেমী'কেই সিয়াহ্‌ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেন।

সহীহাইন : বোখারী ও মোসলেম শরীফকে একত্রে 'সহীহাইন' বলে।

মোত্তাফেক আলাইহে : যে হাদীসকে একই সাহাবী হইতে ইমাম বোখারী ও মোসলেম উভয়ে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে হাদীসে 'মোত্তাফেক আলাইহে' বলে।

সুনানে আরবা : বোখারী ও মোসলেম ব্যতীত 'সিয়াহ্‌ সিত্তার' অপর চারি কিতাবকে 'সুনানে আরবা' বলে।

ব্যাখ্যা

রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সাহাবীগণ (সহচরগণ) এই সকল হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, তাবেয়ীগণ (যাহারা হযরতকে কখনও দেখেন নাই। কিন্তু তাঁহার সহচরগণকে দেখিয়াছেন) সাহাবীদের মুখে এই সকল হাদীস শুনিয়াছেন এবং তাহারা আবার পরবর্তী লোকদের নিকট তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। এইভাবে কয়েক পুরুষ পর হাদীসের লেখকগণ তাঁহাদের কিতাবে এই সকল হাদীস লেখার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যেমন, 'ক' হযরতকে দেখিয়াছেন, 'খ' 'ক' এর নিকট শুনিয়াছেন এবং 'গ' আরও পরবর্তী লোক। তিনি 'ক'-কে দেখেন নাই, তিনি 'খ'-এর নিকট শুনিয়াছেন। এইরূপ একজন অপরজনের মুখে শুনিয়া একটা ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীস বিশারদদের পরিভাষায় এইরূপ বয়ান (বর্ণনা) করাকে "রেওয়ায়েত" বলা হয়। ক, খ এবং গ এই তিনজন অর্থাৎ যাহারা ঐ বিবরণ দাখিল করিলেন, তাঁহারা সকলেই ঐ হাদীসের রাবী। 'ক'-এর মুখে 'খ'-এর এবং 'খ'-এর মুখে 'গ'-এর শুনার এইরূপ বিবরণকে "সনদ" বা "ইসনাদ" বলা হয় ; এবং হাদীসের মূল বয়ান (বক্তব্য) বিষয় যেটুকু তাহাকে হাদীসের "মতন" বলা হয়। এখানে একটি উদাহরণ দিতেছি :—হযরত ইমাম বোখারী তাঁহার বোখারী শরীফে লিখিয়াছেন: কাজায়ার পুত্র এহ্‌ইয়া আমাকে বলিয়াছেন যে, মালেক তাঁহার (এহ্‌ইয়ার) নিকট এই হাদীস বয়ান করিয়াছেন ; মালেক ইহা ইব্‌নে শেহাবের মুখে এবং তিনি আবদুল্লাহ্ ও হাসান হইতে, এবং তাঁহারা তাহাদের পিতা মোহাম্মদ হইতে এবং মোহাম্মদ হযরত আলী হইতে এই বর্ণনা করেন যে, "রসূলুল্লাহ্ (দঃ) খয়বর যুদ্ধের দিন 'মুতা' বিবাহ ও গাধার গোশ্‌ত ভক্ষণ করিতে মানা করিয়াছেন।" ইহা একটি হাদীস। ইমাম বোখারী হইতে হযরত আলী পর্যন্ত যে নামের তালিকা বা লোক পরম্পরা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সনদ বা সূত্র। এই সূত্রের বর্ণিত এহ্‌ইয়া, মালেক ইব্‌নে শেহাব, আবদুল্লাহ্, হাসান, মোহাম্মদ এবং হযরত আলী—ইঁহারা সকলেই এই হাদীসের 'রাবী'। হাদীসে বর্ণিত "রসূলুল্লাহ্ (দঃ) খয়বর যুদ্ধের দিন 'মুতা' বিবাহ এবং গাধার গোশ্‌ত খাইতে মানা করিয়াছেন" এই অংশটুকু হাদীসের 'মতন'।

অতএব, আমরা দেখিতেছি যে, কোন্ হাদীসটা সত্য আর কোন্ হাদীসটা মিথ্যা, কোন্টা আসল আর কোন্টা নকল ইত্যাদি বিষয় ভালরূপে জানিতে হইলে, সর্বপ্রথমে আমাদিগকে সনদের বা সাক্ষী পরম্পরার বর্ণিত সিঁড়ির সকল 'রাবী'র অবস্থা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। এই পরীক্ষায় না টিকিলে সেই হাদীস গ্রহণ করা যায় না।

হাদীসের সত্যতা পরীক্ষা করিতে হইলে প্রথমে রাবীদের নানারূপ অবস্থার খোঁজ-খবর নিতে হয়। এইজন্য প্রাচীন পণ্ডিতগণ এই সকল 'রাবী'র জীবনী সংগ্রহ করেন। ইহাতে 'রাবী'দের বংশ পরিচয়, জন্মস্থান, জন্মের সন তারিখ, সাহাবী হইলে কোন্ সময় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার দৈহিক, মানসিক এবং নৈতিক অবস্থা, ব্যবসায়, ভ্রমণ (পর্যটন), তিনি কাহার বা কাহার কাহার নিকট এবং তাঁহার নিকট হইতে কে কে হাদীস গ্রহণ করিয়াছেন প্রভৃতি সকল দরকারী বিষয় নিজেদের কিতাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে (তন্ন তন্ন করিয়া) আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল কিতাবের সাহায্যে আজ আমরা অতি সহজে পাঁচ লক্ষেরও অধিক রাবীর সূক্ষ্ম জীবন-বৃত্তান্ত জানিতে পারি।

যথাযথ ভাবে হাদীস লিখিয়া রাখার নিয়ম প্রাথমিক যুগে ছিল না। সাহাবাগণের মধ্যে কেহ কেহ হাদীস লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সেকালে সাধারণভাবে সকলে মুখে মুখে হাদীস বর্ণনা ও শিক্ষা করিতেন। পরে, সাহাবীদের মৃত্যু, মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি, বিভিন্ন দেশে সাহাবীদের অবস্থান, তাবেয়ীগণের সংখ্যা এবং তাহার মধ্যে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী লোকের সমাবেশ এবং এইরূপ অন্যান্য কারণে হিজরী (হযরতের মক্কা হইতে মদীনায় প্রস্থানের সময় হইতে এই সন গণনা করা হয়) দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই হাদীস লিখিয়া কিতাব আকারে হেফাযত করা ইসলামের একটা অতীব দরকারী কাজ বলিয়া নির্ধারিত হয়। মহাত্মা মালেকের 'মোয়াত্তা', মহাত্মা আহমদ বিন হাম্বালের 'মোসনাদ', মহাত্মা শাফেয়ীর 'কিতাবুল-উম' প্রভৃতি এই সময় রচিত (সংকলিত) হয়। এই সময় হইতে লিখিতভাবে হাদীস বর্ণনা করার আবশ্যকতা দীন ইসলামের দিক দিয়া স্বীকৃত হইতে শুরু হইল এবং তদনুসারে সমস্ত হাদীস লিখিতভাবে

রেওয়ায়েত করার নিয়ম প্রচলিত হইল। অবশ্য হাদীস লিখিয়া রাখার আবশ্যকতা ইহার পূর্বেও অনেকে অনুভব করিয়াছিলেন।

মহাত্মা খলিফা উমর বিন আবদুল আযিয হাদীস সংগ্রহ করার যথেষ্ট চেষ্টা করেন। ইমাম মালেক বলিয়াছেন যে, খলিফা উমর বিন আবদুল আযিয মদীনার সমস্ত পণ্ডিতের বিদ্যা (হাদীস) সংকলন করিয়াছিলেন। তিনি আবু বকর বিন মোহাম্মদ, সঈদ বিন ইব্রাহীম প্রভৃতি বহু পণ্ডিতকে এই কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, মাত্র দুই বৎসরের কিছু বেশী সময় খেলাফতের পর হিজরী ১০১ সালে এই রাজর্ষি খলিফার মৃত্যু হয়। যাহা হউক, তাঁহার সময়েই হাদীসের বহু দপ্তর লিখিত হইয়াছিল।

হযরতের জীবিতকালেও তাঁহার হুকুম মত এবং তাঁহার ওফাতের (মৃত্যুর) পর তাঁহার সাহাবীদের সময়ে ও তাবেয়ীদের যুগে হাদীস লিখিয়া রাখার যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কালক্রমে নানা কারণে মিথ্যা হাদীসের প্রচলন শুরু হইলে মোহাদ্দেসগণ (হাদীস বিশারদগণ) জাল, মিথ্যা এবং আজগুবী হাদীস যাচাই করার জন্য অশেষ অধ্যবসায় সহকারে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। এইভাবে অনুসন্ধানের ফলে তাঁহারা বহু জাল ও মিথ্যা হাদীস বাছিয়া বাহির করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজও বহু মিথ্যা এবং জাল হাদীস ওয়াজ ও মিলাদের মজলিসে বিনা ওজর-আপত্তিতে চালু হইতেছে এবং আমরা এইগুলি সহীহ্ বা সত্য বলিয়া বিশ্বাসও করিতেছি।

হাদীসের সত্যতা পরীক্ষা, শ্রেণী বিভাগ, গুরুত্বের তারতম্য নির্ণয়, অর্থ নির্ধারণ ইত্যাদি বহু বিষয়ে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মোহাদ্দেসগণ কতকগুলি আইন-কানুন নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল কিতাব 'ওসূলে হাদীস' নামে পরিচিত। বর্তমানে হাদীসের গুরুত্বের মত 'ওসূলে হাদীসে'র গুরুত্বও অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা অনেক বেশী।

ওসূল (দর্শন) ও মাউজুয়াত (দার্শনিক ইতিবৃত্ত) পণ্ডিতগণের আবিষ্কৃত যুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত ও বৃত্তান্ত ঘটিত সাক্ষ্য বিশেষ। সুতরাং তাহার প্রত্যেক ধারা ও প্রত্যেক কথাই যে আমাদিগকে চোখ বুঝিয়া মানিয়া লইতে হইবে, এইরূপ বাধ্যবাধকতার কোনই কারণ নাই। যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা কোন একটা নিয়ম বা বিবরণ যদি ভুল বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে ইসলামের

শিক্ষা এবং পূর্ববর্তী আলেমগণের নীতি অনুসারে আমরা সেই সকল নিয়ম বা বিবরণের খণ্ডন ও প্রতিবাদ করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য। মনে করুন, একজন খুব বড় মোহাদ্দেস ওস্থলের কিতাবে লিখিতেছেন, চারি ইমামের রচিত কিতাবগুলির মধ্যে ইমাম মালেকের 'মোয়াত্তা' ব্যতীত অন্য কোন কিতাব বিদ্যমান নাই। অথচ আমরা আমাদের টেবিলের উপরে ইমাম শাফেয়ীর 'কিতাবুল-উম', ইমাম আহমদের 'মোসনাদ' এবং ইমাম আবু হানিফার 'মোসনাদ' দেখিতে পাইতেছি। এই অবস্থায় আমরা অবশ্যই মোহাদ্দেসের কথা অবিশ্বাস করিতে বাধ্য।

ইসলামের প্রাথমিক এবং মধ্যযুগের হাদীস-বিশারদ মণ্ডলীর কিতাব সকল এবং বিভিন্ন আলোচনা পাঠ করিলে দেখা যায়, তাঁহারা অনেকেই মনে কবিতেন, হাদীসের সনদ ঠিক কি-না উহা দেখা যতটা দরকার তাহা দেখা হইয়া গেলেই অধিকাংশ পণ্ডিতগণ যেন সেই হাদীসটাকে সম্পূর্ণ সত্য ও সর্বতোভাবে গ্রহণীয বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের বিবেচনায় যে সকল হাদীস দ্বারা শরীয়তের কোন হুকুম বা আকিদাহ্ (যেমন—এই কাজ করা ফরয, এই কাজ হারাম—এই ধরনের হুকুম অথবা হযরত মোহাম্মদ (দ:) শেষ নবী, আখিরাতে মানুষকে কর্মফল ভোগ করিতে হইবে—এই ধরনের বিশ্বাস) প্রমাণিত হইতে পারে, কেবল সেই সকল হাদীস সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। ইতিহাস, ফজিলত প্রভৃতি অন্যান্য ব্যাপারে জঈফ (দুর্বল) হাদীস বয়ান করা, এমন কি একদলের মতে মিথ্যা হাদীস তৈয়াব করাও জায়েয (সঙ্গত)।

পরীক্ষার মাপকাঠি

এই সকল বিষয়েব বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম আলোচনা দ্বারা আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি : রেওয়ায়েত হিসাবে হাদীস সহীহ্ (শুদ্ধ) বলিয়া প্রমাণ পাইলেও যদি হাদীসের মতনে (গর্ভাংশে) বা সনদে এমন কোন জোরালো প্রমাণ থাকে যাহা দ্বারা হাদীসটির অবিশ্বাস্যতা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে সেই হাদীসকে বিনা ওজরে গ্রহণ করা যায় না বরং সেই হাদীসকে বর্জন করাই উচিত হইবে। এখানে একটি উদাহরণ

দেওয়া গেল :—সহীহ্ বোখারী ও মোসলেমে এই হাদীসটির বয়ান আছে যে, আনাস বলিতেছেন : "হে মুমিনগণ। তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের নিজেদের কণ্ঠস্বর ঊর্ধ্বে চড়াইও না..........ইত্যাদি।" এই আয়াতটি নাযিল হইলে, সাবেত বিন কায়েস নামক জনৈক সাহাবীর খুব ভয় হইল, কারণ তাঁহার কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃ খুব উচ্চ ছিল। এইজন্য তিনি আর হযরতের খেদমতে হাজির হইতেছেন না। এইভাবে কয়েকদিন গত হওয়ার পর হযরত (দঃ) সায়াদ বিন মায়াজ নামক সাহাবীকে সাবেত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সায়াদ সাবেতের খোঁজ-খবর নিতে তাঁহার বাড়ীতে গমন করেন। সায়াদের সহিত সাবেতের দেখা হইল এবং হযরত (দঃ) যে তাঁহার খোঁজ-খবর জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহা বলিলেন। সাবেত নিজের কণ্ঠস্বর ও সদ্য অবতীর্ণ উক্ত আয়াতের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন : "আমার ভয় হইতেছে যে, আমি দোযখে যাইব।" সাবেতের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া সায়াদ পুনবায় হযরত (দঃ)-কে তাহা জানাইলে হযরত সাবেতকে অভয় দান করেন। [বোখারী ১৪শ খণ্ড ৩১৮, ৩৪৪ ; মোসলেম (মেশ্‌কাত) ৫৭৬ পৃষ্ঠা]।

এই হাদীসটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ, (ক) এই আয়াতটি হিজরীর নবম সনে (যে বৎসর হযরত (দঃ)-এর নিকট নানা স্থান হইতে প্রতিনিধিদল আসিয়াছিল) আকবা গয়রহ সম্বন্ধে নাযিল হয়। এই সকল বিষয়ে সকলেই একমত (বোখারী ও ফৎহুলবারী, তফসির অধ্যায়, ২০শ খণ্ড, ৩৩৮ পৃষ্ঠা)। (খ) সায়াদ বিন মায়াজ পরিখার যুদ্ধে মারাত্মক ভাবে আঘাত পান এবং বনি কোরেজা যুদ্ধের কযেক দিন পরে, হিজরী পঞ্চম সনের যিলকদ্ মাসে শহীদ হন—ইহা সর্ববাদী স্বীকৃত সত্য। (বোখারী ; মোসলেম, এছাবা ৩১৯৭ নং)। আমরা দেখিতেছি, এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছে নবম হিজরীতে অথচ সায়াদ এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার ৪ বৎসব আগেই মারা যান। সুতরাং নবম হিজরীতে হযরত (দঃ)-এর ও সাবেতের সহিত সায়াদের মোলাকাত এবং কথাবার্তা বলা ইত্যাদি বয়ান করা সম্পূর্ণ মিথ্যা বা ভুল কথা। অতএব, আপনারা দেখিলেন, এই হাদীসটি রেওয়ায়েত বা সনদের হিসাবে সহীহ্ হইলেও ইহাকে গ্রহণ করা যায় না।

আনাস, আয়েশা ও ইব্‌নে আব্বাস বলিতেছেন : "হযরত ৪০ বৎসর বয়সে

নবী হইয়া দশ বৎসর মক্কায় অবস্থান করিয়া হিজরত করেন এবং মদীনায় আরও দশ বৎসর অবস্থান করার পর নবুয়তের ২০শ সনে ৬০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। (বোখারী, ১৮-১০৯, মোসলেম ২-২৬০ পৃষ্ঠা)।

হযরত (দঃ)-এর ২০ বৎসর নবুয়ত, মক্কায় ১০ বৎসর অবস্থান এবং ৬০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন—এই তিন কথাই ভুল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মক্কায় নবুয়তের ১৩ বৎসর অবস্থান করিয়া হিজরত করেন এবং ২৩ বৎসর নবী-জীবন অতিবাহিত করার পর ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। বোখারী এবং মোসলেমে কথিত রাবীগণই ইহা বয়ান করিয়াছেন। কিন্তু বোখারী ও মোসলেম এই দুইটি বিপরীত বিবরণের উভয়ই ত সত্য হইতে পারে না—সুতরাং ৬০ বৎসরে হযরতের ওফাতের বিবরণ যে ভুল, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

অতএব, আমরা দেখিতেছি হাদীসের সনদ সহীহ্, অথচ হাদীসটি ভুল, সুতরাং অগ্রাহ্য।

বোখারী হযরত আলীর বরাত দিয়া বলিতেছেন, বদরের যুদ্ধে যাহারা অংশ নিয়াছিলেন, তাহাদের সম্বোধন করিয়া হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ "তোমরা যাহা খুশী করিতে পার (তাহাতে তোমাদের কোন কৈফিয়ত দিতে হইবে না) কারণ তোমাদের জন্য বেহেশ্‌ত নিশ্চিত।" (১৬ খণ্ড, ১৪ পৃষ্ঠা)। ইহা ইসলামের সমস্ত শিক্ষার বিপরীত কথা। কুরআনে বলা হইয়াছে যে, পাপ করিলে হযরতকেও তাহার কঠোর ফল ভোগ করিতে হইবে। অথচ এই হাদীসকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, হযরত (দঃ) বদরীদিগকে পাপ আচরণ করিতে সাধারণভাবে হুকুম দিয়াছেন। ইহা অন্যায়, অসঙ্গত ও ইসলাম বিরোধী কথা। হযরত (দঃ) ঐরূপ কথা বলিয়াছেন বা বলিতে পারেন এক মুহূর্তের জন্যও আমরা ইহা ধারণা করিতে পারি না। সুতরাং দেখা গেল যে, হাদীসে রাবীগণের বর্ণনায় মারাত্মক ভুল আছে। নমুনা স্বরূপ আমরা এই কয়টি হাদীস পেশ করিলাম। এইরূপ আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এই সকল উদাহরণ দ্বারা আমরা দেখিলাম যে, রেওয়ায়েত সহীহ্ হইলেই যে হাদীস সহীহ্ হইবে, এমন কোন কথাই নাই।

সাক্ষী পরম্পরা বা সনদের বিশ্বস্ততা পরীক্ষা করার পর, আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য বা অন্য কোন প্রকার অকাট্য প্রমাণের দ্বারা যদি কোন হাদীসের অসত্যতা ও ভিত্তিহীনতা প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে সনদ সহীহ্ হওয়া সত্ত্বেও সেই হাদীসকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে। আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং সূক্ষ্ম সমালোচনা দ্বারা, হাদীসের এইরূপ দোষ-ত্রুটির আবিষ্কারকে 'দেরায়ত' বলা হইয়া থাকে এবং দেরায়ত অনুসারে কোন হাদীস অসত্য ও অবিশ্বাস্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে সেই হাদীসের আর কোন গুরুত্ব থাকে না। হাদীসের 'ওসুল' ও 'মাউজুয়াৎ' সংক্রান্ত কিতাব সকল পাঠ করিলে ইহার বহু উদাহরণ জানা যায়। নিম্নে কয়েকটি নমুনা দেওয়া গেল :—

বোখারীতে বর্ণিত হইয়াছে, "আমর বিন মাইমুন বলিতেছেন, নবুয়তের পূর্বে একটি বানর জিনা (ব্যভিচার) করায় অনেক বানর সেখানে সমবেত হইয়া তাহাকে রজম (বিবাহিত নর-নারী ব্যভিচার করিলে তাহাদিগকে প্রস্তরাঘাতে নিহত করার ব্যবস্থা ইসলামে আছে। ইহাকে 'রজম' বলা হয়) করিল। আমিও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া রজম করিয়াছিলাম।"

কোন কোন মোহাদ্দেস যুক্তির দিক দিয়া এই হাদীসটিকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, বানরের আবার বিবাহ কি, আর তাহাব জিনাই বা কি? রাবী বানরদের সঙ্গে যোগ দিয়া পাথর মারিতে লাগিলেন তবুও বানরেরা পলাইল না! এই সকল যুক্তি দেখাইযা তাঁহারা এই হাদীসটিকে অবিশ্বাস করিয়াছেন। কিন্তু মোহাদ্দেস ইব্নে আবদুল বার কোন গতিকে হাদীসটিকে রক্ষা করার জন্য বলিতেছেন: "হইতে পারে, ঐগুলি আসলে বানর নয়, জিন।" (১৫-৪৩৩)।

সহীহ্ মোসলেমে বয়ান আছে যে, হযরত আব্বাস, হযরত আলী এবং আরও কয়েকজন সাহাবী খলিফা উমরের নিকট হাজির হইলেন। আব্বাস উমরকে বলিলেন: এই মিথ্যাবাদী, পাপাত্মা, প্রবঞ্চক ও বিশ্বাসঘাতক আলীর সহিত আমার গোলমালের বিচার করিয়া দিন। ইহা শুনিয়া হযরত উমর উভয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন: ইহা লইয়া আপনারা আবু বকরকে

ঐরূপ মিথ্যাবাদী, পাপাত্মা, প্রবঞ্চক ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। আবু বকরের মৃত্যুর পর আমাকেও আপনারা ঐরূপ মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, পাপাত্মা ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া মনে করিয়াছেন। (২য় খণ্ড, ৯০—৯১ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীসে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে স্বীকার কবিতে হইবে যে, আলী ও আব্বাস হযরত আবু বকর ও উমরকে মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, পাপাত্মা ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া মনে করিতেন; এবং আব্বাস হযরত আলীকে ঐরূপ কদর্য ভাষায় গালাগালি দিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল মহাত্মাদের পক্ষে ইহা কখনও সত্য হইতে পারেন না। সুতরাং আমরা এই হাদীসের রাবীগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া গণ্য করিব। এখানে আমরা দেখিতেছি, যুক্তির হিসাবে মোহাদ্দেসগণ এই সহীহ্ হাদীসটিকে অগ্রাহ্য করিতেছেন।

মোল্লা আলী হানাফী লিখিতেছেন: "যে ব্যক্তি রমযান মাসের শেষ জুমআয় (শুক্রবারে) কোন ফরয নামায পড়িবে, তাহার জীবনের বিগত ৭০ বৎসরে যে সমস্ত নামায 'কাযা' (যাহা আদায় করা হয় নাই) হইয়া গিয়াছে, এই এক নামাযেই সে সমস্তের ক্ষতিপূরণ হইয়া যাইবে।" এই হাদীসটি নিশ্চয়ই বাতিল। কাবণ, সর্ববাদীসম্মত অভিমত এই যে, কোন একটি ইবাদত বহু বৎসরের পরিত্যক্ত বহু সংখ্যক ইবাদতের ক্ষতিপূরণ করিতে পারে না।

মোল্লা সাহেব এই হাদীসটিকে দেরায়ত বা যুক্তির হিসাবে অগ্রাহ্য এবং বাতিল বলিযা মত প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য যুক্তির হিসাবে এইরূপে হাদীস অগ্রাহ্য করা আধুনিক লেখকগণের নূতন আবিষ্কার নহে। সাহাবীদের যুগ হইতে জ্ঞানী মোহাদ্দেসগণের সময় পর্যন্ত এই ধারা অনুসারে হাদীসের বিচার করার প্রথা প্রচলিত ছিল।

হাদীসের শ্রেণী বিভাগ

হাদীস প্রথমতঃ তিন প্রকার। (১) কওলী: কথা জাতীয় হাদীসকে কওলী, (২) ফেলী: কার্য বিবরণ সংবলিত হাদীসকে ফেলী এবং (৩) তাক্‌রিরী: সম্মতিসূচক হাদীসকে তাক্‌রিরী হাদীস বলে। মোহাদ্দেসগণ এই তিন প্রকার হাদীসকে নিম্নরূপে শ্রেণী বিন্যাস করিয়াছেন:—

মারফু : যে হাদীসের সনদ রসূলুল্লাহ্ (দ:) পর্যন্ত পেঁৗছিয়াছে এবং যাহা রসূলুল্লাহ্ (দ:)-এর হাদীস বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহাকে 'মারফু' হাদীস বলে।

মাওকুফ : যে হাদীসের সনদ কোন সাহাবী পর্যন্ত পেঁৗছিয়াছে এবং যাহা সাহাবীর হাদীস বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহাকে'মাওকুফ' হাদীস বলে।

মাক্‌তু : যে হাদীসের সনদ কোন তাবেয়ী পর্যন্ত পেঁৗছিয়াছে এবং যাহা তাবেয়ীর হাদীস বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহাকে 'মাক্‌তু' হাদীস বলে।

মোত্তাসিল : যে হাদীসের সনদের মধ্যে কোন স্তরে কোন রাবী (বর্ণনা-কারী) বাদ পড়ে নাই, সকল স্তরের সকল রাবীর নামই যথাস্থানে উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাকে 'মোত্তাসিল' হাদীস বলে।

মোন্‌কাতে : যে হাদীসের সনদের মধ্যে কোন স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়িয়াছে, তাহাকে 'মোন্‌কাতে' হাদীস বলে।

মোরসাল : যে হাদীসের সনদে সাহাবীর নামই বাদ পড়িয়াছে এবং তাবেয়ী রসূলুল্লাহ্ (দ:)-এর নাম করিয়া হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাকে 'মোরসাল' হাদীস বলে।

মোয়াল্লাক : যে হাদীসের সনদের প্রথমদিকে এক বা একাধিক (রাবীর) নাম বাদ পড়িয়াছে, তাহাকে 'মোয়াল্লাক' হাদীস বলে।

মোদাল্লাস : যে হাদীসের বর্ণনাকারী নিজের প্রকৃত উস্তাদের নাম না করিয়া তাঁহার উর্ধ্বতন উস্তাদের নামে এমনভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যাহাতে ধারণা হয় যে, তিনি নিজেই উহা উর্ধ্বতন উস্তাদের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছেন অথচ তিনি নিজে উহা তাঁহার নিকট হইতে শুনেন নাই, সেই হাদীসকে 'মোদাল্লাস' হাদীস বলে।

মোজ্‌তারেব : যে হাদীসের বর্ণনাকারী মতন বা সনদকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন, সেই হাদীসকে 'মোজ্‌তারেব' হাদীস বলে।

মোদরাজ : যে হাদীসের মধ্যে বর্ণনাকারী নিজের অথবা অন্য কাহারও উক্তি প্রক্ষেপ করিয়া থাকে, সে হাদীসকে 'মোদরাজ' বলে।

মোস্‌নাদ : যে মারফু অথবা হাদীসের সনদ সম্পূর্ণ মোত্তাসিল, সেই হাদীসকে 'মোস্‌নাদ' বলে।

মাহ্ফুজ ও শাজ : কোন সেকাহ্ রাবীর, অপর কোন রাবী বা রাবীগণের হাদীসের বিরোধী হাদীস হইলে, যে হাদীসের রাবীর 'জবত' গুণ অধিক বা অপর কোন সূত্র দ্বারা যাহার হাদীসের সমর্থন ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়, তাঁহার হাদীস টিকে 'মাহ্ফুজ' এবং অপরটিকে 'শাজ' হাদীস বলে। শাজ হাদীস সহীহ্ হিসাবে গণ্য নহে।

মা'রূফ ও মুনকার : কোন দুর্বল রাবীর হাদীস অপর কোন দুর্বল রাবীর হাদীসের বিরোধী হইলে, অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবীর হাদীসটিকে 'মা'রূফ' হাদীস এবং অপরটিকে 'মুনকার' হাদীস বলে।

মোআল্লাল : যে হাদীসের সনদে এমন কোন সূক্ষ্ম ত্রুটি রহিয়াছে যাহা হাদীস বিশেষজ্ঞ ব্যতীত ধরিতে পারে না, সেই হাদীসকে 'মোআল্লাল' হাদীস বলে।

মোতাবে ও শাহেদ : এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায়, তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটি প্রথম রাবীর হাদীসের 'মোতাবে' বলে। যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী অর্থাৎ সাহাবী একই ব্যক্তি হয়, এইরূপ হওয়াকে 'মোতাবায়াত' বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হয়, তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসকে প্রথম হাদীসের 'শাহেদ' (সাক্ষ্য) বলে।

সহীহ্ : যে মোত্তাসিল হাদীসের সনদের প্রত্যেক রাবীই আদালত ও জবত-এ পূর্ণ গুণসম্পন্ন এবং হাদীসটি শাজুজ ও ত্রুটি মুক্ত, সেই হাদীসকে 'সহীহ্' হাদীস বলে।

হাসান : যে হাদীসের রাবীর জবত গুণের পরিপূর্ণতার অভাব রহিয়াছে সেই হাদীসকে 'হাসান' হাদীস বলে।

জঈফ : যে হাদীসের কোন রাবী হাসান হাদীসের রাবীর গুণ সম্পন্নও নহে, সেই হাদীসকে 'জঈফ' হাদীস বলে।

মাওজু : যে হাদীসের রাবী জীবনে রসুলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করিয়াছে বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহার হাদীসকে 'মাওজু' হাদীস বলে।

মাতরূক : যে রাবী সাধারণ কাজ-কর্মে মিথ্যা কথা বলে না বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাহার হাদীসকে 'মাতরূক' হাদীস বলে।

মোবহামঃ যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায় নাই তাঁহার হাদীসকে 'মোবহাম' হাদীস বলে।

গরীবঃ যে সহীহ্ হাদীসকে কোন যুগে মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করিয়াছেন, সেই হাদীসকে 'গরীব' হাদীস বলে।

আযিযঃ যে সহীহ্ হাদীসকে প্রত্যেক যুগেই দুইজন রাবী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাকে 'আযিয' হাদীস বলে।

মাশহূরঃ যে সহীহ্ হাদীসকে প্রত্যেক যুগে অন্ততঃ তিন জন রাবী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাকে 'মাশহূর' হাদীস বলে।

মোতাওয়াতেরঃ যে সহীহ্ হাদীসকে প্রত্যেক যুগে এত অধিক সংখ্যক রাবী বর্ণনা করিয়াছেন, যাহাতে বর্ণনাকারীদেব পক্ষে মিথ্যাব উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়া সাধারণতঃ অসম্ভব, সেই হাদীসকে 'মোতাওয়াতের' হাদীস বলে।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, হযরত যাহা বলিযাছেন বা করিয়াছেন, অথবা নীববে প্রকারান্তরে সম্মতি দান করিয়াছেন, সেইরূপ কাজ ও কথার বিবরণের নাম হাদীস। কিন্তু পরে, সাহাবাদের কথা ও কাজ আসার বা হাদীস নামে অভিহিত হইযা থাকে।

সনদ হিসাবেও হাদীস তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। হাদীসের সনদ বা সূত্র পরম্পরা যদি হযরত পর্যন্ত পৌছিয়া থাকে; যেমন সাহাবী বলেন, হযরত এইরূপ বলিয়াছেন বা করিয়াছেন, তাহা হইলে সেই হাদীসকে 'মারফু' বলা হয়। যদি সাহাবীর পরবর্তী লোকেরা—তাবেয়ীগণ বলেন যে, অমুক সাহাবী এইরূপ করিযাছেন বা এই কথা বলিয়াছেন, তাহা হইলে এই বিবরণের নাম 'মাওকুফ' হাদীস। যেমন তাবেয়ী বলেন, উমর এইরূপ বলিযাছেন, আবু বকর ইহা করিয়াছেন ইত্যাদি। যে হাদীসেব শেষ সীমা কোন তাবেয়ী পর্যন্ত গিযা শেষ হইয়াছে, অর্থাৎ যেখানে কোন তাবেয়ীর কথা বা কাজের বর্ণনা করা হয়, তাহাকে 'মাক্তু' হাদীস বলে।

হাদীসের শেষ রাবী হইতে প্রথম বা মূল রাবী পর্যন্ত, একজন রাবীও যদি পরিত্যক্ত না হয়, তাহা হইলে সেই হাদীসকে 'মোত্তাসাল' হাদীস বলা হয়। আর যদি উহার মধ্য হইতে কোন রাবী পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে "মোনকাতে" বলা হয়। ইহা আবার তিন ভাগে বিভক্ত।

আমরা শুধু মোত্তাসাল ও গায়র মোত্তাসাল (সংলগ্ন সূত্র ও অসংলগ্ন সূত্র) এই দুই ভাগ করিয়া আমাদের কাজে অগ্রসর হইতে পারি।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, 'মারফু', 'মাওকুফ' এবং 'মাক্তু' হাদীসগুলি আবার সংলগ্ন ও অসংলগ্ন এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

যাহারা হযরতের 'সোহবত' (সাহচর্য) লাভ করিয়াছেন, তাহাদের সমষ্টিগত নাম 'সাহাবা'। এই সমষ্টির যে কোন একজনকে পৃথকভাবে সাহাবী বলা যাইতে পারে। অধিকাংশের মত এই যে, যে কোন মুসলমান, মুসলমান থাকা অবস্থায় হযরতের সাহচর্য পাইয়াছিলেন এবং মুসলমান থাকা অবস্থায় মারা যান, সাহাবী (কমরেড) বলিতে তাঁহাকে বুঝাইবে।

যে কোন ব্যক্তি কোন সাহাবার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন, তিনি তাবেয়ী। অতএব, যে কোন মুসলমান, ইহুদী, খ্রীষ্টান, পৌত্তলিক এবং অগ্নি-পূজক—একজন সাহাবাকে দেখিয়াছে, সেও তাবেয়ী।

সাহাবাদের মোট সংখ্যা, প্রায় ১ লক্ষের উপর হইবে। ইহাদের মধ্যে সর্বশেষে পরলোক গমন করিয়াছেন আবু তোফেল আমের ইব্নে ওয়াসেলা। তিনি হিজরী ১০২ সনে মারা যান।

হিজরীর প্রথম শতাব্দীতে মুসলমানগণ বহু দেশ জয় করিয়াছিলেন এবং এই সকল সাহাবী দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহা মহাত্মা উমর বিন্ আযিযের খেলাফতের শেষ সময়। এই সময় মধ্য এশিয়ার প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে বহু সাহাবী ছড়াইয়া পড়েন, ঐ সকল জায়গার সমস্ত মুসলমান এবং অমুসলমান, যাহারা কোন মতে কখনও জনৈক সাহাবীর দর্শন লাভ করিয়াছেন, তাহারা সকলেই তাবেয়ীর অন্তর্গত। সুতরাং এই তাবেয়ীদের সংখ্যা যে কত এবং তাহাদের বর্ণিত মাওকুফ এবং মাক্তু হাদীসের গুরুত্ব যে কিরূপ তাহা আপনারা সহজেই অনুমান করিতে পারেন।

সূত্র পরম্পরায় যে সকল রাবীর নাম আছে, তাহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে হাদীস আবার তিন প্রকার—(১) সহীহ্, (২) হাসান ও (৩) জঈফ।

(১) সহীহ্ হাদীস

সহীহ্ হাদীসের রাবীদের নিম্নলিখিত গুণ থাকিতে হইবে :

(১) স্বভাবগত ভাবে সাধুতা, সত্যবাদিতা, ধর্মভীরুতা এবং ন্যায়-নিষ্ঠা থাকিতে হইবে।

(২) কাপুরুষতা, নীচ প্রকৃতি, সুরুচিহীনতা এবং এই জাতীয সকল প্রকার ঘৃণিত কাজ ও ভাব হইতে মুক্ত থাকিতে হইবে।

(৩) অটুট স্মরণশক্তি ও আবৃত্তি করার অতুলনীয় ক্ষমতা। বিবরণ শ্রবণের সময় হইতে তাহা বিবৃত করার সময় পর্যন্ত নিজের পুস্তকে এমন সাবধানতা ও যোগ্যতাব সহিত তিনি সেগুলিকে লিখিয়া বাখিয়াছেন যে, তাহাতে কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

মনে করুন 'ক' একজন রাবী এবং তিনি সত্যবাদী ও পরহেজগার; কিন্তু নানা কারণে তাহাব স্মরণ শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অথবা তিনি অন্ধ হইয়া যাওয়ায় বা অন্য কারণে তাহার কিতাব আংশিক বা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিযাছে, অথবা অন্য কোন লোকের পক্ষে সেই মুসাবিদায় কোন কথার যোগ বিয়োগ কবার সুযোগ ঘটিয়াছে, এ অবস্থায় 'ক'-এব হাদীসকে সহীহ্ বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না।

(৪) হাদীসটির রাবী পরম্পরা হইতে একজন রাবীও পরিত্যক্ত হয নাই।

(৫) সেই রেওযায়েতটি 'মোআল্লাল' হইতে পবিবে না। 'মোআল্লাল' সেই হাদীসকে বলা হয, যাহাতে সাধাবণের চোখে দোষ ধরা পড়ে না। কিন্তু বিশেষজ্ঞ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ উহাতে মারাত্মক দোষ-ত্রুটি দেখিতে পান। যেমন, কোন হাদীসের বর্ণিত বিষয়টি আসলে সাহাবীর কথা, কিন্তু পরবর্তী রাবী ভুলে বা অন্য কাবণে তাহাকে হযবত (দঃ)-এর উক্তি বলিযা বর্ণনা করিতেছেন।

(৬) ঐ হাদীস 'শাজ' হইবে না ; অর্থাৎ আলোচ্য হাদীসেব রাবী নিজেব চাইতে বিশ্বস্ততর বাবীর বর্ণিত হাদীসের বিপবীত কোন বিষয়ের বর্ণনা কবিবেন না।

এই ছযটি কঠোর শর্ত যে হাদীসে পাওয়া যাইবে, তাহাকে সহীহ্ ব... হইবে। পক্ষান্তরে, অন্য ৫টি শর্ত পুরণ করার পর যদি ৩য় দফায় বর্ণি...

শর্ত সম্বন্ধে কিছু ত্রুটি থাকে, কিন্তু নানা সূত্রে ঐ হাদীসের রেওয়ায়েত হওয়ায় ঐ ত্রুটির ক্ষতিপূরণ হইয়া যায়। ইহাকে অন্যের সাহায্যে সহীহ্ বা দ্বিতীয় শ্রেণীর সহীহ্ বলা হয়।

(২) হাসান হাদীস

যদি কোন হাদীসে দ্বিতীয় শ্রেণীর সহীহ্ হাদীসের ন্যায় ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে সেই হাদীসকে 'হাসান' হাদীস বলা হয়।

(৩) জঈফ হাদীস

সহীহ্ ও হাসান হাদীসের বর্ণিত এক বা একাধিক শর্তের অভাব হইলে সেই হাদীসকে 'জঈফ' (দুর্বল) হাদীস বলা হয়।

উপরের আলোচনায় আমরা দেখিলাম যে, রাবীর দুই দিক দিয়া ত্রুটি থাকিতে পারে। প্রথমতঃ, তাহার চরিত্রের দিক দিয়া এবং দ্বিতীয়তঃ, হাদীস গ্রহণ ও যথাযথভাবে বর্ণনা বিষয়ে স্মরণশক্তি ও সতর্কতার দিক দিয়া। এই সকল ত্রুটিকে "তা'আন" বলা হয়। তা'আন মোট ১০ প্রকার। যথা—

১। যদি প্রমাণিত হয় যে, কোন রাবী কখনও হাদীস সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিয়াছেন, তাহা হইলে সেই হাদীসকে 'মাউজু' (জাল) বলা হইবে। যেমন, প্রমাণিত হইল যে, আবদুল্লাহ্ এক সময় নিজে একটা মিথ্যা হাদীস তৈয়ার করিয়াছিল, তাহা হইলে সে যখন কোন হাদীস বয়ান করিবে তাহা 'জাল' বলিয়া গণ্য হইবে।

২। যদি রাবীর সাধারণভাবে মিথ্যা কথা বলার দুর্নাম থাকে, তাহা হইলে তাহার হাদীসকে 'মাৎরূক' (পরিত্যক্ত) বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

(৩) যদি এক বা একাধিক রাবীর নাম ও পরিচয়ের উল্লেখ না থাকে এবং কোন বিশ্বাসযোগ্য সূত্র দ্বারা ঐ পরিচয় সংগ্রহ করা সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে ঐ হাদীসকে 'মোবহাম' (অস্পষ্ট) বলা হয়। এইরূপ হাদীসও গ্রহণের অযোগ্য। কারণ, রাবী সত্যবাদী কি-না, রাবীর নাম জানা না থাকিলে তাহা ঠিক করা যায় না।

(৪) রাবী যদি 'ফাসেক্' (যেমন—মিথ্যা বলা, মদ পান করা ; নরহত্যা করা, ব্যভিচার কবা) কাজে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার হাদীস গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

৫। রাবী কোন প্রকার বেদ্আত (কুসংস্কার)-কারী হইলে তাহার হাদীসও বর্জন করিতে হইবে।

রাবীর চরিত্রের দিক দিয়া তাহাকে যে সকল দোষ হইতে মুক্ত থাকিতে হইবে, তাহা উপরে বয়ান করা হইল। এখন যোগ্যতা এবং মনে রাখার ক্ষমতাব ভিত্তিতে রাবীর কি কি দোষ থাকিলে চলিবে না তাহা বর্ণনা করিতেছি :

(১) অবহেলা : রাবী হাদীস শ্রবণ করার সময় অথবা তাহা স্মরণ করিয়া রাখিতে অবহেলা করিলে চলিবে না।

(২) ভুল-ত্রুটি : অন্য লোকের নিকট হাদীস বর্ণনা করার অথবা শুনাইবার সময় রাবীর ভুল হইলে চলিবে না।

(৩) বিপরীত কথা : রাবী হাদীসের সনদে বা মতনে বিশ্বস্ত রাবীদের বিপবীত বলিতে পারিবেন না।

(৪) সন্দেহ : হাদীস বর্ণনায় সন্দেহের কারণ থাকিলেও সেই রাবীব হাদীস বাদ দিতে হইবে। যেমন, হাদীস বর্ণনা করিতে গিযা কোন রাবী যদি সন্দেহ প্রকাশ করেন অথবা এক হাদীসের সনদ বা মতনকে অন্য হাদীসের সনদ বা মতনে ঢুকাইয়া দেন, কিংবা মাওকুফ হাদীসকে মারফু বলিযা বর্ণনা করেন, এই ধরনের কোন সন্দেহ উদ্রেককারী ভুল যদি কোন রাবী কবেন, তাহার হাদীস বর্জন করিতে হইবে।

৫। স্মরণশক্তি : রাবীর স্মরণশক্তির দোষ থাকিলে তাহার হাদীসও গ্রহণ কবা যাইবে না।

মারফু ও হুকমী

আমরা জানি, হযরত (দঃ) যাহা বলিয়াছেন বা করিয়াছেন, অথবা তাঁহার সম্মতিক্রমে যাহা করা হইয়াছে, সেইরূপ কাজ ও কথার বর্ণনা যে হাদীসে আছে, তাহাকে 'মারফু' হাদীস বলা হয়। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে

যে, যে হাদীস 'মারফু' নহে অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (দঃ) পর্যন্ত যাহার সূত্র পেঁৗছে নাই, তাহার প্রতি নজর দেওয়ার আমাদের কোন দরকার নাই। নজর দিলে ইহাতে ইসলামের ক্ষতিজনক কাজ হওয়ার আশংকা রহিয়াছে।

হাদীস সম্পর্কে ইমামগণের মতামত

ইমাম আবু হানিফা বলেনঃ (ক) সুন্নাহ্ না হইলে আমাদের কেহই কুরআন বুঝিতে সক্ষম হইত না। (খ) সাবধান! দীন সম্পর্কে কখনও কোনও মনগড়া কথা বলিবে না। এ ব্যাপারে সুন্নাহ্‌র অনুসরণ করিবে। যে ব্যক্তি সুন্নাহ্ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে, সে পথভ্রষ্ট হইয়াছে। (গ) মানুষ কল্যাণের সহিত থাকিবে, যে পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে হাদীস অনুসন্ধানকারী থাকিবে। যখন তাহারা হাদীস বাদ দিয়া এলেম শিক্ষা করিবে, তখন ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে। (ঘ) যখন কোন সহীহ্ হাদীস পাওয়া যাইবে, তখন উহাই আমার মযহাব। (ঙ) যখনই আমার কোন কথা আল্লাহ্‌র কিতাব অথবা রসূলের হাদীসের বিপরীত বলিয়া প্রমাণিত হইবে, তখনই উহা পরিত্যাগ করিবে।

ইমাম মালেক বলেনঃ (ক) আমি একজন সাধারণ মানুষ, দীন সম্পর্কে কোনও কথায় ভুলও করিতে পারি এবং সত্যেও উপনীত হইতে পারি। সুতরাং আমার কথাকে কিতাব ও সুন্নাহ্‌র সহিত যাচাই করিয়া দেখিবে, যাহা উহাদের অনুসারী হইবে তাহা গ্রহণ করিবে এবং যাহা ব্যতিক্রম হইবে তাহা পরিত্যাগ করিবে। (খ) মানুষের কথাকে মানুষ গ্রহণও করিতে পারে অথবা বর্জনও করিতে পারে। কিন্তু নবীর কথাকে বর্জন করার অধিকার কাহারও নাই।

ইমাম শাফেয়ী বলেনঃ (ক) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাবের নির্ধারিত ফরয সমূহ গ্রহণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি রসূলের সুন্নাহ্ গ্রহণ করিতে বাধ্য। কারণ, আল্লাহ্ তাঁহার কিতাবে তাঁহার রসূলের অনুসরণ করা এবং উহাকে চূড়ান্তভাবে মানিয়া লওয়াকে ফরয করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি রসূলের কথা গ্রহণ করিয়াছে, সে আল্লাহ্‌র কথাই গ্রহণ করিয়াছে। (খ) আল্লাহ্ তাঁহার কিতাবে তাঁহার নবীর সুন্নাহ্ অনুসরণ করাকে ফরয করিয়া

দিয়াছেন। আল্লাহ্ স্বতন্ত্রভাবে এক স্থানে বলিয়াছেন: আল্লাহ্ মানুষের উপর তাঁহার অহীর এবং তাহার নবীর সুন্নাহ্র অনুসরণ করাকে ফরয করিয়াছেন। তিনি আবার বলেন: আল্লাহ্ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ায় ও অপব কয়েক স্থানে 'আল্ কিতাব' ও 'আল্ হিক্মত'-এর্ব উল্লেখ করিয়াছেন। আল্ কিতাব এর অর্থে: কুবআন এবং আল্ হিক্মত-এর অর্থে: হাদীসকেই বুঝাইযাছেন। আমি কুরআন অভিজ্ঞদিগকে এই অর্থ করিতেই শুনিযাছি। দুনিয়াব সকল মুসলমান এ ব্যাপারে একমত যে, যখন কাহারও নিকট কোনও সহীহ্ সুন্নাহ্ সুস্পষ্ট হইয়া পড়িবে, তখন তাহার পক্ষে কাহাবও কথায় উহাকে পবিত্যাগ করা জাযেয নহে।

ইমাম আহমদ ইব্নে হাম্বল বলেন: (ক) যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দ:)-এর হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, সে ধ্বংসের মুখে পতিত হইয়াছে। (খ) তিনি ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) হাদীস সংগ্রহ করিয়া স্বীয় মযহাবের ভিত্তিও ইহার উপরেই স্থাপন কবিয়াছেন।

হাদীসের কতিপয় প্রসিদ্ধ কিতাব

মোয়াত্তা: ইমাম মালেকের মোয়াত্তা প্রসিদ্ধ ও সহীহ্ কিতাব। ইমাম শাফেয়ী বলেন: আসমানের নীচে আল্লাহ্র কিতাব (কুরআনের) পরে ইমাম মালেকের 'মোয়াত্তাই' হইল বিশ্বস্ততর কিতাব। বোখারী ও মোসলেম সম্পর্কে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহ্লবী এবং শাহ্ আবদুল আযিয বলেন: মোয়াত্তা সহীহাইনের আসল বা মাতা। 'মোয়াত্তা' হইতে সহীহাইনের হাদীসের সংখ্যা দশগুণ অধিক হইলেও ইমাম বোখারী ও মোসলেম হাদীস বর্ণনাব পদ্ধতি, সনদ বিচারের নিয়ম এবং হাদীস হইতে ফেকাহ্ বাহির করার নিয়ম মোয়াত্তা হইতেই শিক্ষা করিয়াছেন। ইমাম মালেক প্রথম দিকে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) হাদীস হইতে বাছাই করিয়া মাত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) হাদীসকে তাঁহার কিতাবে স্থান দেন। অতঃপর উক্ত ১০,০০০ (দশ হাজার) হাদীস হইতে ছাটাই করিয়া মাত্র ১,৭২০ (এক হাজার সাত শত বিশ) টি হাদীস শেষ পর্যন্ত রাখেন। ইহার মধ্যে হাদীসে রসূল মাত্র ৮২২ (আট শত বাইশ) টি।

বাকী সকলই সাহাবা এবং তাবেয়ীনদের আসার। 'মোয়াত্তা'র রচনায় সুদীর্ঘ ৪০ (চল্লিশ) বৎসর সময় ব্যয় হয়।

মোস্‌নাদে আহ্‌মদ: ইমাম আহ্‌মদ বিন হাম্বল ৭,৫০,০০০ (সাড়ে সাত লক্ষ) হাদীস হইতে বাছাই করিয়া ৭০০ (সাত শত) সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার)-এর মত হাদীস এই কিতাবে রাখিয়াছেন। এই কিতাবে কিছু সংখ্যক দুর্বল হাদীস রহিয়াছে। এই সকল দুর্বল হাদীস ইমাম সাহেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহ্‌ সংযোজন করিয়াছেন বলিয়া মোহাদ্দেসগণ মনে করেন। শাহ্‌ ওয়ালীউল্লাহ্‌ দেহ্‌লবী বলেন: ইহার দুর্বল হাদীস পরবর্তী লোকের সহীহ্‌ হাদীস অপেক্ষাও উত্তম।

বোখারী: ইমাম বোখারী তাঁহার এই কিতাবে ৬,০০,০০০ (ছয় লক্ষ) হাদীস হইতে বাছাই করিয়া তক্‌রার সহ ৭,৩৯৭ (সাত হাজার তিন শত সাতানব্বই) টি এবং তক্‌রার বাদ ২,৭৬১ (দুই হাজার সাত শত একষট্টি) টি হাদীসকে তাঁহার কিতাবে স্থান দিয়াছেন।

মোসলেম: ইমাম মোসলেম ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) হাদীস হইতে বাছাই করিয়া মাত্র ৪,০০০ (চারি হাজার) হাদীস তাঁহার এই কিতাবে স্থান দিয়াছেন।

নেসায়ী: ইমাম নেসায়ী প্রথমে 'সুনানে কুব্‌রা' নামে এক বিরাট কিতাব লিখেন। উহার মধ্য হইতে বাছাই করিয়া ইহাতে মোট ৪,৪৮২ (চারি হাজার চারি শত বিরাশি) টি হাদীস রাখিয়াছেন।

আবু দাউদ: ইমাম আবু দাউদ ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) হাদীস হইতে বাছাই করিয়া প্রায় ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) হাদীস রাখিয়াছেন।

তিরমিজী: ইহাতে মোট ৩,৮১২ (তিন হাজার আটশত বার) টি হাদীস রহিয়াছে।

ইবনে মাযাহ্‌: ইহাতে মোট ৪,৩৩৮ (চারি হাজার তিনশত আটত্রিশ) টি হাদীস রহিয়াছে।

হাদীসের কিতাবের স্তর বিভাগ

প্রথম স্তরের কিতাবসমূহে শুধুমাত্র সহীহ্‌ হাদীসই রহিয়াছে। এই স্তরের কিতাব মাত্র তিনখানা: 'মোয়াত্তা ইমাম মালেক,' 'বোখারী শরীফ'

ও 'মোসলেম শরীফ'। এই তিনখানা কিতাবের সকল হাদীসই নিশ্চিতরূপে সহীহ্।

দ্বিতীয় স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণতঃ সহীহ্ ও হাসান হাদীসই রহিয়াছে। দুর্বল হাদীস ইহাতে একেবারে নগণ্য। 'নেসায়ী শরীফ,' 'আবু দাউদ শরীফ' ও 'তিরমিজী শরীফ' এই স্তরেরই কিতাব। 'সুনানে দারেমী', 'সুনানে ইব্‌নে মাযাহ্' ও 'মোসনাদে ইমাম আহমদকে'ও এই স্তরের শামিল করা যাইতে পারে। এই সকল কিতাব প্রথম স্তরের খুবই নিকটবর্তী।

তৃতীয় স্তরের কিতাবে, সহীহ্, হাসান, জঈফ, শাজ ও মোনকার— সকল রকমের হাদীসই রহিয়াছে। 'মোসনাদে ইয়ালা', 'মোসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক', মোসান্নাফে আবু বকর', 'ইব্‌নে আবু শাইবাহ্', 'মোসনাদে আবদ ইবনুল হোমাইদ', 'মোসনাদে তায়ালাসী', 'বাইহাকী', 'তাহাবী' ও 'তাবরানী' কিতাব সমূহ এই স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণতঃ দুর্বল ও গ্রহণের অযোগ্য হাদীসই রহিয়াছে। ইব্‌নে হিব্বান', 'কিতাবুজ্ জুয়াফা' ইত্যাদী বোখারী ও মোসলেম শরীফের বাহিরেও সহীহ্ হাদীস রহিয়াছে।' ইমাম বোখারী বলেন: 'আমি আমার এই কিতাবে সহীহ্ ব্যতীত কোন হাদীসকে স্থান দেই নাই এবং বহু সহীহ্ হাদীসকে আমি বাদও দিয়াছি।' ইমাম মোসলেম বলেন: 'আমি আমার এই কিতাবে যে সকল হাদীসকে স্থান দিয়াছি তাহা সমস্তই সহীহ্; কিন্তু আমি এ কথা বলি না যে, ইহাব বাহিরে যে সকল হাদীস রহিয়াছে সেগুলি সকলই দুর্বল।' সুতরাং এই দুই কিতাবের বাহিরেও সহীহ্ হাদীস ও সহীহ্ কিতাব রহিযাছে।

হাদীসের সংখ্যা

হাদীসের মূল কিতাব সমূহের মধ্যে ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বল-এর 'মোসনাদ' একখানা বৃহৎ কিতাব। ইহাতে ৭০০ (সাত শত) সাহাবীদের বর্ণিত 'তাকরার' (এক কথাকে পুনঃ পুনঃ বলাকেই 'তকরার' বলে) সহ মোট ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) এবং তাক্‌রার বাদ ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) হাদীস রহিয়াছে। শায়খ আলী মোত্তাকী জোন পুরীর 'মোনতা খাবে কানজুল ওম্মালে'

৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) হাদীস এবং 'কান্‌জুলওস্‌মালে' তাক্‌রার বাদ ৩২,০০০ (বত্রিশ হাজার) হাদীস রহিয়াছে। অথচ এই কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। একমাত্র হাসান ইব্‌নে আহমদ সমরখন্দীর 'বাহ্‌রুল আসানীদ' কিতাবেই ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) হাদীস আছে বলিয়া জানা যায়। সুতরাং হাদীসের সংখ্যা সাহাবা ও তাবেয়ীনদের আসার (যে হাদীসের সনদ স্বয়ং রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে তাহাকে হাদীসে মারফু বলে এবং যে হাদীসের সনদ কোন সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে অর্থাৎ যাহা স্বয়ং সাহাবীর হাদীস বলিয়াই সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহাকে 'হাদীসে মাওকুফ' বলে। ইহার অপর নাম 'আসার') সহ সর্বমোট ১,০০,০০০ (এক লক্ষের) অধিক নহে বলিয়া ধারণা করা হয়। ইহার মধ্যে সহীহ্‌ হাদীসের সংখ্যা আরও অনেক কম। কাহারও কাহারও মতে প্রথম শ্রেণীর সহীহ্‌ হাদীসের সংখ্যা ১০,০০০ (দশ হাজারের)-ও কম। 'সিয়াহ্‌ সিত্তায়' মাত্র ৫,৭৫০ (পাঁচ হাজার সাত শত পঞ্চাশ) টি হাদীস রহিয়াছে। ইহার মধ্যে ২,৩২৬ (দুই হাজার তিন শত ছাব্বিশ) টি হাদীস 'মুত্তাফেক আলাইহ্‌'। বড় বড় ইমামগণের লক্ষ লক্ষ হাদীস জানা ছিল বলিয়া যে কথা প্রচলিত আছে, তাহার অর্থ, অধিকাংশ হাদীসের বিভিন্ন সনদ রহিয়াছে। শুধু নিয়ত সম্পর্কীয় হাদীসটিরই ৭০০ (সাত শতের) মত সনদ রহিয়াছে। মোহাদ্দেসগণ যে হাদীসের যতটি সনদ রহিয়াছে তাহাকে ততটি হাদীস বলিয়া গণ্য করেন। অবশ্য প্রথম যুগে সনদের সংখ্যা এত অধিক ছিল না। সময়ের দীর্ঘতার সহিত সনদের দীর্ঘতা এবং সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। একজন শিক্ষকের একাধিক প্রসিদ্ধ ছাত্রের মাধ্যমে একটি সনদ একাধিক শাখা সনদে বিভক্ত হইয়া সনদের সংখ্যা বাড়াইয়া দিয়াছে। সুতরাং যত পিছনের দিকে দেখা যায় ততই সনদের সংখ্যা কমিয়া যাইবে। ফলে হাদীসের সংখ্যাও হ্রাস পাইবে। তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনদের মধ্যে কাহাকেও লক্ষ লক্ষ হাদীসের হাফেয বা রাবী বলিয়া দেখিতে পাইতেছি না। এমন কি তৎকালীন ইমামগণকেও নহে।

সাহাবীদের সংখ্যা

সাহাবীদের সংখ্যা এবং তৎকালীন মুসলমানদের সংখ্যা এক নহে। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর সমগ্র আরবের অধিবাসীরাই মুসলমান হইয়া

গিয়াছিল। কিন্তু সকলের পক্ষে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করা সম্ভব হইয়াছিল, এ-কথা বলা যায় না। গোত্রের সরদারগণ বা প্রতিনিধি দল আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন; এইভাবে যাহারা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে দেখিয়াছেন এবং যাহারা তাঁহার নিকট হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন তাহাদের উভয়ের সংখ্যাও সমান নহে। কেন-না, যাহারা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে দেখিয়াছেন তাহাদের সকলের পক্ষেই যে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর হাদীস বর্ণনার সুযোগ ঘটিয়াছিল তাহা নহে। যাহারা হযরত (দঃ)-এর নিকট হইতে অথবা সাহাবী-দের মাধ্যমে সরাসরিভাবে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন তাহাদের সংখ্যা ইমাম জুরআ রাজীর মতে এক লক্ষের উপরে (এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার); ইমাম শাফেয়ীর মতে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর ইন্তেকালের সময় সাহাবীদের সংখ্যা ছিল ৬০,০০০ (ষাট হাজার)। তিনি শুধু মক্কা ও মদীনার সাহাবীদের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সময় মক্কায় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) এবং মদীনায় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) সাহাবী ছিলেন, এ-কথাও তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকেই পল্লীবাসী ছিলেন বলিয়া অনেকের জীবনী জানা যায় নাই। 'আসমা উর রেজাল' কিতাবে যাঁহাদের জীবনী রহিয়াছে, তাঁহাদের সংখ্যা ৯,০০০ (নয় হাজার)-এর অধিক নহে। অন্যান্যদের হিসাব ছাড়াও ইমাম জাহবী তাঁহার 'তাজরীদে' ১,২৮১ (এক হাজার দুই শত একাশি) জন মহিলা সাহাবীয়াহ সহ মোট ৮,৮০৮ (আট হাজার আট শত আট) জনের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর ইন্তেকালের পর সকল সাহাবী মদীনায় অবস্থান করেন নাই; বরং তাঁহাদের অনেকেই নানা কারণে মদীনার বাহিরে বসবাস করিতেন। হাকেম আবু আবদুল্লাহ্র হিসাব মতে: মক্কায় ২৬, কুফায় ৫১, বসরায় ৩৫, শামে ৩৪, মিসরে ১৬, খোরাসানে ৬ এবং জাজীরায় ৩ জন ছিলেন। হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে মসউদ, হযরত আবু মুসা আশয়ারী, হযরত সায়াদ ইব্নে আবিওক্কাস, হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম কুফায় বসবাস করিয়াছিলেন।

জাল বা মাউজু হাদীস

রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সাহাবীদের মধ্যে কেহ কখনও তাঁহার নামে হাদীস জাল করেন নাই। জানা যায়, রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর জীবনে মাত্র এক ব্যক্তিই তাঁহার নাম করিয়া একটি মিথ্যা কথা বলিয়াছিল এবং রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাকে হত্যা করিতে, অতঃপর তাহাকে আগুনে পোড়াইয়া দিতে আদেশ দিয়াছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর বলেন: এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর ন্যায় পোশাক পরিয়া মদীনার একটি বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হয় এবং বলে যে, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাকে বলিয়াছেন: 'তুমি যে বাড়ীতে ইচ্ছা প্রবেশ করিয়া দেখিতে পার।' ইহা শুনিয়া তাহাবা বলিল: আমরা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এব চরিত্র অবগত আছি। তিনি কখনও এরূপ অনাচারের আদেশ দিতে পারেন না। অতঃপর তাহাকে একটি ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে সংবাদ দেওয়া হইল: সংবাদ পাইয়া রসূলুল্লাহ্ (দঃ) হযরত আবু বকর ও উমরকে বলিলেন; 'তোমরা তাহার নিকট যাইয়া দেখ; জীবিত পাইলে তাহাকে হত্যা করিবে এবং লাশ আগুনে পোড়াইয়া ফেলিবে। তাঁহারা তথায় পেঁাছিবার পূর্বেই সর্পের দংশনে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নামে হাদীস জালের অপচেষ্টা প্রথমতঃ আরম্ভ হয় হযরত উসমান (রাঃ)-এর সময় ইসলামের পরম শত্রু ইহুদীদের দ্বারা। ইহুদীরা প্রথমে কোরেশদের সহিত মিলিত হইয়া ইসলামের মূলোচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করে। ইহাতে অকৃতকার্য হইয়া তাহারা হাদীস জাল করার এক ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করে। দক্ষিণ আরবের ইয়ামেনবাসী আবদুল্লাহ্ বিন্ সাবা নামক এক শিক্ষিত ধুরন্ধর ইহুদী হযরত উসমানের নিকট আসিয়া বাহ্যতঃ ইসলাম গ্রহণ করে এবং গোপনে ইসলামকে ধ্বংস করার এক বিরাট ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে তিনটি পন্থা অবলম্বন করে। (১) রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করিয়া ইসলামের পবিত্রতা নষ্ট করা; (২) মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের অগ্রগতি ব্যাহত করা এবং (৩) সাহাবীদের নামে দুর্নাম রটনা করিয়া ইসলামের প্রতি মানুষের আকর্ষণকে বিনষ্ট করা। তাহার ধারণা ছিল সাহাবীদের প্রতি মানুষকে আস্থাহীন করিতে পারিলেই কাহারও পক্ষে ইসলামের প্রতি

আকর্ষণের কোন সূত্রই অবশিষ্ট থাকিবে না। সে দেখিল,—খেলাফতের কেন্দ্র মদীনা হইতে দূরে মুসলমানদের প্রধান প্রধান সেনানিবাস অবস্থিত। বসরা, কুফা ও মিসরই ছিল তাহার কার্যের পক্ষে উপযুক্ত ক্ষেত্র। কারণ এই সকল স্থান একদিকে যেমন খলিফার দৃষ্টি হইতে দূরে অবস্থিত ছিল, তেমনই সেই সকল স্থানের সৈন্যরা অধিকাংশই ছিল অসাহাবী ও নূতন মুসলমান এবং তরুণ। যাহাদের পক্ষে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট হইতে ইসলাম সম্পর্কে পরিপক্ক হওয়ার বা সরাসরি হাদীস শ্রবণের কোন সুযোগ ঘটে নাই। এইভাবে হযরত আলীই ছিলেন উপযুক্ত পাত্র যাহার নাম করিয়া মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা অত্যন্ত সহজ। আবদুল্লাহ্ বিন সাবা মদীনা হইতে বসরা আগমন করিয়া বলিতে থাকে যে, "হযরত আলী রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট হইতে কুরআনের ইলেম ছাড়াও এক বিশেষ ইলেম প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তিনি হইতেছেন রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর অছী; (হয তবা এই কথাই পরবর্তী কালে পীর-মুরিদী প্রথা প্রবর্তন করিয়াছে এবং পরবর্তীকালে সুযোগ সন্ধানী মানুষ ধর্মের নামে বিনা পরিশ্রমে সরল সহজ মানুষকে আল্লাহ্ ও রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নামে সতর্কতার সহিত ধোকা দিয়া অগণিত অর্থ লুটিয়াছে এবং বর্তমানেও লুটিতেছে। আমরা পীর-মুরিদী প্রথা রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামদের সময় ছিল বলিয়া কোন সন্ধান পাইতেছি না। সুতরাং একমাত্র তিনিই হইতেছেন খেলাফতের হকদার) আবু বকর ও উমর রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর উদ্দেশ্যের বিপরীত কাজ করিয়াছেন এবং উসমানও এ ব্যাপারে তাহাদের অনুসরণ করিতেছেন। ইহা ছাড়া, সে ইহাও বলিত যে, আবু বকর, উমর ও উসমানের প্রতি হযরত আলী নারাজ, কিন্তু বিশেষ কোন কারণে তিনি ইহা প্রকাশ করিতেছেন না। (এই সকল কথা বলার যথেষ্ট সুযোগও সে পাইয়াছিল। যেহেতু বোখারী ও মোসলেমে একটি হাদীস দেখা যায়, যাহাতে মানুষের মনে প্রশ্ন জাগা একান্ত স্বভাবিক। হাদীসটি হইতেছে: যখন রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইল এবং হযরত উমর ঘরের ভিতর ছিলেন, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: আন। "আমি এমন একটি জিনিস তোমাদিগকে লিখিয়া দিয়া যাই, যাহার পরে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না।" হযরত উমর বলিলেন: "বেদনায়

তিনি অভিভূত হইয়াছেন। তোমাদের নিকট কুরআন আছে। তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাবই যথেষ্ট।" ঘরের লোকদের মধ্যে মতভেদ হইল এবং তাহারা ঝগড়া-বিবাদ করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কেহ বলিতে লাগিল: লেখার জিনিস-পত্রাদি আন, রসূলুল্লাহ্ তোমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করিবেন। তাহাদের মধ্যে কেহ হযরত উমর যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই বলিলেন। যখন শোরগোল অধিক হইতে লাগিল রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: "আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাও।" ওবায়দুল্লাহ্ বলেন যে, ইব্‌নে আব্বাস বলিয়াছেন: রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যে লেখা লিখিবার আদেশ দিয়াছিলেন তাহাই তাহাদের মধ্যে মতভেদ ও দ্বন্দ্বের বড় দুর্ঘটনা হইয়াছিল। ইব্‌নে আব্বাস বলিয়াছেন: বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতিবার কি? অতঃপর তিনি এত কাঁদিতে লাগিলেন যে, পাথর সিক্ত হইয়া গেল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: হে ইব্‌নে আব্বাস। বৃহস্পতিবার কি হইয়াছিল? তিনি বলিলেন: রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর বেদনা অধিক তীব্র হইল। তিনি বলিলেন: "একটি কাঁধের হাড় আন। ইহার উপরে আমি এমন লেখা লিখিব যাহার পর তোমরা পথ-ভ্রান্ত হইবে না।" অতঃপর তাহারা বিবাদ করিতে লাগিল। তাহারা বলিল: তিনি কি ত্যাগ করিয়াছেন যাহার জন্য তাহা দরকার হইবে? তাঁহার নিকট ইহা পরিষ্কার ভাবে বল। তাহারা আবার তাঁহার নিকট গেল। তিনি বলিলেন: "আমাকে ত্যাগ কর। আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও, যেদিকে আমাকে ডাকিতেছ তাহা হইতে আমি যেখানে আছি তাহা অধিকতর উত্তম।" তিনি তাহাদিগকে তিনটি কাজ করিতে বলিয়াছেন: কাফেরদিগকে জাজিরাতুল আরব হইতে বাহির করিয়া দিবে, প্রতিনিধি দলের সহিত আমি যেমন উত্তম ব্যবহার করিয়াছি তদ্রূপ তাহাদের সহিত উত্তম ব্যবহার করিবে। তৃতীয় বিষয় সম্বন্ধে তিনি নীরব রহিলেন। অথবা সে বলিয়াছে: আমি ইহা ভুলিয়া গিয়াছি। বর্ণনায়: হযরত ইব্‌নে আব্বাস — বোখারী, মোসলেম। হাদীসটির প্রতি লক্ষ্য করিলে মানব মনে জিজ্ঞাসার উদয় হওয়া স্বাভাবিক)। ইহা ব্যতীত হযরত আলী মদীনা হইতে দূরে অবস্থান করিতেন বিধায় প্রথমতঃ এ সকল কথার কিছুই জানিতে পারেন নাই। তাহা ছাড়াও সে ইহার গোপনীয়তা রক্ষার জন্য সকলের প্রতি কঠোর নির্দেশ দিয়া

রাখিয়াছিল। বসরার শাসনকর্তা আবদুল্লাহ্ বিন আমের ইব্নে সাবার আচরণে সন্দেহ করিয়া তাহাকে বসরা ত্যাগ করিতে নির্দেশ দেন। বসরা ত্যাগ করিয়া সে মুসলমানদের দ্বিতীয় সেনানিবাস কূফায় প্রবেশ করে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তরুণ সেনাগণকে সে হাত করিয়া নেয়। অতঃপর সে কূফা হইতে বিতাড়িত হইয়া মিসরে উপস্থিত হয় এবং মিসরকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দিকে তাহার ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করিতে থাকে এবং অল্পদিনের মধ্যেই সে আশাতীত সফলতা লাভ করে। অবশেষে হযরত আলী তাঁহার খেলাফতকালে আবদুল্লাহ্র ষড়যন্ত্রের কথা অবগত হইয়া তাহার অনুচরদের সহ তাহাকে আগুনে পোড়াইয়া মারেন। ইহাই হাদীস জালকারীদের জন্য রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি।

যে সকল হাদীসের দ্বারা দীন ইসলামের কোন মসআলা অর্থাৎ হালাল, হারাম, ফরয, ওয়াজেব প্রভৃতি শরীয়তের কোন হুকুম-আহকাম প্রমাণিত না হয়, এই ধরনের বহু জাল হাদীস নানা কারণে আমাদের মধ্যে চালু হইয়া রহিয়াছে।

জাল হাদীস নানা কারণে তৈয়ার করা হইয়াছে। একদল নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য নিজেরাই হাদীসের বাক্যগুলি রচনা করিয়া লইয়াছে। আর একদল সাধু-সজ্জন, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ, সাহাবীগণ এবং এমন কি ইহুদী অথবা খ্রীষ্টানদের নিকট হইতে প্রাপ্ত উক্তি ও কিস্সাহ্-কাহিনীতে এক একটা মিথ্যা সূত্র জুড়িয়া দিয়া সেগুলিকে হযরত (দঃ) পর্যন্ত পেঁৗছাইয়া দিয়াছে। কিন্তু অন্ধ বিশ্বাসের ভূত আমাদের ঘাড়ে এমন ভাবে চাপিয়া আছে যে, আজ আমরা উরদু কিস্সাহ্-কাহিনী এবং মিলাদের কাওয়ালী প্রভৃতিতে এমন কি ওয়াজ নসীহত শিক্ষার কিতাব সমূহে এমন শত শত গাঁজাখুরী গল্প হাদীস হিসাবে চালু করিয়া যাইতেছি।

কি কি কারণে জাল হাদীসের উৎপত্তি হইয়াছে নিম্নে সংক্ষেপে তাহা আলোচনা করিতেছি:

১। **অতি পরহেজগারগণ:** অতিরিক্ত পরহেজগারীর দাবীদার একদল তথাকথিত সূফী নানা প্রকার অভিনব ইবাদত গড়িয়া লইয়া তাহার সওয়াব ও ফজিলত সম্বন্ধে বহু জাল হাদীস তৈয়ার করিয়াছেন।

২। **ওয়ায়েজগণ :** ওয়াজের অভিনবত্ব ও চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করিয়া মূর্খ জনসাধারণের নিকট সুখ্যাতি অর্জন অথবা তাহাদের নিকট হইতে অর্থ আদায় করার নিমিত্ত একদল ওয়াজ ব্যবসায়ী নানা প্রকার আজগুবী ও গাঁজাখুরী গল্প-গুজবকে হাদীস বলিয়া চালাইয়া দিতেন। আজকাল ওয়াজ ও মিলাদের মজলিসে এই শ্রেণীর বহু মিথ্যা কথা হাদীসের নামে চালাইয়া দেওয়া হয়।

৩। **জিন্দীকগণ :** মুসলমান নামধারী একদল লোক ছিল যাহারা আসলে মুনাফেক কিন্তু প্রকাশ্যভাবে নিজেদেরকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিত। এই সমস্ত লোক ইসলামের ক্ষতি করার জন্য হযরতের নাম করিয়া বহু সহস্র হাদীস জাল করিয়াছিল।

৪। **মোকাল্লেদগণ :** কতিপয় মোকাল্লেদ নিজ নিজ মযহাবের ইমামের মরতবা বাড়াইবার জন্য অথবা অন্য মযহাবের দুর্নাম করার জন্য বহু হাদীস ও রেওয়ায়েত গড়িয়া লইয়াছেন। ইমাম আবু হানিফার প্রশংসা ও ইমাম শাফেয়ীর নিন্দাবাদের জন্য এইরূপ বহু জাল হাদীস তৈয়ার করা হইয়াছিল।

৫। **মোসাহেবগণ :** আমীর-উমরাহ্ এবং রাজা-বাদশাহ্র মোসাহেবগণ প্রভুবর্গের খোশ-খেয়ালের সমর্থনে বা কোন স্বার্থ আদায় করার জন্য ক্ষমতাশীন-দিগকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য বহু মিথ্যা কথাকে হাদীস বলিয়া চালাইয়া দিয়াছে।

৬। **নেক নিয়ত** (সৎ উদ্দেশ্যে) : লোকদিগকে ভয় বা প্রলোভন দেখাইয়া নেক কাজে লিপ্ত করার জন্য অথবা বদ (অসৎ) কাজ হইতে নিবৃত্ত রাখার জন্যও বহু হাদীস জাল করা হইয়াছে।

৭। **তর্ক-বিতর্ক :** হযরত (দঃ)-এর অথবা দীন ইসলামের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করার জন্য বহু জাল হাদীসের প্রবর্তন হইয়াছে।

৮। **যুদ্ধে উৎসাহ :** যুদ্ধে উৎসাহ দেওয়ার জন্যও বহু জাল হাদীসের সৃষ্টি হইয়াছে।

৯। **সুফীগণ:** একদল সুফী দাবী করিতেন যে, তাঁহারা স্বপ্নযোগে অথবা কাশ্ফ মোরাকাবা ইত্যাদির দ্বারা সর্বদাই হযরত (দঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন এবং হযরতের মুখে বহু হাদীস শ্রবণ করিয়া থাকেন। এই সকল সুফীর দ্বারা বহু জাল হাদীসের উৎপত্তি হইয়াছিল।

১০। **ভণ্ড আলেম:** এক ধরনের ভণ্ড আলেমরূপী লোকও নিজেদের অজ্ঞতা ঢাকিবার জন্য বহু জাল হাদীস চালু করিয়াছিল।

১১। **অন্ধভক্তি:** এক শ্রেণীর লোক অন্ধভক্তির কারণে বহু জাল হাদীস প্রচলন করিযাছে।

নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দ্বারা আমরা সহজেই জাল হাদীস চিনিয়া লইতে পারি:

(১) স্বীকার উক্তি: যে বা যাহারা হাদীস জাল করিয়াছে, সে বা তাহারা পরবর্তীকালে যদি তাহা স্বীকার করে।

(২) যে সকল হাদীসে প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত কোন কথা বর্ণিত হয়, যেমন, 'বেগুন সকল রোগের ঔষধ।'

(৩) যাহা ইসলামে স্বীকৃত মূলনীতির বিপরীত।

(৪) যাহা কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের বিপরীত।

(৫) যে সকল হাদীসে সামান্য সামান্য কাজের জন্য খুব বড় সওয়াব বা কঠোর আজাবের কথা আছে।

(৬) যে হাদীসে কোন জঘন্য ভাবের সমাবেশ আছে।

(৭) যে হাদীসের ভাষা অসাধু।

(৮) যে হাদীসে অনর্থক ও বাজে কথার সমাবেশ আছে।

(৯) খওয়াজা খেজ্‌র সম্বন্ধে বর্ণিত সমস্ত হাদীস।

(১০) যে সকল হাদীসে জ্ঞান বিরুদ্ধ কথা আছে।

(১১) যে হাদীসের রাবী মিথ্যাবাদী।

(১২) যুক্তি, সূক্ষ্ম সমালোচনা ও আভ্যন্তরিক সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা যে হাদীসকে জাল বলিয়া ধরা যায়।

(১৩) কুরআনের প্রত্যেক সূরার নির্দিষ্টরূপে বিশেষ বিশেষ ফজিলতের কথা যে হাদীসে আছে।

১৪। যে হাদীসের বর্ণনা সত্যের বিপরীত, যেমন: 'সূর্যতাপ-তপ্ত পানিতে গোসল করিলে কুষ্ঠ রোগ হয়।'

১৫। যে হাদীসে এমন ঘটনার উল্লেখ আছে যে, তাহা ঘটিয়া থাকিলে

বহু লোক তাহা বর্ণনা করিত, অথচ রাবী ছাড়া আর কেহই তাহার উল্লেখ করে নাই।

১৬। যে হাদীসে এমন কোন ঘটনার বর্ণনা আছে, আসলে যদি তাহা ঘটিত, তাহা হইল সে ঘটনার সময়কার সমস্ত লোকই নিশ্চয় তাহা জানিতে পারিত। অথচ কেবলমাত্র রাবী সেই ঘটনার কথা বলিতেছেন।

আরব দেশ

প্রকৃতিব কোন্ শুভ প্রভাতে, সৃষ্টির কোন্ শুভ্র উষার আলোক রেখা এই ভূমণ্ডলের গাঢ় তিমিরজালকে অপসারণ করিয়াছিল; কবে এবং কিরূপে মানুষ আসিয়া এখানে আসর জমাইয়া বসিয়াছিল; জগতের পণ্ডিত মণ্ডলী অন্ধকারময় অতীতের রহস্য ভাণ্ডার হইতে, এই তত্ত্বের উদ্ধার সাধনের জন্য আবহমানকাল অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু মনে হয় যে, উহা একান্তই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়।

দুনিযাতে প্রথম মানব আবির্ভাবের কতদিন পরে আরব দেশ মানুষের প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই। এখানকার বিভিন্ন প্রদেশের ছোট, বড় লোকালয়গুলি এক একটা বংশ বা গোত্রের স্বতন্ত্র আবাস ভূমি অর্থাৎ কেবল সেই গোত্রের লোকেরাই সেই সকল বস্তীতে বাস করে। অন্য কোন গোত্রের লোকের সহিত মিলিয়া মিশিয়া একত্রে বসবাস করিতে আরববাসীগণ অভ্যস্ত নহে। বংশের প্রথমপুরুষ বা কোন প্রধান ব্যক্তির নামে সেই সকল বংশের এবং বহুস্থানে সেই সকল জনপদের নামকরণ হইত।

কোন বিদেশী জাতির জ্ঞানের প্রভাব আরব মুল্লুকে সাধারণভাবে অনুভূত হয় নাই। বহু শতাব্দী অবধি তাহারা জগতের অজ্ঞাত এবং জগৎ তাহাদের অজ্ঞাত ছিল। পরে বহির্জগতের সহিত পরিচয় হওয়ার পরও বিদেশের কোন প্রভাব আরবদেশে কখনই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাই খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আমরা সমগ্র আরবদেশে মাত্র কয়েকজন শিক্ষিত লোকের সন্ধান পাইতেছি।

আরব মুল্লুকের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই স্বভাব কবি। সম্পদে, বিপদে, আনন্দ বা শোক প্রকাশের সময়, যুদ্ধ ক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন, উৎসব ও বার্ষিক মেলায় নিজের বংশ গৌরব ও বিরোধী বংশের কৎসা করার সময়

উত্তেজিত আরব যাহা কিছু বলিত তাহাই কবিতা। এই সকল কবিতা বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন।

আরববাসীদের স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। তাহারা নিজেদের পূর্ব-পুরুষদের নাম বিশেষভাবে স্মরণ করিয়া রাখিত।

আরবে কখনও কোন রাজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কাজেই অধিবাসীদের জান-মাল কখনই নিরাপদ ছিল না। অপরদিকে কোন নৈতিক অনুশাসন বা সর্বজনমান্য সামাজিক নিয়ম-কানুনও প্রচলিত ছিল না। এই কারণে তাহারা ব্যক্তিগত বা বংশগতভাবে অন্য বংশের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইত। কেহ কাহাবও উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিলে, অত্যাচারিত ব্যক্তি বা তাহার আত্মীয়গণ অত্যাচারীর নিকট হইতে তাহার ক্ষতিপূরণ আদায় করার চেষ্টা করিত। এই জন্য তাহারা স্ব-বংশের প্রধানদিগের দ্বারা, অত্যাচারীব গোত্রস্থ প্রধানদিগের নিকট অভিযোগ করিত এবং এইরূপে আপোসে ইহার মীমাংসা না হইলে, উভয় বংশের লোক তববারির সাহায্যে ইহার মীমাংসা করার জন্য লড়াই কবিত। অনেক সময় এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ অতিশয় ব্যাপক ও দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়া দাঁড়াইত। কারণ, উভয় পক্ষের মিত্র গোত্রগুলিও সন্ধির শর্ত অনুসারে ক্রমে ক্রমে ঐ সকল যুদ্ধে যোগ দিত। এই সকল যুদ্ধের জয়-পরাজয় দ্বারা মূল কলহের কোনই মীমাংসা হইত না। বরং পরাজিত গোত্রের লোকেরা বহু যুগ পরেও সুযোগ পাইলেই তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করিত। কোন বংশের একজন লোক অপর বংশের লোক দ্বারা নিহত হইলে, 'রক্তেব ক্ষতিপূরণ' দাবী ও প্রতিশোধ গ্রহণের জিদ নিহত ব্যক্তির বংশের লোককে বংশ পরম্পরাক্রমে অস্থির করিয়া রাখিত এবং যুগ-যুগান্তর পরে যখনই তাহারা বিপক্ষ গোত্রের কোন লোককে হাতে পাইত, তখনই তাহাকে হত্যা করিত।

জাতিভেদ ও কৌলিন্য (কোরেশ বংশ)

জাতিভেদ বলিতে আমাদের দেশে যাহা বুঝায়, আরবে ঠিক সেইরূপ জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল না। কিন্তু সেখানে বংশগত ও গোত্রগত কৌলিন্য প্রথার অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। কারণ, এই বংশ মর্যাদা লইয়া বিভিন্ন বংশের

লোকের মধ্যে অহংকার, ঘৃণা এবং হিংসা-বিদ্বেষ যথেষ্টরূপে বিদ্যমান ছিল। আবার, বিভিন্ন গোত্রের জন্য পৃথক পৃথক দেবতা-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করার প্রথা ছিল। কিন্তু মক্কার কাবা মন্দিরকে তাহারা সকলেই নিজেদের শ্রেষ্ঠ ধর্মমন্দির বলিয়া বিশ্বাস করিত। তাহারা নির্দিষ্ট সময় মক্কা তীর্থে উপস্থিত হইয়া কাবা মন্দির প্রদক্ষিণ, বলিদান ইত্যাদি বহু প্রকার অনুষ্ঠান পালন করিত। পুরুষানুক্রমে তাহারা এইরূপ তীর্থ যাত্রা করিত। এই তীর্থে যে সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা হইত, মক্কার কোরেশ বংশের লোক তাহার পৌরোহিত্য করিত। সমগ্র আরবের এই মহামান্য মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ এবং মন্দিরের ঠাকুর দেবতাগণের পূজা এবং যাত্রীদের তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজই কোরেশ বংশের একচেটিয়া অধিকারভুক্ত ছিল। কারণ, কোরেশগণ দাবী করিত যে, তাহাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহীম ও তাঁহার পুত্র হযরত ইসমাইল এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা এবং সেই ইসমাইলই ইহার প্রথম সেবাইত। অন্যান্য বংশের লোকেরাও সেবাইত বংশের এই সকল বিবরণকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত। কারণ, তাহারা দেখিয়া আসিতেছে যে, তাহাদের পূর্ব-পুরুষগণ স্মরণাতীত যুগ হইতে ঐ বৃত্তান্তগুলিকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে এবং এই মন্দিরের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং ইসমাইলকে বলিদানের আদেশ সংক্রান্ত বহু অনুষ্ঠানে ইব্রাহীম ও ইসমাইলের স্মৃতিরক্ষার জন্য সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে দৌড় দান, মিনায় শয়তানের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ, কোরবানী (বলিদান), মস্তক মুণ্ডণ ইত্যাদি কার্যগুলিকে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছে।

হযরত ইসমাইলের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হযরত ইস্হাকের সন্তানগণ তাঁহার পুত্র ইসরাঈল (ইয়াকুব)-এর নাম অনুসারে বনি-ইসরাঈল বলিয়া মশহূর হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই ইহুদী ছিলেন। আরবের ইহুদীগণ তৎকালীন তৌরাত কিতাবের বর্ণনা অনুসারে বিশ্বাস করিত যে, প্রতিজ্ঞার সন্তান ইস্হাক এবং হযরত ইব্রাহীম ইসমাইলকে নয় বরং ইস্হাককেই বলিদান করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ইসমাইল যে আরবে বসতি স্থাপন করেন এবং কাবা মন্দিরের সেবাইতগণ যে ইসমাইলেরই বংশধর, সে সম্বন্ধে তাহারা কখনই কোন প্রকার সন্দেহ করে নাই। আরবের সমস্ত পুরাতন কাহিনী, জনশ্রুতি, সাহিত্য, ধর্মগত ও সামাজিক অনুষ্ঠান, বংশ বিবরণ ইত্যাদি স্মরণাতীত কাল হইতে

এক বাক্যে এই সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে যে, হযরত ইব্রাহীমের পুত্র ইসমাইল ও তাহার মাতা হাজেরা আরবে আসিয়া বসতি স্থাপন এবং কাবার প্রথম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কোরেশগণ সেই হযরত ইসমাইলের বংশধর।

আরবের ভৌগোলিক বিবরণ

আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যস্থলে যে একটি দেশ, ঐ মহাদেশত্রয়কে জল ও স্থলপথে পরস্পর সংযোজিত করিয়া অবস্থান করিতেছে, উহার নাম আরব দেশ। ইহার কোথায়ও বিশাল মরু-প্রান্তর, আর কোথায়ও ক্ষুদ্র-বৃহৎ ধূসর পর্বত শ্রেণী। ইহার অধিকাংশ অঞ্চলই জলহীন তরুহীন মরু-প্রান্তর ও অনুর্বর পর্বতমালায় পরিপূর্ণ। কিন্তু ঐ সকল মরু প্রান্তরের মধ্যে মধ্যে দুই একটি ছোট নদী (নহর) ও স্বচ্ছ সলিলা ঝরনাও রহিয়াছে। ইহার ফলে স্থানে স্থানে কয়েকটি মরুদ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে।

আরবদেশের পূর্ব-উত্তর সীমায় টাইগ্রীস (দজলা) নদ, পারস্য উপসাগর ও আরব সাগর এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর অবস্থিত। সিরিয়া দেশ ইহার উত্তরে অবস্থান করিতেছে।

হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাইল উভয়ে মিলিয়া মক্কার কাবা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখন হইতে হিসাব ধরিলে প্রায় সাড়ে আটত্রিশ শত (৩৮৫০) বৎসর পূর্বে ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। হযরত ইসমাইলের বংশধরগণও বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়েন। এই ইসমাইলের বংশের একটি শাখা কোরেশ বংশে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবের অবস্থা

খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে দুনিয়াতে মানবতা ও ধর্মনীতির যাবতীয় মহান বৃত্তি অনাচার ও পাপাচারের তমসাজালে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই অন্ধকার যুগে দুর্নীতি, পাপ ও অন্ধবিশ্বাসের কবলে পড়িয়া মানুষের বিবেক, জ্ঞান এবং ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছিল। বিশেষতঃ, আরবদেশ তখন ধর্মহীনতা এবং নানা প্রকার অনাচার অত্যাচারে জগতের সমস্ত অনাচারকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল।

তখনকার আরব কতকটা নাস্তিক, কতকটা পৌত্তলিক এবং কতকটা অংশীবাদী ছিল। সে সময় কাবা মন্দিরে না-কি ৩৬০টি দেবদেবীর মূর্তি ছিল। মক্কাবাসী নিত্যনূতন ঠাকুরের পূজা করিত। যাহাদের ধর্মজীবনের অবস্থা এইরূপ, তাহাদের নৈতিক অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ব্যভিচার যে একটি দোষণীয় কাজ, এইরূপ চিন্তাও তাহারা করিত না ; পশু মৈথুন, পুং মৈথুন এবং নারীর অস্বাভাবিক মৈথুন ইত্যাদি তাহাদের মধ্যে বহুল প্রচলিত নির্দোষ প্রথা হিসাবে গণ্য হইত। একদিকে একই পুরুষ অসংখ্য নারীকে বিবাহ করিয়া তাহাদিগকে ক্রীতদাসীতে পরিণত করিত; অপরদিকে একই নারী একই সময় বহু পুরুষকে বিবাহ করিয়া সাক্ষাৎ নরকের সৃষ্টি করিত।

সেকালে অন্যান্য দেশের ন্যায় আরবেও দাস-দাসীর অবস্থা অত্যন্ত মর্মবিদারক হইয়াছিল। কোন নর-নারী বা বালক-বালিকাকে বলপূর্বক চুরি বা লুণ্ঠন করিয়া আনিতে পারিলেই, সে লুণ্ঠনকারীর দাস-দাসীতে পরিণত হইয়া যাইত। প্রভু ইচ্ছা করিলে কোন বন্দী দাসকে দেবতার মন্দিরে বলিদান করিতে পারিত। দাস-দাসীদের দ্বারা তাহারা সকল প্রকার পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করিত। আবার আরবের হাট-বাজারে ইহারা গরু-ছাগলের ন্যায় বিক্রীত হইত এবং এই হতভাগ্যদিগকে অমানুষিক পরিশ্রমের কাজে নিযুক্ত করা হইত। নারী নির্যাতনের এই নির্মম প্রথা এবং নিজেদের পাশবিকতার এই সব বীভৎস ব্যবস্থার দরুন আরবেরা কন্যাদিগকে জীবন্ত কবর দিয়া এই আপদের দায় হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিত। অনেক সময় ভরণ-পোষণের ভয়েও তাহারা শিশু কন্যাদিগকে মারিয়া ফেলিত।

মদ্যপান ও জুয়া খেলা আরবদের আমোদ-প্রমোদের সর্ব-প্রধান উপকরণ ছিল। ইহার পরে লুণ্ঠন ও নর-হত্যা তাহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। এই সকল কারণে গৃহযুদ্ধ তাহাদের মধ্যে লাগিয়াই থাকিত।

আরবে কিছু কিছু ইহুদী ও খ্রীষ্টান ছিল। কিন্তু তাহাদের ধর্ম আরবে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

হযরতের আবির্ভাব

যখন শয়তানের তাণ্ডব লীলায় দুনিয়ার প্রত্যেকটি মহাদেশ অতি জঘন্যভাবে পাপাচারে কলঙ্কিত ও কলুষিত হইতেছিল, যখন মিথ্যা আসিয়া সত্যের, অজ্ঞানতা আসিয়া জ্ঞানের, পাপ আসিয়া পুণ্যের এবং ব্যভিচার আসিয়া প্রেম, প্রীতি ও স্নেহের আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছিল এবং যখন মনুষ্যত্ব বিবর্জিত আরবদের পাশব জীবনের বিভীষিকাসমূহ জগৎকে ভীত, সন্ত্রস্ত ও লজ্জিত করিয়া তুলিতেছিল, তখন এই ধরাধামে প্রেম ও পুণ্যের স্বর্গরাজ্য স্থাপন করার জন্য সোমবার, ৯ই রবিউল আউয়াল, ২০শে এপ্রিল ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দ, ১লা জ্যৈষ্ঠ ৬২৮ সংবৎ (মতান্তরে ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে অগাস্ট ১২ই রবিউল আউয়াল) সোবেহ্ সাদেক (ব্রহ্ম মুহূর্তে)-এর সময় হযরত মোহাম্মদ (দঃ) মক্কার কোরেশ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। হযরতের পিতা, আবদুল মোত্তালিবের যুবক পুত্র আবদুল্লাহ্ তাঁহার জন্মের কয়েক মাস পূর্বেই পরলোক গমন করেন। সুতরাং পিতৃহীনের পিতা হযরত মোহাম্মদ (দঃ) মাতৃ-গর্ভেই পিতৃহীন হ ন।

শিশুদের লালন-পালন ও স্তন্য দান করার ভার ধাত্রীদের হাতে ন্যস্ত করার নিয়ম তখন ভদ্র ও অবস্থাপন্ন আরবদের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। আবু লাহাবের সোওয়ায়বা নাম্নী এক দাসী প্রথমে হযরতকে স্তন্য পান করাইয়া ছিলেন। হযরতের জন্মের পরেই যথানিয়মে বেদুইন গোত্রের ভাগ্যবতী মহিলা বিবি হালিমা শিশু মোহাম্মদের লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন।

এইভাবে সায়াদ বংশের বধূ হালিমার ক্রোড়ে শিশু মোস্তফা দিনে দিনে বর্ধিত হইতে লাগিলেন। এই সায়াদ গোত্র বিশুদ্ধ আরবী ভাষার জন্য আরবের সর্বত্র বিখ্যাত ছিল। হযরত নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও এমন বিশুদ্ধ ও সুন্দর ভাষায় কথা বলিতেন যে, তাহা শুনিয়া আরবের বড় বড় কবি ও সাহিত্যিকগণও আশ্চর্যান্বিত হইয়া যাইত।

হযরত দুই বৎসর বয়স পর্যন্ত বিবি হালিমার স্তন্য পান করিয়াছিলেন। দুই বৎসর পর হালিমা তাহাকে মা আমিনার কাছে লইয়া আসেন। মাতা আমিনা দেখিলেন, হালিমার যত্নে এবং মরুভূমির আবহাওয়ার গুণে, তাঁহার আদরের

দুলালের শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়াছে। পক্ষান্তরে মক্কায় তখন সাংঘাতিক সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব। কাজেই তিনি পুনরায় এই শিশুর লালন-পালনের ভার হালিমার হাতে তুলিয়া দিলেন।

বিবি হালিমা হযরতকে সঙ্গে লইয়া মহানন্দে দেশে ফিরিয়া গেলেন। অবশ্য তিনি যথানিয়মে মাঝে মাঝে তাঁহাকে মায়ের নিকটে আনয়ন করিতেন। এইভাবে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। হযরত দুধ ভাই-বোনদের সঙ্গে মিশিয়া কখনও ছাগল চরাইতেন, কখনও উচ্চ পাহাড়ে উঠিয়া দূরে, অতিদূরে বিস্মিতভাবে সম্মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন এবং কি যেন চিন্তা করিতেন। তাঁহার শৈশব জীবনের প্রত্যেক কাজেই একটা অতি অসাধারণ মহত্ত্বের ভাব ফুটিয়া উঠিত। তাহার চরিত্র মাধুর্যে হালিমার পুত্র-কন্যাগণ তাহাকে সহোদর ভ্রাতার চাইতেও অধিক ভালবাসিতেন।

ধাত্রী-মা হালিমার নিকট হইতে মা আমিনার কাছে পুনরায় ফিরিয়া আসার পর, ছয় বৎসর বয়সে বিবি আমিনা হযরতকে লইয়া মদীনায় যাত্রা করেন। এই যাত্রায় মাতা আমিনা উম্মে আয়মন নাম্নী তাঁহার পরিচারিকাকেও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। মদীনা হইতে ফিরিবার পথে আবওয়া নামক স্থানে বিবি আমিনার মৃত্যু হয়। তখন পরিচারিকা উম্মে আয়মন একান্ত-ভাবে এতিম হযরতকে মক্কায় লইয়া আসেন। সেখানে বৃদ্ধ পিতামহ আবদুল মোত্তালিব অত্যন্ত আবেগ ও বাৎসল্য সহকারে মা-বাপ হারা শিশু পৌত্রকে গ্রহণ করেন এবং প্রতিপালন করিতে থাকেন। কিন্তু মায়ের মরণের পর দুইটি বছর অতিবাহিত না হইতেই ৮২ বৎসর বয়সে আবদুল মোত্তালিবের মৃত্যু হয়। তখন হযরতের বয়স মাত্র ৮ (আট) বছর। পিতামহ মৃত্যুর পূর্বে হযরতের চাচা আবু তালিবকে হযরতের প্রতিপালনের ভার দিয়া যান। আবু তালিব হযরতকে লালন-পালন করিতে থাকেন। পরে তিনি হযরতের চরিত্র মাধুর্যে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হযরতের প্রতি অসীম অনুরক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

আরবদেশে, বিশেষতঃ কোরেশদের মধ্যে সেকালে সন্তানদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার নিয়মই ছিল না। সুতরাং হযরত (দঃ) সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন। কেন-না, শৈশবে তাঁহাকে লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই।

প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট সময়ে হেজাজ প্রদেশের বিশেষ বিশেষ স্থানে আরবদের মেলা বসিত। 'ওকাজ' নামক স্থানে দেশের সব চাইতে বড় মেলাটি বসিত। মেলায় সমবেত আরবদের অহংকার, মূর্খতা, হঠকারিতা ও দুর্ধর্ষতা নানা প্রকারে প্রবল হইয়া উঠে। এই ওকাজের মেলাক্ষেত্র হইতেই ফেজার যুদ্ধেব সূত্রপাত হয়। এই যুদ্ধ ক্রমে ক্রমে হেজাজের প্রায় সকল গোত্র ও বংশে ছড়াইয়া পড়ে। নানা উপলক্ষ ও অজুহাতের মধ্য দিয়া এই লড়াই পাঁচ বছরকাল স্থায়ী হয়। প্রথমে কোরেশ ও কায়েস বংশের মধ্যে এই যুদ্ধের সূচনা হয়। আরবের প্রথা অনুসারে পরে উভয় গোত্রের আত্মীয় ও অন্যান্য বন্ধু বংশের লোকেরাও দুই পক্ষে যোগদান করিয়া এই যুদ্ধকে আরও বিভীষিকাময় করিয়া তোলে। এই যুদ্ধের শেষ ভাগে হযরতকেও লড়াইয়ের ময়দানে হাজির হইতে হয়। তখন হযরতের বয়স প্রায় বিশ বছর। চারিবারের জয়-পরাজয় ও বহু বলিদানের পর পঞ্চম বৎসর সন্ধিসূত্রে এই সর্বনাশা যুদ্ধের অবসান হয়।

হযরত এই যুদ্ধের নির্মম এবং বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিবার পর এক অভিনব "সত্য সেবক সংঘ" গঠন করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

এই সময় মক্কায় আবদুল্লাহ্ বিন জদয়ান নামে একজন ধনী ব্যক্তি বাস করিতেন। সততা, দানশীলতা ও অতিথি সেবার জন্য তিনি আরবময় বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। হযরতের চাচা জোবেরও তাঁহার সঙ্গে ফেজার যুদ্ধে গমন করেন এবং যুদ্ধের কুফল উপলব্ধি করিয়া ইহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে হযরতের সহিত আলোচনা করেন। তিনি হযরতের পরামর্শ-ক্রমে হাশেম, জোহরা ইত্যাদি বংশের কয়েকজন গণ্যমান্য লোককে মহামতি আবদুল্লাহ্‌র বাড়ীতে সমবেত করেন। এই মহতী সভায় হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ও অন্যান্য সকলে দেশের যাবতীয় যুদ্ধ ও অনাচারের প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পূর্বে নিয়ম ছিল, নিজেদের আত্মীয়-স্বজন অথবা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কোন গোত্রের কোন লোক শত অন্যায়-অত্যাচার করিলেও সকলকে তাহাকে সমর্থন করিতে হইবে। আলোচ্য পরামর্শ সভায় ঠিক হইল যে, আরবের এই ব্যবস্থা অত্যন্ত অন্যায় এবং ইহাই দেশের সর্বনাশের প্রধান কারণ।

অতএব, এই সর্বনাশা অন্যায় ব্যবস্থাকে উঠাইয়া দেওয়ার জন্য তাঁহারা নিম্ন লিখিত প্রতিজ্ঞা করিলেন :—

(১) আমরা দেশের অশান্তি দূর করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব ; (২) বিদেশী লোকদের জান-মাল ও মান-সম্মান রক্ষার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব ; (৩) দরিদ্র এবং অসহায় লোকদের সাহায্য করিতে আমরা কখনই কুণ্ঠিত হইব না এবং (৪) অত্যাচারী ও তাহার অত্যাচারকে দমিত ও ব্যাহত করিতে এবং দুর্বল দেশবাসীদিগকে জালেমদের হাত হইতে রক্ষা করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিব।

এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে কিছুদিন পর্যন্ত বেশ কাজ হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে বিশেষতঃ ইসলাম প্রচার শুরু হওয়ার পর কোরেশ সরদারগণ এই প্রতিজ্ঞার কথা অনেকটা এড়াইয়া চলিতেছিল। কিন্তু যিনি এই নবীন 'সত্য সেবক সংঘের' প্রধান উদ্যোক্তা, তিনি জীবনের কোন মুহূর্তে এই প্রতিজ্ঞার কথা ভুলেন নাই।

অনেকে মনে করিয়া থাকেন, কেবল নামায, রোযা ইত্যাদি ফরয কাজ আদায় করার নামই ইসলাম। মানুষের প্রতি মানুষের যে কর্তব্য আছে সেগুলিকে তাহারা দুনিয়াদারী ও রাজনীতি বলিয়া ধারণা করেন এবং তাহা হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহা ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত শিক্ষা। নিজের আত্মীয়-স্বজনের, প্রতিবেশী ও স্বদেশবাসীদের এবং সারা জাহানের মানুষের প্রতি মানুষের যে কর্তব্য আছে, তাহা যথাযথভাবে পালন করাই ইসলাম। মানুষকে আল্লাহ্ যে অধিকার দান করিয়াছেন, তাহা তাহাকে আদায় করিয়া লইতে হইবে। প্রয়োজন বোধে অত্যাচারীর নিকট হইতে সেই অধিকার জোর করিয়া আদায় করিতে হইবে।

হযরত বাল্যকালে বিবি হালিমার পুত্র-কন্যাদের সহিত ছাগল চরাইতেন। এমন কি যৌবনেও কিছুকাল তিনি ছাগ-মেষাদি পশুপাল চরাইয়া তাহা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়াছিলেন। পশুপাল লইয়া তিনি দূর প্রান্তরে এবং উচচ উপত্যকা ভূমিতে উপস্থিত হইতেন। সেখানে তিনি চিন্তা করিতে করিতে অনেক সময় ভাবে বিভোর হইতেন এবং অজ্ঞাত অনন্তের পরিচয় পাইবার জন্য বিস্মিতভাবে দূর-দূরান্তে তাকাইয়া থাকিতেন। আবার শহরে ফিরিবার পর তিনি সন্ধান লইতেন কোথায় কোন্ পিতৃহীন উপবাসে কষ্ট পাইতেছে

—কোথায় কোন্ অসহায় নর-নারী বেদনায় চোখের পানি ফেলিতেছে এবং তিনি ইহার প্রতিকার করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। ইহাই ছিল তাঁহার তখনকার ব্রত। এইভাবে তাঁহার জীবনের ২৪ বছর অতিবাহিত হইল।

আমীন ও তাহেরা

হযরত বাল্যকালেই জনসাধারণের নিকট হইতে সাদেক (সত্যবাদী) উপাধি লাভ করেন। যৌবনে সাধুতা, ন্যায়নিষ্ঠা, পরোপকার, ন্যায়পরায়ণতা, নিরপেক্ষতা এবং স্বভাবগত অন্যান্য গুণের জন্য তিনি সকলের কাছে 'আল্ আমীন' (বিশ্বাসী, সাধু) বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

বিবি খাদিজা রূপে, গুণে, বংশ মর্যাদায় এবং ধন-সম্পদে তৎকালীন আরবে অদ্বিতীয়া মহিলা ছিলেন। যথাক্রমে আবুহালা ও আতিক নামক দুই ব্যক্তির সহিত খাদিজার বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু দুই বারই তিনি বিধবা হন। কয়েকটি পুত্র-কন্যা রাখিয়া তাঁহারা উভয়েই মারা যান। চরিত্রের পবিত্রতা ও শুদ্ধাচারের জন্য বিবি খাদিজা আরবময় বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন। এই জন্য লোকে তাঁহাকে তাহেরা (শুদ্ধাচারিণী ; সতী) বলিয়া ডাকিত।

মক্কার বাণিজ্য অভিযানের সময় নিকটবর্তী হইয়াছে, সেই জন্য সকলে প্রস্তুত হইতেছে। বিবি খাদিজার আমলা ও অন্যান্য কর্মচারীগণ বিপুল বাণিজ্য সম্ভার গোছ-গাছ করিয়া লইতেছেন। এমন সময় বিবি খাদিজার পক্ষ হইতে একটি লোক গিয়া হযরতকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য অনুরোধ করে। হযরত বিবি খাদিজার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, তিনি সসম্ভ্রমে বলিলেন : "আপনাব সত্যনিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, মহানুভবতা এবং আপনার চরিত্র মহিমা বিশেষরূপে অবগত আছি। আপনি যদি আমার বাণিজ্য কাফেলার পরিচালনার ভার, গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত বাধিত হইব।" হযরত এই প্রস্তাবের উত্তর পরে জানাইবেন বলিয়া যথোচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পর নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। সে সময় একা খাদিজার বাণিজ্য সম্ভার মক্কার অন্যান্য সকল বণিকের সমবেত সম্ভারের সমান হইত। কাজেই বিবি খাদিজার বাণিজ্য অভিযানের কর্তৃত্ব পাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নহে। সুতরাং হযরতের মুখে বিবি খাদিজার প্রস্তাবের কথা শুনিয়া আবু

তালিব অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং বিবি খাদিজার প্রস্তাবে রাজী হইলেন। কাফেলা প্রস্তুত হইল। খাদিজা তাঁহার সুযোগ্য ও সব চাইতে বিশ্বস্ত গোলাম মায়সারাকে সঙ্গে দিলেন এবং তাহাকে হযরতের আদেশ অনুসারে কাজ করিতে নির্দেশ দিলেন। কাফেলা রওয়ানা হইয়া গেল। এইভাবে খাদিজার কাফেলার নেতা হিসাবে হযরত কয়েকবার শাম, ইয়ামন প্রভৃতি অঞ্চলে গমন করেন। তিনি মায়সারার সঙ্গে দুই বার সিরিয়ায়ও গিয়াছিলেন।

হযরতের গুণ-গরিমার কথা শুনিয়া বিবি খাদিজা তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। এবার বাণিজ্য উপলক্ষে তাঁহার অসাধারণ চরিত্র মাধুর্য, প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া হযরতের সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু হযরত তখন ২৫ বৎসর বয়স্ক অবিবাহিত তরুণ যুবক, আর খাদিজা কয়েকটি সন্তানের গর্ভ ধারিণী ৪০ বৎসর বয়স্কা বিধবা। তাঁহার রূপ-গুণ এবং ধন-সম্পদের জন্য কোরেশ সরদারদের অনেকেই তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহেন, কিন্তু তিনি বিবাহ করিতে রাজী হন নাই। সেই খাদিজার মন আজ আশায় ভরপুর। তখন উভয় পক্ষের আত্মীয়া এবং খাদিজার সহচরী বিবি নাফিছা হযরতের মনের ভাব জানিতে গেলেন এবং বলিলেন: আপনি বিবাহ করিতেছেন না কেন? হযরত বলিলেন যে, তাঁহার বিবাহ করার মত সম্বল নাই। তখন নাফিছা বলিলেন: যদি তাহার সুব্যবস্থা হইয়া যায়, তখন কি করিবেন? তখন তিনি খাদিজার নাম করিলেন। হযরত নাফিছাকে বলিলেন: সে কথা আপনি কি প্রকারে বলিতেছেন? নাফিছা বলিলেন: আমি বলিতেছি এবং আমি ইহা করিয়াও দিব। এইভাবে হযরতের মনোভাব জানিয়া তিনি বিবি খাদিজাকে গিয়া সুসংবাদ দিলেন। হযরতও তাঁহার চাচা আবু তালিবকে এই সকল ব্যাপার জানাইয়া দিলেন। বিবি খাদিজার বাড়ীতে যথাসময়ে উভয় পক্ষের আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতিতে মোবারকবাদ ও আনন্দ ধ্বনির মধ্যে তাহেরা ও আমীন (সতী খাদিজা ও সাধু মোহাম্মদ)-এর বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। খাদিজার আদেশে মহিলাগণ গান-বাজনা শুরু করিল। বৃদ্ধ আবু তালিব আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন।

এখানে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পঁচিশ বৎসরের এক নবীন

যুবক বিবাহ করিলেন পুত্র-কন্যাবতী চল্লিশ বৎসর বয়স্কা এক বিধবাকে এবং তাঁহার ৬৫ বৎসর বয়সে মৃত্যু হওয়ার পূর্বে আর কোনও বিবাহ করেন নাই।

হযরতের কন্যা বিবি ফাতিমার বংশধরগণ মুসলমান সমাজে সৈয়দ (সরদার) নামে অভিহিত হন। বিধবা বিবি খাদিজাই তাঁহার গর্ভধারিণী এবং হযরতের সমস্ত পুত্র-কন্যাই খাদিজার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বিভিন্ন দেশে কিছু আসল এবং বহু নকল সৈয়দ আছেন। এই সৈয়দ এবং অন্যান্য শরীফদের (সম্ভ্রান্তদের) মধ্যে সকলেই বিধবাগণের বিবাহ দেওয়া নিতান্ত ঘৃণ্য ও অপমানের কাজ বলিয়া গণ্য করেন। অথচ একমাত্র বিবি আয়েশা ছাড়া হযরতের অন্য সকল বিবিই বিধবা হওয়ার পরই হযরতের পাণি গ্রহণ করেন।

এই বিবাহে সাংসারিক হিসাবে হযরত অভাব মুক্ত হইলেন এবং কি করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন,.সেই চিন্তায় মশগুল হইলেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই একনিষ্ঠ ভাবুক, পরিশ্রমী সাধক, এবং দৃঢ়চেতা কর্মী। জগতের সমস্ত অনাচার, অত্যাচার এবং দুঃখ-দুর্দশার অবসান, পতিতের উদ্ধার, ব্যথিতের সেবা, বন্দী ও দাসদের মুক্তি, মুক্তের শুদ্ধি, পাপের দমন এবং পুণ্যের প্রতিষ্ঠা কল্পে তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

এই সময় কাবা ঘরের মেরামতের কাজ নিয়া এক গোলমাল শুরু হইল। কৃষ্ণ প্রস্তর (হজরে আসওয়াদ) কোন্ বংশের লোক স্থানান্তর করিবে, ইহা লইয়া প্রায় যুদ্ধ বাঁধিবার উপক্রম হইল। তখন হযরত একখানা চাদরের উপর ঐ পাথরখানি স্থাপন করিলেন এবং সকল গোত্রের প্রতিনিধিগণকে ঐ চাদরের বিভিন্ন অংশ ধরিতে বলিলেন। তৎপর তিনি চাদরের উপর হইতে তাহা উঠাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। এইরূপে হযরতের বুদ্ধির ফলে এই আসন্ন যুদ্ধ নিমেষের মধ্যে বন্ধ হইয়া গেল।

পৃথিবীর সর্বত্র তখন দাস-দাসী বিক্রয় হইত। বিবি খাদিজার ভাতিজা হাকিম 'ওকাজ' মেলা হইতে যায়েদ নামক একটি বালককে খাদিজার জন্য খরিদ করিয়া আনেন। হযরত জীবনে এই প্রথম গোলামের প্রভু হইলেন। কিন্তু তিনি অবিলম্বে যায়েদকে মুক্ত করিয়া দিলেন। মুক্তি লাভের পর যায়েদ হযরতের আশ্রয়ে পুত্রবৎ আদর ও যত্নের সহিত লালিত-পালিত হইয়াছিলেন।

একদিন হযরত সর্বসমক্ষে তাহাকে তাঁহার পুত্র ও ওয়ারিস বলিয়া ঘোষণা করেন। এই যায়েদ বহু যুদ্ধে সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন।

এইভাবে ইসলাম প্রচারের বহু পূর্বেই হযরত (দঃ) ঘৃণিত, অত্যাচারিত ও অসহায় গোলামকে প্রভুর পুত্রের আসন দান করিয়াছিলেন। প্রেমের, সাম্যের ও মহত্ত্বের এমন চিত্র দুনিয়ার ইতিহাসে একটিও পাওয়া যাইবে না।

আমাদের হযরত সন্ন্যাসী ছিলেন না। তিনি কর্মক্ষেত্রকে প্রকৃত ধর্মক্ষেত্র মনে করিতেন। ব্যবসা-বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া হযরত নিজের জীবিকা অর্জন করিতেন। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন স্বভাবের বহু লোকের সহিত হযরত ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জীবনে একদিনের জন্যও কাহারও সহিত কোন প্রকার ঝগড়া-বিবাদ হয় নাই। হযরতের সাধুতা ও মহত্ত্ব পরীক্ষার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের ন্যায় উপযুক্ত ক্ষেত্র আর কিছুই হইতে পারে না।

কাবা মন্দির-ই আরবদেশের সর্বপ্রধান দেব মন্দির। এখানে ৩৬০টি প্রতিমা (মূর্তি ও চিত্র) প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোরেশগণ ঐ মন্দিরের সেবাইত। কাজেই তাহারা অত্যন্ত অহংকারী ছিল এবং অন্য লোকদিগকে ঘৃণা করিয়া তাহাদের জন্য অনেকগুলি অন্যায় ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিল। কিন্তু হযরত এই অন্যায় ব্যবস্থা মানিলেন না। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, সকল মানুষের অধিকার এবং দায়িত্ব সমান। এইরূপ ক্ষেত্রে সমস্ত কোরেশদের অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি নিজের সাধ্যানুসারে ন্যায় ও সাম্যের আদর্শ স্থাপন করিলেন। হযরত (দঃ) দেশের পাপাচার, অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার হেতু ও সংস্কারের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এই সময় যায়েদ বিন আমর নামক একজন সাধু ব্যক্তিও এই সকল অনাচারের প্রতিকার করার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। হযরতের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে উভয়ে সত্যের সন্ধান পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ইহা ছাড়া বিবি খাদিজার চাচাত ভাই অর্কা, জাহশ বিন ওবেদুল্লা, হারেস বিন উসমান এবং সায়েদ বিন কোস্ প্রভৃতি কতিপয় সাধু ব্যক্তি প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্মের বদলে সত্য ধর্মের অন্বেষণে ব্যাপৃত ছিলেন।

কিছুদিন পরে হযরতের ভাবের আবেশ যখন আরও গভীর হইয়া উঠিল, তখন লোকালয়ের কোলাহল হইতে দূরে সরিয়া গিয়া, মক্কা হইতে তিন মাইল দূরবর্তী হেরা পর্বতের এক গুহায় বসিয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। সূর্যের কিরণ, চাঁদের আলো, আর শীতকালীন বাতাস ব্যতীত তাঁহার সঙ্গী-সহচর সেখানে আর কেহই ছিল না। বিবি খাদিজা স্বামীর জন্য কয়েক-দিনের খাবার তৈয়ার করিয়া রাখিতেন। হযরত তাহা লইয়া হেরায় যাইতেন। কয়েকদিন পর সেই খাবার ফুরাইয়া গেলে বাটীতে আসিয়া কিছু খাবার সহ আবার হেরার সাধন-গুহায় গমন করিতেন। এইভাবে দিনের পর দিন এবং রাত্রির পর রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যাইতেছিল। এইরূপে প্রায় ছয়-বৎসর কাল সাধনায় নিমগ্ন থাকার পর যখন হযরতের বয়স চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইল, সেই দিন সোমবার ৯ই রবিউল আউয়াল (৬১০ খ্রীষ্টাব্দ) তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হইলেন এবং প্রথম অহী (আল্লাহ্‌র বাণী) লাভ করিলেন। হযরত ধ্যান-মগ্ন হইয়া হেরা পাহাড়ের গুহায় বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার নিকটে জিবরাঈল ফিরেশ্‌তা আসিয়া বলিলেন: "পাঠ কর।" হযরত বলিলেন: আমি পড়িতে জানি না। তখন ফিরেশ্‌তা তাহাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন। পরে ছাড়িয়া দিয়া আবার বলিলেন: "পাঠ কর।" এইরূপ তিন বার হওয়ার পরে হযরত বলিলেন: "পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি (সমস্ত) সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি পয়দা করিয়াছেন মানুষকে জমাট রক্ত (আলক) হইতে; পড় এবং তোমার প্রভু বড়ই দয়ালু। যিনি শিখাইয়াছেন কলমের সাহায্যে, শিখাইয়াছেন মানুষকে যাহা সে জানিত না।"

হযরত এই বাক্যগুলি লইয়া বাটীতে খাদিজার নিকটে ফিরিয়া গেলেন। তিনি খাদিজাকে হেরার সমস্ত বিবরণ অবগত করাইয়া বলিলেন: আমার নিজের সম্বন্ধে ভয় হইতেছে। তখন খাদিজা বলিলেন: আপনার মত সাধু-জনকে আল্লাহ্‌ কখনও অপদস্থ করিবেন না। অতঃপর খাদিজা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার চাচাত ভাই পূর্ব কথিত অর্কা বিন নওফলের নিকট লইয়া গেলেন। অর্কা সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া বলিলেন: "সাধু! সাধু! তুমি নবুয়ত পাইয়াছ! হায়! আমি যদি বৃদ্ধ না হইতাম, তোমাকে সাহায্য করিতে পারিতাম. আমি যদি ততদিন বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি নিজের সমস্ত

শক্তি লইয়া তোমার বিপদের দিনে সাহায্য করিব। কিন্তু ইহার অল্পদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

অত:পর কিছুদিন পর্যন্ত অহী নাযিল বন্ধ ছিল। হযরত চিন্তা করিতে-ছিলেন। কয়েকদিন পর তিনি পূর্ববৎ সেই পরিচিত আওয়াজ শুনিতে পাইলেন, তিনি পূর্ব পরিচিত জিব্‌রাঈল ফিরেশ্‌তা। তখনও তাঁহার ভয় হইল এবং তিনি হেরা গুহা হইতে বাটীতে আসিয়া পূর্ববৎ চাদর গায়ে দিয়া শুইয়া পড়িলেন। তখন নিম্নলিখিত অহী নাযিল হইল: "ওহে পোশাক পরা সংস্কারক। উঠিয়া দাঁড়াও এবং আজাবের ভয় দেখাইয়া মানবগণকে সাবধান কর। এবং তোমার আপন প্রভুর মহিমা ঘোষণা কর; এবং নিজের কাপড়-চোপড় ও মনকে পবিত্র রাখ এবং সকল প্রকার কুসংস্কার ও অনাচার ছাড়িয়া দাও। যাহা দান-খয়রাত করিতেছ, দান গ্রহণকারীর নিকট হইতে তদপেক্ষা অধিক পাইবে, এই আশায় দান করিও না। এবং আপন প্রভুর (সত্য প্রচারের) হুকুম পালনের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ কর।"

এইভাবে তাঁহার জীবনের বাকী ২৩ বছর তিনি অনবরত অহী লাভ করিতে থাকেন এবং তাহা লোকের মধ্যে প্রচার করিতে থাকেন।

এই আয়াতগুলি নাযিল হওয়ার পর হযরত প্রথমে গোপনে গোপনে আপন লোকজনের নিকট প্রচার করিতে শুরু করেন। ইহাদের মধ্যে স্বীয় স্ত্রী, চাচাত ভাই আলী, মুক্তিপ্রাপ্ত দাস যায়েদ, তাঁহার ধাত্রী উম্মে আয়মান, বাল্য বন্ধু আবু বকর সিদ্দিক তাঁহার সত্যকে স্বীকার করিয়া ইসলাম কবুল (গ্রহণ) করিলেন। হযরত আলী হযরত আবু বকর সিদ্দিকের কিছু পূর্বে মুসলমান হন। কারণ হযরত আলী হযরতের নিজ পরিবারেই অবস্থান করিতেছিলেন।

তিন বৎসর পর্যন্ত এইরূপ গোপনে ইসলাম ধর্মের প্রচার চলিতে লাগিল। ইহার পর হযরত প্রকাশ্যভাবে ইসলাম প্রচার করার নির্দেশ লাভ করিলেন এবং প্রথমে আত্মীয়-স্বজন ও পরে অন্যান্যদের মধ্যে নব ধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। আল্লাহ্‌র আদেশ মত হযরত প্রথমে একটি সামাজিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তেমন কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। অত:পর আরবের তৎকালীন প্রথা মত তিনি আরবের সাফা পর্বত শিখরে উঠিয়া চিৎকার করিয়া সকলকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে

মক্কাবাসীগণ সাফা পাহাড়ের সামনে সমবেত হইল। হযরত তখন বলিলেন : আমি যদি বলি যে, এই পাহাড়ের অন্যদিকে এক শত্রু সৈন্য বাহিনী তোমাদের ক্ষতি করার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহা হইলে তোমরা আমার এই কথাব উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবে কি? সকলে সমস্বরে বলিল: নিশ্চয় বিশ্বাস করিব। কেন-না, তুমি ত কখনও মিথ্যা বলিতে পার না। হযরত তখন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" (আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই) এই কথাগুলি কবুল করার জন্য সমবেত সকলকে অনুরোধ করিলেন এবং নিজের নবুয়ত সম্পর্কে আল্লাহ্র আদেশের কথাও ঘোষণা করিয়া দিলেন।

এই বক্তৃতার দ্বারা উপস্থিত ক্ষেত্রে বিশেষ কোন সুফল ফলিল না বটে, কিন্তু ইহার ফলে হযরতের শিক্ষা ও উপদেশ সম্বন্ধে মক্কা নগরে নানারূপ আলোচনা ও আন্দোলন আরম্ভ হইল। এই সময় হযরত একদিন কতিপয় সাহাবাসহ কাবা মন্দিরে গিয়া সেখানে এই তাওহিদের বাণী (একেশ্বরবাদ) প্রচার করিতে চেষ্টা করিলেন। চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, সকলে মার মার করিয়া ছুটিয়া আসিল। এই সময় বিবি খাদিজার পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত পুত্র হারেস বিন আবি হালা হযরতকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলে কোরেশগণ তাহাকে আক্রমণ করে। ফলে তিনি ঘটনা স্থলেই মারা যান এবং তিনিই ইসলামের প্রথম শহীদ।

হযরত সকল অধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি প্রচার করিলেন যে, জন্ম, বংশ বা সেবাইত (পুরোহিত) হওয়ার অধিকার লাভের জন্য মানুষের কৌলিন্য বা বিশেষ কোন অধিকার জন্মে না। আল্লাহ্র নিকট সকলেই সমান, তাঁহার ধর্মে সকলেরই সমান অধিকার। সকল মানুষ সমান, সকলে পরস্পর ভাই ভাই, ইহাতে কুলীন অকুলীন নাই। বংশ ও জাতির অহংকার করা এবং অন্যদেরকে ছোট বলিয়া ধারণা করা মহাপাপ।

হযরত ঘোষণা করিলেন যে, মানুষের নিজের তৈরী দেব-দেবীর পূজা করা একেবারে মূর্খতা। তাহারা একটি কীট অপেক্ষাও অক্ষম। মানুষের ভাল-মন্দ করিবার কোন শক্তি তাহাদের নাই।

ইসলামের এই সকল নীতি শুনিয়া কোরেশগণ ক্ষেপিয়া উঠিল। অবশেষে একদিন কোরেশ প্রধানগণ আবু তালিবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে

লাগিল : "আবু তালিব! আপনার ভাতিজা আমাদের দেবদেবীকে গালি দিতেছে, আমাদের ধর্মের নিন্দা করিতেছে, আমাদের পূর্ব-পুরুষগণকে ধর্ম-ভ্রষ্ট বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, এবং আমাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইতেছে। অতএব, হয় আপনি নিজেই তাহাকে শাসন করুন, নচেৎ আমরা তাহাকে শাসন করিব।" আবু তালিব নানা রকম নরম কথা বলিয়া তাহাদিগকে শান্ত করিয়া বিদায় দিলেন।

এদিকে হযরত পূর্ণ উদ্যমের সহিত নিজের কর্তব্য সম্পাদন করিয়া চলিলেন। ফলে ক্রুদ্ধ ও অসহিষ্ণু কোরেশগণ আবার আবু তালিবের নিকট উপস্থিত হইয়া হযরতকে ধমক দিয়া তাঁহার কাজ বন্ধ করিতে ব্যর্থ চেষ্টা করিল।

কোরেশগণ দেখিল, তাহাদের ভয় প্রদর্শনে আবু তালিব এক বিন্দুও দমিলেন না। তখন তাহারা হযরতকে গোপনে হত্যা করার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল এবং নব-দীক্ষিত মুসলমানদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করিয়া দিল। কয়েক বৎসর ধরিয়া এই অত্যাচার অপ্রতিহত গতিতে চালান হয়। মক্কার উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ মরু-প্রান্তর এই অত্যাচারের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল। নরাধমেরা কাহাকেও অগ্নিকুণ্ড সম বালুকায় পাথর চাপা দিয়া, কাহাকেও উত্তপ্ত পানিতে ডুবাইয়া, কাহাকেও আগুন ও তপ্ত পাথরের সেঁকা দিয়া নিজেদের পাশবিকতা প্রকাশ করিত।

অত্যাচার ও উৎপীড়নের মাত্রা যখন চরমে গিয়া পৌঁছিল, তখন হযরত ভক্তগণের রক্ষার জন্য দেশ-ত্যাগ করা উচিত মনে করিলেন। নবুয়তের পঞ্চম বর্ষের রজব মাসে সর্বপ্রথম বারজন পুরুষ ও চারিজন মহিলা স্বধর্ম রক্ষাব জন্য জন্মভূমি ছাড়িয়া নিরাপদে আবিসিনিয়া গমন করেন। প্রথম দল সেখানে শান্তিতে অবস্থান করিতেছেন দেখিয়া, ক্রমে ক্রমে আরও বহু মুসলমান আবিসিনিয়ায় হিজরত (দেশত্যাগ) করেন।

নব-দীক্ষিত মুসলমানগণ আবিসিনিয়ায় নিরাপদে অবস্থান করিতেছে দেখিয়া, কোরেশগণ তাহাদিগকে ধরিয়া আনার জন্য আবিসিনিয়ার রাজার নিকট বহু মূল্যবান উপঢৌকন সহ দূত পাঠাইল। কিন্তু আবিসিনিয়ার রাজা আসমায়া সমস্ত শুনিয়া তাহাদের উপঢৌকনসহ তাহাদিগকে রাজসভা হইতে তাড়াইয়া দিলেন এবং নিজে ইসলাম ধর্ম কবুল করেন।

কোরেশ প্রতিনিধিগণ অকৃতকার্য এবং অপমানিত হইয়া অবিসিনিয়া হইতে ফিরিয়া আসিলে, মক্কার সমস্ত কোরেশ লজ্জায়, ঘৃণায় ও ক্রোধে অস্থির হইয়া উঠিল। অচিরেই তাহারা হযরত ও তাঁহার মুরুব্বীগণকে সবংশে বয়কট করিল এবং এই ভয়ানক বয়কট তিন বছর চলিল। বয়কটের ভয়াবহতার কথা চিন্তা করিয়া, হযরতের হাশেম বংশের লোকেরা মক্কা নগর ছাড়িয়া দূরে পাহাড়ের পাদদেশে নিজেদের অস্থায়ী বস্তী নির্মাণ করেন। এই সময় তাহারা অসহ্য অনশন, আবক্ষ পিপাসা, ক্ষুধার্ত শিশুদের কাতর ক্রন্দন এবং সর্বোপরি আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিয়াও কিছুতেই ধৈর্যহারা হইলেন না।

অত্যাচারের চরম অবস্থা দেখিয়া মহাত্মা হেশাম জোবের, আবুল বাখতারী, জোহের, প্রভৃতি কতিপয় মহৎ ব্যক্তিকে নিয়া ইহার প্রতিকারের জন্য প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইলেন। স্থির হইল, তাহারা সকলে মিলিয়া সভা ডাকিবেন এবং সেই সভায় জোহের প্রথমে প্রস্তাব করিবেন। অতঃপর সভার বিভিন্ন স্থান হইতে আর সকলে তাহার সমর্থন করিবেন। যথা সময়ে সভা ডাকা হইল এবং সভায় এই অমানুষিক বয়কট রহিত করার আলোচনা হইল। হযরতের চিরশত্রু আবু জেহেল বয়কট চালাইয়া যাইতে জিদ করিল, কিন্তু মহামতি মোৎএম আবু জেহেলের হাত হইতে বয়কট সংক্রান্ত মিথ্যা প্রতিজ্ঞা-পত্রখানা লইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। অতঃপর তাহারা খোলা তলোয়ার হাতে লইয়া হযরত ও তাহার বংশের লোকজনকে নির্বাসন স্থান হইতে আনার ব্যবস্থা করিলেন।

বিবি খাদিজার ইন্তেকাল

নবুয়তের দশম সালে হযরত পুনরায় মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন। কোরেশ-গণও নানাভাবে তাঁহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। জীবনের এই ঘোর সঙ্কট সময়ে নির্বাসন হইতে ফিরিয়া আসার কয়েক মাস পরেই তাঁহার সহধর্মিণী ইসলামের সর্বপ্রথম সহায় ও সর্বপ্রথম মুসলমান মুসলিম-কুল জননী বিবি খাদিজা জান্নাতবাসিনী হন। বিবি খাদিজার মৃত্যুর মাত্র ৩৫ দিন পরে হযরতের সর্বপ্রধান সহায় মহাত্মা আবু তালিবও পরলোকে যাত্রা করেন। এই বিপদে হযরত কখনও কর্তব্যচ্যুত হন নাই। ইঁহাদের মৃত্যুর

পর কোরেশদের অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। তাহারা হযরতকে বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ করিয়া দৈহিক নির্যাতন চালাইয়া যাইতে লাগিল।

নবুয়তের দশম সনে এবং তায়েফ হইতে ফিরিয়া আসার পর মেরাজের ঘটনা ঘটে বলিয়া অনেকে মনে করেন। বিবি খাদিজার মৃত্যুর পর হযরত নানা কারণে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্ত্রী গ্রহণ করেন।

বিবি খাদিজার মৃত্যুর কিছুদিন পরে সওদা নাম্নী এক প্রৌঢ়া অসহায় বিধবার অনুরোধে হযরত তাহাকে বিবাহ করেন।

মদীনার জাগরণ

নবুয়তের দশম বৎসরে হজ্জের মৌসুমে মদীনার কয়েকজন (৮ জন) মহৎ লোক ইসলাম কবুল করেন। পর বৎসর আরও ১২ জন মদীনাবাসী ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের ধর্ম শিক্ষার জন্য মহাত্মা মোসয়াব বিন্ ওমায়রকে সঙ্গে লইয়া মদীনায় যান।

মোসয়াব প্রমুখ মহাত্মাগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আদর্শ প্রচারের ফলে কয়েক মাসের মধ্যে মদীনায় প্রায় প্রত্যেক বংশের মধ্যে ইসলাম প্রবেশ করিল। পর বৎসর অর্থাৎ নবুয়তের তের সনের হজ্জ মৌসুমে মদীনা হইতে প্রায় পাঁচ শত লোকের একদল যাত্রী তীর্থ ও বাণিজ্য করার জন্য মক্কা রওয়ানা হইল। ঠিক হইল, এবার তাঁহারা হযরতকে মদীনায় আসার জন্য অনুরোধ করিবেন। সুতরাং প্রধান প্রধান মুসলমানগণও মক্কা যাইতে প্রস্তুত হইলেন। তীর্থ-যাত্রী কাফেলা যখন মদীনা হইতে রওয়ানা হইল, তখন ২জন মহিলাসহ মোট ৭৫ জন মুসলমান এই দলের সহিত মিশিয়া মক্কা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অবশেষে যিলহজ্জ মাসের ১২ তারিখে পূর্বনির্দিষ্ট সময়ে এই মুসলমানগণ মক্কায় আকাবা প্রান্তরে সমবেত হইলেন। যথাসময়ে হযরতও সেখানে আসিয়া মিলিত হইলেন। সেখানে আলাপ আলোচনার পর মদীনাবাসী-গণ হযরতের হাত ধরিয়া নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞা করিলেন :—

(১) আমরা মান-সম্মান, ধন-জন, জীবন-যৌবন, সমস্তই আল্লাহ্‌র নামে উৎসর্গ করিলাম। (২) আমরা এক আল্লাহ্‌র উপাসনা করিব, তিনি ব্যতীত আর কোন কিছুর ইবাদত (বন্দিগী) করিব না, আর কাহাকেও আল্লাহ্‌র

শরীক করিব না। (৩) আমরা চুরি-ডাকাতি করিব না। (৪) আমরা ব্যভিচারে লিপ্ত হইব না। (৫) আমরা কাহারও প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিব না বা কাহারও চরিত্রের প্রতি অপবাদ দিব না। (৬) আমরা কোন অবস্থায় সন্তান হত্যা বা বলি দিব না। (৭) আমরা ঠগবাজী করিব না। (৮) আমরা প্রত্যেক সৎকাজে হযরত (দঃ)-এর অনুগত থাকিব, কোন ন্যায্য কাজে তাঁহার অবাধ্য হইব না এবং (৯) আমরা মদীনায় ইসলাম প্রচারে ব্রতী থাকিব, মোহাজের (প্রবাসী) মক্কাবাসীগণকে নিজেদের ভাই-বোনের ন্যায় জ্ঞান করিব এবং কেহ মদীনা আক্রমণ করিলে, সকলে মিলিয়া সেই আক্রমণে বাধা দিব।

হযরত এই বাইয়াত (প্রতিজ্ঞা) গ্রহণ করার পর বলিলেন: "তোমাদের সহিত আমার জীবন-মরণের সম্বন্ধ। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, যুদ্ধের ময়দানে বা শান্তিতে, জয়ে-পরাজয়ে, সব সময় আমি তোমাদেরই সঙ্গে থাকিব।" ইহাতে মদীনাবাসীদের আনন্দের আর অবধি রহিল না। প্রতিজ্ঞা-গ্রহণ শেষ হইয়া গেলে হযরতের আদেশ মত মদীনাবাসীগণ ১২ জন নকিব (প্রচারক) মনোনীত করিলেন এবং হযরত তাহাদিগকে বলিলেন: আপনারা এই ১২ জন মরিয়ম-তনয় ঈসার শিষ্যগণের ন্যায়, আপনাদের দেশে আমার প্রতিনিধিরূপে আল্লাহ্‌র নামের মহিমা ঘোষণা করিতে থাকিবেন। তাঁহারা সকলেই ইহাতে রাজী হইলেন। এই ১২ জন নকিব মদীনার আওছ ও খজরাজ বংশের বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও প্রধান ব্যক্তি। ইহাদের মধ্যে অনেকেই জেহাদে (ধর্মযুদ্ধে) শহীদ হন।

প্রায় শেষ রাত্রির দিকে মদনীগণ নিজেদের কাফেলায় ফিরিয়া গেলেন এবং হযরতও নগরে ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর কাফেলা মদীনায় চলিয়া গেল। যে কয়জন মুসলমান নর-নারী কোরেশগণের হাতে বন্দী হইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্যতীত আর সকল মুসলমান মদীনায় চলিয়া গেলেন। মদীনার আনসারগণ (সাহায্যকারীগণ) তাঁহাদের সুখ-সুবিধার জন্য আপনাদের ঘর-দুয়ার এবং বিষয়-সম্পত্তি ছাড়িয়া দিলেন।

হযরত মদীনায় গিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠিবেন এই আশংকা করিয়া কোরেশগণ এক সভা ডাকিয়া হযরতকে অবিলম্বে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র

করিল। হযরত যথাসময়ে এই ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়া হযরত আলীকে মক্কায় রাখিয়া আবু বকরকে সঙ্গে লইয়া মদীনা যাত্রার আয়োজন করিলেন।

মদীনায় হিজরত

হযরত প্রথমে আবু বকরের বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং আবু বকর সহ বাড়ীর পিছনের খিড়কী দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া পাহাড়ের গোপন গুহায় আশ্রয় নেন।

এই গুহায় কয়েকদিন অতিকষ্টে অবস্থান করার পর হযরত (দঃ)ও আবু বকর গুহা হইতে বাহির হইয়া অত্যন্ত গোপনে মদীনা যাত্রা করিলেন। সাধারণতঃ মক্কা ও মদীনার কাফেলা যে সকল পথ দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে সে সকল পথ দিয়া যাতায়াত করা কোরেশগণের ভয়ে কোনমতেই নিরাপদ নহে। এই জন্য অপরিচিত পথে লোহিত সাগরের উপকূলের পথ ধরিয়া হযরত মদীনা যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে কোরেশ প্রেরিত বহু দস্যু ও আততায়ী তাঁহাকে হত্যা করিতে ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিল। অবশেষে ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে হযরত ও তাঁহার সহচরগণ মদীনার কোবা নামক পল্লীব নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই হিজরত (প্রস্থান/পলায়ন) এর সময় হইতে ইসলামী হিজরী সনের গণনা করা শুরু হয়। হযরত মদীনায় আসিতেছেন শু নিয়া শহর ও শহরতলীর মুসলমানদের আনন্দ ও উৎসাহের সীমা রহিল না। সুতরাং মদীনার মুসলমানগণ প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়া নগর প্রান্তরে আসিয়া হযরতের আগমনের অপেক্ষায় থাকিতেন। সেদিনও তাহারা যথানিয়মে অপেক্ষা করার পর, দ্বিপ্রহরের সময় নগরে ফিরিয়া গিয়াছেন। জনৈক ইহুদী দুর্গ প্রাচীর হইতে হযরতকে দেখিতে পাইয়া চিৎকার করিয়া সকলকে হযরতের শুভাগমনের সুসংবাদ জানাইয়া দিল। নগরময় আনন্দ-উৎসাহের ধুম পড়িয়া গেল।

রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ সোমবার ঠিক দ্বি-প্রহরের সময় হযরত কোবা প্রান্তরে তশরীফ আনেন এবং কুলসুম বিন্ হেদসের বাটীতে থাকার ব্যবস্থা করেন। হযরত কোবা পল্লীতে ১৪ দিন অবস্থান করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই নির্মাণের কাজে হযরত অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে সমানে মজুরের কাজ করিয়াছিলেন। এইরূপে ইহ-

পরকালের প্রভু আপন মাথায় পাথর বহিয়া কোবায় ইসলামের প্রথম মসজিদ তথা ইসলামের অতুলনীয় সাম্য ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃ-ভাবের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

সেদিন শুক্রবার, হযরত কোবা হইতে মদীনা রওয়ানা হইলেন। তাঁহার চারিদিকে ভক্তগণ তক্‌বীর (আল্লাহু আকবর, আল্লাহ্ মহান) দিতে দিতে সঙ্গে চলিয়াছেন। পথে হযরত বনি-সালেম বংশের পল্লীতে ইসলামের প্রথম জুমআর নামায আদায় করেন। অতঃপর হযরত নগরে প্রবেশ করেন। মদীনাবাসীগণ আনন্দে, উৎসাহে, উৎসবে মাতোয়ারা হইয়া উঠিলেন। কারণ তাহাদের ইতিহাসে এমন সৌভাগ্যের দিন কখনও আসে নাই, আর কখনও আসিবেও না। বস্তুতঃ মদীনার নর-নারী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা হযরতকে রাজকীয় সংবর্ধনা দিয়া বাজনা সহকারে খোশ আমদেদ জানাইলেন।

হযরত তাঁহার পিতামহের মাতুল গোত্র নাজ্জার বংশের পল্লীতে তাঁহার আশ্রম ঠিক করিলেন এবং মহাভাগ্যবান মহাত্মা আবু আইয়ুব আনসারীর দোতলা ঘরের নীচের তলাতেই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ভক্ত দম্পতির সদা সশঙ্ক ভাব ও অস্বস্তি লক্ষ্য করিয়া হযরত অবশেষে উপরের তলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

মদীনা নগরীর পূর্ব নাম ইয়াস্‌রাব বা নবীর সম্মানের খাতিরে মদনীগণ তাঁহার আগমনের পর ইয়াস্‌রাবকে মদীনাতুন নবী বা নবী-নগর নাম রাখেন। পরে শুধু মদীনা (নগর) নামেই ইহা বিখ্যাত হয়। মদীনায় তশরীফ আনার পর হযরত অবিলম্বে মসজিদ নির্মাণ শুরু করিলেন। হযরত মাথায়, মুখে ও দাড়িতে ধূলা মাটি মাখা অবস্থায় মসজিদ নির্মাণের জন্য নিজ হাতে সামান্য দিন-মজুরের মত কাজ করেন। হযরতের এই দিন-মজুরের কাজ করার কথা শুনিয়া মদীনাময় একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। মদীনার সকল ভক্ত অবিলম্বে প্রভুর স্মরণে মস্‌জিদ নির্মাণের জন্য রাজ ও মজুরের কাজে যোগদান করিলেন। নবী-নির্মিত এই মস্‌জিদে মেহরাব ছিল না, মিনারা ছিল না, এবং গম্বুজও ছিল না। কাঁচা ইটের দেওয়াল, খেজুরের আড়া ও খেজুর পাতার ছাউনী। হিজরতের প্রথম সন হইতে খলিফাগণের যুগে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই মস্‌জিদই মুসলমানদের সর্ব-প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল। সেখানে সকল প্রকার শাসন-বিচার, সালিস, মজলিস, যুদ্ধ ও সন্ধি সংক্রান্ত আলোচনা সভা, ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনা, এক কথায় জাতিগত, ধর্মগত

ও দেশের সকল প্রকার দরকারী বিষয়ের সভা, আলোচনা ও পরামর্শ এই আড়ম্বরহীন মহা মস্‌জিদে সুসম্পাদিত হইত।

মদীনার মস্‌জিদ তৈয়ার করার পর হযরতের পরিবারবর্গের জন্য মসজিদের সন্নিকটে কয়েকটি ক্ষুদ্র কুটির নির্মিত হইল। তখন হযরতের পরিজনবর্গকে মক্কা হইতে মদীনায় আনার ব্যবস্থা করা হইল।

মদীনায় আসার পর হযরত মদীনাবাসীগণকে একটা রাজনৈতিক জাতি বা কওমে পরিণত করেন। তিনি সেখানকার ইহুদী, খ্রীষ্টান, পৌত্তলিক ও মুসলমানদিগকে একত্র জমায়েত (সমবেত) করিয়া এক প্রতিজ্ঞাপত্র বা সার্বজনীন সনন্দ লিপিবদ্ধ করাইলেন এবং এইভাবে স্থানীয় সকল মানব গোষ্ঠীকে লইয়া এক আদর্শ সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই আন্তর্জাতিক সনন্দে প্রথমে মোহাজের, আনসার ও অন্যান্য মুসলমানেব পরস্পরের সম্বন্ধ ও স্বত্বাধিকার এবং তাঁহাদের সমাজগত বিষয় সমূহের শাসন ও বিচারের বিধি-ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা হইল। এবং সমস্ত বিষয়ের মীমাংসাব ভার জন-সাধারণের উপব ন্যস্ত করা হইল। ইহুদী, খ্রীষ্টান ও পৌত্তলিকদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঐ সনন্দে স্বীকৃত হইল।

যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ধর্ম প্রচার

কিন্তু মদীনায় আসিয়াও হযরত শান্তিতে থাকিতে পারিলেন না। দিন দিন মুসলমানদের সংখ্যা ও ক্ষমতা বাড়িতেছে দেখিয়া কোরেশগণ মদীনা আক্রমণ করিয়া নবীকে হত্যা করিতে অগ্রসর হয়। ফলে কোরেশদের সঙ্গে মুসলমানদের কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধ এবং তিনটি প্রধান যুদ্ধ হয়।

প্রথম যুদ্ধ হয় শুক্রবার, রমযান মাসে, বদরে ৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে। ময়দানে তুমুল সংগ্রাম শুরু হইল। যুদ্ধে ইসলামের প্রধান শত্রু আবু জেহেল মাআজ ও মোআউজ নামক ভ্রাতৃযুগলের সমবেত আঘাতে নিহত হইল। বাহ্যতঃ এই ভ্রাতৃদ্বয়ই মুসলমানগণ কর্তৃক বদর বিজয়ের প্রধান কারণ। যে ১৪ জন কোরেশ দলপতি হযরতকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে নেতৃত্ব করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ১১ জন এই যুদ্ধে নিহত হইল। ইহাতে কোরেশ সেনাদলের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইল এবং তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ

পলায়ন করিল। যাহারা মুসলমানদের হাতে বন্দী হইল, দয়ার সাগর নবী মোস্তফা সমস্ত বন্দীকেই মুক্তি প্রদান করেন।

বদর যুদ্ধের এক বছর পর ৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় যুদ্ধ হয় ওহুদে। মুসলমান বীরগণ সমবেতভাবে সাধারণ আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। আক্রমণকারী কোরেশগণ মুসলমানদের আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। কিন্তু এই আশাতীত জয়ের আনন্দে আত্মহারা হইয়া মুসলমানগণ শত্রুদের পরিত্যক্ত মালমাত্তা-অস্ত্র ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য ময়দানে ছুটিয়া গেল। কোরেশ সেনাপতি খালেদ সুযোগ ও সময় বুঝিয়া অরক্ষিত গিরিপথ দিয়া মুসলমানদিগকে পিছন দিক হইতে আক্রমণ করিলেন। কোরেশগণ আর সকলকে ত্যাগ কবিযা সমবেতভাবে হযরতকে আক্রমণ করিল। কারণ হযরতকে নিহত করাই তাহাদের সর্বপ্রধান কাজ ছিল। বিবি নোসায়বা, বিবি আযেশা প্রভৃতি মুসলমান মহিলাগণ যুদ্ধক্ষেত্রে নার্সের (সেবিকার) কাজ করিতেছিলেন। বিবি নোসায়বা (ওরফে উম্মে আমারা) যখন শুনিলেন যে, মুসলমানগণ পবাজিত হইয়াছেন এবং কোরেশগণ হযরতকে আক্রমণ কবিতেছে, তৎক্ষণাৎ তিনি তীর-ধনুক ও তরবারি লইয়া হযরতের নিকট ছুটিয়া গেলেন। তিনি সিংহীর ন্যায় সাহস সহকারে কোরেশগণকে ধ্বংস করিতে লাগিলেন। অথচ শত্রুদের আঘাতে তাঁহার সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত ও জর্জরিত হইল। তথাপি এই যুদ্ধে হযরত সাংঘাতিক ভাবে আহত হইলেন। তাঁহার মস্তকে ও মনিবন্ধে আঘাত পাইলেন এবং তাঁহার পবিত্র চারিটি দাঁত হারাইলেন।

এই যুদ্ধে জয় পরাজয় পুরাপুরি নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু মুসলমানগণ যে নিজেদের কর্মদোষে এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারেন নাই, বরং অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই যুদ্ধে আমীর হামজা, অধ্যাপক মোসআব প্রভৃতি ৫ জন মোহাজের সহ মোট প্রায় ৭০ জন মুসলমান শহীদ হন।

ওহুদের যুদ্ধের পর ৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে চরম বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বনি-নাজির ইহুদী সম্প্রদায়কে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়।

তৃতীয় যুদ্ধ হয় ৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে। এই যুদ্ধ আহজাব (বহুদল) ও খন্দক (পরিখা)

এই উভয় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই যুদ্ধে আরবের বিভিন্ন জাতি বহু সৈন্য দল লইয়া সমবেতভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং মুসলমানগণ খন্দক (পরিখা) খনন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার এই দুইটি নাম হয়। মুসলমানগণ আর কখনও এমন বিপদে পড়েন নাই। নগরের বাহিরে দশ হাজার শত্রু সৈন্যের সমাবেশ, নগরের মধ্যে দুই হাজার মুনাফেক (কপট) কর্তৃক অন্তর্বিপ্লবের আশংকা, ইহুদী বনি-কোরেজার আক্রমণ বিভীষিকা (কারণ মদীনার ইহুদীরাও কোরেশদের সঙ্গে যোগ দেয়) অপরদিকে খাদ্য ও রসদের দারুণ অভাব। সে যাহা হউক, শত্রুদের এই সমবেত অভিযানের খবর পাইয়া হযরত পরামর্শ সভা ডাকিলেন। মুসলমানগণ নগর পরিত্যাগ করিবেন না বলিয়া সাহাবাগণের এই সভায় স্থির করিলেন এবং সভায় উপস্থিত পারস্যবাসী সালমানের পরামর্শ মত মদীনা নগরের তিন দিকে পরিখা খনন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইল। মুসলমানগণ কাল বিলম্ব না করিয়া পরিখা খনন করিতে শুরু করেন। মুনাফেকগণ ব্যতীত আর সকল মুসলমানই ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া সমস্ত ক্লেশ ও যন্ত্রণা অগ্রাহ্য কবিয়া দিবা-রাত্রি সমানভাবে পরিশ্রম করিতে নাগিলেন। মদীনার পশ্চাৎ দিকে 'ছালয়' পর্বত, সুতরাং সে দিকটা বিশেষ সুরক্ষিত ছিল। ইহা ব্যতীত অন্যান্য দিকের স্থানে স্থানেও পরিখা খননের আবশ্যক হয় নাই। এই সময় কাজের শৃঙখলার জন্য হযরত লোকদিগকে দশ দশজনের এক একটি ক্ষুদ্র দলে ভাগ করিযা দেন। এইভাবে প্রায় ৩ হাজার গজ দীর্ঘ পরিখা খনন করিতে হইয়াছিল। হযরত সাহাবীদের সঙ্গে সমানে পরিশ্রম করিতেছিলেন। তাঁহার সমস্ত দেহ ধূলিময হইয়া যাইত, সকলের সমবেত নিষেধ সত্ত্বেও দীন-দুনিয়ার মালিক নবীজী মজুররূপে শ্রমের মর্যাদা ও কর্মযোগেব আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন।

মুসলমানগণ দিন-রাত্র সমানে অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া সপ্তাহকালের মধ্যে পরিখার কাজ শেষ করেন। ইতিমধ্যে কোরেশ ও আরবদের বিরাট বাহিনী মদীনার প্রান্তরে উপনীত হইল। শত্রু সেনার আগমনের পূর্বেই নারী ও শিশুগণকে নগরের একধারে একটি সুরক্ষিত দুর্গে পাঠান হইল। নগরের মুনাফেক ও ইহুদীগণ দ্বারা মুসলমানদের আক্রান্ত হওয়ার ভয় ছিল।

সেইজন্য হযরত প্রথমে আভ্যন্তরীণ বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলা নিবারণের ব্যবস্থা করিলেন। দুইজন অভিজ্ঞ সাহাবী সালমা ও যায়েদের নেতৃত্বে পাঁচশত সৈন্য বিভিন্ন ক্ষুদ্র বৃহৎ দলে বিভক্ত হইয়া নগরের চারিদিকে ঘুরিয়া-বেড়াইতে এবং তকবীর দিতে লাগিলেন। মুনাফেকগণ মনে করিল, তাহাদের পল্লীর চারিদিকে অসংখ্য মুসলমান সৈন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সুতরাং এখন মাথা তুলিলে আর রক্ষা নাই। ইহুদীগণও সেইজন্য ভীত হইয়া পড়িল। কাজেই উভয় দল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিজ নিজ পল্লীতে বসিয়া রহিল। এদিকে হযরত অবশিষ্ট আড়াই হাজার মুসলমান লইয়া পরিখা রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। যাহা হউক, কয়েকদিন প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া সম্মিলিত কোরেশ-ইহুদী-আরব বাহিনী অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাহারা বুঝিতে পারিল যে, পরিখা রক্ষাকারী সৈন্য-প্রাচীর ভগ্ন করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব।

তখন মদীনায় অসহ্য শীত পড়িতেছিল, এবং অল্প অল্প বৃষ্টিও হইতেছিল। এহেন দুর্দিনে মুসলমানগণ ধর্মের জন্য, দেশের জন্য প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। অপর দিকে শত্রু সৈন্য নিরাশ হইয়া অবসাদগ্রস্থ হইয়া পড়িল। ফলে, তাহাদের মধ্যে আত্ম-কলহের সৃষ্টি হইল। যাহা হউক, প্রায় তিন সপ্তাহকাল এই অবস্থায় অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন মদীনায় প্রবল ঝড়-তুফান শুরু হইল। শত্রু সৈন্য ভীষণ শীত ও প্রচণ্ড ঝটিকার ফলে অস্থির হইয়া পড়িল। তাহাদের তাঁবু (শিবির)-গুলি ছিন্নভিন্ন হইয়া উড়িয়া গেল। সুতরাং প্রভাত হইতে না হইতে শত্রু সেনা মদীনা ত্যাগ করিয়া মক্কায় পলায়ন করিল। কোরেশগণ সংখ্যায় বার হাজার হওয়া সত্ত্বেও পরিখা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইল না। কোরআনের বহু জায়গায় এই সকল যুদ্ধের আলোচনা করা হইয়াছে।

কোরাইজা ইহুদী সম্প্রদায় পুনঃ পুনঃ বিশ্বাসঘাতকতা করায় ৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদের বিরুদ্ধে এক অভিযান পাঠান হয়। ফলে তাহারা শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়। অতঃপর তাহাদের মনোনীত সায়াদ বিন্ মায়াজের বিচার মান্য করিয়া তাহারা আত্ম-সমর্পণ করে। সায়াদ পরিখার যুদ্ধে ভীষণ-ভাবে আহত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার প্রায় মুমূর্ষু অবস্থা। সায়াদের বিচার অনুসারে সমস্ত পুরুষের প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় এবং শিশু ও রমণীগণকে

দাস-দাসী করিয়া রাখা হয়। অবশেষে ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে কোরেশদের সঙ্গে হুদাইবিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

দীর্ঘ ছয় বৎসর হইল মোহাজেরগণ ধর্মের জন্য দেশত্যাগী হইয়াছেন। তাই আনসার ও মোহাজেরগণের অনুরোধে হযরত মক্কা শরীফে তীর্থ যাত্রা করার বাসনা প্রকাশ করিলেন। ইসলামের বয়স তখন ১৯ বছর। নির্দিষ্ট তারিখে প্রায় দেড় হাজার ভক্তকে লইয়া হযরত তীর্থ যাত্রা করিলেন। রজব, যিলকদ, যিলহজ্জ ও মুহর্‌রম মাসকে আরবগণ বিশেষরূপে মান্য করিয়া চলিত। এই চারি মাস তাহাদের সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকিত এবং সকলে শান্তি ও স্বস্তির সহিত তীর্থ-যাত্রা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে পারিত। এই সময় শত্রু-মিত্র সকলেই তীর্থার্থে মক্কায় আসিত এবং তীর্থ করিয়া স্বদেশে চলিয়া যাইত। হযরত যিলকদ মাসে তীর্থ যাত্রা করিয়া মক্কার নিকটবর্তী হুদাইবিয়া নামক স্থানে উপনীত হইলেন। ইতিমধ্যে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ খোজায়া গোত্রের দলপতি বোদেল বিন্ অরকার হযরতের নিকট আসিয়া বলিলেন যে, কোরেশগণ হযরতকে কিছুতেই মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবে না। এমন কি তীর্থ করিতেও দিবে না। তখন হযরতের অনুরোধে বোদেল এ ব্যাপারে আপোস মীমাংসার জন্য কোরেশদের নিকট গেলেন। বোদেলের কথা শুনিয়া কোরেশগণ ওরওয়াকে হযরতের নিকট পাঠাইয়া দিল। এইভাবে তাহারা প্রকারান্তরে তীর্থ যাত্রা বানচাল করিতে চাহিল। অবশেষে তাহারা তীর্থ যাত্রীদের প্রতি জনমতের সমর্থন রহিয়াছে দেখিয়া সোহেল নামক একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিকে অন্য কয়েকজন বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে হযরতের নিকট পাঠাইয়া দিল। সোহেল সন্ধির শর্তগুলি আলোচনা করিতে শুরু করিয়া প্রথমেই বলিয়া উঠিল: "এবার তোমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে, নচেৎ আরবগণ বলিবে, মোহাম্মদ জোর করিয়া তীর্থ করিয়া গিয়াছে। এ অপমান, এ হেয়তা আমরা সহ্য করিতে পারিব না।" হযরত বলিলেন: "ন্যায়ের নামে, শান্তির নামে এবং আত্মীয়তার নামে কোরেশগণ আমার নিকট যে দাবী করিবে, আমি তাহা পূরণ করিব। সোহেল! আমি তোমার এই শর্ত স্বীকার করিয়া লইতেছি।"

তখন বহু বাদ-প্রতিবাদের পর নিম্নলিখিত শর্তে সন্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হইল:—

১। মুসলমানগণ তীর্থ না করিয়া এ বৎসর হুদাইবিয়া হইতে ফিরিয়া যাইবেন।

২। পর (আগামী) বৎসর তাহারা তীর্থ করিতে আসিবেন কিন্তু তিন দিনের অধিক মক্কায় অবস্থান করিতে পারিবেন না।

৩। পথিকদের জন্য যতটা আবশ্যক, মুসলমানগণ কেবলমাত্র সেই পরিমাণ অস্ত্র সঙ্গে লইয়া আসিতে পারিবেন। তাহাও থলির মধ্যে বন্ধ করিয়া আনিতে হইবে।

৪। মক্কায় যে সকল মুসলমান আছে, মোহাম্মদ তাহাদিগকে মদীনায় লইয়া যাইতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহার সঙ্গীদের মধ্য হইতে কেহ যদি মক্কায় থাকিয়া যাইতে চায়, তিনি তাহাকে বারণ করিতে পারিবেন না।

৫। তাহাদের মধ্যকার কোন পুরুষ কোরেশদের নিকট পলাইয়া আসিলে কোরেশগণ তাহাকে মুসলমানদের নিকটে ফিরাইয়া দিবে না। কিন্তু মক্কার কোন মুসলমান বা অমুসলমান মুসলমানদের নিকট গমন করিলে মুসলমানগণ তাহাকে কোরেশদের নিকট ফিরাইয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন।

৬। অতঃপর কোন পক্ষ অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে কোন প্রকার শত্রুর আচরণ করিবে না।

৭। আরবের অন্য লোকজন স্বেচ্ছামতে যে কোন পক্ষের সহিত স্বাধীনভাবে মিত্রতা স্থাপন করিতে পারিবে।

৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে এইভাবে হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্র লিখিত হইয়া গেল এবং উভয় পক্ষের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ উহাতে দস্তখত দিলেন। সন্ধির ৭ম শর্ত অনুসারে বনি-বাকর বংশটি কোরেশদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিল এবং খোজায়া গোত্রের লোকজন মুসলমানদের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইল।

এক আবু বকর ব্যতীত আর সকল সাহাবাই হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তগুলিকে মুসলমানদের পক্ষে হেয়তাজনক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ইহা লইয়া সাহাবাদের মধ্যে অসন্তোসের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু হযরত সকলকে শান্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু কোরআন শরীফে এই হেয়তা স্বীকারকেই "মহাবিজয়" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার প্রথম ও প্রধান কারণ এই যে, হুদাইবিয়ার ময়দানে আরব গোত্র সমূহের হিংসা-বিদ্বেষ ও দুর্ধর্ষতা হযরতের শান্তিপ্রিয়তা, ক্ষমা ও প্রেমের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া গেল। দেশের জনসাধারণ বুঝিতে পারিল যে, কোরেশ দলপতিগণ এতদিন

পর্যন্ত হযরত (দঃ) সম্পর্কে সমস্ত মিথ্যা প্রচারণা করিয়া তাহাদিগকে বিপথে চালনা করিয়া আসিয়াছে। দলপতিগণ নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং অন্যায় জেদের জন্য আরবময় অশান্তির বীজ ছড়াইয়া আসিতেছিল, জনসাধারণ এতদিনে ইহা জানিতে ও বুঝিতে পারিল। কোরেশগণ তীর্থযাত্রীকে তীর্থ করিতে দিল না, এবং এমন কি অন্যান্য আরবগণের সমস্ত অনুরোধ, উপরোধ এবং চেষ্টা তদবির সমস্তই বিফল হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া কোরে-শের মিত্র গোত্রগুলি তাহাদের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিল। অপর দিকে, এই সন্ধির পর মুসলমানগণ আরবের সর্বত্র যাতায়াত করিতে শুরু করেন। তাহারা অমুসলমান আরব জনসাধারণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া ভাব ও চিন্তার আদান-প্রদান করিতে লাগিলেন। সাহাবাগণ নানা কার্য উপলক্ষে দেশের আনাচে কানাচে ছড়াইয়া পড়িলেন। আরব জনসাধারণ সাহাবাদের অতুলনীয় চাল-চলন ও চরিত্রের মহিমা দেখিয়া বিস্মিত, স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়া গেল। ইসলাম কি, তাহার শিক্ষা ও সাধনা কি—পৌত্তলিক আরবগণ এতদিনে তাহা বুঝিবার চাক্ষুষ সুযোগ পাইল এবং তাঁহাদের আদর্শের অনুসারী হইতে লাগিল। এইরূপে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর দুই বৎসর সময়ের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশী হইয়া গেল। কাজেই ইহা অবশ্যই মহাবিজয়।

সপ্তম হিজরীর মুহর্‌রম মাসে ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে খয়বরের বিশ্বাসঘাতক ইহুদী জাতির বিরুদ্ধে হযরত এক অভিযান প্রেরণ করেন। ১৪ শত পদাতিক ও দুইশত সওয়ারকে সঙ্গে লইয়া হযরত খয়বর অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রায় তিন সপ্তাহ অবরোধ ও যুদ্ধ চলার পর ইহুদীরা পরাজিত হইল এবং বশ্যতা স্বীকার করিয়া সন্ধি করিল। খয়বর যুদ্ধে ৯৩ জন ইহুদী ও ১৫ জন মুসলমান বীর মারা যান।

শুশ্রূষাকারিণী সংঘ: হযরতের এবং তাঁহার খলিফাদের সময় মুসলিম মহিলাগণ শুশ্রূষাকারিণী (নার্স) রূপে যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতেন। সময় সময় তাঁহারা রণক্ষেত্রে পুরুষদিগকে অস্ত্র-শস্ত্র যোগাইয়া দিতেন এবং আবশ্যক মত নাঙ্গা তরবারি হাতে যুদ্ধও করিতেন। যুদ্ধের সময় তাঁহারা আহতদিগকে পানি দিতেন, শিবিরে আসিয়া তাহাদের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। খয়বর যুদ্ধেও এইরূপ মহিলাদের শুশ্রূষাকারিণী সংঘ (দল) যথারীতি অংশগ্রহণ করিয়া ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্ত অনুসারে হযরত কতিপয় সাহাবীকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় তীর্থ যাত্রা করেন। কোরেশগণ এবার মুসলমানগণকে কোন প্রকার বাধা দিল না বটে, কিন্তু মক্কার জনতা হযরত ও সাহাবীগণকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও গালাগালি দিয়া উত্যক্ত করিয়াছিল। কিন্তু হযবত সকলকে ধৈর্য ধারণ করিতে আদেশ দিলেন এবং তিন দিন মক্কায অবস্থান করিযা চতুর্থ দিবসে সাহাবাগণকে সঙ্গে লইয়া হযরত মদীনা যাত্রা কবেন। মক্কাব জনসাধাবণ এবং মধ্যবিত্তগণ হযরতের প্রতি তুলনাহীন দুর্ব্যবহার করিযাছিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্রের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া গেল। ইহারই ফলে অল্পদিনের মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট কোরেশ মদীনায় গিয়া ইসলাম কবুল করে।

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর হযরতের সাধন পথের বহু বাধা-বিঘ্ন দূর হইয়া গেল। এই সুযোগে হযরত দেশ-বিদেশের নরপতি ও গোত্র প্রধানদের নিকট মুক্তির বাণী পৌঁছাইয়া দিতে শুরু করিলেন। এই প্রকাবে সকল দেশের, সকল জাতির, সকল ধর্মের লোককে আহ্বান করিয়া হযরত ঘোষণা করিলেন: "সকলে আইস, আল্লাহ্‌র আহ্বান, আল্লাহ্‌কে একমাত্র প্রভু জান, সকলে শুন, সকল মানুষ সমান, মানব মাত্রই আল্লাহ্‌র সন্তান। জগতের সকল দেশের, সকল যুগের সকল মহাপুরুষ একই মূল সত্যের সাধক। সকলে সেই সনাতন সত্যকে গ্রহণ কর। মানব সমাজ এক সার্বজনীন সন্তান-সমাজে পরিণত হউক। মানবের জাতি এক, ধর্ম এক; কারণ তাহাদের স্রষ্টা এক। আইস, আমরা সেই স্রষ্টায় আত্ম-সমর্পণ করিয়া দুনিয়ায় সত্যকাব স্বর্গবাজ্য প্রতিষ্ঠা করি।' হযরতের দূতগণ এই বাণী লইয়া দেশ-বিদেশে প্রচার করিতে গেলেন।

হযরতের দূতগণ রোম সম্রাট কায়সার, আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাসী এবং মিশরের রাজা মেকাওকাস-এর দরবারে হাজির হইয়া হযরতের পত্র পেশ করেন। একমাত্র কায়সার ব্যতীত সকলেই হযরতের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া ইসলাম কবুল করেন। কিন্তু পাবস্য সম্রাট খসরু পারভেজ হযরতের পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। ইহার কিছুদিন পরেই সম্রাট পুত্রের হাতে নিহত হয়।

ইয়ামনের শাসনকর্তা বাজান, বাহ্‌রাইনের শাসনকর্তা মোনজার এবং ওম্মানের রাজা জাফর ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা আব্দ হযরতের পত্র পাইয়া ইসলাম কবুল করেন। তাহা ছাড়া অন্যান্য বহু স্থানের নরপতি ও রাজন্যবর্গ

হযরতের আহ্বানে ইসলাম কবুল করিলেন। ফলে দুই বৎসরের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ও শক্তি দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিক বাড়িয়া গেল।

মূতা অভিযান

হযরতের দূত উমর বিন্ হারেসকে হত্যা করা, নব দীক্ষিত মুসলমান ফরওয়া বিন্ আমরের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি নানা কারণে মূতা নামক স্থানে মুসলমানদের সহিত সিরিয়ার খ্রীষ্টানদের এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বহু মুসলমান বীর শহীদ হন। বীরবর খালিদ এই যুদ্ধে অসাধারণ রণ কৌশল প্রদর্শন করিয়া ইসলামের গৌরব অক্ষুণ্ন রাখেন। এই সময় তাঁহার ৮ খানা তরবারি ভাঙ্গিয়া যায়। অতঃপর তিনি ৯ম তরবারি ব্যবহার করেন।

এই লোমহর্ষক যুদ্ধে খ্রীষ্টানগণ পরাজিত হইল এবং খ্রীষ্টানদের পরিত্যক্ত বহু মালমাত্তা মুসলমানদের দখলে আসিল। এই যুদ্ধে বহু শত্রু সেনা নিহত হয়।

মক্কা বিজয়

৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে কোরেশগণ হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্ত ও চুক্তি ভঙ্গ করে। ফলে হযরত ৮ম হিজরীর ১৮ই রমযান তারিখে দশ হাজার মুসলমান বীরের একদল সৈন্য লইয়া খাস মক্কা নগর আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন এবং বিনা-রক্তপাতে মক্কা জয় করেন। মক্কাজয়ে তিনি ক্ষমা, করুণা ও মানবতার যে আদর্শ দেখাইয়াছেন দুনিয়ার ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই।

মক্কা বিজিত হইল এবং এই বিজয়ের ব্যাপার লইয়া দেশময় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। মক্কা ও পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহের বহু নরনারী হযরতের হাতে বাইয়াৎ গ্রহণ করিয়া ইসলাম কবুল করিল।

৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে আরবের বিভিন্ন বংশের সরদারগণ দূত পাঠাইয়া ইসলাম কবুল করিলেন। এইবার সমস্ত আরবদেশ ইসলাম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইল।

৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে হযরত বিদায় হজ্জ বা জীবনের শেষ হজ্জব্রত পালন করেন এবং ইহার তিন মাস পর ঐ বৎসরই ৮ই জুন মাত্র ৬৩ বৎসর বয়সে মদীনায় ইহলোক ত্যাগ করেন।

কোন বৃহৎ ও মহৎ সাধনাই প্রাথমিক অবস্থায় সাধারণ সমর্থন লাভ করিতে পারে না। ইহার জন্য কঠোর আত্মত্যাগ, অসীম ধৈর্য, অতুলনীয় চরিত্র ও মনোবল এবং অপূর্ব অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। হযরত তাঁহার জীবিত কালে তাঁহার

ইসলাম প্রচারের যে সাফল্য দেখিয়া গিয়াছেন, জগতের আর কোন নবীর ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। আজকাল মুসমান সমাজে ইসলাম তথা মুসলমানদের জয়ের জন্য যত্রতত্র মসজিদে ও সভা সমিতিতে খুব জোরে-শোরে দোয়া করা হয়। আমীন! আমীন!! (কবুল কর) রবে আমাদের চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। জাতির ঘোরতর বিপদে কর্মক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে আহ্বান করিলে আমরা সকলে শুধু দোযা করিয়া আমাদের ইতি কর্তব্য শেষ করি। কিন্তু হযরতের জীবনী প্রমাণ করিতেছে যে, কর্মহীন দোয়া ও ধৈর্যহীন কর্মের কোনই সফলতা নাই।

হযরত নিজের মাথায় করিয়া পাথর বহিয়াছেন ও দিন-মজুরের কাজ করিয়াছেন। মুসলমান সমাজের বর্তমান আলেম ও বুজর্গ লোকেরা, নেতৃবৃন্দ এবং বিশেষ করিয়া ছাত্র সমাজ একবার বিষয়টা চিন্তা করিয়া দেখুন। বিশ্বাস (ঈমান) ও কর্ম (আমল) এই উভয়ের সার্থক সমবায়ের নামই ইসলাম, ইহাই হযরতের শিক্ষা।

হযরতের আড়ম্বরহীন জীবনের আদর্শ আজ আমাদের মধ্যে প্রতি-পালিত হইতেছে না। আজকাল আমরা অত্যন্ত অপব্যয়ী ও বিলাসী হইয়া পড়িয়াছি। কর্মবিমুখতা, অলসতা, বিলাসিতা, কুসংস্কার এবং অন্ধ বিশ্বাসের প্রতিবাদ করার কোন সুযোগই হযরত পরিত্যাগ করেন নাই। দুনিয়ার সকল অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার-পাপাচার এবং অন্ধ বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করতঃ মানব সমাজকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুণ্য আভায় উদ্ভাসিত করিয়া তোলাই ইসলামের প্রধান লক্ষ্য।

ইসলাম সার্বজনীন সাম্যবাদ এবং মানব কল্যাণ চায়। ইহা মানুষকে এক মহা-পরিবারের লোকের ন্যায় সুখে-শান্তিতে বাস করিতে আহ্বান জানায়। মানুষের কল্যাণ সাধনই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

হযরতের সময়েই সারা আরবদেশ এবং সিরিয়ার কিছু অংশ ইসলামের সুশীতল ও শান্তিময় ছায়ায় আসে।

ধর্ম প্রচারে, আদর্শ সাধারণতন্ত্র ও রাষ্ট্র সংগঠনে এবং আদর্শ সাম্যবাদী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনে হযরত যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, আজ পর্যন্ত কোন নেতা বা রাষ্ট্রপতি সে আদর্শে পৌঁছিতে পারেন নাই। আল্লাহ্ নবীজীর পরিজন, তাঁহার সাহাবা, সঙ্গী ও অনুগতদের এবং তাঁহার উপর শান্তি বর্ষণ করুন। আমীন।

সংকলয়িতা

হাদীসে রসুল

সাধারণ অপবিত্রতা হইতে পানির সাহায্যে শরীরের বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ ধৌত করিয়া পবিত্র হওয়ার জন্য শরিয়ত মতে যে ব্যবস্থা রহিয়াছে উহাই অযু। অযু অর্থ : পরিচ্ছন্ন, পরিচ্ছন্নতা, জ্যোতি।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : 'পবিত্রতা' ঈমানের (বিশ্বাসের) অর্ধেক। 'আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্' (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য) আমলের (কার্য সম্পাদনের) পাল্লা পূর্ণ করে এবং 'সোব্‌হানাল্লাহে' (আল্লাহ্ পবিত্র) এবং 'ওয়াল হাম্‌দুলিল্লাহে' যিকির (স্মর) পাঠ আসমান ও যমিনের মধ্যে যাহা আছে তাহাকে পূর্ণ করিয়া দেয়। 'নামায' (ষাষ্টাংগ প্রণিপাতসহ আরাধনা) আলোক। 'দান' দলিল। 'সবর' (ধৈর্য ধারণ করা) জ্যোতি। 'কুরআন' তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ। প্রত্যেক মানুষ ভোরে উঠিয়া আপন আত্মার ক্রয়-বিক্রয় করে—হয় মুক্ত করে অথবা উহাকে ধ্বংস করে।

বর্ণনায় : হযরত আবু মালেক আশয়ারী। —মোসলেম

২। আমি কি তোমাদিগকে বলিয়া দিব না যে কিসের দ্বারা গোনাহ্ (পাপ) মুছিয়া যায় এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পায়? তাঁহারা বলিলেন : হাঁ। তিনি বলিলেন : কষ্ট বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও অযু করা, মসজিদের দিকে পুনঃ পুনঃ যাওয়া এবং এক নামায শেষ করিয়া অপর নামাযের অপেক্ষায় থাকা। ইহাই হইল রেবাৎ (অধ্যবসায়, প্রস্তুতি)।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা ও মালেক বিন্ আনাস। —মোসলেম, তিরমিজী

৩। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে, তাহার গোনাহ্ সমূহ শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়, এমন কি নখের নীচ হইতেও বাহির হইয়া যায়।

বর্ণনায়ঃ হযরত উসমান। —বোখারী, মোসলেম

৪। যখন কোন মুসলমান বা মুমিন (বিশ্বাসী) অযু করে এবং তাহার মুখমণ্ডল, হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ধৌত করে তখন চক্ষু, হস্ত ও পদদ্বয়ের সাহায্যে অর্জিত সমস্ত গোনাহ্ পানির সহিত অথবা ঐ পানির শেষ বিন্দুর সহিত এমন কি নখের নীচ হইতেও বাহির হইয়া যায়। ফলে সে সমস্ত গোনাহ্ হইতে পবিত্র হইয়া বাহির হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৫। মুসলমান যদি 'ফরয' (অবশ্য করণীয়) নামাযের পূর্বে উত্তমরূপে অযু করে এবং 'রুকু' (দাঁড়ান অবস্থায় হস্ত দ্বারা হাঁটুর উপর ভর করিয়া মাথা নত করা) ও 'সিজদাহ্' (ষাষ্টাংগ প্রণিপাত) করে, কবীরা (বড়) গোনাহ্ না করিয়া থাকিলে তাহার যাবতীয় সগীরা (ছোট) গোনাহ্ মাফ হইয়া যায়। সকল সময়ের জন্য ইহা হইয়া থাকে।

বর্ণনায়ঃ হযরত উসমান। —মোসলেম

৬। হযরত উসমান অযু করিলেন—হাতের কব্জির উপর পর্যন্ত তিন বার করিয়া উত্তমরূপে পানি ঢালিলেন, উত্তমরূপে কুল্লি করিলেন, নাকের ভিতর পানি দিলেন, প্রথমে ডান হাত পরে বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধুইয়া মাথা মুছিয়া ফেলিলেন এবং তিন বার করিয়া প্রথমে ডান পা পরে বাম পা ধুইয়া বলিলেনঃ আমার অযুর ন্যায় হযরত (দঃ)কে অযু করিতে দেখিয়াছি। তিনি আরও বলিলেনঃ আমার অযুর ন্যায় অযু করিয়া, কোন কথা না বলিয়া যে দুই 'রাকাত' (একবার রুকু ও দুইবার সিজদাহ্ দিলে এক রাকাত ধরা হয়; দুই রাকাতের নীচে কোন নামায নাই) নামায আদায় করিবে; যাহাতে অন্য কিছু চিন্তা করিবে না, তাহার অতীতের সকল 'গোনাহ্' (পাপ) ক্ষমা করা হইবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত উসমান। —বোখারী, মোসলেম

৭। যে মুসলমান উত্তমরূপে অযু করিয়া তাহার মুখমণ্ডল ও মন 'কেবলার' (মক্কার) দিকে 'রুজু' (ফিরিয়া, মনোযোগের সহিত) দুই রাকাত নামায পড়ে, তাহার জন্য বেহেশ্‌ত নিশ্চিত।

বর্ণনায়: হযরত ওক্বাহ বিন্ আমের। —মোসলেম

৮। তোমাদের যে কেহ পূর্ণভাবে অযু করিয়া বলিবে: আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ বা উপাস্য নাই, মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌র দাস ও রসূল। তাহার জন্য বেহেশ্‌তের আটটি দরজা খুলিয়া যাইবে, সে যে কোনটির ভিতর দিয়া ইচ্ছা মত ঢুকিতে পারিবে।

বর্ণনায়: হযরত উমর। —মোসলেম

৯। অযুর দরুন উজ্জ্বল চিহ্নের ললাটবিশিষ্ট আমার উম্মতদের (অনুগামীদের, শিষ্যদের, জাতির) বিচারের দিন ডাকা হইবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, সে যেন তাহা করে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

১০। মুমিনের চিহ্ন সেই পর্যন্ত পৌঁছিবে, যে পর্যন্ত অযুর পানি পৌঁছিবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

১১। মুমিনের অলঙ্কার অযুর স্থানে পরান হইবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

১২। একনিষ্ঠ হও, কিন্তু কিছুতেই তাহা তোমরা হইতে পারিবে না। জানিয়া রাখ, সর্বশ্রেষ্ঠ আমল নামায, মুমিন ব্যতীত কেহ অযু সংরক্ষণ করিতে পারে না।

বর্ণনায়: হযরত সাওবান। —ইবনে মাযাহ্

১৩। যে এক অযু থাকিতে অন্য অযু করে তাহার জন্য দশটি নেকী (পুণ্য) লেখা হয়।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর। —তিরমিজী

১৪। একদা হযরত (দঃ) ফজরের (প্রভাতের) নামায পড়িলেন, কিন্তু কিছু গোলমাল হইয়া গেল। নামায শেষ করিয়া তিনি বলিলেন: তাহাদের কি হইয়াছে যাহারা আমাদের সহিত নামায পড়ে অথচ উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে না? ইহারাই আমাদের কুরআন পাঠে গোলযোগ ঘটায়।

বর্ণনায়: হযরত শাবীব। —নেসায়ী

১৫। 'সোব্‌হানাল্লাহ্' বলা মিজানের (পাপ-পুণ্য পরিমাপের দাঁড়িপাল্লা) অর্ধেক, 'আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্' ইহাকে পূর্ণ করে। 'আল্লাহু আকবর' বলা আসমান ও যমিনের মধ্যবর্তী শূন্যতা পূর্ণ করে, রোযা ধৈর্যের অর্ধেক, পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।

বর্ণনায়: বনি সোলায়েম গোত্রের জনৈক সাহাবী। —তিরমিজী

১৬। যখন কোন মুমিন (বিশ্বাসী) অযু করে তখন তাহার অযুর প্রত্যেক অঙ্গ হইতে এমন কি নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু, চক্ষুর ভ্রূ ও হাত পায়ের নখের নীচ হইতেও গোনাহ্ সকল বাহির হইয়া যায়। অতঃপর তাহার মস্‌জিদের দিকে গমন এবং নামায অতিরিক্ত হইয়া দাঁড়ায়।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ সুনাবেহী। —নেসায়ী

১৭। হযরত (দঃ) গোরস্থানে আসিয়া বলিলেন: তোমাদের প্রতি সালাম, হে মুমিন নগরের অধিবাসীগণ। আমরাও আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তোমাদের নিকট পৌঁছিব। আমরা যেন আমাদের ভাইদের দেখিতে পাই। সঙ্গীগণ বলিলেন: আমরা কি আপনার ভাই নহি? তিনি বলিলেন: আপনারা আমার সহচর। আমার ভাইয়েরা এখনও আসে নাই। তাঁহারা বলিলেন: আপনি উম্মতের এমন লোকদিগকে চিনিবেন যাহারা এখনও আসে নাই? তিনি বলিলেন: বলুন দেখি, কোন এক ব্যক্তির ঘোর কালো ঘোড়াগুলির মধ্যে যদি একদল সাদা কপাল ও সাদা পা বিশিষ্ট ঘোড়া থাকে সে কি তাহার ঘোড়া সমূহ চিনিতে পারে না? তাহারা বলিলেন: হাঁ, নিশ্চয়ই। হযরত (দঃ) বলিলেন: আমার উম্মতী ভাইগণও অযুর কারণে ধবধবে সাদা কপাল ও

হস্ত-পদ সহ উপস্থিত হইবে এবং আমি হাউজে কাওসার (অমৃত সরোবর)-এর নিকট তাহাদের অপেক্ষায় থাকিব।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

১৮। যাহার অযু ভঙ্গ হইয়াছে পুনরায় অযু না করা পর্যন্ত তাহার নামায 'কবুল' (মঞ্জুর) হইবে না।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

১৯। অযু ব্যতীত নামায কবুল হয় না এবং 'হারাম' (নিষিদ্ধ) মালের দান কবুল হয় না।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

২০। আমার অত্যধিক 'মজি' (আঠাযুক্ত পিচ্ছিল তরল দ্রব্য) বাহির হইত। মেকদাদের মারফতে জিজ্ঞাসা করিলে, রসূলুল্লাহ্ (দ:) বলিলেন: পুরুষাঙ্গ ধৌত করিয়া সে যেন অযু করে।

বর্ণনায়: হযরত আলী। —বোখারী, মোসলেম

২১। আগুনে পাক করা খাদ্য গ্রহণের পর অযু করিবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

২২। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ নিজের পেটের মধ্যে কিছু অনুভব করে এবং সন্দেহ হয় যে, পেট হইতে কিছু বাহির হইল কি-না তখন সে যেন মসজিদ হইতে বাহির না হয়, যে পর্যন্ত না কোন শব্দ শুনে অথবা দুর্গন্ধ পায়।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

২৩। রসূলুল্লাহ্ (দ:) দুগ্ধ পান করিয়া কুল্লি করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, ইহাতে চর্বি আছে।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

২৪। মক্কা বিজয়ের দিন এক অযুতে কয়েক ওয়াক্ত নামায পড়িলেন। তিনি মোজার উপরে মোসেহ্ করিয়াছিলেন। হযরত উমর বলিলেন: আপনি ইতিপূর্বে যাহা করেন নাই অদ্য তাহা করিয়াছেন। তিনি বলিলেন: ইচ্ছা করিয়াই ইহা করিয়াছি।

বর্ণনায়: হযরত বুরাইদা আসলামী। —মোসলেম

২৫। খয়বরের নিকটবর্তী সাহ্‌বা নামক স্থানে আসরের নামাযান্তে রসূলুল্লাহ্ খাবার চাহিলেন। ছাঁতু ব্যতীত অন্য কিছু পাওয়া গেল না। ছাতু পানিতে তরল করিয়া আমাদের সহ খাইলেন। অতঃপর কুল্লি করিয়া মাগরিবের নামায পড়িলেন। অযু করিলেন না। আমরাও কুল্লি করিয়া নামায পড়িলাম।

বর্ণনায়: হযরত সুয়াইদ বিন্ নোমান। —মোসলেম

২৬। শব্দ অথবা গন্ধ ব্যতীত অযু আবশ্যক নহে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —আহমদ, তিরমিজী

২৭। মজি বাহির হইলে অযু এবং মণি (শুক্র) বাহির হইলে গোসল করিতে হয়।

বর্ণনায়: হযরত আলী। —তিরমিজী

২৮। 'অযু' নামাযের কুঞ্জি, 'তকবীর' নামাযে অন্যান্য জিনিসকে হারাম (অবৈধ) করে এবং 'সালাম' অন্যান্য জিনিসকে হালাল (বৈধ বা পবিত্র) করে।

বর্ণনায়: হযরত আলী। —আবু দাউদ, তিরমিজী

২৯। বায়ু নির্গত হইলে সে যেন অযু করে। স্ত্রী লোকের পিছন দ্বার দিয়া সঙ্গম করিবে না।

বর্ণনায়: হযরত আলী। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৩০। চক্ষুদ্বয় হইল গুহ্যদ্বারের ঢাক্‌না, চক্ষু যখন ঘুমায় সেই ঢাক্‌না তখন খুলিয়া যায়। যে নিদ্রা যায়, সে যেন অযু করে।

বর্ণনায়: হযরত আলী। —আবু দাউদ

৩১। যে শয্যায় নিদ্রা যায়, সে যেন অযু করে। শায়িতাবস্থায় গ্রন্থি-গুলি শিথিল হইয়া যায়।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৩২। যখন তোমাদের কেহ আপন পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে, সে যেন অযু করে।

বর্ণনায়: হযরত বুসরা বিন্‌তে সাকওয়ান। —আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

৩৩। অযুর পরে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিলেন : উহা তাহার শরীরের অংশ-বিশেষ ছাড়া আর কি ?

বর্ণনায় : হযরত তাল্‌ক বিন্‌ আলী।—আবু দাউদ, তিরমিজী, নেসায়ী, ইবুনে মাযাহ্‌

৩৪। তিনি তাঁহার কোন স্ত্রীকে চুম্বন করিতেন, অতঃপর নামায পড়িতেন, কিন্তু অযু করিতেন না।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —আবু দাউদ, তিরমিজী

৩৫। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) ভেড়ার মাংস খাইয়া বস্ত্র খণ্ডে হাত মুছিলেন। অতঃপর নামায পড়িলেন (অযু করিলেন না)।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস। —আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্‌

অযুর স্নুন্নত

অযু সম্বন্ধে কুরআন শরীফে শরীরের যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার নির্দেশ রহিয়াছে উহা ফরয। এখানে রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)-এর কথা, কার্য বা সম্মতি কি ছিল তাহাই বর্ণনা করা হইয়াছে। স্নুন্নত শব্দের অর্থ : নিয়ম, পন্থা বা রাস্তা।

১। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন : নিদ্রা হইতে উঠিয়া, আপন হাত তিন বার না ধুইয়া কেহ যেন পাত্রে হাত না ডুবায়। কেন-না, সে জানে না রাত্রিতে তাহার হাত কোথায় ছিল।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২। যে কেহ নিদ্রা হইতে উঠে, সে যেন অযু করে এবং তিন বার নাক পরিষ্কার করে, কেন-না শয়তান নাকের উপর রাত্রি যাপন করে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৩। হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন্‌ যায়েদ বিন্‌ আসেমকে প্রশ্ন করা হইল : রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) কি ভাবে অযু করিতেন ? তখন তিনি পানি আনাইয়া দুই হাত দুই বার করিয়া ধুইলেন, তিন বার করিয়া কুল্লি করিলেন, নাকে পানি দিলেন,

মুখমণ্ডল ধৌত করিলেন এবং দুই বার করিয়া দুহ হাত কনুই পর্যন্ত ধুইলেন। অতঃপর দুই হাতের সাহায্যে মাথা মোসেহ্ করিলেন, প্রথমে সম্মুখ হইতে পিছনের দিকে এবং পিছন হইতে আবার সম্মুখের দিকে যে স্থান হইতে শুরু করিয়াছিলেন সেই পর্যন্ত। অতঃপর দুই পা ধুইলেন।

বর্ণনায় : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ যায়েদ। —মালেক, নেসায়ী, আবু দাউদ

৪। আবদুল্লাহ্ বিন্ যায়েদ বিন্ আসেমকে বলা হইল : রসূলুল্লাহ্‌র ন্যায় অযু করিয়া দেখান। একটি পানির পাত্র আনাইয়া উহা কাত করিয়া কতক পানি হাতের উপর ঢালিয়া হস্তদ্বয়কে তিন বার করিয়া ধুইলেন, অতঃপর পাত্রের মধ্যে ডান হাত ঢুকাইয়া পানি তুলিয়া কুল্লি করিলেন ও নাক ঝাড়িলেন। এইরূপ তিন বার করিলেন। আবার পাত্রে হাত ঢুকাইয়া পানি তুলিয়া হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত দুই বার করিয়া ধুইলেন। আবার পাত্রে হাত ঢুকাইয়া বাহিব করিয়া মাথা মোসেহ্ করিলেন, সম্মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া পিছনের দিকে এবং পিছন হইতে সম্মুখে আনিলেন। তৎপর ছোট গিরা পর্যন্ত দুই পা ধুইলেন ও বলিলেন : এইরূপ ছিল রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর অযু। অন্য বর্ণনায় : তিনি দুই হাত মাথার সম্মুখ হইতে ঘাড় পর্যন্ত নিয়া আবার ফিরাইয়া আনিলেন যে স্থান হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন সেই স্থানে, অতঃপর দুই পা ধৌত করিলেন। অন্য এক বর্ণনায় : তিনি কুল্লি করিলেন, নাকে পানি দিলেন ও নাক ঝাড়িলেন তিন বার তিন কোষ পনি দ্বারা। অন্য এক বর্ণনায় : কুল্লি করিলেন ও নাকে পানি দিলেন এক কোষ পানি দ্বারা, এইভাবে তিন বার করিলেন। বোখারীর এক বর্ণনায় : মাথা মোসেহ্ করিলেন দুই হাতকে সামনেব দিক হইতে পিছনের দিকে এবং পিছনের দিক হইতে সামনের দিকে এক বার করিয়া টানিলেন। অতঃপর পা ছোট গিরা পর্যন্ত ধুইলেন। বোখারীর অন্য এক বর্ণনায় : কুল্লি করিলেন ও নাক ঝাড়িলেন তিন বার (প্রত্যেক বার) এক কোষ পানি দ্বারাই।

বর্ণনায় : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ যায়েদ। —বোখারী, মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) অযু করিলেন এবং অযুর স্থান সমূহকে এক একবার করিয়া ধুইলেন।

বর্ণনায় : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আব্বাস। —বোখারী

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) অযু করিলেন দুই-দুই বার করিয়া।

বর্ণনায় : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ যায়েদ। —বোখারী

৭। হযরত উসমান (রাঃ) মাকয়েদ নামক স্থানে অযু করিতে বসিয়া বলিলেন : আমি কি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর অযু দেখাইব না ? অতঃপর তিনি প্রত্যেকটি অঙ্গ তিন বার করিয়া ধুইয়া অযু করিলেন।

বর্ণনায় : হযরত উসমান। —মোসলেম

৮। আমরা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত মক্কা হইতে মদীনায় ফিরিতে-ছিলাম। পথে পানির নিকটে যখন পৌঁছিলাম, কতক লোক আসরের নামাযের জন্য তাড়াতাড়ি অযু করিয়া ফেলিল। আমরা তাহাদের নিকটে গিয়া দেখিলাম তাহাদের পায়ের গোড়ালী শুক্‌না রহিয়াছে। হযরত (দঃ) বলিলেন : সর্বনাশ। এ সকল দোযখে জলিবে। পূর্ণরূপে অযু করিবে।

বর্ণনায় : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —মোসলেম

৯। একদা নবী করীম (দঃ) অযু করিবার সময়ে (যথাক্রমে) কপাল, পাগড়ি এবং মোজার উপর মোসেহ্ করিলেন।

বর্ণনায় : হযরত মুগীরা বিন্ শোবাহ্। —মোসলেম

১০। হযরত যথা সম্ভব প্রত্যেক কাজে, অযু করিতে, কেশ বিন্যাসে এবং পাদুকা পরিধানে ডান দিক হইতে শুরু করিতেন এবং ইহাই তিনি ভালবাসিতেন।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

১১। হযরত বলিয়াছেন : যখন তোমরা কিছু পরিধান করিবে বা অযু করিবে ডান দিক হইতে আরম্ভ করিবে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —আহমদ, আবু দাউদ

১২। অযু আরম্ভ করিতে যে 'বিস্‌মিল্লাহ্' পড়ে নাই তাহার অযু (হয়) নাই।

বর্ণনায় : হযরত সায়ীদ বিন্ যায়েদ। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

১৩। আমি অযুর কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন: অযুর সকল স্থান পূর্ণভাবে ধৌত করিবে, অঙ্গুলী সমূহের ফাঁকে ফাঁকে পৌঁছাইবে এবং রোযা না থাকিলে নাক সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করিবে।

বর্ণনায়: হযরত লকীত বিন্ সাবেরাহ্। —আবু দাউদ, তিরমিজী, নেসায়ী

১৪। নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন: যখন তোমরা অযু কর, তখন দুই হাত ও দুই পায়ের অঙ্গুলী সমূহ খিলাল কর।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আব্বাস। —ইবনে মাযাহ্, তিরমিজী

১৫। আমি দেখিয়াছি, তিনি যখন অযু করিতেন তখন নিজের ছোট অঙ্গুলীর সাহায্যে দুই পায়ের অঙ্গুলী সমূহ মলিতেন বা খিয়াল করিতেন।

বর্ণনায়: হযরত মুসতাওরিদ বিন্ শাদ্দাদ। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্, আবু দাউদ

১৬। তিনি যখন অযু করিতেন, হাতে এক কোষ পানি লইয়া চিবুকের নীচে (দাড়িতে) প্রবেশ করাইয়া দিতেন এবং নিজের দাড়ি খিলাল করিতেন। তিনি বলিয়াছেন: আমার রব (প্রভু) আমাকে এইরূপ করিতে আদেশ দিয়াছেন।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —আবু দাউদ

১৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নিজের দাড়ি খিলাল করিতেন।

বর্ণনায়: হযরত উসমান —তিরমিজী, দারেমী

১৮। আমি হযরত আলীকে অযু করিতে দেখিয়াছি—প্রথমে তিনি নিজের দুই হাত উত্তমরূপে ধুইয়া পরিষ্কার করিলেন, তিন বার করিয়া কুল্লি করিলেন, নাকে পানি টানিলেন, মুখমণ্ডল ধুইলেন, দুই হাত (কনুই পর্যন্ত) ধুইলেন এবং এক বার মাথা মোসেহ্ করিয়া পদদ্বয় ছোট গিরা পর্যন্ত ধৌত করিয়া তিনি দাঁড়াইয়া অযুর অবশিষ্ট পানি লইয়া উহা পান করিলেন। অতঃপর বলিলেন: রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কিরূপে অযু করিতেন তাহা তোমাদিগকে দেখাইতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হায়্যাহ্ তাবেয়ী। —তিরমিজী, নেসায়ী

১৯। আমরা দেখিতেছিলাম: হযরত আলী (রাঃ) অযু করিতেছিলেন। তিনি ডান হাত (পাত্রে) প্রবেশ করাইলেন এবং মুখ পুরিয়া কুল্লি করিলেন ও নাকে পানি দিলেন এবং বাম হাত দ্বারা উহা ঝাড়িলেন। এইরূপ তিন বার করিলেন এবং বলিলেন: কেহ যদি রসূলুল্লাহ্‌র অযু দেখিয়া খুশী হইতে চাহে, ইহাই ছিল তাঁহার অযু।

বর্ণনায়: হযরত আবদু খায়ের তায়েবী। —দারেমী

২০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে দেখিয়াছি তিনি কুল্লি করিয়াছেন ও নাকে পানি দিয়াছেন একই কোষ দ্বারা। এইরূপ তিন বার করিয়াছেন।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ যায়েদ। —আবু দাউদ, তিরমিজী

২১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) স্বীয় মাথা মোসেহ্ করিয়াছেন এবং দুই কর্ণ দুই শাহাদাত (তর্জনী) অঙ্গুলীর সাহায্যে এবং বাহিরের দিক দুই বৃদ্ধা অঙ্গুলীর দ্বারা।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আব্বাস। —নেসায়ী

২২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে অযু করিতে দেখিয়া তিনি বলেন: নবী করীম (দঃ) নিজের মাথার সম্মুখ ও পিছন দিক এবং দুই কান-পটি ও দুই কান এক বার করিয়া মোসেহ্ করিলেন। অপর বর্ণনায়: তিনি অযু করিলেন এবং নিজের দুই অঙ্গুলীকে কানের দুই ছিদ্রে প্রবেশ করাইলেন।

বর্ণনায়: হযরত রুবাই বিন্তে মুয়াব্বেজ। —আবু দাউদ, তিরমিজী, আহমদ, ইবনে মাযাহ্

২৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে অযু করিতে দেখিয়াছেন এবং ইহাও দেখিয়াছেন যে, তিনি স্বীয় মাথা মোসেহ্ করিলেন এমন পানি দ্বারা যাহা হস্তদ্বয়ে উদ্বৃত্ত নহে (নূতন পানি দ্বারা)।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ যায়েদ। —মোসলেম, তিরমিজী

২৪। একজন গ্রাম্য আরবী অযু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে হযরত (দঃ) প্রত্যেক অঙ্গ তিন বার করিয়া ধুইয়া দেখাইয়া বলিলেন: অযু এইরূপ। যে ইহার অতিরিক্ত করে, সে মন্দ করে, সীমালঙ্ঘন করে এবং অত্যাচার করে।

বর্ণনায়: হযরত আমর। —নেসায়ী, ইবনে মাযাহ্

২৫। হযরত আবু উমামা বাহেলী একদা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর অযুর কথা বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন অযুতে তিনি দুই চক্ষুর কোণ মলিতেন এবং বলিলেন: কর্ণদ্বয় মাথারই অংশ। অপর রাবী হাম্মাদ বলেন: "কর্ণদ্বয় মাথারই অংশ" কথাটি কাহার আমি জানি না।

বর্ণনায়: হযরত আবু উমামা বাহেলী। —ইবনে মাযাহ্, আবু দাউদ, তিরমিজী

২৬। আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে দেখিয়াছি যখন তিনি অযু করিতেন তখন কাপড়ের কিনারা দ্বারা মুখমণ্ডল মুছিয়া ফেলিতেন।

বর্ণনায়: হযরত মোয়াজ বিন্ জাবাল। —তিরমিজী

অতিথি সেবা

অতিথি সেবা একটি অতি মহৎ গুণ। মানব সভ্যতায় ইহার স্থান অতি উচ্চে।

১। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং আখিরাতে (পরকালে) বিশ্বাস করে, সে যেন তাহার অতিথিকে সম্মান করে, (সে যেন তাহার প্রতিবেশীকে দুঃখ-কষ্ট না দেয়, সে যেন তাহার সহিত সৎকথা বলে অথবা নীরব থাকে এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে)।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং আখিরাতে বিশ্বাস করে, সে যেন তাহার অতিথির সম্মান করে। একদিন একরাত্রি অতিথি সৎকার অবশ্য কর্তব্য এবং তিন দিন পর্যন্ত এবং তাহার পরেও থাকিলে উহা দানকার্য বলিয়া গণ্য হইবে। অসুবিধা করিয়া অতিথির অবস্থান হালাল বা বৈধ নহে।

বর্ণনায়: হযরত আবু শোরাইহ্। —বোখারী, মোসলেম

৩। মুমিন ঈমান-খুঁটাতে রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ ঘোড়ার মত। ঘোড়া ঘুরিয়া ফিরিয়া ইহার খুঁটায় প্রত্যাবর্তন করে। মুমিনও এদিক-সেদিক গিয়াও ঈমানে প্রত্যাবর্তন করে। কাজেই ধার্মিক লোকদিগকে তোমরা খাদ্য দাও এবং মুমিনদের উপকার কর।

বর্ণনায়: হযরত আবু সাঈদ। —বাইহাকী

৪। ছুরি উটের গোশ্তের নিকট যেমন দ্রুত, যে ঘরে খাদ্য গ্রহণ করা হয়, তাহার নিকট মঙ্গল আগমন তাহা অপেক্ষা দ্রুত।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —ইবনে মাযাহ্

৫। কোন মুসলমান কোন এক সম্প্রদায়ের অতিথি হইয়া যদি সে নিরাশ হইয়া ভোরে গাত্রোত্থান করে, তাহাকে সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। এমন কি তাহাদের দুর্ব্যবহারের শাস্তি হিসাবে তাহাদের কতক মাল ও খাদ্যশস্য আদায় করা যায়।

বর্ণনায়: হযরত মেকদাম। —আবু দাউদ

৬। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: আপনি আমাদিগকে পাঠান কিন্তু আমরা এমন কওমের (জাতির) কাছে যাই যাহারা আমাদিগকে অভ্যর্থনা করে না। আপনার মত কি? তিনি বলিলেন: তোমরা কোন কওমের নিকট গমন করিলে যদি তাহারা অতিথির জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেয়, তাহা গ্রহণ করিও। যদি অতিথির প্রাপ্য না দেয়, তাহাদের নিকট হইতে উহা (জোর করিয়া) আদায় কর।

বর্ণনায়: হযরত ওকাবাহ্। —বোখারী, মোসলেম

৭। আমার পিতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: আমি যদি কোন লোকের নিকট যাই এবং সে আমাকে অভ্যর্থনা বা অতিথি সেবা না করে এবং পরে সে যদি আমার নিকট আসে, আমি কি তাহাকে অভ্যর্থনা বা অতিথি সেবা করিব? তিনি বলিলেন: তাহার অভ্যর্থনা করিবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু আহ্ওয়াজ। —তিরমিজী

৮। রসূলুল্লাহ্ (দ:)-এর সহিত হযরত আবু বকর ও উমরের পথে সাক্ষাৎ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: এই সময় গৃহ হইতে কিসে তোমাদিগকে বাহির করিল? তাহারা বলিলেন: ক্ষুধা। তিনি বলিলেন: যাঁহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ, আমাকেও উহাই বাহিরে আনিয়াছে। তোমরা চল। তাঁহার সহিত এক আনসারীর গৃহে পৌঁছিলেন। কিন্তু সে গৃহে ছিল না। তাহার স্ত্রী হযরত (দ:)-কে দেখিয়া বলিল: মারহাবা, আসুন। ঐ ব্যক্তি

পানি সহ গৃহে ফিরিয়া হযরত (দঃ) ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়কে দেখিয়া বলিল: সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। অধিক সম্মানিত অতিথি আমার জন্য আর কেহ নাই। সে গিয়া শুষ্ক এবং তাজা খেজুর আনিয়া বলিল: ইহা ভক্ষণ করুন। সে একটি ছুরিও দিল। হযরত একটি দুগ্ধবতী ছাগী জবেহ করিতে বলিলেন। সে জবেহ করিল। তাঁহারা গোশ্‌ত ও খেজুর খাইলেন এবং একে অপরকে দেখিতেছিলেন। হযরত (দঃ) সাথীদ্বয়কে বলিলেন: যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ, নিশ্চয়ই কিয়ামতে এই নিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে। ক্ষুধা তোমাদিগকে গৃহ হইতে বাহির করিয়াছে। কিন্তু এই নিয়ামত না পাওয়া পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন কর নাই।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৯। সাহাবীগণ বলিলেন: আমরা ভক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু তৃপ্ত হই নাই। হযরত (দঃ) বলিলেন: বোধ হয় তোমরা পৃথক পৃথক আহার করিয়াছ। তাঁহারা বলিলেন: হাঁ। তিনি বলিলেন: একত্রে আহার কর এবং আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ কর, বরকত (প্রাচুর্য) পাইবে।

বর্ণনায়: হযরত ওয়াহশী। —আবু দাউদ

১০। দস্তরখানা তুলিবার পূর্বে কেহ যেন দণ্ডায়মান না হয়। খাদ্যে তৃপ্ত হইলেও সকলের খাওয়া শেষ না হইলে কেহ যেন হাত না তোলে এবং ওজর-আপত্তি করিবে। অন্যথায় সঙ্গীগণ লজ্জা পাইতে পারে। কেন-না, কাহারও আরও খাদ্যের প্রয়োজন থাকিতে পারে।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর। —ইবনে মাযাহ্

১১। কিছু খাদ্য আনা হইলে তিনি আমাদের সামনে রাখিলেন। আমাদের খাওয়ার ইচ্ছা নাই জানাইলে হযরত (দঃ) বলিলেন: ক্ষুধা এবং মিথ্যা কথাকে একত্র করিও না।

বর্ণনায়: এযিদ বিন্‌তে আসমায়া। —ইবনে মাযাহ্

অনিষ্টকর প্রাণী

প্রাণী সম্বন্ধে ইসলামে সাধারণ নিয়ম এই যে, উহাদিগকে অযথা কষ্ট দিতে নাই। ক্ষেত্র বিশেষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা যাইবে। অনিষ্টকর ও ক্ষতিকর প্রাণী হত্যা করায় কোন অপরাধ নাই বরং কোন কোন ক্ষেত্রে উহাদিগকে হত্যা করায় সওয়াব (পুণ্য) হয়। সর্প, বিচ্ছু, ব্যাঘ্র, সিংহ ও কযেক ধরনের কুকুর হত্যা করার অনুমতি রহিয়াছে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দ:) বলিয়াছেন: সর্প মারিয়া ফেল এবং ঐ সকল জন্তুকে মার যাহার পিঠে দুইটি রেখা আছে ও মুণ্ডন করা লেজ আছে। ইহারা দৃষ্টিশক্তি হ্রাস করে এবং গর্ভপাত করে।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

২। আমরা আবু সঈদ খুদ্রীর নিকটে গেলাম। হঠাৎ তাহার খাটের নীচে শব্দ শুনিতে পাইলাম, দেখিলাম একটি সাপ। মারিতে উদ্যত হইলাম। তিনি নামায পড়িতেছিলেন, তাই বসিতে ইঙ্গিত দিলেন। সালাম ফিরাইয়া একটি প্রকোষ্ঠের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন: তুমি কি ইহা দেখ না? ইহাতে আমার একটি ছেলে থাকিত। তাহার সদ্য বিবাহ হইয়াছিল। আমরা রসূলুল্লাহ্ (দ:)-এর সহিত খন্দকের যুদ্ধে বাহির হইলাম। ছেলেটি যুদ্ধে যাওয়ার জন্য তাঁহার স্ত্রীর নিকট অর্ধ দিনের ছুটি চাহিল। সে এক দিনের ছুটি দিল এবং বলিল: বর্শা লইয়া যাও, তোমার জন্য কোরায়জা-সম্প্রদায়কে ভয় করি। ছেলেটি বাড়ী ফিরিয়া দেখে, স্ত্রী দুই দুয়ারের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। ক্রোধে সে স্ত্রীকে আক্রমণ করার জন্য বর্শা সহ ছুটিয়া গেল। স্ত্রী বলিল: বর্শা আবদ্ধ করিয়া গৃহে দেখ, কিসে আমাকে ঘর হইতে বাহির করিয়াছে। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখে: এক প্রকাণ্ড অজগর তাহার শয্যায় শুইয়া আছে। সে বর্শা লইয়া উহাকে আক্রমণ করিল এবং দুয়ারের নিকটে মারা হইল, কিন্তু সাপ ছেলেটিকেও দংশন করিল। উভয়ের মধ্যে কে আগে মরিল জানা গেল না। আমরা হযরত (দ:)-এর নিকটে ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিলাম: আল্লাহ্র নিকট দোয়া করুন, ছেলেটি যেন বাঁচিয়া উঠে। তিনি বলিলেন: তোমাদের বন্ধুর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই

এই সকল গৃহে যাতায়াতকারী। যখন তাহাদের দেখিতে পাও, তিন বার ধূলা নিক্ষেপ কর। উহা চলিয়া গেলে ভাল, নতুবা উহাকে মার। কেন-না উহা কাফির (অবিশ্বাসী)। তিনি বলিলেন: যাও, তোমাদের বন্ধুকে কবর দাও। অন্য বর্ণনায়: মদীনাতে জিন আছে। তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের কাহাকেও দেখিলে তিন দিন রাখ। ইহার পরেও দেখিলে সে শয়তান।

বর্ণনায়: হযরত আবু সায়েব। —মোসলেম

৩। বড় ইঁদুর মারিতে আদেশ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন: ইব্রাহীমকে ইহা ফুঁক দিত।

বর্ণনায়: হযরত উম্মে শরীফ। —বোখারী, মোসলেম

৪। যে বড় ইঁদুর এক-বারে মারে তাহার জন্য এক শত নেকী (পুণ্য) লেখা হয়। দুই-বারে মারিলে কম নেকী; তিন-বারে মারিলে আরও কম।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৫। নবীদের মধ্যে কোন এক নবীকে পিপীলিকা দংশন করিয়াছিল। তিনি পিপীলিকার স্থানটিকে দগ্ধ করাইয়া দিলেন। আল্লাহ্‌তায়ালা অহী অবতীর্ণ করিলেন: তোমাকে একটি পিপীলিকা দংশন করিয়াছে, সেই জন্য আল্লাহ্‌র প্রশংসাকারী উম্মতের মধ্যে একটি উম্মতকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলে?

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৬। যখন ঘরে সাপ দেখা যায়, উহাকে মার।

বর্ণনায়: হযরত আবদুর রহমান। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৭। যে পর্যন্ত তাহাদের (সাপ সকলের) সহিত যুদ্ধ করিতেছি, সে পর্যন্ত তাহাদের সহিত শান্তি নাই। তাহাদের কাহাকেও ভয়ে যে ছাড়িয়া দেয় সে আমাদের দলভুক্ত নহে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

৮। সমস্ত সাপ মার। যে উহার দংশনকে ভয় করে সে আমার দলভুক্ত নহে।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে মসুউদ। —আবু দাউদ, নেসায়ী

৯। রূপার লাঠির মত সাদা বর্ণের জি ন ব্যতীত সমস্ত সাপই মারিয়া ফেল।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —আবু দাউদ

১০। চারি প্রকার প্রাণীকে মারিয়া ফেলিতে নিষেধ করিয়াছেন, পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা, হুদহুদ এবং চড়ুই পাখী।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —আবু দাউদ

১১। ভ্রমণ, শিকার ও কৃষি কার্যের কুকুর ব্যতীত যে অন্য কুকুর পোষে তাহার পুরস্কার হইতে রোজ এক কিরাত (এক দেরহামের চারি-ভাগের একভাগ) কর্তন করা হয়।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কুকুর বধ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। একটি স্ত্রীলোক মরুভূমি হইতে একটি কুকুর নিয়া আসিতেছিল। কুকুরটি হত্যা করিতে চাহিলে তিনি নিষেধ করিয়া বলিলেন: চক্ষুতে দুই দাগ বিশিষ্ট কালো বর্ণের কুকুর মারিয়া ফেল, কেন-না ইহা শয়তান।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —মোসলেম

১৩। মোরগকে তিরস্কার করিও না, ইহা নামাযের জন্য জাগ্রত করে।

বর্ণনায়: হযরত যায়েদ বিন্ খালেদ। —আবু দাউদ

১৪। যখন মোরগের ডাক শোন, আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাও, সে ফিরেশতা (স্বর্গীয় দূত) দেখিয়াছে। যখন গাধার ডাক শোন, অভিশপ্ত শয়তান হইতে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা কর, সে শয়তান দেখিয়াছে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

১৫। আমরা যম্যম্ কূপের সব পানি তুলিয়া ফেলিতে চাই কারণ, ইহাতে জিন বা ছোট ছোট সর্প আছে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: উহাদিগকে মারিয়া ফেল।

বর্ণনায়: হযরত আব্বাস। —আবু দাউদ

১৬। শিকারী কুকুর, মেষের (পাহারার) কুকুর ও ক্ষেতের কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর মারিবার জন্য রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আদেশ দিয়াছেন।
বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

১৭। যে ভ্রমণ বা শিকার ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে কুকুর পোষে, দৈনিক দুই কিরাত তাহার পুরস্কার হইতে হ্রাস করা হয়।
বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

১৮। যদি কুকুর উম্মত সমূহের মধ্যে একটি উম্মত না হইত, তবে নিশ্চয়ই আমি উহাদের সকলকেই হত্যা করার আদেশ দিতাম। উহাদের ভিতর কালো বর্ণের কুকুর মারিয়া ফেল।
বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মোগাফ্ফাল। —আবু দাউদ

১৯। প্রাণীদের পরস্পরের ভিতর লড়াই দিতে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন।
বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —তিরমিজী

অনাবাদী জমি

ইসলামী মতে যে অনাবাদী জমির মালিক নাই তাহার মালিক ঐ ব্যক্তি, যে পরিশ্রম দ্বারা উহা আবাদ করে। প্রকৃত মালিক ব্যতীত কেহই তাহাকে উৎখাত করিতে পারে না।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি এমন জমি আবাদ করে যাহার মালিক নাই, উহা তাহারই প্রাপ্য। হযরত উমর তাঁহার শাসনকালে এইরূপ বিধান দিয়াছিলেন।
বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —বোখারী

২। যে ব্যক্তি অনাবাদী জমি আবাদ করে উহা তাহারই প্রাপ্য এবং অত্যাচারীর উহাতে পরিশ্রমের অধিকার নাই।
বর্ণনায়ঃ হযরত সায়ীদ বিন্ যায়েদ। —আবু দাউদ

৩। আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুল ব্যতীত আর কাহারও জন্য রক্ষিত চারণ-ভূমি নাই।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী

৪। যে ব্যক্তি বেড়াব দ্বারা যতটুকু অনাবাদী জমি ঘেরাও করে উহা তাহারই প্রাপ্য।

বর্ণনায়: হযবত সামেবাহ্।

অপবিত্রতা দূর করা

ব্যবহারিক বাসন-পত্র ও জামা-কাপড় কোন কারণে অপবিত্র হইলে উহা মুছিয়া বা ধৌত করিয়া পবিত্র করিবার বিধান আছে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমাদের কাহারও পাত্রে কুকুর পান করিলে, সে যেন উহা সাত বার ধৌত করিয়া লয়। অন্য বর্ণনায়: যখন তোমাদের পাত্র কুকুরে চাটে, উহা সাত বার ধৌত কর। মাটি দ্বারা (মাজিয়া) ধৌত করাই উত্তম।

বর্ণনায়: হযবত আবু হোবায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২। যখন তোমাদেব কেহ তাহার জুতা দ্বারা অপবিত্র জিনিস মাড়ায়, মাটিই তাহা পবিত্র করে।

বর্ণনায়: হযবত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্

৩। একদা এক বেদুইন দাঁড়াইল এবং মসজিদে প্রস্রাব করিয়া দিল। লোকে তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: উহাকে ছাড়িয়া দাও এবং প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢালিয়া দাও। তোমরা আরাম-দায়করূপে প্রেরিত হইয়াছ, কষ্টদায়করূপে নহে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোবায়রা। —বোখারী

৪। একদা এক বেদুইন আসিয়া মসজিদে দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিতে লাগিল। সাহাবীগণ বলিয়া উঠিল: রাখ! রাখ!! হযরত (দঃ) বলিলেন: বন্ধ করিও না, তাহাকে (প্রস্রাব) করিতে দাও। সে প্রস্রাব শেষ করিলে তাহাকে

ডাকিলেন এবং বলিলেন: দেখ, এই সকল মস্‌জিদ এইরূপ প্রস্রাব ও অপবিত্র কাজের জন্য উপযুক্ত নহে। ইহা শুধু আল্লাহ্‌র যিকির, নামায ও কুরআন পাঠের জন্য। অতঃপর একজনকে আদেশ দিলেন, সে এক বাল্‌তি পানি আনিল এবং উহার উপর ঢালিয়া দিল।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

৫। এক স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিল: আমাদের মধ্যে কাহারও কাপড়ে যদি হায়েযের (ঋতুর) রক্ত লাগে তখন সে কি করিবে? রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: তোমাদের কাহারও কাপড়ে যদি হায়েযের রক্ত লাগে তখন সে যেন উহাকে হাত দ্বারা খুব মর্দন করে অতঃপর ক্রমে ক্রমে পানি ঢালিয়া দিয়া ধৌত করে, তৎপর উহাতে নামায পড়ে।

বর্ণনায়: হযরত আসমা বিন্‌তে আবু বকর। —বোখারী, মোসলেম

৬। হযরত আয়েশাকে শুক্র (মণি) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম যাহা কাপড়ে লাগে। তিনি বলিলেন: আমি উহা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর কাপড় হইতে ধুইয়া ফেলিতাম। তৎপব তিনি নামাযের জন্য বাহির হইতেন অথচ ধোয়ার চিহ্ন কাপড়ে থাকিত।

বর্ণনায: হযবত সোলাযমান বিন্‌ ইয়াসাব। —বোখাবী, মোসলেম

৭। হযরত আয়েশা বলিয়াছেন: আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এব কাপড় হইতে শুক্র খুচরাইয়া ফেলিতাম। অতঃপর উহাতে নামায পড়িতেন।

বর্ণনাব: হযবত আস্‌ওয়াদ ও হাম্মাম। —মোসলেম

৮। একবার একটি ছোট শিশু যে এখনও খাদ্য খাওয়া শুরু করে নাই রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাকে কোলে লইলে সে প্রস্রাব করিল। পানি আনাইয়া উহাতে ঢালিয়া দিলেন কিন্তু ধুইলেন না।

বর্ণনায়: হযরত উম্মে কাইস। —বোখারী, মোসলেম

৯। যখন কাঁচা চামড়া দেবাগত করা (পাকা করা) হয়, তখন উহা নিশ্চয়ই পাক হইয়া যায়।

বর্ণনায়: হযরত আব্বাস। —মোসলেম

১০। আমার খালার বাঁদীকে একটি ভেড়া দান করা হইলে উহা মারা যায়। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: কেন উহার চামড়া লইলে না এবং পাকা করিয়া উহা দ্বারা উপকার গ্রহণ করিলে না? তাঁহারা বলিল: ইহা মৃত। তিনি বলিলেন: ইহা খাওয়াই হারাম।

বর্ণনায়: হযরত আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

১১। একদা শিশু হযরত হোসেন রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর ক্রোড়ে প্রস্রাব করিয়া দিলে আমি বলিলাম: অন্য কাপড় পরিধান করুন, আপনার কাপড়টা ধুইবার জন্য দিন। তিনি বলিলেন: মেয়েব প্রস্রাব ধুইতে হয়, ছেলের প্রস্রাবে পানি ঢালিলেই চলে।

বর্ণনায়: হযবত লোবাবাহ্। —আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাবাহ্

১২। জনৈক মহিলা জিজ্ঞাসা করিল: আমি লম্বা কাপড় পরিয়া অপরিষ্কার স্থানে চলাফেবা কবি। তিনি বলিলেন: পরের পাক জায়গার মাটি উহা পবিত্র করিযা দিবে।

বর্ণনায়: হযবত উম্মে সালমাহ্। —তিবমিজী, আবু দাউদ

১৩। হিংস্র পশুব চামড়া পরিধান কবিতে এবং উহার উপর বসিতে নিষেধ কবিয়াছেন।

বর্ণনায়: হযবত মেকদাদ। —আবু দাউদ, নেসায়ী

১৪। একটি মশক লটকানো আছে দেখিয়া তিনি পানি চাহিলেন। তাহারা বলিল: ইহা মড়ার চামড়ার মশক। তিনি বলিলেন: পাকা করাই হইল উহার পবিত্রতাকারী।

বর্ণনায়: হযরত সালমাহ্। —আহমদ, আবু দাউদ

১৫। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী কুকুর, গর্দভ ইত্যাদির ব্যবহৃত কূপগুলির পানি দ্বারা অযু করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন: উহাদের পেটে যাহা গিয়াছে, তাহাই উহাদের জন্য এবং উহারা যাহা অপরিষ্কার করিয়াছে তদ্দ্বারা আমরা অযু করিতে পারি।

বর্ণনায়: হযরত আবু সঈদ খুদরী। —ইবনে মাবাহ্

অপবিত্র অবস্থায় কি কি বৈধ

১। আমি অপবিত্র থাকা অবস্থায় তিনি আমার হাত ধরিলেন এবং আমি তাঁহার সহিত চলিতে ছিলাম। তিনি বসিলে, আমি ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িলাম। গোসল করিয়া ফিরিয়া গেলে তিনি প্রশ্ন করিলেন: কোথায় ছিলে? ঘটনা বলিলাম। তিনি বলিলেন: সোব্‌হানাল্লাহ্। মুমিন অপবিত্র হয় না। অন্য বর্ণনায়: আমি বলিলাম: অপবিত্র অবস্থায় আপনার সহিত বসিতে ইচ্ছা ছিল না।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২। হযরত উমর রাত্রিতে অপবিত্র হইয়াছেন বলিয়া জানাইলে রসূলুল্লাহ্ (দ:) বলিলেন: অযু কর, তোমার পুরুষাঙ্গ ধৌত করিয়া নিদ্রা যাও।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

৩। ঋতুমতী স্ত্রীলোক এবং অপবিত্র ব্যক্তি কুরআনের কিছুই পড়িতে পারে না।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —তিরমিজী

৪। রসূলুল্লাহ্ (দ:) অপবিত্র অবস্থায় যদি তিনি খাইতে বা ঘুমাইতে ইচ্ছা করিতেন, তবে তিনি নামাযের অযুর ন্যায় অযু করিতেন।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৫। তিনি অপবিত্রতা হইতে গোসল করিয়া আমার গোসলের পূর্বে আমার সহিত একত্রে শয়ন করিতেন।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —ইবনে মাজাহ্, তিরমিজী

৬। তিনি বলিয়াছেন: মসজিদের বিপরীত দিকে বাসগৃহের দরজা রাখিবে, কেন-না ঋতুমতী বা অপবিত্র লোকের জন্য মসজিদ আমি জায়েয রাখি নাই।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —আবু দাউদ

৭। তোমাদের কেহ যদি স্ত্রী সহবাস করিয়া পুনঃ উহা করিতে ইচ্ছা করে, সে যেন উভয় সহবাসের মধ্যবর্তীসময় অযু করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু সঈদ খুদ্রী। —মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাঁহার স্ত্রীগণের সহিত সঙ্গম করিয়া এক গোসল করিতেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —মোসলেম

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর এক স্ত্রী গোসল করিলেন, অবশিষ্ট পানি দ্বারা হযরত (দঃ) অযু করিতে চাহিলে তিনি বলিলেন: আমি অপবিত্র ছিলাম। হযরত বলিলেন: পানি অপবিত্র হয় না।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) পায়খানা হইতে বাহির হইয়া কুরআন পাঠ করিয়া শুনাইলেন এবং আমাদের সহিত গোশ্ত ভক্ষণ করিলেন। অপবিত্রতা ব্যতীত তাঁহাকে কুরআন হইতে বিরত রাখিতে পারিত না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আলী। —আবু দাউদ, নেসায়ী

১১। যে ঘরে ছবি, কুকুর অথবা অপবিত্র লোক থাকে, সে ঘরে ফিরেশ্তা প্রবেশ করে না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আলী। —আবু দাউদ, নেসায়ী

১২। তিন ব্যক্তির নিকট ফিরেশ্তা আসে না—(১) কাফিরের মৃত দেহ; (২) 'খালুক' (জাফরান প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত সুগন্ধি দ্রব্য) ব্যবহারকারী ও (৩) অপবিত্র ব্যক্তি (অযু ব্যতীত)।

বর্ণনায়ঃ হযরত আম্মার। —আবু দাউদ

১৩। আমর বিন্ হাজমের নিকট পত্রে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) লিখিয়াছেন, পবিত্র লোক ব্যতীত কেহ কুরআন স্পর্শ করিবে না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্। —[illegible]

১৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) পায়খানা বা প্রস্রাব ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলে এক ব্যক্তি তাঁহাকে সালাম করিল কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না বরং তিনি দেওয়ালের উপর সজোরে হস্তদ্বয় রাখিয়া উহা দ্বারা মুখমণ্ডল মোসেহ্ করিলেন, পুনরায় দেওয়ালে হাত মারিয়া দুই হস্ত মোসেহ্ (তায়াম্মাম) করিলেন। অতঃপর তিনি সালামের উত্তর দিলেন এবং বলিলেন: আমি পবিত্র ছিলাম না তাই সালামের উত্তর দিতে পারিতেছিলাম না।

বর্ণনায়: হযরত নাফে। —আবু দাউদ

১৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) প্রস্রাব করিতে থাকাকালীন সে আসিয়া সালাম করিল। কিন্তু তিনি সালামের জবাব দিলেন না যতক্ষণ না তিনি অযু করিয়া লইলেন এবং বলিলেন: অযু ব্যতীত আমি আল্লাহ্র নাম লইতে ইচ্ছা বা পছন্দ করি নাই।

বর্ণনায়: হযরত মোহাজের বিন্ কুনফুজ। —আবু দাউদ

১৬। ইবনে আব্বাস অপবিত্রতা হইতে গোসল করিতেন। তিনি ডান হাত দিয়া বাম হাতে সাত বার পানি ঢালিতেন, অতঃপর গুপ্তঅঙ্গ ধৌত করিতেন। একবার তিনি ভুলিয়া গিয়া কত বার ধৌত করিয়াছেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, আমি বলিলাম: তাহা আমি বলিতে পারি না। তিনি বলিলেন: তুমি কেন জান না? অতঃপর নামাযের অযুর ন্যায় অযু করিয়া শরীরে পানি ঢালিলেন এবং বলিলেন: রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এইভাবে পবিত্র হইতেন।

বর্ণনায়: হযরত শো'বাহ্। —আবু দাউদ

১৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এক রাত্রে সকল স্ত্রীর নিকট গমন করেন এবং অমুক অমুকের নিকট গমনের পরে গোসল করিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম: সর্বশেষে একবার আপনি গোসল করিলেন না কেন? তিনি বলিলেন: ইহাই অধিকতর পবিত্র, আনন্দদায়ক ও উত্তম পরিচ্ছন্নতা।

বর্ণনায়: হযরত আবু রাফে। —আহমদ, আবু দাউদ

১৮। যে কোন স্ত্রীলোকের অযুর অবশিষ্ট পানি দ্বারা অন্য ব্যক্তিকে অযু করিতে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়: হযরত হাকাম। —আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্

১৯। হযরত আবু হোবায়রার ন্যায় চারি বৎসর রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন এমন ব্যক্তি বলিলেনঃ কোন পুরুষের অবশিষ্ট পানি দ্বারা কোন স্ত্রী-লোকের অথবা কোন স্ত্রীলোকের অবশিষ্ট পানি দ্বারা কোন পুরুষের গোসল করা রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত হুমাইদ। —আবু দাউদ, নেসায়ী

অভিসম্পাত (অভিশাপ)

অভিশাপ দেওয়া হারাম। মিথ্যা অভিসম্পাতকারী নিজেকেই অভিসম্পাত করিয়া থাকে। চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষ, বায়ু, প্রাণী, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদিকে অভি-সম্পাত করা হারাম বা অবৈধ।

১। বিশ্বাসী বড় অভিশাপকারী নহে বা বিশ্বাসীর অভিশাপকারী হওয়া উচিত নহে।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —তিরমিজী

২। এক ব্যক্তির চাদর বায়ু উড়াইয়া নিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি বায়ুকে অভিশাপ দিয়াছিল। হযরত (দঃ) বলিলেনঃ বায়ুকে অভিশাপ দিও না, যেহেতু ইহাকে আদেশ করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি কোন কিছুকে অভিশাপ দেয়, সে যদি উহার জন্য দায়ী না হয় তখন উহা অভিশাপকারীর প্রতি ফিরিয়া আসে।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৩। যখন কোন লোক কোন কিছুকে অভিশাপ দেয়, উহা আকাশে উত্থিত হয়। আকাশের দরজা সকল উহার জন্য বন্ধ হয়, ফলে উহা পৃথিবীতে নামিয়া আসে। এখানেও উহার জন্য সকল পথ বন্ধ হয়। অতঃপর উহা দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করে। উহা যখন কোন আশ্রয় না পায়, যাহাকে অভিশাপ দেওয়া হইয়াছে তাহার নিকট যায়। সে যদি উহার উপযুক্ত হয় তাহার উপর পতিত হয়। অন্যথায় অভিশাপকারীর উপরেই পতিত হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু দারদা। —আবু দাউদ

৪। একদা হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁহার দাসকে অভিশাপ দিতেছিলেন ; হযরত ঐ পথে যাইতেছিলেন। তিনি হযরত আবু বকরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন: কাবার প্রভুর শপথ। অভিশাপকারীগণ এবং সত্যবাদীগণ একত্র হইতে পারে না।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —বাইহাকী

৫। সত্যবাদী কখনও অভিশাপকারী হইতে পারে না।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

অলঙ্কার

ইস্লামে স্ত্রীলোকদের জন্য অলঙ্কার ব্যবহার করার নিয়ম বা ব্যবস্থা আছে। পুরুষের জন্য অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করার কোন ব্যবস্থাই নাই। সীলমোহরের জন্য পুরুষ একটি আংটি মাত্র ব্যবহার করিতে পারে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) স্বর্ণের একটি মোহর করাইয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণ হস্তে পরিধান করিতেন। উহা দেখিয়া [illegible] মোহর প্রস্তুত করিলেন, উহাতে অঙ্কিত ছিল 'মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্'। তিনি বলিয়াছেন আমার মোহরের অনুরূপ যেন কেহ মোহর অঙ্কিত না করে। তিনি উহার নামটি করতলের দিকে রাখিতেন।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

২। নিশরের শরীর রেশম নির্মিত বস্ত্র, কারুকার্য খচিত রেশমী বস্ত্র স্বর্ণের আংটি এবং রুকুতে কুরআন পাঠ হযরত (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায় : হযরত আলী। —মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাকে মধ্যম ও তৎপরবর্তী অঙ্গুলিতে আংটি ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন।

বর্ণনায় : হযরত আলী। —মোসলেম

৪। একখণ্ড রেশমী বস্ত্র ডান হাতে এবং একখণ্ড স্বর্ণ বাম হাতে ধরিয়া বলিলেন: এই দুইটি জিনিস আমার উম্মতের জন্য হারাম।

বর্ণনায়: হযরত আলী। —আহমদ, আবু দাউদ

৫। এক ব্যক্তির হাতে একটি স্বর্ণের আংটি দেখিয়া উহা খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন: তোমাদের একজন দোযখের নিকটবর্তী হইয়াছিল, কারণ সে হস্তে ইহা পরিয়া ছিল। হযরত চলিয়া গেলে লোকটিকে বলা হইল: আংটি উঠাইয়া লও এবং উহা দ্বারা মুনাফা কর। সে বলিল: আল্লাহ্‌র শপথ! তাহা হইবে না। হযরত ইহা ফেলিয়া দিয়াছেন, আমি ইহা গ্রহণ করিব না।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আব্বাস। —মোসলেম

৬। হযরত (দঃ) দক্ষিণ হস্তে একটি রৌপ্যের মোহর পরিধান করিয়া ছিলেন। উহা হাবসী দেশের কারুকার্য খচিত ছিল। অঙ্কিত অংশটি হাতের তালুর দিকে ছিল।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —বোখারী

৭। পারস্য, রোম ও আবিসিনিয়ার অধিপতিদের পত্র দিলেন। মোহর ব্যতীত তাহারা পত্র গ্রহণ করিবে না বলা হইলে, একটি মোহর প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। উহার পার্শ্বদেশ রৌপ্য নির্মিত ছিল এবং 'মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল' অঙ্কিত ছিল। অন্য বর্ণনায়: মোহরটির তিনটি পঙ্‌ক্তি ছিল। এক পঙ্‌ক্তিতে 'মোহাম্মদ' এক পঙ্‌ক্তিতে 'রসূল' ও এক পঙ্‌ক্তিতে 'আল্লাহ্' ছিল।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —মোসলেম, বোখারী

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর মোহরটি রৌপ্য নির্মিত ছিল, উহার লাইনও রৌপ্যের ছিল।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —বোখারী

৯। হযরত আনাস স্বীয় বাম হাতের তর্জনীর দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন: রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর মোহর এই হাতে ছিল।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —মোসলেম

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ডান হাতে মোহর ব্যবহার করিতেন।
বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ জাফর। —ইবনে মাযাহ্

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বাম হাতে মোহর পরিতেন।
বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —আবু দাউদ

১২। পিতলের আংটি পরিহিত এক ব্যক্তিকে বলিলেনঃ তোমা হইতে পুতুলের গন্ধ পাইতেছি কেন? সে তৎক্ষণাৎ উহা দূরে নিক্ষেপ করিল। অতঃপর সে লোহার আংটি সহ তাঁহার নিকট গেলে তিনি বলিলেনঃ দোযখী-দের অলঙ্কারে তোমাকে সজ্জিত দেখিতেছি কেন? সে উহাও দূরে নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তবে কোন্ জিনিসের আংটি ব্যবহার করিব? তিনি বলিলেনঃ রৌপ্য নির্মিত আংটি কিন্তু তত ভারী করিও না।
বর্ণনায়ঃ হযরত বোরায়দাহ। —তিরমিজী, আবু দাউদ, নেসায়ী

১৩। হযরত দশটি অভ্যাস পছন্দ করিতেন না—(১) সুফ্‌রা বা খুলুক, (২) পক্ক কেশ উঠান, (৩) পাজামা দীর্ঘ করা, (৪) স্বর্ণের আংটি ব্যবহার, (৫) যথাস্থান ব্যতীত সৌন্দর্য প্রকাশ করা, (৬) তাস খেলা, (৭) সূরা ফালাক ও নাস্ ব্যতীত অন্য সূরার দ্বারা মন্ত্র পড়া, (৮) তাবিজ বাঁধিয়া রাখা, (৯) যথাস্থান ব্যতীত বীর্য ধ্বংস করা, এবং (১০) শিশুর দুগ্ধ পানের সময় সঙ্গম করা।
বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে মসউদ। —আবু দাউদ, নেসায়ী

১৪। একটি দাসী জোবায়েরের কন্যা সহ হযরত উমরের নিকট গেলে, হযরত উমর তাহার পায়ের শব্দ-প্রদানকারী অলঙ্কার কাটিয়া ফেলিয়া বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ প্রত্যেক শব্দ-প্রদানকারী অলঙ্কারের সঙ্গে শয়তান আছে।
বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে জোবায়ের। —আবু দাউদ, নেসায়ী

১৫। হযরত আয়েশার নিকট শব্দ-প্রদানকারী অলঙ্কার সহ একটি বয়স্কা বালিকা আসিলে তিনি বলিলেনঃ অলঙ্কারগুলি না কাটিয়া উহাকে

(ঘরে) আনিও না। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে গৃহে শব্দ-প্রদানকারী অলঙ্কার থাকে, উহাতে ফিরেশ্‌তা প্রবেশ করে না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুর রহমানের দাসী বোনানাহ্। —আবু দাউদ

১৬। কলাবের যুদ্ধে আমার পিতামহ আরফাজার নাসিকা কাটিয়া গেলে, তিনি রৌপ্যের নাসিকা গ্রহণ করিলে, উহা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতে লাগিল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাকে স্বর্ণের নাসিকা গ্রহণ করিতে বলিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুর রহমান। —তিরমিজী, আবু দাউদ, নেসায়ী

১৭। যে তাহার বন্ধুকে দোযখের কান-পাশা, দোযখের হার এবং দোযখের চুড়ি দ্বারা সজ্জিত করিতে ভালবাসে, সে যেন তাহার বন্ধুকে স্বর্ণের কান-পাশা, স্বর্ণের হার এবং স্বর্ণের চুড়ি ব্যবহার করিতে বলে। কিন্তু তোমরা রৌপ্য নির্মিত অলঙ্কার ব্যবহার করিবে। ইহাই অবাধে ব্যবহার কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

১৮। যে নারী স্বর্ণের হার, স্বর্ণের ইয়ারিং বা কান পাশা ব্যবহার করে, বিচারের দিন তাহার গলায় দোযখের (আগুনের) হার ও কর্ণে দোযখের ইয়ারিং পরান হইবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আসমায়া। —আবু দাউদ, নেসায়ী

১৯। হে নারীগণ! তোমাদের জন্য কি রৌপ্যের অলঙ্কার নাই? সতর্ক হও! তোমাদের মধ্যে যে নারী স্বর্ণের অলঙ্কার পরিধান করিয়া নিজেকে প্রকাশ করে, তাহাকে উহা দ্বারা শাস্তি দেওয়া হইবে।

বর্ণনায়ঃ হোজায়ফার ভগ্নি। —আবু দাউদ, নেসায়ী

২০। যদি তোমরা বেহেশ্‌তের অলঙ্কার ও রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করিতে ভালবাস, তবে উহা দুনিয়াতে ব্যবহার করিও না।

বর্ণনায়ঃ হযরত ওকাবাহ্ বিন্ আমের। —নেসায়ী

২১। একটি অঙ্গুরী লইয়া পরিধান করিয়া তিনি বলিলেনঃ ইহা আমাকে তোমাদের নিকট হইতে অদ্য পর্যন্ত ব্যস্ত রাখিয়াছে। ইহার প্রতি এক দৃষ্টি এবং তোমাদের প্রতি এক দৃষ্টি। অতঃপর তিনি উহা ফেলিয়া দিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —মেশ্‌কাত

অহংকার

অহংকার করা বড়ই কঠিন অপরাধ। এই দোষের কারণে ফিরেশ্‌তাদের ওস্তাদ শয়তান হইয়া গিয়াছে, নমরূদ, শাদ্দাদ, ফেরাউন, কারুন প্রভৃতি কত লোক লাঞ্ছিত, অপমানিত ও অধঃপতিত হইয়াছে। অহংকারী লোকের ইহকাল ও পরকাল উভয়ই নষ্ট হইয়া যাইবে। অহঙ্কারী লোকদের পরিণতি সম্পর্কে কুরআন শরীফে উল্লেখ আছে। তাহাদের বিষয় আল্লাহ্‌র রসূল (দঃ) বলিয়াছেনঃ

১। যাহার অন্তরে একটি সরিষার বীজ পরিমাণ ঈমান আছে সে দোযখে যাইবে না এবং যাহাব অন্তরে একটি সরিষার বীজ পরিমাণ অহংকার আছে সে বেহেশ্‌তে যাইবে না।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে মসউদ। —মোসলেম

২। যাহার অন্তরে একটি বীজ পরিমাণও অহংকার আছে সে বেহেশতে যাইবে না। এক ব্যক্তি বলিল ঃ যদি কোন লোক ইচ্ছা করে যে, তাহার পোশাক-পরিচ্ছদ ভাল হউক এবং তাহার পাদুকা (জুতা) উত্তম হউক? তিনি বলিলেনঃ আল্লাহ্‌ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্যকে ভালবাসেন, অহঙ্কার সত্যকে বিনাশ করে এবং মানুষকে হেয় করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে মসউদ। —মোসলেম

৩। আল্লাহ্‌ বলিতেছেনঃ অহংকার আমার পরিচ্ছদ এবং শৌর্য আমার পায়জামা। যে একটিও আমার দেহ হইতে খুলিয়া নেয়, তাহার জন্য বেহেশতের দরজা খোলা হইবে না এবং যে পর্যন্ত উট সূচের ছিদ্রের ভিতর দিয়া যাইবে না, সে পর্যন্ত সে বেহেশতে যাইবে না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —মেশ্‌কাত

৪। যে অহঙ্কারী গর্বিত এবং সর্বোচ্চ শক্তিশালীকে ভুলিয়া থাকে, সে মন্দ। যে অত্যাচারী শত্রুতা সাধন করে এবং শক্তিশালীকে ভুলিয়া থাকে, সে মন্দ। যে অন্যমনস্ক কবরস্থান এবং ধ্বংসকর স্থান ভুলিয়া থাকে, সে মন্দ। যে পাপ করে এবং বিদ্রোহী হয় এবং প্রথম ও শেষকে ভুলিয়া থাকে, সে মন্দ। যে ধর্মের পরিবর্তে দুনিয়া ভালবাসে, সে মন্দ। যে ধর্মকে সন্দেহের সঙ্গে গ্রহণ করে, সে মন্দ। যাহাকে লোভ পরিচালিত করে, সে মন্দ। যাহাকে কুপ্রবৃত্তি পথচ্যুত করে, সে মন্দ। যাহাকে লোভ অপমানিত করে, সে মন্দ।

বর্ণনায়ঃ হযরত আসমায়া। —তিরমিজী

৫। আমি কি তোমাদিগকে বেহেশ্‌তবাসীদের সংবাদ দিব না? প্রত্যেক দুর্বল বিনয়ী লোক। যদি সে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে, সে তাহা পূর্ণ করে। আমি কি তোমাদিগকে দোযখবাসীদের সংবাদ দিব না? প্রত্যেক অসম্মানিত কৃপণ ও গর্বিত ব্যক্তি এবং প্রত্যেক অসম্মানিত ব্যভিচারী ব্যক্তি।

বর্ণনায়ঃ হযরত হারেসা বিন্ ওহাব। —বোখারী, মোসলেম

৬। বিচারের দিন অহঙ্কারীদিগকে শস্যবীজ সদৃশ মানুষের আকারে উঠান হইবে। অপমান চতুর্দিক হইতে তাহাদিগকে ঢাকিয়া রাখিবে। ইউলুস নামক দোযখের এক বন্দীশালায় তাহাদিগকে নেওয়া হইবে এবং দোযখের অগ্নি তাহাদিগকে তখন আক্রমণ করিবে। নরকবাসীদের মল-মূত্র তাহাদিগকে পানাহারের জন্য দেওয়া হইবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আমর বিন্ শোয়ায়েব। —তিরমিজী

আকিকাহ্

শিশুর জন্ম-উৎসবে যে ছাগ জবেহ্ করা হয়, তাহাকে আকিকাহ্ বলে। ছেলের জন্য দুইটি এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগ জন্মের ৭ম দিবসে জবেহ্ করিয়া গরীব ও মিসকিনদিগের (ভিক্ষুকদিগের) মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়াই উত্তম। ঐ দিন শিশুর কেশ মুণ্ডন করিয়া কেশ পরিমাণ ওজনের রৌপ্য দরিদ্রকে দান করিতে হয়। ঐ দিন শিশুর নাম রাখার বিধান আছে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ পুরুষ শিশুর জন্য আকিকাহ্ আছে তাহার পরিবর্তে জবেহ্ কর এবং অনিষ্টতা দূর কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত সালমান। —বোখারী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট শিশুদের আনা হইলে তিনি উহাদের জন্য দোয়া করিতেন এবং তাহ্নীক দিতেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —মোসলেম

৩। আবদুল্লাহ্ বিন্ জোবায়েরকে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর ক্রোড়ে দিলাম। তিনি খেজুর আনিতে বলিলেন এবং লালার সহিত মিশ্রিত করিয়া শিশুর মুখে দিলেন। অতঃপর তাহ্নীক দিলেন, দোয়া করিলেন এবং বরকতের জন্য দোয়া করিলেন। ইহাই ইসলামের প্রথম শিশু।

বর্ণনায়ঃ হযরত আসমায়া। —বোখারী, মোসলেম

৪। পাখীদেরকে নীড়ে শান্তিতে থাকিতে দাও। বালক শিশুর জন্য দুইটি ছাগ এবং বালিকা শিশুর জন্য একটি ছাগ। নর বা মাদী হউক কোন অনিষ্ট হইবে না।

বর্ণনায়ঃ হযরত উম্মে কোবেজ। —আবু দাউদ, তিরমিজী

৫। কোন বালক শিশুর আকিকাহ্ই উহার জামিন। জন্মের সপ্তম দিনে উহা জবেহ্ করিতে হয়, তাহার নাম রাখিতে হয় এবং মস্তক মুণ্ডন করিতে হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত সামেরাহ্। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৬। একটি ছাগ দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (দঃ) হাসানের আকিকাহ্ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেনঃ হে ফাতিমা। তাহার মস্তক মুণ্ডন কর এবং চুলের সম-পরিমাণ রৌপ্য দান কর। তিনি চুল ওজন করিলেন, তাহা এক দেরহাম বা কয়েক দেরহাম হইল।

বর্ণনায়ঃ হযরত আলী। —আবু দাউদ

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) হাসান ও হোসেনের আকিকাহ্ করিয়াছিলেন, প্রত্যেকের জন্য একটি দুম্বা।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —আবু দাউদ

৮। আকিকাহ্ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: আল্লাহ্ অবাধ্যতা ভালবাসেন না। যাহার সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহার বদলে কিছু জবেহ্ করা আমি পছন্দ করি। বালকের জন্য দুইটি ছাগ এবং বালিকার জন্য একটি ছাগ।

বর্ণনায়: হযরত আমর বিন্ শোয়ায়েব। —আবু দাউদ, নেসায়ী

৯। যখন হযরত ফাতিমা হাসানকে প্রসব করিলেন, রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে তাহার কানে নামাযের আযান দিতে দেখিয়াছি।

বর্ণনায়: হযরত আবু রাফে। —আবু দাউদ, তিরমিজী

আখিরী যমানা

রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর পরে আখিরী যমানায় যাহা যাহা ঘটিবে তাহা তিনি সকলই বলিয়া গিয়াছেন। মুসলমানদের সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী তাহা অতি সংক্ষেপে দেওয়া হইল। মুসলমান সংখ্যায় অগণিত হইবে, কিন্তু প্রকৃত মুসলমানের সংখ্যা অতি নগণ্য থাকিবে।

১। মানুষ একশত উট সদৃশ, তাহার মধ্যে তুমি আরোহণ করিবার জন্য একটিকেও কদাচিৎ উপযোগী পাইবে।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর। —বোখারী

২। যখন আমার উম্মতগণ অহংকারের সহিত চলিবে এবং রাজাদের সন্তানগণ তাহাদের খিদমত করিবে, তখন আল্লাহ্ সৎলোকের উপর অসৎ লোকদিগকে ক্ষমতা দিবেন।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর। —তিবমিজী

৩। তোমাদের পূর্বে যাহারা ছিল, তোমরা তাহাদের হুবহু অনুকরণ করিবে। এমন কি তাহাদের কেহ যদি টিকটিকির গর্তে প্রবেশ করিয়া থাকে, তোমরাও তাহাদের অনুসরণ করিবে। প্রশ্ন করা হইল: তাহারা কি ইহুদী না খ্রীষ্টান? তিনি বলিলেন: তবে আর কাহারা?

বর্ণনায়: হযরত আবু সাঈদ। —বোখারী, মোসলেম

৪। পৃথিবী ধ্বংস হইবে না যে পর্যন্ত তোমাদের নেতাকে তোমরা হত্যা না করিবে এবং তোমাদের তরবারি দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ না করিবে এবং তোমাদের মধ্যে অসৎ ব্যক্তিগণ দুনিয়াতে ক্ষমতা পরিচালনা না করিবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত হোজায়ফাহ্। —তিরমিজী

৫। কিয়ামত হইবে না যে পর্যন্ত দুনিয়াতে সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যশালী লোক মূর্খের সন্তান মূর্খ না হইবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত হোজায়ফাহ্। —তিরমিজী

৬। মানুষের উপর এমন সময় আসিবে যখন ধর্মভীরু লোক ঐ ব্যক্তির মত হইবে যে জ্বলন্ত অঙ্গার তাহার মুষ্টির ভিতর ধরিয়া রাখে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —তিরমিজী

৭। শেষ সময় এমন লোক উত্থিত হইবে যাহারা প্রকাশ্যে বন্ধু হইবে, কিন্তু গোপনে শত্রু হইবে। জিজ্ঞাসা করা হইলঃ তাহা কিরূপে হইবে? তিনি বলিলেনঃ একজন অন্যজনকে ভালবাসা এবং একজন অন্যজনকে ঘৃণার কারণে হইবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত মোয়াজ বিন্ জাবাল। —আবু দাউদ

৮। শেষ যমানায় আমার উম্মতদিগকে তাহাদের শাসনকর্তাগণ কষ্ট দিবে। যে আল্লাহ্র ধর্মকে স্বীকার করে এবং তাহার হাত, জিহ্বা এবং হৃদয়ের দ্বারা ইহার জন্য জেহাদ করে, এমন লোক ব্যতীত অন্য কেহই সে কষ্ট হইতে বাঁচিতে পারিবে না। এমন ধার্মিক লোকের পুরস্কার পূর্বেই নির্ধারিত হইয়াছে। আর ঐ লোক বাঁচিবে যে আল্লাহ্র ধর্ম স্বীকার করিয়া ইহা প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করে এবং ঐ লোক যে আল্লাহ্র ধর্ম স্বীকার করিয়া নীরব থাকে। সে কাহাকেও সৎকার্য করিতে দেখিলে তাহাকে ভালবাসে এবং অন্যায় কার্য করিতে দেখিলে তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। সে সমস্ত জিনিস গোপন রাখে বলিয়া নাযাত (মুক্তি) পাইবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত উমর। —বাইহাকী

৯। সময় দীর্ঘ হইলে তোমরা এমন লোক দেখিবে, যাহাদের হাতে গরুর লেজের মত লাঠি দেখিবে। তাহারা আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির ভিতর প্রাতঃকালে ভ্রমণ করিবে এবং আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির ভিতর তাহারা সন্ধ্যাকালে ফিরিয়া আসিবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

১০। যখন তোমাদের শাসনকর্তাগণ তোমাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট লোক হইবে এবং তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দানশীল হইবে এবং যখন তোমাদের পরস্পরের পরামর্শ মতে কাজ হইবে, তখন দুনিয়ার পৃষ্ঠ উহার তলদেশ হইতে তোমাদের জন্য অধিকতর উত্তম হইবে। ইহার বিপরীত অবস্থায় দুনিয়ার পৃষ্ঠদেশ হইতে তলদেশ তোমাদের জন্য উত্তম হইবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

১১। শেষ সময় এমন লোক বাহির হইবে যাহারা ধর্মের বিনিময়ে দুনিয়াকে ভালবাসিবে। তাহারা মেষচর্ম নির্মিত কোমল বস্ত্র পরিধান করিবে। তাহাদের বাক্য হইবে চিনি হইতেও মিষ্ট, কিন্তু তাহাদের অন্তর হইবে ব্যাঘ্রের অন্তরের মত। আল্লাহ্ বলিবেনঃ তোমরা কি আমার সহিত প্রতারণা কর, অথবা আমার বিরুদ্ধে সাহস কর? আমি আমার নামের শপথ করিতেছি। আমি নিশ্চয়ই তাহাদের ভিতর ঐ লোকদের উপর এমন বিপদ পাঠাইব যাহা জ্ঞানীগণকেও হয়রান করিবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

১২। যখন এই আয়াত নাযিল হইলঃ 'তোমার আত্মীয়গণকে সতর্ক করিয়া দাও।' রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কোরেশদিগকে ডাকিলেন। ছোট-বড় সকলেই সমবেত হইলে তিনি বলিলেনঃ হে বনু কায়াব! দোযখের অগ্নি হইতে তোমাদিগকে বাঁচাও; হে বনু আব্দ মোনাফ! দোযখের অগ্নি হইতে তোমাদিগকে বাঁচাও! এই ভাবে হে বনু হাশেম, হে বনু আবদুল মোত্তালিব! দোযখের অগ্নি হইতে তোমাদিগকে বাঁচাও। আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তোমাদের জন্য আমার কোন কর্তৃত্ব নাই। তোমাদের সঙ্গে আমার কেবল রক্তের সম্পর্ক আছে। তাহা আমি তাজার ন্যায় তাজা রাখিব। অন্য বর্ণনায়ঃ

হে সমবেত কোরেশগণ! তোমরা তোমাদের জন্য বেহেশ্ত ক্রয় কর। তোমাদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আমার কোনই কর্তৃত্ব নাই। হে বনু আবদ্ মোনাফ, হে আব্বাস, হে সুফিয়ান, হে ফাতিমা! আমার সম্পত্তি হইতে যত ইচ্ছা তত আমার নিকটে চাও, কিন্তু তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট আমার কোনই কর্তৃত্ব নাই।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

১৩। যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইলঃ 'তোমার নিকট-আত্মীয়গণকে সতর্ক করিয়া দাও।' রসূলুল্লাহ্ (দঃ) সাফা উপত্যকায় উঠিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেনঃ হে ফিহির, হে কোরেশগণের বংশধর, হে বনু আদী! তাহারা সকলেই সমবেত হইলে তিনি বলিলেনঃ আমি যদি তোমাদিগকে এই সংবাদ দেই যে, একদল অশ্বারোহী সৈন্য তোমাদিগকে আক্রমণ করার জন্য এই উপত্যকার পিছনে আছে, তোমরা কি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে? সকলে বলিলঃ হাঁ, কেন-না অভিজ্ঞতার দরুন তোমাকে সত্যবাদী ও বিশ্বাসী বলিয়াই জানি। তিনি বলিলেনঃ তাহা হইলে আমি তোমাদিকে ভীষণ শাস্তির আগমনের বিষয় সতর্ক করিয়া দিতেছি। আবু লাহাব বলিয়া উঠিলঃ তোমার হস্ত ধ্বংস হউক। অন্য বর্ণনায়ঃ তিনি ঘোষণা করিলেনঃ হে আবদ মোনাফের সন্তানগণ! নিশ্চয় আমার এবং তোমাদের তুলনা ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে শত্রুকে দেখিয়া তাহার পরিবারগণকে পূর্বেই সতর্ক করিতে যায়। তাহারা পূর্বে তাহাদের নিকট যাইতে পারে বলিয়া সে ভয় করে। তারপর সে চিৎকার করে, হে সাথীগণ, হায় আফসোস!

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

১৪। আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক হইবে, যাহারা রেশমী বস্ত্র, মদ এবং সঙ্গীত-যন্ত্রাদি হালাল (বৈধ) মনে করিবে। আর পাহাড়ের নিকটস্থ এলাকায় এমন লোক হইবে যাহাদের নিকট প্রাণীসকল প্রাতে চলিয়া আসিবে এবং তাহাদের একজন লোক তাহাদের নিকট ভিক্ষা চাহিলে বলিবে, কল্য আসিও। আল্লাহ্ তাহাদের উপর দিয়া রাত্রিটি অতিবাহিত করাইবেন এবং

উপত্যকাটি উল্টাইয়া দিবেন এবং যাহারা বাকী থাকিবে তাহাদিগকে কিয়ামত পর্যন্ত বানর এবং শূকরে পরিণত করিয়া রাখিবেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু আমের। —বোখারী

১৫। আমার এই উম্মতগণকে দয়া করা হইয়াছে। আখিরাতে তাহাদের শাস্তি হইবে না। তাহাদের শাস্তি এই দুনিয়াতেই হইবে—বিপদ-আপদ অশান্তি এবং হত্যা।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু মুসা। —আবু দাউদ

১৬। একদিন খোৎবাতে বলিলেনঃ সতর্ক হও। আমার প্রভু অদ্য যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা তোমরা জান না; তোমাদিগকে শিক্ষা দিতে আদেশ দিয়াছেন।—যে সম্পত্তি আমি আমার বান্দাকে দিয়াছি তাহা হালাল। আমি প্রত্যেক বান্দাকে ধর্মপ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু শয়তান আসিয়া ধর্ম হইতে অন্য পথে নিয়া যায় এবং আমি তাহাদের জন্য যাহা হালাল করিয়াছি, তাহা হারাম (অবৈধ) করে। শয়তান তাহাদিগকে আমার শরীক করিতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু আমি তাহাদিগকে এ বিষয়ে কোন ক্ষমতা দেই নাই। আল্লাহ্ পৃথিবীর বাসিন্দাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। সকলকেই পথভ্রান্ত দেখিলেন এবং আরব ও আজম (বিদেশী) উভয়ের অধিবাসীদের তাঁহার ক্রোধের অধীন রাখিয়াছেন। শুধু কিতাবপ্রাপ্ত লোকদিগকে বাদ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ আমি তোমাকে এবং তোমার মারফতে অন্যান্যকে পরীক্ষা করিবার জন্য তোমাকে পাঠাইয়াছি এবং আমি তোমার উপর এমন কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহা পানিতে নষ্ট করিবে না, হয় তুমি নিদ্রিত বা জাগ্রত হইয়া ইহা পাঠ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাকে কোরেশদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। আমি বলিলামঃ তাহা হইলে তাহারা আমার মস্তক বিদ্ধ করিবে এবং রুটির মত ইহাকে পিষিবে। তিনি বলিলেনঃ তাহারা তোমাকে যেরূপ তাড়াইয়া দিয়াছে, তদ্রূপ তুমিও তাহাদিগকে তাড়াও এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর। আমি তোমাকে অস্ত্র-শস্ত্র দিব। ব্যয় কর, তাহা হইলে তোমার জন্য ব্যয় করা হইবে। সৈন্য প্রেরণ কর,

তাহা হইলে আমরা তাহার পাঁচগুণ সৈন্য প্রেরণ করিব। যাহারা তোমাকে মানে, তাহাদের সাহায্যে যাহারা তোমাকে মানে না তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইয়াজ বিন্ হেমার। —মোসলেম

১৭। যেরূপ ভক্ষণকারীগণ একে অন্যকে ভক্ষণ-পাত্রের দিকে আহ্বান করে, তদ্রূপ অন্যান্য জাতিগণ তোমাদের বিরুদ্ধে একে অন্যকে আহ্বান করিবে। জিজ্ঞাসা করিলঃ আমরা তখন সংখ্যায় অল্প হইব? তিনি বলিলেনঃ না। তোমরা সংখ্যায় অধিক হইবে। কিন্তু তোমরা স্রোতের মুখে আবর্জনা স্বরূপ হইবে। আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুর অন্তর হইতে তোমাদের ভয় তুলিয়া নিবেন এবং তোমাদের হৃদয়ে ওহান নিক্ষেপ করিবেন। জিজ্ঞাসা করিলঃ ওহান কি? তিনি বলিলেনঃ দুনিয়ার জন্য মায়া এবং মরণে অনিচ্ছা।

বর্ণনায়ঃ হযরত সাওবান। —আবু দাউদ

আঙ্গুর ও খেজুরের রস সম্পর্কে

১। একটি পাত্র হইতে মধু, খেজুর, পানি ও দুগ্ধ মিশ্রিত 'নজিব' নামক পানীয় পান করিতে আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে দিয়াছিলাম।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর জন্য আমরা পানীয় পাত্রে নজিব প্রস্তুত করিয়া রাখিতাম। ভোরে নজিব প্রস্তুত করিলে তিনি উহা রাত্রে এবং রাত্রে প্রস্তুত করিলে ভোরে পান করিতেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —মোসলেম

৩। পানির মশকে নজিব প্রস্তুত করা হইত। মশকের অভাবে প্রস্তর নির্মিত পাত্রে প্রস্তুত করা হইত।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের। —মোসলেম

৪। আমি তোমাদিগকে মশক হইতে পান করিতে নিষেধ করিয়াছি, পানির মশক কোন দ্রব্যকে হালাল বা হারাম করিতে পারে না। যাহা নেশা জন্মায়, তাহা পান করা হারাম। অন্য বর্ণনায়: মশক ব্যতীত অন্য পাত্রে পান করিতে নিষেধ করিয়াছি। নেশা উৎপাদনকারী পানীয় ব্যতীত প্রত্যেক পাত্রের পানি পান কর।

বর্ণনায়: হযরত বোরাইদাহ্। —মোসলেম

৫। আমার উম্মতের ভিতর কতক লোক মদ পান করিবে তাহারা ইহাকে অন্য নাম দিবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু মালেক আনসারী। —ইবনে মাযাহ্

৬। সবুজ পাত্রে নজিব পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমি প্রশ্ন করিলাম: সাদা পাত্রে পান করিব কি? তিনি বলিলেন: না।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আবু আওফা। —বোখারী

আত্মহত্যা

আত্মহত্যা করা হারাম (মহাপাপ)। আত্মহত্যাকারী চিরকালই দোযখে থাকিবে।

১। যে পর্বত হইতে নিজেকে নিক্ষেপ করিয়া আত্মহত্যা করে, সে নিজেকে দোযখের অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। যে বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করে, সে বিষ হাতে লইয়া দোযখের ভিতরে তাহার স্বাদ গ্রহণ করিবে। যে বন্দুক দ্বারা আত্মহত্যা করে, সে বন্দুক হাতে লইয়া দোযখের ভিতর নিজের উদরে নিক্ষেপ করিবে এবং চিরকাল তথায় অবস্থান করিবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

২। যে শ্বাসরোধ করিয়া আত্মহত্যা করে, সে দোযখের আগুনে নিজ আত্মার শ্বাসরোধ করিবে এবং যে গুলীর দ্বারা আত্মহত্যা করে, সে দোযখের আগুনে নিজের প্রতি গুলী করিবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৩। তোমাদের পূর্ববর্তী একটি লোক আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া সহ্য করিতে না পারিয়া ছুরি দ্বারা তাহার হাত কাটিয়া ফেলিল। ফলে রক্ত প্রবাহিত হইয়া তাহার মৃত্যু হইল। আল্লাহ্ বলিলেন: আমার বান্দা নিজেই দ্রুত আমার নিকট আসিয়াছে। তাহার জন্য বেহেশ্তকে আমি হারাম (নিষিদ্ধ) করিয়াছি।

বর্ণনায়: হযরত যুন্দব। —বোখারী, মোসলেম

৪। তোফায়েল বিন্ আমের এবং দৌসী মদীনায় হিজরত করিয়া দৌসী পীড়িত হইয়া বিব্রত অবস্থায় কাঁচি দ্বারা হাতের গ্রন্থিগুলি কাটিয়া ফেলিল। রক্ত নির্গত হইয়া সে মারা গেল। অতঃপর তোফায়েল বিন্ আমের স্বপ্নে দেখিল: তাহার চেহারা সুন্দর কিন্তু হাত আবৃত। জিজ্ঞাসা করিল: প্রভু তোমাকে কি করিয়াছেন? সে বলিল: রসূলের নিকট হিজরত করার জন্য আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। প্রশ্ন করিল: তোমার হাত আবৃত কেন? সে বলিল: আমাকে বলা হইয়াছে, যাহা নষ্ট করিয়াছি তাহা ভাল হইবার নহে। এই কথা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জানাইলে তিনি বলিলেন: হে খোদা! তাহার দুই হাতকে ক্ষমা কর।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —মেশ্কাত

আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কর্তব্য

আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার জন্য ইসলামে কঠিন নির্দেশ রহিয়াছে। আত্মীয়তার বন্ধন রাখাই সৌভাগ্যের মূল এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করাই দুর্ভাগ্যের মূল। এই বন্ধনের শিথিলতাই পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবনতির কারণ হয়।

১। যে ইচ্ছা করে যে, তাহার উপার্জন বৃদ্ধি হউক এবং তাহার মৃত্যু বিলম্বে হউক, সে যেন তাহার আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

২। হযরত আবু তাল্হা আনসারদের মধ্যে খেজুরের সম্পদে সর্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন। মসজিদের সম্মুখের বিরহা উদ্যানটি তাহার নিকট অধিক

প্রিয় ছিল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) উক্ত উদ্যানে প্রবেশ করিয়া বিশুদ্ধ পানি পান করিতেন। যখন এই আয়াতটি নাযিল হইল—"তোমরা যাহা ভালবাস, তাহা ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই ধর্ম অর্জন করিতে পারিবে না।" আবু তাল্হা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন ঃ আমার ধন-সম্পত্তির মধ্যে বিরহা উদ্যানকে আমি অধিক প্রিয় মনে করি। মহান আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে আমি উহা দান করিলাম। ইহার পুরস্কার আমি আল্লাহ্র নিকট আশা করি। আল্লাহ্র নির্দেশানুসারে ইহাকে ব্যয় করুন। হযরত বলিলেন ঃ ধন্য, ধন্য। ইহা মূল্যবান সম্পত্তি। তুমি যাহা বলিয়াছ, শুনিয়াছি। আমি আশা করি, তোমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তুমি ইহা বণ্টন করিয়া দাও। আবু তাল্হা তাহার আত্মীয়-স্বজন ও চাচাত ভাইদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন।

বর্ণনায় ঃ হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ আমার পিতার পরিবার আমার প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন নহে। আমার বন্ধু আল্লাহ্ এবং মুমিনদের ভিতর ধার্মিক ব্যক্তি। কিন্তু তাহাদের সহিত যে আত্মীয়তা আছে, তাহা আমি হৃদ্যতার সহিত রক্ষা করিব।

বর্ণনায় ঃ হযরত আমর বিন্ আস্। —বোখারী, মোসলেম

৪। আল্লাহ্ সৃষ্টিকে সৃষ্টি করিলেন ; অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার বন্ধন যে রক্ষা করে, তাহার বন্ধন আমি রক্ষা করি ; তোমার বন্ধন যে ছিন্ন করে, আমি তাহার বন্ধন ছিন্ন করি।

বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ রহমান হইতে রহমের (দয়ার) উৎপত্তি। আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ যে তোমার বন্ধন রক্ষা করে, আমিও তাহার বন্ধন রক্ষা করি এবং যে তোমার বন্ধন ছিন্ন করে, আমিও তাহার বন্ধন ছিন্ন করি।

বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৬। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল ঃ আমার আত্মীয়-স্বজন রহিয়াছে। তাহাদের সহিত সদ্ভাব রাখিতে চাই, কিন্তু তাহারা আমার অপকার করে।

আমি তাহাদের প্রতি সদয়, কিন্তু তাহারা আমার প্রতি নির্দয়। তিনি বলিলেন: তুমি যেরূপ বল, তাহারা যদি তাহাই করে, তুমি যেন তাহাদিগকে উত্তপ্ত অঙ্গারের বটিকা দিতেছ এবং তুমি যত দিন এইরূপ ব্যবহার কর, ততদিন আল্লাহ্ হইতে তোমার সঙ্গে অনবরত একজন সাহায্যকারী থাকিবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৭। তোমাদের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কিরূপে আত্মীয়তার বন্ধন রাখিতে হয়, তাহা তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের নিকট হইতে শিক্ষালাভ কর, কেন-না আত্মীয়তার বন্ধন পরিবারের মধ্যে ভালবাসার উপায়, ধর্ম বৃদ্ধির উপকরণ এবং মৃত্যু বিলম্ব করার উপায়।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৮। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বলিল: আমার একটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) আছে। তিনি বলিলেন: তোমার নিজের জন্য ব্যয় কর। সে বলিল: আমার আর একটি দীনার আছে। তিনি বলিলেন: তোমার সন্তানগণের জন্য তাহা ব্যয় কর। সে বলিল: আমার আর একটি দীনার আছে। তিনি বলিলেন: তাহা তোমার স্ত্রীর জন্য ব্যয় কর। সে বলিল: আমার আর একটি দীনার আছে। তিনি বলিলেন: তাহা তোমার দাস বা খাদেমের জন্য ব্যয় কর। সে বলিল: আমার আর একটি দীনার আছে। তিনি বলিলেন: তুমিই ইহার ব্যয় সম্বন্ধে উত্তম জ্ঞাত আছ।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ, নেসায়ী

৯। রহম (দয়া) আরশের সহিত এই বলিয়া ঝুলিতেছে: যে আমার সহিত বন্ধন রাখে, আল্লাহ্ তাহার সহিত বন্ধন রাখেন এবং যে আমাকে কর্তন করিয়া ফেলে, তিনি তাহার সহিত বন্ধন কর্তন করিয়া ফেলেন।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

১০। কোন্ দান সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট? জিজ্ঞাসিত হইয়া রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: দরিদ্র্যকে দান। আত্মীয়কে প্রথম দান কর?

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

১১। যে অর্থ তুমি আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর, যে অর্থ দাস-দাসীর মুক্তিতে ব্যয় কর, যে অর্থ দরিদ্রের জন্য ব্যয় কর, যে অর্থ পরিবারের জন্য ব্যয় কর, সর্বাপেক্ষা অধিক সওয়াব ঐ অর্থের যাহা তুমি পরিবারের জন্য ব্যয় কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোবায়রা। —মোসলেম

১২। যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে, সে বেহেশ্‌তে যাইবে না।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের বিন্‌ মোতয়েম। —বোখারী, মোসলেম

১৩। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করিয়া চলিলেই যথেষ্ট হইবে না। একবার বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেলে পুনরায় উহা সংযোগ করাই প্রকৃত স্বজনপ্রীতি।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —বোখারী

১৪। মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ আমি আল্লাহ্‌, আমি রহমান। আমি রহম (আত্মীয়তার বন্ধন) সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমার নাম হইতে তাহা বাহির করিয়াছি। যে তাহার বন্ধন রাখে, আমিও তাহার বন্ধন রাখিব এবং যে উহা কর্তন করে, আমি তাহাকে ধ্বংস করিব।

বর্ণনায়ঃ হযরত আব্দুর রহমান বিন্‌ অউফ। —আবু দাউদ

১৫। বিদ্রোহ ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ব্যতীত আর অন্য কোনও গোনাহ্‌ নাই যাহার জন্য আখিরাতে শাস্তি অবধারিত থাকা সত্ত্বেও এই পৃথিবীতে তাহার শাস্তি হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু বাক্‌রাহ্‌। —আবু দাউদ

১৬। প্রশ্ন করা হইলঃ কে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবহার পাইবার যোগ্য? তিনি বলিলেনঃ তোমার আম্মা। তারপর কে? তোমার আম্মা। তারপর কে? তোমার আব্বা। অতঃপর তোমার নিকটতম আত্মীয় এবং তোমার নিকটতর আত্মীয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত বাহাজ বিন্‌ হাকিম। —তিরমিজী, আবু দাউদ

১৭। সর্ব প্রথমেই তিনি বলিলেনঃ হে মানবগণ! শান্তি স্থাপন কর, খাদ্য প্রদান কর, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা কর। যখন লোক নিদ্রিত থাকে তখন রাত্রিতে নামায পড়, তাহা হইলে শান্তির সহিত বেহেশ্‌তে যাইবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন্‌ সালাম। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ

১৮। দরিদ্রকে দান করিলে এক সওয়াব (পুণ্য) এবং আত্মীয়কে দান করিলে দ্বিগুণ সওয়াব হয়। (দান এবং আত্মীয়তা রক্ষা)।

বর্ণনায়ঃ হযরত সোলায়মান বিন্ আমের। —তিরমিজী, নেসায়ী, ইবনে মাযাহ্

১৯। একটি দাসীকে মুক্তি দিয়া রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট ইহা ব্যক্ত করা হইলে, তিনি বলিলেনঃ তুমি যদি এই অর্থ তোমার খালাকে দিতে তাহা তোমার অধিকতর সওয়াবের কারণ হইত।

বর্ণনায়ঃ হযরত ময়মুনা। —বোখারী, মোসলেম

২০। যখন আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে কোন ধন দেন, সে যেন প্রথমেই নিজের জন্য ও পরিজনবর্গের জন্য ব্যয় করে।

বর্ণনায়ঃ জাবের বিন্ সামেরাহ্। —মোসলেম

আন্তর্জাতিক আইন

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকাগণকে হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর। —বোখারী, মোসলেম

২। বৃদ্ধ কাফিরদিগকে হত্যা কর এবং তাহাদের বালক-বালিকাদিগকে হত্যা করিও না।

বর্ণনায়ঃ হযরত সামেরাহ্ বিন্ জুন্দব। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৩। আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্‌র সাহায্যে এবং আল্লাহ্‌র রসূলের ধর্মের উপরে অগ্রসর হও। অতি বৃদ্ধ, ছোট ছোট বালক-বালিকা এবং স্ত্রীলোকগণকে হত্যা করিও না। বিশ্বাসঘাতকতা করিও না। যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী সংগ্রহ কর। উপকার কর এবং দয়া দেখাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ উপকারকারীদিগকে ভালবাসেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —আবু দাউদ

৪। আমাদিগকে সৈন্যদলের সহিত পাঠাইয়া বলিলেন: যখন তোমরা মস্‌জিদ দেখ অথবা মুয়াজ্জিনের আযান শুন, তখন কাহাকেও হত্যা করিও না।

বর্ণনায়: হযরত এসাম মোজানী। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৫। আমি সাতটি যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর সহিত যোগদান করিয়াছি। পশ্চাতে থাকিয়া জিনিসপত্রের দেখাশুনা করিতাম, খাদ্য প্রদান করিতাম, আহতদিগের সেবা-শুশ্রূষা করিতাম এবং পীড়িতদিগের কাছে থাকিতাম।

বর্ণনায়: উম্মে আতিয়্যাহ। —মোসলেম

৬। কোন বৃহৎ বা ক্ষুদ্র সৈন্যদলের সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া, আল্লাহ্‌কে ভয় করিতে এবং অধিনস্থ মুসলমানদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে নির্দেশ দিয়া বলিতেন: আল্লাহ্‌র নামে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর। যাহারা আল্লাহ্‌কে অবিশ্বাস করিয়াছে, তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর। বিশ্বাসঘাতকতা করিও না, লুট করিও না, কান বা নাক কাটিও না, বালক-বালিকাগণকে হত্যা করিও না। কাফির শত্রুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনটি শর্ত গ্রহণ করিতে আহ্বান করিবে। যে কোন শর্ত যদি তাহারা গ্রহণ করে উহা কবুল করিবে এবং যুদ্ধে বিরত থাকিয়া ইসলামের দাওয়াত দিবে। যদি তাহারা তোমাকে জবাব দেয় তাহা কবুল করিও না। তাহাদের ঘর হইতে মোহাজিরদের ঘরে যাইতে নির্দেশ দিবে এবং সংবাদ দিবে যে, যদি তাহারা উহা করে তবে মোহাজিরগণ যাহা পাইবে উহারাও তাহা পাইবে এবং মোহাজিরগণ যাহা পাইবে না তাহারাও তাহা পাইবে না। তাহারা স্থানান্তরে যাইতে অস্বীকার করিলে তাহাদিগকে সংবাদ দিবে যে, তাহারা বেদুইন মুসলমান। বিশ্বাসীদিগকে যে শাস্তি দেওয়া হয়, তাহা তাহাদিগকে দেওয়া হইবে এবং মুসলমানদের সহিত একত্রে যুদ্ধ করা ব্যতীত যুদ্ধলব্ধ এবং বিনা যুদ্ধে লব্ধ সামগ্রীর মধ্যে তাহারা কিছুই পাইবে না। অস্বীকার করিলে তাহাদের নিকট (যুদ্ধের কর) জিজিয়া চাহিবে। রাজী হইলে তাহাদের নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিবে এবং যুদ্ধ বন্ধ করিবে। অস্বীকার করিলে আল্লাহ্‌র সাহায্য চাহিবে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে, যদি তোমাকে তাহাদের জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁহার

রসূলের জিম্মায় রাখিতে চায়, তবে আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের জিম্মায় তাহাদিগকে দিও না। তোমার এবং তোমার রসূলগণের জিম্মায় দিও। কেন-না, তোমার এবং তোমার রসূলগণের জিম্মা হইতে আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের জিম্মা ভঙ্গ করা অধিকতর কঠিন। যখন দুর্গের অধিবাসীগণকে অবরোধ কর এবং যদি তাহারা ইচ্ছা করে যে, আল্লাহ্র আদেশ অনুসারে তুমি তাহাদের নিকট চলিয়া আস, তবে তাহাদের নিকট আসিও না, তোমার আদেশ অনুযায়ী তাহাদিগকে তোমার নিকটে আসিতে বল। কেন-না, তুমি জান না যে, আল্লাহ্র হুকুম তাহাদিগকে অভিভূত করিবে বা করিবে না।

বর্ণনায়ঃ হযরত সোলায়মান। —মোসলেম

আমানত

আমানতের খেয়ানত বা বিশ্বাস-ভঙ্গ করা একটি বড় গোনাহ্। বিশ্বাসগুণ আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বিশ্বাস রক্ষার জন্যই পরম শত্রুদের নিকট হইতেও 'আল আমীন' বা বিশ্বাসী বলিয়া উপাধি পাইয়াছেন।

১। যে পর্যন্ত দুইজন শরীক একে অন্যের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা না করে, সে পর্যন্ত আমি তাহাদের ভিতর তৃতীয় শরীক হইয়া থাকি। যখন তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহাদের নিকট হইতে আমি চলিয়া যাই।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

২। বিশ্বাস করিয়া যে তোমার নিকট আমানত (গচ্ছিত) রাখে, তাহা তাহাকে দিয়া দিও; এবং যে তোমার সহিত বিশ্বাস-ভঙ্গ করে, তাহার সহিত বিশ্বাস-ভঙ্গ করিও না।

বর্ণনায় হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আবুল হাইসামকে প্রশ্ন করিলেনঃ তোমার খাদেম আছে কি? সে বলিলঃ না। তিনি বলিলেনঃ যখন যুদ্ধবন্দী আমাদের

নিকট আসে, তখন তুমি আসিও। দুইটি বালককে বন্দী করিয়া তাঁহার নিকট আনা হইলে তিনি বলিলেন: এই দুইজনের মধ্যে একজনকে পছন্দ করিয়া লও। সে বলিল: আপনিই আমাকে পছন্দ করিয়া দিন। তিনি বলিলেন: যাহার সহিত পরামর্শ করা হয়, তাহার প্রতি বিশ্বাস ন্যস্ত করা হয়; উহাকে গ্রহণ কর, আমি তাহাকে নামায পড়িতে দেখিয়াছি। তাহাকে সৎ উপদেশ দিও।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর মৃত্যুর পর আলায়া বিন্ হাজরার নিকট হইতে হযরত আবু বকরের নিকট প্রচুর ধন-রত্ন আসিয়া পেঁ ৗছিল, তিনি বলিলেন: রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট যাহার প্রাপ্য থাকে অথবা তিনি যাহাকে যাহা দান করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাকে আমার নিকট আসিতে বল। হযরত জাবের বলিলেন: রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাকে এই এই ধন দিতে প্রতিজ্ঞা কবিয়াছিলেন। তিন বার তিনি হস্ত প্রসারিত করিলেন। তিনি আমাকে এক বোঝা অর্থ দিলেন। গণনা করিয়া দেখিলাম ৫০০ দীনার। তিনি বলিলেন: ইহার দ্বিগুণ গ্রহণ কর।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —বোখারী, মোসলেম

৫। তিনি আমাদিগকে তেরটি অল্প-বয়স্ক উট দিতে আদেশ দিলেন। আমরা লইতে গেলে, তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইলাম এবং আমরা কিছুই পাইলাম না। হযরত আবু বকর দাঁড়াইয়া বলিলেন: তোমাদের যাহাকে যাহাকে রসূলুল্লাহ (দঃ) কিছু দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহাকে আসিতে বল। আমি তাঁহাকে এই সংবাদ জানাইলে তিনি আমাদিগকে উহা দিতে আদেশ দিলেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোজায়ফা। —তিরমিজী

৬। হযরত (দঃ) নবুয়তী প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে আমি তাঁহার বায়াত গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার নিকট হযরতের কিছু প্রাপ্য ছিল। নির্দিষ্ট স্থানে তাহা নিয়া আসিবার প্রতিজ্ঞা করিলাম, কিন্তু তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তিন দিন পর স্মরণ হইলে তথায় গিয়া দেখি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)

ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছেন। তিনি বলিলেন: তুমি আমাকে কষ্ট দিয়াছ। তিন দিন যাবৎ এইখানে তোমার অপেক্ষায় আছি।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্। —আবু দাউদ

৭। যখন কোন লোক তাহার ভ্রাতার নিকট ওয়াদা করিয়া উহা রক্ষা করিবার ইচ্ছা পোষণ করে, কিন্তু তাহা রক্ষা করিতে অপারগ হয় বা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে পারে না, তাহার কোন গোনাহ্ হইবে না।

বর্ণনায়: হযরত যায়েদ বিন আকরাম। —আবু দাউদ, তিরমিজী

৮। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা বড় আমানত। অন্য বর্ণনায়: আল্লাহ্‌র নিকট পদ মর্যাদায় সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট লোক ঐ ব্যক্তি হইবে যে, স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিয়া এবং স্ত্রীও তাহার সহিত সহবাস করিয়া সেই গোপন কথা প্রকাশ করে।

বর্ণনায়: হযরত আবু দাউদ। —মোসলেম

৯। যখন কোন লোক কথা বলিয়া গোপন রাখিবার জন্য তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করে, ইহা আমানত।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —তিরমিজী, আবু দাউদ

১০। যখন আল্লাহ্‌র পথে কাহাকেও বিশ্বাসঘাতকতা করিতে দেখ, তাহার জিনিসপত্র পুড়িয়া ফেল এবং তাহাকে প্রহার কর।

বর্ণনায়: হযরত উমর। —তিরমিজী, আবু দাউদ

১১। তিনটি মজলিস ব্যতীত অন্য সকল মজলিসই বিশ্বাসের সহিত করা হয়: অন্যায়ভাবে হত্যার, হারাম গুপ্তঅঙ্গ সম্ভোগের অথবা অন্যায় ভাবে ধন-সম্পত্তি আত্মসাতের মজলিস।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —আবু দাউদ

১২। তোমার ভ্রাতাকে তুমি যদি এমন সংবাদ দাও যাহা সে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু তুমি তাহা অসত্য বলিয়া জান, তাহা হইলে উহা তোমার চরম বিশ্বাসঘাতকতা হইবে।

বর্ণনায়: হযরত সুফিয়ান। —আবু দাউদ

আযান

নামাযের পূর্বে আযান দেওয়া হয়। ইহা তাওহীদের বিজয় ঘোষণা। আযানের সাহায্যে বিশ্ববাসীকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য ডাকা হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, মোহাম্মদ তাঁহার রসূল, নামাযে আস, মুক্তির পথে আস, আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য নাই। নিদ্রা হইতে নামায উত্তম।

১। ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের অনুকরণে অগ্নি ও ঘণ্টার প্রস্তাব করা হইলে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বেলালকে সমান সংখ্যায় আযান এবং বেজোড় সংখ্যায় ইকামত বলিতে আদেশ করিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

২। তিনি বলিলেনঃ বল, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ (৪ বার), আমি সাক্ষ্য দিতেছি আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই (২ বার), আমি সাক্ষ্য দিতেছি মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল (২ বার)। অতঃপর তিনি আবার বলিলেনঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই (২ বার), নামাযে আস (২ বার), মুক্তির জন্য আস (২বার), আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ (২বার), আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই (১ বার)। ঠিক এইরূপ আমাকে আযান শিক্ষা দিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু মাহ্‌জুরা। —মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সময় আযানের প্রত্যেক বাক্য দুই বার বলা হইত এবং ইকামত এক বার। শুধু তিনি বলিতেন, নামায শুরু হইয়াছে (২ বার)।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —আবু দাউদ, নেসায়ী

৪। রসূলুল্লাহ্ ১৯টি শব্দে আযান এবং ১৭টি শব্দে ইকামত শিক্ষা দিয়াছিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু মাহ্‌জুরা। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৫। আমাকে ফজরের নামাযের আযান দিতে বলিলেন। আমি আযান দিলাম। বেলাল ইকামত দিতে চাহিলে তিনি বলিলেন: যেয়াদ আযান দিয়াছে। যে আযান দেয় সে-ই ইকামত পড়িবে।

বর্ণনায়: হযরত যেয়াদ। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৬। মদীনায় মুসলমানগণ একত্র হইত। নামাযের সময় নির্ধারিত ছিল সেই জন্য কেহ আযান দিত না। একদিন এই বিষয় কথা হইল। একজন বলিল: খ্রীষ্টানদের ঘণ্টা ধ্বনির ন্যায় ধ্বনি কর। অন্য জন বলিল: ইহুদীদের শিঙ্গায় ফুঁকের ন্যায় ফুঁক দাও। হযরত উমর বলিলেন: তোমাদের নামাযে ডাকিবার জন্য কোন লোককে ঘোষণা করিতে বলিবে না? রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: হে বেলাল! উঠ এবং নামাযের জন্য আযান দাও।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নামাযের জন্য একটি ঘণ্টা প্রস্তুত করিতে বলিলেন। আমি স্বপ্নে দেখিলাম এক ব্যক্তি একটি ঘণ্টা নিয়া আমার নিকট আসিল। আমি বলিলাম: হে আবদুল্লাহ্! তুমি কি এই ঘণ্টাটি কিনিবে? প্রশ্ন করিল: ইহা দিয়া তুমি কি করিবে? বলিল: নামাযের জন্য ইহা দ্বারা আহ্বান কবিব। তিনি বলিলেন: ইহা হইতেও কি উত্তম পথ তোমাকে দেখাইব না? আমি বলিলাম: হাঁ। তিনি বলিলেন: আল্লাহু আকবর—শেষ পর্যন্ত ইকামতও এইরূপ বলিবে। ভোরে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকটে আসিয়া স্বপ্নের কথা প্রকাশ করিলাম। তিনি বলিলেন: খোদার মর্জি ইহা সত্য স্বপ্ন। তুমি যাহা দেখিয়াছ বেলালের নিকট বল এবং তদ্দ্বারা আযান দিতে বল, তাহার স্বর তোমার স্বর অপেক্ষা উচ্চ। আমি গিয়া বেলালকে শিক্ষা দিলাম। সে তদ্দ্বারা আযান দিতে লাগিল। হযরত উমর ঘরে বসিয়া শুনিতে পাইয়া চাদর টানিয়া বাহিরে আসিলেন এবং বলিলেন: হে আল্লাহ্র রসূল। যিনি আপনাকে সত্য ধর্মসহ পাঠাইয়াছেন তাঁহার শপথ, সে যাহা স্বপ্নে দেখিয়াছে, আমিও তাহাই দেখিয়াছি। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ যায়েদ। —আবু দাউদ, ইব্নে মাযাহ্

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বেলালকে দুই অঙ্গুলী কর্ণের ভিতরে রাখিতে আদেশ দিলেন এবং বলিলেন : ইহা স্বরকে উচ্চ করিবে।

বর্ণনায় : হযরত আবদুর রহমান। —ইব্‌নে মাযাহ্

৯। আমি বলিলাম : হে আল্লাহ্‌র রসূল। আমাকে আযানের সুন্নত শিক্ষা দিন। ললাট মুছিয়া তিনি বলিলেন : তুমি বলিবে, আল্লাহু আকবর (৪বার) তদ্দ্বারা তোমার স্বর উচ্চ হইবে। আবার বলিবে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই (২বার), আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল (২বার) তখন তোমার স্বরকে নত করিবে। অতঃপর শাহাদাতের সময় তোমার স্বরকে নত করিবে। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নাই (২ বার), নামাযে আস (২ বার), মুক্তির জন্য আস (২ বার)। ফজরের নামাযের সময় বলিতাম, নিদ্রা হইতে নামায উত্তম (২ বার), আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ (২ বার), আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নাই (১ বার)।

বর্ণনায় : হযরত আবদুর রহমান। —আবু দাউদ

১০। ফজরের নামায ব্যতীত অন্য কোন নামাযের সময় আযানের কথা বার বার বলিও না।

বর্ণনায় : হযরত বেলাল। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বেলালকে বলিয়াছেন : যখন তুমি আযান দাও, ইহাকে দীর্ঘ কর ; যখন তুমি ইকামত পড়, তাড়াতাড়ি কর। আযান এবং ইকামতের মধ্যে এতটুকু সময় অপেক্ষা কর, একজন ভোজনকারী যেন তাহার খাদ্য শেষ করিতে পারে, একজন পানকারী যেন তাহার পান শেষ করিতে পারে, একজন মলমূত্র ত্যাগকারী যেন তাহার কার্য শেষ করিয়া আসিতে পারে এবং আমাকে না দেখা পর্যন্ত নামাযে দাঁড়াইও না।

বর্ণনায় : হযরত জাবের। —তিরমিজী

১২। আমি ফজরের নামাযের জন্য রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত বাহির হইয়া আসিলাম। তিনি যে ব্যক্তির নিকট দিয়া গিয়াছেন তাহাকে নামাযের জন্য ডাকিলেন, অথবা পায়ের দ্বারা তাহাকে নাড়িলেন।

বর্ণনায় : হযরত আবু বাক্‌রা। —আবু দাউদ

আযানের নিয়মাবলী

রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সময় শেষ রাত্রে দুইটি আযান দেওয়া হইত। তাহাজ্জুদ বা সেহেরীর সময় এবং ফজরের নামাযের জন্য সোবেহ্ সাদেকে।

১। বেলাল রাত্রিতে ঘোষণা করিত, খাও এবং পান কর। এমন কি সে ইবনে উম্মে মাক্তুমকেও ডাকিত। ইবনে উমর বলেনঃ ইবনে উম্মে মাকতুম অন্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আযান দিতেন না, যে পর্যন্ত না তাহাকে বলা হইত যে, ভোর করিয়া ফেলিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

২। মুসলমানদের দুইটি বিষয় মুয়াজ্জিনদের ঘাড়ে ঝুলিয়া রহিয়াছে। তাহাদের রোযা এবং নামায।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —ইবনে মাযাহ্

৩। বেলালের আযান যেন তোমাদের সেহেরী খাইতে বাধা না দেয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত সামেরাহ্ বিন্ জুনদুব। —মোসলেম

৪। আমি এবং আমার চাচাত ভাই রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকটে আসিলে তিনি বলিলেনঃ যখন তোমরা সফরে যাইবে আযান দিবে এবং ইকামত বলিবে। তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড় তাহাকে ইমাম কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত মালেক বিন্ হুয়াইরিস্। —বোখারী

৫। আমাদিগকে বলিলেনঃ আমাকে যেরূপ নামায পড়িতে দেখ, তদ্রূপ নামায পড়। যখন নামাযের সময় হয়, তোমাদের ভিতর কেহ যেন আযান দেয়, যে বড় সে যেন ইমাম হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত মালেক বিন্ হুয়াইরিস্। —বোখারী, মোসলেম

৬। যখন নামাযের ইকামত বলা হয়, তখন তোমরা দৌঁড়াইয়া আসিবে না; হাঁটিয়া আসিও যেন তোমাদের উপর শান্তি ও গাম্ভীর্য বিরাজ করে। যাহা তোমরা পাইবে পড়িবে এবং যাহা পাইবে না তাহা পরে পূর্ণ কর।

মোসলেমের বর্ণনায় আছে : তোমাদের কেহ যদি নামাযের জন্য বাহির হয়, তখন সে নামাযেই থাকে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৭। খয়বরের যুদ্ধ হইতে ফিরিবার সময় রাত্রে চলিতেছিলেন। যখন তিনি পরিশ্রান্ত হইলেন, বেলালকে বলিলেন : আমাদের জন্য রাত্রির প্রতি লক্ষ্য রাখিও। অতঃপর বেলাল নামায পড়িল যাহা তাহার পক্ষে সম্ভব হইল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এবং সাহাবীগণ নিদ্রিত ছিলেন। ভোর নিকটবর্তী হইলে বেলাল সূর্য উদয়ের দিকে মুখ করিয়া স্বীয় উটের গায়ে হেলান দিলে তাহার চক্ষুদ্বয় নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। যে পর্যন্ত না সূর্য-কিরণ আসিয়া তাহাদের গায়ে লাগিল ততক্ষণ কেহই জাগরিত হইলেন না। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-ই প্রথম জাগরিত হইয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন : ওহে বেলাল! বেলাল বলিল : যাহা আপনাকে পরাভূত করিয়াছে তাহাই আমাকেও পরাভূত করিয়াছে। তিনি বলিলেন : উট আগে টান। উট আগে টানা হইলে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) অযু করিলেন, বেলালকে আদেশ দিলেন : বেলাল ইকামত বলিলেন। অতঃপর তিনি নামায পড়াইলেন। নামায শেষে বলিলেন : যে নামায পড়িতে ভুলিয়া যায়, তাহার স্মরণ হইলে সে যেন তাহা পড়ে; কেন-না আল্লাহ্ বলিয়াছেন : আমারই স্মরণের জন্য নামায কায়েম কর।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৮। যখন নামাযের ইকামত বলা হয়, যে পর্যন্ত তোমরা আমাকে বাহির হইতে না দেখ, সে পর্যন্ত দাঁড়াইও না।

বর্ণনায় : হযরত আবু কাতাদাহ্। —বোখারী, মোসলেম

আযানের ফজিলত

১। বিচারের দিন মুয়াজ্জিনগণের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ গর্দান (ঘাড়) হইবে।

বর্ণনায় : হযরত মাবিয়া। —মোসলেম

২। যখন নামাযের আযান হয়, শয়তান পিছনে চলিয়া যায়। এতদূরে চলিয়া যায় যেন আযানের শব্দ শুনিতে না পায়। আযান শেষ হইলে

সম্মুখে আসে। কিন্তু আবার যখন তকবীর বলা হইতে থাকে পিছনে পলাইতে থাকে, তকবীর শেষ হইলে পুনরায় ফিরিয়া আসে এবং মনের ভিতরে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং বলে: ইহা স্মরণ কর, অমুক বিষয় স্মরণ কর। অবশেষে মানুষ এমন হইয়া যায়, সে বলিতে পারে না কত রাকাত নামায পড়িয়াছে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৩। ইমাম জামিনদার, মুয়াজ্জিন আমানতদার। হে আল্লাহ্! ইমামদিগকে হেদায়েত কর এবং মুয়াজ্জিনগণকে ক্ষমা কর।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ, তিরমিজী

৪। মুয়াজ্জিনকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে এবং স্বরের দূরত্ব পর্যন্ত সমস্ত সজীব ও নির্জীব দ্রব্য তাহার জন্য সাক্ষ্য দিবে। যে তাহা শুনিয়া নামায পড়িতে আসিবে, তাহার জন্য পঁচিশ নামাযের সওয়াব লেখা হয় এবং উভয় নামাযের মধ্যকার গোনাহ্ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্

৫। আমরা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত ছিলাম। বেলাল আযান দিল। আযান শেষে তিনি বলিলেন: যে বিশ্বাসের সহিত এইরূপ বলিবে, সে বেহেশ্‌তে যাইবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —নেসায়ী

৬। মুয়াজ্জিনের স্বর যতদূর যাইবে উহার মধ্যকার জিন, মানুষ ইত্যাদি যে কেহ শুনিবে, কিয়ামতের দিন তাহার জন্য সাক্ষ্য দিবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু সঈদ খুদ্‌রী। —বোখারী

৭। যখন কোন মুয়াজ্জিনকে আযান দিতে শুনিবে, জবাবে সে যাহা বলে তাহার অনুরূপ বল এবং আমার প্রতি দরূদ পড়িবে। যে আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠায় আল্লাহ্ তাহার জন্য দশ বার রহমত (অনুগ্রহ) করেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র নিকট আমার জন্য ওয়াছিলা প্রার্থনা কর, উহা হইতেছে বেহেশ্‌তে একটি উচচ পদ যাহা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একটি মাত্র বান্দা

ভিন্ন অন্য কাহারও জন্যে নহে। আমি আশা করি, আমিই হইব সেই জন। অতএব আমার জন্য যে ওয়াছিলা প্রার্থনা করে, তাহার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) হালাল হয়।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —মোসলেম

৮। মুয়াজ্জিনের কথার পরে যে ব্যক্তি কথাগুলি অন্তরের সহিত বলে, সে বেহেশ্‌তে যাইবে। 'আল্লাহু আকবর' (আল্লহ শ্রেষ্ঠ, মহান) বলিলে, আল্লাহু আকবর' বলা। 'আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নাই' বলিলে, তাহা বলা। 'আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল' বলিলে, তাহা বলা। 'নামাযে আস' বলিলে, আল্লাহ্‌র সাহায্য ও শক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, বলা। মুক্তির পথে আস বলিলে, আল্লাহ্‌র সাহায্য ও শক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, বলা। 'আল্লাহু আকবর' বলিলে, তাহা বলা। 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই' বলিলে, তাহা বলা।

বর্ণনায়: হযরত উমর। —মোসলেম

৯। বিচারের দিন তিন ব্যক্তি মেশ্‌কের (মৃগনাভির) স্তূপের উপর থাকিবে; (১) ঐ দাস যে আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য এবং স্বীয় মনিবের প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করে; (২) ঐ ব্যক্তি যে লোকের নেতা হয় এবং তাহারা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং (৩) ঐ ব্যক্তি যে দিবারাত্রে পাঁচ বার আযান দেয়।

বর্ণনায়: হযরত উমর। —তিরমিজী

১০। যে ব্যক্তি আযান শুনিয়া বলে: হে আল্লাহ্! এই পূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু! তুমি মোহাম্মদ (দঃ)-কে ওয়াছিলা ও মর্যাদা দান কর এবং "মকামে মাহ্‌মুদে" (সর্বোচ্চ সম্মানের স্থানে) তাঁহাকে পেঁাছাও যাহার ওয়াদা তুমি করিয়াছ। কিয়ামতের দিন তাহার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজেব হইবে।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —বোখারী

১১। শয়তান যখন নামাযের আযান শুনে, সে রাওহা স্থান (মদীনা হইতে ৩৬ মাইল দূরে) পর্যন্ত চলিয়া যায়।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —মোসলেম

১২। প্রভাতে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতেন। যদি আযান শুনিতেন তবে বিরত থাকিতেন, অন্যথায় আক্রমণ চালাইতেন। একদা এক ব্যক্তিকে বলিতে শুনিলেন: আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর। তিনি বলিলেন: ইসলামের উপর আছ। সে বলিল: আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। তিনি বলিলেন: তুমি দোযখ হইতে বাঁচিয়া গেলে। সকলে তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিলেন, সে একজন মেষ বা ছাগ পালক।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —মোসলেম

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আযান ও ইকামতের মধ্যকার দোয়া ফিরাইয়া দেওয়া হয় না।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —আবু দাউদ, তিরমিজী

১৪। যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের আযান শুনিয়া বলিবে: আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই এবং মোহাম্মদ তাঁহার বান্দা ও রসূল। আমি আল্লাহ্‌কে প্রভু, মোহাম্মদকে রসূল ও ইসলামকে ধর্মরূপে পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। তাহার গোনাহ্ মাফ করা হইবে।

বর্ণনায়: হযরত সায়াদ বিন্ আবি ওক্কাস। —মোসলেম

১৫। দুই আযানের ভিতরে (আযান ও ইকামত) এক নামায, দুই আযানের ভিতর এক নামায। তৃতীয় বার তিনি বলিলেন: যে চাহে তাহার জন্য।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মোগফল। —বোখারী

১৬। যে ব্যক্তি সওয়াবের (পুণ্যের) আশা করিয়া ৭ বৎসর আযান দেয় তাহার নাম দোযখের আগুন হইতে মুক্ত বলিয়া লেখা হয়।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —তিরমিজী, ইব্নে মাযাহ্

১৭। পর্বত শিখরে দাঁড়াইয়া যে একা আযান দিয়া নামায পড়ে, তোমার প্রভু তাহার প্রতি সন্তুষ্ট। তখন আল্লাহ্ বলেন: আমার এই বান্দার

প্রতি লক্ষ্য কর। আমাকে ভয় করিয়া আযান দেয়, নামায পড়ে। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করিলাম এবং তাহাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাইব।
বর্ণনায়ঃ হযরত ওকাবা বিন্‌ আমের। —আবু দাউদ, নেসায়ী

১৮। আমি বলিলামঃ আমাকে আমার গোত্রের ইমাম বা নেতা নিযুক্ত করুন। তিনি বলিলেনঃ তুমি তাহাদের নেতা, তাহাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিও যেন তোমাকে অনুসরণ করে এবং এমন একজন মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করিও যে আযানের বিনিময়ে মজুরী গ্রহণ করিবে না।
বর্ণনায়ঃ হযরত উসমান বিন্‌ আবিল আস্‌। —আবু দাউদ, নেসায়ী

১৯। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) আমাকে মাগরিবের আযানের সময় বলিতে শিক্ষা দিয়াছেনঃ হে খোদা! ইহা তোমার রাত্রের আগমন, তোমার দিনের প্রস্থান এবং তোমার মুয়াজ্জিনের আযানের সময়। আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও।
বর্ণনায়ঃ হযরত উম্মে সালমাহ্‌। —আবু দাউদ

২০। বেলাল ইকামত বলিতে আরম্ভ করিল। যখন বলিলঃ আরম্ভ হইয়াছে, তখন রসূলুল্লাহ্‌ বলিলেনঃ আল্লাহ্‌ ইহাকে কায়েম এবং বরাবর স্থায়ী করুন এবং তিনি সমস্ত ইকামতে হযরত উমরের বর্ণিত হাদীস বলিলেন।
বর্ণনায়ঃ হযরত আবু ওমামাহ্‌। —আবু দাউদ

২১। দুইটি জিনিস অগ্রাহ্য হয় না অথবা কম অগ্রাহ্য হয়, (১) আযানের সময়ের দোয়া, (২) যুদ্ধের সময়ের দোয়া। অন্য বর্ণনায়ঃ বৃষ্টি পড়িবার সময় নীচে থাকাকালীন দোয়া।
বর্ণনায়ঃ হযরত সহল বিন্‌ সাদ। —আবু দাউদ

২২। এক ব্যক্তি বলিলঃ আমাদের অপেক্ষা মুয়াজ্জিনগণ অধিক মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। তিনি বলিলেনঃ তাহারা যাহা বলে তাহা বল। যখন শেষ কর প্রার্থনা কর, তোমাকেও দেওয়া হইবে।
বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন আমর। —আবু দাউদ

২৩। মুয়াজ্জিনকে যখন শাহাদাত বলিতে শুনিতেন, তখন তিনি বলিতেন: আর আমিও আর আমিও।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —আবু দাউদ

২৪। যে বার বৎসর পর্যন্ত আযান দেয়, বেহেশত তাহার জন্য ওয়াজেব হয় এবং প্রত্যেক দিনই তাহার জন্য ৬০টি নেকী লেখা হয় এবং প্রত্যেক ইকামতের জন্য ৩০টি নেকী।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে ওমর। —ইবনে মায়াহ্

আরাফতে এবং মুযদালিফাতে অপেক্ষা করা

১। মিনা হইতে আরাফতে যাইবার পথে জিজ্ঞাসা করা হইল: এই দিনে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত কি করিতেন? বলিলেন: আমাদের মধ্যে কেহ কেহ লাব্বায়েক (দাস উপস্থিত হইয়াছে) বলিত এবং কেহ কেহ তকবীর বলিত, তাহা নিষেধ করা হয় নাই।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —বোখারী মোসলেম

২। আমি এইখানে কোরবানী করিয়াছি এবং মিনার প্রত্যেক স্থানই কোরবানীর স্থান। তোমাদের তাবুর ভিতর জবেহ কর। আমি এইখানে এবং আরাফতে অপেক্ষা করিয়াছি। ইহার প্রত্যেক স্থানই অপেক্ষা করিবার স্থান। আমি এইখানে এবং মুযদালিফায় অপেক্ষা করিয়াছি এবং ইহার প্রত্যেক স্থানই অপেক্ষা করিবার স্থান।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —মোসলেম

৩। আরাফতের প্রত্যেক স্থানই অপেক্ষার স্থান, মিনার প্রত্যেক স্থানই কোরবানীর স্থান এবং মুযদালিফার প্রত্যেক স্থানই অপেক্ষার স্থান। মক্কার প্রত্যেক গলিই পথ এবং কোরবানীর স্থান।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —আবু দাউদ

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মুযদালিফা হইতে শান্তভাবে রওয়ানা হইলেন এবং লোকজনকেও শান্তভাবে রওয়ানা হইতে আদেশ দিলেন। তিনি

মোহাচ্ছের উপত্যকার পার্শ্ব দিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন। তাহাদিগকে খাজ্‌ফের পাথরের ন্যায় পাথর মারিতে আদেশ দিলেন এবং বলিলেন: হয় ত এই বৎসরের পর আমি তোমাদিগকে দেখিতে পাইব না।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —বোখারী

৫। আরফার (পরিচয়ের) দিনের মত এমন কোন দিন নাই যেদিন আল্লাহ্ দোযখের আগুন হইতে এত অধিক সংখ্যক বান্দাকে মুক্ত করেন। তিনি ক্ষমা লইয়া নিকটে আসেন এবং তাহাদের সহিত ফিরেশ্‌তাগণ হইতে প্রশংসাবাদ গ্রহণ করেন। তিনি বলেন: এই লোকগণ কি চায়?

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —মোসলেম

৬। কোরেশগণ ও যাহারা তাহাদের ধর্মের অনুসারী, তাহারা মুযদালিফায় অবস্থান করিত এবং তাহাদের নাম ছিল 'হুমস্' (সাহসী)। অন্যান্য আরবগণ আরাফতে থাকিত। ইস্‌লামের আবির্ভাব ইহার নবীকে আরাফতে আসিতে এবং তথায় অপেক্ষা করিতে এবং তথা হইতে (ফিরিয়া) যাইতে আদেশ দিয়াছেন। কেন-না, আল্লাহ্ বলিয়াছেন: তারপর লোকজন যেখান হইতে ফিরিয়া আসে, সেখান হইতে ফিরিয়া আস।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৭। আমি আরফার দিনে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে খচ্চরের উপর আরোহণ করিয়া দুই রেকাবের (পাদানের) উপর দাঁড়াইয়া লোকদিগকে সম্বোধন করিতে দেখিয়াছি।

বর্ণনায়: হযরত খালেদ। —আবু দাউদ

৮। সর্বাপেক্ষা উত্তম দোয়া আরাফতের দিনের দোয়া এবং আমি যাহা বলিয়াছি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ যাহা বলিয়াছেন তন্মধ্যে সর্বোত্তম বাক্য: আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই। তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই। রাজত্ব তাঁহারই, প্রশংসা তাঁহারই এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিশালী।

বর্ণনায়: হযরত আমর বিন্ শোয়ায়েব। —তিরমিজী

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) রাত্রে তাঁহার উম্মতগণের জন্য ক্ষমা চাহিলেন। তাঁহাকে বলা হইল: আমি অত্যাচারী লোক ব্যতীত অন্যান্যকে ক্ষমা করিয়াছি, কেন-না আমি তাহার নিকট হইতে অত্যাচারিত লোকের জন্য সওয়াব লইব। তিনি বলিলেন: হে প্রভু! তুমি যদি ইচ্ছা কর, অত্যাচারিতকে বেহেশ্‌ত দান কর, এবং জালিমকে ক্ষমা কর। রাত্রে ইহার কোন জবাব দেওয়া হইল না। প্রাতঃকাল পর্যন্ত মুযদালিফায় অপেক্ষা করিলেন। তিনি আবার এই দোয়া চাহিলেন এবং তিনি যাহা চাহিলেন তাহা কবুল হইলে হাসিয়া উঠিলেন। হযরত আবু বকর ও হযরত উমর তাঁহাকে বলিলেন: আমাদের পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হউক, ইহা এমন এক সময় যখন আপনি হাসিতে পারেন না। কি জিনিস আপনাকে হাসাইয়াছে? আল্লাহ্ আপনার দন্তসমূহকে হাসিতে দিন। তিনি বলিলেন: যখন আল্লাহ্‌র শত্রু শয়তান জানিল যে, মহান আল্লাহ্ আমার দোয়া কবুল করিয়াছেন এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা করিয়াছেন, সে মাটি লইয়া মাথায় মাখিতে লাগিল এবং ইহাকে ভয় ও ধ্বংসের দ্বারা লানত করিতে লাগিল। যে যে নিরুৎসাহ হইয়াছিল, তাহা আমাকে হাসাইয়াছে।

বর্ণনায়: হযরত আব্বাস। —ইব্‌নে মাযাহ্

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কোরবানীর রাত্রে উম্মে সালেমাকে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি ফজরের পূর্বে জামরাতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলেন এবং দ্রুত চলিয়া গেলেন। সেইদিন তিনি তাঁহার সঙ্গে অবস্থান করিয়াছিলেন।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —আবু দাউদ

১১। ওসামা বিন্ যায়েদকে জিজ্ঞাসা করা হইল: রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বিদায়-হজ্জ শেষ করিতে তিনি কিরূপ সফর করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন: তিনি দ্রুত আরোহণ করিয়া চলিয়াছেন এবং উন্মুক্ত স্থান দেখিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

বর্ণনায়: হিশাম বিন্ ওরওয়াহ্। —বোখারী, মোসলেম

১২। আরাফতের দিন রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। পিছন হইতে একটি উচচ শব্দ ও উষ্ট্রকে প্রহারের শব্দ

শুনিতে পাইলেন। তিনি তাঁহার যষ্টি দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন এবং বলিলেন : হে লোক সকল ! তোমরা নীরব থাক, দৌড়াদৌড়িতে ধর্ম নাই।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী

১৩। ওসামা্ বিন্ যায়েদ আরাফত হইতে মুযদালিফাহ্ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর পশ্চাতে আরোহী ছিলেন। ফজল মুযদালিফাহ্ হইতে মিনা পর্যন্ত তাঁহার পশ্চাতে ছিলেন। উভয়ই বলিয়াছেন : রসূলুল্লাহ্ (দঃ) জামরায়ে আকাবাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত 'লাব্বায়েক' বলিয়াছিলেন।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

১৪। ফজল বিন্ আব্বাস পিছনে আরোহী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন : আরাফতে রাত্রি ও মুযদালিফাতে প্রাতঃকাল সম্বন্ধে প্রত্যাবর্তনকারী লোকদিগকে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছিলেন : শান্তভাবে যাও। তখন তিনি উষ্ট্রকে চালনা হইতে বিরত করিয়া ছিলেন। মিনাতে মোহাচ্ছের নামক স্থানে নামিয়া বলিলেন : তোমরা খাজাফ হইতে প্রস্তর খণ্ড জামরাতে নিক্ষেপের জন্য লও। জামরাতে প্রস্তর নিক্ষেপ না করা পর্যন্ত তিনি 'লাব্বায়েক' বলা হইতে বিরত হন নাই।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস। —মোসলেম

১৫। মুযদালিফায় রাত্রি যাপন কালে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদিগকে গর্দভের পৃষ্ঠে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি আমাদের উরুতে ধাক্কা দিয়া বলিলেন : হে পুত্রগণ ! সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত জামরাতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিও না।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস। —আবু দাউদ, নেসায়ী, ইবনে মাযাহ্

১৬। উমরাহ্কারী বা আবাসে বসবাসকারী পাথরখানা স্পর্শ না করা পর্যন্ত 'লাব্বায়েক' বলিতে থাকিবে।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস। —আবু দাউদ

১৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়িয়াছিলেন। প্রত্যেক নামাযে ইকামত পড়িয়াছিলেন। উভয়ে নামাযের মধ্যে বা প্রত্যেক নামাযের শেষে তিনি তস্বীহ পড়েন নাই।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে উমর। —বোখারী

১৮। মুযদালিফায় একত্রে দুই নামায মাগরিব ও এশা ব্যতীত আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে কোন নামায নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত পড়িতে দেখি নাই। সেই দিন তিনি সময়ের পূর্বে ফজরের নামায পড়িয়াছিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ। —বোখারী

১৯। আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত দ্রুত আরোহণ করিয়া গিয়াছিলাম। মুযদালিফায় পেঁাছা পর্যন্ত তাঁহার পদদ্বয় মাটি স্পর্শ করে নাই। শরীদকে বলিতে শুনিয়াছি।

বর্ণনায়ঃ ইয়াকুব বিন্ আসেম। —আবু দাউদ

আরিয়াত

বিনা টাকায় কোন সম্পত্তি ধার বা বন্দোবস্ত দেওয়াকে আরিয়াত বলে। এই ব্যবস্থায় মূল সম্পত্তি ফেরত পাওয়া যায়।

১। আরিয়াত দিতে হয়, মিনহা ফেরত যোগ্য এবং ঋণ পরিশোধনীয় এবং জামিনদার ও খাতক (দায়ী)।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু ওমামা। —তিরমিজী, আবু দাউদ

২। হোনাইনের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) একটি বর্ম ধার করিয়াছিলেন। প্রশ্ন হইলঃ ইহা কি বলপূর্বক লওয়া হইয়াছে? তিনি বলিলেনঃ রেহানাবদ্ধ ঋণ।

বর্ণনায়ঃ হযরত উমাইয়াহ বিন্ সাফওয়ান। —আবু দাউদ

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আবু তাল্হার মানদুব নামক ঘোড়াটি চাহিলেন এবং সওয়ার হইলেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি বলিলেনঃ আমরা কিছুই দেখিলাম না। ইহাকে সাগর স্বরূপ দেখিলাম। হযরত আনাস বলেনঃ (ইহাতে) মদীনায় একদা আতঙ্কের সৃষ্টি হইল।

বর্ণনায়ঃ হযরত কাতাদাহ্। —বোখারী, মোসলেম

আল্লাহ্‌র-ওয়াস্তে কাজ

মুসলমান মাত্রেবই প্রত্যেকটি কাজেব উদ্দেশ্য হইবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধান। যে কাজেব উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌ব সন্তুষ্টি বিধান নহে, উহা ধর্মের কাজ হইলেও উহা সাংসাবিক কর্ম বলিযা গণ্য হইবে এবং যে কাজেব উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌ব সন্তুষ্টি বিধান উহা সাংসাবিক কর্ম হইলেও উহা ধর্মের ও ইবাদতেব কাজ বলিযা গণ্য হইবে।

১। যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট কবিযা আল্লাহ্‌ব সন্তুষ্টি চায, মানুষ হইতে তাহাকে বক্ষা কবিবাব জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। যে আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট কবিযা মানুষের সন্তুষ্টি চায, আল্লাহ্‌ তাহাকে মানুষেব নিকট অর্পণ কবেন।

বর্ণনায: হযবত আয়েশা ও হযবত মাবিয়া। —তিবমিজী

২। বিচাবেব দিন সর্বপ্রথম শহীদকে বিচাবেব জন্য আনাইযা তাহাকে প্রদত্ত নিযামতেব কথা স্মবণ কবাইয়া দেওয়া হইবে। সে তাহা চিনিতে পাবিবে। তাহাকে জিজ্ঞাসা কবা হইবে: তুমি উহা দ্বাবা কি কবিয়াছ? সে বলিবে: শহীদ না হওযা পর্যন্ত তোমাব জন্য যুদ্ধ কবিযাছি। আল্লাহ্‌ বলিবেন: তুমি মিথ্যাবাদী; তুমি বীর বলিযা অভিহিত হওযাব জন্য যুদ্ধ কবিযাছ এবং তাহা তোমাকে বলা হইযাছে। অতঃপব আল্লাহ্‌ব নির্দেশে নিম্নমুখী কবিয়া তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ কবা হইবে। অতঃপব যে ব্যক্তি বিদ্যা শিক্ষা কবিযাছে এবং শিক্ষা দিযাছে ও কুবআন পাঠ কবিযাছে তাহাকে আনাইযা যাবতীয় নিযামতেব কথা স্মবণ কবাইযা দিযা জিজ্ঞাসা কবিবেন: তুমি উহা দ্বাবা কি কবিযাছ? সে বলিবে: আমি বিদ্যা শিক্ষা কবিযাছি ও শিক্ষা দিযাছি এবং তোমাব জন্য কুবআন পাঠ কবিযাছি। আল্লাহ্‌ বলিবেন: তুমি মিথ্যাবাদী, তুমি বিদ্যার্জন কবিযাছ আলেম বলিযা পবিচিত হইবার জন্য এবং কুবআন পাঠ কবিযাছ কাবী (কুবআন পাঠক) বলিয়া পবিচিত হইবাব জন্য। তোমাব সে পবিচয হইযাছে। অতঃপব আল্লাহ্‌ব নির্দেশানুসাবে দোযখে নিক্ষেপ কবা হইবে। অতঃপব ঐ ব্যক্তিকে ডাকা হইবে যাহাকে সচ্ছলতা ও বিভিন্ন প্রকাবেব ধন-সম্পত্তি প্রদান কবা

হইয়াছিল। তাহাকে প্রদত্ত যাবতীয় নিয়ামতের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন: তুমি উহা দ্বারা কি করিয়াছ? সে বলিবে: তুমি যে পথে খরচ করা ভালবাস, তোমার জন্য ব্যয় করিতে আমি কোন পথ বাকী রাখি নাই। আল্লাহ্ বলিবেন: তুমি মিথ্যাবাদী। তুমি ব্যয় করিয়াছ নিজেকে দানবীর (শ্রেষ্ঠ দাতা) বলিয়া পরিচিত হওয়ার জন্য এবং তোমার সে পরিচয় হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্র নির্দেশানুসারে তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৩। তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ্র কর্তব্য: (১) চুক্তিবদ্ধ দাস যে মুক্তিপণ দিতে ইচ্ছা করে, (২) বিবাহিত ব্যক্তি যে মোহরানা দিতে ইচ্ছা করে, এবং (৩) আল্লাহ্র পথে মুজাহিদ।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী, নেসায়ী

৪। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করে, যে পর্যন্ত দুগ্ধ ওলানে পুনরায় ফিরিয়া না আসে সে পর্যন্ত দোযখের আগুন তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। আল্লাহ্র পথে ধূলাবালি এবং দোযখের বাষ্প কোন বান্দার উপর সংযুক্ত হইবে না।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৫। 'যব্বুল হোজন' হইতে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা কর। প্রশ্ন করা হইল: যব্বুল হোজন কি? তিনি বলিলেন: ইহা ঐ জাহান্নামের একটি উপত্যকা। জাহান্নাম (নরকের নাম) প্রত্যহ চারি হাজার বার ইহা হইতে আশ্রয় চায়। প্রশ্ন করা হইল: কাহারা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিবে? তিনি বলিলেন: ঐ সকল কুরআন পাঠকারী যাহারা নিজেদের কাজ প্রদর্শন করে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

৬। যেদিন আল্লাহ্র ছায়া ব্যতীত অন্য ছায়া থাকিবে না, সেইদিন আল্লাহ্ সাত ব্যক্তিকে ছায়া দান করিবেন। (১) সুবিচারক ইমাম। (২) আল্লাহ্র ইবাদতে পরিশ্রমকারী যুবক। (৩) মস্জিদ হইতে বাহির হইয়া

পুনরায় ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত যাহার মন মসজিদেই আকৃষ্ট থাকে ; (৪) যে দুই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য পরস্পরকে ভালবাসে, মিলিত হয় এবং পৃথক হয় ; (৫) যে ব্যক্তি অন্তরের সহিত আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং দুই চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হয় ; (৬) যে ব্যক্তি বংশ-মর্যাদাসম্পন্ন এবং সুন্দরী রমণী আহ্বান করিলে বলে : আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি এবং (৭) যে ব্যক্তি দান করিয়া এমন ভাবে গোপন রাখে যে, তাহার দক্ষিণ হস্ত যাহা দেয়, বাম হস্ত তাহা জানে না ।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা । —বোখারী, মোসলেম

৭ । আল্লাহ্‌ ক্রোধের কতকাংশ ভালবাসেন এবং কতকাংশ ভালবাসেন না । সন্দেহজনক বিষয় ক্রোধ ভালবাসেন এবং সন্দেহমুক্ত বিষয় ক্রোধ ভালবাসেন না । অহংকারেরও যুদ্ধের বিষয় অহংকার ও দান করার সময় অহংকার আল্লাহ্‌ ভালবাসেন। বংশের অহংকার এবং অন্য বর্ণনায় : বিদ্রোহের অহংকার ভালবাসেন না ।

বর্ণনায় : হযরত জাবের বিন্‌ আতিক । —আবু দাউদ, আহমদ, নেসায়ী

৮ । দুই বিন্দু ও দুই ক্ষতের চাইতে অন্যকিছু আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয় নহে । (১) আল্লাহ্‌র ভয়ে অশ্রু বিন্দু এবং আল্লাহ্‌র পথে প্রবাহিত রক্ত বিন্দু । (২) আল্লাহ্‌র পথে ক্ষত ও ফরয পালনে ক্ষত ।

বর্ণনায় : হযরত আবু ওমামা । —তিরমিজী

৯ । দোযখের অগ্নি দুইটি চক্ষুকে স্পর্শ করিতে পারিবে না । যে চক্ষু আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দন করে এবং যে চক্ষু আল্লাহ্‌র পথে পাহারায় রাত্র অতিবাহিত করে ।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস । —তিরমিজী

১০ । সাহাবীগণকে বলিলেন : আল্লাহ্‌র নিকট যথাযথভাবে বিনম্র হও । তাঁহারা বলিলেন : আমরা আল্লাহ্‌র নিকট অতি বিনম্র এবং যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য । তিনি বলিলেন : তাহা নয়, বরং যে আল্লাহ্‌র নিকট

অতি বিনম্র হয়, সে যেন মস্তক এবং উহাতে যাহা আছে তাহা সংরক্ষণ করে এবং সে যেন উদর এবং উহাতে যাহা আছে তাহা সংরক্ষণ করে এবং সে যেন মৃত্যু এবং ধ্বংসকে স্মরণ করে। যে ইহা করে, সে-ই আল্লাহ্‌র নিকট প্রকৃত বিনম্র হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে মসউদ। —তিরমিজী

১১। আল্লাহ্‌ তিন ব্যক্তিকে ভালবাসেন এবং তিন ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন। (১) এক সম্প্রদায়ের নিকট এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে ভিক্ষা চাহিল কিন্তু তাহারা ভিক্ষা দিতে অস্বীকার করিল। একজন পিছনে সরিয়া তাহাদের সাহায্য লইয়া গোপনে প্রদান করিল। আল্লাহ্‌ এবং দাতা ব্যতীত এই দানের কথা অন্য কেহই জানে না। (২) একদল লোক সারা রাত্র ভ্রমণে কাটাইয়া যখন নিদ্রা অন্যান্য আরামের চাইতে অধিক আরামদায়ক বোধ হয়, তখন তাহারা মাথা রাখিল (অর্থাৎ নিদ্রার জন্য শুইয়া পড়িল)। একজন দাঁড়াইয়া আল্লাহ্‌র প্রশংসাবাদ ও আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ করিতেছিল। (৩) এক ব্যক্তি সৈনিক থাকাকালীন শত্রুর সাক্ষাৎ হইল এবং তাহাকে আক্রমণ করিল। সে নিহত বা জয়ী হওয়া পর্যন্ত বক্ষ পাতিয়া অগ্রসর হইল। ঘৃণিত তিন ব্যক্তিঃ (১) বৃদ্ধ জেনাকার; (২) গর্বিত দরিদ্র এবং (৩) অত্যাচারী ধনী।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবুজর। —তিরমিজী, নেসায়ী

আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা ও ঘৃণা

আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক প্রিয় কার্য আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা এবং ঘৃণা অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রসূলের আদিষ্ট কাজের জন্য ভালবাসা এবং তাঁহাদের নিষিদ্ধ কার্যকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করা। মুমিন মুসলমানকে অবশ্যই ইহার অনুকরণ বা অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে।

১। বিচারের দিন আল্লাহ্‌ বলিবেনঃ আমার গৌরবের জন্য পরস্পর পরস্পরকে কে ভালবাসিয়াছে? আজ আমার ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া নাই, তাহাদিগকে আমার ছায়ায় আশ্রয় দিব।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

২। যখন আল্লাহ্‌ কোন বান্দাকে ভালবাসেন, জিব্রাঈলকে ডাকিয়া বলেন : আমি অমুককে ভালবাসি। তুমিও অমুককে ভালবাস। জিব্রাঈল তাহাকে ভালবাসে এবং আকাশে ঘোষণা করে : আল্লাহ্‌ অমুককে ভালবাসেন, তোমরাও তাহাকে ভালবাস। আকাশের বাসীন্দাগণ তাহাকে ভালবাসিতে থাকে এবং তাহার দোয়া দুনিয়াতে কবুল হইতে থাকে। আল্লাহ্‌ যখন কোন বান্দাকে ঘৃণা করেন, তিনি জিব্রাঈলকে ডাকিয়া বলেন : আমি অমুককে ঘৃণা করি, তুমিও তাহাকে ঘৃণা কর। জিব্রাঈল তাহাকে ঘৃণা করে এবং আকাশের বাসীন্দাদের ডাকিয়া ঘোষণা করে যে, আল্লাহ্‌ অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন, তোমরাও তাহাকে ঘৃণা কর। তাহারা ঘৃণা করিতে থাকে এবং পৃথিবীতে তাহার জন্য ঘৃণার সৃষ্টি হয়।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৩। মানুষ তাহার বন্ধুর ধর্মভুক্ত। সুতরাং কাহারও সহিত বন্ধুত্ব করিতে হইলে ইহা যেন তোমাদের লক্ষ্য থাকে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজী

৪। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল : যে তাহার কওমকে না দেখিয়াও ভালবাসে, তাহার সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? তিনি বলিলেন : যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার দলভুক্ত।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে মসউদ। —বোখারী, মোসলেম

৫। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল : কিয়ামত কখন হইবে? তিনি বলিলেন : তোমার জন্য দুঃখ। তুমি ইহার বিষয় কি চিন্তা করিয়াছ? সে বলিল : আমি কিছুই চিন্তা করি নাই। আমি আল্লাহ্‌কে ভালবাসি এবং তাঁহার রসূলকে ভালবাসি। তিনি বলিলেন : তুমি যাঁহাদিগকে ভালবাস, তাঁহাদের সঙ্গে থাকিবে। আনাস বলেন : ইস্‌লামের পরে মুসলমানদিগকে এই সংবাদ ব্যতীত অন্য কিছু শুনিয়া এত সন্তুষ্ট হইতে দেখি নাই।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলেন : আল্লাহ্‌ বলিয়াছেন, যাহারা আমার জন্য অপরকে ভালবাসে, মজলিস করে, একে অপরের নিকটে বসবাস করে

এবং একে অপরের জন্য ব্যয় করে, তাহাদের জন্য আমার ভালবাসা সুনিশ্চিত। অন্য বর্ণনায়ঃ আমার গৌরবের জন্য যাহারা পরস্পরকে ভালবাসে, তাহাদের জন্য আলোর মিম্বর হইবে। নবী এবং শহীদগণ তাহাদিগকে ঈর্ষা করিবেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত মোয়াজ বিন্ জাবাল। —মালেক, তিরমিজী

৭। আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে এমন লোক আছে যাহারা নবী বা শহীদ নহে, অথচ নবী ও শহীদগণ পদ-মর্যাদার জন্য কিয়ামতে ঈর্যা করিবে। প্রশ্ন করা হইল ঃ আমাদিগকে সংবাদ দিন তাহারা কাহারা ? তিনি বলিলেনঃ তাহারা ঐ লোকগণ যাহাদের পরস্পর রক্তের বা সম্পত্তির কোন সম্পর্ক না থাকিলেও একে অপরকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসে। তাহাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইবে। তাহারা আলোয় অবস্থান করিবে। যখন লোকে ভয় করে, তখন তাহারা ভয় করে না, যখন লোকে দুঃখিত হয়, তখন তাহারা দুঃখিত হয় না। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এই আয়াত পাঠ করিলেনঃ 'সতর্ক হও! আল্লাহ্‌র বন্ধুগণের কোন ভয় বা দুঃখ নাই।'

বর্ণনায় ঃ হযরত উমর। —আবু দাউদ

৮। মুমিন ব্যতীত অন্য কাহাকেও সঙ্গী করিও না, ধর্মভীরু ব্যতীত অন্য কাহাকেও তোমার খাদ্য দিও না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু সঈদ। —তিবমিজী, আবু দাউদ

৯। যখন কোন লোক তাহার ভ্রাতার (লোকের) সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, সে যেন তাহার নাম, পিতার নাম ও কোন্ বংশে জন্ম, তাহা জিজ্ঞাসা করে, তাহাতে ভালবাসার বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

বর্ণনায় ঃ হযবত এযিদ বিন্ নোয়ামাহ্। —তিরমিজী

১০। যখন কোন লোক তাহার ভ্রাতাকে ভালবাসে, সে যেন ভালবাসার কথা তাহাকে জ্ঞাপন করে।

বর্ণনায় ঃ হযরত মেকদাম। —আবু দাউদ, তিরমিজী

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তোমরা কি জান, আল্লাহ্‌র নিকট কোন্ কার্য উত্তম? একজন বলিলঃ নামায এবং যাকাত। অন্যজন

বলিল : জেহাদ। তিনি বলিলেন : আল্লাহ্‌র নিকট উত্তম কার্য আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা এবং তাঁহারই জন্য ঘৃণা করা।

বর্ণনায় : হযরত আবুজর। —আহমদ, আবু দাউদ

১২। তিনি বলিলেন : তোমাদের মধ্যে কে উত্তম তাহা কি তোমাদিগকে জানাইব না? সকলে বলিল : হাঁ। তিনি বলিলেন : তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিগণ উত্তম যাহাদিগকে দেখিলে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়।

বর্ণনায় : হযরত আসমাযা। —ইব্‌নে মাযাহ্

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) দুই ব্যক্তির মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। উহাদের মধ্যে একজন আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়, অপর জন সপ্তাহ দিনের মধ্যে মারা যায়। তাহার জন্য দোয়া চাহিলে, তিনি বলিলেন : তোমরা কি চাহিলে? তাহারা বলিল : আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া চাহিলাম, যেন তিনি তাহাকে ক্ষমা করেন, যেন তিনি তাহার প্রতি সদয় হন এবং তাহার বন্ধুর সহিত মিলাইয়া দেন। তিনি বলিলেন : একজনের নামাযের তুলনায় অন্য জনের নামায কোথায় এবং তাহার কার্যের তুলনায় অন্য জনের কার্য কোথায় বা তাহার রোযার তুলনায় তাহার রোযা কেথায়? উভয়ের মধ্যে আসমান-যমিন প্রভেদ।

বর্ণনায় : হযরত ওবায়েদ বিন্ খালেদ। —আবু দাউদ, নেসায়ী

আল্লাহ্‌র দয়া

আল্লাহ্ অসীম দয়াময়। প্রত্যেকের কর্তব্য সর্বদা আল্লাহ্‌র দয়া ভিক্ষা করা। তাঁহার দয়া ব্যতীত মুক্তির কোন সম্ভাবনা নাই।

১। তিনি বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌র ১০০টি দয়া আছে। উহা হইতে একটি দয়া জিন, মানুষ, পশুপক্ষী এবং কীট-পতঙ্গের জন্য অবতীর্ণ করিয়াছেন। সেই জন্যই তাহাদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা আছে; তাহারা একে অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে। প্রাণিগণ তজ্জন্যই বাচচাদের প্রতি স্নেহ করে। আল্লাহ্ ৯৯টি দয়া রাখিয়া দিয়াছেন। কিয়ামতে তদ্দ্বারা তাঁহার বান্দাগণকে দয়া করিয়া দেখাইবেন।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

২। তিনি বলিয়াছেন: আল্লাহ্ যখন সৃষ্টি করিলেন, তিনি লিখিলেন: নিশ্চয়ই আমার দয়া আমার ক্রোধকে অতিক্রম করিয়াছে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৩। তিনি বলিয়াছেন: যদি কোন মুমিন জানিত যে আল্লাহ্র নিকট কত শাস্তি রহিয়াছে, কেহই বেহেশ্তের আশা করিত না। যদি কোন মোশরেক জানিত যে আল্লাহ্র নিকট কত দয়া আছে, কেহই বেহেশ্তের আশা হইতে নিরাশ হইত না।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৪। তিনি বলিয়াছেন: তোমাদের কাহারও আমল তাহাকে বাঁচাইবে না। প্রশ্ন করা হইল: আপনাকেও না? তিনি বলিলেন: আমাকেও না, শুধু আল্লাহ্ আমাকে তাঁহার দয়া দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। কাজেই সৎ এবং মিতাচারী হইবে। প্রাতে, সন্ধ্যায় ও রাত্রের একাংশে প্রার্থনা করিবে। ইচ্ছা করিও! ইচ্ছা করিও! তবেই লক্ষ্যে পৌঁছিবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৫। তিনি বলিয়াছেন: এক ব্যক্তি তাহার পরিবারবর্গের কোন উপকার করে নাই। অন্য বর্ণনায়: সে আত্মার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে। সে মৃত্যু-শয্যায় সন্তানগণকে বলিল: যখন সে মারা যাইবে, তাহাকে পোড়াইয়া ফেলিবে এবং অর্ধেক রাখিবে স্থলে এবং অর্ধেক সমুদ্রে ফেলিবে। আল্লাহ্র শপথ যদি তাহার ভাগ্যে থাকে, আল্লাহ্ এমন শাস্তি দিবেন যাহা দুনিয়াতে অন্য কাহাকেও তিনি দিবেন না। সে যখন মারা গেল, নির্দেশানুযায়ী তাহারা তাহাই করিল। আল্লাহ্ সমুদ্রকে আদেশ দিলেন এবং তাহাতে যাহা ছিল সংগ্রহ করিল। তিনি স্থলকে আদেশ দিলেন এবং তাহাতে যাহা ছিল সংগ্রহ করিল। অতঃপর আল্লাহ্ তাহাকে বলিলেন: তুমি কেন ইহা করিয়াছিলে? সে বলিল: হে প্রভু! তোমার ভয়ে এবং তুমিই উত্তম জান। আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৬। তিনি বলিয়াছেন : বেহেশ্‌ত তোমাদের জুতার ফিতা হইতেও অধিক নিকটে এবং দোযখও তদ্রূপ।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে মসউদ। —বোখারী

৭। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)-এর নিকট একটি শিশুবন্দী আসিলে, একটি বন্দিনী মেয়েলোক দৌড়াইয়া আসিল। তাহার স্তন দুধে পূর্ণ ছিল। যখন সে তাহার শিশুটিকে পাইল, বুকে লইয়া স্তন পান করাইতে লাগিল। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) আমাদিগকে বলিলেন : তোমরা কি মনে করিতে পার যে, এই স্ত্রীলোকটি শিশুটিকে আগুনে ফেলিতে পারে? আমরা বলিলাম : না সে তাহা পারে না। তিনি বলিলেন : বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র স্নেহ, এই শিশুর প্রতি এই স্ত্রীলোকটির স্নেহের চাইতেও অধিক।

বর্ণনায়ঃ হযরত উমর। —বোখারী

৮। তিনি বলিয়াছেন : তোমাদের কাহারও আমল আল্লাহ্‌র দয়া ব্যতীত তাহাকে বেহেশ্‌তে নিয়া যাইবে না বা তাহাকে বা আমাকে দোযখ হইতে বাঁচাইবে না।

বর্ণনায় : হযরত জাবের। —মোসলেম

৯। তিনি বলিয়াছেন : কোন বান্দা যখন ইস্‌লাম গ্রহণ করে এবং ইস্‌লামকে উত্তমরূপে আমল করে, ইস্‌লাম গ্রহণের পূর্বের তাহার গোনাহ্‌ আল্লাহ্‌ মাফ করেন। অতঃপর প্রত্যেক সৎ কার্যের জন্য ১০ হইতে ৭০০ গুণ এমন কি আরও অনেক গুণ সওয়াব তাহাকে দেওয়া হয়। তাহার প্রত্যেক মন্দ কার্যের জন্য আল্লাহ্‌ ক্ষমা না করিলে উহারই ন্যায় একটি শাস্তি দেওয়া হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু সাঈদ। —বোখারী

১০। তিনি বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌ পাপ ও পুণ্য সৃষ্টি করিয়াছেন। যে একটি পুণ্য কাজ করিতে ইচ্ছা করে কিন্তু পরে তাহা করে না, আল্লাহ্‌ তাহার জন্য একটি পূর্ণ সওয়াব লিখেন। যদি সে করিতে ইচ্ছা করে এবং করে, আল্লাহ্‌ তাহার জন্য ১০ হইতে ৭০০ বা আরও অধিক গুণ সওয়াব লিখেন। যে একটি মন্দ কাজ করিতে ইচ্ছা করে কিন্তু সে তাহা করে না,

আল্লাহ্ তাহার জন্য একটি পূর্ণ সওয়াব লিখেন। যদি সে করিতে ইচ্ছা করে এবং করে, আল্লাহ্ তাহার জন্য একটি মাত্র গোনাহ্ লিখেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী

১১। এক ব্যক্তি একটি চাদর এবং হাতে কিছু নিয়া আসিয়া বলিলঃ আমি একটি ঘন গাছের সারির নিকট দিয়া যাইবার সময় পাখীর ছানার শব্দ শুনিতে পাইলাম। উহাদিগকে ধরিয়া চাদরে লইলাম। উহাদের মাতা আমার মাথার চতুর্দিকে ঘুরিতে লাগিল। আমি উহাদিগকে রাখিয়া দূরে গেলে, উহাদের মাতা কাছে নামিয়া পড়িল। আমি উহাদিগকে চাদর দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিলাম এবং উহারা আমার নিকট আছে। তিনি বলিলেনঃ উহাদিগকে রাখিয়া দাও। আমি রাখিয়া দিলে উহাদের মাতা উহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিল না। তিনি বলিলেনঃ তোমরা কি এই পাখীর ছানাদের প্রতি মাতার স্নেহ দেখিয়া আশ্চর্য বোধ কর? যিনি আমাকে সত্য-বাণী সহ পাঠাইয়াছেন তাঁহার শপথ, এই ছানাদের জন্য মাতার যেরূপ স্নেহ আল্লাহ্র বান্দাদের জন্য তাঁহার স্নেহ আরও অধিক। যে স্থান হইতে উহাদিগকে লইয়া আসিয়াছ, সেখানে রাখিয়া আস। অতঃপর সে উহাদিগকে রাখিয়া আসিল।

বর্ণনায়ঃ হযরত আমের। —আবু দাউদ

১২। আমরা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত এক জেহাদে ছিলাম। তিনি একটি কওমের নিকট দিয়া যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেনঃ এই কওম কাহারা? তাহারা বলিলঃ আমরা মুসলমান। একট স্ত্রীলোক একটি কড়াইয়ের নীচে আগুন জ্বালিতে ছিল। কাছে তাহার সন্তান ছিল। আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে সন্তানকে এক পার্শ্বে লইয়া গেল। হযরত সেখানে আসিলে, সে জিজ্ঞাসা করিলঃ আপনি কি আল্লাহ্র রসূল? তিনি বলিলেনঃ হাঁ। সে বলিলঃ আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হউক। আল্লাহ্ কি দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু নহে? তিনি বলিলেনঃ হাঁ। সে বলিলঃ শিশুর জন্য মায়ের যত স্নেহ, বান্দার জন্য কি আল্লাহ্র স্নেহ অধিক নহে? তিনি বলিলেনঃ হাঁ। সে বলিলঃ কোন মাতা কি তাহার

সন্তানকে আগুনের মধ্যে দেখিতে চায়? তখন রসূলুল্লাহ্ কাঁদিয়া উঠিলেন। অতঃপর তিনি মাথা তুলিয়া বলিলেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বান্দাদের গোনাহ্‌র জন্য তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন না। কিন্তু যাহারা অবাধ্য, বিদ্রোহী, আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং "এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই" এই কথা বলিতে অস্বীকার করে, তাহাদের শাস্তি হইতে পারে।

বর্ণনায়: হযবত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর। —ইবনে মাযাহ্

আল্লাহ্‌র দিদার

১। যখন বেহেশ্‌তীগণ বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে, আল্লাহ্ বলিবেন: তোমরা এমন জিনিস আকাঙ্ক্ষা কর যাহা বেশী করিয়া দিতে পারি। তাহারা বলিবে: তুমি কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল কর নাই? তুমি কি আমাদের বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাও নাই এবং দোযখ হইতে রক্ষা কর নাই? অতঃপর পর্দা উঠান হইবে এবং তাহারা আল্লাহ্‌র মুখ দেখিতে পাইবে। প্রভুর প্রতি দৃষ্টির চাইতে আর কিছুই তাহাদের নিকট অধিক সন্তোষজনক হইবে না। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন: 'যাহারা সৎকার্য করে, তাহাদের জন্য পুরস্কার এবং আরও কিছু অতিরিক্ত রহিয়াছে।

বর্ণনায়: হযরত সোহায়েব। —মোসলেম

২। বেহেশ্‌তে যে সর্বাপেক্ষা নিম্ন পদমর্যাদা প্রাপ্ত হইবে, এক হাজার বৎসরের পথের দূরত্ব পর্যন্ত তাহার উদ্যান থাকিবে। উহাতে স্ত্রী, মাল-পত্র, চাকর এবং গালিচার প্রতি সে দৃষ্টিপাত করিবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি যে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবে। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন: 'তখন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইবে, প্রভুর দিকে তাহারা দৃষ্টিপাত করিবে।'

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর। —তিরমিজী

৩। যখন বেহেশ্‌তবাসীগণ আনন্দে মগ্ন থাকিবে, হঠাৎ একটি আলো তাহাদের নিকট আসিয়া পড়িবে। মাথা উঁচু করিয়া দেখিবে যে, তাহাদের

প্রভু নিকটে আসিতেছেন। তিনি বলিবেন : হে বেহেশ্তবাসীগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি। শান্তি দয়ালু প্রভুর পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা। অতঃপর তিনি তাহাদের প্রতি দৃষ্টিদান করিবেন এবং তাহারাও তাঁহার দিকে দেখিবে। যে পর্যন্ত তিনি তাহাদিগকে দেখিবেন, তাহারা অন্য কিছুর প্রতি দৃষ্টি দিবে না। অতঃপর তিনি পর্দার আড়ালে যাইবেন কিন্তু তাহার আলোক বাকী থাকিবে।

বর্ণনায় : হযরত জাবের। —ইবনে মাযাহ্

৪। "তিনি দুই ধনুর দূরত্ব হইতেও নিকটে গেলেন অথবা আরও নিকটে," অথবা আল্লাহ্‌র এই আয়াত: "হৃদয় মিথ্যা জানিল না যাহা তিনি দেখিয়াছেন" এবং তাঁহার আয়াত: "তিনি তাঁহার প্রভুর বড় বড় চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলেন।" তিনি বলিলেন : এই সকল আয়াতে তিনি জিব্রাঈলকে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার ৬০০ ডানা আছে। অন্য বর্ণনায় : "হৃদয় মিথ্যা জানে নাই যাহা সে দেখিয়াছে"—রসূলুল্লাহ্ (দঃ) জিব্রাঈলকে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার পরিধানে মূল্যবান বস্ত্র ছিল। তিনি আসমান ও যমিন জুড়িয়াছিলেন। অন্য বর্ণনায় : "তিনি তাঁহার প্রভুর বড় বড় নিদর্শন দেখিয়াছেন।" তিনি মূল্যবান বস্ত্র দেখিয়াছিলেন, তাহা আসমান জুড়িয়া ছিল।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে মসউদ। —বোখারী, মোসলেম, তিরমিজী

৫। প্রশ্ন করিলাম : প্রত্যেকেই কি বিচারের দিন প্রভুকে খোলাখুলি দেখিতে পাইবে? তিনি বলিলে : হাঁ। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম : সৃষ্টির মধ্যে তাঁহার চিহ্ন কি? তিনি বলিলেন : হে আবু রাজীন! তোমাদের প্রত্যেকেই কি পূর্ণিমার রাত্রে চন্দ্রকে খোলাখুলিভাবে দেখিতে পাও না? আমি বলিলাম : হাঁ। তিনি বলিলেন : আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে ইহা একটি চিহ্ন এবং আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা মহান ও মহৎ।

বর্ণনায় : হযরত আবু রাজীন। —আবু দাউদ

৬। আল্লাহ্ বলেন : "হৃদয় মিথ্যা বলে না যাহা তিনি দেখিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে অন্যরূপে দেখিয়াছিলেন।" এই আয়াত সম্বন্ধে তিনি বলেন : তিনি তাঁহার হৃদয় দ্বারা দুইবার তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। অন্য বর্ণনায় :

মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার প্রভুকে দুইবার দেখিয়াছিলেন। আকরামা বলিল: আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: আল্লাহ্ কি বলেন নাই যে, তাঁহাকে দৃষ্টি ধরিতে পারেন না, কিন্তু তিনি দৃষ্টিকে অভিভূত করেন? তিনি বলিলেন তোমার জন্য আক্ষেপ। তাহা তখন হয় যখন তিনি তাঁহার আলোর দ্বারা আলোকিত হন। তিনি তাঁহার প্রভুকে দুইবার দেখিয়াছিলেন।

বর্ণনায: হযরত ইবনে আব্বাস। —মোসলেম, তিরমিজী

৭। আরাফতে ইবনে আব্বাসের সহিত কায়াসের সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তাহাকে একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি এত জোরে তকবীর পাঠ করিলেন যে, পর্বত পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। ইবনে আব্বাস বলিলেন: আমরা হাশেমের বংশধর। কায়াস বলিল: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁহার দর্শন ও কথোপকথন মোহাম্মদ (দঃ) ও মুসার মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি হযরত মুসার সহিত দুইবার কথা বলিয়াছিলেন এবং হযরত মোহাম্মদ (দঃ) তাহাকে দুইবার দর্শন করিয়াছিলেন। মসরুখ বলিল: আমি হযরত আয়েশার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম: মোহাম্মদ (দঃ) কি তাঁহার প্রভুকে দেখিয়াছেন? তিনি বলিলেন: তুমি এমন বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছ যাহার সম্বন্ধে আমার কেশ দাঁড়াইয়া উঠে। আমি বলিলাম: আস্তে আস্তে বলুন। অতঃপর আমি পাঠ করিলাম: তিনি তাঁহার প্রভুর বড় বড় চিহ্ন সমূহ দেখিয়াছেন। হযরত আয়েশা বলিলেন: তোমার চক্ষু চলিয়া যাউক, তিনি জিব্রাঈল। কে তোমাকে এই সংবাদ দিল যে মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার প্রভুকে দেখিয়াছেন? অথবা তিনি যাহা আদেশ পাইয়াছেন তাহার কিছু তিনি গোপন করিয়াছেন? অথবা আল্লাহ্ যে পাঁচটি জিনিসের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, তাহা তিনি জ্ঞাত আছেন? সে বড় গণ্ডগোলে পড়িয়া গেল। তিনি জিব্রালঈকে দেখিয়াছেন। তিনি দুইবার ব্যতীত অন্য কোন সময় তাঁহার প্রকৃত রূপ দেখেন নাই। সেদ্‌রাতুল মোন্‌তাহার নিকটে একবার, শূন্যে বিস্তৃত ৬০০ ডানাসহ একবার। অন্য বর্ণনায়: আমি আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করিলাম: কোথায় আল্লাহ্‌র বাণী? অতঃপর তিনি নিকটে গেলেন, আরও নিকটে এবং দুই ধনুর (১ ধনু= ৪ হাত) দূরত্বের ন্যায় অথবা আরও নিকটে। হযরত আয়েশা বলিলেন: তিনি

জিব্রাঈল। তিনি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট মানুষ রূপে আসিতেন, কিন্তু এইবার তাহার নিকট নিজ রূপে আসিলেন এবং শূন্য জুড়িয়া রহিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত শাবী। —তিরমিজী, মোসলেম, বোখারী

৮। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম: আপনার প্রভুকে কি দেখিয়াছেন? তিনি বলিলেন: তিনি নূর, কিরূপে তাঁহাকে দেখিব?

বর্ণনায়ঃ হযরত আবুজর। —মোসলেম

আল্লাহ্‌র নাম

আল্লাহ্‌র ৯৯টি গুণবাচক নাম রহিয়াছে। এই সকল নামের সাহায্যে তাঁহাকে ডাকিতে হয়।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আল্লাহর ৯৯টি নাম আছে। যে তাহা গণনা করে, সে বেহেশ্‌তে যাইবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) একজন লোককে বলিতে শুনিলেন: হে আল্লাহ্। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আল্লাহ্, তুমি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই। তুমি একক, অভাবহীন, তোমার কোন সন্তান নাই, তুমিও সন্তান নও এবং তোমার মত আর কেহই নাই। তিনি বলিলেন: সে আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ নাম দিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছে। ইহা দ্বারা প্রার্থনা করিলে তিনি দান করেন এবং দোয়া চাহিলে কবুল করেন।

বর্ণনায় : হযরত বোবায়দাহ্। —তিরমিজী

৩। আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত মসজিদে বসিয়াছিলাম। এক ব্যক্তি বলিতেছিল: হে আল্লাহ্। আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি, কেন-না সকল প্রশংসা তোমার, তুমি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, তুমি অতিশয় দয়ালু অতিশয় দাতা, আসমান ও যমিনের সৃষ্টিকর্তা, হে গৌরব ও সম্মানের অধিকারী, হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী। আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি।

রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিলেনঃ তুমি আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সহ দোয়া চাহিয়াছ। এই নামের দ্বারা ডাকা হইলে, তিনি উত্তর দেন এবং তাঁহার নিকট কিছু চাওয়া হইলে, তিনি তাহা দান করেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —তিরমিজী

৪। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ নাম এই দুই আয়াতের মধ্যে আছে। "তোমাদের মাবুদ এক। তিনি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই। তিনি রহমান, তিনি রহীম" এবং আল্‌ এমরান্‌ সুরার প্রথম 'আলিফ-লাম-মীম, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, তিনি চির-জীবিত, চিরস্থায়ী।"

বর্ণনায়ঃ হযরত আসমায়া। —তিরমিজী

৫। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যাহার দ্বারা জুন্নুন (ইউনুস) মাছের পেটে বসিয়া তাঁহার প্রভুকে ডাকিয়াছিলেন, তাহা এই, "তুমি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, তুমি পবিত্র, আমি জালিমদের অন্যতম।" কোন মুসলমান ইহার দ্বারা দোয়া চাহিলে, তাহা কবুল হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত সায়াদ। —তিরমিজী

আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা

১। তিনি বলিয়াছেনঃ বিপদ-আপদ হইতে, দুর্ভাগ্যের কবল হইতে, মন্দ ভাগ্য হইতে এবং শত্রুর আনন্দ হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

২। তিনি বলিতেনঃ হে আল্লাহ্‌! আমি এই ৪টি হইতে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি—(১) এমনে বিদ্যা যাহা উপকারে আসে না; (২) এমন হৃদয় যাহা আল্লাহ্‌কে ভয় করে না; (৩) এমন প্রকৃতি যাহা সন্তুষ্ট হয় না এবং (৪) এমন দোয়া যাহা কবুল হয় না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

৩। তিনি বলিতেন: হে আল্লাহ্। তোমার আশ্রয় চাই দরিদ্রতা এবং স্বল্প সঙ্গতি হইতে। আমি যেন অত্যাচার না করি বা অত্যাচারিত না হই, তাহা হইতেও তোমার আশ্রয় চাই।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

৪। তিনি বলিতেন: হে আল্লাহ্। বিবাদ, মুনাফেকী এবং মন্দ স্বভাব হইতে তোমার আশ্রয় চাই।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

৫। তিনি বলিতেন: হে আল্লাহ্। ক্ষুধা হইতে তোমার আশ্রয় চাই, কেন-না ইহা নিকৃষ্ট সাথী; এবং তোমার নিকট বিশ্বাস ভঙ্গ হইতে আশ্রয় চাই, কেন-না ইহা নিকৃষ্ট গুপ্ত স্বভাব।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোবায়রা। —আবু দাউদ

৬। তিনি বলিলেন: হে আল্লাহ্। তোমার নিকট চিন্তা-ভাবনা, দুর্বলতা, ভীরুতা, কৃপণতা, ঋণের দায় এবং মানবের আক্রমণ হইতে আশ্রয় চাই।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —বোখারী

৭। তিনি বলিতেন: হে আল্লাহ্! অলসতা, বৃদ্ধ বয়স, ঋণ এবং গোনাহ্ হইতে তোমার আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ্! দোযখের আগুন হইতে, আগুনের বিপদ হইতে, কবরের কষ্ট হইতে এবং কবরের আজাব হইতে এবং ধন-সম্পদের পরীক্ষার অনিষ্ট হইতে, দরিদ্রতার পরীক্ষার অনিষ্ট হইতে এবং এক-চক্ষু বিশিষ্ট দজ্জালের পরীক্ষার অনিষ্ট হইতে তোমার আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ্। বরফ এবং শীতল পানি দ্বারা আমার গোনাহ্‌কে ধুইয়া ফেল এবং যেরূপ সাদা কাপড়কে উহার মলিনতা হইতে পরিষ্কার করা হয়, তদ্রূপ আমার হৃদয়কে পরিষ্কার কর। আমাকে এবং গোনাহ্‌কে এতদূরে রাখ যেরূপ, তুমি পশ্চিমকে পূর্ব হইতে দূরে রাখিয়াছ।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —বোখারী

৮। তিনি বলিতেন : হে আল্লাহ্! যে গোনাহ্ করিয়াছি এবং যে গোনাহ্ করি নাই সকল হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —মোসলেম

৯। তিনি নূতন চন্দ্রের দিকে দেখিয়া বলিতেন: হে আয়েশা! এই চন্দ্রের মন্দ হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাও। যখন ইহা অস্ত যায়, ইহা অন্ধকার লইয়া আসে।

বর্ণনায়ঃ হযবত আয়েশা। —তিরমিজী

১০। তিনি বলিতেন : হে আল্লাহ্! আমি অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা, কৃপণতা, অতিবৃদ্ধ বয়স এবং কবরের আজাব হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ্! আমার আত্মাতে তোমার ভয় দাও এবং ইহাকে পবিত্র কর। যাহারা ইহাকে পবিত্র করে, তাহাদের নিকট তুমি উত্তম। তুমি ইহার অভিভাবক এবং বন্ধু। হে আল্লাহ্! যে বিদ্যায় কোন উপকার হয় না তাহা হইতে, যে হৃদয় নত হয় না তাহা হইতে, যে ইন্দ্রিয় সন্তুষ্ট হয় না তাহা হইতে, যে দোয়া কবুল হয় না, তাহা হইতে তোমার আশ্রয় চাই।

বর্ণনায়ঃ হযরত যাযেদ। —মোসলেম

১১। তিনি বলিতেন : হে আল্লাহ্! তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তোমার প্রতি ঈমান আনিয়াছি, তোমারই দিকে আমি ফিরিয়াছি এবং তোমারই সাহায্যে আমি যুদ্ধ করি। হে আল্লাহ্! আমি তোমার সম্মানের আশ্রয় লইতেছি। তুমি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করিও না। তুমি জীবিত, তোমার মৃত্যু নাই, কিন্তু জিন এবং মানুষ মরণশীল।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) পাঁচটি বিষয় হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাহিতেন —ভীরুতা, কৃপণতা, বয়সের মন্দ, বুকের বিপদ এবং কবরের আজাব।

বর্ণনায়ঃ হযরত উমর। —আবু দাউদ

১৩। তিনি বলিতেন: হে আল্লাহ্। তোমার নিকট কুষ্ঠ রোগ, বাত, বাতুলতা এবং উৎকট ব্যাধি হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —নেসায়ী

১৪। তিনি বলিয়াছেন: যে আল্লাহ্র নিকট তিন বার বেহেশ্ত চায়, বেহেশ্ত বলে: হে আল্লাহ্। তাহাকে বেহেশ্তে দাখিল কর। যে দোযখের আগুন হইতে তিনবার বাঁচিতে চায়, দোযখের আগুন বলে: হে আল্লাহ্। তাহাকে দোযখের আগুন হইতে বাঁচাও।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —নেসায়ী

১৫। তিনি বলিতেন: হে আল্লাহ্। আমি তোমার নিকট অপ্রীতিকর ব্যবহার, কার্য ও প্রবৃত্তি হইতে আশ্রয় চাই।

বর্ণনায়: হযরত কোত্বা। —তিরমিজী

১৬। আমি বলিলাম: হে রসূলুল্লাহ্। আমাকে এমন একটি কলেমা শিখাইয়া দিন যাহার দ্বারা আমি আশ্রয় চাহিতে পারি। তিনি বলিলেন: বল, হে আল্লাহ্। আমি তোমার নিকট আমার শ্রবণ শক্তির মন্দ, আমার দৃষ্টিশক্তির মন্দ, আমার জিহ্বার মন্দ, আমার হৃদয়ে মন্দ, এবং আমার শুক্রের মন্দ হইতে আশ্রয় চাই।

বর্ণনায়: হযরত শোয়ায়েব। —আবু দাউদ

১৭। তিনি দোয়া করিতেন: হে আল্লাহ্। অতি বৃদ্ধ বয়স হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। আমার সন্দেহ হইতে তোমার আশ্রয় চাই, নিমজ্জন হইতে, অগ্নি দ্বারা দগ্ধীভূত হইতে, মৃত্যুর সময় শয়তানের ধোকা হইতে তোমার আশ্রয় চাই। জেহাদ হইতে পলায়ন করার দরুন মৃত্যু হইতে তোমার আশ্রয় চাই। সর্প দংশনজনিত মৃত্যু হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

বর্ণনায়: হযরত আবুল ইয়াসার। —আবু দাউদ

১৮। তিনি আমার পিতাকে বলিলেন: হে হোসেন! আজ তুমি কত দেবতাকে পূজা করিয়াছ? আমার পিতা বলিলেন: সাত দেবতা। ৬ জন

এই দুনিয়ার এবং একজন আসমানের। তিনি প্রশ্ন করিলেন: ইহাদের মধ্যে কে তোমার আশা এবং লক্ষ্যস্থল? তিনি বলিলেন: যিনি আসমানে আছেন। তিনি বলিলেন: হে হোসেন! শুন, যদি ইসলাম গ্রহণ কর, আমি তোমাকে দুইটি কলেমা শিখাইব, ইহা তোমার উপকার করিবে। যখন হোসেন ইসলাম গ্রহণ করিলেন, বলিলেন: আপনি আমার সহিত যে দুইটি কলেমা শিখাইবার ওয়াদা করিয়াছিলেন, আমাকে তাহা শিক্ষা দিন। তিনি বলিলেন: বল, হে আল্লাহ্‌! আমাকে হেদায়েত দাও এবং আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট হইতে আমাকে বাঁচাও।

বর্ণনায়: হযরত এমরান। —তিরমিজী

১৯। তিনি বলিয়াছেন: যখন তোমাদের কেহ ভীত হইয়া নিদ্রা হইতে উঠে, সে যেন বলে: আমি আল্লাহ্‌র শাস্তি ও ক্রোধ হইতে তাঁহার সম্পূর্ণ কলেমার আশ্রয় চাই। তাঁহার বান্দাদের অনিষ্ট হইতে, শয়তানের কুমন্ত্রণা হইতে এবং তাহারা যাহা করে তাহা হইতে আশ্রয় চাই। তাহা হইলে তাহারা তাহার অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

বর্ণনায়: হযরত আমর। —তিরমিজী

২০। আমার পিতা প্রত্যেক নামাযের পরে বলিতেন: হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার নিকট কুফরী, দরিদ্রতা এবং কবরের আজাব হইতে আশ্রয় চাই। আমিও তাহাই বলিতাম। তিনি বলিলেন: হে পুত্র! ইহা কাহার নিকট হইতে পাইয়াছ? আমি বলিলাম: আপনার নিকট হইতে। তিনি বলিলেন: রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) প্রত্যেক নামাযের শেষে এই কথা বলিতেন।

বর্ণনায়: হযরত মোসলেম। —তিরমিজী

২১। তিনি বলিয়াছেন: আমি আল্লাহ্‌র নিকট শির্‌কী, অতি বার্ধক্য এবং ঋণ হইতে আশ্রয় চাই। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল: আপনি কি শির্‌কীকে ঋণের সমান মনে করেন? তিনি বলিলেন: হাঁ।

বর্ণনায়: হযরত আবু সাঈদ। —নেসায়ী

আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরতা

আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরতা মুসলমান মাত্রেরই কর্তব্য। এই নির্ভরতার মধ্যে বহু বিষয় নিহিত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করে এবং সৎকার্য করে, তাহার পুরস্কার তাহার প্রভুর নিকট রহিয়াছে। কার্য ব্যতীত শুধু আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করিয়া থাকা তাওয়াক্কুলের অর্থ নহে। আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরশীল লোক কার্য না করিয়া থাকিতে পারে না। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরতায় সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি আগামী দিনের জন্য কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন না। নিজের জন্য এক দিনের পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া বাকী সকলই দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন।

১। আমার উম্মতের মধ্যে ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) ব্যক্তি বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে যাইবে। তাহারা মন্ত্রের ধার ধারে না, অশুভ লক্ষণ বিশ্বাস করে না এবং তাহাদের প্রভুর প্রতি নির্ভর করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

২। তোমরা যদি প্রকৃত তাওয়াক্কুলের (নির্ভরতার) সহিত আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করিতে, তিনি যেরূপ পশু-পক্ষীকে রিযিক দেন, তদ্রূপ নিশ্চয়ই তোমাদিগকেও দিতেন। পশু-পক্ষীরা ক্ষুধার্ত হইয়া প্রাতে বাহির হয় এবং সন্ধ্যায় পূর্ণ উদরে ফিরিয়া আসে।

বর্ণনায়ঃ হযরত উমর। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিলেনঃ হে বালক! আল্লাহ্‌কে হেফাযত কর, আল্লাহ্‌ও তোমার হেফাযত করিবেন। আল্লাহ্‌কে হেফাযত কর, দেখিবে যে তিনি তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন। যখন কিছু প্রার্থনা কর, আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা কর; যখন সাহায্য চাও, তাঁহার নিকট সাহায্য চাও। জানিয়া রাখ যে, যদি সমগ্র লোকজন তোমার উপকার করার জন্য একত্র হয়, তোমার তকদীর (অদৃষ্ট) ব্যতীত অন্য কোন উপকার তাহারা করিতে পারিবে না। যদি তাহারা তোমার কোন ক্ষতি করিতে চায়, তোমার তকদীর ব্যতীত

অন্য কোনও ক্ষতি তাহারা সকলে একত্র হইলেও করিতে পারিবে না। কলম উত্থিত হইয়াছে এবং কাগজ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস। — আহমদ, তিরমিজী

৪। আল্লাহ্‌ যাহা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকাই আদম সন্তানের সৌভাগ্য। আল্লাহ্‌র নিকট মঙ্গল প্রার্থনা না করাই আদম সন্তানের দুর্ভাগ্য। আল্লাহ্‌ যাহা দান করিয়াছেন, তাহাতে অসন্তুষ্ট হওয়াই তাহাদের দুর্ভাগ্য।

বর্ণনায় : হযরত সোয়াদ। —আহমদ, তিরমিজী

৫। নজদের নিকটবর্তী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় প্রস্তর পূর্ণ একটি উপত্যকায় সকলের নিদ্রা আসিল। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) নিম্নে অবতরণ করিলেন এবং অন্য সকলে পৃথক একটি বৃক্ষ তলে আশ্রয় লইল। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) অন্য একটি বৃক্ষতলে গমন করিয়া তাঁহার অসিখানা লটকাইয়া রাখিলেন। আমরা নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। তিনি আমাদিগকে ডাকিলেন। একজন মরুবাসী আরবকে তাঁহার নিকটে দেখিলাম। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিলেন : এই লোকটি আমার নিদ্রাবস্থায় আমার অসিখানা আমার উপরই ঘুরাইতেছিল। জাগ্রত হইয়া দেখিলাম, অসিখানা কোষ-মুক্ত অবস্থায় তাহার হাতে এবং সে বলিল : তোমাকে আমার হস্ত হইতে কে রক্ষা করিবে? আমি তিন বার বলিলাম : আল্লাহ্‌। সে তাঁহাকে শাস্তি না দিয়া বসিয়া পড়িল। অন্য বর্ণনায় : সে বলিল : তোমাকে আমার হস্ত হইতে কে রক্ষা করিবে? তিনি বলিলেন : আল্লাহ্‌। তখনই তরবারিখানা তাহার হস্ত হইতে পড়িয়া গেল। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) অসিখানা নিজ হস্তে ধারণ করিয়া বলিলেন : এখন তোমাকে আমার হস্ত হইতে কে রক্ষা করিবে? সে বলিল : উত্তম শাস্তি দিন। তিনি বলিলেন : সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই এবং আমি আল্লাহ্‌র রসূল। সে বলিল : না, তবে তোমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব না এবং যে সম্প্রদায় তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাহাদের সঙ্গে যাইব না। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) তাহাকে

ছাড়িয়া দিলেন। সে তাহার সঙ্গীগণের নিকটে আসিয়া বলিল: সর্বাপেক্ষা মহৎ লোকের নিকট হইতে আমি এখন ফিরিলাম।

বর্ণনায়: হযরত জাবের ও আবু বকর ইসমাইলী। —বোখারী, মোসলেম

৬। নিশ্চয়ই আমি এমন একটি আয়াত (বচন) জানি, যদি মানবগণ তাহা গ্রহণ করিত, তাহাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত—যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তিনি তাহার জন্য একটি উপায় সৃষ্টি করিবেন এবং সে চিন্তাও করিতে পারিবে না যে, তিনি কোথা হইতে তাহাকে রিযিক দিবেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু জর। —ইবনে মাযাহ্

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এই আয়াত পাঠ করিলেন: "আমি শক্তিসম্পন্ন ক্ষমতাশালী, রিযিক দাতা।"

বর্ণনায়: হযরত ইবনে মসউদ। —আবু দাউদ, তিরমিজী

৮। আদম সন্তানের হৃদয় প্রত্যেক উপত্যকায় একটি শাখা সদৃশ্য। যাহার হৃদয় সমস্ত শাখায় পরিভ্রমণ করে, সে যে-কোন শাখায় ধ্বংস হয় না কেন, তাহা আল্লাহ্ লক্ষ্য করেন না। যে আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করে, সমস্ত শাখাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

বর্ণনায়: হযরত আমর বিন্ আস্। —ইব্‌নে মাযাহ্

আল্লাহ্‌র যিকির

আল্লাহ্‌র স্মরণই সকল প্রকার ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, দোয়া চাওয়া, কুরআন পড়া ইত্যাদি সকল প্রকার ইবাদতের উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র যাবতীয় গুণাবলী, ক্ষমতা ইত্যাদি স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁহার আদেশ-নিষেধ মানিয়া চলিয়া দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

১। যে কওম আল্লাহ্‌র যিকির (স্মরণ) করে, ফিরেশ্‌তাগণ তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং শান্তি তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে স্মরণ করেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

২। হাঁটিতে হাঁটিতে জুমদান নামক উপত্যকার নিকটে আসিয়া তিনি বলিলেন: এই জুমদানের উপর দিয়া যাও। যাহারা পৃথক হইয়াছিল তাহারা পূর্বেই চলিয়া গিয়াছে। প্রশ্ন করা হইল: কাহারা পৃথক হইয়াছিল? তিনি বলিলেন: ঐ সকল নারী ও পুরুষ যাহারা আল্লাহ্‌কে অত্যধিক স্মরণ করে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলেন: আল্লাহ্ বলিয়াছেন, যে আমার কোন বন্ধুর সহিত অসদ্ব্যবহার করে, আমি তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া শত্রুতা করি। বান্দাহ্‌র উপর আমি যে কাজ ফরয করিয়াছি তাহা ব্যতীত অন্য কোন অধিক উত্তম কার্য দ্বারা আমার নৈকট্য চাহিতে পারে না। নফল কার্যের দ্বারা আমার নৈকট্য চাহিতে থাকে যে পর্যন্ত আমি তাহাকে ভালবাসি। যখন আমি ভালবাসি, আমি তাহার কর্ণ হই, যদ্দ্বারা সে শুনে, চক্ষু হই যদ্দ্বারা সে দেখে, হাত হই যদ্দ্বারা সে ধরে, পা হই যদ্দ্বারা সে চলে। আমার নিকট চাহিলে অবশ্যই তাহাকে দেই, আমার নিকট আশ্রয় চাহিলে, অবশ্যই তাহাকে আশ্রয় দেই। যে মুমিন মৃত্যুর ইচ্ছা করে না, তাহার প্রাণ হরণ করিতে যে দ্বিধা হয়, উহা হইতে অধিক দ্বিধা আমার অন্য কোন কার্যে হয় না। আমি তাহার অনিচ্ছাকে অপছন্দ করি, কিন্তু তাহা হইতে অব্যাহতি নাই।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৪। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র এমন ফিরেশ্‌তাও আছে যাহারা জনপদে যিকির-কারীগণকে খুঁজিয়া বেড়ায়। যখন তাহারা কোন একদলকে যিকির করিতে দেখে, ঘোষণা করে, তোমাদের যাহা যাহা দরকার তাহার জন্য আস। তখন তাহাদের ডানা দ্বারা তাহাদিগকে আবৃত করিয়া রাখে এবং তখন তাহাদের প্রভু অবস্থা জানিয়াও জিজ্ঞাসা করেন: আমার বান্দাহ্‌গণ কি বলে? তাহারা বলে: আপনার তসবীহ (সোব্‌হানাল্লাহ্, আল্লাহ্ পবিত্র), তকবীর (আল্লাহু আকবর, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ), তাহমীদ (আল্‌হামদুলিল্লাহ্, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র), এবং তাহ্‌লীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য

উপাস্য নাই) পাঠ করে। তিনি বলিলেন: তাহারা কি আমাকে দেখিয়াছে? আল্লাহ্‌র শপথ, তাহারা আপনাকে দেখে নাই। তিনি বলেন: যদি তাহারা আমাকে দেখে, তখন কিরূপ হইবে? যদি তাহারা আপনাকে দেখিতে পারে, তাহারা আরও অধিক ইবাদত করিবে, তসবীহ্-তাহ্‌লীল পাঠ করিবে। তিনি বলেন: তাহারা কি চায়? তাহারা বেহেশ্‌ত চায়। তিনি বলেন: তাহারা কি তাহা দেখিয়াছে?—আল্লাহ্‌র শপথ, তাহারা তাহা দেখে নাই। তিনি বলেন: যদি তাহারা তাহা দেখে তখন কিরূপ হইবে? তাহারা আরও অধিক লোভী হইবে এবং আরও অধিক চাহিবে, অধিক আশান্বিত হইবে। তিনি বলেন: তাহারা কোন্ জিনিস হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করে? —দোযখ হইতে। তিনি বলেন: তাহারা কি ইহা দেখিয়াছে? আল্লাহ্‌র শপথ, তাহারা তাহা দেখে নাই। তিনি বলেন: যদি তাহারা তাহা দেখে তবে কিরূপ হইবে?—যদি তাহারা দেখে, তাহা হইতে আরও অধিক দ্রুত পলায়ন করিবে এবং আরও অধিক ভয় করিবে। তিনি বলেন: আমি তোমাদের নিকট সাক্ষ্য দেই যে, তাহাদিগকে ক্ষমা করিলাম। ফিরেশ্‌তাদের মধ্যে কেহ বলে: তাহাদের মধ্যে এমন লোকও রহিয়াছে যাহারা তাহাদের দলভুক্ত নহে। তাহাদের নিকট কোন দরকারে আসিয়াছে। তিনি বলেন: তাহারা একই মজলিসের লোক। তাহাদের সঙ্গী দুর্ভাগা হইবে না।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৫। যে এমন স্থানে বসে, যেখানে আল্লাহ্‌র স্মরণ নাই, আল্লাহ্‌র নিকট হইতে তাহার জন্য হতাশা। যে আল্লাহ্‌কে স্মরণ না করিয়া বিছানায় শয়ন করে, আল্লাহ্‌র নিকট হইতে তাহার জন্য হতাশা।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

৬। যাহারা আল্লাহ্‌র স্মরণ না করিয়া কোন মজলিস হইতে উঠিয়া যায়, তাহারা যেন হতাশ হইয়া গাধার মৃত দেহের মধ্য হইতে বাহির হইয়া যায়।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

৭। এমন কোন লোক আল্লাহ্‌র স্মরণ ব্যতীত বা রসূলের দরূদ ব্যতীত কোন মজলিস হইতে বাহির হয় না যাহাকে হতাশা অভিভূত না করে। তিনি ইচ্ছা করিলে শাস্তি দেন অথবা ক্ষমা করেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলেনঃ আল্লাহ্ বলিয়াছেন, যখন আমার বান্দাহ্ আমাকে স্মরণ করে এবং আমার স্মরণে তাহার অধর বা ঠোঁট নড়িতে থাকে, আমি তাহার সঙ্গে থাকি।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলেনঃ আল্লাহ্ বলিয়াছেন, আমার বান্দাহ্ যখন আমাকে স্মরণ করে, আমি তাহার নিকটে থাকি এবং যখন সে আমাকে স্মরণ করে, আমি তখন তাহার সঙ্গে আছি। সে যদি আমাকে মনে স্মরণ করে, আমি আমার মনে তাহাকে স্মরণ করি এবং যখন সে কোন লোকের মধ্যে আমাকে স্মরণ করে, আমি তাহাদের চাইতে উত্তম সঙ্গীদের মধ্যে তাহাকে স্মরণ করি।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

১০। যে আল্লাহ্‌র যিকির করে এবং যে আল্লাহ্‌র যিকির করে না; তাহাদের তুলনা জীবিত ও মৃতের ন্যায়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু মুসা। —বোখারী, মোসলেম

১১। আল্লাহ্ বলিয়াছেনঃ যে একটি সৎকার্য করে, তাহার জন্য ১০টি সৎকার্যের সওয়াব আছে এবং আমি তাহা আরও বাড়াইয়া দেই। যে একটি অসৎকার্য করে, তাহার শাস্তি তাহারই ন্যায় একটি অথবা আমি ক্ষমা করিয়া দেই। যে আমার জন্য এক হাত নিকটে আসে, আমি তাহার অর্ধ হাত নিকটে যাই। যে আমার জন্য অর্ধ হাত নিকটে আসে, আমি তাহার অতি নিকটে যাই। যে আমার নিকট হাঁটিয়া আসে, আমি তাহার নিকট দৌড়াইয়া যাই। যে আমার সহিত কাহাকেও শরীক না

করিয়া পৃথিবী-পূর্ণ পাপ লইয়া আমার নিকট আসে, আমি তাহার নিকট সেই পরিমাণ ক্ষমা লইয়া আসি।

বর্ণনায় : হযরত আবুজর। —মোসলেম

১২। আবু বকর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল : হে হানজালাহ্! তুমি কিরূপ আছ? আমি বলিলাম : হানজালাহ্ একজন মুনাফেক। তিনি বলিলেন : তুমি যাহা বল তাহা হইতে আল্লাহ্ পবিত্র। আমি বলিলাম : রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট থাকি। তিনি আমাদিগকে বেহেশ্ত ও দোযখের কথা এমনভাবে স্মরণ করাইয়া দেন, যেন আমরা চক্ষু দ্বারা তখন তাহা দেখি। তাঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া যখন স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে ও ধন-সম্পত্তির সহিত মিলিয়া যাই, আমরা অনেকেই ভুলিয়া যাই। আবু বকর বলিলেন : আল্লাহ্র শপথ। আমরা এইরূপ অনুভব করি। আমি এবং আবু বকর তখন রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকটে গিয়া বলিলাম : হানজালাহ্ মুনাফেক হইয়াছে। তিনি বলিলেন : তাহা কি, তাহা কি! বলিলাম : যখন আপনার নিকট আসিয়া বেহেশ্ত ও দোযখের বর্ণনা শুনি মনে হয় যেন উহা দেখিতে পাই। কিন্তু ফিরিয়া গিয়া স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও মাল-মাত্তার সহিত মিলিয়া যাই এবং আমরা অনেকেই ভুলিয়া যাই। তিনি বলিলেন : যাহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ, যদি তোমরা সর্বদা আমার নিকটে এবং আল্লাহ্র স্মরণে লিপ্ত থাকিতে, তবে নিশ্চয়ই ফিরেশ্তাগণ তোমাদের বিছানায় এবং পথে তোমাদের সহিত করমর্দন (হাত চাপিয়া ধরিয়া প্রীতি জ্ঞাপন) করিত। কিন্তু হে হানজালাহ্! এক ঘণ্টা (তিনবার বলিলেন!)

বর্ণনায় : হযরত হানজালাহ্। —মোসলেম

১৩। তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কার্যের, তোমাদের প্রভুর নিকট সর্বাপেক্ষা পবিত্র লোকের, পদমর্যদায় তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লোকের, স্বর্ণ ও রৌপ্য খরচের চাইতেও তোমাদের উত্তম কাজের এবং যে সকল শত্রু তোমাদের ঘাড়ের উপর আক্রমণ করে, তাহাদের সহিত তোমাদের সাক্ষাতের চাইতেও

উত্তম কাজের সংবাদ কি আমি তোমাদিগকে দিব না? তাহারা বলিল: হ্যাঁ। তিনি বলিলেন: আল্লাহ্‌র যিকির।

বর্ণনায়: হযরত আবু দারদায়া। —তিরমিজী

১৪। একজন গ্রাম্য আরবী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল: কোন্ লোক উত্তম? তিনি বলিলেন: ঐ ব্যক্তি উত্তম যাহার বয়স দীর্ঘ এবং কাজ সৎ। সে বলিল: কোন্ কাজ সর্বাপেক্ষা উত্তম? তিনি বলিলেন: আল্লাহ্‌র যিকির দ্বারা রসনাসিক্তাবস্থায় দুনিয়া হইতে বিদায়।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্। —তিরমিজী

১৫। এক ব্যক্তি বলিল: ইসলামের বিধানগুলি আমার নিকট বড় কঠিন বা কষ্টকর বোধ হইতেছে। আমার জন্য যাহা সহজ তেমন একটি বিধানের সহিত আমাকে পরিচয় করাইয়া দিন। তিনি বলিলেন: আল্লাহ্‌র যিকির দ্বারা তোমার জিহ্বাকে অনবরত সিক্ত কর।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্। —ইব্‌নে মাযাহ্

১৬। যখন তোমরা বেহেশ্‌তের উদ্যানের নিকট দিয়া যাও, তাহার ফল ভোগ করিও। জিজ্ঞাসা করিল: বেহেশ্‌তের উদ্যান কি? তিনি বলিলেন: যিকিরের হালকা (মজলিস)।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —তিরমিজী

১৭। সৎকার্যের আদেশ, মন্দ কার্যের নিষেধ অথবা আল্লাহ্‌র যিকির ব্যতীত প্রত্যেক আদম সন্তানের কথা-বার্তা তাহার বিপক্ষে যায়, পক্ষে নহে।

বর্ণনায়: হযরত উম্মে হাবিবাহ্। —তিবমিজী

১৮। আমরা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত সফরে ছিলাম। তখন এই আয়াত নাযিল হইল: 'যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে', সাহাবী-গণ জিজ্ঞাসা করিল: আমরা যদি জানিতাম কোন্ সম্পত্তি উত্তম, তাহা আমরা অর্জন করিতাম। তিনি বলিলেন: সর্বাপেক্ষা উত্তম সম্পত্তি আল্লাহ্‌র স্মরণকারী জিহ্বা, কৃতজ্ঞ হৃদয় এবং মুমিনের ঐ স্ত্রী যে তাহার ঈমানের সাহায্য করে।

বর্ণনায়: হযরত সাওবান। —তিরমিজী

১৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মসজিদে একদল লোকের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: তোমরা কি কারণে একত্রে বসিয়াছ? তাহারা বলিল: আল্লাহ্কে স্মরণ করিবার জন্য এবং তিনি আমাদিগকে ইসলামে যেরূপ পথ দেখাইয়াছেন এবং অনুগ্রহ করিয়াছেন, তদ্রূপ তাঁহার প্রশংসা করিবার জন্য আমরা একত্রে বসিয়াছি। তিনি বলিলেন: তোমাদের উপর অপবাদ স্বরূপ আমি ইহা তোমাদের নিকট বলি নাই, কিন্তু জিব্রাঈল আমার নিকট আসিয়া বলিল: আল্লাহ্ ফিরেশ্তাদের সাক্ষাতে তোমাদের বিষয় গৌরব বোধ করিতেছেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু সাঈদ। —মোসলেম

২০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল: কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট কোন্ বান্দাহ্গণ মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ হইবে? তিনি বলিলেন: যে সকল পুরুষ ও নারী আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে। বলা হইল: তাহারা আল্লাহ্র পথে যোদ্ধার চাইতেও উত্তম? তিনি বলিলেন: যদি তাহারা কাফির ও মোশ্রেকদের সহিত তাহাদের তরবারি না ভাঙ্গা পর্যন্ত যুদ্ধ করে এবং রক্তে রঞ্জিত হইয়া যায়, তবুও তাহাদের পদমর্যাদা অধিক।

বর্ণনায়: হযরত আব সাঈদ। —তিরমিজী

২১। আদম সন্তানের হৃদয়ে শয়তান ঠেস দিয়া বসে। যখন সে আল্লাহ্র স্মরণ (যিকির) করে, সে পিছনে যায় এবং যখন সে অসতর্ক থাকে, শয়তান গোপনে তাহাকে মন্দ কাজ করিতে বলে।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী

২২। আল্লাহ্র যিকির ব্যতীত কোন বান্দাহ্র এমন কোন কাজ নাই যাহা আল্লাহ্র আজাব হইতে তাহাকে মুক্তি দিতে পারে।

বর্ণনায়: হযরত মোয়াজ বিন্ জাবাল। —তিরমিজী

আলিঙ্গন ও চুম্বন

১। হযরত হাসানকে চুম্বন দিবার সময়ে আকরায়া উপস্থিত ছিল। সে বলিল: আমার দশটি সন্তান আছে, কাহাকেও আমি চুম্বন দেই নাই।

তিনি তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন: যে দয়ালু নহে, সে দয়া পায় না।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২। আমরা মদীনায় উপস্থিত হইয়া রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর হাত ও পায়ে চুম্বন দিলাম।

বর্ণনায় : হযরত জা'রে। —আবু দাউদ

৩। আবু তালিবের পুত্র জাফরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহার সহিত আলিঙ্গন করিলেন এবং দুই চোখের মধ্যবর্তী স্থানে চুম্বন দিলেন।

বর্ণনায় : হযরত সাবী। —আবু দাউদ

৪। যে দিন আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিলাম তিনি আমাকে বলিলেন : মুহাজির আরোহীকে সম্বর্ধনা কর।

বর্ণনায় : হযরত আকরামাহ্। —তিরমিজী

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমার ঘরে ছিলেন। যায়েদ বিন্ হারেসা মদীনাতে আসিয়া দরজায় খট্‌খটি দিলে তিনি অনাবৃত শরীরে বস্ত্র টানিতে টানিতে তাহার নিকটে আসিলেন। সে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিল। খোদার শপথ! ইহার পূর্বে ও পরে তাঁহাকে অনাবৃত অবস্থায় দেখি নাই।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —তিরমিজী

ইমামের কর্তব্য

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর ইমামতি ব্যতীত অন্য কোন ইমামের পিছনে এত সংক্ষেপ এবং সম্পূর্ণ নামায আমি পড়ি নাই। যদি কোন শিশুর ক্রন্দন শুনিতেন তিনি নামায সংক্ষেপ করিতেন, কেন-না তাহার মাতা চিন্তিত থাকিতে পারে।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

২। তিনি বলিয়াছেন: আমি নামাযে প্রবেশ করিয়া ইহা সুদীর্ঘ করিতে চাই, কিন্তু কোন শিশুর ক্রন্দন শুনিলে আমি নামাযকে সংক্ষেপ করি। কেন-না, আমি জানি, শিশুর মাতা তাহার ক্রন্দনের জন্য সন্ত্রস্ত থাকিবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু কাতাদাহ্। —বোখারী

৩। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বলিল: আল্লাহ্‌র শপথ! নিশ্চয়ই আমি ফজরের নামায দেরী করিয়া পড়িব, কেন-না অমুক ব্যক্তি ইহাকে খুব দীর্ঘ করে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে তাহার প্রতি রাগান্বিত দেখিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন: তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে যাহারা অন্যকে কষ্ট দেয়। তোমাদের কেহ ইমামতি করিলে সে যেন নামায সংক্ষেপ করে, কেন-না তাহাদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ এবং জরুরী কাজের লোক থাকিতে পারে।

বর্ণনায়: হযরত কায়েস বিন্ আবি হাজেম। —বোখারী

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ইহাই আমাকে সর্বশেষ উপদেশ দান করেন: যখন তুমি কোন লোকের ইমাম হইবে তাহাদের সহিত নামায সংক্ষেপ করিবে। অন্য বর্ণনায়: তোমার কওমের তুমি ইমাম হইবে। আমি বলিলাম: আমি আমার মধ্যে কিছু (ত্রুটি) দেখিতে পাই। তিনি বলিলেন: নিকটে আস। অতঃপর তিনি আমাকে সামনে বসাইয়া আমার বুকের মধ্যবর্তী স্থানে হাত রাখিয়া বলিলেন: ফির। দুই কাঁধের মধ্যবর্তী আমার পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া বলিলেন: তোমার কওমের ইমাম হইবে। যে ব্যক্তি যে কওমের ইমাম হয়, সে যেন নামায সহজ করে, কেন-না তাহার মধ্যে রহিয়াছে বয়োবৃদ্ধ লোক, পীড়িত লোক, দুর্বল লোক এবং এমন লোক যাহাদের জরুরী কাজ আছে। যখন কেহ একাকী নামায পড়ে, তখন সে ইচ্ছামত নামায পড়িতে পারে।

বর্ণনায়: হযরত উসমান। —বোখারী

৫। তিনি বলিয়াছেন: তোমাদিগকে ইমামতি দেওয়া হইবে। যদি তাহারা ঠিক থাকে, তাহা তোমাদের পক্ষে উত্তম। যদি তাহারা ভুল করে, ইহা তোমাদের পক্ষে এবং তাহাদের বিপক্ষে যাইবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

ইসলাম ধর্ম প্রচার

ধর্ম প্রচার করা ফর্‌যে কেফায়া। কতক লোক ধর্ম প্রচার করিলেই সকলের ফরয আদায় হইবে, নতুবা সকলেই গোনাহ্‌গার হইবে। ধর্মজ্ঞান দান করা সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার। আল্লাহ্‌ বলিয়াছেন: "যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে সাহায্য কর, আল্লাহ্‌ও তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন।" তুমি যে পথে মুক্তির সন্ধান পাইয়াছ, তোমার ভাইদিগকেও সেই পথে ডাক।

১। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) রোম সম্রাটের নিকট ইসলামের দাওয়াত (নিমন্ত্রণ) দিয়া পত্র দিয়াছিলেন। দেহ্‌ইয়া কল্‌বী নামক সাহাবাকে পত্রসহ বসরার শাসনকর্তার নিকট প্রেরণ করিয়া আদেশ দিলেন: সে যেন রোম সম্রাটকে এই পত্র পৌঁছাইয়া দেয়। পত্রে লেখা ছিল: "পরম দয়ালু করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে। আল্লাহ্‌র দাস ও রসূল মোহাম্মদের পক্ষ হইতে রোম প্রধান হিরাক্লিয়াস সমীপে। সত্যধর্মের অনুসারীদের প্রতি সালাম। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দ্বারা আহ্বান করিতেছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তি পাইবেন। আল্লাহ্‌ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন। যদি আপনি অস্বীকার করেন, তবে আপনার প্রজাদের পাপের জন্য আপনিই দায়ী। হে কিতাবপ্রাপ্ত সম্প্রদায়! আসুন, আমরা ও আপনারা সকলে একযোগে এক সাধারণ সত্যকে আহ্বান করি: আমরা কেহই এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাহারও উপাসনা করিব না এবং আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রভু বলিয়া গ্রহণ করিব না।" যদি তাহারা অসম্মত হয় তবে বল, আমরা মুসলমান। আপনারা এই কথার সাক্ষী থাকুন।

বর্ণনায়: হযরত ইব্‌নে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) আবদুল্লাহ্‌ বিন্‌ হোজাইফ্‌কে পত্র সহ পারস্য সম্রাটের নিকট পাঠাইলেন। তিনি চিঠিখানা বাহ্‌রাইনের শাসনকর্তার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। সে পত্র পাঠ করিয়া খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। ইবনুল মোসায়্যেব বলেন: রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) এ ব্যাপারে 'তাহাদের রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হউক' বলিয়া দোয়া করিলেন।

বর্ণনায়: হযরত ইব্‌নে আব্বাস। —বোখারী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) পারস্য সম্রাট, রোম সম্রাট, নাজ্জাসী এবং প্রত্যেক শক্তিশালী নরপতির নিকট পত্র পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ঐ নাজ্জাসীর নিকট পত্র পাঠান নাই যাহার জন্য তিনি জানাযা পড়িয়াছিলেন।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —মোসলেম

ইসলাম ও মুসলমান

১। তিনি বলিয়াছেন : মুসলমান ঐ ব্যক্তি যাহার জিহ্বা ও হস্ত হইতে অন্যান্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে ; মোহাজির ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্ যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা হইতে বিরত থাকে। অন্য বর্ণনায় : এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল : মুসলমানদের মধ্যে উত্তম কে ? তিনি বলিলেন : ঐ ব্যক্তি যাহার রসনা ও হস্ত হইতে অন্যান্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে।

বর্ণনায় : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —বোখারী, মোসলেম

২। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল : কোন্ ইসলাম উত্তম ? তিনি বলিলেন : খাদ্যদান এবং পরিচিত বা অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান।

বর্ণনায় : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —বোখারী, মোসলেম

৩। তিনি বলিয়াছেন : যে কেহ আমাদের নামায আদায় করে, আমাদের কেবলার সম্মুখীন হয়, আমাদের জবেহ করা ভক্ষণ করে, সেই মুসলমানগণের জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূল জিম্মাদার। সুতরাং আল্লাহ্‌র সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিও না।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —বোখারী

৪। একদল সাহাবীকে তিনি বলিলেন : আমার নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ কর—আল্লাহ্‌র সহিত অংশী করিবে না, চুরি করিবে না, জিনা (ব্যভিচার) করিবে না, সন্তান-সন্ততিদের হত্যা করিবে না, সাক্ষাতে বা পশ্চাতে কাহারও দোষারোপ করিবে না। তোমাদের মধ্যে যে এই আদেশ প্রতিপালন

করিবে, তাহার পুরস্কার আল্লাহ্‌র নিকট এবং যে ইহার মধ্যে কোন কার্য করিয়া ফেলে, তাহার শাস্তি এই দুনিয়াতেই হইবে এবং তাহাই তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। যে কেহ ইহার মধ্যে কোন কার্য করিয়া ফেলে এবং আল্লাহ্‌ তাহা গোপন করিয়া রাখেন, তাহা আল্লাহ্‌র নিকট থাকিবে। তিনি ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিতে পারেন এবং শাস্তিও দিতে পারেন। আমরা এই সকল বিষয়ে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিলাম।

বর্ণনায় : হযরত ওবাদাহ্‌ বিন্‌ সোয়ামেত। —বোখারী, মোসলেম

৫। তিনি বলিলেন : হে মোয়াজ! আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌দের উপর আল্লাহ্‌র হক এবং আল্লাহ্‌র উপর বান্দাহ্‌দের কি হক, তাহা কি তুমি জান? সে বলিল : আল্লাহ্‌ এবং তাঁহার রসূলই ভাল জানেন। তিনি বলিলেন : বান্দাহ্‌দের উপর আল্লাহ্‌র হক এই যে, তাহারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করিবে এবং তাহাতে কোন কিছুই অংশী বা শরীক করিবে না। আল্লাহ্‌র উপর বান্দাহ্‌দের হক এই যে, যে তাঁহার সহিত শির্‌ক করে না তাহাকে তিনি শাস্তি দিবেন না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : মানবগণকে আমি কি এই সংবাদ দিব না? তিনি বলিলেন : এই সংবাদ দিও না, কেন-না তাহারা অলস হইয়া পড়িতে পারে।

বর্ণনায় : হযরত মোয়াজ। —বোখারী, মোসলেম

৬। আমি বলিলাম : আমাকে এমন কার্যের সংবাদ দিন যাহা আমাকে বেহেশ্‌তে লইয়া যাইবে এবং দোযখ হইতে দূরে রাখিবে। তিনি বলিলেন : তুমি একটি কঠিন বা গুরুতর প্রশ্ন করিয়াছ। যাহার জন্য আল্লাহ্‌ সহজ করিয়াছেন, তাহার জন্য ইহা উত্তম, সহজ। আল্লাহ্‌র ইবাদত করিবে এবং তাহাতে কোনও কিছুর অংশ স্থাপন করিবে না, নামায কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করিবে, যাকাত দিবে, রমযানের রোযা রাখিবে এবং কাবার হজ্জ করিবে। অতঃপর তিনি আবার বলিলেন : আমি কি তোমাকে মঙ্গলের দ্বারের সন্ধান দিব না? রোযা ঢাল স্বরূপ, দান পাপকে নষ্ট করে—যেরূপ পানি অগ্নিকে নষ্ট করে এবং রাত্রির মধ্যম সময়ে কোনও ব্যক্তির নামায। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন : "তাহাদের পার্শ্ব দেশ বিছানা হইতে পৃথক থাকে, তাহারা ভয়ে এবং আশায় তাহাদের প্রভুকে ডাকিতে থাকে এবং আমি যাহা

দিয়াছি তাহা হইতে দান করিয়া থাকে। কেহই জানে না যে, তাহাদের আমলের পুরস্কার স্বরূপ তাহাদের জন্য কি জিনিস গোপন রাখা হইয়াছে।" তিনি পুনঃ বলিলেন: আমি কি তোমাকে বলিয়া দিব না যে, কার্যের মূল ও স্তম্ভ কি এবং তাহার উচ্চ শিখরই বা কি? আমি বলিলাম: হাঁ, বলুন। তিনি বলিলেন: কার্যের মূল ইসলাম, ইহার ভিত্তি-স্তম্ভ নামায এবং উচ্চ শিখর জেহাদ। অতঃপর তিনি পুনঃ বলিলেন: এই সকলের উৎপত্তি কোথায়, তাহা কি তোমাকে জানাইব না? আমি বলিলাম: হাঁ, বলুন। তিনি নিজ জিহ্বা ধরিয়া বলিলেন: ইহাকে সংযত রাখিবে। আমি বলিলাম: আমরা জিহ্বার সাহায্যে যাহা বলি তাহার জন্য কি শাস্তি হইবে? তিনি বলিলেন: হে মোয়াজ! তোমার মাতা তোমাকে গর্ভে ধারণ করুক। মানুষকে কিয়ামতের দিন যাহা মুখের উপর উপুড় করিয়া দোযখে নিক্ষেপ করিবে তাহা এই মুখের অসংযত কথা ছাড়া আর কি?

বর্ণনায়: হযরত মোয়াজ। —আহমদ্, তিরমিজী, ইব্নে মাযাহ্

৭। আমি তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলাম: আমি আনুগত্যের বায়াত (শপথ) গ্রহণ করিব, আপনার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করুন। তিনি দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন। আমি আমার হস্ত সংকুচিত করিয়া লইলাম। তিনি বলিলেন: তোমার কি হইয়াছে? আমি বলিলাম: একটি শর্ত আরোপ করিতে চাই। তিনি বলিলেন: কি শর্ত? আমি বলিলাম: আমার পাপ মোচনের শর্ত। তিনি বলিলেন: হে আমর। তুমি কি জান না যে, ইস্‌লাম গ্রহণ করিলে ইহা অতীতের পাপকে নষ্ট করে?

বর্ণনায়: হযরত আমর বিন্ আস্। —মোসলেম

৮। তিনি বলিয়াছেন: যখন তোমাদের কেহ ইসলামকে উত্তম করে, যে পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ না করে, সে পর্যন্ত তাহার প্রত্যেক সৎকার্যের জন্য ১০ হইতে ৭০০ সওয়াব লিখা হয় এবং তাহার প্রত্যেক পাপের জন্য একটিমাত্র গোনাহ্ লিখা হয়।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৯। তিনি বলিয়াছেন : ইসলাম অল্প সংখ্যক মুসলমান লইয়া শুরু হইয়াছে এবং শীঘ্রই তদনুরূপ শেষ হইবে। ঐ অল্প সংখ্যককে ধন্যবাদ।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

১০। তিনি বলিয়াছেন : কিতাবী লোকদিগকে সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করিও না, তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াও জানিও না, বরং বল : আমরা ঈমান আনিলাম আল্লাহ্‌র প্রতি, যাহা আমাদের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার প্রতি, যাহা ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইস্‌হাক, ইয়াকুব এবং তাঁহাদের বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার প্রতি এবং মুসা, ঈসা ও আল্লাহ্‌র নবীগণের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার প্রতি; তাঁহাদের মধ্যে আমরা কোনই পার্থক্য করি না।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

১১। তিনি বলিয়াছেন : যখন কবরে কোন মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, সে সাক্ষ্য দিবে : আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই এবং মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার রসূল। ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ বলিয়াছেন : যাহারা বিশ্বাসী তাহাদিগকে আল্লাহ্ ইহজীবনেই সুদৃঢ় কলেমার দ্বারা সুদৃঢ় করিবেন।

বর্ণনায় : হযরত বারায়া বিন্ আজেব। —বোখারী, মোসলেম

১২। তিনি বলিয়াছেন : তিনটি বিষয় মুসলমানের হৃদয় বিশ্বাসঘাতকতা করে না—(১) আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে খালেস নিয়তে (একনিষ্ঠভাবে) কাজ করা; (২) মুসলমানগণকে উপদেশ দেওয়া; (৩) তাহাদের জামাতভুক্ত থাকা। কেন-না, তাহাদের দাওয়াত তাহাদের পশ্চাতে যাহারা আছে তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখিবে।

বর্ণনায় : হযরত যায়েদ বিন্ সাবেত। —ইবনে মাযাহ্

১৩। তিনি বলিয়াছেন : শীঘ্রই আমার উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন মতভেদ এবং সম্প্রদায় দেখা যাইবে। একদল এমন হইবে, যাহাদের কথা হইবে সুমিষ্ট কিন্তু কার্য হইবে অসৎ। তাহারা কুরআন পাঠ করিবে, কিন্তু তাহা

১২—

তাহাদের গলার নীচে যাইবে না। তীর যেমন তূণীর হইতে ছুটে, তাহারা তদ্রূপ ধর্ম হইতে ছুটিয়া যাইবে এবং যে পর্যন্ত তীর তূণীরে না পৌঁছে সে পর্যন্ত তাহারা ফিরিবে না। উহারা সৃষ্টি এবং জীব-জন্তুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। যাহারা তাহাদিগকে হত্যা করে, তাহাদিগকে ধন্যবাদ। তাহারা আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে আহ্বান করিবে, অথচ কোনও বিষয় তাহারা আমাকে অনুসরণ করিবে না। যে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে, সে তাহাদের চাইতে আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয় হইবে। জিজ্ঞাসা করিল: তাহাদের চিহ্ন কি? তিনি বলিলেন: তাহলিক।

বর্ণনায়: হযরত আবু সঈদ খুদ্‌রী। —আবু দাউদ

১৪। তিনি বলিয়াছেন: আমার উম্মতের মধ্যে একদল সর্বদাই সত্যের জন্য সংগ্রাম করিতে থাকিবে। তাহাদের শত্রুদের উপর তাহারা জয়লাভ করিতে থাকিবে। তাহাদের শেষ দল দজ্জালের সহিত যুদ্ধ করিবে।

বর্ণনায়: এমরান বিন্ হোসেন। —আবু দাউদ

১৫। তিনি বলিয়াছেন: যে জাতিকে যে অনুসরণ করে সে তাহাদের দলভুক্ত।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর। —আহমদ, আবু দাউদ

১৬। তিনি বলিয়াছেন: যে মুসলমান লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং তাহাদের অনিষ্টে সবর (ধৈর্য অবলম্বন) করে, সে ঐ মুসলমান হইতে উত্তম যে তাহাদের সঙ্গে মেলামেশা করে না এবং তাহাদের অনিষ্টেও সবর করে না।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

ইহজীবন ও পরজীবন

ইহজীবন ও পরজীবনের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। মৃত্যু মানবকে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পৌছায়। ইহজীবনে যে ধার্মিক জীবন যাপন করে, এখানেই সে বেহেশ্‌তের আভাস উপলব্ধি করে এবং যে পাপাসক্ত

জীবন যাপন করে, এখানেই সে দোযখের শাস্তির আভাস উপলব্ধি করে। ইহজীবন কর্মযোগ ও ক্ষণস্থায়ী এবং পরজীবন ফলভোগ ও চিরস্থায়ী। ইহজীবনের সুখ-সম্পদ অনিশ্চিত। যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তাহার জন্য পরজীবনই উত্তম।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্‌র শপথ। আখিরাতের তুলনায় এই দুনিয়ার উপমা, তোমাদের কাহারও অঙ্গুলি সমুদ্রে ডুবাইলে তাহা যাহা লইয়া ফিরিয়া আসে তদ্রূপ।

বর্ণনায়ঃ হযরত মোস্‌তাওরিদ বিন্ সাদ্দাদ। —মোসলেম

২। তিনি বলিয়াছেনঃ দীনারের মালিকগণের, দেরহামের মালিকগণের এবং বস্ত্রের মালিকগণের নিপাত হউক। তাহাদিগকে দিলে সন্তুষ্ট হয় এবং না দিলে অসন্তুষ্ট, দুঃখিত এবং দুর্দশাগ্রস্ত হয়। যখন তাহারা কণ্টকবিদ্ধ হয়, তাহা তোলা হয় না। ঐ ব্যক্তি সুখী যে আল্লাহ্‌র পথে তাহার ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া রহিয়াছে, যাহার এলোমেলো কেশ এবং যাহার পদ (পা) ধূলি ধূসরিত। তাহাকে পাহারায় দিলে সে পাহারায় রত থাকে, তাহার উপর পানির ভার দিলে সে তাহার তত্ত্বাবধানে থাকে। সে অনুমতি চাহিলে তাহাকে অনুমতি দেওয়া হয় এবং সুপারিশ করিলে তাহার সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৩। তিনি প্রার্থনা করিতেনঃ হে খোদা! মোহাম্মদের পরিবারদিগকে একবেলা খাদ্য দাও। অন্য বর্ণনায়ঃ প্রয়োজনীয় খাদ্য দাও।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৪। তিনি বলিয়াছেনঃ অনিষ্টকারী ধন-দৌলত বা বিস্মরণকারী দরিদ্রতা, বা ধ্বংসকারী ব্যাধি বা জীর্ণ-বৃদ্ধ বয়স বা আগামী মৃত্যু বা দজ্জাল, বা কিয়ামত এই সকলের জন্য ব্যতীত তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি অন্য কিছুর জন্য অপেক্ষা করে না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৫। তিনি বলিয়াছেন : কিয়ামতে বান্দাকে সর্বপ্রথম যাহা জিজ্ঞাসা করা হইবে, তাহা নিয়ামত সম্বন্ধে। জিজ্ঞাসা করা হইবে : আমি তোমার দেহে স্বাস্থ্য দেই নাই এবং শীতল পানি দ্বারা তোমাকে তৃপ্ত করি নাই?

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৬। তিনি বলিয়াছেন : যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ, আমি যাহা জানি তাহা যদি তোমরা জানিতে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমরা অধিক কাঁদিতে এবং কম হাসিতে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৭। তিনি বলিয়াছেন : আমার অনুপস্থিতিতে আমি তোমাদেব জন্য যাহা অধিক ভয় করি, তাহা দুনিয়ার ধন-দৌলত ও ঐশ্বর্য যাহা তোমাদের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। জিজ্ঞাসা করিল : ধন-দৌলত কি খারাপ করে? তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। আমরা বুঝিলাম যে তাঁহার প্রতি অহী আসিতেছে। তিনি ঘাম মুছিয়া বলিলেন : প্রশ্নকারী কোথায়? তিনি যেন তাহার প্রশংসা করিলেন। বলিলেন : ধন-দৌলত খারাপ করে না। ভূমি যাহা উৎপাদন করে, তাহার কিছুই বৃথা যায় না। যে সকল প্রাণী ঘাস খায়, ইহা তাহাদিগকে নিকটে লইয়া আসে। খাইতে খাইতে উহারা মোটা হইয়া যায়, উহারা রৌদ্রের মধ্যে থাকে, কাজেই উহারা মলমূত্রও ত্যাগ করে, অতঃপর আবার পরিবর্তন করিয়া আবার খায়। নিশ্চয়ই এই সম্পত্তি তাজা, সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি সৎভাবে ইহাকে অর্জন করে এবং সৎভাবেই ব্যয় করে তাহাব পরিশ্রম কি উত্তম! যে ব্যক্তি অবৈধভাবে ইহা অর্জন করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ভক্ষণ করে কিন্তু তৃপ্ত হয় না এবং ইহা তাহার বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দিবে।

বর্ণনায় : হযরত আবু সঈদ খুদ্‌রী। —বোখারী

৮। তিনি বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌র শপথ, আমি তোমাদের জন্য দরিদ্রতার ভয় করি না। আমি ভয় করি, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য দুনিয়া প্রশস্ত হইয়াছিল, তেমনি তোমাদের জন্যও তাহা প্রশস্ত হইবে। তাহারা

যেমন ইহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিল, তোমরাও তেমনি আসক্ত হইবে; তাহাদিগকে ইহা যেভাবে ধ্বংস করিয়াছে, তোমাদিগকেও ইহা সেই ভাবে ধ্বংস করিবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আমব বিন্ আউফ। —বোখারী, মোসলেম

৯। তিনি বলিয়াছেনঃ মৃত দেহকে তিনটি বিষয় অনুসরণ করে। উহার মধ্যে দুইটি ফিরিয়া আসে এবং একটি মৃতদেহের সঙ্গে থাকে। তাহার পরিজনবর্গ ও ধন-দৌলত ফিরিয়া আসে, আমল তাহার সঙ্গে থাকে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —বোখারী

১০। তিনি একদা আমাদের সহিত বাহিরে আসিলেন। একটি দালানের উচ্চ গম্বুজ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ ইহা কাহার? সাহাবীগণ (সাথীগণ) বলিলেনঃ আনসারদের মধ্যে অমুকের। তিনি নীরব রহিলেন এবং মনে রাখিলেন। ইহার মালিক আসিয়া লোকজনের মধ্যে রসূলুল্লাহ্‌কে সালাম করিল কিন্তু তিনি বারবারই অন্যদিকে ফিরিয়া রহিলেন। লোকটি তাঁহার অসন্তোষ ও ক্রোধ বুঝিতে পারিল। সাহাবীদের নিকট ইহা বড়ই কষ্টকর বোধ হইল। লোকটি বলিলঃ আল্লাহ্‌র শপথ, আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে অমান্য করি না। তাহারা বলিলঃ তিনি তোমার গম্বুজ দেখিয়াছেন। লোকটি তাহার গম্বুজ ভাঙ্গিয়া মাটির সমান করিয়া দিল। অন্য একদিন তিনি গম্বুজ না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, গম্বুজের কি হইয়াছে? তাহারা বলিলঃ লোকটি আপনার অসন্তুষ্টির কথা জানিতে পারিয়া উহা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। অতঃপর তিনি বলিলেনঃ অতি প্রয়োজনীয় দালান ব্যতীত প্রত্যেক দালানই ইহার মালিকের শাস্তির কারণ হইবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —আবু দাউদ

১১। তিনি বলিয়াছেনঃ আদম সন্তানকে বিচারের দিন ছাগ-শাবকের ন্যায় অতি ক্ষুদ্রকায় করিয়া উপস্থিত করা হইবে, তাহাকে আল্লাহ্‌র নিকট অপেক্ষা করিতে হইবে। তিনি বলিবেনঃ আমি তোমাকে নিয়ামত দিয়াছি, ধন-সম্পত্তি দিয়াছি এবং করুণা করিয়াছি। তুমি কি করিয়াছ? সে বলিবেঃ হে প্রভু! আমি ইহা অর্জন করিয়া বাড়াইয়াছি এবং পূর্বে যাহা ছিল, তাহা

হইতে অনেক বেশী রাখিয়া আসিয়াছি। আমাকে ফিরিয়া যাইতে দিন। সমস্তই আপনার নিকট নিয়া আসিব। আল্লাহ্ বলিবেন: তুমি প্রথমে কি পাঠাইয়াছ তাহা আমাকে দেখাও। সে বলিবে: হে প্রভু! আমি ইহা অর্জন করিয়া বাড়াইয়াছি এবং পূর্বে যাহা ছিল তাহা হইতে অনেক বেশী রাখিয়া আসিয়াছি। আমাকে ফিরিয়া যাইতে দিন, সমস্তই আপনার নিকটে নিয়া আসিব। তখন দেখা যাইবে যে, সে কোন সৎকাজ প্রেরণ করে নাই। অতঃপর তাহাকে দোযখে লইয়া যাওয়া হইবে।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —তিরমিজী

১২। তিনি বলিয়াছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বাসীর পুণ্য নষ্ট করেন না। এই দুনিয়াতে তাহাকে সওয়াব দেওয়া হয় এবং আখিরাতেও সওয়াব দেওয়া হইবে। কাফিরদের ব্যাপারে: সে দুনিয়ায় আল্লাহ্র জন্য যে পুণ্য করে তাহার জন্য তাহাকে খাদ্য দেওয়া হয়। যখন তাহাকে আখিরাতে নেওয়া হয় তখন তাহাকে পুরস্কার দিবার জন্য কোন পুণ্য বাকী থাকে না।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —মোসলেম

১৩। আমার পিতা বলিয়াছেন: রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন সূরা "আল্হাকু মোত্তাকাসুরু" পাঠ করিতেছিলেন, আমি তাঁহার নিকটে আসিলাম। তিনি বলিলেন: হে আদম সন্তান! তুমি যাহা ভক্ষণ করিয়াছ, তাহা চলিয়া গিয়াছে, তুমি যাহা পরিধান করিয়াছ, তাহা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তুমি যাহা সদ্কা (দান) দিয়াছ, তাহা তিরোধান হইয়া গিয়াছে; তাহা ব্যতীত কি তোমার আর কিছু আছে?

বর্ণনায়: হযরত মোতার্রেফ। —মোসলেম

১৪। তিনি এক ব্যক্তিকে উপদেশ দান কালে বলিয়াছেন: পাঁচটি ঘটনার পূর্বে পাঁচটি জিনিসকে মূল্যবান জ্ঞান করিবে। তোমার বৃদ্ধ বয়সের পূর্ব তোমার যৌবনকে, ব্যাধির পূর্বে স্বাস্থ্যকে, দারিদ্র্যের পূর্বে সচ্ছলতাকে, কর্ম-ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে।

বর্ণনায়: হযরত আমর। —তিরমিজী

১৫। তিনি বলিয়াছেন: দুনিয়া যদি আল্লাহ্‌র নিকট মাছির ডানার সমানও মূল্যবান হইত তিনি কোন কাফিরকে এক কোষ পানিও পান করিতে দিতেন না।

বর্ণনায়: হযরত সহল বিন্ সায়াদ। —তিরমিজী

১৬। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বলিল: আমাকে এমন এক কাজের পথ দেখাইয়া দিন, যাহা করিলে আল্লাহ্ আমাকে ভালবাসিবেন এবং লোকেও আমাকে ভালবাসিবে। তিনি বলিলেন: দুনিয়াতে আত্মসংযমী হও, তবে আল্লাহ্ তোমাকে ভালবাসিবেন; এবং মানুষের নিকট যাহা আছে তাহার লালসা করিও না, তবেই লোকেও তোমাকে ভালবাসিবে।

বর্ণনায়: হযরত সহল বিন্ সায়াদ। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

১৭। তিনি বলিয়াছেন: এই সকল গুপ্তধন এবং এই ধনের চাবি আছে। কাজেই ঐ ব্যক্তি সুখী যাহাকে আল্লাহ্ ভাল কাজের চাবি করিয়াছেন এবং মন্দ কাজের প্রতিবন্ধক করিয়াছেন; এবং ঐ ব্যক্তির জন্য দুঃখ যাহাকে আল্লাহ্ অসৎ কাজের চাবি করিয়াছেন এবং সৎকাজের প্রতিবন্ধক করিয়াছেন।

বর্ণনায়: হযরত সহল বিন্ সায়াদ। —ইবনে মাযাহ্

১৮। তিনি বলিয়াছেন: নশ্বর জিনিস অর্জন করিও না, তাহা হইলে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে মসউদ। —তিরমিজী

১৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নিদ্রা হইতে উঠিলে তাঁহার দেহে মাদুরের দাগ দেখা গেল। আমি বলিলাম: আপনার জন্য যদি একটি শয্যা করিয়া দিতাম তবে কত উত্তম হইত! তিনি বলিলেন: এই দুনিয়ার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? একজন আরোহী সদৃশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সে গাছের নীচে বিশ্রাম করে এবং পরে ইহা ছাড়িয়া যায়।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে মসউদ। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ

২০। তিনি বলিয়াছেন: আদম সন্তানকে সাতটি বিষয় জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত বিচারের দিন তাহার পা নড়িবে না। তাহার জীবন সম্বন্ধে—উহা কি ভাবে কাটান হইয়াছে; যৌবন সম্বন্ধে—উহা কি ভাবে ব্যয় করা হইয়াছে; মাল সম্বন্ধে—উহা কি ভাবে অর্জন করিয়াছে এবং কি কাজে ব্যয় করিয়াছে; এবং যে বিষয়ে তাহার জ্ঞান ছিল উহা কি ভাবে করিয়াছে।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে মস্‌উদ। —তিরমিজী

২১। তিনি বলিয়াছেন: মেষের পালের মধ্যে দুইটি ক্ষুধার্ত বাঘ ছাড়িয়া দিলে যেরূপ তাহারা উহাদিগকে ধ্বংস করে, তাহা হইতেও অধিক ধ্বংসকারী মানুষের ধন-সম্পত্তির লালসা এবং ধর্মকার্যে সুখ্যাতির লালসা।

বর্ণনায়: হযরত কায়াব বিন্ মালেক। —তিরমিজী

২২। তিনি বলিয়াছেন: দালান নির্মাণে কোনই মঙ্গল নাই।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —তিরমিজী

২৩। তিনি আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন: সমস্ত ধন-দৌলতের মধ্যে একজন চাকর ও আল্লাহ্‌র পথে একটি যানবাহন তোমার পক্ষে যথেষ্ট।

বর্ণনায়: হযরত আবু হাশেম। —তিরমিজী, নেসায়ী

২৪। তিনি বলিয়াছেন: আদম সন্তানের তিনটি ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে স্বত্ব নাই। বসবাস করিবার জন্য একটি ঘর, গুপ্তঅঙ্গ ঢাকিবার জন্য একখণ্ড বস্ত্র এবং একখণ্ড রুটি ও পানি।

বর্ণনায়: হযরত উসমান। —তিরমিজী

২৫। তিনি বলিয়াছেন: আমার বন্ধুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঈর্ষার পাত্র ঐ মুমিন ব্যক্তি যাহার ধন-সম্পত্তি অল্প এবং যে নামাযে অতি বিনয়ী, যে আল্লাহ্‌র ইবাদতে অতি উত্তম, যে গোপনে তাঁহাকে মানিয়া চলে, যে লোকের সহিত মেলামেশা করিলেও অঙ্গুলীতে তাহাকে দেখান হয় না, যাহার জীবিকা শুধুমাত্র জীবন ধারণের উপযুক্ত; যে তাহাতে সবর করিয়া থাকে এবং

নিজের হাতে কাজ করে, যাহার মৃত্যু সহজে হয় এবং যাহার জন্য কম লোকে দুঃখ করে এবং যাহার ত্যাজ্য সম্পত্তি অতি অল্প।

বর্ণনায় : হযরত আবু ওমামাহ্। —তিরমিজী

২৬। তিনি বলিয়াছেন : আমার প্রভু মক্কার উপত্যকাকে স্বর্ণের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দিতে আমার মত চাহিয়াছিলেন। আমি তাহা অস্বীকার করিলাম এবং বলিলাম : হে প্রভু! বরং আমি একদিন আহার করিব এবং অন্যদিন ক্ষুধার্ত থাকিব, ইহাই আমি ইচ্ছা করি; কেন-না যেদিন আমি ক্ষুধার্ত থাকিব, সেইদিন বিনীত থাকিব এবং তোমাকে স্মরণ করিব এবং যেদিন আমি আহার করিতে পারিব আমি তোমার প্রশংসাবাদ করিব এবং তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব।

বর্ণনায় : হযরত আবু ওমামাহ্। —তিরমিজী

২৭। তিনি বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি শান্ত মনে, সুস্থ দেহে এবং দিনের খোরাকী লইয়া প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করে, সমস্ত ধন-সম্পত্তিসহ দুনিয়াকে যেন তাহার নিকট লইয়া যাওয়া হয়।

বর্ণনায় : হযরত ওবায়দুল্লাহ্। —তিরমিজী

২৮। তিনি বলিয়াছেন : কোন লোক যেন অনিষ্টকর খাদ্য দ্বারা উদর পূর্ণ না করে। আদম সন্তানের খাদ্য ততটুকু হওয়া দরকার যাহাতে তাহার মেরুদণ্ড সোজা থাকে। ইহা সম্ভব না হইলে, উদরের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য।

বর্ণনায় : হযরত মেকদাম। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

২৯। তিনি এক ব্যক্তিকে ঢেকুর দিতে শুনিয়া বলিলেন : তোমার ঢেকুর সংক্ষেপ কর, কেন-না কিয়ামতের দিন অধিক ক্ষুধার্ত ঐ ব্যক্তি হইবে যে এই দুনিয়াতে অধিক ভক্ষণ করে।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে উমর। —তিরমিজী

৩০। তিনি বলিয়াছেন: প্রত্যেক কওমের জন্য একটি পরীক্ষা আছে এবং আমার উম্মতের জন্য পরীক্ষা—ধন-সম্পত্তি।

বর্ণনায়: হযরত কায়াব বিন্ ইয়াজ। —তিরমিজী

৩১। তিনি বলিয়াছেন: আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আল্লাহ্‌র রসূল হওয়া সত্ত্বেও আমি জানি না আমাকে এবং তোমাদিগকে কি করা হইবে!

বর্ণনায়: উম্মুল আলা। —বোখারী

৩২। তিনি বলিয়াছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধর্মভীরু, স্বাধীনচেতা এবং আড়ম্বর-বিহীন বান্দাহ্‌কে ভালবাসেন।

বর্ণনায়: হযরত সায়াদ। —মোসলেম

ইহুদী নির্বাসন

১। আমরা মসজিদের ভিতরে ছিলাম, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বাহির হইয়া বলিলেন: ইহুদীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাত্রা কর। আমরা তাঁহার সহিত আসিয়া একটি পাঠশালা (মাদ্রাসা) ঘরের নিকট পৌঁছিলাম। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: হে সমবেত ইহুদীগণ! ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তি পাইবে। জানিয়া রাখ যে, এই দেশ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের। আমি এই দেশ হইতে তোমাদিগকে নির্বাসন করিতে আশা করি। তোমাদের ভিতর কাহারও কোন সম্পত্তি থাকিলে তাহা যেন সে বিক্রয় করিয়া ফেলে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তিনটি অছিয়ৎ করিয়াছেন: (১) কাফিরদিগকে জাজিরাতুল আরব (আরব দ্বীপ) হইতে বাহির করিয়া দাও; (২) প্রতিনিধি-সহিত আমি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি, তেমন ব্যবহার কর। তৃতীয় বিষয়ে তিনি নীরব রহিয়াছেন অথবা বলিয়াছেন, আমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছি।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

৩। হযরত উমর (রাঃ) আমাকে বলেন: রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছেন—আমি নিশ্চয়ই ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগকে জাজিরাতুল আরব হইতে বাহির করিয়া দিব। এমন কি তথায় মুসলমান ছাড়া আর কাহাকেও রাখিব না। অন্য বর্ণনায়: আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমি যদি বাঁচিয়া থাকি, নিশ্চয়ই ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগকে জাজিরাতুল আরব হইতে বাহির করিয়া দিব।

বর্ণনায়: হযরত জাবের বিন্ আবদুল্লাহ্। —মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) খয়বরের (যুদ্ধে) জয়লাভ করিলেন। তথা হইতে তিনি ইহুদীদিগকে বাহির করিয়া দেওয়ার ইচ্ছা করিলেন। ইহুদীগণ তাঁহার নিকট এই শর্তে মুক্তি প্রার্থনা করিল যে, তাহারা পরিশ্রম করিবে, বিনিময় অর্ধেক ফসল পাইবে। তিনি বলিলেন: যতক্ষণ আমরা ইচ্ছা করি সেই পর্যন্ত তোমাদিগকে এই শর্তে রাখিব। হযরত উমর তাঁহার শাসনকালে তাহাদিগকে তাইমা এবং আরিহাতে নির্বাসন করিলেন।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

ঈদের নামায

রমযানের ঈদকে ঈদুল ফিত্‌র এবং কোরবানীর ঈদকে ঈদুল আয্‌হা বলে। ঈদের নামায সাধারণতঃ মাঠে পড়িতে হয়। মসজিদেও পড়া চলে। শাওয়ালের চাঁদের প্রথম দিনে ঈদুল ফিত্‌র। এই দিন আযান ও ইকামত ব্যতীত অতিরিক্ত দুই রাকাত নামায জামাতে ছয় তক্‌বীরের (প্রথম রাকাতে ৩টি এবং দ্বিতীয় রাকাতে ৩টি তক্‌বীরের) সহিত ইমামের সঙ্গে আদায় করিতে হয়। নামাযের পরে খোৎবা পাঠ করিতে হয়। স্ত্রীলোকগণও ঈদের নামাযে যোগদান করিতে পারে। ঈদুল ফিত্‌রে রোযার ফিত্‌রা দিতে হয় এবং ঈদুল আয্‌হার দিনে কোরবানী দিতে হয়।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আয্‌হার দিনে ঈদগাহের দিকে বাহির হইয়া প্রথমে নামায পড়িতেন। অতঃপর জনতার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইতেন। জনতা নিজেদের সারিতে বসা থাকিত। তিনি তাহাদিগকে

উপদেশ দিতেন, নসীহত করিতেন এবং নির্দেশ দিতেন। কোথায়ও সৈন্য প্রেরণের ইচ্ছা থাকিলে তাহাদিগকে বাছাই করিতেন অথবা নির্দেশ দিবার থাকিলে নির্দেশ দিতেন। অতঃপর তিনি বাড়ী ফিরিতেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু সঈদ খুদ্রী। —বোখারী, মোসলেম

২। আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত দুই ঈদের নামায দুই-এক বার নহে (বহুবার) পড়িয়াছি আযান ও ইকামত ব্যতীত।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের। —মোসলেম

৩। ঈদুল ফিত্র ও ঈদুল আয্হার দিন তিনি বাহিরে আসিয়া প্রথমে নামায পড়িতে আরম্ভ করিতেন। নামায শেষে দাঁড়াইয়া তিনি জনতার দিকে ফিরিতেন এবং জনতা নিজ নিজ স্থানে বসা থাকিত। তখন যদি তাঁহার কোথায়ও সৈন্য প্রেরণের আবশ্যক থাকিত লোকদিগকে তাহা বলিতেন, অন্য কোন দরকার থাকিলেও উহার নির্দেশ দিতেন। তিনি আরও বলিতেনঃ দান কর! দান কর!! দান কর!!! দানকারীদের মধ্যে মহিলাগণই সংখ্যায় অধিক থাকিত। অতঃপর তিনি বাড়ী ফিরিতেন। মারওয়ান বিন্ হাকাম শাসক না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ চলিয়াছিল। আমি মারওয়ানের হাত ধরিয়া ঈদগাহে পৌঁছিলাম। দেখিলাম, কাসির বিন্ সাল্ত কাদা-মাটি ও কাঁচা ইট দ্বারা একটি মিম্বর তৈয়ার করিয়াছে। এই সময় মারওয়ান আমার হাত ধরিয়া মিম্বরের দিকে টানিতে লাগিল। আমি তাহাকে নামাযের দিকে টানিতে লাগিলাম। এই অবস্থায় বলিলামঃ নামায প্রথমে আরম্ভ করার কথা কোথায় গেল? সে বলিলঃ না, আবু সঈদ। আপনি যাহা জানেন তাহা পরিত্যক্ত হইয়া গিয়াছে। আমি বলিলামঃ কখনও না, আমার প্রাণ যাঁহার হাতে তাঁহার শপথ। আমি যাহা জানি, তাহা হইতে অধিকতর উত্তম কিছু তোমরা কখনও করিতে পারিবে না। অন্য এক রাবী বলেনঃ এরূপ তিনবার বলিলেন এবং চলিয়া গেলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু সঈদ খুদ্রী। —মোসলেম

৪। যখন ঈদের দিন আসিত, হযরত (দঃ) ভিন্ন পথ ধরিতেন (যাতায়াতে পথ পরিবর্তন করিতেন)।

বর্ণনায় : হযরত জাবের। —বোখারী

৫। ঈদের দিন রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি আযান ও ইকামত ব্যতীত খোৎবার (ভাষণ, বক্তৃতার) পূর্বে নামায আরম্ভ করিলেন। নামায শেষে বেলালের দেহে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা-বাদের পর লোকদিগকে উপদেশ দিলেন। আল্লাহ্‌র স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করিলেন। অতঃপর বেলালকে সঙ্গে লইয়া মহিলাদের দিকে গেলেন, তাহাদিগকে খোদাভীতির নির্দেশ দিলেন এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ করাইয়া উপদেশ দিলেন।

বর্ণনায় : হযরত জাবের। —নেসায়ী

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ), আবু বকর ও উমর খোৎবার পূর্বে ঈদের নামায পড়িতেন।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

৭। হযরত ইবনে আব্বাসকে প্রশ্ন করা হইল : রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত কখনও ঈদের নামাযে উপস্থিত ছিলেন কি? তিনি বলিলেন : হাঁ। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ঈদগাহে বাহির হইলেন, নামায পড়িলেন, অতঃপর খোৎবা দান করিলেন। (তিনি আযান ও ইকামতের উল্লেখ করেন নাই)। অতঃপর তিনি মহিলাদিগের নিকটে আসিয়া ওয়াজ ও নসীহত করিলেন এবং দান-সদ্‌কা করার জন্য উপদেশ দিলেন। আমি দেখিলাম : মহিলাগণ নিজেদের কান ও গলার দিকে হাত বাড়াইয়া গহনা খুলিয়া খুলিয়া বেলালের নিকট দিতে লাগিল। অতঃপর তিনি বেলালকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীতে গেলেন।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ঈদুল ফিত্‌রের দিন মাত্র দুই রাকাত নামায পড়িয়াছেন। ইহার পূর্বে বা পরে কোন নামায পড়েন নাই।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ঈদগাহে জবেহ্ করিতেন এবং নহর (উট জবেহ্ করিবার বিশেষ পদ্ধতি) করিতেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —বোখারী

১০। বয়স্কা ও পর্দানশীন মেয়েরা যাহাতে দুই ঈদে মুসলমানদের জামাত এবং দোয়ায় বা প্রার্থনায় শামিল হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে বাহির করার জন্য আমাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইল। ঋতুমতীগণের নামাযের স্থান ভিন্ন ছিল। একটি মহিলা প্রশ্ন করিলঃ আমাদের কাহারও কাহারও ওড়না নাই। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেনঃ তাহার সঙ্গী তাহাকে ওড়না পরাইবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত উম্মে আতিয়া। —বোখারী, মোসলেম

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ঈদুল ফিত্‌রের দিন খেজুর না খাইয়া নামাযের জন্য বাহির হইতেন না। তিনি বেজোড় সংখ্যার খেজুর খাইতেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —বোখারী

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মদীনাতে আসিয়া দেখিলেন সেখানে দুই দিন এমন (নির্দিষ্ট) ছিল যাহাতে তাহারা খেলাধূলা করিত। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তোমাদের এই দুইটি দিন কি? তাহারা বলিলঃ ইসলাম-পূর্ব-যুগে (অজ্ঞতার যুগে) এই দুই দিন আমরা খেলাধূলা করিতাম। তিনি বলিলেনঃ আল্লাহ্ সেই দুই দিনের পরিবর্তে তদপেক্ষা উত্তম দুইটি দিন তোমাদিগকে দান করিয়াছেন। ঈদুল আয্‌হা ও ঈদুল ফিত্‌রের দিন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —আবু দাউদ

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি নামাযের পূর্বে জবেহ্ করিল, সে নিজের জন্য জবেহ্ করিল। যে নামাযের পরে জবেহ্ করিল তাহার কোরবানী পূর্ণ হইল এবং সে মুসলমানদের রীতি বা নিয়ম রক্ষা করিল।

বর্ণনায়ঃ হযরত বারাহ্। —বোখারী, মোসলেম

১৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এক কোরবানীর ঈদের দিনে আমাদের খোৎবা দান করিলেন এবং বলিলেন: এই ঈদের দিনে আমাদের প্রথম যাহা করিতে হইবে তাহা হইল নামায। অতঃপর আমরা বাড়ী ফিরিব এবং কোরবানী করিব। যে ব্যক্তি এইরূপ করিল সে আমাদের পথে চলিল আর যে ব্যক্তি আমাদের নামায পড়ার পূর্বে কোরবানী করিল, নিশ্চয়ই উহা তাহার গোশ্ত খাওয়ার বকরী, যাহা সে তাহার পরিবারের জন্য তাড়াতাড়ি করিয়া জবেহ্ করিল। ইহা কোরবানীর কিছুই নহে।

বর্ণনায়: হযরত বারাহ্ বিন্ আজেব। —বোখারী, মোসলেম

১৫। নবী করীম (দঃ)-কে এক ঈদের দিনে ধনুক দেওয়া হইল। তিনি উহার উপরে ভর দিয়া খোৎবা দান করিলেন।

বর্ণনায়: হযরত বারাহ্ বিন্ আজেব। —আবু দাউদ

১৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি নামাযের পূর্বে জবেহ্ করিয়াছে সে যেন উহার স্থলে অপর একটি জবেহ্ করে। আর যে ব্যক্তি জবেহ্ করে নাই, আমাদের নামায পড়িবার পর সে যেন আল্লাহ্র নামে জবেহ্ করে।

বর্ণনায়: হযরত জুনদুব বিন্ আবদুল্লাহ্ বাজালী। —বোখারী, মোসলেম

১৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) রমযানের ঈদে কিছু না খাইয়া বাহির হইতেন না এবং ঈদুল আয্হার নামায না পড়িয়া কিছু খাইতেন না।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

১৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ঈদের দিনে এক রাস্তায় বাহির হইতেন এবং অপর রাস্তায় ফিরিতেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী, দারেমী

১৯। এক ঈদের দিন সেখানে বৃষ্টি হইল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাঁহাদের সহ ঈদের নামায মস্জিদে পড়িলেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্

২০। এক কাফেলা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া সাক্ষ্য দিল যে, তাহারা গতদিন নূতন চাঁদ দেখিয়াছে। তিনি নির্দেশ দিলেনঃ তাহারা যেন রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং পরের দিন যখন সকাল হইবে ঈদগাহের দিকে রওয়ানা হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু উমাইর। —আবু দাউদ, নেসায়ী

২১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) দুই ঈদে তক্‌বীর পড়িতেন। প্রথম রাকাতে কেরাতের পূর্বে সাত বার এবং দ্বিতীয় রাকাতে কেরাতের পূর্বে পাঁচ বার।

বর্ণনায়ঃ কাসীর ইবনে আবদুল্লাহ্। —ইবনে মাযাহ্, দারেমী

২২। আমি আবু মুসা আশ্‌য়ারী ও হোজায়ফাকে জিজ্ঞাসা করিলামঃ রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কোরবানীর ঈদে ও রোযার ঈদে কিরূপে তক্‌বীর বলিতেন? আবু মুসা বলিলেনঃ চারি তক্‌বীর বলিতেন, যেরূপ তিনি জানাযায় তক্‌বীর বলিতেন। ইহা শুনিয়া হোজায়ফা বলিলেনঃ তিনি ঠিকই বলিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ সাঈদ বিন্ আস্। —আবু দাউদ

ঈদুল আয্‌হার কোরবানী

কোরবানী অর্থঃ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে, আল্লাহ্‌র নামে নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট নিয়মে নির্দিষ্ট পশু জবেহ্ করা; অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের ১০, ১১, ১২ তারিখের মধ্যে উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হরিণ প্রভৃতি হালাল চতুষ্পদ পশুকে আল্লাহ্‌র নামে জবেহ্ করা।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এক ঈদে দুইটি দুম্বা কোরবানী করিয়াছেন, যাহা হৃষ্টপুষ্ট সাদা-কালো মিশ্রিত রঙের শিং-বিশিষ্ট ছিল। তিনি নিজ হাতে জবেহ্ করিয়াছেন এবং "বিস্‌মিল্লাহে আল্লাহু আকবর (আল্লাহ্‌র নামে এবং আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ)" বলিয়াছেন। আমি তাঁহাকে উহাদের পাঁজরের উপর রাখিতে দেখিয়াছি এবং আল্লাহ্‌র নামে এবং আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিতে শুনিয়াছি।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) একবার শিং বিশিষ্ট, পা, পেট ও চক্ষু কালো রঙের দুম্বা কোরবানী করিবার জন্য আনিতে বলিলেন। অনুরূপ একটি দুম্বা আনা হইলে তিনি বলিলেন: হে আয়েশা! ছুরিটি দাও। অতঃপর বলিলেন: পাথরে উহাকে ধারাল কর। হযরত আয়েশা বলেন: আমি তাহাই করিলাম। তিনি ছুরি গ্রহণ করিলেন এবং দুম্বাটিকে ধরিলেন, তারপর উহাকে কাতভাবে শোওয়াইয়া জবেহ্ করিতে গিয়া বলিলেন: 'বিস্‌মিল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র নামে) হে আল্লাহ্। তুমি ইহা মোহাম্মদ, মোহাম্মদের পরিবার এবং মোহাম্মদের উম্মতগণের পক্ষ হইতে কবুল কর। অতঃপর উহা দ্বারা তিনি লোকদের প্রাতঃকালীন খাবার খাওয়াইলেন।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: কোরবানীর দিনে আদম সন্তান এমন কোন কাজ করিতে পারে না যাহা আল্লাহ্‌র নিকট রক্ত প্রবাহিত করা অপেক্ষা প্রিয়তর হইতে পারে। কোরবানীর পশু সকল উহাদের শিং, পশম ও খুর সহ কিয়ামতের দিন আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং কোরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহ্‌র নিকট সম্মানের স্থানে পৌঁছিয়া যায়। সুতরাং তোমরা প্রফুল্ল মনে কোরবানী করিবে।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ

৪। রসূলে করীম (দঃ) বলিয়াছেন: "মুছিন্না" (পূর্ণ পাঁচ বৎসরের উট, পূর্ণ দুই বৎসরের গরু, পূর্ণ এক বৎসরের ছাগল ও ভেড়া) ব্যতীত জবেহ্ করিও না। কিন্তু যদি মুছিন্না সংগ্রহ করা কষ্ট-সাধ্য হয়, তবে মেষের 'জজ্‌য়া' (ছয়মাস বয়স পূর্ণ হইয়াছে অথচ দেখিতে পূর্ণ এক বৎসরের মত) জবেহ্ করিতে পার।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: একটি উট সাতজনের পক্ষ হইতে (কোরবানী করা যাইতে পারে)।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —মোসলেম, আবু দাউদ

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কোরবানীর দিনে দুইটি সাদা-কালো মিশ্রিত রঙের শিং-ওয়ালা খাসী দুম্বা জবেহ্ করিলেন এবং যখন উহাদিগকে কেবলা মুখী করিলেন, বলিলেন: "আমি আমার মুখমণ্ডলকে তাঁহার দিকে ফিরাইলাম যিনি আসমান সমূহ ও যমিনকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সকল দিক হইতে বিমুখ হইয়া এবং নিজেকে ইব্রাহীমের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া, আর আমি মোশরেক (অংশীবাদীদের) অন্তর্গত নহি। উপরন্তু আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সকলই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি ইহারই জন্য আদিষ্ট বা নিয়োজিত হইয়াছি এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্গত। হে খোদা! তোমার তরফ হইতেই প্রাপ্ত এবং তোমারই জন্য উৎসর্গিত। তুমি কবুল (গ্রহণ) কর, মোহাম্মদের পক্ষ হইতে এবং তাঁহার উম্মতগণের পক্ষ হইতে। অতঃপর তিনি 'বিস্‌মিল্লাহে আল্লাহু আকবর' (আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ) বলিলেন এবং জবেহ্ করিলেন। অন্য বর্ণনায়: আপন হাতে জবেহ্ করিলেন এবং বলিলেন: হে আল্লাহ্! ইহা আমার এবং আমার উম্মতগণের মধ্যে যাহারা কোরবানী করিতে পারে নাই তাহাদের পক্ষ হইতে কবুল কর।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —আবু দাউদ, তিরমিজী, ইব্‌নে মাযাহ্

৭। একবার রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কতকগুলি ছাগল-ভেড়া কোরবানীর জন্য বণ্টন করিবার ভার ওক্‌বাকে দিলেন। বণ্টন করার পর একটি বাচ্চা ছাগল বাকী রহিল। তিনি তাহা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট উল্লেখ করিলেন। তিনি বলিলেন: উহা দ্বারা তুমি নিজে কোরবানী কর। অন্য বর্ণনায়: আমি বলিলাম: আমার ভাগে তো মাত্র একটি ছাগল রহিল। তিনি বলিলেন: তুমি উহা দ্বারাই কোরবানী কর।

বর্ণনায়: হযরত ওক্‌বাহ বিন্ আমের। —বোখারী, মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ঈদগাহেই (কোরবানীর পশু) জবেহ্ করিতেন বা নহর (উট জবেহ্ করার বিশেষ পদ্ধতি) করিতেন।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর। —বোখারী

৯। রসূলে করীম (দঃ) মদীনাতে দশ বৎসর অবস্থান করিয়াছেন এবং বরাবর কোরবানীও করিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —তিরমিজী

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যখন যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশক আসে আর তোমাদের কেহ কোরবানী করিবার ইচ্ছা রাখে, সে যেন নিজের কেশ ও চর্মের কোন কিছু স্পর্শ না করে (না কাটে)। অপর বর্ণনায়ঃ সে যেন কোন কেশ না ছাঁটে এবং কোন নখ না কাটে। অন্য বর্ণনায়ঃ যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখিবে এবং কোরবানীর ইচ্ছা রাখিবে, সে যেন নিজের চুল ও নিজের নখ সমূহের কিছু না কাটে।

বর্ণনায়ঃ হযরত উম্মে সালমাহ্। —মোসলেম

১১। হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ এই দশ দিনের সৎকার্যের চাইতে অন্য কোনও দিনের সৎকার্য আল্লাহ্‌র নিকট অধিকতর প্রিয় নহে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করিলেনঃ আল্লাহ্‌র পথে জেহাদও নয়? তিনি বলিলেনঃ আল্লাহ্‌র পথে জেহাদও নয়, শুধু ঐ ব্যক্তির জেহাদ ব্যতীত যে তাহার জান-মাল সহ বাহির হয় এবং কিছুই লইয়া ফিরিয়া আসে না।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী

১২। আমি হযরত আলীকে দুইটি দুম্বা কোরবানী করিতে দেখিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলামঃ ইহা কি? (দুইটি কেন?) তিনি বলিলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাকে অছিয়ৎ করিয়া গিয়াছেন, আমি যেন তাঁহার পক্ষে কোরবানী করি। সুতরাং আমি তাঁহার পক্ষ হইতে কোরবানী করিতেছি।

বর্ণনায়ঃ তাবেয়ী হানাশ। —আবু দাউদ, তিরমিজী

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন যে, আমরা যেন (কোরবানীর পশুর) চক্ষু ও কান উত্তমরূপে দেখিয়া লই এবং আমরা যেন তাহা দ্বারা কোরবানী না করি—যে পশুর কানের অগ্রভাগ কাটা গিয়াছে, যাহার কানের শেষ-ভাগ কাটা গিয়াছে অথবা যাহার কান গোলাকারে ছেদিত হইয়াছে বা যাহার কান পার্শ্বের দিকে ফাড়িয়া গিয়াছে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আলী। —তিরমিজী, আবু দাউদ, নেসায়ী

১৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন: আমরা যেন শিং ভাঙ্গা ও কান কাটা পশু দ্বারা কোরবানী না করি।

বর্ণনায়: হযরত আলী। —ইবনে মাযাহ্

১৫। জিজ্ঞাসা করা হইল: কোন্ রকমের পশু কোরবানী করিতে নাই? তিনি স্বীয় হাত দ্বারা ইশারা করিয়া বলিলেন: চারি প্রকার পশু—খোঁড়া পশু, যাহার দোষ প্রকাশ্য; অন্ধ পশু, যাহার অন্ধতা প্রকাশ্য; পীড়িত পশু, যাহার পীড়া প্রকাশ্য; শীর্ণ পশু, যাহা বলবান হইবার নহে।

বর্ণনায়: হযরত বারাযা বিন্ আজেব। —তিরমিজী

১৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) শিংওয়ালা শক্তিশালী দুম্বা দ্বারা কোরবানী করিতেন, যাহার চক্ষু কালো, মুখ কালো এবং পা কালো।

বর্ণনায়: হযরত আবু সঈদ খুদ্রী। —তিরমিজী, আবু দাউদ, নেসায়ী, ইবনে মাযাহ্

১৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিতেন: পূর্ণ ছয় মাসের ভেড়া এক বৎসরের ছাগলের স্থান পূর্ণ করে।

বর্ণনায়: হযরত মুজাশে। —আবু দাউদ, নেসায়ী, ইবনে মাযাহ্

১৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি: পূর্ণ ছয় মাসের ভেড়া কি উত্তম কোরবানী।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

১৯। রসূলে করীম (দঃ) বলিয়াছেন: যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের মত এমন কোন দিন নাই যাহার ইবাদত আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয়তর। উহার প্রত্যেক দিনের রোযা এক বৎসরের রোযার সমান এবং উহার প্রত্যেক রাত্রির নামায কদরের রাত্রির নামাযের সমান।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —ইবনে মাযাহ্, তিরমিজী

২০। এক কোরবানীর ঈদে কোরবানীর তারিখে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত উপস্থিত ছিলাম। তিনি ইহার অধিক কিছু করিলেন না: নামায পড়িলেন এবং সালাম ফিরাইয়া নামায হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। এমন সময়

কতক কোরবানীর গোশ্‌ত দেখিলেন—যাহা তাঁহার নামায হইতে অবসর হওয়ার পূর্বেই জবেহ্‌ করা হইয়াছিল। তখন তিনি বলিলেন: যে ব্যক্তি নামায পড়ার পূর্বে অথবা আমাদের নামায পড়ার পূর্বে কোরবানীর পশু জবেহ্‌ করিয়াছে, সে যেন উহার স্থলে অপর একটি জবেহ্‌ করে। অপর বর্ণনায়: তিনি নামায পড়িলেন; খোৎবা দান করিলেন, তারপর কোরবানীর পশু জবেহ্‌ করিলেন এবং বলিলেন: যে ব্যক্তি নামায পড়ার পূর্বে অথবা আমাদের নামায পড়ার পূর্বে কোরবানীর পশু জবেহ্‌ করিয়াছে, সে যেন উহার স্থলে অপর একটি জবেহ্‌ করে। আর যে জবেহ্‌ করে নাই, সে যেন আল্লাহ্‌র নামে করে।

বর্ণনায়: জুনদব বিন্‌ আবদুল্লাহ্‌। —বোখারী, মোসলেম

২১। একদিন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন: এই কোরবানী কি? তিনি বলিলেন: তোমাদের পিতা হযরত ইব্রাহীমের সুন্নত (নিয়ম)। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন: ইহাতে আমাদের কি রহিয়াছে? তিনি বলিলেন: পশুর প্রত্যেক লোমের পরিবর্তে একটি নেকী (পুণ্য) রহিয়াছে। আবার প্রশ্ন করিলেন: পশমওয়ালা পশুদের পরিবর্তে কি হইবে? তিনি বলিলেন: প্রত্যেক পশমের পরিবর্তেও একটি নেকী রহিয়াছে।

বর্ণনায়: হযরত যায়েদ বিন্‌ আরকাম। —আহমদ, ইবনে মাযাহ্‌

ঈমান

ঈমান ইসলামের সর্বপ্রধান অঙ্গ। ঈমান শব্দের সাধারণ অর্থ—বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন করা। শরীয়ত মতে ইহার বিশেষ অর্থ: হযরত মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাঁহার বান্দাহ্‌দের নিকট যাহা কিছু পৌঁছাইয়াছেন তাহাতে পূর্ণ বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন করা বা হযরত (দঃ)-কে সত্যবাদী বলিয়া অন্তরের সহিত মানিয়া লওয়া। আল্লাহ্‌, ফিরেশ্‌তাগণ, আল্লাহ্‌র কিতাব সমূহ, নবী (রসূল)-গণ এবং আখিরাত (পরকাল) ও তকদীরে (অদৃষ্ট, নিয়তিতে) বিশ্বাস ইহার প্রধান অঙ্গ।

১। আমরা একদা হযরত (দঃ)-এর নিকটে ছিলাম। ঐ সময় জনৈক অপরিচিত আরবীর বেশে [জিব্রাঈল (আঃ)] রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর দরবারে হাজির হইয়া হযরতের হাঁটুর সহিত হাঁটু মিশাইয়া নিজের দুই হাত হযরতের উরুর উপরে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: 'হে মোহাম্মদ! ইস্‌লাম কি? আমাকে বলুন। জবাবে হযরত (দঃ) বলিলেন: আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ বা উপাস্য নাই এবং মোহাম্মদ তাঁহার রসূল, এই কথার সাক্ষ্য বা ঘোষণা দেওয়া, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমযানের রোযা রাখা এবং শক্তি ও সামর্থ্য থাকিলে হজ্জ করা, ইহাই ইস্‌লাম। আগন্তুক (জিব্রাঈল) বলিলেন: আপনি সত্য বলিয়াছেন। তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন: ঈমান কি? আমাকে বলুন। হযরত (দঃ) বলিলেন: আল্লাহ্‌কে, তাঁহার ফিরেশ্‌তাগণকে, কিতাব সমূহকে, নবী (রসূল)-গণকে, পরকালে এবং তকদীর বা ভাগ্যের ভাল ও মন্দতে বিশ্বাস করা, ইহাই ঈমান। আগন্তুক বলিলেন: আপনি ঠিক বলিয়াছেন। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন: এহ্‌সান কি? আমাকে বলুন। হযরত (দঃ) বলিলেন: আল্লাহ্‌র ইবাদত এমনভাবে করা যেন তুমি তাঁহাকে দেখিতেছ, যদিও তুমি তাঁহাকে দেখিতে না পাও তথাপি তিনি তোমাকে দেখিতেছেন (এইরূপ মনে করা)। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন: কিয়ামত বা মহাপ্রলয় সম্বন্ধে আমাকে বলুন। হযরত (দঃ) বলিলেন: প্রশ্ন-কারী হইতে এ সম্পর্কে আমার অধিক জানা নাই। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন: ইহার আলামত বা পূর্ব-চিহ্ন সমূহ আমাকে বলিয়া দিন। হযরত (দঃ) বলিলেন: উহার চিহ্ন—দাসী বা বাঁদীর গর্ভে তাহার প্রভু জন্মগ্রহণ করিবে, নগ্নপদ ও নগ্ন-দেহের দরিদ্র মেষপালকদিগকে (পরবর্তীকালে) দালান-কোঠা লইয়া পরস্পরকে গর্ব করিতে দেখিবে। অতঃপর উক্ত আগন্তুক চলিয়া গেলে হযরত আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন: হে উমর! প্রশ্নকারীকে চিনিতে পারিয়াছ? তিনিই ফিরেশ্‌তা জিব্রাঈল। তোমাদিগকে ধর্ম শিক্ষা দিবার জন্য আসিয়াছিলেন।

বর্ণনায়: হযরত উমর ও হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

২। ইস্‌লাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত—(১) আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ বা উপাস্য নাই এবং মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌র বান্দাহ্ ও রসূল

—ইহা ঘোষণা করা ; (২) নামায কায়েম করা ; (৩) যাকাত দেওয়া ; (৪) হজ্জ করা এবং (৫) রমযানের রোযা রাখা।

বর্ণনায় : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর। —বোখারী, মোসলেম

৩। ঈমানের সত্তরটিরও অধিক শাখা রহিয়াছে। উহার মধ্যে সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ শাখা—আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ বা উপাস্য নাই—এই কথা ঘোষণা করা এবং নিম্নতম শাখাটি—পথ হইতে কষ্টদায়ক জিনিস দূরীভূত করা এবং লজ্জাবোধও ঈমানের একটি শাখা।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৪। মুসলমান ঐ ব্যক্তি যাহার মুখ ও হাত হইতে (অপর) মুসলমানগণ নিরাপদে রহিয়াছে এবং মোহাজির ঐ ব্যক্তি যে ব্যক্তি আল্লাহ্ যাহা নিষেধ করিয়াছেন তাহা ত্যাগ করিয়াছে।

বর্ণনায় : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —বোখারী, মোসলেম

৫। তোমাদের কেহ মুমিন বা পূর্ণ বিশ্বাসী হইতে পারে না যতক্ষণ আমি তাহার নিকট স্বীয় পিতা, সন্তান এবং অন্যান্য সকল মানুষ হইতে অধিকতর প্রিয় না হই।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

৬। তিনটি গুণ যাহার মধ্যে থাকিবে সে ঈমানের স্বাদ পাইবে : (১) যাহার নিকট দুনিয়ার সকল কিছু হইতে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসূল সর্বাধিক প্রিয় হইবে ; (২) যে ব্যক্তি কাহাকেও ভালবাসিবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্যই ভালবাসিবে এবং (৩) আল্লাহ্র অনুগ্রহে কুফরী (নাস্তিকতা) হইতে মুক্তি পাওয়ার পর পুনরায় কুফরীতে ফিরিয়া যাওয়াকে দোযখের আগুনের মত ঘৃণা করে।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

৭। যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে রব (প্রভু), ইসলামকে দীন (ধর্ম) এবং মোহাম্মদ (দঃ)-কে রসূল বলিয়া সন্তুষ্টির সহিত গ্রহণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই ঈমানের স্বাদ পাইয়াছে।

বর্ণনায় : হযরত আব্বাস। —মোসলেম

৮। যাহার হাতে মোহাম্মদের জীবন রহিয়াছে তাঁহার শপথ। ইহুদী হউক বা নাসারা হউক যে কেহ আমার কথা শুনিবে, অথচ আমি যে দীন সহকারে প্রেরিত তাহার প্রতি ঈমান না আনিয়া মরিয়া যাইবে, সে নিশ্চয়ই দোযখের অধিবাসী হইবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৯। তিন ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রহিয়াছে—(১) যে আহ্‌লে কিতাব ব্যক্তি তাহার নিজের নবীর প্রতি ঈমান আনিয়াছিল, অতঃপর মোহাম্মদ (দঃ)-এর প্রতিও ঈমান আনিয়াছে; (২) যে ক্রীতদাস যথা নিয়মে আল্লাহ্‌র হক আদায় করিয়াছে এবং তাহার মনিবের পূর্ণ হক আদায় করিয়াছে এবং (৩) যে ব্যক্তির অধীনে একটি ক্রীতদাসী ছিল, তাহার সহিত সে সহবাস করিত: সে তাহাকে উত্তমরূপে আদব-কায়দা (দীনের আহকাম) শিক্ষা দিয়াছে। অতঃপর তাহাকে মুক্তি দিয়াছে এবং বিবাহ করিয়াছে। তাহাদের প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রহিয়াছে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু মুসা আশ্‌য়ারী। —বোখারী, মোসলেম

১০। আমাকে মানুষের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, যতক্ষণ না তাহারা ইহা ঘোষণা করে যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন মা'বুদ (প্রভু) নাই এবং মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। যখন তাহারা এইরূপ করিবে, আমার হাত হইতে তাহাদের জান ও মাল রক্ষা করিতে পারিবে, কিন্তু ইসলামের বিধান অনুযায়ী তাহাদের বিচারের ভার আল্লাহ্‌র উপরই ন্যস্ত রহিল।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন্‌ উমর। —বোখারী, মোসলেম

১১। যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামায পড়ে। আমাদের কেবলা (কাবাকে) কেবলা হিসাবে গ্রহণ করে এবং আমাদের জবেহ্‌ করা পশুর গোশ্‌ত ভক্ষণ করে, সে অবশ্যই মুসলমান। তাহার জন্য আল্লাহ্‌র এবং তাঁহার রসূলের প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে, সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি

ভঙ্গ করিও না। (অর্থাৎঃ আইনগত বা শরীয়ত সম্মত অধিকার ব্যতীত তাহার জান-মাল ও ইজ্জত-আবরুর প্রতি হস্তক্ষেপ করিও না।)

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —বোখারী

১২। একদা একজন আরববাসী রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকটে আসিয়া বলিলঃ আমাকে এমন একটি কাজের সন্ধান দান করুন, যাহা করিলে আমি সোজা বেহেশ্তে যাইতে পারি। হযরত (দঃ) বলিলেনঃ আল্লাহ্র ইবাদত করিতে থাকিবে, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না, ফরয নামায কায়েম করিবে এবং রমযানের রোযা রাখিবে। ইহা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি বলিলঃ "আল্লাহ্র শপথ। যাঁহার হাতে আমার জীবন রহিয়াছে, ইহা হইতে বেশীও করিব না এবং কমও করিব না।" ঐ ব্যক্তি চলিয়া গেলে হযরত (দঃ) বলিলেনঃ যদি কেহ কোন বেহেশ্তবাসীকে দেখিয়া খুশী হইতে চাহে সে যেন ইহাকে দেখে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

১৩। একবার আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আরজ করিলামঃ আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলিয়া দিন, যাহা আপনার পর বা আপনি ব্যতীত আমার আর কাহাকেও যেন জিজ্ঞাসা করিতে না হয়। হযরত (দঃ) বলিলেনঃ 'আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস করিয়াছি', এই কথা বল এবং মজবুত থাক। (অর্থাৎ—ব্যবহারিক জীবনে তাঁহার যাবতীয় আদেশ-নিষেধ মানিয়া চলিতে দৃঢ় থাক)।

বর্ণনায়ঃ হযরত সুফিয়ান বিন্ আবদুল্লাহ্ সাকাফী। —মোসলেম

১৪। একজন নজদবাসী এলোমেলো কেশে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া পৌঁছিল। আমরা তাহার গুন্গুন্ শব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম কিন্তু বুঝিতে পারিতেছিলাম না। সে অতি নিকটে আসিয়া পৌঁছিল। সে ইস্লাম সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেছে। হযরত (দঃ) জবাবে বলিলেনঃ এক দিন ও রাত্রে পাঁচবার নামায পড়। সে বলিলঃ ইহা ছাড়া আর কোন নামায আমার উপর আছে কি-না? হযরত (দঃ) বলিলেনঃ না, অবশ্য যদি তুমি স্বেচ্ছামূলক

ভাবে পড়িতে চাও (পড়িতে পার)। আবার হযরত (দঃ) বলিলেনঃ এবং রমযান মাসের রোযা রাখা। সে বলিলঃ ইহা ছাড়া আমার উপর আর কোন রোযা আছে কি-না? হযরত (দঃ) বলিলেনঃ না, তবে যদি স্বেচ্ছায় রোযা রাখ। এইভাবে হযরত (দঃ) তাহাকে যাকাতের কথাও বলিলেন। সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলঃ ইহা ব্যতীত আমার উপর আর কোন দেয় যাকাত আছে কি-না? হযরত (দঃ) বলিলেনঃ না, কিন্তু যদি তুমি ইচ্ছা করিয়া দান কর। অতঃপর ঐ ব্যক্তি এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেলঃ আল্লাহ্‌র কসম। ইহার উপর আমি কিছু বেশীও করিব না এবং কমও করিব না। ইহা শুনিয়া হযরত (দঃ) বলিলেনঃ লোকটি সাফল্য লাভ করিল যদি সে সত্য বলিয়া থাকে।

বর্ণনায়ঃ হযরত তাল্‌হা বিন্ উবাইদুল্লাহ্। —বোখারী, মাসলেম

১৫। আবদুল কায়স গোত্রের এক প্রতিনিধিদল হযরত (দঃ)-এর নিকট আসিয়া পৌঁছিল। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তোমরা কোন্ কওম বা গোত্রের লোক বা প্রতিনিধি? তাহারা বলিলঃ রবীয়া (গোত্রের)। হযরত বলিলেনঃ গোত্রের প্রতি বা প্রতিনিধিদলের প্রতি মোবারকবাদ হউক। তোমরা আমার নিকট আসিয়া অপমানিত বা অনুতপ্ত হইও না। প্রতিনিধিদল হযরত (দঃ)-কে বলিলঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! মাহে হারাম ব্যতীত আমরা আপনার কাছে আসিতে পারি না। কেন-না আমাদের ও আপনার মধ্যবর্তী স্থলে (এই) কাফির মোজার গোত্র রহিয়াছে। সুতরাং আমাদিগকে এমন একটি পরিষ্কার নির্দেশ দান করুন যাহা আমরা আমাদের অপর লোকদের নিকট যাইয়া বলিতে পারি এবং যদ্দ্বারা আমরা বেহেশ্‌তে চলিয়া যাইতে পারি। তাহারা পানীয় সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। হযরত (দঃ) তাহাদিগকে চারিটি কাজের আদেশ করিলেন এবং চারিটি কাজ হইতে বিরত থাকিতে বলিলেন।—এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেনঃ তোমরা কি জান আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা কী? তাহারা বলিলঃ আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলই তাহা অধিক জানেন। হযরত (দঃ) বলিলেনঃ আল্লাহ্ ব্যতীত কেহ মা'বুদ বা উপাস্য নাই এবং মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল,

ইহা ঘোষণা করা, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং রমযানের রোযা রাখা। এতদ্ব্যতীত গনীমতের (মাল হইতে) এক-পঞ্চমাংশ দেওয়া। অতঃপর হযরত (দঃ) তাহাদিগকে চারিটি নিষেধ করিলেন : হান্তম (মাটির সবুজ পাত্র বিশেষ), দুব্বা (কদুর খোল দ্বারা প্রস্তুত পাত্র বিশেষ), নকীর (কাঠের পাত্র বিশেষ) ও মোজাফ্‌ফাত (তৈলাক্ত পাত্র বিশেষ)-এর ব্যবহার এবং এই সকল কথা স্মরণ রাখিবে এবং তোমাদের অপর লোকদিগকে বলিবে। (এই সকল পাত্র তখন মদ বা শরাবের জন্য ব্যবহার করা হইত)।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

১৬। একদিন উপস্থিত সাহাবীদের লক্ষ্য করিয়া রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন : তোমরা আমার হাতে 'বায়াত' (চুক্তি) কর : (১) তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত কোন কিছুকেও শরীক (অংশী) করিবে না ; (২) চুরি করিবে না, ব্যভিচার করিবে না, নিজেদের সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না, নিজেরা কাহারও প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিবে না এবং কোন মা'রূফ বা শরীয়ত সঙ্গত বিষয় অবাধ্য হইবে না। যে সকল ব্যক্তি এই সকল অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট পুরস্কার রহিয়াছে। অপরপক্ষে, যে ব্যক্তি এই সকল অপরাধের কোন একটি করিবে এবং এই কারণে দুনিয়াতে তাহার শাস্তি হইয়া যাইবে, তাহা হইলে সেই অপরাধের কাফ্‌ফারা বা শাস্তি হইয়া যাইবে। আর যে ব্যক্তি এই সকল অপরাধের মধ্যে কোন একটি করিয়াছে অথচ আল্লাহ্ উহা ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, তাহা হইলে উহা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে। তিনি ইচ্ছা করিলে অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে এই জন্য শাস্তিও দিতে পারেন। আমরা এই সকল কথার উপর তাঁহার হাতে বায়াত বা চুক্তি করিলাম।

বর্ণনায় : হযরত উবাদা বিন্ সামেত। —বোখারী, মোসলেম

১৭। একবার ঈদুল আয্‌হা অথবা ঈদুল ফিত্‌রের দিন হযরত (দঃ) ঈদগাহে বাহির হইলেন এবং মহিলাদের নিকট পৌঁছিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন : হে নারী সমাজ! দান-খয়রাত কর। কেন-না আমাকে জানান হইয়াছে যে, দোযখের অধিকাংশ অধিবাসী তোমাদের নারী সমাজেরই হইবে। তাহারা

বলিল : হে আল্লাহ্‌র রসূল ! এইরূপ কেন হইবে ? হযরত (দঃ) জবাব দিলেন : তোমরা অন্যের প্রতি অধিক মাত্রায় লানত বা অভিশাপ করিয়া থাক এবং স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাক। তোমাদের ন্যায় অপূর্ণ বুদ্ধি ও অপূর্ণ দীন নারী সমাজের কাহারও অপেক্ষা, বিচক্ষণ বুদ্ধিমান পুরুষের বুদ্ধি হরণকারিণী আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। তাহারা বলিল : হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমাদের দীন ও বুদ্ধির অপূর্ণতা কী রূপ ? হযরত (দঃ) জবাব দিলেন : নারীদের সাক্ষ্য কি পুরুষদের সাক্ষ্যের অর্ধেকের সমান নহে ? তাহারা উত্তর করিল : হাঁ। হযরত (দঃ) বলিলেন : ইহা নারীদের বুদ্ধির অপূর্ণতার কারণেই। আবার হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমাদের কাহারও যখন মাসিক ঋতু হয় তখন যে, সে নামায-রোযা করে না, ইহা কি সত্য নহে ? তাহারা উত্তর দিল : হাঁ। হযরত (দঃ) বলিলেন : ইহা তোমাদের দীনের অপূর্ণতা।

বর্ণনায় : হযরত আবু সঈদ খুদ্‌রী। —বোখারী, মোসলেম

১৮। হযরত্ (দঃ) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ বলেন, মানব আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়াছে, অথচ ইহা তাহার পক্ষে উচিত ছিল না এবং সে আমাকে মন্দ বলিয়াছে অথচ ইহাও তাহার উচিত ছিল না। সে বলে : 'আল্লাহ্ আমাকে কখনও পুনরায় সৃষ্টি করিবেন না, যেভাবে আমাকে প্রথম সৃষ্টি করিয়াছেন', অথচ আমার প্রথমবারের সৃষ্টি দ্বিতীয় বারের অপেক্ষা সহজ ছিল না। আর তাহার আমাকে মন্দ বলা হইল এই যে, সে বলে : আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়াছেন অথচ আমি এক, আমি কাহারও মুখাপেক্ষী নহি। কিন্তু সকলেই আমার মুখাপেক্ষী। আমি সন্তান জন্ম দেই নাই, আমি কাহারও সন্তান নহি এবং কেহ আমার সমকক্ষও নহে। অন্য বর্ণনায় : সে বলে যে, আমার সন্তান আছে অথচ 'আমি স্ত্রী বা পুত্র গ্রহণ করিব'—ইহা হইতে পবিত্র।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা ও হযরত আনাস। —বোখারী

১৯। আল্লাহ্ বলেন : আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দিয়া থাকে, তাহারা দাহ্‌র বা কালকে গালি দিয়া থাকে, অথচ আমিই দাহর, আমার হাতেই

ক্ষমতা, দিন-রাত্রির পরিবর্তন বা ওলট-পালট আমিই করিয়া থাকি। (কালকে গালি দেওয়া আমাকে গালি দেওয়ার নামান্তর)।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২০। কষ্টদায়ক বিষয় শুনিয়াও সবর (সহ্য) করার ব্যাপারে আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক সবরকারী আর কেহই নাই। মানুষ তাঁহার প্রতি সন্তান আরোপ করিয়া থাকে অথচ তিনি তাহাদিগকে নিরাপদে রাখেন এবং জীবিকা দিয়া থাকেন।

বর্ণনায় : হযরত আবু মুসা। —বোখা.

২১। হে মোয়াজ! তুমি কি জান যে, আল্লাহ্র বান্দাহ্দের উপর আল্লাহ্র কি হক এবং আল্লাহ্র নিকটই বা বান্দাহ্দের কি হক রহিয়াছে? আমি বলিলাম : আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলই এ বিষয় অধিক অবগত। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন : বান্দাহ্দের উপর আল্লাহ্র এই হক রহিয়াছে যে, তাহারা আল্লাহ্র ইবাদত করিবে এবং তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক বা অংশী করিবে না। আর আল্লাহ্র নিকট বান্দাদের এই হক রহিয়াছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না, আল্লাহ্ তাহাকে শাস্তি দিবেন না। আমি বলিলাম : তাহা হইলে কি আমি লোকদিগকে এই সুসংবাদ দিব না? হযরত (দঃ) বলিলেন : না ; এ সংবাদ দিও না। তাহা হইলে তাহারা ইহার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিবে বা অলস হইয়া যাইবে।

বর্ণনায় : হযরত মোয়াজ বিন্ জাবাল। —বোখারী, মোসলেম

২২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ও হযরত মুয়াজ (রাঃ) একই উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন এবং তখন রসূলুল্লাহ্ ডাকিলেন : হে মুয়াজ! এইভাবে তিন বার ডাকিলেন। হযরত মুয়াজ প্রত্যেক বারেই জবাব দিলেন : হুজুর, আমি উপস্থিত ও প্রস্তুত রহিয়াছি। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন : যে ব্যক্তি অন্তরের সহিত সত্য জানিয়া এই ঘোষণা করিবে যে, 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং মোহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল, আল্লাহ্ তাহার জন্য দোযখের আগুনকে হারাম করিয়া দিয়াছেন।' তখন হযরত মুয়াজ জিজ্ঞাসা করিলেন :

আমি কি লোকদিগকে এই সুসংবাদ দিব না যাহাতে তাহারা খুশী হয়? হযরত (দঃ) বলিলেনঃ না, তাহা হইলে তাহারা ইহার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিবে বা তাহারা অলস হইয়া যাইবে। মৃত্যুকালে হযরত মুয়াজ এই সংবাদ প্রকাশ করেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

২৩। একদা আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর খিদমতে পৌছিয়া দেখিলামঃ তিনি সাদা কাপড় পরিহিত অবস্থায় ঘুমাইয়া আছেন। অতঃপর আবার গিয়া দেখি, তিনি জাগিয়াছেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেনঃ আল্লাহ্‌র যে কোন বান্দাহ্ বলিবে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং এই অবস্থায় মরিয়া যাইবে, সে বেহেশ্‌তে যাইবে। আমি বলিলামঃ যদি সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে? রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেনঃ যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে। এইভাবে চতুর্থ বার জিজ্ঞাসা করায় তিনি শেষবারে বলিলেনঃ যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে—আবুজরের নাক কাটা গেলেও।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবুজর গিফারী। —বোখারী, মোসলেম

২৪। যে ব্যক্তি এই কথা ঘোষণা করিবেঃ আল্লাহ্ ব্যতীত মা'বুদ নাই, তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই এবং মোহাম্মদ তাঁহার দাস ও রসূল; হযরত ঈসা (আঃ)-ও আল্লাহ্‌র বান্দাহ্ ও রসূল, তাঁহার দাসীর সন্তান ও আল্লাহ্‌র বাক্য বিশেষ যাহা মরিয়মের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পক্ষ হইতে রুহ; এবং বেহেশত ও দোযখ সত্য। তবে আল্লাহ্ তাহাকে বেহেশ্‌ত দান করিবেন। তাহার আমল যাহাই থাকুক না কেন?

বর্ণনায়ঃ হযরত ওবাদা বিন্ সামেত। —বোখারী, মোসলেম

২৫। যে কেহ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌র রসূল, আল্লাহ্ তাহার জন্য দোযখকে হারাম করিয়া দেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ওবাদা বিন্ সামেত। —মোসলেম

২৬। দুইটি ঘটনা অবশ্যই ঘটিবে। একজন জিজ্ঞাসা করিল : হে আল্লাহ্‌র রসুল। দুইটি ঘটনা কি কি? তিনি বলিলেন : যে আল্লাহ্‌র সহিত শির্‌কী করিয়া মরিয়া যায়, সে দোযখে প্রবেশ করিবে এবং যে শির্‌কী না করিয়া মরিয়া যায়, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

বর্ণনায় : হযরত জাবের। —মোসলেম

২৭। আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলাম : আপনার ডান হাত প্রসারিত করুন, আপনার হাতে বায়াত করিব। তিনি হাত প্রসারিত করিলেন। কিন্তু আমার হাত টানিয়া লইলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন : কি হইল আমর? বলিলাম, একটি শর্ত করিতে চাই। তিনি বলিলেন : কী শর্ত করিবে? বলিলাম : আল্লাহ্ যেন আমাকে ক্ষমা করিয়া দেন। তিনি বলিলেন : আমর, তুমি কি জান না যে, ইস্‌লাম উহার পূর্বের সমস্ত কিছু মিটাইয়া দেয় এবং হিজরত উহার পূর্বের সবকিছু নষ্ট করিয়া দেয়, এইভাবে হজ্জও তার আগের যাবতীয় গোনাহ্‌কে মিটাইয়া দেয়?

বর্ণনায় : হযরত আমর বিন্ আস্। —মোসলেম

২৮। যে আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসে, ঘৃণা করে, দান করে এবং দান হইতে বিরত থাকে, সে ঈমানকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

বর্ণনায় : হযরত আবু ওমামাহ্। —আবু দাউদ, তিরমিজী

২৯। হে উমর। তুমি কেন এইরূপ কার্য করিলে? জবাব দিলেন : আপনি কি আপনার পাদুকাসহ আবু হোরায়রাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য বা মাবুদ নাই, এই কথা যাহারা হৃদয় দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া সাক্ষ্য দেয়, এমন লোকের সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে বেহেশ্‌তের সুসংবাদ দিবে? হযরত (দঃ) বলিলেন : হাঁ। হযরত উমর বলিলেন : ইহা না বলিলেই ভাল হইত, আমার ভয় হয় ইহাতে লোক অলস হইয়া পড়িতে পারে, তাহাদিগকে কাজ করিতে দিন। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন : তাহাই হউক।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৩০। জিনা বা ব্যভিচারকারী কোনও ব্যভিচারী মুমিন বা ঈমান থাকা অবস্থায় ব্যভিচার করে না। চুরি করাকালীন কোনও চোর মুমিন থাকা অবস্থায় চুরি করে না। মদ্য পানকারী কোনও মদ্যপায়ী মুমিন থাকা অবস্থায় মদ্য পান করে না। লুণ্ঠনকারী মুমিন থাকা অবস্থায় লুণ্ঠন করে না এবং পরনিন্দাকারী মুমিন থাকা অবস্থায় পরনিন্দা করে না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোবায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৩১। ঈমানের তিনটি প্রধান বিষয়-বস্তু রহিয়াছেঃ (১) আল্লাহ্ ব্যতীত কোনও মা'বুদ বা উপাস্য নাই—এই কথা যে উচ্চারণ করে, তাহা হইতে হস্ত সঙ্কুচিত কর। তাহাকে কোন দোষে দোষারোপ করিও না এবং তাহাকে কোন কার্যের জন্য ইসলাম হইতে বাহির করিয়া দিও না। (২) আল্লাহ্ যখন আমাকে নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন, তখন হইতে জেহাদ চলিতে থাকিবে, এমন কি এই সম্প্রদায়ের শেষ ব্যক্তি দজ্জালের সহিত জেহাদ করিবে। অত্যাচারীর অত্যাচার, বিচারকের সুবিচার ইহাকে দূর করিতে পারিবে না, এবং (৩) তকদীর বা ভাগ্যের উপর ঈমান।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —আবু দাউদ

৩২। যখন কোন মানুষ ব্যভিচার করে, তখন তাহার অন্তর হইতে ঈমান বাহির হইয়া যায় এবং তাহার মাথার উপরে ছায়ার ন্যায় দোদুল্যমান থাকে। ব্যভিচার কার্য শেষ হইলে আবার ঈমান ফিরিয়া আসে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোবায়রা। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৩৩। কয়েকজন সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট বলিলঃ আমরা আমাদের অন্তরে এমন বিষয় অনুভব করি যাহা প্রকাশ করা বৃহৎ ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ এখনও কি তাহা অনুভব করিতেছ? তাঁহারা বলিলেনঃ হাঁ। তিনি বলিলেনঃ ইহাই স্পষ্ট ঈমান।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৩৪। মানব কেবলই অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকিবে, এমন কি সে বলিবেঃ আল্লাহ্ সৃষ্টিকে সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু আল্লাহ্কে কে সৃষ্টি করিয়াছে? যাহার অন্তরে এই ভাবের উদয় হয়, সে যেন বলেঃ আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের প্রতি ঈমান আনিলাম।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৩৫। মানুষ অনুসন্ধান হইতে বিরত হইবে না, ইহাও বলা হইবে যে, আল্লাহ্ সৃষ্টির স্রষ্টা, কিন্তু আল্লাহ্কে কে সৃষ্টি করিয়াছে? তখন বলঃ আল্লাহ্ এক, তিনি অভাবশূন্য, তাঁহার পিতা-মাতা ও সন্তান নাই; কেহই তাঁহার সমান নহে। সে যেন বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

৩৬। কোন বান্দাহ্ চারিটি বিষয় ঈমান না আনা পর্যন্ত ঈমানদার হইতে পারে না। (১) আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং আমি আল্লাহ্র রসূল বলিয়া সাক্ষ্য দিবে। (২) তিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন, মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানে বিশ্বাস করিবে এবং তক্দীর বা ভাগ্যে বিশ্বাস করিবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আলী। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

৩৭। সর্প যেমন গর্তে আশ্রয় গ্রহণ করে, ঈমানও তদ্রূপ মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৩৮। আল্লাহ্র শপথ! সে বিশ্বাসী নহে, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এইভাবে তিন বার বলিলেন। তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল: কে বিশ্বাসী নহে? তিনি বলিলেনঃ যাহার অনিষ্ট হইতে তাহার প্রতিবেশী নিরাপদ নহে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৩৯। যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ। কোন লোক বিশ্বাসী হইতে পারে না যে পর্যন্ত সে নিজের জন্য যাহা ভাল মনে করে, তাহার ভাইয়ের জন্যও তাহা ভাল মনে না করে।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

৪০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে প্রশ্ন করা হইল : কোন্ কার্য সর্বোত্তম? তিনি বলিলেন : আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের প্রতি ঈমান। আবার প্রশ্ন করা হইল : তৎপরে কি? তিনি বলিলেন : আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ। পুনঃ প্রশ্ন করা হইল : তার পরে কি? জবাব দিলেন : গৃহীত হজ্জ।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৪১। যে স্বভাব-চরিত্রে সর্বোত্তম, সে-ই বিশ্বাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

৪২। মুমিনের মৃত্যুর পর তাহার যে সকল সৎকার্য তাহার কাছে পেঁাছিবে, তাহা ঐ বিদ্যা যাহা অর্জন করিয়া সে প্রচার করিয়াছে, ঐ ধার্মিক সন্তান যাহা সে রাখিয়া গিয়াছে; এমন ধর্ম পুস্তক যাহা সে ত্যাজ্য সম্পত্তি হিসাবে রাখিয়া গিয়াছে, এমন মসজিদ যাহা সে নির্মাণ করিয়াছে, পথিকের জন্য এমন গৃহ যাহা সে প্রস্তুত করিয়াছে, এমন খাল যাহাতে সে পানি প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে, এমন সদ্‌কা যাহা নিজ সম্পত্তি হইতে জীবিতাবস্থায় সুস্থ সময় দান করিয়াছে। এই সকল কার্যের সওয়াব (পুণ্য) তাহার মৃত্যুর পরেও তাহার নিকট পেঁৗছিবে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —ইবনে মাযাহ্, বাইহাকী

৪৩। যাহার অন্তরে এক দানা পরিমাণও ঈমান বা বিশ্বাস থাকিবে, তাহাকে দোযখ হইতে বাহির করা হইবে।

বর্ণনায় : হযরত আবু সঈদ খুদ্‌রী। —তিরমিজী

৪৪। আমাকে এমন একটি আমলের (কাজের) কথা বলিয়া দিন যাহা আমাকে বেহেশ্‌তে লইয়া যাইবে এবং দোযখ হইতে দূরে রাখিবে। হযরত (দঃ)

বলিলেন: তুমি একটি বড় বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছ, কিন্তু আল্লাহ্ যাহার পক্ষে ইহা সহজ করিয়া দিয়াছেন তাহার পক্ষে অবশ্য ইহা সহজ। আল্লাহ্র ইবাদত করিবে, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না। নামায কায়েম করিবে, যাকাত আদায় করিবে, রমযানের রোযা রাখিবে এবং বায়তুল্লাহ্র (কাবার) হজ্জ করিবে। অতঃপর তিনি বলিলেন: তোমাকে মঙ্গলের দ্বার সমূহ কী তাহা বলিয়া দিব না? রোযা ঢাল স্বরূপ (কু-প্রবৃত্তির বিপক্ষে)। দান গোনাহ্ ঠাণ্ডা করিয়া দেয়, যেভাবে পানি অগ্নিকে ঠাণ্ডা করে। মধ্যরাত্রির নামায (গোনাহ্কে নাশ করিয়া দেয়)। অতঃপর তিনি কুরআন হইতে পাঠ করিলেন: "তাহাদের পার্শ্বদেশ বিছানা হইতে পৃথক থাকে, তাহারা ভয়ে এবং আশায় তাহাদের রবকে (প্রভুকে) ডাকিতে থাকে। এবং আমি যাহা দিয়াছি তাহা হইতে দান করিয়া থাকে। কেহই জানে না যে, তাহাদের আমলের পুরস্কার স্বরূপ তাহাদের জন্য কি জিনিস গোপন রাখা হইয়াছে।" তিনি আবার বলিলেন: আমি কি তোমাকে বলিয়া দিব না যে, কাজের আসল ও স্তম্ভ কি এবং তাহার উচচ শিখরই বা কি? আমি বলিলাম: হাঁ, বলুন। তিনি নিজের জিহ্বা ধরিয়া বলিলেন: ইহাকে সংযত রাখিবে। আমি বলিলাম: এই জিহ্বা দ্বারা যাহা বলি, এ সম্পর্কেও কি জিজ্ঞাসা করা হইবে? তিনি বলিলেন: সর্বনাশ, কি বলিলে মোয়াজ! কিয়ামতের দিন যাহা মানুষকে তাহার মুখের উপর উপুড় করিয়া দোযখে নিক্ষেপ করিবে তাহা এই মুখের অসংযত কথা ছাড়া আর কি?

বর্ণনায়: হযরত মোয়াজ বিন্ জাবাল। —আহমদ, তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

৪৫। সমস্ত কার্যের শ্রেষ্ঠ কার্য আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে মিত্রতা করা—আর আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে শত্রুতা করা।

বর্ণনায়: হযরত আবুজর গিফারী। —আবু দাউদ

৪৬। মুসলমান ঐ ব্যক্তিই যে ব্যক্তির মুখ ও হাত হইতে অপর মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে। মুমিন ঐ ব্যক্তি যে ব্যক্তিকে লোকে তাহাদের জান ও মাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলিয়া মনে করিতে পারে। অতঃপর তিনি ইহাও

বলেন: মুজাহিদ ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে নিজের নফ্‌ছ্ বা রিপুর সহিত জেহাদ করিতে পারিয়াছে এবং মোহাজির ঐ ব্যক্তি যে গোনাহ্‌র কার্য ত্যাগ করিয়াছে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা ও হযরত ফাজাল। তিরমিজী, নেসায়ী, বাইহাকী

৪৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদিগকে এমন উপদেশ খুব কমই দিয়াছেন যাহাতে বলেন নাই যে, যাহার আমানত নাই তাহার ঈমানও নাই এবং যাহার অঙ্গীকারের মূল্য নাই তাহার দীনও নাই।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —বাইহাকী

৪৮। বেহেশ্‌তের চাবি হইতেছে—'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই' বলিয়া সাক্ষ্য দেওয়া।

বর্ণনায়: হযরত মোয়াজ বিন্ জাবাল। —আহমদ

৪৯। যখন তোমাদের কেহ উত্তমরূপে মুসলমান হয়, তখন তাহার জন্য প্রত্যেক সৎকার্য যাহা সে করে উহার ১০ গুণ হইতে ৭০০ গুণ পর্যন্ত লেখা হয়। অসৎ কাজ যাহা সে করে ঠিক তাহাই লেখা হয়। যতক্ষণ না সে আল্লাহ্‌র দরবারে যাইয়া পৌঁছে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৫০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল: ঈমান কি? তিনি বলিলেন: যখন তোমার সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দান করে এবং অসৎ কাজ পীড়া দেয় তখন তুমি মুমিন। পুনঃ জিজ্ঞাসা করা হইল: অসৎ কাজ কি? তিনি বলিলেন: যখন কোন কাজ করিতে তোমার অন্তরে আটকায় তখন উহা ত্যাগ করিবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু উমামাহ্। —আহমদ

উইল বা অছিয়ৎ (দান)

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যে মুসলমানের অছিয়ৎ বা উইল করার মত কিছু থাকে, তাহার অছিয়ৎনামা লিখিয়া না রাখিয়া দুই রাত্রি যাপন করা উচিত নহে।

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

২। মক্কা বিজয়ের বৎসর অসুস্থ হইয়া আমি মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছিলাম। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাকে দেখিতে আসিলে, আমি বলিলাম ঃ আমার অগাধ সম্পত্তি আছে, কিন্তু দুই কন্যা ব্যতীত ইহা ওয়ারিসসূত্রে পাইবার আর কেহ নাই। আমি কি অছিয়ৎ করিয়া সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া দিব? তিনি বলিলেন ঃ না। আমি বলিলাম ঃ দুই-তৃতীয়াংশ? তিনি বলিলেন ঃ না। আমি বলিলাম ঃ অর্ধেক? তিনি বলিলেন ঃ না। আমি বলিলাম ঃ এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বলিলেন ঃ এক-তৃতীয়াংশ, তাহাও খুব বেশী। তোমার ওয়ারিসগণ দরিদ্র হইয়া লোকের নিকট ভিক্ষা চাওয়ার চাইতে তাহাদিগকে অভাবমুক্ত করিয়া রাখিয়া যাওয়া উত্তম। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য তুমি যাহা কিছু ব্যয় কর, তাঁহার নিকট পুরস্কার পাইবে। এক লোকমা (গ্রাস) খাদ্যের জন্যও যাহা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলিয়া দাও।

বর্ণনায় ঃ হযরত সায়াদ বিন্ আবি ওয়াক্কাস। —বোখারী, মোসলেম

৩। আমার পীড়িত অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাকে দেখিতে আসিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তুমি কি অছিয়ৎ করিয়াছ? আমি বলিলাম ঃ হাঁ। তিনি বলিলেন ঃ কত অংশ? আমি বলিলাম ঃ আল্লাহ্র পথে আমার সমস্ত সম্পত্তি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমার সন্তান-সন্ততির জন্য কি রাখিয়াছ? আমি বলিলাম ঃ তাহাদের বিস্তর ধন আছে। তিনি বলিলেন ঃ এক-তৃতীয়াংশ অছিয়ৎ কর। আমি ইহা খুবই ক্ষুদ্র মনে করিলাম। তিনি আবার বলিলেন ঃ এক-তৃতীয়াংশ অছিয়ৎ কর, এক-তৃতীয়াংশই খুব বেশী।

বর্ণনায় ঃ হযরত সায়াদ বিন্ আবি ওয়াক্কাস। —তিরমিজী

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বিদায় হজ্জের খোৎবায় বলিয়াছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রত্যেক হকদারের হক দিয়াছেন। ওয়ারিসের জন্য কোন অছিয়ৎ নাই।

বর্ণনায়: হযরত আবু ওমামাহ্। —ইবনে মাযাহ্

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যদি কোন লোক এবং তাহার স্ত্রী আল্লাহ্র আজ্ঞানুবর্তী হইয়া ষাট বৎসর পর্যন্ত কাজ করিয়া তাহাদের উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিন্তু অন্যায়ভাবে অছিয়ৎ করিয়া যায়, তাহাদের জন্য দোযখের আগুন ওয়াজেব (নিশ্চিত) হইয়া যায়।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৬। নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন: যে অছিয়ৎ করিয়া মরিয়া যায়, সে সত্য পথে এবং সুন্নতের উপরে মরে।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —ইবনে মাযাহ্

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে ওয়ারিসগণকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করে, আল্লাহ্ কিয়ামতে (শেষ বিচারের দিন) তাহাকে বেহেশ্তের সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবেন।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —ইবনে মাযাহ্

উৎকোচ (ঘুষ)

উৎকোচ বা ঘুষ গ্রহণ করা ও প্রদান করা কবীরা গোনাহ্। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) উৎকোচ গ্রহণকারী ও উৎকোচ-দাতাকে অভিসম্পাত দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন: যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ। যে ঘুষ খায়, কিয়ামতের দিন সে তাহা বহন করিয়া উপস্থিত হইবে। যদি গর্দভ গ্রহণ করিয়া থাকে, উহা চিৎকার করিতে থাকিবে। যদি গাভী গ্রহণ করিয়া থাকে, উহা চিৎকার করিতে থাকিবে। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (দঃ) হাত তুলিয়া বলিলেন: হে আল্লাহ্! আমি কি এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া দিয়াছি? (এই

ভাবে দুইবার বলিলেন)। নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন: আমরা যাহাকে যে পদে নিয়োগ করি, তাহাকে সেই জন্য বেতন দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়া সে যাহা গ্রহণ করিবে, উহা বিশ্বাসঘাতকতা।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমের বলিয়াছেন: যে বা যাহারা ঘুষ খায় বা নেয় এবং ঘুষ দেয়, রসূলুল্লাহ্ তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমের। —আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্

উপহার

রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: পরস্পর পরস্পরকে উপহার দিবে এবং ভালবাসিবে। সাহাবীগণ সময়ে সময়ে তাঁহাকে উপঢৌকন দিতেন। তিনিও উহার প্রতিদান দিতেন। পার্শ্ববর্তী নরপতিগণও তাঁহার নিকট মাঝে-মধ্যে উপহার প্রেরণ করিতেন। হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন: যাচঞা ব্যতীত যদি তোমাকে কিছু প্রদান করা হয়, তাহা উপভোগ কর এবং দান কর। তিনি কোনও সুগন্ধি বা ফুল উপহার অস্বীকার করিতেন না।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) উপহার গ্রহণ করিতেন এবং উহার প্রতিদান দিতেন।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী

২। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন: পরস্পর পরস্পরকে উপহার দিবে, কেন-না উপহার হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —তিরমিজী

৩। নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন: যদি রাঁধা (রন্ধন করা) ছাগলের খুর খাওয়ার জন্য আমার দাওয়াত হইত, আমি তাহা নিশ্চয়ই গ্রহণ করিতাম। যদি পিছনের খুরের রাঁধা মাংস আমাকে উপহার দেওয়া হইত, আমি তাহা গ্রহণ করিতাম।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যাহাকে সুঘ্রাণযুক্ত ফুল উপহার দেওয়া

হয়, সে যেন তাহা অস্বীকার না করে। ইহা বহনে লঘু, ঘ্রাণে আনন্দদায়ক।
বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৫। একজন মরুবাসী আরব রসূলুল্লাহ্‌কে অল্প বয়স্ক একটি উট উপহার দিয়াছিল। হযরত তাহাকে ছয়টি অল্প বয়স্ক উট উপহার দিলেন। ইহাতে সে অসন্তুষ্ট হইল। এই সংবাদ জানিতে পারিয়া তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসাবাদ করিয়া বলিলেনঃ অমুক ব্যক্তি আমাকে একটি উট উপহার দিয়াছিল। আমি তাহাকে ছয়টি উট উপহার দিয়াছিলাম। তাহাতে সে অসন্তুষ্ট হইয়াছে। এখন আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ যে, কোরেশ, আনসার, সকাফী ও দাওসী সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে আমি উপহার গ্রহণ করিব না।
বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোবাযরা। —তিরমিজী, আবু দাউদ, নেসায়ী

৬। হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ পরস্পর পরস্পরকে উপহার দিবে, উপহার হৃদয়ের বিদ্বেষ দূর করে। কোন প্রতিবেশিনী কোন প্রতিবেশিনীকে রন্ধন করা ছাগলের গোশ্‌ত হইলেও তাহা উপহার দিতে যেন ক্ষুদ্র মনে না করে।
বর্ণনায়ঃ হযবত আবু হোবাযরা। —তিরমিজী.

৭। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) আমাকে উপহার দিতে ইচ্ছা করিলে, আমি বলিলামঃ আমার চাইতে যাহার অধিক আবশ্যক, ইহা তাহাকে দিন। তিনি বলিলেনঃ ইহা গ্রহণ কর, তোমার মালের সহিত ইহা মিশ্রিত করিয়া দান কর। লোভী বা প্রার্থী না হইয়া এই মালের যাহা তোমাকে পুরস্কার-স্বরূপ দেওয়া হয় তাহা গ্রহণ কর। ইহা ছাড়া তুমি নিজে ইহার অনুগামী হইও না।
বর্ণনায়ঃ হযরত উমর। —বোখারী, মোসলেম

৮। হযরত উমর আমাকে যাকাত আদায়কারী নিযুক্ত করিলেন। আদায় শেষ করিয়া উহা তাঁহার নিকট প্রদান করিলাম। তিনি আমার মজুরী দিবার জন্য আদেশ করিলেন। আমি বলিলামঃ ইহা আল্লাহ্‌র জন্য আদায় করিয়াছি এবং ইহার পুরস্কার আল্লাহ্‌র নিকট চাই। তিনি বলিলেনঃ যাহা পুরস্কার দেওয়া হয় তাহা গ্রহণ কর, কেন-না আমি রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)-এর সময় ইহা

আদায় করিয়াছি। আমিও তোমার কথার ন্যায় বলিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন: না চাওয়া সত্ত্বেও যখন তোমাকে কিছু দেওয়া হয় তাহা গ্রহণ কর এবং দান কর।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে সায়েদী। —আবু দাউদ

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যখন তোমাদের কাহাকেও পুষ্প-(ফুল) উপহার দেওয়া হয়, সে যেন তাহা ফিরাইয়া না দেয়, কেন-না ইহা বেহেশ্‌ত হইতে আসিয়াছে।

বর্ণনায়: হযরত আবু উস্‌মান। —তিরমিজী

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কখনও সুগন্ধি ফিরাইয়া দিতেন না।

বর্ণনায় হযরত আনাস। —বোখারী

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যাহাকে কিছু উপহার দেওয়া হয় এবং উহা তাহার দখলে আসে, সে যেন উহার প্রতিদান দেয়। আর যাহা দখলে আসে না, সে যেন তাহার প্রশংসা করে, কেন-না প্রশংসাকারী কৃতজ্ঞ; আর যে গোপন রাখে সে অকৃতজ্ঞ। যাহা দেওয়া হয় নাই তাহা পাওয়ার জন্য যে লোভ করে সে দুইটি মিথ্যা বস্ত্র পরিধানকারী সদৃশ।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —তিরমিজী, আবু দাউদ

উপবেশন

নির্দিষ্ট সময়ের পরে আসিয়া মজলিসের মধ্যখানে আসন গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। দুই ব্যক্তির মাঝখানে আসন গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ। শরীরের কতকাংশ রৌদ্রে এবং কতকাংশ ছায়াতে রাখিয়া বসাও নিষিদ্ধ, কেন-না উহাতে স্বাস্থ্যের হানি হয়।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে কাবা ঘরের সম্মুখে দুই হাতের উপর ভর দিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর। —বোখারী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বাম পার্শ্বে একটি তাকিয়ায় (বালিশে) হেলান দিয়া বসিতে দেখিয়াছিলাম।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের বিন্ সামেরাহ্। —বোখারী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফজরের নামায পড়িয়া সূর্য উপরে না উঠা পর্যন্ত আসনে (বসা) উপবিষ্ট থাকিতেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের বিন্ সামেরাহ্। —আবু দাউদ

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে মজলিস প্রশস্ত, তাহা উত্তম।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু দাউদ। —আবু দাউদ

৫। সাহাবীগণ উপবিষ্ট থাকাকালে হযরত (দঃ) আসিয়া বলিলেনঃ তোমাদিগকে পৃথকভাবে বসিয়া থাকিতে দেখি কেন?

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের। —আবু দাউদ

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যখন তোমাদের কেহ ছায়ায় বসে এবং পরে ছায়া চলিয়া গিয়া শরীরের কতকাংশ রৌদ্রে ও কতকাংশ ছায়ায় থাকে, সে যেন উঠিয়া যায়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

৭। আমার পিতা বাম হাত পিছনের দিকে রাখিয়া হাতে ভর দিয়া বসিয়াছিলেন। ঐ সময় রসূলুল্লাহ্ (দঃ) পাশ দিয়া যাইবার সময় বলিলেনঃ যাহারা অভিশপ্ত, তুমি কি তাহাদের ন্যায় বসিবে?

বর্ণনায়ঃ হযরত আমর বিন্ শারীদ। —আবু দাঊদ

উপার্জন

জীবিকা উপার্জনের জন্য প্রত্যেকেরই চেষ্টা করা 'ফরয' (অবশ্য কর্তব্য)। চেষ্টা ব্যতীত মানুষের কিছুই হয় না। 'হারাম' (অবৈধ) রুজী দ্বারা যে জিহ্বার মাংস বর্ধিত হয়, সেই জিহ্বা দ্বারা আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা

করিলে তাহা 'কবুল' (গৃহীত) হয় না। 'হালাল' (বৈধ) রুজী উপার্জনের পথই অবলম্বন করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। হালাল রুজীর উপায় হিসাবে: ধর্মের জন্য যুদ্ধ করিয়া, ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া, শিল্প প্রতিষ্ঠান করিয়া, কৃষিকার্য করিয়া ও চাকুরী করিয়া উপার্জন করিতে হইবে। জোর-দখল কৃত সম্পত্তির আয়, চুরি, ডাকাতি বা প্রতারণা করিয়া উপার্জন, লটারী, তাস-পাশা, ঘোর-দৌড় ইত্যাদি হার-জিতের খেলায় অর্জিত অর্থ, কুকুর বা রক্ত বিক্রয়ের অর্থ, সুদের টাকা, বেশ্যাবৃত্তি ও গান-বাজনায় অর্জিত অর্থ, জীব-জন্তুর ছবি বিক্রয় লব্ধ অর্থ, মৃত প্রাণী বা মূর্তি বিক্রয়ের অর্থ, ঘুষের টাকা, ভবিষ্যদ্‌বক্তা বা জ্যোতির্বিদের উপার্জন হারাম।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আল্লাহ্ পবিত্র, তিনি পবিত্র জিনিস ব্যতীত কবুল (গ্রহণ) করেন না। আল্লাহ্ নবীগণকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, মুমিনদিগকেও তাহা আদেশ করিয়াছেন। আল্লাহ্ বলিয়াছেন: "হে নবীগণ! পবিত্র জিনিস ভক্ষণ কর এবং সৎকার্য কর।" তিনি বলিয়াছেন: হে মুমিন-গণ! তোমাদিগকে তিনি যে রুজী দিয়াছেন তাহা হইতে পবিত্র খাদ্য গ্রহণ কর। অতঃপর তিনি এমন এক ব্যক্তির উল্লেখ করিলেন, যাহার ভ্রমণ দীর্ঘ, আলুথালু কেশ, ধূলাবৃত দেহ এবং যে আকাশের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলে, হে প্রভু! হে প্রভু! কিন্তু তাহার খাদ্য হারাম, তাহার পানীয় হারাম, তাহার পোশাক হারাম এবং হারাম খাদ্য দ্বারা প্রতিপালিত। তাহার প্রার্থনা কিরূপে কবুল হইবে?

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

২। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন: হালাল উপার্জন হইতে যে একটি খেজুর পরিমাণ দান করে, আল্লাহ্ তাহা দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গ্রহণ করেন এবং তোমরা যেরূপ (লালন-পালন করিয়া) মুরগীর ছানা বর্ধিত কর, তদ্রূপ আল্লাহ্ দাতার জন্য উহা বর্ধিত করেন। এমন কি তাহা বৃহৎ পর্বত সমান হয়।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: হালাল দ্রব্য সুস্পষ্ট এবং হারাম দ্রব্য সুস্পষ্ট। এই দুইয়ের মধ্যে অনেক লোকের অজানা অনেক সন্দেহপূর্ণ বিষয়

আছে। যে সন্দেহযুক্ত বিষয়কে ত্যাগ করিয়া চলে, সে তাহার ধর্ম এবং সম্মানকে পবিত্র করে এবং যে সন্দেহযুক্ত বিষয়ের মধ্যে পতিত হয়, সে হারামের মধ্যে পতিত হয়। সে মেষ-পালক সদৃশ যে রক্ষিত চারণভূমির মধ্যে তাহার মেষ চরায়, কিন্তু তথায় চরাইতে তাহার সন্দেহ জন্মে। সতর্ক হও। প্রত্যেক মালিকের রক্ষিত চারণভূমি আছে। সতর্ক হও। আল্লাহ্‌র রক্ষিত চারণভূমি তাহারই নিষিদ্ধ বিষয়। সতর্ক হও! দেহের ভিতর একখণ্ড মাংস পিণ্ড আছে। ইহা সুস্থ থাকিলে সমস্ত দেহই সুস্থ থাকে এবং অসুস্থ থাকিলে সমস্ত দেহই অসুস্থ থাকে. ইহাই কল্‌ব (হৃদয়)।

বর্ণনায়ঃ হযরত নোমান বিন্‌ বশীর। --বোখারী, মোসলেম

৪। হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ মানবের উপর এমন সময় আসিবে, যখন সে হালাল হইতে না হারাম হইতে মাল গ্রহণ করে, তাহা গ্রাহ্য করিবে না।

বর্ণনায়ঃ হযরত নোমান বিন্‌ বশীর। — বোখারী

৫। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) রক্তের দাম, কুকুরের দাম এবং বেশ্যার উপার্জন লইতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি সুদ-খোর এবং সুদ-দাতা, দেহে দাগ অঙ্কনকারী এবং দাগদাতা এবং ছবি প্রস্তুতকারীকে লানত (অভিশাপ) দিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোজায়ফা। —বোখারী

৬। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) মক্কা বিজয়ের দিন বলিয়াছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ এবং তাঁহার রসূল মদ, মৃত পশু, শূকর এবং মূর্তি বিক্রয় হারাম করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করা হইলঃ মৃত জন্তুর চর্বি সম্বন্ধে আপনার মত কি? উহা দ্বারা নৌকা মেরামত হয়, এবং ত্বকে উহা তৈল স্বরূপ মর্দন করা হয় এবং মানুষ উহা দ্বারা বাতি প্রস্তুত করে। তিনি বলিলেনঃ না, উহা হারাম। তিনি আরও বলিলেনঃ আল্লাহ্‌ ইহুদীদিগকে ধ্বংস করুন। যখন আল্লাহ্‌ চর্বি হারাম করিলেন, তখন তাহারা ইহাকে পছন্দ করিল এবং বিক্রয় করিয়া মূল্য উপভোগ করিতে লাগিল।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের। —বোখারী, মোসলেম

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কুকুর ও বিড়ালের মূল্য গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের। —মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্ ইহুদীদিগকে ধ্বংস করুন। তাহাদের জন্য চর্বি হারাম করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা উহাকে পছন্দ করিয়া বিক্রয় করিতে লাগিল।

বর্ণনায়ঃ হযরত উমর। —বোখারী, মোসলেম

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আবশ্যকীয় জিনিসের রক্ষাকল্পে অনাবশ্যকীয় দ্রব্য ত্যাগ না করা পর্যন্ত কেহ ধার্মিক হইতে পারে না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আতিয়া। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

১০। আমি সিরিয়া ও মিসরে বাণিজ্য-সম্ভার পাঠাইতাম। অতঃপর ইরাকেও পাঠাইতাম। হযরত আয়েশার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেনঃ ইহা করিও না। তোমার মাল ও বাণিজ্য-সম্ভারের কি হইয়াছে? আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছিঃ যদি আল্লাহ্ কোন দিক হইতে তোমাদের কাহারও রিযিকের ব্যবস্থা করিয়া দেন, সে যেন তাহার বিনিময়ে অন্য কিছু আয়ের পথ না পাওয়া পর্যন্ত অথবা তাহা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত পূর্বের আয়ের পথ ত্যাগ না করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত নাফে। —ইবনে মাযাহ্

১১। হযরত আবু বকরের খাজনা আদায় করিবার একজন কর্মচারী ছিল। একদিন সে কিছু নিয়া আসিলে তিনি উহা হইতে কিছু ভক্ষণ করিলেন। কর্মচারী বলিলঃ আপনি কি জানেন যে ইহা কি? তিনি বলিলেনঃ ইহা কি? ইহা কি? সে বলিলঃ ইসলাম-পূর্ব-যুগে একটি লোককে ভবিষ্যদ্-বাণী করিয়াছিলাম এবং তাহাকে প্রতারণা ব্যতীত অন্য কিছুই করি নাই। তজ্জন্য সে আমাকে ইহা প্রদান করিয়াছে এবং তাহা হইতে আপনি ভক্ষণ

করিয়াছেন। অতঃপর তিনি নিজের গলার ভিতরে হাত প্রবেশ করাইয়া দিলে পেটের ভিতর যাহা কিছু ছিল বমি করিয়া ফেলিয়া দিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —বোখারী

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ কুকুরের মূল্য, বেশ্যার উপার্জন এবং শিঙ্গাদাতার উপার্জন অপবিত্র।

বর্ণনায়ঃ হযরত রাফে বিন্ খাদিজ। —মোসলেম

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কুকুরের মূল্য, বেশ্যার উপার্জন এবং ভবিষ্যদ-বক্তার উপার্জন লইতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু মসউদ আনসারী। —বোখারী, মোসলেম

১৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ এই জমির জন্য যাহা ব্যয় হয়, তাহা ব্যতীত মুমিনের এমন কোন ব্যয় নাই যাহার জন্য তাহার পুরস্কার নাই।

বর্ণনায়ঃ হযরত খাব্বার। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

ঋতু বা হায়েয

স্ত্রীলোকের মাসিক ঋতুকে হায়েয বলে। সাধারণতঃ ইহা তিন হইতে দশ দিন থাকে। দশ দিনের অধিক থাকিলে ইহাকে পীড়া বলিয়া গণ্য করা উচিত। ঋতু অবস্থায় স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করা হারাম (নিষিদ্ধ)। ঐ সময় স্ত্রীর সহিত পানাহার করা, উঠা-বসা এবং অন্যান্য কার্য জায়েয আছে। ঋতু শেষ হইলে গোসল (স্নান) করিতে হয় এবং গুপ্তস্থানে সুগন্ধি ব্যবহার করিতে হয়। ইহা কামবিজ্ঞান-সম্মত বিধি। ঋতু-স্রাব থাকাকালীন নামায পড়া, রোযা রাখা হারাম (নিষিদ্ধ) এবং মসজিদে প্রবেশ বা কুরআন পাঠও নিষিদ্ধ। তবে ঐ সময়ের রোজা পরে কাযা (পূর্ণ) করিতে হইবে।

১। ইহুদীগণ স্ত্রীলোকের হায়েয হইলে তাহার সহিত (বসিয়া) খাইত না এবং তাহাকে এক সঙ্গে ঘরেও রাখিত না। সাহাবীগণ এই সম্পর্কে

জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন : তাহাদের সহিত সঙ্গম ব্যতীত আর সমস্তই করিতে পার।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —মোসলেম

২। আমি হায়েয অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত এক পাত্র হইতে গোসল (স্নান) করিতাম। তাঁহার নির্দেশমত আমি পায়জামা পরিতাম এবং তিনি আমার গায়ে লাগিতেন। তিনি এ'তেকাফে (রমযান মাসে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য স্বেচ্ছায় কয়েক দিনের জন্য যাবতীয় সাধারণ কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করিয়া সর্বদার জন্য আল্লাহ্‌র ধ্যানে মসজিদে থাকা) থাকিয়া স্বীয় মাথা মসজিদ হইতে আমার দিকে বাহির করিয়া দিতেন, আমি তাঁহার মাথা ধুইয়া দিতাম।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৩। আমার হায়েয অবস্থায় আমি পান-পাত্র হইতে পান করিয়া রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে দিতাম, পান-পাত্রের যে স্থানে আমি মুখ রাখিয়া পান করিতাম তিনিও সেই স্থানে মুখ রাখিয়া পান করিতেন। আমি হাড়ের মাংস কামড়াইয়া বাকী অংশ তাঁহাকে দিতাম, তিনি উহা হইতে চিবাইয়া খাইতেন।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —মোসলেম

৪। যখন আমার ঋতুস্রাব হইত, শয্যা হইতে নামিয়া মাদুরের উপরে আসিতাম। আমি পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ আমার নিকটে আসিতেন না।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —আবু দাউদ

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাকে মসজিদ হইতে একটি মাদুর নিয়া আসিতে বলিলে, আমি বলিলাম, আমার হায়েয আছে। তিনি বলিলেন : তোমার হায়েয তোমার হাতে নাই।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —মোসলেম

৬। হায়েয অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমার দেহে ঠেস দিয়া কুরআন পাঠ করিতেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নামায পড়িতেন একটি চাদরে, আমার হায়েয অবস্থায় উহার একাংশ আমার গায়ের উপর থাকিত অপরাংশ তাঁহার গায়ের উপর থাকিত।

বর্ণনায়ঃ হযরত ময়মুনাহ্। —বোখারী, মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যদি কোন ব্যক্তি সঙ্গমে লিপ্ত হয়, অথচ স্ত্রী হায়েয অবস্থায় থাকে, সে যেন অর্ধ দীনার (স্বর্ণ-মুদ্রা বিশেষ, ওজন ৪।। মাষা, ১২ মাষায় এক তোলা) দরিদ্রকে দান করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আব্বাস। --তিরমিজী, আবু দাউদ, নেসায়ী, ইবনে মাযাহ্

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যখন (হায়েযের) রক্ত লাল থাকে (হায়েযের প্রথম অবস্থায় রক্ত লাল থাকে), তখন সঙ্গম করিলে এক দীনার এবং যখন রক্ত পীত বর্ণ (শেষের দিকে পীত বর্ণ ধারণ করে) ধারণ করে তখন (সঙ্গম করিলে) অর্ধ দীনার (দান করিবে)।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আব্বাস। —তিরমিজী

ঋণ (কর্জ, দেনা)

ইসলামে ঋণ দানে সুদের কোনও ব্যবস্থা নাই। ইসলাম বিনা লাভে ঋণ দানের জন্য উৎসাহিত করিয়াছে। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর প্রথম ঋণ ধার্য হইবে। ঋণ শোধ না করা কবীরা (বড়) গোনাহ্। ঋণ শোধ করিবার জন্য খাতক (দেনাদার, ঋণী) যাকাতও গ্রহণ করিতে পারে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ এক ব্যক্তি সর্বসাধারণকে ঋণ দান করিত। সে ছেলেকে বলিত, অভাবগ্রস্ত লোকের ঋণ ক্ষমা করিয়া দিও,

আল্লাহ্ আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। তিনি বলিলেন: সে পাপ মুক্ত হইয়া আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২। এক ব্যক্তি ঋণ আদায়ের জন্য রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে কর্কশভাবে তাগাদা করিলে, সাহাবীগণ তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। তিনি বলিলেন: তাহাকে ছাড়িয়া দাও, কেন-না মহাজনের দাবী করিবার অধিকার আছে। তাহাকে একটি উট খরিদ করিয়া দাও। তাহারা বলিল: (একটি উট আনিয়া) ইহার বেশী বয়স্ক উট (আমরা) দেখি না। তিনি বলিলেন: ইহা খরিদ করিয়া তাহাকে দাও, কেন-না তোমাদের ভিতর সর্বাপেক্ষা উত্তম ঐ ব্যক্তি যে ঋণ আদায়ে সর্বাপেক্ষা উত্তম।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা ও আবু কাতাদাহ্। —বোখারী, মোসলেম

৩। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন: যে আদায় করিবার নিয়তে (উদ্দেশ্যে) মানুষের সম্পত্তি ধার নেয়, আল্লাহ্ তাহাকে সঙ্গতি দান করেন এবং যে আদায় না করিবার নিয়তে নেয়, আল্লাহ্ তাহাকে ধ্বংস করেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট ঋণগ্রস্ত কোন লাশ আনা হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন: তাহার ঋণ পরিশোধের কোন সম্পত্তি আছে? যদি বলা হইত, পরিশোধের মত ত্যাজ্য সম্পত্তি আছে, তখন তিনি জানাযা পড়িতেন। অন্যথায় সকলকে বলিতেন: তোমাদের বন্ধুর জানাযা পড়। যখন আল্লাহ্ তাহাকে বিজয় দান করিতে লাগিলেন, তিনি উঠিয়া বলিলেন: আমি মুসলমানদের নিকট তাহাদের জীবনাধিক প্রিয়। মুমিনদের মধ্যে যে কেহ ঋণ রাখিয়া মারা যায়, তাহার পরিশোধের ভার আমার উপর, আর যে সম্পত্তি রাখিয়া যায়, তাহার ভার ওয়ারিসগণের উপর।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —নেসায়ী, মোসলেম

৫। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন: যে পর্যন্ত কোন মুমিন তাহার ঋণ পরিশোধ না করে, সে পর্যন্ত তাহার রূহ (আত্মা) ঋণের সহিত লটকান থাকে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ ধনীর পক্ষে বিলম্বে (ঋণ আদায়) অত্যাচার স্বরূপ। যখন তোমাদের কাহাকেও ধনীর উপর ন্যস্ত করা হয়, সে যেন তাহা গ্রহণ করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে ঋণগ্রস্ত লোককে সময় দেয় বা তাহাকে ক্ষমা করে, আল্লাহ্ তাহাকে নিজ ছায়ায় স্থান দিবেন। অন্য বর্ণনায়ঃ আল্লাহ্ তাহাকে কিয়ামতের বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবুল ইয়াসার ও আবু কাতাদাহ্। —মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলঃ আমাকে সংবাদ দিন যে, যদি আল্লাহ্‌র পথে সবর করিয়া পুরস্কারের আশায় সম্মুখীন হইয়া, পশ্চাৎপদ না হইয়া আমি নিহত হই তবে আমার গোনাহ্ কি আল্লাহ্ ক্ষমা করিবেন? তিনি বলিলেনঃ হাঁ। ঐ ব্যক্তি চলিয়া যাইতে লাগিলে তাহাকে ডাকিয়া আবার বলিলেনঃ হাঁ, ঋণ ব্যতীত। জিব্রাঈল এইরূপ বলিয়াছিল।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু কাতাদাহ্। —মোসলেম

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ ঋণ ব্যতীত শহীদের সমস্ত গোনাহ্ মাফ করা হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —তিরমিজী

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্ যে সমস্ত বড় গোনাহ্ নির্ধারিত করিয়াছেন, তাহা ব্যতীত অন্যান্য গোনাহ্‌র মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় গোনাহ্ তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সময় কোন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের কোনও সম্পত্তি না রাখিয়া পরলোক গমন করা।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু মুসা। —আবু দাউদ

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আমার কিছু পাওনা ছিল। তিনি তাহা পরিশোধ করিলেন এবং (ইচ্ছা করিয়া) কিছু বেশী দিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের। —আবু দাউদ

১২। হযরত (দঃ) আমার নিকট হইতে ৪০,০০০ দেরহাম ঋণ নিয়াছিলেন। তাঁহার মালামাল আসিলে, তিনি তাহা পরিশোধ করিয়া বলিলেন: আল্লাহ্ আপনার পরিজনবর্গে ও ধন-সম্পত্তিতে বরকত (প্রাচুর্য) দিন।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আবু রাবিয়্যাহ্। —নেসায়ী

১৩। যদি তোমাদের কেহ ঋণ দেয় এবং দেনাদার যদি তাহাকে কোন উপহার দেয় অথবা কোন প্রাণীর উপর আরোহণ করায়, তাহা গ্রহণ করিও না এবং তাহার উপর আরোহণ করিও না। যদি ইহার পূর্বে এইরূপ হইয়া থাকে তাহাতে দোষ নাই।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —ইবনে মাযাহ্

১৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যদি কোন ব্যক্তি তোমাদের কাহাকেও ঋণ দেয়, দেনাদার যেন তাহাকে উপহার না দেয়।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। — বোখারী

১৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর দরবারে বসিয়া আছি। এমন সময় একটি মৃত দেহ আনা হইল, তাহারা বলিল: জানাযার নামায পড়ুন। তিনি বলিলেন: তাহার কি দেনা আছে? তাহারা বলিল: না। অতঃপর আর একটি মৃত দেহ আনা হইলে, তিনি বলিলেন: তাহার কি দেনা আছে? বলিল: হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: সে কি কিছু রাখিয়া গিয়াছে? তাহারা বলিল: তিন দীনার (স্বর্ণমুদ্রা)। অতঃপর তিনি জানাযা পড়িলেন। অতঃপর তৃতীয় লাশ আনা হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: তাহার কি দেনা আছে? তাহারা বলিল: তিন দীনার। তিনি বলিলেন: তোমরা তোমাদের বন্ধুর জানাযা পড়। আবু কাতাদাহ্ বলিলেন: হে আল্লাহ্র রসূল। তাহার জানাযা পড়ুন। আমার উপর তাহার দেনার ভার। অতঃপর তিনি জানাযা পড়িলেন।

বর্ণনায়: হযরত সালামাহ্ বিন্ আক্ওয়াহ্। —বোখারী

১৬। আমি মদীনায় আসিয়া আবদুল্লাহ্ বিন্ সালামের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিলেন: তুমি এমন দেশে বাস করিতেছ যেখানে সুদের

প্রচলন আছে। যদি কোন লোকের নিকট কিছু পাওনা থাকে এবং সে যদি তোমাকে এক বোঝা ভুমুর বা এক বোঝা আটা বা এক বোঝা তৃণ উপহার দেয়, তাহা গ্রহণ করিও না, কেন-না ইহা সুদ।'

বর্ণনায় : হযরত আবু বোরদাহ্। —বোখারী

একই নামায দুইবার পড়া

১। হযরত মোয়াজ বিন্ জাবাল (প্রথমে) রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত নামায পড়িতেন, অতঃপর আপন লোকদের নিকট যাইয়া তাহাদের নামায পড়াইতেন।

২। মোয়াজ বিন্ জাবাল হযরত (দঃ)-এর সহিত এশার নামায পড়িতেন অতঃপর নিজের লোকদের নিকটে যাইয়া এশার নামায পড়াইতেন, অথচ তাঁহার নামায নফল ছিল।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের। —বোখারী, মোসলেম, বাইহাকী

৩। আমি বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত উপস্থিত ছিলাম। তাঁহার সহিত (মিনার) 'মসজিদে খায়ফে' ফজরের নামায পড়িলাম। নামায শেষে তিনি পিছনে ফিরিয়া দেখিলেন, দুইটি লোক জামাতের শেষ প্রান্তে বহিয়াছে যাহারা তাঁহার সহিত নামায পড়ে নাই। তিনি বলিলেন: উহাদিগকে আমার নিকট আন। তাহাদিগকে আনা হইল, তাহারা কাঁপিতে ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: আমাদের সহিত নামায পড়িতে তোমাদের কিসে বাধা দিল? তাহারা বলিল: আমরা আমাদের বাড়ীতে নামায পড়িয়াছি। তিনি বলিলেন: এইরূপ করিবে না। যখন তোমরা তোমাদের বাড়ীতে নামায পড়িয়া এইরূপ মস্‌জিদে উপস্থিত হইবে (যেখানে) জামাত হইতেছে, তাহাদের সহিত (পুনঃ) নামায পড়িবে। ইহা তোমাদের জন্য নফল।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইয়াজিবিন্ আসওয়াদ। —তিরমিজী, আবু দাউদ, নেসায়ী

৪। একদা তাহার পিতা (মেহজান) রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত মজলিসে থাকাকালে আযান হইল এবং রসূলুল্লাহ্ (দঃ) দাঁড়াইলেন। অতঃপর

নামায পড়িলেন এবং ফিরিয়া আসিলেন। অথচ মেহজান তখনও নিজ স্থানেই আছে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন: তোমাকে লোকের সহিত নামায পড়িতে কিসে বাধা দিল? তুমি কি মুসলমান নও? সে বলিল: নিশ্চয়ই (আমি মুসলমান) তবে আমি আমার ঘরে নামায পড়িয়া লইয়াছি। তিনি বলিলেন: যখন তুমি (ঘরে) নামায পড়িয়া মসজিদে আসিবে তখন যদি মসজিদে নামায শুরু হয়, লোকের সহিত নামাযে শরীক হইবে, যদিও তুমি নামায পড়িয়া থাক।

বর্ণনায়: বোসর বিন্ মেহজান। —মালেক, নেসায়ী

৫। একদা আমি হযরত (দঃ)-এর নিকট আসিলাম, তিনি নামাযে ছিলেন। আমি বসিয়া রহিলাম। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নামায শেষে আমাদের দিকে ফিরিলেন, আমাকে বসা দেখিলেন এবং বলিলেন: হে ইয়াযিদ! তুমি কি মুসলমান হও নাই? বলিলাম: নিশ্চয়ই মুসলমান হইয়াছি। তিনি বলিলেন: তুমি নামাযে শামিল হইলে না কেন? বলিলাম: আমার ঘরে নামায পড়িয়া লইয়াছি। মনে করিয়াছি আপনারা নামায পড়িয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলিলেন: যখন তুমি কোন নামাযের স্থানে পেঁŏছিবে এবং লোকদিগকে নামাযে দেখিবে, তখন তাহাদের সহিত নামাযে শামিল হইয়া যাইবে। তোমার এই নামায নফল হইবে এবং (পূর্বের) ঐ নামায ফরয হইবে।

বর্ণনায়: ইয়াযিদ বিন্ আমের। —আবু দাউদ

একত্রে ভক্ষণ

কুরআন ঘোষণা করিয়াছে: "অদ্য সমস্ত পবিত্র (উত্তম) জিনিস তোমাদের জন্য হালাল (বৈধ) করা হইল। কিতাবী লোকদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল করা হইল এবং তোমাদের খাদ্যও তাহাদের জন্য হালাল।" একই স্রষ্টার সৃষ্ট মানুষ ভাই-ভাই। তাহারই বাস্তব নিদর্শন হিসাবে ধর্ম-নির্বিশেষে এক দস্তরখানায় বসিয়া খাইতে নিষেধ নাই।

প্রচলন আছে। যদি কোন লোকের নিকট কিছু পাওনা থাকে এবং সে যদি তোমাকে এক বোঝা ডুমুর বা এক বোঝা আটা বা এক বোঝা তৃণ উপহার দেয়, তাহা গ্রহণ করিও না, কেন-না ইহা সুদ।

বর্ণনায় : হযরত আবু বোরদাহ্। —বোখারী

একই নামায দুইবার পড়া

১। হযরত মোয়াজ বিন্ জাবাল (প্রথমে) রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত নামায পড়িতেন, অতঃপব আপন লোকদের নিকট যাইয়া তাহাদের নামায পড়াইতেন।

২। মোয়াজ বিন্ জাবাল হযরত (দঃ)-এর সহিত এশার নামায পড়িতেন অতঃপর নিজের লোকদের নিকটে যাইয়া এশার নামায পড়াইতেন, অথচ তাঁহাব নামায নফল ছিল।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের। —বোখারী, মোসলেম, বাইহাকী

৩। আমি বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত উপস্থিত ছিলাম। তাঁহার সহিত (মিনার) 'মসজিদে খায়ফে' ফজরের নামায পড়িলাম। নামায শেষে তিনি পিছনে ফিরিয়া দেখিলেন, দুইটি লোক জামাতের শেষ প্রান্তে বহিয়াছে যাহারা তাঁহার সহিত নামায পড়ে নাই। তিনি বলিলেন : উহাদিগকে আমার নিকট আন। তাহাদিগকে আনা হইল, তাহারা কাঁপিতে ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : আমাদের সহিত নামায পড়িতে তোমাদের কিসে বাধা দিল? তাহারা বলিল : আমরা আমাদের বাড়ীতে নামায পড়িয়াছি। তিনি বলিলেন : এইরূপ করিবে না। যখন তোমরা তোমাদের বাড়ীতে নামায পড়িয়া এইরূপ মস্জিদে উপস্থিত হইবে (যেখানে) জামাত হইতেছে, তাহাদের সহিত (পুনঃ) নামায পড়িবে। ইহা তোমাদের জন্য নফল।

বর্ণনায়ঃ হযবত ইয়াজি বিন্ আসওয়াদ। —তিরমিজী, আবু দাউদ, নেসায়ী

৪। একদা তাহার পিতা (মেহজান) রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত মজলিসে থাকাকালে আযান হইল এবং রসূলুল্লাহ্ (দঃ) দাঁড়াইলেন। অতঃপর

নামায পড়িলেন এবং ফিরিয়া আসিলেন। অথচ মেহজান তখনও নিজ স্থানেই আছে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন: তোমাকে লোকের সহিত নামায পড়িতে কিসে বাধা দিল? তুমি কি মুসলমান নও? সে বলিল: নিশ্চয়ই (আমি মুসলমান) তবে আমি আমার ঘরে নামায পড়িয়া লইয়াছি। তিনি বলিলেন: যখন তুমি (ঘরে) নামায পড়িয়া মসজিদে আসিবে তখন যদি মসজিদে নামায শুরু হয়, লোকের সহিত নামাযে শরীক হইবে, যদিও তুমি নামায পড়িয়া থাক।

বর্ণনায়: বোসর বিন্ মেহজান। —মালেক, নেসায়ী

৫। একদা আমি হযরত (দঃ)-এর নিকট আসিলাম, তিনি নামাযে ছিলেন। আমি বসিয়া রহিলাম। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নামায শেষে আমাদের দিকে ফিরিলেন, আমাকে বসা দেখিলেন এবং বলিলেন: হে ইয়াযিদ! তুমি কি মুসলমান হও নাই? বলিলাম: নিশ্চয়ই মুসলমান হইয়াছি। তিনি বলিলেন: তুমি নামাযে শামিল হইলে না কেন? বলিলাম: আমার ঘরে নামায পড়িয়া লইয়াছি। মনে করিয়াছি আপনারা নামায পড়িয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলিলেন: যখন তুমি কোন নামাযের স্থানে পেঁৗছিবে এবং লোকদিগকে নামাযে দেখিবে, তখন তাহাদের সহিত নামাযে শামিল হইয়া যাইবে। তোমার এই নামায নফল হইবে এবং (পূর্বের) ঐ নামায ফরয হইবে।

বর্ণনায়: ইয়াযিদ বিন্ আমের। —আবু দাউদ

একত্রে ভক্ষণ

কুরআন ঘোষণা করিয়াছে: "অদ্য সমস্ত পবিত্র (উত্তম) জিনিস তোমাদের জন্য হালাল (বৈধ) করা হইল। কিতাবী লোকদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল করা হইল এবং তোমাদের খাদ্যও তাহাদের জন্য হালাল।" একই স্রষ্টার সৃষ্ট মানুষ ভাই-ভাই। তাহারই বাস্তব নিদর্শন হিসাবে ধর্ম-নির্বিশেষে এক দস্তরখানায় বসিয়া খাইতে নিষেধ নাই।

১। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: আমরা ভ্রমণকারী, ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং মাজুসীদের নিকট দিয়া যাই। তাহাদের পাত্র ব্যতীত পাত্র পাই না। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: যদি তাহা ব্যতীত অন্য পাত্র না দেখ, তাহা পানি দ্বারা পরিষ্কার কর অতঃপর উহাতে খাও এবং পান কর।

বর্ণনায়: হযরত আবু সা'লাবাহ্। —তিরমিজী

২। আমার পিতা খ্রীষ্টানদের খাদ্য সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। অন্য বর্ণনায়: এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তিনি বলিলেন: খাদ্যের মধ্যে এমন খাদ্য আছে যাহা হইতে আমি পরহেয (বাচিয়া চলা) করি। অতঃপর তিনি বলিলেন: যাহা খ্রীষ্টানদের ব্যবহৃত তাহার কোন দ্রব্য যেন তোমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি না করে।

বর্ণনায়: হযরত কাবিসাহ্। —তিরমিজী

এতিমদের প্রতি কর্তব্য

রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মাতৃ-পিতৃহীন এতিম ও অনাথ এবং বিধবাদের জন্য অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি এতিম ও দাস-দাসীদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন: তোমরা যেরূপ নিজেদের সন্তানগণকে সমাদর কর, তাহাদিগকেও সেইরূপ সমাদর করিবে এবং তোমরা যাহা ভোজন কর, তাহাদিগকেও তাহা ভোজন করিতে দিবে। এতিমদের সম্পত্তি অগ্নি তুল্য। এতিমদের সম্পত্তি তাহাদিগকে ফিরাইয়া দাও। উত্তম দ্রব্যের বিনিময় মন্দ দ্রব্য দিও না। তোমাদের নিজ সম্পত্তির সহিত সংযোগ করিয়া তাহাদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিও না।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে গৃহে এতিমদের সহিত ভাল ব্যবহার করা হয়, তাহাই মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গৃহ এবং যে গৃহে এতিমদের সহিত মন্দ ব্যবহার করা হয়, তাহাই মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট গৃহ।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —ইবনে মাযাহ্

২। রসূলে করীম (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি এতিমের মাথায় (একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য) হাত বুলায়, যতখানি কেশের উপর তাহার হাত স্পর্শ করে, তাহার তত সওয়াব (পুণ্য) হইবে। যে ব্যক্তি তাহার নিকটস্থ এতিমদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, সে এবং আমি বেহেশ্‌তে এইরূপ অবস্থান করিব। তিনি তাঁহার দুইটি অঙ্গুলী সংযোগ করিয়া দেখাইলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু ওমামাহ্‌। —তিরমিজী

৩। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া বলিলঃ আমি একজন দরিদ্র লোক, আমার কিছুই নাই। একটি এতিম বালক আমার নিকট আছে। তিনি বলিলেনঃ অমিতব্যয়ী এবং ত্বরান্বিত না হইয়া এবং সঞ্চয় না করিয়া তোমার এতিমের মাল তুমি উপভোগ করিতে পার।

বর্ণনায়ঃ হযরত আমর বিন্ শোয়ায়েব। —আবু দাউদ, নেসায়ী, ইবনে মাযাহ্

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ সতর্ক হও! যাহার প্রতি সঙ্গতিসম্পন্ন এতিমের ভার অর্পণ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা সে যেন ব্যবসা-বাণিজ্য করে এবং যাকাত যেন ইহাকে নিঃশেষ করিতে না পারে, তজ্জন্য ইহা যেন সে ত্যাগ না করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আমর বিন্ শোয়ায়েব। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৫। হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ আমি এবং এতিমের রক্ষণাবেক্ষণকারী এইরূপে বেহেশ্‌তে থাকিব। তখন তিনি তর্জনী ও মধ্যমা (অঙ্গুলী) দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন এবং দুই অঙ্গুলির মধ্যে ফাঁক রহিল না।

বর্ণনায়ঃ হযরত সহল বিন্ সায়াদ। —বোখারী

এ'তেকাফ

এ'তেকাফের কম সময় একদিন ও একরাত্র। এই অবস্থায় মলমূত্র ত্যাগ, অযু ও গোসল ব্যতীত অন্য কোন প্রয়োজনে মসজিদ হইতে বাহির হওয়া যায় না। এই সময় কুরআন পাঠ, তস্‌বীহ্, যিকির ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকিতে হয়।

মসজিদে থাকিয়াই পানাহার ও শয়ন করিতে হইবে। ফজর (প্রাতঃ) বা-মাগরিব (সন্ধ্যা)-এর নামাযের পর এ'তেকাফ আরম্ভ হইবে। এই সময়ে কেনা-বেচা এবং স্ত্রী সঙ্গ বৈধ নহে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মৃত্যু পর্যন্ত রমযান মাসের শেষ ১০ রাত্রিতে এ'তেকাফ করিতেন। অতঃপর তাঁহার স্ত্রীগণও এ'তেকাফ করিতেন।

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন এ'তেকাফ করিতেন, মসজিদে বসিয়া আমার দিকে মাথা বাড়াইয়া দিতেন এবং আমি তাঁহার কেশ বিন্যাস করিতাম। মানুষের স্বাভাবিক আবশ্যকতা ব্যতীত তিনি ঘরে যাইতেন না।

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন এ'তেকাফ করার ইচ্ছা করিতেন তিনি ফজরের নামায পড়িতেন এবং এ'তেকাফের স্থানে প্রবেশ করিতেন।

৪। হযরত (দঃ) এ'তেকাফের সময় পীড়িতকে দেখিতে যাইতেন এবং নিজ ইচ্ছামত চলিতেন, কিন্তু কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন না।

৫। যে এ'তেকাফ করে, তাহার জন্য সুন্নত কাজ। সে রোগী দেখিতে যাইবে না, জানাযা (মৃতের পরকালের মুক্তির জন্য বিশেষ প্রার্থনা)-তে উপস্থিত হইবে না, স্ত্রী স্পর্শ করিবে না, তাহার সঙ্গে সহবাস করিবে না, বিশেষ জরুরী কার্য ব্যতীত বাহিরে যাইবে না। রোযা ব্যতীত এ'তেকাফ নাই এবং জামে মসজিদ ব্যতীত এ'তেকাফ নাই।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম, আবু দাউদ

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ধন-সম্পত্তি সম্বন্ধে অত্যধিক দানশীল ছিলেন এবং রমযান মাসে তাঁহার দান সর্বাধিক ছিল। হযরত জিব্রাঈল রমযান মাসের প্রত্যেক রাত্রিতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং হযরত (দঃ) তাহার সামনে কুরআন পড়িতেন। যখন জিব্রাঈল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, প্রবল বায়ুর চাইতেও তাহার ধন-সম্পত্তি দানের বেগ অধিক দ্রুত হইত।

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এ'তেকাফকারী সম্বন্ধে বলিয়াছেন : সে গোনাহ্ হইতে নিজেকে পৃথক করে এবং এই নেক কাজের জন্য সে নেককারের সমস্ত নেক কাজের ন্যায় সওয়াব পায়।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম, ইবনে মাযাহ্

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) প্রত্যেক বৎসর একবার কুরআন পাঠ শেষ করিতেন। যে বৎসর তাঁহার ইন্তেকাল (মৃত্যু) হইল, তিনি দুইবার কুরআন খতম করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক বৎসর ১০ রাত্রি এ'তেকাফ করিতেন। কিন্তু যে বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইল, তিনি ২০ রাত্রি এ'তেকাফ করিয়াছিলেন।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৯। হযরত উমর রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বলিলেন : ইসলাম-পূর্ব যুগে আমি সংকল্প করিয়াছিলাম যে, কাবার মসজিদে একরাত্র এ'তেকাফ করিব। হযরত বলিলেন : তোমার সংকল্প পূর্ণ কর।

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন এ'তেকাফ করিতেন, তাঁহার শয্যা তাঁহার জন্য বিছানো হইত অথবা তওয়াব স্তম্ভের পিছনে তাঁহার শয্যা রাখা হইত।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম, ইব্নে মাযাহ্

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) রমযানের শেষ ১০ রাত্রিতে এ'তেকাফ করিতেন। এক বৎসর তিনি এ'তেকাফ করেন নাই। যখন পরের বৎসর আসিল, তিনি ২০ রাত্রি এ'তেকাফ করিলেন।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —তিরমিজী

এশ্‌রাক ও চাশ্‌তের নামায

পূর্বাহ্নের নামায দুই ভাগে বিভক্ত : এশ্‌রাকের নামায সূর্যোদয় হইতে বেলা প্রায় ৯টা পর্যন্ত এবং চাশ্‌তের নামায ৯টা হইতে দুপুর পর্যন্ত। এশ্‌রাকের নামায ২ হইতে ৬ রাকাত এবং চাশ্‌তের নামায ২ হইতে ১২ রাকাত। এই নামায নফল। ইহাতে অশেষ পুণ্য আছে। নবীগণ সকলেই এই নামায পড়িতেন।

১। মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমার ঘরে গেলেন এবং গোসল করিলেন। অতঃপর আট রাকাত নামায পড়িলেন। আমি কখনও এইরূপ সংক্ষিপ্ত নামায দেখি নাই, তবে তিনি রুকু ও সিজদাহ্ সমূহ ঠিকভাবে পূর্ণ করিয়া

ছিলেন। তিনি বলেন : উহা 'দোহার' (বেলা বাড়াকে আরবীতে দোহা বলে, সূর্যোদয় হইতে সূর্য স্থির হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে দোহার সময় বলা হয়) সময় ছিল।

বর্ণনায় : হযরত উম্মে হানী। —বোখারী, মোসলেম

২। বিবি হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করিলাম : রসূলুল্লাহ্ (দঃ) দোহার (এশ্‌রাক) নামায কত রাকাত পড়িতেন? তিনি বলিলেন : চারি রাকাত এবং সুযোগ পাইলে বৃদ্ধি করিতেন।

বর্ণনায় : হযরত মোয়াজ। —মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : প্রভাত হইবামাত্রই তোমাদের প্রত্যেক গ্রন্থির জন্যই একটি সদ্‌কা (দান) আবশ্যক হয়। তবে (জানিবে) তোমাদের প্রত্যেক 'তস্‌বীহ্'ই একটি সদ্‌কা, প্রত্যেকটি 'তাহমীদ'ই একটি সদ্‌কা, প্রত্যেকটি 'তাহ্‌লীল'ই একটি সদ্‌কা, প্রত্যেকটি 'তকবীর'ই একটি সদ্‌কা এবং সৎকাজের আদেশ একটি সদ্‌কা এবং অসৎ কাজে নিষেধও সদ্‌কা বিশেষ। অবশ্য দোহার সময়ে দুই রাকাত নামায পড়া এই সকলের পরিবর্তে যথেষ্ট।

বর্ণনায় : হযরত আবুজর গিফারী। —মোসলেম

৪। তিনি কতক লোককে দোহার নামায পড়িতে দেখিয়া বলিলেন : তাহারা জ্ঞাত আছে যে, এই সময় ব্যতীত অন্য সময় নামায পড়া উত্তম। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : 'সালাতুল আওয়্যাবীন' (অনুশোচনার নামায) তখনই (পড়িবে) যখন উটের বাচ্চা রৌদ্রে উত্তপ্ত হয়।

বর্ণনায় : হযরত যায়েদ বিন্ আরকাম। —মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে বলিয়াছেন : হে আদম সন্তান! তুমি আমার জন্য চারি রাকাত নামায পড় দিনের প্রথমাংশে, আমি তোমাদের জন্য যথেষ্ট হইব উহার শেষাংশে।

বর্ণনায় : হযরত আবুদ্দারদা ও আবুজর গিফারী। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি: মানুষের মধ্যে ৩৬০ টি (প্রধান) গ্রন্থি রহিয়াছে, সুতরাং তাহার পক্ষে প্রত্যেক গ্রন্থির জন্য একটি সদ্‌কা (দান) আবশ্যক। সাহাবাগণ বলিলেন: এই সাধ্য কাহার আছে? তিনি বলিলেন: থুথু ইত্যাদি যাহা মসজিদে দেখিবে উহাকে দাফন (ঢাকিয়া দেওয়া) করিয়া দিবে এবং কষ্টদায়ক বস্তু যাহা পথে দেখিবে উহা সরাইয়া দিবে। যদি ইহা করিবার সুযোগ না পাও তবে দোহার সময় ৪ রাকাত নামায তোমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

বর্ণনায়: হযরত বোরাইদা। —আবু দাউদ

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি ফজরের নামায শেষ করিয়া দোহার নামায (এশ্‌রাক) পড়া পর্যন্ত আপন জায়নামাযে বসিয়া থাকিবে এবং ভাল কথা ছাড়া কোন কথা বলিবে না, আল্লাহ্ তাহার সগীরা (ছোট) গোনাহ্ সমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন যদিও উহা সমুদ্রের ফেনা হইতে অধিক হয়।

বর্ণনায়: হযরত মোয়াজ বিন্ আনাস জোহানী। —আবু দাউদ

৮। তিনি দোহার নামায ৮ রাকাত পড়িতেন, অতঃপর বলিতেন: যদি এই সময় আমার পিতা-মাতা জীবিত হইয়াও আমার নিকট আসেন, আমি উহা ছাড়িব না।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —মালেক

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) দোহার নামায পড়া আরম্ভ করিতেন, আমরা মনে করিতাম যে, তিনি আর উহা ত্যাগ করিবেন না। আবার উহা ছাড়িয়া দিতেন, আমরা মনে করিতাম যে, তিনি আর উহা কখনও পড়িবেন না।

বর্ণনায়: হযরত আবু সঈদ খুদ্‌রী। —তিরমিজী

১০। আমি আবদুল্লাহ্ বিন্ উমরকে জিজ্ঞাসা করিলাম: আপনি কি দোহার নামায (সর্বদা) পড়িয়া থাকেন? বলিলেন: না। পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলাম: হযরত উমর? বলিলেন: না। পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলাম: হযরত

আবু বকর? বলিলেন: না। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলাম: রসূলুল্লাহ্ (দঃ)? বলিলেন: আমি মনে করি তিনিও না।

বর্ণনায়: হযরত মোয়াব্বেক ইজলী। —বোখারী

এস্তেঞ্জা

(মলমূত্র ত্যাগের শিষ্টাচার)

এস্তেঞ্জা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার একটি বিশেষ অঙ্গ। মল ত্যাগের পর তিনটি পাথর, মাটির ঢেলা, কাগজ, পাতা ইত্যাদির সাহায্যে পরিষ্কার করার বিধান আছে। মূত্র ত্যাগের পরেও এই নিয়ম। স্নান ঘরে, পানিতে, শক্ত মাটিতে, চলাচলের পথে এবং ফলবতী বৃক্ষের নীচে মল-মূত্র ত্যাগ করা অবৈধ।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যখন তোমরা পায়খানায় (মলত্যাগ করিতে) যাইবে কেবলাকে (মক্কা শরীফকে) সামনে বা পিছনে রাখিয়া বসিবে না। পূর্ব দিকে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরিয়া বসিবে। (মদীনা মক্কা হইতে উত্তরে)।

বর্ণনায়: হযরত আবু আইয়ুব আনসারী। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদিগকে কেবলার দিকে ফিরিয়া পায়খানা অথবা প্রস্রাব করিতে, ডান হাতে এস্তেঞ্জা করিতে; এস্তেঞ্জার ঢেলা তিনটির কম লইতে এবং শুষ্ক গোবর অথবা হাড় দ্বারা ঢেলা ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

৩। মোশ্রেকদের (অংশীবাদীদের) একজন (আমাকে) বিদ্রূপ করিয়া বলিল: দেখিতেছি তোমাদের বন্ধু তোমাদিগকে পায়খানায় বসার নিয়ম পর্যন্ত শিখাইয়া দিতেছেন। আমি বলিলাম: হাঁ, তিনি আমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন, আমরা যেন (পায়খানার সময়) কেবলার দিকে ফিরিয়া না বসি, ডান হাতে আবদস্ত (শৌচকার্য) না করি এবং শুচিকালে তিনটি ঢেলার কম ব্যবহার না করি এবং উহাতে গোবর ও হাড় (ব্যবহার না করি) না থাকে।

বর্ণনায়: হযরত সালমান ফারসী। —মোসলেম, আহমদ

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন পায়খানায় যাইতেন তখন বলিতেন: হে আল্লাহ্। আমি তোমার নিকট শয়তান নর ও নারীর (অপকার) হইতে আশ্রয় চাহিতেছি।

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) পায়খানায় যাইতেন, আমি ও অপর একটি বালক পানির পাত্র এবং মাথায় বর্শাধারী একটি লাঠি (যাহার দ্বারা মাটি খুঁড়িয়া ঢেলা লইতেন) লইয়া যাইতাম, তিনি সেই পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করিতেন।

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন পায়খানায় যাইতেন, নিজের আংটিটি খুলিয়া রাখিতেন।

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন পায়খানায় যাইবার প্রয়োজন বোধ করিতেন, তখন মাটির নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত নিজের কাপড় তুলিতেন না।

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন পায়খানা হইতে বাহির হইতেন তখন বলিতেন: সেই আল্লাহ্‌র শোকর (কৃতজ্ঞতা) যিনি আমা হইতে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করিয়া আমাকে নিরাপদ করিলেন।

বর্ণনায়: হযরত আনাস।

—মোসলেম, বোখারী, আবু দাউদ, নেসায়ী, তিরমিজী, দারেমী, ইবনে মাযাহ্

৯। একদা রসূলুল্লাহ্ (দঃ) দুইটি কবরের পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় বলিলেন: উভয় কবরবাসীকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে। কিন্তু কোন বড় পাপের জন্য নহে। একজন সে মূত্রত্যাগ কালে আড়াল করিত না বা এস্তেঞ্জা করিত না। অপর জন পরনিন্দা করিয়া বেড়াইত। অতঃপর তিনি একটি খেজুরের তাজা শাখা লইয়া দুই ভাগ করিয়া দুই কবরে পুঁতিয়া দিলেন। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন: এইরূপ কেন করিলেন? তিনি বলিলেন: ইহা শুকাইয়া না যাওয়া পর্যন্ত তাহাদের শাস্তি বন্ধ হইবে এই আশায়।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

১০। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন: দুই অভিসম্পাতের কারণ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন: দুই অভিসম্পাত কি কি? তিনি বলিলেন: যে ব্যক্তি জনসাধারণের চলার পথে এবং ছায়ায় ঢাকা স্থানে পায়খানা করে।

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যে অযু করে সে যেন পানি দ্বারা নাক ঝাড়ে, যে ঢিলা দ্বারা-এস্‌তেঞ্জা করে সে যেন বেজোড় (তিনটি) লয়।

১২। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন : আমি তোমাদের নিকট সন্তানের পিতা সদৃশ। তোমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছি : যখন তোমরা পায়খানায় যাও কেবলাকে (কাবা গৃহের দিককে) সামনে বা পিছনে রাখিও না। তিনি তিনটি ঢেলা ব্যবহারের আদেশ এবং গোবর ও হাড় ব্যবহারে নিষেধ করিয়াছেন। ডান হাতের দ্বারা শৌচকার্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যে সুরমা ব্যবহার করে সে যেন তিনবার লাগায়, যে ব্যক্তি এস্‌তেঞ্জা করে, সে যেন বে-জোড় (৩টি) ব্যবহার করে, যে খাদ্য গ্রহণ করিয়া খিলাল করে, দাঁতের ফাঁক হইতে যাহা বাহির হয়, মুখ হইতে যেন তাহা ফেলিয়া দেয়, এবং যে ইহা করে না, সে জিহ্বা দ্বারা যাহা পায় তাহা যেন গলাধঃকরণ করে। যে ইহা করে তাহার পক্ষে উত্তম। যে ইহা করে না তাহার দোষ নাই। যে পায়খানায় যায়, সে যেন আড়ালে থাকে। ইহা না পারিলে বালি স্তূপাকার করিয়া তাহার আড়ালে যেন বসে, কেন-না আদম সন্তানের গুপ্ত অঙ্গের সহিত শয়তান খেলা করে। যে ইহা করে তাহার পক্ষে উত্তম এবং যে ইহা করে না তাহাতে কোন দোষ নাই।

১৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন পায়খানায় যাইতেন আমি তাঁহার জন্য তাওরে (তামা বা পাথরের বাটি বিশেষ) করিয়া অথবা রাকওয়ায়ে (চামড়ার ছোট পাত্র বিশেষ) ভরিয়া পানি লইয়া যাইতাম। তিনি শৌচকর্ম করিয়া মাটিতে হাত পবিত্র করিতেন। অতঃপর আর একপাত্র পানি আনিতাম : তিনি অযু করিতেন।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা।

—বোখারী, মোসলেম, আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্, নেসায়ী, দারেমী

১৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যখন তোমাদের কেহ পানি পান করে, পানীয় পাত্রে যেন নিশ্বাস না ফেলে, যখন সে পায়খানায় যায় ডান হাতে যেন পুরুষাঙ্গ না ধরে এবং ডান হাতে যেন শৌচকর্ম না করে।

বর্ণনায় : হযরত আবু কাতাদাহ্। —বোখারী, মোসলেম

১৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন মলমূত্র ত্যাগ করিতে মাঠে যাইতেন, তখন কেহ যেন না দেখিতে পায় তিনি এতদূরে যাইতেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের। —আবু দাউদ

১৭। আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি একটি দেওয়ালের গোড়ায় নরম স্থানে মূত্র ত্যাগ করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেনঃ যখন তোমাদের কেহ মূত্র ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে, তখন (যেন এইরূপ স্থান) তালাশ করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু মুসা আশ্‌য়ারী। —আবু দাউদ

১৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর ডান হাত তাহার পবিত্রতা এবং খাদ্যের জন্য ছিল এবং বাম হাত ছিল শৌচকর্ম ও অনিষ্টকর পদার্থ দূর করিবার জন্য।

১৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যখন তোমাদের কেহ মল ত্যাগ করিতে যায়, সে যেন পবিত্র হওয়ার জন্য তিনটি ঢেলা সঙ্গে লইয়া যায়। ইহাই তাহার জন্য যথেষ্ট।

২০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন মল ত্যাগ করিয়া বাহির হইতেন, তিনি বলিতেনঃ 'গোফ্‌রানাকা' (আল্লাহ্ তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি)।

২১। যে বলে রসূলুল্লাহ্ দাঁড়াইয়া মূত্র ত্যাগ করিতেন তাহাকে বিশ্বাস করিও না। তিনি বসিয়াই মূত্র ত্যাগ করিতেন।

২২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মূত্র ত্যাগ করিলেন। হযরত উমর একটি পানির পাত্র লইয়া পিছনে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ হে উমর! ইহা কি? বলিলেনঃ অযু করিবার পানি আনিয়াছি। তিনি বলিলেনঃ যখনই আমি প্রস্রাব করি তখনই আমার অযু করিতে হইবে আমাকে এমন আদেশ দেওয়া হয় নাই। যদি আমি ইহা করি, ইহা সুন্নত হইয়া যাইবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা।

—আবু দাউদ, তিরমিজী, আহমদ, নেসায়ী, দারেমী, ইবনে মাযাহ্

২৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমরা শুষ্ক গোবর এবং হাড় দ্বারা এস্তেঞ্জা করিও না। ইহা তোমাদের ভাই জিনদের খাদ্য।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মসউদ। —তিরমিজী

২৪। হযরত (দঃ) বলিলেন: হে রুয়াইফা! হয় ত আমার পরে দীর্ঘদিন বাঁচিয়া থাকিবে, মানুষকে এই সংবাদ দিও: যে ব্যক্তি দাড়িতে গিরা দিবে বা জট পাকাইবে অথবা ঘোড়ার গলায় কবচ বা সূতা বাঁধিবে, অথবা পশুর গোবর বা হাড় দ্বারা এস্তেঞ্জা করিবে, মোহাম্মদ তাহার কোন সম্পর্ক রাখে না।

বর্ণনায়: হযরত রুয়াইফা বিন্ সাবেত। —আবু দাউদ

২৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমাদের কেহ যেন আপন গোসলখানায় মূত্র ত্যাগ না করে, অতঃপর তথায় গোসল (স্নান) করে বা অযু করে, কেন-না ইহাতেই অধিকাংশ ওস্ওয়াসা (মন্দ চিন্তা) তথায় উদিত হয়।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মোগাফ্ফাল। —আবু দাউদ, তিরমিজী, নেসায়ী

২৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমাদের কেহ যেন গর্তে মূত্র ত্যাগ না করে।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ সাবজেস। —আবু দাউদ, নেসায়ী

২৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তিনটি কাজ অভিশাপের যোগ্য। পানির ঘাটে, চলাচলের পথে ও ছায়ায় (যেখানে লোক বিশ্রাম নেয়) মলমূত্র ত্যাগ করা। ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকিবে।

বর্ণনায়: হযরত মোয়াজ বিন্ জাবাল। —আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্

২৮। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন: দুইজন লোক যেন তাহাদের লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করিয়া কথা বলিতে বলিতে পায়খানা করে না। কেন-না আল্লাহ্ তাহা ঘৃণা করেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু সঈদ খুদ্‌রী। —আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্

২৯। রসূলে খোদা (দঃ) বলিয়াছেনঃ এই পায়খানা সমূহই হইতেছে (জিন ও শয়তানের) উপস্থিতির স্থান। সুতরাং তোমাদের কেহ যখন পায়খানায় যায়, সে যেন বলেঃ "আল্লাহ্! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি তোমার নিকট, শয়তান নর ও নারী হইতে।

বর্ণনায়ঃ হযরত যায়েদ বিন্ আরকাম। —আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্

৩০। হযরত (দঃ) যখন মূত্র ত্যাগ করিতেন, তিনি গুপ্ত অঙ্গ ধৌত করিয়া অযু করিতেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত হাকাম বিন্ সুফিয়ান। —আবু দাউদ, নেসায়ী

৩১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর শয্যার নীচে রাত্রে মূত্র ত্যাগ করার জন্য কাষ্ঠ নির্মিত একটি পাত্র রাখিতেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত উমাইয়া বিনতে রুকাইকাহ্। —আবু দাউদ, নেসায়ী

৩২। একবার রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাকে দেখিলেন, আমি দাঁড়াইয়া মূত্র ত্যাগ করিতেছি। তিনি বলিলেনঃ উমর, দাঁড়াইয়া মূত্র ত্যাগ করিও না। অতঃপর আমি দাঁড়াইয়া মূত্র ত্যাগ করা বন্ধ করি।

বর্ণনায়ঃ হযরত উমর। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

৩৩। যখন জিনদের প্রতিনিধি দল আসিয়া রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বলিলঃ আপনার (মানব) উম্মতকে নিষেধ করিয়া দিন, তাহারা যেন, হাড়, গোবর ও কয়লার দ্বারা শৌচকার্য করে না। কেন-না আল্লাহ্ এই সকল দ্রব্যকে আমাদের খাদ্য করিয়াছেন। তিনি ঐ সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতে আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ। —আবু দাউদ

৩৪। যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইলঃ "তথায় এমন লোক রহিয়াছে যাহারা পবিত্রতা লাভ করাকে ভালবাসে এবং আল্লাহ্ পবিত্রতা লাভকারীদিগকেই ভালবাসেন।" তখন রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেনঃ হে আনসারগণ! নিশ্চয়ই পবিত্রতার জন্য আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রশংসা করিয়াছেন। তোমাদের

পবিত্রতা কি? তাহারা বলিল: আমরা নামাযের জন্য অযু করি, অপবিত্র হইলে গোসল করি এবং পানি দ্বারা শৌচকর্ম করি। তিনি বলিলেন: ইহা তাহাই, সুতরাং তোমরা ইহা অবলম্বন কর।

বর্ণনায়: হযরত আবু আইয়ুব, জাবের ও আনাস। —ইবনে মাযাহ্

৩৫। প্রথম যখন তাঁহার প্রতি অহী নাযিল করা হইতেছিল তখন একবার হযরত জিব্রাঈল তাঁহার নিকটে আসিলেন এবং তাঁহাকে অযু ও নামায শিক্ষা দিলেন এবং যখন তিনি অযু সমাপ্ত করিলেন তখন এক কোষ পানি লইলেন এবং উহা স্বীয় পুরুষাঙ্গের উপর ছিটাইয়া দিলেন।

বর্ণনায়: হযরত যায়েদ বিন্ হারেসা। —আহমদ, দ্বারকুতনী

৩৬। আমি ইবনে উমরকে দেখিলাম: তিনি কেবলার দিকে স্বীয় উটকে বসাইলেন, অতঃপর বসিয়া মূত্র ত্যাগ করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম: এইরূপ করিতে কি নিষেধ করা হয় নাই? তিনি বলিলেন: না; বরং খোলাস্থানে এইরূপ করা হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু যখন তোমার আর কেবলার মধ্যে এমন কোনও জিনিস হয়, যাহা তোমাকে আড়াল করিবে তাহা হইলে ইহাতে কোন ক্ষতি নাই।

বর্ণনায়: হযরত মারওয়ান আসফর। —আবু দাউদ

এহ্‌রামে অপেক্ষা

এহ্‌রামের অবস্থায় কোন কারণে যদি হাজীর পথে অপেক্ষা করিতে হয়, সে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাবা শরীফে কোরবানীর জন্য একটি প্রাণী পাঠাইয়া দিবে এবং কোরবানীর পরে সে এহ্‌রাম হইতে বাহির হইয়া আসিবে। যে হাজী উমরাহ্ ও হজ্জের জন্য এহ্‌রাম করিয়াছে, সে মক্কায় দুইটি প্রাণী পাঠাইয়া দিবে। যদি কোন হাজী ৯ই যিলহজ্জের দ্বিপ্রহর হইতে ১০ই তারিখের ফজর পর্যন্ত আরাফতে অপেক্ষা না করে, তাহার হজ্জ হইবে না। তাহার কোন কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বাধাপ্রাপ্ত হইয়া (হুদায়বিয়াতে) তিনি স্বীয় মাথা মুণ্ডন করিলেন, স্ত্রী সহবাস করিলেন এবং কোরবানীর প্রাণী জবেহ্ করিলেন। পর বৎসর উমরাহ্ করিলেন।

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) পূর্ববর্তী উমরাহ্র সময় হুদায়বিয়ায় তাঁহার সঙ্গীগণ যে কোরবানীর প্রাণী জবেহ্ করিয়াছিলেন, তাহার বদলে কোরবানী করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী, মেশ্কাত

৩। আমরা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত বাহির হইয়া আসিলে কোরেশদের কাফেরগণ কাবার নিকটে বাধা দিল। হযরত তাঁহার কোরবানীর পশু সমূহ জবেহ্ করিলেন এবং সাহাবীগণ কেশ মুণ্ডন ও খাট করিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্। —বোখারী

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কেশ মুণ্ডনের পূর্বে কোরবানী করিতেন এবং সাহাবাগণকে তাহাই করিতে নির্দেশ দিতেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত মেস্ওয়ার। —বোখারী

৫। জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তোমাদের জন্য কি হযরতের সুন্নত যথেষ্ট নহে? তোমাদের মধ্যে যদি কেহ হজ্জ করিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, সে কাবা গৃহ এবং সাফা ও মারওয়াহ্ (পর্বত) তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করিবে, অতঃপর পরবর্তী বৎসরে হজ্জ না করা পর্যন্ত তাহার জন্য সমস্তই হালাল। অতঃপর সে কোরবানী দিবে এবং কোরবানীর জন্য কোন প্রাণী না পাইলে সে রোযা রাখিবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —বোখারী

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) জোবায়েরের কন্যার নিকটে আসিয়া বলিলেনঃ তুমি বোধ হয় হজ্জ করিবার ইচ্ছা করিয়াছ। তিনি বলিলেনঃ আল্লাহ্র শপথ! আমি আমাকে বেদনা হইতে মুক্ত দেখি না। হযরত তাহাকে বলিলেনঃ

হজ্জ কর এবং শর্ত করিয়া বল : হে খোদা। এহ্রাম হইতে আমার মুক্ত হইবার ঐ স্থান দাও, যেখানে তুমি আমাকে হজ্জ করিতে বাধা দাও।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —বোখারী

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যাহার পা ভাঙ্গিয়া যায়, বা যে খোঁড়া হয়, তাহার পক্ষে এহ্রাম ভঙ্গ করা হালাল (বৈধ) এবং সে পরবর্তী বৎসর হজ্জ করিবে।

বর্ণনায় : হযরত হাজ্জাজ। —তিরমিজী

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : হজ্জ আরাফতে হয়। যে আরাফতকে সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং মুজদালিফার রাত্র পায়, সে হজ্জ পায়। তিন দিন মিনায়। যে দুই দিনের মধ্যে যাইতে চায়, তাহার কোন গোনাহ্ হইবে না, এবং যে বিলম্বে যায়, তাহারও কোন গোনাহ্ হইবে না।

বর্ণনায় : হযরত আবদুর রহমান। —তিরমিজী

এহ্রাম অবস্থায় শিকার

এহ্রাম অবস্থায় শিকার করা সাধারণতঃ হারাম। শিকার করা প্রাণীর মাংসও মুহ্রিম (যে এহ্রাম করে) এর জন্য হারাম। কুরআন ও হাদীস কোনও কোনও বিষয় ক্ষমা করিয়াছে। ইঁদুর, কাক এবং সাপ ইত্যাদি মারা যায়।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে আরওয়া নামক স্থানে এহ্রামে থাকাকালে একটি বন্য গাধা উপহার দেওয়া হয়। হযরত উহা তাহাকে ফেরত দিলেন এবং তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন : আমরা যদি এহ্রামে না থাকিতাম, তোমাকে ইহা নিশ্চয়ই ফিরাইয়া দিতাম না।

বর্ণনায় : হযরত সায়াব। — বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, পাঁচটি প্রাণীকে হেরেমে বা এহ্রামে বধ করিলে কাহারও গোনাহ্ হইবে না। ইঁদুর, কাক, চিল, বিচ্ছু এবং পাগলা কুকুর।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: পাঁচটি প্রাণী অনিষ্টকর। উহাদিগকে এহ্‌রামে বা অন্য সময় বধ করা যায়: সাপ, কালো কাক, ইঁদুর, পাগলা কুকুর এবং চিল।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে পর্যন্ত তোমরা শিকার না কর, অথবা তোমাদের জন্য শিকার করা না হয়, শিকারের মাংস তোমাদের জন্য হালাল।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —আবু দাউদ

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: পঙ্গপাল সমুদ্রের শিকার।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

৬। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন: এহ্‌রাম অবস্থায় যে কোন লোক হিংস্র পশুকে বধ করিতে পারে।

বর্ণনায়: হযরত আবু সাঈদ। —তিরমিজী

৭। আমি জাবের বিন্ আবদুল্লাহ্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম টিকটিকি সম্বন্ধে: ইহা কি শিকারের বস্তু? তিনি বলিলেন: হাঁ। পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলাম: ইহা কি ভক্ষণ করা যাইতে পারে? তিনি বলিলেন: হাঁ। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম: আপনি কি ইহা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট হইতে শুনিয়াছেন? তিনি বলিলেন: হাঁ।

বর্ণনায়: আবদুর রহমান বিন্ আবি আম্মার। —মেশ্‌কাত

৮। আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে টিকটিকি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন: ইহা শিকার। এহ্‌রামের অবস্থায় কেহ ইহাকে আক্রমণ করিলে, ইহার বদলে সে যেন একটি মেষ কোরবানী দেয়।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —আবু দাউদ

৯। আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে টিকটিকি খাওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেনঃ কেহ কি টিকটিকি খায়? চিতা বাঘ খাওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলামঃ তিনি বলিলেনঃ যাহার ভিতরে পবিত্রতা আছে, সে কি চিতা বাঘ খাইতে পারে?

বর্ণনায়ঃ হযরত খোজায়মাহ্। —তিরমিজী

ওয়াক্ফ

১। আমার পিতা বিজিত 'খয়বর' এলাকায় কিছু জমি লাভ করিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বলিলেনঃ আমি খয়বর এলাকায় অতি উত্তম জমি লাভ করিয়াছি, ইহাই আমার সর্বোত্তম সম্পত্তি (আমি ইহাকে আল্লাহ্র জন্য দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি) এ সম্পর্কে আপনার আদেশ ও পরামর্শ প্রার্থনা করি। তিনি বলিলেনঃ আপনি ইচ্ছা করিলে মূল জমিটি ওয়াক্ফ করিয়া উহার উৎপন্ন ফসল দান-খয়রাতে ব্যয় করিতে পারেন। উমর তাহাই করিলেন এবং এইরূপে ওয়াক্ফনামা লিখিলেনঃ আমার অমুক জমি, (কিয়ামত পর্যন্ত সর্বদার জন্য) ওয়াক্ফ; মূল জমি বিক্রয় করা যাইবে না, হেবা করা যাইবে না, উহার উপর উত্তরাধিকারের স্বত্ব স্থাপন করা যাইবে না। (উহার উৎপন্ন ফসল) গরীব-মিস্কিন, আত্মীয়-স্বজনকে দান করা হইবে এবং ক্রীতদাস মুক্ত করার জন্য ব্যয় করা হইবে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জেহাদের জন্য ব্যয় করা হইবে এবং পথিক ও মুসাফিরের জন্য ব্যয় করা হইবে। যে ব্যক্তি উহার রক্ষণাবেক্ষণকারী নিয়োজিত হইবে সেও ঐ উৎপন্ন হইতে আবশ্যকানুযায়ী ভোগ করিতে পারিবে এবং আবশ্যক বোধে স্বীয় কোন বন্ধুকেও খাওয়াইতে পারিবে। কিন্তু সে উহাকে নিজ সম্পত্তিরূপে ব্যবহার করিতে পারিবে না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর। —বোখারী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমি ইহ-জগৎ ত্যাগকালীন যদি কোন ধন-সম্পদ রাখিয়া যাই তবে আমার উত্তরাধি-

কারীগণ উহা ভাগ-বণ্টন করিয়া নিতে পারিবে না। আমার স্ত্রীগণের ভরণ-পোষণ এবং কার্য পরিচালনকারীর ব্যয়বহনাতিরিক্ত আমার পরিত্যক্ত সমুদয় বস্তু সদ্কা (দান) গণ্য হইবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

ওয়ারিসী স্বত্ব

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ বিশ্বাসীদের নিজেদের জীবন হইতেও তাহাদের নিকট আমি অধিক প্রিয়। যে দেনা রাখিয়া মারা যায় এবং শোধ করিবার সঙ্গতি রাখিয়া যায় না, তাহা পরিশোধের ভার আমার উপরে। যে মাল রাখিয়া যায়, তাহা ওয়ারিসের জন্য। অন্য বর্ণনায়ঃ যে দেনা বা স্বল্প সঙ্গতি রাখিয়া যায়, সে যেন আমার নিকট আসে, আমি তাহার বন্ধু। অন্য বর্ণনায়ঃ যে মাল রাখিয়া যায়, তাহা ওয়ারিসদের জন্য এবং যে ঋণ রাখিয়া যায়, তাহা আমার উপর।

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ হত্যাকারী ওয়ারিস হয় না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম, তিরমিজী

৩। হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে সকল ওয়ারিসের নির্দিষ্ট অংশ আছে, উহা তাহাদিগকে দিয়া দাও। যাহা বাকী থাকে, তাহা নিকটতম পুরুষের জন্য।

৪। এক ব্যক্তি একটিমাত্র দাস (যাহাকে সে মুক্তি দিয়াছে) ব্যতীত অন্য কোন ওয়ারিস না রাখিয়া মারা গিয়াছে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেনঃ তাহার কি কেহই নাই? তাহারা বলিলঃ না, একটিমাত্র দাস ছিল তাহাকে সে মুক্তি দিয়াছে। হযরত তাহাকেই তাহার ওয়ারিস সাব্যস্ত করিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম, আবু দাউদ

৫। হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ কোন মুসলমান কাফিরের ওয়ারিস হয় না এবং কোন কাফির মুসলমানের ওয়ারিস হয় না।

বর্ণনায়ঃ হযরত ওসামা বিন্ যায়েদ। —বোখারী, মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ কোন লোকের মুক্তিদাতা তাহাদেরই দলভুক্ত।

৭। হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ কোন কওমের ভগ্নীর সন্তান তাহাদের দলভুক্ত।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —বোখারী

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ দুইজন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী পরস্পরের ওয়ারিস হয় না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —আবু দাউদ

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মাতার অভাবে দাদীর জন্য এক-ষষ্ঠাংশ নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

১০। খোজায়া সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহাব ত্যজ্য সম্পত্তি লইয়া রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকটে আসিলে তিনি বলিলেনঃ তাহার জন্য ওয়ারিস খোঁজ কর। তাহার কোন ওয়ারিস বা নিকট-আত্মীয় পাওয়া গেল না। তিনি বলিলেনঃ খোজায়া সম্প্রদায়ের নেতাগণকে ইহা দাও।

বর্ণনায়ঃ হযরত বোরায়দাহ্। —আবু দাউদ

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যখন শিশু নিশ্বাস ত্যাগ করে, তাহার জানাযা পড়া হয় এবং তাহার ওয়ারিস হয়।

১২। ছায়াদ বিন্ রাবী দুইটি কন্যা সহ রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকটে আসিয়া বলিলঃ আপনার সঙ্গী থাকিয়া তাহাদের পিতা ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হইয়াছে এবং তাহাদের পিতৃব্য সম্পত্তি অধিকার করিয়া নিয়াছে। সে তাহাদের জন্য কিছু মাল রাখে নাই। তাহাদের সম্পত্তি না থাকিলে তাহাদিগকে বিবাহ দেওয়া যাইবে না। তিনি বলিলেনঃ আল্লাহ্ এ সম্বন্ধে আদেশ দিবেন। তখনই মিরাশের আয়াত অবতীর্ণ হইল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাদের পিতৃব্যকে ডাকাইয়া বলিলেনঃ সায়াদের দুই কন্যাকে দুই-তৃতীয়াংশ দাও, তাহাদের মাতাকে এক-অষ্টমাংশ দাও এবং যাহা বাকী থাকে তাহা তোমার।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের। —আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: প্রত্যেক বিশ্বাসীর প্রাণ অপেক্ষা আমি তাহার নিকট অধিকতর প্রিয়। যে দেনা বা স্বল্প সম্পত্তি রাখিয়া যায়, ইহা তাহার ওয়ারিসের জন্য। যাহার বন্ধু নাই আমি তাহার বন্ধু। তাহার মালে আমি ওয়ারিস হইব এবং তাহার দেনা শোধ করিব। যাহার ওয়ারিস নাই, তাহার মাতুল ওয়ারিস। সে তাহার মালের ওয়ারিস হইবে এবং তাহাকে ঋণ মুক্ত করাইবে। অন্য বর্ণনায়: যাহার ওয়ারিস নাই, আমি তাহার ওয়ারিস। আমি তাহার খুনের দাম দিব এবং ওয়ারিস হইব। যাহার ওয়ারিস নাই, তাহার মাতুলই (মামা) তাহার ওয়ারিস। সে তাহার খুনের দাম দিবে এবং ওয়ারিস হইবে।

বর্ণনায়: হযরত মেকদাম। —আবু দাউদ

১৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: একজন স্ত্রীলোক তিনজনের ওয়ারিস হয়। তাহার মুক্তিপ্রাপ্ত দাস, তাহার প্রাপ্ত হারান শিশু, তাহার শপথকৃত ঔরসজাত সন্তান।

বর্ণনায়: হযরত ওয়াসেলাহ্। —তিরমিজী

১৫। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন: যে স্বাধীন স্ত্রীলোক বা দাসীর সহিত ব্যভিচার করে, সন্তান জারজ হয়। সে কাহারও ওয়ারিস নহে এবং কেহ তাহার ওয়ারিস হয় না।

১৬। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি মাল ওয়ারিস-সূত্রে পায়, সে 'ওয়ালা' (মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের সম্পত্তি)-ও ওয়ারিসসূত্রে পায়।

বর্ণনায়: হযরত আমর বিন্ শোয়ায়েব। —তিরমিজী

১৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর একজন ক্রীতদাস কোন নিকট-আত্মীয় বা সন্তান না রাখিয়া কিছু সম্পত্তি রাখিয়া মারা গিয়াছিল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: তাহার গ্রামের কোন লোককে তাহার সম্পত্তি দেওয়া হউক।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —আবু দাউদ

১৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) অছিয়তের পূর্বে দেনার ডিক্রী দিতেন। মায়ের গর্ভজাত সন্তানগণ দুগ্ধ মাতার সন্তানগণের চাইতে পরস্পর ওয়ারিস হইবে। পিতার ও মাতার ঔরসজাত সন্তান শুধু পিতার ঔরসজাত সন্তানের চাইতে তাহার ভাইয়ের ওয়ারিস হইবে। অন্য বর্ণনায়ঃ মায়ের গর্ভজাত ভাইগণ দুগ্ধ মাতার গর্ভজাত সন্তানগণের চাইতে পরস্পর পরস্পরের ওয়ারিস হইবে। তোমরা এই আয়াত পাঠ করঃ "অছিয়ৎ বা ঋণ আদায়ের পরে যাহা থাকে ইত্যাদি।"

বর্ণনায়ঃ হযরত আলী। —তিরমিজী, দারেমী

১৯। আবু মুসাকে কন্যা এবং ছেলের কন্যা এবং ভগ্নী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তিনি বলিলেনঃ কন্যার জন্য অর্ধেক, ভগ্নীর জন্য অর্ধেক। মসউদের ছেলেকে নিয়া আস। সে আমার সঙ্গে এক মত হইবে। অতঃপর ইবনে মসউদকে জিজ্ঞাসা করা হইল এবং আবু মুসার প্রশ্ন তাহাকে জানান হইল। তিনি বলিলেনঃ তাহা হইলে আমি ভুল করিয়াছি। আমি পর্যাপ্ত ব্যক্তিদিগের অন্যতম নহি। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যেরূপ নির্দেশ দিয়াছিলেন, আমিও তদ্রূপ দিয়াছি। কন্যার জন্য অর্ধেক, ছেলের কন্যার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ এবং ইহাতেই দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হয় এবং যাহা বাকী থাকে তাহা ভগ্নীর জন্য। আমরা আবু মুসার নিকট ইবনে মসউদের কথা জানাইলাম। তিনি বলিলেনঃ যে পর্যন্ত এই বিদ্বান লোক তোমাদের মধ্যে আছে, সেই পর্যন্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।

বর্ণনায়ঃ হযরত হোযায়েল। —বোখারী

২০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলঃ আমার ছেলের ছেলে মারা গিয়াছে, তাহার সম্পত্তিতে আমার অংশ কি? তিনি বলিলেনঃ তোমার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। এইরূপ তিনবার বলিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত এমরান বিন্ হোসেন। —তিরমিজী

ওলিমা

বিবাহ উপলক্ষে বর পক্ষ যে ভোজ প্রদান করে, উহাকে ওলিমা বলে। ইহা সুন্নত।

১। আবদুর রহমান বিন্ আউফের পায়ে হলুদ রঙ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: ইহা কি? তিনি বলিলেন: আমি ৫ দেরহাম ওজনের স্বর্ণের বিনিময়ে একজন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়াছি। হযরত (দঃ) বলিলেন: আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন। একটি ছাগ দিয়া হইলেও একটি ভোজ দাও।

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মদীনা ও খয়বরের মধ্যবর্তী স্থানে তিন রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। সুফিয়াকে প্রথম তথায় তাঁহার নিকট আনা হইল। আমি তাহার ভোজে মুসলমানদিগকে দাওয়াত করিয়াছিলাম। তাহাতে কোন রুটি বা মাংস ছিল না। হযরত (দঃ) দস্তরখান বিছাইতে বলিলেন। যদিও দিবার মত কিছুই ছিল না। অতঃপর উহাতে খেজুর, পনীর ও ঘি রাখা হইল।

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) সুফিয়াকে মুক্তি দিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার মুক্তিকেই তাহার মোহরানা ধার্য করা হইয়াছিল। তিনি এই উপলক্ষে দধি মিশ্রিত খেজুরের খাদ্য দিয়াছিলেন।

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যয়নবের জন্য যে ভোজ দিয়াছিলেন, তাহা অন্য কোন স্ত্রীর জন্য দেন নাই। তিনি একটি ছাগ দ্বারা ভোজ দিয়াছিলেন।

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর বাড়ীতে যখন জাহাসের কন্যা যয়নবকে আনা হইয়াছিল, তখন তিনি ভোজ দিয়াছিলেন। লোকজন তাহাদের ইচ্ছামত রুটি এবং মাংস খাইয়াছিল।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাঁহার কয়েকজন স্ত্রীর বিবাহে দুই মোদ (দুই সেরের সমান) আটা দিয়া ভোজ দিয়াছিলেন।

৭। এক ব্যক্তি হযরত আলীকে ভোজে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার জন্য ভোজ প্রস্তুত করিল। হযরত ফাতিমা বলিলেন: আমরা যদি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে দাওয়াত করিতাম, তিনি আমাদের সঙ্গে খাইতেন। তাঁহাকে দাওয়াত

করিলেন এবং হযরত আসিলেন। তিনি স্বীয় হাত দরজায় স্থাপন করিয়া দেখিলেনঃ ঘরের কোণে চিত্র-বিচিত্র একটি পর্দা লটকান রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন। ফাতিমা তাঁহার অনুসরণ করিয়া বলিলেনঃ কিসে আপনাকে ফিরাইয়া দিয়াছে? তিনি বলিলেনঃ ইহা আমার বা কোন নবীর পক্ষে সঙ্গত নয় যে, সুসজ্জিত ঘরে সে প্রবেশ করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত সুফিয়া। —বোখারী, ইব্‌নে মাযাহ্

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ তোমাদের মধ্যে কাহাকেও যখন বিবাহের ভোজে দাওয়াত দেওয়া হয়, তাহাতে যোগদান করিবে। অন্য বর্ণনায়ঃ বিবাহের বা অন্য ভোজে হউক, বিবাহের দাওয়াতে উত্তর দিবে।

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে দাওয়াত পাইয়া উত্তর দেয় না, সে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলকে অমান্য করে এবং যে দাওয়াত না পাইয়া প্রবেশ করে, সে চোররূপে প্রবেশ করে এবং অপমানিত হইয়া যায়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর। —বোখারী, মোসলেম, আবু দাউদ

১০। হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ তোমাদের কাহাকেও যখন কোন খাদ্য খাওয়ার জন্য ডাকা হয়, সে যেন তাহার উত্তর দেয়। সে ইচ্ছা করিলে যাইতে পারে এবং ইচ্ছা করিলে তাহা ত্যাগ করিতে পারে।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের। —মোসলেম

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে বিবাহের ভোজে ধনীগণকে দাওয়াত করা হয় এবং দরিদ্রগণকে ত্যাগ করা হয়, তাহা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। যে দাওয়াত ত্যাগ করে, সে আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলকে ত্যাগ করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ঐ দুই ব্যক্তির খাদ্য গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, যে লোককে দেখানোর জন্য খাদ্য খাওয়ায় এবং যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —আবু দাউদ

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যখন দুই ব্যক্তি একই সময় দাওয়াত করে, যাহার দুয়ার অধিকতর নিকটবর্তী তাহার দাওয়াত গ্রহণ কর। কিন্তু দুইজনের একজন যদি পূর্বে আসে, তাহার দাওয়াত গ্রহণ কর।

বর্ণনায় : জনৈক সাহাবা। —আবু দাউদ

কর্তব্য কার্যে বিশ্বাস ভঙ্গ

বেসরকারী অথবা সরকারী কর্মচারীদের উপর যে কাজের ভার অর্পণ করা হয়, তাহা সঠিকরূপে সম্পন্ন করা তাহাদের অবশ্য কর্তব্য। বিশ্বাস ভঙ্গ করিলে বা কর্তব্যে অবহেলা করিলে কবীরাহ্ (বড়) গোনাহ্ হয়। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : তিন প্রকার লোক বেহেশ্‌তের অধিবাসী ; ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী এবং দয়ালু বাদশাহ্। মুমিনের বহু দোষ থাকা সম্ভব, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যাবাদিতা থাকিতে পারে না। ঘুষ গ্রহণ করা বিশ্বাসঘাতকতার তুল্য। এই ধরনের লোকদিগকে হযরত (দঃ) অভিসম্পাত করিয়াছেন।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি নিশানা থাকিবে, উহা দ্বারা তাহার পরিচয় হইবে।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

২। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন : কিয়ামতে বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি নিশানা থাকিবে। ঘোষণা করা হইবে, অমুকের এই বিশ্বাসঘাতকতা।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : বিচারের দিন বিশ্বাসঘাতকের জন্য তাহার কোমরের নিকট একটি নিশানা থাকিবে। তাহা বিশ্বাসঘাতকতার পরিমাণ হিসাবে উচচ হইবে। সতর্ক হও। শাসন কর্তার বিশ্বাসঘাতকতার চাইতে অধিকতর বিশ্বাসঘাতকতা আর নাই।

বর্ণনায় : হযরত আবু সাঈদ। —মোসলেম

কদরের রাত্রি

শবে কদরের রাত্রেই সর্বপ্রথম কুরআন শরীফ নাযিল হইয়াছিল। কদরের রাত্র বা মঙ্গলের রাত্র রমযান মাসেই ছিল। কদরের রাত্রি এক সহস্র মাস হইতেও উত্তম। এই কদরের রাত্রি রমযান মাসের শেষ দশ রাত্রির মধ্যে বেজোড় রাত্রিতে সংঘটিত হয়। ২১, ২৩ ,২৫, ২৭ বা ২৯ তারিখের রাত্রিতে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ "রমযান মাসের শেষ দশ রাত্রির মধ্যে বেজোড় রাত্রে কদরের রাত্রি অনুসন্ধান কর।" সেই রাত্রের অনুসন্ধানের জন্য রমযানের শেষ দশ দিবস ও রাত্রি মসজিদে এ'তেকাফ করা (নবীর নীতি) সুন্নত।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ রমযানের শেষ দশ রাত্রির মধ্যে যে-কোন বেজোড় রাত্রে কদরের রাত্রি খোঁজ কর।

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) শেষ দশ রাত্রিতে (ইবাদতে) এত অধিক পরিশ্রম করিতেন যে, তাহা অন্য কোন রাত্রে করিতেন না।

৩। আমি জিজ্ঞাসা করিলামঃ যদি আমি কদরের রাত্রি চিনিতে পারি, তাহার ভিতর কি পড়িব? তিনি বলিলেনঃ বল, হে আল্লাহ্। তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা ভালবাস এবং আমাকে ক্ষমা কর।

৪। যখন (রমযানের শেষ) দশ রাত্রি উপস্থিত হইত, তিনি তাঁহার পায়জামা বাঁধিতেন, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতেন এবং পরিজনবর্গকেও জাগাইতেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম, ইব্‌নে মাযাহ্

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর কয়েকজন সাহাবা শেষ সাত রাত্রির মধ্যে কদরের রাত্র স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেনঃ আমি দেখিতে পাইতেছি যে, তোমাদের স্বপ্ন শেষ সাত রাত্রির মধ্যে পদক্ষেপ করিয়াছে। যে ইহা সন্ধান করে, সে যেন শেষ সাত রাত্রির মধ্যে খোঁজ করে।

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কে কদরের রাত্রি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেনঃ ইহা প্রত্যেক রমযানে।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইব্‌নে উমর। —বোখারী, আবু দাউদ

৭। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন: রমযানের শেষ দশ রাত্রির মধ্যে কদরের রাত্রি খোঁজ কর; নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাত্রির মধ্যে।

বর্ণনায়: হযরত ইব্‌নে আব্বাস। —বোখারী

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: কদরের রাত্রি শেষ নবম অথবা শেষ পঞ্চম অথবা শেষ তৃতীয় অথবা শেষ রাত্রিতে খোঁজ কর।

বর্ণনায়: হযরত আবু বাক্‌রাহ্। —তিরমিজী

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) রমযানের প্রথম দশ রাত্রিতে এ'তেকাফ করিতেন। তার পরে তিনি মধ্যম দশ রাত্রিতে তুর্কীর কুব্বার (নামক গম্বুজের) মধ্যে এ'তেকাফ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা তুলিয়া বলিলেন: নিশ্চয়ই আমি প্রথম দশ রাত্রিতে এই রাত্রির জন্য এ'তেকাফ করিয়াছিলাম। তারপর মধ্যম দশ রাত্রি এ'তেকাফ করিলাম। তারপর লোকজন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইহা শেষ দশ রাত্রির মধ্যে কি-না। যে আমার সঙ্গে এ'তেকাফ করে, সে যেন শেষ দশ রাত্রিতে করে, কেন-না এই রাত্রিগুলিতেই তাহা আমাকে দেখান হইয়াছিল, কিন্তু পরে আমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমি ভোরের দিকে পানি এবং মাটিতে সিজ্‌দাহ্ দিতেছি। কাজেই শেষ দশ রাত্রিতে এবং বেজোড় রাত্রিতে ইহা খোঁজ কর।

বর্ণনায়: হযবত আবু সঈদ খুদ্‌রী। —বোখারী, মোসলেম

১০। ওবাইবি বিন্ কায়াবকে বলিলাম: আপনার ভাই ইব্‌নে মস্‌উদ বলিয়াছেন: যে সারা বৎসর নামায পড়ে, সে কদরের রাত্রি পাইবে। তিনি বলিলেন: আল্লাহ্ তাহাকে রহম করুন। লোকজন যাহাতে আলস্য বোধ না করে, তাহাই তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সতর্ক হও। তিনি নিশ্চয়ই জানিতেন, ইহা রমযান মাসের শেষ দশ রাত্রির মধ্যে এবং ২৭শা রাত্রিতে। বলিলাম: কি জন্য আপনি তাহা বলিতেছেন? তিনি বলিলেন: নিদর্শনের জন্য, অথবা রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদিগকে সংবাদ দিয়াছেন যে, সূর্য তখন বিনা রশ্মিতে উদিত হয়—সেই চিহ্নের দরুন।

বর্ণনায়: হযরত জের্‌ব ইব্‌নে হোবায়েশ। —মোসলেম

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ আমি মরুভূমিতে থাকি এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসার সহিত নামায পড়ি। যদি আমাকে ঐ রাত্রির সংবাদ দেন তখন এই মসজিদে আসিয়া থাকিব। তিনি বলিলেনঃ ২৩ তারিখের রাত্রিতে আস।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্। —আবু দাউদ

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কদরের রাত্রি সম্বন্ধে জানাইবার জন্য আসিলেন। তখন দুই জন মুসলমান ঝগড়া করিতেছিল, তিনি বলিলেনঃ কদরের রাত্রি সম্বন্ধে জানাইবার জন্য আসিয়াছি, কিন্তু তোমাদের ঝগড়ার জন্য ইহাকে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। ইহা তোমাদের জন্য অধিকতর উত্তম ছিল। নবম, সপ্তম এবং পঞ্চম রাত্রিতে ইহা খোঁজ কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত ওবায়দা। —বোখারী

কপটতা বা মুনাফিকী

মনে ও মুখে এক বা সমান না হইলেই তাহাতে কপটতা বা মুনাফিকী প্রকাশ পায়। মুনাফিকদের কথা ও কার্য এক রকম নহে। কথা ও কার্যের এক মিল থাকিলেই মনের উন্নতি হয়, মনের উন্নতিতেই আত্মার উন্নতি হয়। মুনাফিকিতে আত্মার অবনতি হয় এবং সে কাহারও নিকট স্থান পায় না। মুনাফিকী বা কপটতা করা বড় গোনাহ্ (পাপ)। কুরআন বলেঃ "মুনাফিক দোযখের নিম্নস্তরে অবস্থান করিবে।" "যদি তাহারা (জেহাদ হইতে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ইহলোক ও পরলোকে ভীষণ শাস্তি প্রদান করিবেন। দুনিয়াতে তাহারা তাহাদের কোনও সাহায্যকারী পাইবে না।" "তাহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে কখনও জানাযা পড়িও না, তাহাদের কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইও না।" "তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না কর, যদি সত্তর বারও তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, আল্লাহ্ কখনও ক্ষমা করিবেন না।" কপট বা মুনাফিক সর্বত্রই ঘৃণিত।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ কপট বা মুনাফিকের তিনটি চিহ্ন আছে। যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে। যখন প্রতিজ্ঞা করে, তাহা ভঙ্গ করে এবং

যখন তাহার নিকট আমানত বা গচ্ছিত রাখা হয়, সে বিশ্বাসঘাতকতা করে, যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং মনে ভাবে যে, সে মুসলমান।

২। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন: দুইটি গুণ কোন মুনাফিকের মধ্যে একত্রে পাওয়া যায় না—সদ্ব্যবহার এবং ধর্ম-জ্ঞান।

৩। রসূলল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: অবাধ্য এবং তালাকপ্রার্থী স্ত্রীলোক মুনাফিক।

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: বিচারের দিন নিকৃষ্ট লোককে দ্বিমুখ বিশিষ্ট দেখিতে পাইবে। এক মুখ নিয়া ইহাদের নিকট আসিবে এবং অন্য মুখ নিয়া উহাদের নিকট যাইবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম, তিরমিজী, নেসায়ী

৫। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন: ৪টি দোষ যাহার মধ্যে আছে, সে প্রকৃত মুনাফিক। তন্মধ্যে একটি দোষ থাকিলে, তাহা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তাহার মধ্যে মুনাফিকীর দোষ থাকিবে। (১) যখন তাহাকে বিশ্বাস করা হয়, বিশ্বাস ভঙ্গ করে; যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে; যখন সে চুক্তি করে, উহা রক্ষা করে না এবং যখন সে শত্রুতা করে, সে পাপ কার্য করে।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —বোখারী, মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: মুনাফিক দুইটি ছাগীর মধ্যে একটি ছাগ সদৃশ। ছাগটি একবার এক ছাগীর নিকট আবার অন্য ছাগীর নিকট যায়।

৭। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন: আল্লাহ্ বিশ্বাসীর নিকট আসিয়া তাঁহার কাঁধ তাহার দেহের উপর রাখিয়া তাহাকে আবৃত করিয়া বলিবেন: তুমি কি এই ব্যক্তির গোনাহ্ সম্বন্ধে অবগত আছ? সে বলিবে: হাঁ, হে প্রভু! যখন গোনাহ্র কথা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং সে যে ধ্বংস হইবে তাহা সে দেখিতে পাইবে। তখন তিনি বলিবেন: দুনিয়াতে আমি ইহাকে গুপ্ত করিয়া রাখিয়াছি এবং অদ্য তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তখন তাহাকে তাহার সৎকার্যের আমলনামা দেওয়া হইবে। কাফির এবং মুনাফিকদের সম্বন্ধে সমস্ত সৃষ্ট জীবের সামনে

ঘোষণা করা হইবেঃ ইহারা ঐ লোক যাহারা তাহাদের প্রভুকে মিথ্যা বলিয়া জানিয়াছে। সতর্ক হও। অত্যাচারীদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

৮। মুনাফিককে প্রভু বলিয়া ডাকিও না, কেন-না সে যদি প্রভু হয়, তাহা হইলে তুমি আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি উৎপাদন করিবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত হোজায়ফা। —বোখারী, আবু দাউদ

কবর আজাব

সাধারণতঃ 'কবর' শব্দে মৃত ব্যক্তিকে প্রোথিত গর্ত বিশেষকে বুঝা যায়। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু হইতে পুনরুত্থান পর্যন্ত মানবাত্মার অবস্থান বা আবাসস্থলকে কবর বলা হয়। এই অবস্থান সময়কে 'বরজখ' বলা হইয়াছে। কবর পরকালের প্রথম অবস্থা, আত্মার নিজ দেশের প্রথম স্তর বা গৃহ। যেমন, মাতৃগর্ভ মানব জীবনের প্রথম স্তর, তদ্রূপ কবরগর্ভ স্থায়ী সত্যজীবনের প্রথম স্তর। হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ কবরের শাস্তি একটি সত্য ঘটনা। যাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না অথচ সত্য ঘটনা, তাহার উপর বিশ্বাসস্থাপন ব্যতীত অন্য উপায় নাই। হযরত (দঃ) যখন ইহাকে সত্য বলিয়াছেন, তখন ইহাকে বিশ্বাস করিতেই হইবে। মৃত্যু চির-নিদ্রা, স্বপ্ন তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। স্বপ্ন হইতেই কবর আজাবের আভাস পাওয়া যায়। স্বপ্নের যন্ত্রণা বা সুখ একটি সত্যঘটনা। স্বপ্নে সর্প দংশন, আগুনে দগ্ধ হওয়া, পানিতে ডুবিয়া যাওয়া, ভীষণ কষ্টদায়ক এবং সুন্দরী যুবতীর সহবাস আরামদায়ক। আগুনে দগ্ধ হওয়া বা সুন্দরী যুবতীর সহবাস পার্শ্বের জাগ্রত লোকে দেখিতে পায় না, অথচ নিদ্রিত ব্যক্তি সশরীরে উহা ভোগ করে বা দেখিতে পায়। কবর আজাবও সশরীরে হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ কবর আজাব সম্বন্ধে অহী অবতীর্ণ হইয়াছে; যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে, তাহাদিগকে আল্লাহ্ সুপ্রতিষ্ঠিত বাক্য দ্বারা সুদৃঢ় করিবেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবেঃ তোমার প্রভু কে?

সে উত্তর দিবে, আমার প্রভু আল্লাহ এবং আমার নবী মোহাম্মদ।

বর্ণনায় : হযরত বারায়া বিন্ আজেব। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মৃত ব্যক্তির দাফন শেষ করিয়া তথায় দাঁড়াইয়া বলিতেন : তোমাদের ভ্রাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাহার দৃঢ়তার জন্য দোয়া কর, তাহাকে এখন প্রশ্ন করা হইবে।

৩। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন : নিশ্চয়ই কবর আখিরাতের প্রথম ধাপ। যদি সে ইহা হইতে মুক্তি পায়, ইহার পরে যাহা ঘটিবে তাহা ইহা হইতে সহজতর হইবে। ইহা হইতে মুক্তি না পাইলে ইহার পরে যাহা ঘটিবে তাহা অধিকতর তীব্র হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন : আমি এমন কোন ভীষণ স্থান দেখি নাই যাহা কবর হইতেও অধিক ভীষণ।

বর্ণনায় : হযরত উস্মান। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্, আবু দাউদ

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) একটি গর্দভে আরোহণ করিয়া আমাদের সহিত বনু নাজ্জারের উদ্যানের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। গর্দভটি হঠাৎ ভীত হইয়া তাঁহাকে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিল। তথায় ৫।৬ টি কবর ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : এই কবরের অধিবাসী সম্বন্ধে কাহারও জানা আছে কি ? একজন বলিল : আমি জানি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : কি অবস্থায় তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে ? সে বলিল : শির্কীর মধ্যে। তিনি বলিলেন : এই সকল লোকের কবরে শাস্তি হইতেছে। তোমরা দাফন করিবে না এই ভয়েই আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করি নাই, আমি যেমন কবরের আজাব শুনিতে পাই, তাহা যেন তোমরাও শুনিতে পাও।

বর্ণনায় : হযরত যায়েদ বিন্ সাবেত। —মোসলেম

৫। হযরত আয়েশা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে কবর আজাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন : কবর আজাব সত্য। ইহার পর তাঁহাকে কবর আজাব হইতে রক্ষা পাইবার প্রার্থনা না করিয়া কোন নামায পড়িতে আমি দেখি নাই।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) উপদেশ দিবার সময় কবর আজাবের কথা উল্লেখ করিয়া বর্ণনা দিলেন। তিনি ইহাও বলিলেনঃ আমার নিকট অহী আসিয়াছে যে, দজ্জালের পরীক্ষার মত তোমাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আসমায়া। —ইবনে মাযাহ্

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ দুই জন ফিরেশ্‌তা (মৃত ব্যক্তিকে কবরে) বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিবেঃ তোমার প্রভু কে? সে বলিবেঃ আল্লাহ্। আবার জিজ্ঞাসা করিবেঃ তোমার ধর্ম কি? সে বলিবেঃ ইসলাম। আবার জিজ্ঞাসা করিবেঃ যে ব্যক্তিকে তোমাদের মধ্যে পাঠান হইয়াছিল তিনি কে? সে বলিবেঃ তিনি আল্লাহ্‌র রসূল। আবার জিজ্ঞাসা করিবেঃ ইহা কিরূপে জানিলে? সে বলিবেঃ আমি আল্লাহ্‌র কুরআন পড়িয়াছি এবং বিশ্বাস করিয়াছি এবং সত্য বলিয়া জানিয়াছি যে, যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে, আল্লাহ্ সুপ্রতিষ্ঠিত বাক্য দ্বারা তাহাদিগকে সুদৃঢ় করিবেন। তখন আকাশ হইতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবেঃ আমার বান্দাহ্ সত্য কথা বলিয়াছে। তাহার জন্য বেহেশ্‌তে একটি স্থান দাও এবং বেহেশ্‌তের একটি পোশাক পরিধান করাও এবং বেহেশ্‌তের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দাও। তখন উহা খোলা হইবে। অতঃপর বেহেশ্‌তের বায়ু এবং সুগন্ধ আসিতে থাকিবে এবং দৃষ্টির দূরত্ব পর্যন্ত তাহার জন্য স্থান বিস্তৃত করা হইবে। তিনি কাফিরদের সম্বন্ধে বলিলেনঃ দুইজন ফিরেশ্‌তা তাহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিবেঃ তোমার প্রভু কে? সে বলিবেঃ হায়, আমি জানি না! আবার জিজ্ঞাসা করিবেঃ তোমার ধর্ম কি? সে বলিবেঃ আমি জানি না। আবার জিজ্ঞাসা করিবেঃ তোমাদের মধ্যে যাঁহাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল, তিনি কে? সে বলিবেঃ আমি জানি না। তখন আকাশ হইতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবেঃ সে মিথ্যাবাদী। দোযখের একটি শয্যা বিছাইয়া দাও এবং দোযখের পোশাক পরাও এবং দোযখের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দাও। অতঃপর ভীষণ তাপ ও উত্তপ্ত বায়ু তাহার নিকট আসিতে থাকিবে এবং কবর তাহার জন্য সংকীর্ণ হইতে থাকিবে, এমন কি দেহের দুই পার্শ্বের হাড় পরিবর্তন হইবে। অতঃপর তাহাকে এক অন্ধ ও বধির ফিরেশ্‌তার নিকট দেওয়া হইবে। তাহার হাতে লৌহ দণ্ড থাকিবে। তদ্দ্বারা পাহাড়কে আঘাত

করিলে ধূলিতে পরিণত হয়। তাহা দ্বারা প্রহার করিতে থাকিবে, পূর্ব-পশ্চিমে যাহা কিছু আছে মানুষ ও জিন ব্যতীত সকলেই শুনিতে পাইবে। তাহাকে (আঘাত দ্বারা) বালিতে পরিণত করা হইবে এবং তাহার আত্মা আবার তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে।

বর্ণনায় : হযরত বারায়া বিন্ আজেব। —আবু দাউদ

কবর জিয়ারত

কবর পূজার জন্য অথবা কবরবাসীদের দোয়া লওয়ার উদ্দেশ্যে কবর জিয়ারত করা হারাম (অবৈধ)। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) রাত্রির শেষভাগে প্রায়ই জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে যাইতেন এবং বলিতেন : "হে মুমিনদের আবাস! তোমাদের প্রতি সালাম। তোমাদের সহিত যাহা অঙ্গিকার করা হইয়াছিল, তোমরা তাহা পাইয়াছ। আল্লাহ্র ইচ্ছায় নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের নিকট আসিব। হে আল্লাহ্! বাকীর অধিবাসীগণকে ক্ষমা কর।" প্রত্যেক সপ্তাহে পিতামাতার কবর জিয়ারত করিবে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : আমি তোমাদিগকে কবর জিয়ারত করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা জিয়ারত কর।

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কবরস্থানে আসিয়া সাহাবাগণকে এই বলিতে শিক্ষা দিতেন : হে মুমিন ও মুসলমান অধিবাসীগণ! তোমাদের প্রতি (শান্তি) সালাম। আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী তোমাদের নিকট আমরা উপস্থিত হইব। আমরা আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট সান্ত্বনা চাই।

বর্ণনায় : হযরত বোরাইদাহ্। —মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম : কবর জিয়ারত করিয়া কি পাঠ করিব? তিনি বলিলেন : বল, এই সকল আবাসের মুমিন এবং মুসলমান অধিবাসীগণের প্রতি সালাম। আমাদের পূর্বে যাহারা গত হইয়া গিয়াছে এবং পরে যাহারা আসিবে, তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ দয়া করুন এবং আল্লাহ্র ইচ্ছা হইলে নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের নিকট উপস্থিত হইব।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —মোসলেম

৪। যখন রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর রাত্রিবাসের পালা আমার সহিত পড়িত, তিনি রাত্রের শেষ ভাগে বাকীতে (কবরস্থানে) আসিতেন এবং বলিতেন, হে মুমিন লোকদের আবাস। তোমাদের প্রতি সালাম। তোমাদের সহিত যাহা ওয়াদা করা হইয়াছিল, তাহা তোমরা পাইয়াছ। আগামী কল্য পর্যন্ত তোমাদের সময় এবং আল্লাহ্র ইচ্ছায় নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের নিকট উপস্থিত হইব। হে আল্লাহ্। বাকীর অধিবাসীগণকে ক্ষমা কর।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আমি তোমাদিগকে কবর জিয়ারত করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, তাহা জিয়ারত কর, কেন-না ইহা দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য শিক্ষা দেয় এবং পরকালকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে মসউদ। —ইবনে মাযাহ্

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মদীনাতে কবরের পার্শ্ব দিয়া যাইবার কালে সেদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন: হে কবরের অধিবাসীগণ। তোমাদের প্রতি সালাম। আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন। তোমরা আমাদের পূর্বে চলিয়া গিয়াছ এবং আমরা তোমাদের অনুসরণ করিতেছি।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস। —তিরমিজী

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাঁহার আম্মার কবর জিয়ারত করিতে গিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং উপস্থিত সকলেও কাঁদিতে লাগিল। তিনি বলিলেন: তাঁহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চাহিলে প্রভু অনুমতি দিলেন না। কিন্তু কবর জিয়ারত করিতে চাহিলে অনুমতি দিলেন। সুতরাং কবর জিয়ারত কর। ইহা মৃত্যুকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

৮। যে সকল স্ত্রীলোক অত্যধিক কবর জিয়ারত করে, হযরত (দঃ) তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম, তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

কর্ম (কাজ)

কর্মই সফলতার মূল। এই পৃথিবী কর্মক্ষেত্র এবং পরকাল ফল উপভোগের স্থান। পৃথিবীতে কাজ করিয়া যাওয়াই মুমিনের কর্তব্য। এখানে অলস লোকের স্থান নাই। কর্মীর ললাটে সৌভাগ্য এবং অলস লোকের ললাটে দুর্ভাগ্য নিহিত। মানব জীবন সম্বন্ধে কুরআন বলিতেছে: "আল্লাহ্ জন্ম ও মৃত্যু এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তোমাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।" কর্মের জন্যই জন্ম এবং কর্ম ফল ভোগের জন্যই মৃত্যু। কর্ম ব্যতীত কোন ফল পাওয়া যাইবে না। কুরআন আবার বলিতেছে: "পরিশ্রম ব্যতীত মানব কিছুই অর্জন করে না।" পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সফলতার মূল। তকদীরে (ভাগ্যে) থাকিলে কর্ম বা পরিশ্রম না করিয়াও পাওয়া যায়, এই ধারণা কুরআনের স্পষ্ট আয়াতের বিরোধী। তকদীর কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ মানব শক্তির মধ্যে তদবির (চেষ্টা) করিতে হইবে। ইহাই সাধকের ধর্ম জীবনের আদর্শ। কর্মই সাধকের ইবাদত। মানবের মধ্যে কর্ম ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) সবশ্রেষ্ঠ; তিনি তাঁহার কর্মব্যস্ত জীবন দ্বারা উহা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার কর্মের জন্য দায়ী। ইসলাম ব্যক্তিগত দায়িত্ব স্বীকার করে। প্রত্যেকেই স্বীয় কর্মের জন্য পুরস্কার বা শাস্তি পাইবে। কুরআন ঘোষণা করিয়াছে: "ছোট, বড় সকলই লিপিবদ্ধ হয়।" আমি প্রত্যেক মানবের কার্যাবলী তাহার গলায় ঝুলাইয়া রাখিয়াছি। বিচারের দিন উহা বাহির করিব।" প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী। একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করিবে না।" "যাহারা প্রাতে ও সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তাহাদিগকে বিতাড়িত করিও না। উহারা তাঁহারই অনুগ্রহ প্রার্থী। তাহাদের কোনও কর্মের জন্য তোমরা দায়ী নও এবং তোমাদের কোনও কর্মের জন্য তাহারা দায়ী নহে।" কর্ম ক্ষয় হয় না, সংরক্ষিত থাকে। কোনও কিছু অর্জন করিতে হইলে কর্ম ও পরিশ্রম আবশ্যক।

করমর্দন বা মোসাফাহা

সালাম দিবার সঙ্গে সঙ্গে পরস্পর হাত মিলাইয়া করমর্দন করা সুন্নত। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন: "তোমরা পরস্পর পরস্পরের করমর্দন কর, তাহা

হইলে শঠতা দূরীভূত হইবে।" করমর্দন করিলে পাপ ক্ষমা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যুবক-যুবতীর পক্ষে পরস্পর করমর্দন করা বৈধ নহে (হারাম)।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমাদের মধ্যে যখন কেহ তাহার হস্ত কোন্ রোগীর ললাটে বা হস্তে স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করে, সে কেমন আছে, তখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ পূর্ণ হয়। করমর্দনই তোমাদের সালামের পূর্ণতা সাধন করে।

বর্ণনায়: হযরত আবু ওমামাহ্। —তিরমিজী

২। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন: পরস্পর করমর্দন করিবে, তাহা হইলে শঠতা দূর হইবে। পরস্পর পরস্পরকে উপহার দিবে, তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা জন্মিবে এবং হিংসা-বিদ্বেষ দূর হইবে।

বর্ণনায়: হযরত আতা খোরাসানী। —মালেক

৩। আমি আনাসকে জিজ্ঞাসা করিলাম: রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সাহাবাদের মধ্যে করমর্দন প্রথা ছিল কি? তিনি বলিলেন: হাঁ।

বর্ণনায়: হযরত কাতাদাহ্। —বোখারী

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: দুইজন মুসলমান পরস্পরের সহিত করমর্দন করিলে পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাহাদের পাপ ক্ষমা করা হয়। অন্য বর্ণনায়: দুইজন মুসলমানের সাক্ষাৎ হইলে যদি তাহারা করমর্দন করে, আল্লাহ্র প্রশংসাবাদ করে এবং পরস্পরের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহাদিগকে ক্ষমা করা হয়।

বর্ণনায়: হযরত বারায়া বিন্ আজেব। —আহমদ, তিরমিজী, আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্

৫। হযরত (দঃ)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল: আমাদের মধ্যে কেহ যদি তাহার ভ্রাতা বা বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করে, সে কি তাহার মাথা অবনত করিবে? তিনি বলিলেন: না। আবার প্রশ্ন করিল: সে কি তাহাকে আলিঙ্গন করিবে এবং চুম্বন দিবে? তিনি বলিলেন: না। আবার জিজ্ঞাসা করিল: সে কি তাহার হস্ত ধারণ করিয়া করমর্দন করিবে? তিনি বলিলেন: হাঁ।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —তিরমিজী

কাম প্রবৃত্তি

কাম-প্রবৃত্তির সহিত যুদ্ধ করাই বড় জেহাদ বলিয়া রসূলুল্লাহ্ (দঃ) উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং কাম-প্রবৃত্তি প্রবল হইলে তাহা আধ্যাত্মিক জগৎকে ধ্বংস করিয়া দেয় এবং মানুষকে অবনতির চরমে পেঁৗছাইয়া দেয়। তিনি আরও বলিয়াছেনঃ আমার কওমের জন্য যাহা আমি সর্বাধিক ভয় করি, তাহা কাম-প্রবৃত্তি এবং দুরাশা। তিনি ইহাও বলিয়াছেনঃ কাম-প্রবৃত্তির বশীভূত হওয়া, কৃপণতা এবং আত্মাভিমান (অহংকার) এই তিনটি ধ্বংসকর দোষ।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ দোযখকে মনোরম জিনিস দ্বারা ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে এবং বেহেশ্‌তকে বিপদ-আপদ দ্বারা ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২। হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ আমার উম্মতের জন্য যাহা অধিকতর ভয় করি, তাহা মোহ এবং দুরাশা। মোহ সত্যকে রুদ্ধ করে আর দুরাশা পরকালকে বিস্মরণ করাইয়া দেয়। এই দুনিয়া গতিশীল ও পশ্চাৎগামী এবং পরকাল গতিশীল ও অগ্রগামী। উভয়েরই সন্তান আছে। দুনিয়ার সন্তান না হইয়া থাকিতে পারিলে, তাহা কর, কেন-না তোমরা অদ্য হিসাব ব্যতীত কর্মযুগে রহিয়াছ, কিন্তু কল্য কর্ম ব্যতীত পরকালে থাকিবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের। —বাইহাকী

কিয়ামত

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ কিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে উল্টান হইবে।

২। তিনি বলিয়াছেনঃ দুইটি শিঙ্গা ফুঁকের মধ্যে চল্লিশ ব্যবধান থাকিবে। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলঃ হে আবু হোরায়রা! ৪০ দিন, (না) ৪০ বৎসর? বলিলামঃ আমি জানি না। অতঃপর আল্লাহ্ আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন। তাহাতে যেরূপ শাক-সব্‌জী হয়, তদ্রূপ হইবে। মানুষের শরীরের সকল অংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। একটি হাড় মাত্র ধ্বংস হইবে না। উহা মূল হাড়। কিয়ামতের দিন উহা হইতে সৃষ্টির পত্তন হইবে। অন্য

বর্ণনায় : মাটি সকল আদম সন্তানকে তাহার মূল হাড় ব্যতীত খাইয়া ফেলিবে। উহা হইতেই তাহার সৃষ্টি হইবে এবং তাহার গঠন হইবে।

৩। তিনি বলিয়াছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ দুনিয়াকে মুষ্টির মধ্যে এবং আকাশকে দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া বলিবেন : আমি রাজা। দুনিয়ার রাজাগণ কোথায় ?

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৪। তিনি বলিয়াছেন : যখন শিঙ্গার ফুৎকারকারী শিঙ্গা মুখে নির্দেশের জন্য কান পাতিয়া রহিয়াছে এবং কপোল নীচু করিয়াছে, তখন আমি কিরূপে আমোদ-প্রমোদ করিব ? তাহারা বলিল : আপনি আমাদিগকে কি করিতে আদেশ দেন ? তিনি বলিলেন : আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ্ই রক্ষাকারীরূপে উত্তম। তখন ইহাই বলিবে।

বর্ণনায় : হযরত আবু সঈদ খুদ্রী। —তিরমিজী

৫। আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম : যেদিন এই দুনিয়া অন্য দুনিয়াতে এবং আকাশ সমূহ রূপান্তরিত হইবে তখন মানবগণ কোথায় থাকিবে ? তিনি বলিলেন : পুলসিরাতে।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন আসমান সমূহকে ঘুরাইবেন। অতঃপর তিনি উহাদিগকে ডান হস্তে রাখিয়া বলিবেন : আমি রাজা। কোথায় নরপতিগণ ? কোথায় অহংকারীগণ ? অতঃপর বাম হস্ত দ্বারা পৃথিবী সমূহকে ঘুরাইবেন। অন্য বর্ণনায় : তিনি অন্য হস্ত দ্বারা উহাদিগকে ধরিবেন এবং বলিবেন : আমি রাজা। কোথায় অত্যাচারীগণ ? কোথায় অহংকারীগণ ?

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর। —মোসলেম

কিয়ামতের আলামত (লক্ষণ)

(১) আরববাসীগণের সহিত খ্রীষ্টানগণের একটি বড় যুদ্ধ হইবে এবং ইহা ৬।৭ বৎসর পর্যন্ত চলিতে থাকিবে এবং আরবগণ কনস্টান্টিনোপল জয় করিবে। (২) এই যুদ্ধের সময় একটি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে এবং তৃতীয় বৎসরে অনাবৃষ্টির জন্য বহুলোক মারা যাইবে। (৩) যুদ্ধ জয়ের পরে মুসলমানগণ যখন যুদ্ধ লব্ধ সম্পত্তি বণ্টনে ব্যস্ত থাকিবে তখন দজ্জালের আবির্ভাব হইবে। (৪) উহার কিছু পরে বা পূর্বে মক্কার সাফা ও মারওয়া পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান হইতে একটি প্রাণী বাহির হইবে। উহা লোকজনের সহিত কথাবার্তা বলিবে। (৫) আকাশ হইতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাব হইবে। তিনি দজ্জালকে স্বহস্তে হত্যা করিবেন। (৬) হযরত ঈসার রাজত্বকালে ট্রান্সসকসানিয়া হইতে ইয়াযুয ও মাযুয নামক দুইটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইবে। তাহারা সর্বত্র হত্যা ও লুণ্ঠন চালাইয়া যাইবে। তাহারা সাইবেরিয়া হ্রদের পানি পান করিয়া উহাকে শুষ্ক করিয়া ফেলিবে। অতঃপর জেরুজালেমের খামার উপত্যকায় আসিবে। অবশেষে হযরত ঈসা (আঃ)-এর দোয়ায় একদল পঙ্গপাল তাহাদিগকে ধ্বংস করিবে। (৭) কয়েক দিন ধরিয়া একাধারে প্রচুর বৃষ্টি হইবে এবং তরকারী, তৃণ-লতা প্রচুর জন্মিবে। (৮) সিরিয়ার দিক হইতে একটি তুফান আরম্ভ হইয়া সকল মুমিন ও মুসলমানদিগকে নিহত করিবে। কাফিরগণকে স্পর্শ করিবে না। (৯) তিনটি স্থান ধসিয়া যাইবে। একটি পূর্ব দেশে, একটি পশ্চিম দেশে এবং একটি আরবে। (১০) ইয়ামেন হইতে একটি আগুন বাহির হইয়া উত্তর দিকে বিস্তৃতি লাভ করিবে। (১১) সূর্য পশ্চিম দিক হইতে উদিত হইবে। (১২) অতঃপর হঠাৎ শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে এবং কিয়ামত হইবে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) [কিয়ামত সম্বন্ধে] বলিলেন: তোমরা উহার পূর্বে দশটি চিহ্ন না দেখা পর্যন্ত উহা ঘটিবে না। দুর্ভিক্ষ, দজ্জাল, প্রাণীর কথা বলা, পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয়, হযরত ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ, ইয়াযুয ও মাযুয, তিনটি ভূমি ধসিয়া-যাওয়া, একটি পূর্ব দেশে, একটি পশ্চিম দেশে এবং একটি আরবে এবং সর্বশেষে একটি অগ্নির আবির্ভাব যাহা ইয়ামেন হইতে শুরু হইয়া সকল লোকদিগকে এক স্থানে একত্রিত করিবে। অন্য বর্ণনায়: দশম চিহ্ন

একটি এমন ভীষণ তুফান হইবে যাহা লোকদিগকে উড়াইয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিবে।

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: দজ্জাল বাহির হইবে। তাহার সহিত আগুন ও পানি থাকিবে। লোকে যাহা পানি বলিয়া দেখিবে, তাহা হইবে আগুন, তাহা দগ্ধ করিবে। লোকে যাহা আগুন বলিয়া দেখিবে, তাহা হইবে বরফ ও সুমিষ্ট পানি। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ তাঁহাকে পায়, সে যেন তাহার দেখান আগুনে পতিত হয়, কেন-না তাহা সুমিষ্ট শীতল পানি। অন্য বর্ণনায়: দজ্জালের চক্ষুতে দোষ থাকিবে। তাহার দেহে মোটা কেশ থাকিবে। তাহার চক্ষুদ্বয়ের মধ্যবর্তী (স্থানে) লেখা থাকিবে: কাফির। অন্য বর্ণনায়: দজ্জালের বাম চক্ষু টেরা হইবে, তাহার কেশ ঝুলান থাকিবে। (কৃত্রিম) বেহেশ্‌ত্‌ও দোযখ তাহার সঙ্গে থাকিবে, কিন্তু তাহার দোযখ হইবে বেহেশ্‌ত এবং তাহার বেহেশ্‌ত হইবে দোযখ।

বর্ণনায়: হযরত হোজাযফা। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: দজ্জাল সম্বন্ধে একটি সংবাদ যাহা পূর্ববর্তী নবীগণ দিয়া যাইতে পারেন নাই, তাহা আমি তোমাদিগকে দিব। সে টেরা চক্ষু বিশিষ্ট হইবে। সে বেহেশ্‌ত ও দোযখের ন্যায় জিনিস নিয়া আসিবে। সে যাহাকে বেহেশ্‌ত বলিবে, তাহা দোযখ হইবে। নূহ্ (আঃ) যেরূপ তাহার কওমকে সতর্ক করিয়াছিলেন, আমিও তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছি।

৪। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন: ছয়টি ঘটনার পূর্বে সৎকার্য কর। দুর্ভিক্ষ, দজ্জাল, ভূমির প্রাণী, সূর্যাস্তের স্থান হইতে উহার উদয়, জনগণের ব্যাপার এবং তোমাদের কাহারও কাহারও পরীক্ষা।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

কুরআন পাঠের নিয়ম

(১) গোসল ফর্‌য হইলে গোসল করিয়া, অযু শেষে কুরআন স্পর্শ করিবে। (২) কেবলা (পশ্চিম) মুখী হইয়া বসিবে। (৩) কুরআন পাঠকালে অন্য কথা বলিবে না এবং ভক্তি সহকারে পাঠ করিবে। (৪) পরিষ্কার ভাবে এবং

আস্তে আস্তে অর্থের দিকে লক্ষ্য করিয়া পড়িবে। (৫) পুরস্কারের কথা পড়িবার সময় আনন্দের ভাব এবং শাস্তির কথা পড়িবার সময় ভয় ও ক্রন্দনের ভাব হৃদয়ে জাগাইবে। (৬) পড়িবার পূর্বে বিস্‌মিল্লাহ্ ও আউজুবিল্লাহ্ পড়িবে। (৭) স্পষ্ট স্বরে এবং উত্তমরূপে পড়িবে। (৮) কমপক্ষে সাত দিনে এবং উর্ধ্বে এক বৎসরে কুরআন শেষ করিবে। (৯) আল্লাহ্‌র সর্বশেষ বাণী বলিয়া বিশ্বাস করিবে এবং আল্লাহ্‌র সহিত কথাবার্তা হইতেছে বলিয়া মনে করিবে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: "আমি এই আয়াত ভুলিয়া গিয়াছি," কাহারও এমন কথা বলা বড়ই পরিতাপের বিষয়। কুরআন মুখস্থ কর। ইহা চতুষ্পদ প্রাণী হইতেও অধিক পলায়নকারী।

বর্ণনায়: হযরত ইব্‌নে মস্‌উদ। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে পর্যন্ত তোমাদের মন কুরআনের দিকে থাকে, ততক্ষণ কুরআন পড়। যখন তোমাদের মতভেদ হয় ইহা হইতে উঠিয়া যাও।

বর্ণনায়: হযরত জুনদব। —বোখারী, মোসলেম

৩। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন: আল্লাহ্ মনোযোগ সহকারে তাঁহার নবীর উচ্চ ও সুললিত স্বরে কুরআন পাঠ যেরূপ শোনেন অন্য কিছুই তদ্রূপ শোনেন না।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: সুললিত স্বরে যে কুরআন পড়ে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে কুরআন পড়িয়া ভুলিয়া যায়, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সহিত নাক ও কান কাটা অবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে।

বর্ণনায়: হযরত সায়াদ। —আবু দাউদ

৬। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন: যে কুরআন উচ্চ স্বরে পাঠ করে সে প্রকাশ্য দাতার ন্যায়, যে নিম্ন স্বরে পাঠ করে সে গোপন দাতার ন্যায়।

বর্ণনায়: হযরত ওকবাহ্। —আবু দাউদ

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ কুরআনের হারাম (অবৈধ) জিনিসকে যে হালাল (বৈধ) বলিয়া মনে করে, সে কুরআনের প্রতি বিশ্বাস করে না।

বর্ণনায় ঃ হযরত শোয়াযেব। —তিরমিঃ

৮। হযরত উম্মে সালামাকে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর কুরআন পাঠ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন ঃ তিনি প্রত্যেক অক্ষর স্পষ্ট করিয়া পাঠ করিতেন।

বর্ণনায় ঃ হযরত নাবেশ। —তিরমিজী

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কুরআনের শব্দ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেন। তিনি বলিতেন ঃ "আল হাম্‌দু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন" অতঃপর থামিয়া বলিতেন ঃ "আর রহ্‌মানির রহীম", এইভাবে।

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে জোরাই। —তিরমিজী

কুরআন সংগ্রহ

১। ইমামাব যুদ্ধের পর হযরত আবু বকর আমার নিকট লোক পাঠাইয়া বলিলেন ঃ উমর আমার নিকট আসিয়া বলিলেন ঃ ইমামার যুদ্ধে কুরআনের কারীগণ অধিকসংখ্যক শহীদ হইয়াছে। আমি ভয় করি যদি এইভাবে বিভিন্ন স্থানে কুরআনের কারীগণ শহীদ হয়, কুরআনের অনেক কিছুই বিলুপ্ত হইবে। আমি সঙ্গত মনে করি যে, আপনি কুরআন সংগ্রহের জন্য আদেশ দিন। আমি উমরকে বলিলাম ঃ রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যে কাজ করেন নাই উহা আমি কিরূপে করিব ? উমর বলিলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ, ইহা উত্তম। উমর আমার নিকট বরত বলিতে লাগিলেন, আমি ন্যায়-সঙ্গত মনে করিলাম। আবু বকর বলিলেন ঃ তুমি একজন জ্ঞানী যুবক। যখন তুমি হযরত (দঃ)-এর অহী লিখিতে, তোমাকে অবিশ্বাস করিতে পারি না। সুতরাং কুরআনের অন্বেষণ কর এবং সংগ্রহ কর। সে বলিল ঃ আল্লাহ্‌র শপথ, আপনি যদি আমাকে একটি পর্বত একস্থান হইতে অন্যত্র লইয়া যাইতে বলিতেন, তাহাতে আমার তত কষ্ট হইত না যেরূপ কুরআন সংগ্রহে হইবে। যাহা হযরত (দঃ)

করেন নাই তাহা কিরূপে করিবেন ? তিনি বলিলেন : আল্লাহ্‌র শপথ, আবু বকর আমাকে ইহা এত বার বলিতে লাগিলেন যে, আল্লাহ্ যেরূপ আবু বকরের এবং উমরের হৃদয় খুলিয়া দিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমার হৃদয়ও খুলিয়া গেল। অতঃপর আমি খেজুর পাতা হইতে, সাদা পাথর হইতে এবং মানুষের বুক হইতে কুরআন সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। আমি সূরা তওবার শেষাংশ আবু হোজাযফার নিকট পাইলাম। তাহাকে ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট ইহা পাই নাই। এই কুরআন খানা আবু বকরের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার নিকট ছিল। অতঃপর ইহা উমরের নিকট তাঁহার জীবদ্দশা পর্যন্ত ছিল। পরবর্তীকালে ইহা উমর দুহিতা হাফসার নিকট ছিল।

বর্ণনায় : হযরত যায়েদ বিন্ সাবেত। —বোখারী

২। যখন হযরত উস্‌মান আরমেনিয়া এবং আজারবাইজান জয়ের উদ্দেশ্যে ইরাক ও শ্যাম দেশের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তখন হোজায়ফা হযরত উসমানের নিকট আসিয়া বলিলেন : ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণের ন্যায় এই উম্মতের (জাতির) মধ্যে এখ্‌তেলাফ (মতবিরোধ) হওয়ার পূর্বেই তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলুন। উস্‌মান হাফসার নিকট এই বলিয়া পাঠাইলেন : আমাদের নিকট কুরআন খানা পাঠাইয়া দিন, যেন আমরা ইহার অনেকগুলি নকল করিতে পারি। তার পরে ইহা আপনাকে ফিরাইয়া দিব। হাফসা উহা উসমানের নিকট পাঠাইলেন। তিনি যায়েদ বিন্ সাবেত, আবদুল্লাহ্ বিন্ জোবায়ের, সাঈদ বিন্ আস্ এবং আবদুল্লাহ্ বিন্ হারেসকে আদেশ দিলেন। তাহারা ইহার অনেক নকল করিল। উসমান তিনটি কোরেশ দলকে বলিলেন : তোমাদের এবং যায়েদের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে মতবিরোধ হয় তবে কোরেশের ভাষায় তাহা লিখিবে, কেন-না তাহাদের ভাষাতে ইহা অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহারা তাহাই করিল। যখন তাহারা কয়েক খানা নকল করিল, উসমান হাফসার নিকট তাহার কপি পাঠাইয়া দিলেন এবং প্রত্যেক দেশে কুরআনের এক একখানা কপি পাঠাইলেন এবং অন্যান্য সকল কপি পোড়াইয়া ফেলিলেন।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —বোখারী

কুরআনের মধ্যে সিজদাহ্

কুরআন পাঠ কালে সিজ্‌দাহ্ দেওয়া ইমাম আবু হানিফার মতে ওয়াজেব এবং অন্যান্য ইমামদের মতে সুন্নত। নিম্নের আয়াত সমূহের মধ্যে সিজ্‌দাহ্ আছে ৭: ২০৬।। ১৩: ১৫।। ১৬: ৪৯।। ১৭: ১০৮।। ১৯: ৫৮।। ২২: ১৮, ৭৭।। ২৫: ৬০।। ২৭: ২৫।। ৩২: ১৫।। ৩৮: ২৪।। ৫৩: ৬২।। ৮৪: ২১।। ৯৬: ১৯। ইমাম শাফেয়ী ১৪টি সিজদাহ্‌র সমর্থন করেন। তিনি ৩৮: ২৪ বাদ দিয়াছেন। ইমাম আবু হানিফা ২২:৭৭ বাদ দিয়া ৩৮:২৪ আয়াত অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইমাম মালেক ১১ সিজ্‌দার সমর্থক। তিনি বাদ দিয়াছেন : ৩৮: ২৪।। ৫৩: ৬২।। ৮৪: ২১ এবং ৯৬: ১৯।

১। আমরা রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এর নিকটে থাকাকালীন তিনি কুরআন পড়িবার সময় সিজদাহ্ দিতেন এবং আমরাও তাঁহার সঙ্গে সিজদাহ্ দিতাম। আমরা সমবেত হইতাম এবং প্রত্যেকের ললাট স্থাপন করিবার স্থান খুঁজিতাম।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাকে কুরআনের ১৫টি সিজ্‌দাহ্ শিখাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে মোফাচ্ছল সূরাগুলিতে ৩টি এবং সূরা হজ্জের ২টি।

বর্ণনায় : হযরত আমর বিন্ আল্ আস্। —আবু দাউদ

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মক্কা বিজয়ের বৎসর সিজ্‌দাহ্‌র সূরাগুলি পাঠ করিতেন এবং প্রত্যেক মানুষই সিজদাহ্ দিত। উহার মধ্যে অশ্বারোহী এবং মাটির উপর সিজ্‌দাহ্‌কারীও ছিল। এমন কি অশ্বারোহী তাহার হাতের উপর সিজ্‌দাহ্ দিত।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে উমর। —আবু দাউদ

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) সূরা "নজম" পাঠ করিয়া সিজ্‌দাহ্ দিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে মুসলমান, মোশ্‌রেক, জিন এবং মানুষ সকলেই সিজ্‌দাহ্ দিয়াছিল।

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মদীনায় হিজরত করা অবধি মোফাচ্ছল সূরাগুলির সিজ্‌দাহ্ দিতেন না।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী, আবু দাউদ

কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যার নিয়ম

পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কুরআন নিজেই বলে: "তিনিই তোমাদের প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন। ইহার কতক আয়াত মীমাংসিত, ইহাই কুরআনের মূল। কতক আয়াত রূপক (উপমা)। ইহা ঐ সকল লোকদের জন্য যাহাদের অন্তরে বক্রতা আছে এবং যাহারা অশান্তি সৃষ্টি করিবার জন্য এবং স্বীয় ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য রূপক আয়াতের অনুসরণ করে, কিন্তু আল্লাহ্ ও জ্ঞানে দৃঢ় লোক ব্যতীত কেহই ইহার ব্যাখ্যা জানে না।" প্রথমতঃ, স্পষ্ট আয়াতই কুরআন ব্যাখ্যার মূল সূত্র। ইহার বিরুদ্ধ মত বর্জন করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, রূপক আয়াতের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ (ফাঁক) আছে, কিন্তু ইহার ব্যাখ্যা স্পষ্ট আয়াতের উপর নির্ভর করিয়া করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, উদাহরণ-সূচক আয়াতে রূপক আয়াতের অনুরূপ অস্পষ্ট ও বিভিন্ন মতবাদের স্থান আছে। ইহার সঠিক ব্যাখ্যার জন্য স্পষ্ট আয়াতের উপর নির্ভর করিতে হইবে। কুরআনের ব্যাখ্যা কুরআনের আয়াত দ্বারা করিতে হয়। তদাভাবে সহীহ্ (শুদ্ধ) হাদীস দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে হয়। যে হাদীস কুরআনের স্পষ্ট আয়াতের বিরোধী, সেই হাদীস মিথ্যা। উহাকে বর্জন করিতে হইবে। যাহা রূপক বা উপমা সূচক তাহার ব্যাখ্যা কুরআনের স্পষ্ট আয়াত দ্বারা এবং সহীহ্ হাদীস দ্বারা করিতে হইবে।

হাদীস বা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর ব্যাখ্যাই সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা। সেই ব্যাখ্যা যে নির্ভুল সে সম্বন্ধে কুরআন ঘোষণা করে: আমি সত্যের সহিত তোমার নিকট কুরআনকে অবতীর্ণ করিয়াছি যেন তোমাকে যাহা আল্লাহ্ দান করিয়াছেন, তাহা মানবের নিকট ব্যাখ্যা করিতে পার।

প্রকৃতি মহান আল্লাহ্র বিশাল গ্রন্থ। তাহাতে প্রত্যেক বিষয় লিখিত আছে। কুরআন ও প্রকৃতি উভয়ই আল্লাহ্র সৃষ্টি। সুতরাং প্রকৃতির সঙ্গে বা বিজ্ঞানের সঙ্গে কুরআনের শিক্ষা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কুরআন প্রকৃতির বিরুদ্ধে নহে। প্রকৃতিও কুরআনের বিরুদ্ধে নহে। সুতরাং কুরআনের শিক্ষাকে বুঝিতে হইলে প্রকৃতির ব্যাপার বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপার বুঝিতে হইবে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে নিজের মত অনুযায়ী কুরআনের ব্যাখ্যা করে, সে যেন দোযখে তাহার স্থান অনুসন্ধান করে। অন্য বর্ণনায়:

জ্ঞান ব্যতীত যে কুরআনের ব্যাখ্যা করে, সে যেন দোযখে তাহার স্থান অনুসন্ধান করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —তিরমিজী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে নিজের মত অনুযায়ী কুরআনের ব্যাখ্যা করে, তাহা ন্যায়সঙ্গত হইলেও সে ভুল করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত জুনদব। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৩। হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ কুরআন সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করা কুফরী (কৃতঘ্নতা)।

৪। যে ব্যক্তি বিদ্যা ব্যতীত কাহাকেও ফতোয়া (শরীয়তের বিধান) দেয়, শেষোক্ত ব্যক্তির গোনাহ্ ফতোয়া দাতার উপর বর্তিবে। যে তাহার ভ্রাতাকে এমন পথে চালিত করে, যাহা তাহার জ্ঞানে সরল নহে, সে তাহার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —আহমদ, আবু দাউদ

৫। একদল লোককে কুরআন সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিতে দেখিয়া রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেনঃ তোমাদের পূর্ববর্তীগণ এই কারণেই ধ্বংস হইয়াছিল। তাহারা আল্লাহ্র কিতাবের একাংশ অন্য অংশের বিরুদ্ধে স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্র কিতাব ইহার একাংশ অন্য অংশকে সমর্থন করিতেছে। আল্লাহ্র কিতাবের একাংশ দ্বারা অন্য অংশকে মিথ্যা বলিও না, তন্মধ্যে যাহা জান, তাহা বল এবং যাহা জান না, যে জানে তাহার নিকট ইহার ভার অর্পণ কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত আমর। —আহমদ, ইব্‌নে মাযাহ্

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ বিদ্যা তিন প্রকারঃ মীমাংসিত (স্পষ্ট) আয়াত; প্রতিষ্ঠিত সুন্নত এবং ন্যায়সঙ্গত বিধান। ইহা ব্যতীত অন্যান্য বিষয় অতিরিক্ত।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) 'ভুল মীমাংসা' মানিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত মাবিয়া। —আবু দাউদ

কৃতজ্ঞতা বা শোকর

দান বা অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার নির্দেশ রহিয়াছে। দানের পরিমাণ হিসাবে কৃতজ্ঞতার পরিমাণও বৃদ্ধি করিতে হয়। আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে অগণিত সম্পদ দান করিয়াছেন। দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দৃষ্টি শক্তি, স্মৃতিশক্তি, শ্রবণ শক্তি, চিন্তা করিবার শক্তি ইত্যাদি সর্বশ্রেষ্ঠ দান হিসাবে আমরা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহার নিকট হৃদয় ভরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। জিহ্বার কৃতজ্ঞতা তাহ্‌লীল, তাহ্‌মীদ ও তসবীহ্ পাঠ। ললাটের কৃতজ্ঞতা সিজ্‌দাহ্। চক্ষুর কৃতজ্ঞতা অবৈধ জিনিস হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আনা। এইরূপ দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কৃতজ্ঞতা বা শোকর করিতে হয়। আল্লাহ্ ঘোষণা করিয়াছেন: "আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং অকৃতজ্ঞ হইও না। আমার শোকরকারীদিগকে (কৃতজ্ঞদিগকে) শীঘ্রই পুরস্কার দিব।" ইত্যাদি।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: কৃতজ্ঞ ভক্ষণকারী সহিষ্ণু রোযাদারের মর্যাদা পাইবে।

২। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন: যে লোকের নিকট কৃতজ্ঞ নহে, সে আল্লাহ্‌র নিকট কৃতজ্ঞ নহে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, আহমদ, তিরমিজী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: উপকৃত ব্যক্তি যদি উপকারী ব্যক্তিকে বলে: আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন, তাহা হইলে সে পূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

বর্ণনায়: হযরত উসমান বিন্ যায়েদ। —তিরমিজী

৪। হযরত আয়েশাকে বলিলাম: রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সম্বন্ধে যাহা আশ্চর্য দেখিয়াছেন তাহা আমাকে বলুন। তিনি কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন: ইহা হইতে কোন্ বিষয় অধিক আশ্চর্যজনক। তিনি এক রাত্রে আসিয়া আমার শয্যায় শয়ন করিলেন। আমার দেহ তাঁহার দেহকে স্পর্শ করিয়াছিল। তখন তিনি বলিলেন: হে আয়েশা! আমাকে ছাড়িয়া দাও। তুমি কি আমার প্রভুর ইবাদত করিবে? আমি বলিলাম: আমি আপনার সঙ্গ ভালবাসি, কিন্তু আপনার

ইচ্ছাই পছন্দনীয়। আমার অনুমতি পাইয়া তিনি পানির মশকের নিকট যাইয়া অযু করিলেন, কিন্তু অধিক পানি ব্যয় না করিয়াই তিনি নামাযে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার অশ্রু বক্ষস্থল পর্যন্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। অতঃপর তিনি রুকু দিলেন, তৎপর তিনি সিজদায় গিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মাথা তুলিয়াও তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। এইভাবে ক্রন্দন করিবার সময় বেলাল তাঁহাকে নামাযের জন্য ডাকিলেন। আমি বলিলাম: হে আল্লাহ্‌র রসূল! আল্লাহ্ আপনার পূর্বাপর সকল দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করা সত্ত্বেও আপনি কাঁদিতেছেন কেন? তিনি বলিলেন: আমি কি তাঁহার কৃতজ্ঞ বান্দাহ্ হইব না?

বর্ণনায়: হযরত আতায়া। —মোসলেম

৫। যখন কোন সুসংবাদ রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট পৌঁছিত তিনি আল্লাহ্‌র নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে সিজ্‌দায় পড়িয়া যাইতেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু বাক্‌বাহ্। —আবু দাউদ, তিরমিজী

৬। মক্কা হইতে মদীনা যাওয়ার পথে আমরা যখন 'গাজ্‌ওয়াজা' নামক স্থানের নিকটে পৌঁছিলাম, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) অবতরণ করিয়া এক ঘণ্টা পর্যন্ত হস্ত উত্তোলন করিয়া আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি অনেকক্ষণ সিজ্‌দাতে থাকিয়া আবার উঠিয়া এক ঘণ্টা পর্যন্ত হাত তুলিয়া রাখিলেন। অতঃপর তিনি আবার সিজ্‌দায় গেলেন। তিনি বলিলেন: আমার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিলাম। তিনি আমার উম্মতের এক-তৃতীয়াংশ আমাকে দিলেন এবং আমার উম্মতের জন্য শাফায়াত করিলাম। তিনি আমার উম্মতের এক-তৃতীয়াংশ আমাকে দিলেন। তৎপর আমি আমার প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতার সিজ্‌দাহ্ করিলাম এবং মাথা তুলিয়া আবার প্রার্থনা করিলাম, তাহাতে তিনি অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ আমাকে দিলেন। অতঃপর আমার প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে আমি সিজ্‌দায় পড়িলাম।

বর্ণনায়: হযরত সায়াদ বিন্ আবি আক্কাস। —আহমদ, আবু দাউদ

কৃষিকার্য ও উদ্যান নির্মাণ
(বর্গা ব্যবস্থা)

কৃষিকার্য ও উদ্যান কার্যে সুনির্দিষ্ট চুক্তি আবশ্যক। যথাঃ—জমি কার্যের জন্য উপযোগী হওয়া, পক্ষদ্বয় বয়স্ক ও উপযুক্ত হওয়া, বন্দোবস্তের শর্ত সমূহ সুস্পষ্ট হওয়া, শস্য-বীজ সরবরাহ কে করিবে উহার উল্লেখ থাকা, উভয় পক্ষের জন্য উৎপন্ন শস্যের হার সুনির্দিষ্ট থাকা এবং জমি চাষীর দখলে থাকিবে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যদি কেহ কোনও কওমের জমি বিনা অনুমতিতে চাষ করে, সে উহার ফসল পাইবে না। কিন্তু সে যাহা খরচ করিয়াছে তাহা পাইবে।

২। মদীনাবাসী অনেকেরই চাষবাস ছিল। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ জমি লাগাইয়া বলিত, এই দাগ (এই অংশ) আমার এবং ঐ দাগ তোমার। প্রায়ই হয় ত এক দাগে ফসল হইত, অন্য দাগে ফসল হইত না। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এই প্রকার ভাগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত রাফে বিন্ খাদিজ। —বোখারী, মোসলেম, তিরমিজী, আবু দাউদ

৩। হযরত (দঃ) খয়বরের খেজুর গাছ এবং জমি সেখানকার ইহুদীদের নিকট এই শর্তে বন্দোবস্ত দিলেন যে, তাহারা জমিতে অর্থ ও পরিশ্রম খাটাইবে কিন্তু ফসলের অর্ধেক রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর থাকিবে। অন্য বর্ণনায়ঃ তাহারা পরিশ্রম খাটাইয়া চাষবাস করিবে এবং যে ফসল হইবে, তাহার অর্ধেক তাহারা পাইবে।

৪। আমরা 'মোখাবারাহ্' (কৃষি জমি বন্দোবস্তের এক প্রকার ব্যবস্থা) বন্দোবস্ত দিতাম। আমরা তাহাতে কোন দোষ দেখিতাম না। কিন্তু রাফে বিন্ খাদিজ বলিয়াছেনঃ রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহা নিষেধ করিয়াছেন। আমরা উহা ত্যাগ করিয়াছি।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর। —বোখারী, মোসলেম

৫। হযরত আবু জাফর বলিয়াছেনঃ মদীনাতে এমন কোনও মোহাজির ঘর ছিল না যাহার অধিবাসীগণ এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ ফসলের শর্তে

কোন জমি চাষ করে নাই। হযরত আলী, সায়াদ বিন্ মালেক, আবদুল্লাহ্ বিন্ মসউদ, উমর বিন্ আবদুল আযিয, কাসিম, ওরওয়াহ্, আবু বকরের পরিবারবর্গ, উমরের পরিবারবর্গ, আলীর পরিবারবর্গ এবং ইবনে সিরিনের চাষবাস ছিল। আবদুর রহমান বিন্ আসওয়াদ বলিল: আমি আবদুর রহমান বিন্ এযিদের চাষ-বাসে শরীক ছিলাম। হযরত উমর লোকদিগকে এই শর্তে কাজে নিযুক্ত করিতেন, যদি উমর বীজ সরবরাহ করিতেন, তিনি ফসলের অর্ধেক পাইতেন এবং যদি তাহারা বীজ দিত, তাহা হইলে তাহাদের এইরূপ ভাগ ছিল।

বর্ণনায়: হযরত কায়েস বিন্ মুসলিম। —বোখারী

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যাহার জমি আছে, সে যেন উহা চাষ করে বা তাহার ভ্রাতার নিকট বর্গা দেয়। যদি সে বর্গা না নেয়, সে যেন নিজে চাষ করে।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —বোখারী, মোসলেম

৭। হযরত রাফে বিন্ খাদিজ বলিয়াছেন: আমার চাচা আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, তাহারা হযরত (দঃ)-এর সময়ে ফসলের এক-চতুর্থাংশের বদলে বা জমির মালিক যাহা নির্দেশ দিত তাহাতে জমি বন্দোবস্ত দিত। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদিগকে তাহা নিষেধ করিয়াছেন। আমি রাফেকে জিজ্ঞাসা করিলাম: দীনার ও দেরহামের বদলে কি ভাগ দেওয়া যায়? তিনি বলিলেন: ইহাতে দোষ নাই। কিন্তু তাহাই যেন নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি কোন লোক হালাল ও হারাম জ্ঞান লইয়া তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখে, ইহার মধ্যে প্রতারণার স্থান আছে বিধায় সে ইহাকে হারাম করিবে।

বর্ণনায়: হযরত হানজালাহ্ বিন্ কায়েস। —বোখারী, মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) চাষাবাদের জমি বর্গা দিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং পরস্পরের পরিশ্রম ইহাতে প্রয়োগ করিতে আদেশ দিয়াছেন।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্। —মোসলেম

৯। তিনি তাউসকে বলিলেন: যদি মোখাবারাহ্ বন্দোবস্ত ত্যাগ করিতে, তবে ভাল হইত। তাহারা অনুমান করে যে, হযরত (দঃ) ইহা নিষেধ

করিয়াছেন। সে বলিল : আমরা জমি বন্দোবস্ত দিই এবং তাহাদিগকে সাহায্য করি। তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী আব্বাস আমাকে জানাইয়াছে যে, হযরত (দঃ) ইহা নিষেধ করেন নাই। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন : তোমাদের কাহারও ভ্রাতা হইতে নির্দিষ্ট খাজনা আদায় করার চাইতে তাহাকে দান করাই অধিকতর উত্তম।

বর্ণনায় : হযরত আমর। —বোখারী, মোসলেম

কেশ মুণ্ডন

হাজীদের জন্য মাথার কেশ মুণ্ডন করা ওয়াজেব (অবশ্য কর্তব্য)। উমরাতে 'সাফা ও মারওয়ার' (দুইটি পর্বত) দৌড়ানোর পরেই মাথা মুণ্ডন করিতে হয় এবং হজ্জ কালীন জামরাতে (একটি বিশেষ স্থান) প্রস্তর নিক্ষেপের পরেই ইহা করিতে হয়। স্ত্রীলোকদিগের কেশ মুণ্ডন করিতে হয় না। পিছনের কিছু কেশ খাট করিলেই যথেষ্ট।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বিদায় হজ্জে তাঁহার মাথা মুণ্ডন করিয়াছিলেন এবং সাহাবাগণের অনেকেই তাহা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ কেশ খাটো করিয়াছিলেন।

২। হযরত (দঃ) বিদায় হজ্জে বলিয়াছিলেন : হে আল্লাহ্। যাহারা কেশ মণ্ডন করে, তাহাদিগকে রহম (দয়া) কর। তাহারা বলিল : যাহারা খাটো করে? তিনি বলিলেন : হে আল্লাহ্। যাহারা কেশ মুণ্ডন করে, তাহাদিগকে রহম কর। তাহারা বলিল : হে আল্লাহ্! যাহারা খাটো করে? তিনি বলিলেন : যাহারা খাটো করে তাহাদিগকেও রহম কর।

৩। রসুলুল্লাহ্ (দঃ) কোরবানীর দিনে তাড়াতাড়ি করিলেন। অতঃপর তিনি মিনাতে ফিরিয়া যুহ্রের নামায পড়িলেন।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

৪। মাবিয়া আমাকে বলিল : আমি মারওয়ার নিকট হযরত (দঃ)-এর চুলগুলি কাঁচি দ্বারা ছোট করিয়াছিলাম।

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: মেয়েলোকদের কেশ মুণ্ডন নাই; খাটো করা আছে।

৬। কোরবানীর দিনে হযরত (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল এবং তিনি বলিয়াছেন: ইহাতে দোষ নাই। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল: আমি সন্ধ্যার পরে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছি। তিনি বলিলেন: ইহাতে দোষ নাই।

বর্ণনায়: হযরত ইব্‌নে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম, তিরমিজী

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) স্ত্রীলোকদিগকে কেশ মুণ্ডন করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —তিরমিজী

৮। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট বলিল: কেশ মুণ্ডন করার পূর্বে আমি মক্কাতে আসিয়াছি। তিনি বলিলেন: মুণ্ডন কর বা খাটো কর ইহাতে দোষ নাই। অন্য এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল: প্রস্তর নিক্ষেপ করিবার পূর্বে আমি জবেহ্ করিয়াছি। তিনি বলিলেন: নিক্ষেপ কর, ইহাতে কোন দোষ নাই।

বর্ণনায়: হযরত আলী। —তিরমিজী

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বিদায় হজ্জে অপেক্ষা করিয়াছিলেন, যেন লোকে তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। এক ব্যক্তি বলিল: আমি জানি না, কোরবানীর পূর্বেই আমি মাথা মুণ্ডন করিয়াছি। তিনি বলিলেন: কোরবানী কর, ইহাতে দোষ নাই। আর একজন আসিয়া বলিল: আমি জানি না, প্রস্তর নিক্ষেপের পূর্বেই আমি কোরবানী করিয়াছি। তিনি বলিলেন: প্রস্তর নিক্ষেপ কর, ইহাতে দোষ নাই। পূর্বে বা পরে কি হইয়াছিল, জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন: কর, ইহাতে দোষ নাই।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —বোখারী, মোসলেম

১০। হযরত (দঃ) মিনাতে আসিয়া প্রস্তর নিক্ষেপ করিলেন এবং পশু জবেহ্ করিলেন। পরে ক্ষৌরকার ডাকাইয়া কেশ মুণ্ডন করাইলেন এবং আবু তাল্‌হাকে দিয়া বলিলেন: মানুষের মধ্যে ইহা বণ্টন কর।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত হজ্জ করিতে আসিয়াছিলাম। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল: তাওয়াফ করিবার পূর্বে আমি দৌড়াইয়াছি, অথবা কোন কাজ শেষে করিয়াছি অথবা কোন কাজ প্রথমে করিয়াছি। তিনি বলিলেন: ইহাতে দোষ নাই। যে অত্যাচারী বা কোন মুসলমানের সম্মান নষ্ট করে, সে পাপ করে এবং নিজেকে ধ্বংস করে।

বর্ণনায়: হযরত ওসামাহ্ বিন্ শারীক। —তিরমিজী

কেশ বিন্যাস

রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কেশের (চুলের) যত্ন করিতে বলিয়াছেন। তিনি কেশের যত্ন লইতেন এবং মস্তকের মধ্যস্থানে সিঁথি কাটিয়া দুই দিকে বিন্যাস করিয়া রাখিতেন। কেশ দীর্ঘ করিয়া রাখিতে অথবা মুণ্ডন করিতে বলিয়াছেন। মাথার কেশকে সমান করিয়া ছাঁটিয়া রাখা বিধেয়। মাথার কেশ একাংশ মুণ্ডন করা এবং অন্য অংশে রাখা নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের মাথা মুণ্ডন নিষিদ্ধ। কেশ পরিষ্কার করিয়া রাখা, পরিপাটি করা, তৈল দ্বারা ইহাকে সতেজ রাখা ও সুশোভিত করা স্বাস্থ্যবিধি সম্মত। কেশের অতিরিক্ত পরিপাট্যতা বিলাসিতা জন্মায়।

১। আমি যখনই রসূলুল্লাহ্ (দ)-এর কেশ বিন্যাস করিতাম, তাঁহার মাথার মধ্যভাগে সিঁথি কাটিতাম এবং মাথার অগ্রভাগের কেশগুচ্ছ তাঁহার নয়নদ্বয়ের উপরিভাগে বিন্যাস করিয়া দিতাম।

২। আমি ঋতু (হায়েয) অবস্থায়ও রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর মাথার কেশ বিন্যাস করিতাম।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম, আবু দাউদ

৩। রসুলুল্লাহ্ (দঃ) যে সকল বিষয়ে অহী বা নির্দেশ পান নাই, উহাতে তিনি কিতাবীলোক (পূর্ববর্তী ধর্ম গ্রন্থের অনুসারী)-দের সহিত একমত হইতেন। কিতাবীলোকগণ তাহাদের মাথার কেশ লম্বা করিয়া রাখিত এবং মাথার কেশের মধ্যভাগে সিঁথি করিত। হযরত (দঃ) তাঁহার কেশকে লম্বা করিতেন এবং মধ্যখানে সিঁথি করিতেন।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

৪। ইবনে উমর বলেন : আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে 'কাযা' করিতে নিষেধ করিতে শুনিয়াছি। জিজ্ঞাসা করা হইল : 'কাযা' কি? তিনি বলিলেন : শিশুর মাথার কেশ কিয়দংশ মুণ্ডন করা এবং কিয়দংশ রাখা।

বর্ণনায় : হযরত না'ফে। —বোখারী, মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) একটি বালকের মাথার কিয়দংশ কেশ মুণ্ডিত এবং কিয়দংশ রক্ষিত দেখিয়া এইরূপ করিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন : সমস্ত কেশ মুণ্ডন কর অথবা রাখ।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে উমর। —মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) একদিন অন্তর একদিন ব্যতীত কেশ বিন্যাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায় : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মোগাফ্ফাল। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন : খোরাইম আসাদীর যদি দীর্ঘ কেশগুচ্ছ এবং দীর্ঘ পায়জামা না থাকিত, তাহা হইলে কি উত্তম হইত! এই সংবাদ খোরাইমের নিকট পৌঁছিলে তিনি তাহার দীর্ঘ কেশগুচ্ছ কর্ণ পর্যন্ত কাটিয়া ফেলিলেন এবং দীর্ঘ পায়জামা পদদ্বয়ের নিম্ন ভাগের মধ্যস্থল পর্যন্ত উঠাইলেন।

বর্ণনায় : ইবনে হানজালাহ্। —আবু দাউদ

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যাহার কেশ আছে, সে যেন ইহার সম্মান (যত্ন) করে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

৯। হযরত ফোজায়লাহ্ বিন্ ওবায়েদকে জিজ্ঞাসা করিল : আমি কেন তোমাকে আলুলায়িত কেশে দেখিতেছি? তিনি বলিলেন : রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কেশের অত্যধিক পারিপাট্যতা নিষেধ করিয়াছেন। পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমাকে জুতা পরিতে দেখিতেছি না কেন? বলিলেন : রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মাঝে-মধ্যে খালি পায়ে হাঁটিতে বলিয়াছেন।

বর্ণনায় : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ বোরাইদা। —আবু দাউদ

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: আমার দীর্ঘ কেশ আছে, আমি কি ইহা বিন্যাস করিব? তিনি বলিলেন: হাঁ, ইহাকে সম্মান কর। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর এই কথার জন্য তিনি দিনে দুই বার কেশে তৈল ব্যবহার করিতেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু কাতাদাহ্। —মালেক

১১। আমরা আনাস বিন্ মালেকের নিকট গেলে, ভগ্নি মুগীরাহ্ বলিল: আজ তুমি একজন গোলাম। তোমার দুইটি কেশ গুচ্ছ আছে, তজ্জন্য আনাস তোমার মাথা স্পর্শ করিয়া মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়াছে এবং বলিয়াছে: এই দুইটিকে মুণ্ডন কর অথবা খাট কর, কেন-না ইহা ইহুদীদের গুচ্ছ।

বর্ণনায়: হযরত হাজ্জায। —আবু দাউদ

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মসজিদে অবস্থান করিতেছিলেন। একটি লোক আলুলায়িত কেশ ও দাড়ি নিয়া মস্‌জিদে প্রবেশ করিল। হযরত হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন: যেন তাহার মাথা ও দাড়ির কেশ বিন্যাস করে। সে তাহাই করিয়া আসিলে, তিনি বলিলেন: শয়তানের ন্যায় তোমাদের কেহ আলুলায়িত কেশে আসার চাইতে ইহা কি উত্তম নয়?

বর্ণনায়: হযরত আতা বিন্ ঈসার। —মালেক

কেশ রঞ্জন

কৃষ্ণবর্ণের (কালো) খেজাব ব্যতীত অন্যান্য খেজাবের সাহায্যে পক্ক কেশের বর্ণ পরিবর্তন করা বৈধ। তবে যোদ্ধাগণ কৃষ্ণবর্ণের খেজাব ব্যবহার করিতে পারে। পক্ক কেশে ব্যবহারের জন্য মেহ্‌দি উত্তম।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: মেহ্‌দি এবং কাতামের সাহায্যে পক্ক কেশের রং পরিবর্তন করা সর্বাপেক্ষা উত্তম।

বর্ণনায়: হযরত আবুজর। —তিরমিজী, আবু দাউদ, নেসায়ী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) জাফরান (রক্তবর্ণ) রং ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

৩। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন: ইহুদী ও খৃষ্টানগণ খেজাব দেয় না, তাহাদের বিপরীত কর।

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : পক্ক কেশের রঙ পরিবর্তন কর এবং ইহুদীদের অনুকরণ করিও না।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম, তিরমিজী, নেসায়ী

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) চামড়ার তৈরী জুতা ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহার দাড়ি জাফরান ও ওয়ারস্ নামক দ্রব্যের দ্বারা পীতবর্ণ (হলুদবর্ণ) করিতেন।

৬। হযরত ইব্‌নে উমর স্বীয় দাড়ি পীতবর্ণে রঞ্জিত করিতেন। প্রশ্ন করা হইল : আপনি পীতবর্ণে দাড়ি রঞ্জিত করেন কেন? তিনি বলিলেন: আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে ইহা ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। এই বর্ণই তাঁহার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। ইহা দ্বারা তাঁহার সমস্ত বস্ত্র এবং পাগড়ি পর্যন্ত রঞ্জিত করিতেন।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে উমর। —আবু দাউদ, নেসায়ী

৭। এক ব্যক্তি মেহ্‌দির খেজাব ব্যবহার করিয়া রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকটে গেলে তিনি বলিলেন: ইহা কি সুন্দর! অপর একজন মেহ্‌দি ও কাতামের খেজাব ব্যবহার করিয়া গেলে তিনি বলিলেন: উহা হইতে অধিকতর উত্তম। অন্য এক ব্যক্তি পীতবর্ণের খেজাব ব্যবহার করিয়া তাহার নিকটে গেলে তিনি বলিলেন: ইহা সর্বাপেক্ষা উত্তম।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস। —আবু দাউদ

৮। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন : শেষ যমানায় এমন এক সম্প্রদায় উত্থিত হইবে যাহারা কালো খেজাব দ্বারা (স্বীয় কেশ) কবুতরের ঠোঁটের ন্যায় কালো করিবে, তাহারা বেহেশ্‌তের সুঘ্রাণ পাইবে না।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস। —আবু দাউদ, নেসায়ী

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : পক্ক কেশ উৎপাটিত করিও না। ইহা মুসলমানের (জ্যোতি) নূর। যে ইসলামে (থাকিয়া) বৃদ্ধ হয়, আল্লাহ্ তাঁহার

জন্য একটি পুণ্য লেখেন এবং একটি পাপ মুছিয়া ফেলেন এবং পদ-মর্যাদা বাড়াইয়া দেন।

বর্ণনায় : হযরত আমর। —আবু দাউদ

১০। আমি এবং রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এক পাত্রের পানি দ্বারা স্নান করিতাম। কানের নিম্নে এবং কাঁধের উপরে তাঁহার কেশ ছিল।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —তিরমিজী

১১। ওতবার কন্যা হেন্দা বলিল : আমার নিকট হইতে আনুগত্য গ্রহণ করুন। হযরত (দঃ) বলিলেন : যে পর্যন্ত তুমি হিংস্র জন্তুর থাবা সদৃশ তোমার হস্তদ্বয় (নখ)-কে পরিবর্তন না কর, সে পর্যন্ত তোমার আনুগত্য গ্রহণ করিব না।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —আবু দাউদ

১২। পর্দার অন্তরালে থাকিয়া একজন স্ত্রীলোক ইঙ্গিত করিয়াছিল। তাহার হাতে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট লিখিত একখানা পত্র ছিল। রসূলুল্লাহ্ তাহার হাত সম্পর্কে বলিলেন : আমি জানি না, ইহা পুরুষের হাত না স্ত্রীলোকের হাত। বলা হইল : স্ত্রীলোকের হাত। তিনি বলিলেন : তুমি যদি স্ত্রীলোক হইতে মেহ্দি দ্বারা নখের রঙ করিতে।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —আবু দাউদ, নেসায়ী

১৩। একটি স্ত্রীলোক হযরত আয়েশাকে মেহ্দির খেজাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন : ইহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু আমি ইহা অপছন্দ করি। আমার স্বামী ইহার ঘ্রাণকে অপছন্দ করিতেন।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —তিরমিজী, আবু দাউদ, নেসায়ী

১৪। হযরত আনাসকে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর খেজাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন : আমি ইচ্ছা করিলে হযরত (দঃ)-এর মাথায় যতগুলি পক্ক কেশ ছিল তাহাও গণনা করিতে পারিতাম। তিনি মাথায় খেজাব দেন নাই।

বর্ণনায় : হযরত সাদেক। —বোখারী, মোসলেম

১৫। আমি উম্মে সালমার নিকটে গেলে তিনি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর খেজাব দেওয়া একগাছি কেশ বাহির করিয়া আনিলেন।

বর্ণনায় : হযরত উসমান। —বোখারী

কোরবানীর পশু

একটি ছাগ বা একটি মেষ একজনের জন্য কোরবানী করিতে হয়। একটি গরু বা উট সাত জনের জন্য। কোরবানীর সময় : ১০ই হইতে ১২ই যিলহজ্জ পর্যন্ত। মাংসের কিছু অংশ দরিদ্রের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হয়। চামড়া দান করিতে হয়।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কোরবানীর দিনে আয়েশার জন্য একটি গরু জবেহ্ (কোরবানী) দিলেন।

বর্ণনায় হযরত জাবের। —মোসলেম

২। হযরত (দঃ) হজ্জের মধ্যে স্ত্রীগণের জন্য একটি গাভী কোরবানী দিয়াছিলেন।

বর্ণনায় : হযরত জাবের। —মোসলেম

৩। আমরা হুদায়বিয়ার বৎসর একটি উট সাত জনের জন্য এবং একটি গরু সাত জনের জন্য কোরবানী দিয়াছিলাম।

বর্ণনায় : হযরত জাবের। —মোসলেম

৪। তিন দিনের অধিক আমরা কোরবানীর মাংস খাইতে অভ্যস্ত ছিলাম না। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহা আমাদের জন্য বৈধ করিলেন এবং বলিলেন : খাও এবং সঞ্চয় কর। আমরা খাইলাম এবং সঞ্চয় করিলাম।

বর্ণনায় : হযরত জাবের। —বোখারী, মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কোরবানী করার জন্য একটি ছাগ কাবার দিকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি উহার গলায় হার দিয়াছিলেন।

৬। আমি নিজ হস্ত দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর কোরবানীর উটটিকে চিহ্ন দিয়াছিলাম, অতঃপর তিনি উহার গলায় হার পরাইলেন এবং কোরবানীর জন্য কাবাতে পাঠাইলেন। যাহা তাঁহার জন্য হালাল ছিল, তাহার কিছুই তাঁহার জন্য হারাম হয় নাই।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৭। আমার নিকট রক্ষিত পশম দিয়া কোরবানীর উট চিহ্নিত করিয়াছিলাম, অতঃপর আমার পিতার সঙ্গে পাঠাইয়াছিলাম।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) জুল-হালিফাতে যুহরের নামায পড়িলেন। তাঁহার উটনী আনা হইলে উহার কোমরে দক্ষিণ পার্শ্বে চিহ্ন দিলেন এবং কিছু রক্তপাত করিলেন এবং দুইটি জুতা দ্বারা একটি হার বানাইয়া উহার গলায় দিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার প্রাণীর উপর আরোহণ করিলেন। যখন ইহা তাহাকে বাইদাসা (নামক স্থান) পর্যন্ত পৌঁছাইল, তিনি হজ্জের জন্য এহ্রাম করিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইব্নে আব্বাস। —মোসলেম

৯। হযরত (দঃ) একজন লোক দিয়া ১৬টি উট কোরবানীর জন্য পাঠাইয়াছিলেন এবং উহাদের তত্ত্বাবধানের জন্য তাহার উপরে ভার দিয়াছিলেন। সে বলিলঃ ইহার মধ্যে যে উটটি আমার উপর কষ্টকর বোধ হয় উহাকে কি করিব? তিনি বলিলেনঃ উহাকে জবেহ্ করিবে এবং রক্ত দ্বারা উহার পদদ্বয়কে রঞ্জিত করিবে এবং ইহার পার্শ্বে রাখিবে, কিন্তু তুমি বা তোমার সঙ্গী ইহার মাংস ভক্ষণ করিবে না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আব্বাস। —মোসলেম

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ তোমাদের মধ্যে যে কোরবানী করে, সে যেন কোরবানীর অবশিষ্ট মাংস লইয়া তৃতীয় দিনের পরবর্তী ফজরে (ভোরে) না উঠে। পরবর্তী বৎসর তাহারা জিজ্ঞাসা করিলঃ গত বৎসর আমরা যেরূপ করিয়াছি এখনও কি তাহাই করিব? তিনি বলিলেন. খাও, খাওয়াও এবং

সঞ্চয় কর, এ-বৎসর লোকের জন্য দুর্ভিক্ষের বৎসর। আমি চাই যে, তোমরা তাহাদিগকে সাহায্য কর।

বর্ণনায় : হযরত হালামা বিন্ আক্ওয়া। —বোখারী, মোসলেম

১১। তিনি এমন ব্যক্তির নিকটে বসিলেন, যে তাহার উটকে কোরবানীর জন্য অপেক্ষা করাইতেছিল। তিনি বলিলেন : মোহাম্মদের সুন্নতের অনুকরণের জন্য ইহা দূরবর্তী স্থানে অপেক্ষা করাও।

বর্ণনায় : হযরত ইব্নে উমর। —বোখারী, মোসলেম

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম : কোরবানীর পশু মারা যাইবার আশঙ্কা দেখা দিলে কি করিব? তিনি বলিলেন : উহাকে জবেহ্ কর এবং উহার রক্ত দ্বারা চিহ্নকে রঞ্জিত কর এবং লোকের নিকট রাখিয়া দাও, যেন দরিদ্র লোকে মাংস ভক্ষণ করিতে পারে।

বর্ণনায় : হযরত নাজেয়া আল্ খোজায়ী। —তিরমিজী, আবু দাউদ

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাঁহার কোরবানীর উটগুলির তত্ত্বাবধান করিতে এবং উহাদের মাংস, চামড়া এবং খুরগুলিকে দান করিতে আদেশ দিলেন এবং জবেহ্কারীকে কিছুই দিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন : তাহাকে আমাদের নিকট হইতে দিব।

বর্ণনায় : হযরত আলী। —বোখারী

১৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) একটি লোককে কোরবানীর উট্নী তাড়াইয়া নিতে দেখিয়া বলিলেন : উহার উপর আরোহণ কর। সে বলিল : ইহা কোরবানীর উট। তিনি বলিলেন : আরোহণ কর। দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার বলিলেন : তোমার জন্য (দুঃখ) আফ্সোস।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

১৫। আমি জাবের বিন্ আবদুল্লাহ্‌কে কোরবানীর উটের উপর আরোহণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে শুনিলাম। তিনি বলিলেন: তোমার আবশ্যক থাকিলে উহার উপর দয়াপরবশে আরোহণ কর, যে পর্যন্ত আরোহণ করিবার অন্য প্রাণী না পাও।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে জোবায়ের। —তিরমিজী

ক্রোধ

মানব প্রকৃতির ভিতর জন্ম হইতেই ক্রোধ বিদ্যমান। ইহাকে সমূলে উৎপাটন করা যায় না। হস্ত, দন্ত, নখর ইত্যাদি যেমন মানবের রক্ষার অস্ত্র, ক্রোধও তদ্রূপ একটি অস্ত্র। ইহা যথাস্থানে প্রয়োগ করিলে পুণ্য হয়। অসদ্ব্যবহারে পাপ হয়। ইহার অন্যায় প্রয়োগ একটি ঘৃণ্য অপরাধ। অত্যধিক ক্রোধ মানুষকে উদ্ধত এবং অহঙ্কারী করিয়া তোলে। যাহার আদৌ ক্রোধ নাই, তাহাকে ভীরু বলে। অত্যধিক ক্রোধ ও ক্রোধহীনতার মধ্যবর্তী পন্থার নাম বিনয় বা নম্রতা। ইহাই চরিত্রের ভূষণ এবং সর্বোত্তম পন্থা।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: ক্রোধ প্রকাশ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে তাহা হজম বা দমন করে, বিচারের দিন আল্লাহ্ সমস্ত সৃষ্ট জীবকে ডাকিয়া সকলের সামনে তাহাকে যে-কোন হূর (স্বর্গের পরী) পছন্দ করিয়া লইতে বলিবেন।

বর্ণনায়: হযরত সহল। —আবু দাউদ, তিরমিজী

২। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বলিল: আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বলিলেন: ক্রোধ করিও না। তিনি বারবার ইহা বলিতে লাগিলেন: ক্রোধ (রাগ) করিও না।

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: কুস্তিতে শক্তি নিহিত নহে। ক্রোধের সময় আত্মসংযমেই শক্তি নিহিত।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৪। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন ঃ ক্রোধ শয়তান হইতে উৎপন্ন এবং শয়তান অগ্নি দ্বারা তৈয়ারী। অগ্নি পানির সাহায্যে নির্বাপিত করা যায়। যখন তোমাদের কাহারও ক্রোধ উপস্থিত হয়, সে যেন তখন অযু করে।

বর্ণনায় ঃ হযরত আতিয়্যাহ্ বিন্ অরওয়াহ্। —আবু দাউদ

৫। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যখন তোমাদের কাহারও ক্রোধ হয়, দাঁড়ান থাকিলে সে যেন বসিয়া পড়ে। যদি ক্রোধের উপশম হয় উত্তম। তাহা না হইলে সে যেন শুইয়া পড়ে।

বর্ণনায় ঃ হযরত আবুজর। —আহমদ, তিরমিজী

৬। 'সৎ দ্বারা অসৎ দূর কর,' এই আয়াত সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ ক্রোধে ধৈর্য এবং অসদ্ব্যবহারের সময় ক্ষমা কর। যখন তাহারা ইহা অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন এবং তাহাদের শত্রুগণকে হেয় করিবেন, যেন তাহারা পরম সুহৃদ হয়।

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী

কৌতুক

নির্দোষ কৌতুক অবৈধ নহে। সময় সময় রসূলুল্লাহ্ (দঃ) সাহাবাদের সহিত হাস্য-কৌতুক করিয়াছেন। ঘৃণাভরে হাস্য-বিদ্রূপ অবৈধ। আল্লাহ্ বলেন ঃ তোমাদের কোন কওম যেন অন্য কওমের প্রতি হাস্য-বিদ্রূপ না করে, তাহারা তোমাদের চাইতে উত্তম হইতে পারে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদের সহিত এতদূর মেলামেশা করিতেন যে, তিনি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিলেন ঃ হে আবু ওমায়ের! তোমার 'নোগায়ের' (একটি পাখীর নাম) কি করিয়াছ? তাহার নোগায়ের নামক একটি পাখী ছিল। সে উহার সহিত খেলা করিত কিন্তু পরে ইহার মৃত্যু হইয়াছিল।

বর্ণনায় ঃ হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

২। এক ব্যক্তি হযরত (দঃ)-কে একটি যানবাহনের জন্য অনুরোধ করিল। তিনি বলিলেন ঃ আমি একটি উটের বাচ্চার উপর তোমাকে

আরোহণ করাইব। সে বলিল : আমি উটের বাচচা দিয়া কি করিব? তিনি বলিলেন : উটের বাচচা কি উট হইতে জন্ম হয় না?

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) "হে দুই কর্ণ বিশিষ্ট লোক!" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস। —আবু দাউদ, তিরমিজী

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল : আপনি আমাদের সহিত কৌতুক করিতেছেন! তিনি বলিলেন : আমি সত্য ব্যতীত অন্য কিছু বলি না।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : তোমাদের ভ্রাতার সহিত বিবাদ করিও না, তাহার সঙ্গে ঠাট্টা করিও না এবং তাহার সহিত এমন প্রতিজ্ঞা করিও না যাহা তুমি ভঙ্গ করিবে।

বর্ণনায় : হযরত ইব্‌নে আব্বাস। —তিরমিজী

৬। আমি তাবুকের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি চর্ম নির্মিত তাবুর ভিতরে ছিলেন। আমি তাঁহাকে সালাম দিলে তিনি জবাব দিয়া বলিলেন : প্রবেশ কর। আমি বলিলাম : আমার সমস্ত? তিনি বলিলেন : তোমার সমস্ত। অতঃপর আমি প্রবেশ করিলাম।

বর্ণনায় : হযরত অউফ বিন মালিক। —আবু দাউদ

খাত্‌না করা

পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ হইতে কিঞ্চিৎ ত্বক-ছেদনকেই খাত্‌না বা মুসলমানী করা বলে। ইহা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই করা কর্তব্য। এই প্রথা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সময় হইতে আরম্ভ হইয়া অদ্যাপি প্রচলিত আছে। আধুনিক চিকিৎসকগণও এই ত্বক-ছেদনের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া ইহার সপক্ষে সুদৃঢ় মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেন-না, ইহার অন্যথায় গুরুতর ব্যাধির আশঙ্কা রহিয়াছে। পুরুষের জন্য ইহা নবীর নীতি (সুন্নত)।

১। আল্লাহ্‌র বন্ধু ইব্রাহীম (আঃ) সর্বপ্রথম অতিথি সৎকার করিয়াছিলেন; তিনি সর্বপ্রথম খাত্‌না করিয়াছিলেন; তিনি সর্বপ্রথম গোঁফ খাটো করিয়াছিলেন; তিনি সর্বপ্রথম পক্ক কেশ দেখিয়া বলিয়াছিলেনঃ হে প্রভু! ইহা কি? মহান প্রভু বলিলেনঃ ইব্রাহীম! ইহা গাম্ভীর্য। তিনি বলিলেনঃ হে প্রভু! আমার জন্য গাম্ভীর্য বৃদ্ধি কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইয়াহ্‌ইয়া। —মালেক

২। একটি স্ত্রীলোকের মদীনায় খাত্‌না হইয়াছিল। হযরত (দঃ) তাহাকে বলিলেনঃ নিজের প্রতি কষ্ট দিও না, কেন-না ইহা স্ত্রীলোকের পক্ষে বেদনা-দায়ক, কিন্তু পুরুষের পক্ষে সন্তুষ্টিকারক।

বর্ণনায়ঃ হযরত আতিয়া আনসারী। —আবু দাউদ

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ খাত্‌না করা পুরুষের জন্য সুন্নত এবং স্ত্রীলোকের জন্য নফল (অতিরিক্ত)।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু মালিহ্। —আহমদ

খাদ্য

জীবন ধারণ ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য হালাল (বৈধ) এবং হারাম (অবৈধ) দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। হালাল খাদ্য গ্রহণে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় এবং স্বাস্থ্যহানি হয় না। হারাম খাদ্য গ্রহণে স্বাস্থ্যহানি হয় এবং পরিত্যাগ করিলে স্বাস্থ্যহানি হয় না। খাদ্য দেহের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। শরীর ভাল থাকিলে মন ও মেজাজ ভাল থাকে। ফলে, নৈতিক চরিত্র উন্নত হয়, আত্মা শক্তিশালী হয়। কোন্ খাদ্য গ্রহণ করিলে স্বাস্থ্য ঠিক থাকিবে তাহা শরীরের স্রষ্টা ব্যতীত অন্য কেহ উত্তমরূপে জ্ঞাত নহে। সেই জন্যই তিনি খাদ্যকে হালাল ও হারাম এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সুতরাং খাদ্যদ্রব্য বিবেচনা করিয়া মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহ করা কর্তব্য।

১। হযরত (দঃ) উত্তম বাসনে বা পাত্রে ভক্ষণ করিতেন না। তাঁহার জন্য উত্তম রুটি রান্না করা হইত না। প্রশ্ন হইলঃ কোন্ পাত্রে তিনি খাইতেন? বলা হইলঃ বড় খাওয়ার পাত্রে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —বোখারী

২। আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে কখনও উত্তম রুটি ভক্ষণ করিতে দেখি নাই। যে পর্যন্ত আল্লাহ্র রসূল আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াছেন সে পর্যন্ত তাঁহাকে উত্তম রুটি ভক্ষণ করিতে দেখি নাই। কখনও ভুনা ছাগ-মাংস ভক্ষণ করেন নাই।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —বোখারী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত এক ভোজে গিয়াছিলাম। আটার রুটি এবং মাংসের সহিত লাউ রান্না করিয়া খাইতে দেওয়া হইল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে পাত্রের চতুর্দিক হইতে লাউ খুঁজিতে দেখিলাম। ইহার পর হইতে আমি লাউ পছন্দ করিতাম।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

৪। খাদ্যের অবশিষ্ট অংশ রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে সন্তোষ দান করিত।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —তিরমিজী

৫। তিনি বলিয়াছেন : তোমাদের চাটনির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট লবণ।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —ইব্নে মাযাহ্

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : 'তালবিনাহ্' (ময়দা, দুগ্ধ ও চিনি দ্বারা রান্না করা রোগীর পথ্য বিশেষ) খাদ্যের চাহিদা আংশিক পূর্ণ করিয়া রোগীকে কিছু সান্ত্বনা দান করে।

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) হালুয়া ও মধু অধিক পছন্দ করিতেন।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —বোখারী

৮। তিনি বলিয়াছেন : যে পরিবারের নিকট শুষ্ক খেজুর থাকে, তাহাদের নিজেদের ক্ষুধার্ত বোধ করা উচিত নহে। অন্য বর্ণনায় : হে আয়েশা! যে গৃহে শুষ্ক খেজুর নাই তাহারা ক্ষুধার্ত। তিনি দুই-তিন বার ইহা বলিলেন।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —মোসলেম

৯। তিনি বলিয়াছেন : নিশ্চয়ই 'আলিয়ার' (স্থানের নাম) খেজুরে ঔষধ আছে। উহা প্রাতঃকালের নাস্তা।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —মোসলেম

১০। আমাদের এমন সময়ও আসিত যে, মাসাধিক কাল উনানে আগুন জ্বলিত না। সামান্য মাংস ব্যতীত শুধু খেজুর ও পানি ছিল।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

১১। মোহাম্মদ (দঃ) এর পরিবারবর্গ একাদিক্রমে দুই দিন ধরিয়া পেট ভরিয়া উত্তম আটার রুটি খাইতে পারেন নাই। তন্মধ্যে একদিন খেজুর খাইতেন।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর মৃত্যু পর্যন্ত আমরা ইচ্ছা মত খেজুর ও পানি গ্রহণ করিতে পারি নাই।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) টাটকা খেজুর সহ তরমুজ খাইতেন।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

১৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর পরিবারবর্গের অধিক জ্বর হইলে "হাছা" (এক প্রকার পথ্য) প্রস্তুত করিতে আদেশ দিতেন। অতঃপর উহা গ্রহণ করিতেন এবং বলিতেন: যেরূপ পানি দ্বারা তোমাদের মধ্যে কেহ মুখ হইতে ময়লা দূর করে, তেমনি ইহা নিশ্চয়ই দুঃখিতের অন্তরে শান্তি দান করে এবং পীড়িতের অন্তর হইতে দুঃখ দূর করে।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —তিরমিজী

১৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কখনও কোন খাদ্যের নিন্দা করিতেন না। যাহা ভাল লাগিত তাহা তিনি খাইতেন; যাহা ভাল লাগিত না তাহা খাইতেন না।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

১৬। এক ব্যক্তি অত্যধিক খাদ্য ভক্ষণ করিত। সে ইসলাম গ্রহণের পর কম খাইতে লাগিল। এই সংবাদ রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি বলিলেন: মুমিন এক আঁত ভরিয়া খায়, আর কাফির সাত আঁত ভরিয়া খায়।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

১৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: দুইজনের খাদ্য তিনজনের জন্য এবং তিনজনের খাদ্য চারিজনের জন্য যথেষ্ট।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

১৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাঁহার স্ত্রীদের নিকট চাট্নি চাহিলেন। তাঁহারা বলিলেন: আমাদের নিকট সিরকা ব্যতীত অন্য কিছু নাই। তিনি উহাই আনিতে বলিলেন এবং তদ্দ্বারা খাইতে খাইতে বলিলেন: সিরকার চাট্নি কি উত্তম!

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —মোসলেম

১৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত আমরা মার্‌রা-জাহ্‌রান (নামক স্থানে) "এরাক" বৃক্ষের ফল পাড়িতেছিলাম। তিনি বলিলেন: কালোগুলি লইও, কেন-না উহাই উত্তম। জিজ্ঞাসা করা হইল: আপনি কি মেষ চরাইতেন? তিনি বলিলেন: হাঁ। এমন কোন নবী ছিলেন কি যিনি মেষ চরাইতেন না?

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —বোখারী, মোসলেম

২০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে পিয়াজ বা রসুন খায়, সে যেন আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকে (অথবা তিনি বলিয়াছেন: সে যেন আমাদের মসজিদে না আসে, অথবা সে যেন বাড়ীতে বসিয়া থাকে)। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট কিছু মাংস আনা হইলে উহার ঘ্রাণ পাইয়া তিনি বলিলেন: ইহা তোমার কোন বন্ধুর নিকট লইয়া যাও এবং খাও, কেন-না আমি এমন জনের সহিত আলাপ করি যাহার সহিত তোমরা আলাপ কর না।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —বোখারী, মোসলেম

২১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কোন লোককে তাহার সঙ্গীর আদেশ ব্যতীত দুইটি খেজুর একত্রে খাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়: হযরত ইব্‌নে উমর। —বোখারী, মোসলেম

২২। তাবুকের যুদ্ধের ময়দানে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট পনীর আনা হইলে তিনি ছুরি আনিতে বলিলেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র নাম লইয়া তাহা কাটিলেন।

বর্ণনায়: হযরত ইব্‌নে উমর। —আবু দাউদ

২৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: উত্তম খেজুর বেহেশ্ত হইতে আগত এবং ইহাতে বিশেষ ঔষধ আছে। শামুক মান্না জাতীয় এবং ইহার পানি চক্ষু রোগের মহৌষধ।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোবায়রা। —তিরমিজী

২৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) রান্না করা ব্যতীত পিয়াজ খাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়: হযরত আলী। —তিরমিজী, আবু দাউদ

২৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে ঘি, পনীর এবং বাদাম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তিনি বলিলেন: হালাল ঐ সকল জিনিস যাহা কুরআনে আল্লাহ্ হালাল (বৈধ) করিয়াছেন। হারাম ঐ সকল জিনিস যাহা আল্লাহ্ কুরআনে হারাম (অবৈধ) করিয়াছেন। যে সকল বিষয়ে তিনি নীরব রহিয়াছেন তাহা তিনি ক্ষমা করিয়াছেন।

বর্ণনায়: হযরত সালমান। —তিরমিজী

২৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমাদের খাদ্য পরিমাপ কর যেন তাহাতে বরকত হয়।

বর্ণনায়: হযরত মেকদাম। —বোখারী, মোসলেম

২৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট কোন খাদ্য আসিলে তিনি উহা হইতে কিছু ভক্ষণ করিতেন অবশিষ্ট যাহা থাকিত আমার নিকট পাঠাইতেন। একদিন তিনি কিছুই গ্রহণ না করিয়া খাদ্য-পাত্র পাঠাইয়া দিলেন, কেন-না উহাতে পিয়াজ ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: ইহা কি হারাম? তিনি বলিলেন: না; কিন্তু ইহার গন্ধের জন্য আমি পছন্দ করি না।

বর্ণনায়: হযরত আবু আইয়ুব। —মোসলেম

খাদ্য-দান

কুরআন ও হাদীসে খাদ্য-দান করার জন্য বিভিন্ন প্রকার নির্দেশ ও উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। অবশ্যকরণীয় কর্তব্য পালন না করিতে পারিলে, যথা—

রোযার বিনিময়ে দরিদ্রকে খাদ্য-দানের বিধান রহিয়াছে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে খাদ্য-দান ও বস্ত্রদান করিতে হয়। ইসলামে এই সম্বন্ধে অসংখ্য নির্দেশ আছে। কুরআন বলে: তোমাকে কে বুঝাইবে যে, কষ্টকর কাজ কি? ইহা অভুক্তকে ক্ষুধার দিনে খাদ্য-দান। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন: বিচারের দিন আল্লাহ্ বলিবেন: 'আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম। তুমি আমাকে খাদ্য-দান কর নাই। আমার অমুক বান্দাহ্ (দাস) খাদ্যের জন্য তোমার নিকট আসিয়াছিল। যদি তাহাকে খাদ্য দিতে তাহা আমাকেই খাওয়ান হইত।' যাহারা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেয়, তৃষ্ণার্তকে পানি দেয় এবং বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেয় আল্লাহ্ তাহাদের জন্য প্রভূত পুরস্কার রাখিয়াছেন।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: লোকে বলে, আমার মাল, আমার মাল। তাহার মালের মধ্যে প্রকৃত মাল তিনটি: যাহা সে ভক্ষণ করিয়াছে এবং নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। যাহা সে পরিধান করিয়াছে এবং জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। যাহা সে দান করিয়াছে এবং সঞ্চয় করিয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য সকলই ধ্বংস হইবে এবং সে তাহা লোকের জন্য ত্যাগ করিয়া যাইবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে মুসলমান অন্য মুসলমানকে একখানি বস্ত্র পরিধানের জন্য দান করে, যে পর্যন্ত উহার একটি টুকরাও তাহার শরীরে থাকে, সেই পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র হেফাজতে (দায়িত্বে) থাকে।

বর্ণনায়: হযরত ইব্‌নে আব্বাস। —তিরমিজী

খাদ্যের পাত্র সম্বন্ধে নির্দেশ

রসূলুল্লাহ্ (দঃ) খাদ্যদ্রব্য ও পাত্র সম্বন্ধে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বহু উপদেশ দিয়াছেন। তিনি খাদ্যদ্রব্য ও পানির পাত্রগুলি ঢাকিয়া রাখিতে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়াছেন। খাদ্য বা পানীয় পাত্রে আবরণ না থাকিলে উহাতে সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু পতিত হয়।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যখন রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসে, তোমাদের সন্তানগণকে (গৃহে) আবদ্ধ রাখ, কেন-না ঐ সময় শয়তান চতুর্দিকে

বিচরণ করে। রাত্রির এক ঘণ্টা অতীত হইলে উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও এবং দরজা বন্ধ করিয়া রাখ এবং আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ কর। শয়তান বন্ধ দ্বার খোলে না। তোমাদের পান-পাত্র ঢাকিয়া রাখ এবং আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ কর। তোমাদের আলো সমূহ নিভাইয়া রাখ। অন্য বর্ণনায়ঃ পাত্র সমূহ ঢাকিয়া রাখ, পান-পাত্র সমূহ আবদ্ধ কর, দ্বার সমূহ বন্ধ কর এবং সন্ধ্যার সময় তোমার সন্তানদিগকে ভিতরে রাখ; কেন-না জিনগণ তখন বিস্তৃত হয় এবং আক্রমণ করে। শয়নের সময় আলো নিভাইয়া রাখ, কেন-না ইঁদুর সমূহ আলো টানিয়া লয় এবং গৃহবাসীগণ দগ্ধীভূত হয়। অন্য বর্ণনায়ঃ পাত্র ঢাক, পান-পাত্র বন্ধ কর, দ্বার বন্ধ কর এবং আলো নিভাও, কেন-না শয়তান দ্বার খুলিবে না এবং পাত্র অনাবৃত করিবে না। যদি তোমাদের কাহারও একখণ্ড কাষ্ঠ ব্যতীত ঢাকিবার জন্য অন্য কিছু না থাকে তাহা হইলে আল্লাহ্‌র নামে তাহা দ্বারাই ঢাক। কেন-না ইঁদুর ঘরের মধ্যে ঘুরিতে ফিরিতে থাকে। অন্য বর্ণনায়ঃ যখন সূর্যাস্ত যায়, তোমার সন্তানদিগকে এবং প্রাণিদিগকে (ঘরের বাহিরে) পাঠাইও না, যে পর্যন্ত রাত্রির প্রথম ভাগ অতিবাহিত না হয়। কেন-না ঐ সময় শয়তান ঘুরিতে থাকে। অন্য বর্ণনায়ঃ পাত্র ঢাক, মশক বন্ধ কর, কেন-না বৎসরের ভিতর এমন এক রাত্রি আছে যাহাতে 'ওবা' সংক্রামক ব্যাধি অবতীর্ণ হয়। যে পাত্রের ঢাকনা নাই বা যে মশক বন্ধ করা হয় নাই উহার মধ্যে ওবা অবতীর্ণ হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যখন তোমাদের কাহারও পাত্রে মাছি পড়ে, উহাকে ডুবাইয়া দাও। কেন-না উহার এক পাখায় রোগ, অন্য পাখায় প্রতিকার আছে। উহা প্রথমে রোগ নিক্ষেপ করে, সুতরাং উহাকে সম্পূর্ণ-ভাবে নিমজ্জিত কর।

বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, আবু দাউদ

খায়রুল বুলুগ (বয়ঃপ্রাপ্তির মর্যাদা)

অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহ দিলে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সে সেই বিবাহ নাকচ করিতে পারে। সহবাসের পূর্বে এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহা করিতে হয়।

১। একজন বয়স্কা বালিকা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া বলিল ঃ স্বীয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার পিতা তাহাকে বিবাহ দিয়াছে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাকে (বিবাহ বাতিল করার) স্বাধীনতা (অধিকার) দান করিলেন।

বর্ণনায় ঃ হযরত ইব্‌নে আব্বাস। —আবু দাউদ

২। তাহার পিতা তাহাকে বিবাহ দিয়াছিল। পূর্বে তাহার একবার বিবাহ হইয়াছিল। সে এই বিবাহকে অপছন্দ করিয়া হযরত (দঃ)-এর নিকটে আসিলেন, তিনি তাহার (পিতা কর্তৃক প্রদত্ত) বিবাহ ভঙ্গ করিয়া দিলেন।

বর্ণনায় ঃ হযরত খান্‌সা। —বোখারী

খেলাধুলা

অনর্থক খেলাধূলাকেই ইসলাম অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যে জিনিস দ্বারা মানুষ অনর্থক খেলাধূলা করে উহার মধ্যে কেবল তিনটি ব্যতীত সকলই (হারাম) অবৈধ। তীরন্দাজের তীর ও ধনুক সহ খেলা, অশ্বকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য উহার সহিত খেলা এবং স্বীয় স্ত্রীর সহিত আমোদ-প্রমোদ করা। কারণ এই সকল বাস্তব সত্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম দুইটি যুদ্ধের জন্য এবং শেষোক্তটি পারিবারিক শান্তির জন্য আবশ্যক। হযরত আয়েশা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর উপস্থিতিতে অন্যান্য বালিকাদের সহিত খেলিতেছিলেন ! তিনি তাহাদিগকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। কোনই আপত্তি করেন নাই। যে সকল খেলাধূলায় শারীরিক পরিশ্রম হয় ও শরীরের উপকার হয় সেই সকল নির্দোষ খেলাধূলা অবৈধ নহে। সকল প্রকার হার-জিতের খেলা, যেমন ঃ লটারি, তাস, পাশা এবং সর্বপ্রকার জুয়া খেলা (হারাম) অবৈধ। কেন-না ইহাতে অনর্থক অমূল্য সময় ব্যয় হয় এবং পরস্পরের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার সৃষ্টি করে। আল্লাহ্ কুরআনে বলিয়াছেন ঃ "শয়তান নেশা পান ও হার-জিতের খেলা দ্বারা তোমাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি হিংসা ও শত্রুতা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করে। তাহারা যদি তোমাকে নেশা পান ও হার-জিতের খেলা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, বল ঃ উভয়ের মধ্যে ক্ষতি এবং লাভ আছে, কিন্তু উহাতে লাভ হইতে ক্ষতিই অধিক।" বালক-বালিকারা সকল খেলাই খেলিতে পারে।

১। আবতাতে অবতরণ সুন্নত নহে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তথায় অবতরণ করিলেন, কেন-না উহা তাঁহার যাত্রার জন্য সুবিধাজনক ছিল। তখন তিনি মদীনায় যাত্রা করিয়াছিলেন।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —বোখারী মোসলেম

২। আমি উমরাহ্‌র জন্য তন্‌য়ীমে এহ্‌রাম করিলাম। মক্কাতে প্রবেশ করিয়া কাযা উমরাহ্ পালন করিলাম। আমার শেষ না হওয়া পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমার জন্য আবতাতে অপেক্ষা করিলেন। অতঃপর তিনি সকলকে আরোহণ করিবার নির্দেশ দিলেন। তিনি আসিয়া তাওয়াফ করিলেন। অতঃপর মদীনা যাত্রা করিলেন।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —আবু দাউদ

৩। যাত্রার রাত্রে সুফিয়ার ঋতুস্রাব হইল এবং সে বলিল : আমি তোমাদিগকে আবদ্ধ রাখিব। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন : আমার তাওয়াফ নষ্ট হইয়াছে। কোরবানীর দিনে সে কি কাবা তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করিয়াছিল ? বলা হইল : হাঁ। তিনি বলিলেন : তাহা হইলে যাত্রা কর।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কোরবানী পর্যন্ত কাবার তাওয়াফ বিলম্ব করিয়াছিলেন।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —তিরমিজী

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) শেষ দিনে যুহ্‌রের নামায পড়িয়া মিনায় যাত্রা করিলেন। তথায় তিনি তশরীকের দিনে অবস্থান করিলেন। সূর্য হেলিয়া পড়িলে তিনি জামরাতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলেন। প্রত্যেক জামরাতে সাত বার এবং প্রত্যেক নিক্ষেপকালে তিনি তকবীর বলিলেন। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় জামরাতে কিছু সময় বিলম্ব করিয়াছিলেন। তিনি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং নত হইলেন। তিনি তৃতীয় জামরাতে অপেক্ষা না করিয়া প্রস্তর নিক্ষেপ করিলেন।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —আবু দাউদ

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বিদায় হজ্জের দিন জিজ্ঞাসা করিলেন : এই কোন্ দিন ? তাহারা বলিল : অদ্য হজ্জ আকবরের দিন। তিনি বলিলেন : তোমাদের

শহরের মধ্যে এই দিন যেমন পবিত্র, সেইরূপ তোমাদের জীবন, ধন-সম্পত্তি এবং মান-সম্ভ্রম তোমাদের পরস্পরের নিকট পবিত্র। সতর্ক হও! কোন ব্যভিচারী স্বীয় আত্মার বিরুদ্ধে ব্যতীত ব্যভিচার করে না। সতর্ক হও! কোন ব্যভিচারী স্বীয় সন্তান-সন্ততির উপর ব্যভিচার করে না এবং কোন সন্তান স্বীয় পিতার উপর ব্যভিচার করে না। সতর্ক হও! নিশ্চয়ই শয়তান এই নগরীতে আর কখনও পূজিত হইবে না বলিয়া হতাশ হইয়াছে, কিন্তু শীঘ্রই তোমাদের কার্যকলাপ যাহা তোমরা অবজ্ঞা কর, সে বিষয় তোমাদের আনুগত্য লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইবে।

বর্ণনায় : হযরত আমর। —ইব্‌নে মাযাহ্‌

৭। তিনি নিকটবর্তী জামরাতে সাতটি প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক নিক্ষেপকালে তকবীর বলিয়াছেন। অতঃপর তিনি হাঁটিতে হাঁটিতে একটি প্রান্তরে আসিলেন এবং কাবা মুখী হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং হাত তুলিয়া প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর মধ্য জামরাতে সাত খণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিলেন এবং প্রত্যেক নিক্ষেপের সময় তকবীর বলিলেন। অতঃপর বাম দিকে ফিরিয়া একটি প্রান্তরে আসিয়া কাবা মুখী হইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং দুই হাত তুলিয়া দোয়া করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি জামরা আকাবার পাদদেশে সাতটি প্রস্তর নিক্ষেপ করিলেন এবং নিক্ষেপকালে তকবীর বলিলেন। এখানে তিনি অবস্থান করিলেন না। তিনি বলিলেন : আমি রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)-কে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি।

বর্ণনায় : হযরত ইব্‌নে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

৮। লোকজন সকল দিক হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিলেন : ঋতুমতী স্ত্রীলোক ব্যতীত তোমাদের কেহ যেন কাবার সহিত তাহাদের শেষ চুক্তি পালন না করিয়া যায় না।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —বোখারী মোসলেম

গ্রহণের নামায

১। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)-এর সময় সূর্যগ্রহণ হইয়াছিল। তিনি একজন ঘোষণা-কারীকে পাঠাইলেন জামাতের নামাযে। তিনি আসিয়া চারি রাকাত নামায

পড়িলেন। প্রত্যেক রাকাতে চারিটি সিজ্‌দাহ্‌। আমি ইহা অপেক্ষা দীর্ঘ রুকু ও সিজ্‌দাহ্‌ আর কখনও দেখি নাই।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) গ্রহণের নামাযে উচ্চস্বরে কেরাত পড়িতেন।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৩। গ্রহণের নামাযের পরে তিনি লোকদিগকে উপদেশ দিলেন। আল্লাহ্‌র প্রশংসাবাদের পর তিনি বলিলেন: নিশ্চয়ই সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহ্‌র (ক্ষমতার) চিহ্ন সমূহের মধ্যে দুইটি চিহ্ন। কাহারও জন্ম-মৃত্যুর জন্য গ্রহণ হয় না। যখন তোমরা তাহা দেখ, আল্লাহ্‌কে ডাক, তকবীর বল, নামায পড় এবং সদ্‌কা দাও। অতঃপর তিনি বলিলেন: হে মোহাম্মদের উম্মত! আল্লাহ্‌র শপথ, আল্লাহ্‌র এমন কোন বান্দাহ্‌ নাই যে, সে ব্যভিচার করিতেছে অথবা তাহার দাসী ব্যভিচার করিতেছে দেখিয়া আল্লাহ্‌র চাইতেও অধিক ক্রোধান্বিত হয়। হে মোহাম্মদের উম্মত! আলাহ্‌র শপথ, আমি যাহা জানি, তোমরা যদি তাহা জানিতে তবে নিশ্চয়ই তোমরা কম হাসিতে এবং অধিক কাঁদিতে।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) সূর্যগ্রহণ হইলে লোকজন সহ নামায পড়িলেন। সূরা বাকারাহ্‌ পড়িতে যত সময় লাগে প্রায় ততক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া দীর্ঘ রুকু দিলেন। আবার উঠিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া আবার রুকু দিলেন কিন্তু প্রথম বারের ন্যায় দীর্ঘ করিলেন না। অতঃপর তিনি সিজ্‌দাহ্‌ দিলেন। আবার অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া রুকু দিলেন। কিন্তু প্রথম বারের ন্যায় দীর্ঘ করিলেন না। আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রথম বারের তুলনায় কম সময়। অতঃপর তিনি সিজ্‌দাহ্‌ দিলেন। তাহার পরে তিনি চলিয়া গেলেন।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন্‌ আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

৫। একবার সূর্যগ্রহণ হইয়াছিল। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) ভীত হইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। তিনি ভাবিলেন, কিয়ামত আসিয়াছে। তিনি মস্‌জিদে আসিয়া এমন সুদীর্ঘ কেয়াম, রুকু এবং সিজ্‌দাহ্‌ করিলেন যে তাঁহাকে এমন আর কখনও

করিতে দেখি নাই। তিনি বলিলেন: এইগুলি এমন কিছু যাহা কাহারও জন্ম-মৃত্যুর সহিত সম্পর্ক রাখে না, কিন্তু উহা দ্বারা তিনি বান্দাদিগকে ভয় দেখান। যখন তোমরা তাহা দেখ, তাঁহাকে (আল্লাহ্‌কে) সত্বর স্মরণ করিও এবং তাঁহার নিকট অনুগ্রহ ও ক্ষমা প্রার্থনা করিও।

বর্ণনায়: হযরত আবু মুসা। —বোখারী, মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর পুত্র ইব্রাহীমের মৃত্যু হইল; সেদিন সূর্যগ্রহণ হইল। তিনি সকলের সহিত চারি সিজদাহ্-সহ ছয় রাকাত নামায পড়িলেন।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —মোসলেম

৭। যখন সূর্যগ্রহণ হইল, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তখন চারি সিজদাহ্-সহ আট রাকাত নামায পড়িলেন।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) সূর্যগ্রহণের সময় সকলের সহিত নামায পড়িলেন। তিনি দীর্ঘ সূরা পাঠ করিলেন। তিনি পাঁচ রাকাত নামায পড়িলেন এবং দুই সিজদাহ্ দিলেন। দ্বিতীয়-বার কেয়ামে তিনি একটি দীর্ঘ সূরা পাঠ করিলেন। পাঁচ রুকু ও দুই সিজদাহ্ দিলেন। অতঃপর তিনি কেবলা-মুখী বসিয়া প্রার্থনা করিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ চলিয়া না গেল।

বর্ণনায়: হযরত ওবাই বিন্ কাযাব। —আবু দাউদ

গান-বাজনা

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: গায়িকা বালিকাদিগকে খরিদ করিও না, বিক্রয়ও করিও না, তাহাদিগকে শিক্ষা দিও না। তাহাদের উপার্জন হারাম (অবৈধ)। এই সকল সম্বন্ধে অহী (ঐশীবাণী) অবতীর্ণ হইয়াছে। লোকের মধ্যে এমন লোক রহিয়াছে, যাহারা অনর্থক কথা ক্রয় করে।

বর্ণনায়: হযরত আবু ওমামাহ্। —তিরমিজী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আল্লাহ্ এমন কোন নবী প্রেরণ করেন নাই যাহার সুমিষ্ট স্বর ছিল না।

বর্ণনায়: হযরত কাতাদাহ্। —তিরমিজী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) খন্দকের যুদ্ধে মাটি কাটিতেছিলেন, এমন কি তাঁহার উদর (বক্ষদেশ) কর্দমাক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং তিনি গাহিতেছিলেন: "আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্ ব্যতীত আমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হইতাম না, আমরা দান করিতাম না এবং আমরা নামায পড়িতাম না। সুতরাং আমাদের প্রতি শান্তি বর্ষণ কর, যুদ্ধের সামনে আমাদের পা দৃঢ় কর। নিশ্চয়ই আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের বন্ধুগণ বিদ্রোহ করিয়াছে। তাহারা যখন যুদ্ধ চায়, আমরা তখন তাহা চাহি না। ইহার সঙ্গে তিনি বলিতেছিলেন: আমরা চাই না, আমরা চাই না।"

বর্ণনায়: হযরত বারায়া। —বোখারী, মোসলেম

৪। হযরত আবু বকর মিনার দিনে তাঁহার নিকটে গিয়া দেখিলেন: দুইটি বালিকা 'দফ' (একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র) বাজাইতেছে এবং রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাঁহার কাপড় দ্বারা স্বীয় মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। আবু বকর তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিলে হযরত (দঃ) স্বীয় মুখ হইতে কাপড় সরাইয়া দিলেন এবং বলিলেন: হে আবু বকর! তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, কেন-না আজ ঈদের দিন। অন্য বর্ণনায়: হে আবু বকর! প্রত্যেক জাতীর উৎসব আছে এবং এইটাই আমাদের উৎসব।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

গোমস্তা বা অন্যের প্রতিনিধি

নিজ কার্য সম্পাদনের জন্য গোমস্তা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করা ইসলামে বৈধ।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) একটি ছাগ ক্রয়ের জন্য একটি দীনার দিলেন। সে দুইটি ছাগ ক্রয় করিয়া একটি এক দীনার বিক্রয় করিয়া একটি ছাগ ও একটি দীনার সহ তাঁহার নিকটে আসিলে তিনি তাহার ব্যবসায় ও বরকতের জন্য দোয়া করিলেন। ইহার পরে এমন হইল যে, সে যাহাই ক্রয় করিত তাহাতেই লাভবান হইত।

বর্ণনায়: হযরত ওরওয়াহ্। —বোখারী, মোসলেম

২। আমি খয়বরে যাইবার জন্য রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া তাঁহাকে সালাম দিয়া বলিলাম: আমি খয়বর যাইবার ইচ্ছা করি। তিনি বলিলেন: যখন তুমি আমার প্রতিনিধির নিকট যাইবে, তাহার নিকট হইতে ১৫ ওয়াসাক (আরবের মুদ্রা) গ্রহণ করিও। যদি সে তোমার নিকট কোন নিদর্শন দাবী করে, তবে তোমার হস্ত তাহার গলায় রাখিবে।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —আবু দাউদ

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কোরবানীর জন্য পশু ক্রয় করিতে একটি দীনার দিলেন। সে এক দীনার দিয়া একটি মেষ ক্রয় করিয়া উহা দুই দীনার বিক্রয় করিল। অতঃপর এক দীনারে একটি মেষ ক্রয় করিয়া এবং লভ্য দীনারসহ রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকটে গেলে তিনি উক্ত দীনারটি দান করিয়া দিলেন এবং তাহার ব্যবসায়ের বরকতের (প্রাচুর্যের) জন্য দোয়া করিলেন।

বর্ণনায়: হযরত হাকিম বিন্ হেজাম। —তিরমিজী, আবু দাউদ

গোসল (জুম'আর দিনের)

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি শুক্রবার দিন গোসল করিয়া, যতদূর সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া, উত্তমরূপে তৈল ব্যবহার করিয়া, ঘরের সুগন্ধি হইতে ব্যবহার করিয়া, দুই ব্যক্তির মধ্যে কোন পৃথক স্থান না লইয়া নিজ অদৃষ্ট অনুযায়ী যদি নামায পড়ে এবং যখন ইমাম কেরাত পাঠ করে তখন নীরব থাকে, তবে এক জুম'আ হইতে অন্য জুম'আ পর্যন্ত তাহার যত গোনাহ্ হয়, তাহা সকলই মাফ করিয়া দেওয়া হয়।

বর্ণনায়: হযরত সালমান। —বোখারী

২। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি গোসল করিয়া জুম'আর মসজিদে আসিয়া তাহার জন্য নির্দিষ্ট করা নামায পড়ে এবং ইমামের খোৎবা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নীরব থাকে এবং ইমামের সহিত নামায পড়ে, সেই জুম'আ হইতে অন্য জুম'আ পর্যন্ত তাহার যত গোনাহ্ হয়, তাহা সকলই ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল করিয়া সুন্দর পোশাক পরিয়া এবং সুগন্ধি থাকিলে তাহা ব্যবহার করিয়া জুম'আর নামাযে আসে এবং লোকজনের ঘাড়ে পদক্ষেপ না করিয়া (ডিঙ্গাইয়া না যাইয়া) সুনির্দিষ্ট ভাবে জুম'আর নামায পড়ে এবং ইমামের নামায শেষ না করা পর্যন্ত নীরব থাকে, সেই জুম'আ হইতে পূর্ববর্তী জুম'আ পর্যন্ত তাহার সমস্ত পাপ মাফ হইয়া যায়।

বর্ণনায় : হযরত আবু সাঈদ। —আবু দাউদ

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল করে এবং গোসল করায়। প্রাতে জাগে এবং জাগায়। পায় হাঁটে এবং আরোহণ করে না এবং বৃথা কথা না বলিয়া ইমামের নিকটে আসে। তাহার প্রত্যেক পদক্ষেপে এক বৎসরের নামায এবং রোযার পুণ্য হয়।

বর্ণনায় : হযরত আউস্। —তিরমিজী

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এক জুম'আতে বলিয়াছেন : হে সমবেত মুসলমানগণ! নিশ্চয়ই ইহা এমন দিন যাহা আল্লাহ্ ঈদ বানাইয়াছেন। গোসল কর। যাহার নিকট সুগন্ধি আছে সে তাহা ব্যবহার করিলে তাহা অনিষ্ট করিবে না। তোমরা মেস্ওয়াক (দাঁতন) করিবে।

বর্ণনায় : হযরত ওবায়েদ। —আবু দাউদ

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : মুসলমানদের জুম'আর দিন গোসল করা একটি কর্তব্য। তাহাদের প্রত্যেকের স্ত্রীর সুগন্ধি ব্যবহার করা কর্তব্য। যদি (সুগন্ধি) না থাকে তবে পানিই তাহাদের সুগন্ধি।

বর্ণনায় : হযরত বারা। —তিরমিজী

গোসল

গোসল অর্থ : পানি দ্বারা ধৌত করা। শরীয়ত মতে এক বিশেষ পদ্ধতিতে শরীর ধৌত করা। সঙ্গমের পর, শুক্র নির্গমনের পর, ঋতুস্রাব শেষ হওয়ার পর এবং সন্তান প্রসবের পর স্রাব বন্ধ হইলে গোসল করা ফর্য বা অবশ্য কর্তব্য।

মৃত লোককে গোসল করান বা অধিকাংশ শরীর মল-মূত্র দ্বারা অপবিত্র হইলে গোসল করা ওয়াজেব বা কর্তব্য। জুম'আ, ঈদ বা এহরাম এবং মুসলমান হওয়ার পূর্বে গোসল সুন্নত বা নবীর নীতি। অন্যান্য গোসল মোস্তাহাব, করিলে পুণ্য আছে না করিলে পাপ নাই। আল্লাহ্ বলেন: "হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা অপবিত্র অবস্থায় থাক, তখন যদি পথ চলা অবস্থায় না থাক, যতক্ষণ না গোসল করিয়া লও; ততক্ষণ পর্যন্ত নামাযে যাইও না।" পানির অভাবে বা অসুস্থতায় তায়াম্মুম করিয়া পবিত্র হইতে হয়।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যখন তোমাদের কেহ স্ত্রীলোকের চারি-শাখার (দুই হাত ও দুই পায়ের) সম্মুখে বসে এবং (সঙ্গমে রত হইয়া বীর্যপাতের জন্য) সংগ্রাম করে তখন নিশ্চয়ই গোসল ফরয হয়, যদিও বীর্য পাত না করে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২। তিনি বলিয়াছেন: প্রত্যেক কেশের তলদেশে অপবিত্রতা আছে। সুতরাং কেশ সমূহকে উত্তমরূপে ধৌত কর এবং শরীরকে উত্তমরূপে পরিষ্কার বা পবিত্র কর।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: গোসল ফরয নহে পানি (বীর্য) ব্যতীত। (এই হাদীসটি স্বপ্নদোষ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য)

বর্ণনায়: হযরত আবু সঈদ খুদ্রী। —মোসলেম

৪। উম্মে সোলায়েম জিজ্ঞাসা করিয়াছিল: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সত্য বর্ণনা করিতে লজ্জা করেন না। স্ত্রীলোকের উপর কি গোসল ফরয হয়, যদি সে স্বপ্নদোষে পতিত হয়? রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: হাঁ। যদি সে (জাগ্রত হইয়া) বীর্য দেখিতে পায়। উম্মে সালামাহ্ আপন মুখ ঢাকিলেন এবং বলিলেন: স্ত্রীলোকও কি স্বপ্নদোষে পতিত হয়? তিনি বলিলেন: হাঁ, কি আশ্চর্য! তাহার সন্তান তাহার সদৃশ হয় কি কারণে? অন্য বর্ণনায়: পুরুষের শুক্র গাঢ় এবং সাদা, স্ত্রীলোকের বীর্য পাতলা এবং হলুদ বর্ণ। দুই শুক্রের মধ্যে যেটির বেগ প্রবল হয় বা প্রথমে নির্গত হয়, সন্তানের আকৃতি তদ্রূপ হয়।

বর্ণনায়: হযরত উম্মে সালামাহ্। —বোখারী, মোসলেম

৫। জিজ্ঞাসা করিলাম: আমার চুলে অনেক বন্ধন আছে। আমি অপবিত্র হইলে গোসলের জন্য কি উহা বন্ধন মুক্ত করিব? হযরত (দঃ) বলিলেন: না, তিন বার তোমার মাথায় পানি ঢালিলেই যথেষ্ট। অতঃপর তোমার দেহে পানি ঢালিয়া পবিত্র হইবে।

বর্ণনায়: হযরত উম্মে সালামাহ্। —মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন অপবিত্রতা হইতে গোসল করিতেন। প্রথমে দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করিতেন, অতঃপর নামাযের অযুর ন্যায় অযু করিতেন। তৎপর নিজের অঙ্গুলী সমূহ পানিতে ডুবাইয়া উহা দ্বারা নিজের মাথার চুলের গোড়া খিলাল করিতেন এবং দুই হাত দ্বারা মাথায় তিন অঞ্জলি পানি ঢালিতেন, তৎপর দেহের সর্বত্র পানি প্রবাহিত করিতেন। অন্য বর্ণনায়: পাত্রে হস্তদ্বয় প্রবেশ করাইবার পূর্বে নিজ হস্তদ্বয় ধৌত করিতেন, অতঃপর ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপর পানি ঢালিতেন এবং উহা দ্বারা পুরুষাঙ্গ ধৌত করিয়া লইতেন। অতঃপর অযু করিতেন।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৭। আনসারদের একটি স্ত্রীলোক হায়েযের (ঋতু স্রাবের পর) গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল, (উহা কি ভাবে করিতে হয়)। হযরত (দঃ) তাহাকে বলিয়া দিলেন: কিরূপে উহা করিতে হয়। অতঃপর তিনি বলিলেন: মেশ্ক দ্বারা সুগন্ধিত একটা কাপড়ের খণ্ড লইয়া উহা দ্বারা (হায়েযের রক্ত) উত্তমরূপে পরিষ্কার করিবে। সে বলিল: আমি উহা দ্বারা কিরূপে পরিষ্কার করিব? তিনি বলিলেন: (নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া) পরিষ্কার করিবে। সে পুনঃ বলিল: (আমার বুদ্ধিতে আসিল না) কিরূপে উহা পরিষ্কার করিব? তিনি বলিলেন: আল্লাহ্র মহিমা, (ইহাও বুঝিলে না) উহা দ্বারা পরিষ্কার করিবে। হযরত আয়েশা বলেন: আমি তাহাকে নিজের দিকে টানিয়া লইলাম এবং (চুপে) বলিলাম: রক্ত ক্ষরণের পর উহা দ্বারা (লজ্জা স্থানের ভিতর দিক) মুছিয়া লইবে। (উহাতে দুর্গন্ধ দূর হইবে)।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল : কোন পুরুষ (জাগ্রত হইয়া শুক্রের) তরলতা পাইতেছে অথচ স্বপ্নদোষের কথা তাহার স্মরণ নাই, সে কি করিবে ? তিনি বলিলেন : সে গোসল করিবে। অপরপক্ষে, কোন পুরুষ স্মরণ করিতেছে যে, তাহার স্বপ্নদোষ হইয়াছে অথচ (শুক্রের) তরলতা কোথাও পাইতেছে না (সে কি করিবে ?) তিনি বলিলেন : তাহার প্রতি গোসল ফরয নহে। উম্মে সুলাইমা জিজ্ঞাসা করিল : যে স্ত্রীলোক সেইরূপ দেখিবে তাহার প্রতি কি গোসল ফরয হইবে ? তিনি বলিলেন : হাঁ, স্ত্রীলোকেরা পুরুষদেরই ন্যায়।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যখন (পুরুষের) খাত্নার স্থল (স্ত্রীর) খাতনার স্থলে প্রবেশ করিবে তখন উভয়ের প্রতি গোসল ফরয হইবে। আমিও রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ইহা করিয়াছি, অতঃপর উভয়ে গোসল করিয়াছি।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) গোসলের পর অযু করিতেন না।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —তিরমিজী

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) 'খত্মী' (এক প্রকার দ্রব্য যদ্দ্বারা তৎকালে আরবরা মাথা ধৌত করিত) দ্বারা স্বীয় মাথা ধৌত করিতেন অথচ তিনি অপবিত্র। ইহাকেই তিনি যথেষ্ট মনে করিতেন এবং মাথায় পুনঃ পানি ঢালিতেন না।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —আবু দাউদ

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) চারিটি কারণে গোসল করিতেন : অপবিত্রতার জন্য, জুম'আর দিন, শিঙ্গা লওয়ার কারণে এবং মৃতদেহ গোসল করানোর কারণে।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —আবু দাউদ

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এক মুদ ('মুদ' প্রায় এক সেরের সমান) পানি দ্বারা অযু করিতেন এবং পাঁচ মুদ পানি দ্বারা গোসল করিতেন।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

১৪। হযরত আয়েশা বলিয়াছেন : আমি এবং রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদের মধ্যবর্তী স্থানে রক্ষিত এক পাত্র হইতে এক সঙ্গে গোসল করিতাম। তিনি তাড়াতাড়ি করিয়া আমার আগে পানি লইতেন। আমি বলিতাম : আমার জন্য রাখুন, আমার জন্য রাখুন। (তখন তাহারা উভয়েই অপবিত্র থাকিতেন।)

বর্ণনায় : হযরত মোয়াজাহ্। —বোখারী, মোসলেম

১৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি অপবিত্রতার এক চুল পরিমাণ স্থান ছাড়িয়া দিবে এবং ধৌত করিবে না। (কিয়ামতে) উহার সহিত (আগুনের) এইরূপ ব্যবস্থা করা হইবে। হযরত আলী বলেন : এই কারণেই আমি আমার মাথার সহিত শত্রুতা করিয়াছি (এইভাবে তিন বার বলিলেন)।

বর্ণনায় : হযরত আলী। —আবু দাউদ, আহমদ

১৬। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া বলিল : আমি অপবিত্রতা হইতে গোসল করিয়াছি এবং ফজরের নামায পড়িয়াছি, অতঃপর দেখি এক নখ পরিমাণ স্থানে পানি পৌঁছে নাই। তিনি বলিলেন : যদি তখন তুমি উহার উপর তোমার (ভিজা) হাত মুছিয়া দিতে তোমার পক্ষে যথেষ্ট হইত।

বর্ণনায় : হযরত আলী। —আবু দাউদ, আহমদ, ইবনে মাযাহ্

১৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এক ব্যক্তিকে উন্মুক্ত মাঠে উলঙ্গ হইয়া গোসল করিতে দেখিলেন। অতঃপর তিনি মিম্বরে উঠিয়া আল্লাহ্র প্রশংসাবাদ করিয়া বলিলেন : আল্লাহ্ বড় লজ্জাশীল ও বড় পর্দাকারী। তিনি লজ্জাশীলতা ও পর্দা করাকে ভালবাসেন। সুতরাং যখন তোমাদের কেহ গোসল করে সে যেন পর্দা করে।

বর্ণনায় : হযরত ইয়ালা। —আবু দাউদ, নেসায়ী

১৮। নামায ছিল পঞ্চাশ ওয়াক্ত, অপবিত্রতার গোসল ছিল সাত বার এবং কাপড় হইতে প্রস্রাব ধোয়া ছিল সাত বার। মে'রাজে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বরাবর অনুরোধ করিতে থাকেন ফলে নামায করা হয় পাঁচ, অপবিত্রতার গোসল করা হয় এক বার এবং প্রস্রাব হইতে কাপড় ধৌত করা হয় এক বার।

বর্ণনায় : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর। —আবু দাউদ

চিন্তা করা

ইসলাম স্বাধীন চিন্তা-ধারাকে উৎসাহিত করিয়া মস্তিষ্কের দাসত্ব, ইচ্ছার দাসত্ব এবং কুসংস্কারের দাসত্বকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করার শিক্ষাই মানুষকে দিয়াছে। স্বাধীনভাবে জ্ঞান-বলে মানুষ কার্য করুক ইহাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। পৌত্তলিকতা, মাতৃ-পিতৃ ধর্ম ও পারিবারিক আচার-ব্যবহার দেখিয়া দেখিয়া মনে এক সাধারণ জ্ঞানের সৃষ্টি হয়। উহার বিরুদ্ধে অন্য কোন আচার দেখিলেই তাহা অসহ্য বোধ হয়। ইহাই মস্তিষ্কের দাসত্ব। মুসলমানগণ এই স্বাধীন চিন্তার পরিচালনা করিয়া মধ্যযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের রশ্মি বিশ্বময় ছড়াইয়া দিয়াছিল এবং সেই সভ্যতার ভিত্তিমূলেই বর্তমান সভ্যতা দাঁড়াইয়াছে। মানবের আত্মোন্নতির সম্বল একমাত্র জ্ঞান। জন্মগত কুসংস্কারের মোহ জ্ঞান-বলে ভঙ্গ করিতে না পারিলে উন্নতি অসম্ভব। জ্ঞানের উন্নতিই ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতি, এবং জ্ঞানের অবনতিই ব্যক্তিগত ও জাতিগত অবনতির একমাত্র কারণ। সেই জ্ঞানের প্রধান উপকরণ স্বাধীন চিন্তা। স্বাধীন চিন্তা না থাকিলে কোন জাতি স্বাধীন হইতে পারে না। স্বাধীন চিন্তার যে জ্ঞান জন্মে, তাহা অত্যন্ত দৃঢ় হয়। কুরআনে আল্লাহ্ ঘোষণা করেন: "তোমার প্রভুর সৃষ্টি সম্বন্ধে তুমি কি চিন্তা কর নাই, তিনি কিরূপে ছায়াকে বিস্তৃত করেন।" তিনিই যমিনকে প্রশস্ত করিয়াছেন এবং উহাতে পাহাড়-পর্বত ও নদী সমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাতে প্রত্যেক প্রকার ফলের জোড়া-জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি দিনকে রাত্রি দিয়া ঢাকিয়া দেন। নিশ্চয়ই এই সকলের মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।" .

১। বেলাল ফজরের নামাযের জন্য ডাকিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল: আপনার পূর্বাপর যাবতীয় গোনাহ্ মাফ হইয়া গিয়াছে। আপনি কাঁদিতেছেন কেন? তিনি বলিলেন: হে বেলাল! তোমার জন্য আক্ষেপ! কাঁদিতে আমাকে কিসে বাধা দিবে? মহান আল্লাহ্ রাত্রে এই আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন: "আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত্র ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।" যে ইহা পাঠ করিয়া চিন্তা করে না তাহার জন্য দুঃখ।

বর্ণনায়: হযরত আতা। —ইবনে হাব্বান

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ এক ঘণ্টা চিন্তা করা এক বৎসর ইবাদতের চাইতে উত্তম।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোবায়রা। —ইবনে হাব্বান।

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্র সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা কর। আল্লাহ্র সম্বন্ধে চিন্তা করিও না, কেন-না তোমরা তাহার ক্ষমতা ধারণা করিতে অক্ষম।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —আবু নঈম

চুরি

ইসলামে চুরির জন্য নির্ধারিত শাস্তি রহিয়াছে। কুরআন ঘোষণা করিয়াছে: "নর ও নারী চোরের হাত কাটিয়া ফেল। যাহা তাহারা করিয়াছে তাহারই শাস্তি, আল্লাহ্র নিকট হইতে আদর্শ শাস্তি এবং আল্লাহ্ শক্তিশালী, জ্ঞানী। কিন্তু তাহার অপরাধের পর সে যদি তওবা করে এবং শুদ্ধ হয়, আল্লাহ্ তাহার প্রতি ক্ষমাশীল, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" প্রথম চুরিতে এক হাত, দ্বিতীয় চুরিতে অপর হাত কাটা, তৃতীয় চুরিতে এক পা, চতুর্থ চুরিতে অপর পা কাটার বিধান।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা তদুর্ধ্বের জন্য ব্যতীত চোরের হাত কাটা নাই।

২। একজন চোরকে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আনা হইলে তিনি তাহার হাত কাটিলেন। তাহারা বলিলঃ আমরা ভাবি নাই, তাহাকে এই শাস্তি দিবেন। তিনি বলিলেনঃ ফাতিমাও যদি চুরি করিত নিশ্চয় আমি তাহার হাত কাটিতাম।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম, নেসায়ী

৩। তিন দেরহাম মূল্যের একটি ঢালের জন্য রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এক চোরের হাত কাটিয়াছিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে ডিম চুরি করে, আল্লাহ্ তাহাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং তাহার হাত কাটা যাইবে এবং যে রশি (দড়ি) চুরি করে, তাহার উপরেও আল্লাহ্র অভিসম্পাত এবং তাহার হাত কাটা যাইবে।

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ) এক ব্যক্তিকে চুরি করিতে দেখিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: তুমি কি চুরি করিয়াছ? সে বলিল: যিনি ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নাই তাঁহার শপথ! কখনই না। ঈসা (আঃ) বলিলেন: আমি আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করি এবং আমি মিথ্যা বলিয়াছি।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: পাকা ফল এবং খেজুর চুরির জন্য হাত কাটা নাই।

বর্ণনায়: হযরত রাফে বিন্ খাদিজ। —তিরমিজী

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে ঝুলন্ত ফলের কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন: ইহা বেড়ার সাহায্যে সুরক্ষিত করা হইলে এবং উহার মূল্য একটি ঢালের সমান হইলে, উহার চুরিতে হাত কাটা যাইবে।

বর্ণনায়: হযরত আমর বিন্ শোয়ায়েব। —মেশ্‌কাত

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: লুণ্ঠনকারীর হাত কাটা নাই। যে ব্যাপকভাবে লুণ্ঠন করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: বিশ্বাসঘাতক, লুণ্ঠনকারী এবং অশান্তি সৃষ্টিকারীর হাত কাটা নাই।

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট একটি চোরকে আনা হইলে তিনি বলিলেন: তাহার হাত কাটিয়া ফেল। তাহার হাত কাটা হইল। দ্বিতীয় বার তাহাকে আনা হইলে তিনি বলিলেন: তাহার দ্বিতীয় হাত কাট এবং তাহা কাটা হইল। তৃতীয় বার তাহাকে আনা হইলে তিনি বলিলেন: তাহার পা কাট এবং তাহা কাটা হইল। চতুর্থ বার তাহাকে আনা হইলে তিনি বলিলেন: তাহার অন্য পা কাটিয়া ফেল এবং তাহা কাটা হইল। পঞ্চম বারে তাহাকে আনা হইলে তিনি বলিলেন: তাহাকে হত্যা কর। অতঃপর আমরা তাহাকে হত্যা করিলাম।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —আবু দাউদ, তিরমিজী, নেসায়ী

১১। একজন চোরকে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকটে আনা হইলে তাঁহার নির্দেশে হাত কাটিয়া তাহার গলায় ঝুলাইয়া রাখা হইল।

বর্ণনায়ঃ হযরত ফোজালা বিন্ ওবায়েদ। —তিরমিজী

১২। একজন সিঁধেল চোরকে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকটে আনা হইলে সে চুরি স্বীকার করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তুমি কি (মাল) চুরি করিয়াছ? সে বলিলঃ হাঁ। এইভাবে দুই কি তিনবার জিজ্ঞাসা করা হইলে প্রত্যেকবারেই সে স্বীকার করিল। অতঃপর আবার আনা হইলে, তিনি বলিলেনঃ আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাও এবং তওবা কর। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তিনবার বলিলেনঃ হে আল্লাহ্! তাহার তওবা কবুল কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু উমাইয়াহ্। —আবু দাউদ

ছবি

রসূলুল্লাহ্ (দঃ) পৌত্তলিকতা ও জড় পূজার মূলোৎপাটন করিবার জন্যই প্রেরিত হইয়াছিলেন। পূর্বেও অনেক নবী এই পৌত্তলিকতা ও জড় পূজা ধ্বংসের জন্য আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অনুবর্তীগণ তাঁহাদের অন্তর্ধানে পৌত্তলিক হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি দেখিলেন, যদি জীবন্ত প্রাণীর ছবি নিষিদ্ধ না করিয়া যান, তবে এই সকল ছবি বিশেষতঃ রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ও অন্যান্য নবীদের ছবি প্রত্যেক গৃহে ও মস্‌জিদে স্থান পাইবে। এই জন্যই তিনি জীবের ছবি আঁকা ও উহা লটকাইয়া রাখা হারাম করিয়াছেন। অন্যথায়, অসাবধানতা বশতঃ পৌত্তলিকতার ভাব মনের মধ্যে ও সমাজে প্রবেশ করিত এবং পৌত্তলিকতার ভিত্তি নূতন করিয়া স্থাপিত হইত।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) প্রতি গৃহের ছবি ভাঙ্গিয়া ফেলার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —বোখারী

২। আমি একটি ছবি অঙ্কিত বালিশ ক্রয় করিয়াছিলাম। যখন রসূলুল্লাহ্ (দঃ) উহা দেখিলেন তিনি দরজায় দাঁড়াইলেন কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিলেন না। তাঁহার চেহারায় ঘৃণার লক্ষণ দেখা গেল। আমি বলিলামঃ আমি যে গোনাহ্

করিয়াছি উহার জন্য আমি আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌র রসূলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তিনি বলিলেন: এই চিত্রাঙ্কিত বালিশ কেন? আমি বলিলাম: ব্যবহারের জন্য ক্রয় করিয়াছি। তিনি বলিলেন: এই ছবির প্রস্তুতকারীগণ বিচারের দিন শাস্তি পাইবে এবং তাহাদিগকে বলা হইবে: যাহা প্রস্তুত করিয়াছ উহাতে প্রাণ দাও। তিনি আরও বলিয়াছেন: যে ঘরে ছবি থাকে, সেই ঘরে ফিরেশ্‌তা প্রবেশ করে না।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৩। একটি জানালা প্রস্তুত করিয়া উহাতে ছবি অঙ্কিত পরদা লটকান হইয়াছিল। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) উহাকে কয়েক খণ্ড করিয়া গদি প্রস্তুত করিয়া বসিবার জন্য ঘরে রাখিলেন।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) যুদ্ধে গিয়াছিলেন। আমি একখানা কাপড় দরজায় লটকাইয়া দিলাম। তিনি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন এবং উহা খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর বলিলেন: পাথর এবং মাটিকে সুসজ্জিত করার জন্য আল্লাহ্‌ আমাদিগকে আদেশ দেন নাই।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেন: বিচারের দিন ঐ সকল লোক সর্বাপেক্ষা অধিক তিরস্কারের পাত্র হইবে যাহারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির অনুকরণে জীব-জন্তু প্রস্তুত করে।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)-এর পীড়িতাবস্থায় উম্মে সালমাহ্‌ এবং উম্মে হাবিবাহ্‌ হাবসী দেশের ছবির কথা উল্লেখ করিলে তিনি মাথা তুলিয়া বলিলেন: তাহারা ঐ লোক যাহারা কোন ধার্মিক লোকের মৃত্যু হইলে কবরের উপর উপাসনাগার প্রস্তুত করে এবং উহাতে ছবি অঙ্কন করে। উহারাই আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৭। একদিন রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নিদ্রা হইতে উঠিয়া দুঃখের সহিত বলিলেন: জিব্রাঈল গতরাত্রে আমার সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য ওয়াদা করিয়াছিল, কিন্তু সে আমার সহিত সাক্ষাৎ করে নাই। সতর্ক হও! আল্লাহ্র শপথ, সে ওয়াদা-ভঙ্গ করে না। অতঃপর তাবুর মধ্যে একটি কুকুরের বাচ্চা ছিল উহা তাড়াইয়া দিয়া পানি দ্বারা ঐ স্থানটি ধুইয়া ফেলিলেন। সন্ধ্যা হইলে জিব্রাঈল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিলেন: গতরাত্রে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ওয়াদা ছিল। জিব্রাঈল বলিল: হাঁ, কিন্তু যে ঘরে কুকুর বা ছবি থাকে সেই ঘরে আমরা প্রবেশ করি না। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) প্রাতে উঠিয়া কুকুর হত্যার আদেশ দিলেন। এমন কি ক্ষুদ্র উদ্যানের কুকুরগুলিও হত্যার আদেশ দিলেন, কিন্তু বৃহৎ উদ্যানের কুকুরগুলি হত্যার আদেশ দিলেন না।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: প্রত্যেক ছবি প্রস্তুতকারী দোযখে যাইবে। প্রত্যেক ছবির জন্য একটি দেহ সৃষ্টি হইবে এবং সেই দেহে প্রাণ দেওয়া হইবে। উহা তাহাকে দোযখে শাস্তি দিতে থাকিবে। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন: যদি ছবি আঁকিতেই হয়, তবে বৃক্ষাদি অথবা যাহার প্রাণ না থাকে তাহা আঁকিতে পার।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: জিব্রাঈল আমার নিকট আসিয়া বলিল: আমি গতরাত্রে আপনার নিকট আসিয়াছিলাম, কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিতে পারি নাই, কেন-না দেওয়ালে ছবি ছিল, ঘরে ছবি অঙ্কিত পরদা ছিল এবং কুকুর ছিল। সুতরাং ঘরে ছবি থাকিলে উহার মাথা কাটিয়া ফেলুন। উহাকে কাটিয়া বৃক্ষের আকার করুন, আর পরদাটিকে কয়েক টুকরা করিয়া দুইটি বালিশ প্রস্তুত করুন। কুকুরটিকে বাহির করিয়া দিন। তিনি তাহাই করিলেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী, আবু দাউদ

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ

কোনও কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে আজল প্রথায় জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করার বিধান আছে। সঙ্গমকালে শুক্র নির্গত হইবার উপক্রম হইলে উহা স্ত্রীর গর্ভে নিক্ষেপ

না করিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করাকে আজল বলে। আজলের ক্ষেত্রে স্ত্রীর সমর্থন ও সম্মতির প্রয়োজন আছে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) স্বাধীন স্ত্রীলোকের সহিত তাহার বিনা অনুমতিতে আজল করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত উমর। —ইবনে মাযাহ্

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে আজল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন: প্রত্যেক শুক্রতেই সন্তান হয় না। যখন আল্লাহ্ কোন কিছু সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, কোন কিছুই তাহাকে বাধা দিতে পারে না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু সঈদ খুদ্‌রী। —মোসলেম

৩। আমরা বনু মুস্তালিকের যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত আসিলাম এবং আরবীয় তরুণীগণকে বন্দী করিয়া আনিলাম। আমাদের স্ত্রী সহবাসের বড়ই আগ্রহ হইল এবং বিদেশে অবস্থান আমাদের নিকট খুবই কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। আমরা আজল করিতে ভাল বাসিতাম এবং আজল করিবার ইচ্ছা হইল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে আমরা বলিলাম: আমরা আজল করিতেছি। তিনি বলিলেন: তোমরা যদি ইহা না কর, তাহাতে কোন দোষ নাই। কিয়ামত পর্যন্ত যাহা সৃষ্টি হইবার তাহা পূর্বেই হইয়াছে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু সঈদ খুদ্‌রী। —মোসলেম

৪। আমরা আজল করিতাম। সেই যুগে কুরআন অবতীর্ণ হইতেছিল। অন্য বর্ণনায়ঃ এই সংবাদ রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি আমাদিগকে নিষেধ করেন নাই।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের। —বোখারী, মোসলেম

৫। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া বলিল: আমার একটি তরুণী দাসী আছে, আমি তাহার সহিত সহবাস করিতেছি কিন্তু আমি পছন্দ করি না বা চাই না যে, তাহার গর্ভ হয়। তিনি বলিলেন: ইচ্ছা হইলে তাহার সহিত আজল কর। যাহা তাহার তকদীরে (ভাগ্যে) আছে, তাহা হইবেই। কিছুক্ষণ পরে লোকটি আসিয়া বলিল: তাহার গর্ভ হইয়াছে। তিনি বলিলেন: আমি

তোমাকে বলিয়াছি যে, শীঘ্রই যাহা তাহার ভাগ্যে আছে, তাহা তাহার নিকটে আসিবে।

বর্ণনায় : হযরত জাবের। —বোখারী, মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : আমি তোমাকে 'গাইলাহ্' (সন্তানকে দুগ্ধ দানকালীন অবস্থায় সঙ্গমকে গাইলাহ্ বলে) নিষেধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। অতঃপর আমি রোম ও পারস্যের দিকে লক্ষ্য করিলাম। তাহারা গাইলাহ্ করিত। ইহাতে তাহাদের সন্তানগণের কোন অনিষ্ট হইত না। অতঃপর তাঁহাকে আজল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন : তাহা সন্তানগণকে জীবন্ত প্রোথিত করা এবং তাঁহার এই আয়াত : "যখন ঐ সকল সন্তানগণকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, কি পাপের জন্য তাহাদিগকে নিহত করা হইয়াছিল ?"

বর্ণনায় : হযরত খোদামাহ্। —মেশ্কাত

৭। এক ব্যক্তি বলিল : আমি আমার স্ত্রীর সহিত আজল করি। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন : তুমি তাহা কর কেন ? সে বলিল : আমি তাহার সন্তানের ভয় করি। তিনি বলিলেন : যদি ইহা তাহাকে অনিষ্ট করে, তাহা হইলে ইহা রোম ও পারস্যবাসীদিগকে অনিষ্ট করিবে।

বর্ণনায় : হযরত সায়াদ বিন ওয়াক্কাস। —মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : তোমরা গোপনে তোমাদের সন্তানগণকে হত্যা করিও না এবং গাইলাহ্ সহবাস অশ্বারোহীকে কষ্ট দেয় এবং তাহাকে ঘোড়া হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করে।

বর্ণনায় : হযরত আসমায়া বিন্তে এযিদ। —আবু দাউদ

জবর দখল

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যে অন্যায়ভাবে কোন জমির অংশ দখল করে, কিয়ামতের দিন তাহাকে সপ্তস্তর জমির নীচে লইয়া যাওয়া হইবে।

বর্ণনায় : হযরত সালেম। —বোখারী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : অনুমতি ব্যতীত একজনের প্রাণীর দুগ্ধ অন্যজনে দোহন করিতে পারিবে না। তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কি ইচ্ছা করে যে, তাহার দুগ্ধ-পাত্র ছিনাইয়া লওয়া হউক, উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হউক এবং উহার মধ্যে যাহা আছে তাহা নষ্ট করা হউক? নিশ্চয়ই চতুষ্পদ প্রাণীর ওলানই তাহার খাদ্যের ভাণ্ডার।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে উমর। —মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) লুণ্ঠন এবং অঙ্গহানি করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায় : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ এযিদ। —বোখারী

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : সতর্ক হও। অত্যাচার করিও না। সতর্ক হও! মালিকের অনুমতি ব্যতীত কোন মাল হালাল নহে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোবায়রা। —বাইহাকী

জবেহ্

জবেহ্ করার প্রথমে "বিস্মিল্লাহে আল্লাহু আকবর" (আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করিতেছি, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ) বলা নিয়ম। ইহা না বলিলে সেই মাংস অবৈধ বা নিষিদ্ধ হইয়া যায়। জবেহ্ করার সময় প্রাণীকে অহেতুক কষ্ট দেওয়া অন্যায়।

১। আমি বলিলাম : আগামী কল্য আমরা শত্রুর সম্মুখীন হইব, আমাদের নিকট কোনও ছুরি নাই। আমরা কি কঞ্চি দ্বারা জবেহ্ করিব? তিনি বলিলেন : যাহাতে রক্তপাত হয় এবং আল্লাহ্র নাম লওয়া হয়, তাহা খাও, কিন্তু দাঁত ও নখ খাইও না। দন্ত, ইহা একটি হাড়; নখ, ইহা হাবসীদের ছুরি। অতঃপর যুদ্ধের ফলে উট এবং ভেড়া আমাদের হাতে আসিল। একটি উট পলাইয়া যাইতেছিল। একজন উহার প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করিয়া উহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন : হিংস্র পশুর ন্যায় এই উটেরও বন্য জন্তুর স্বভাব আছে। যখন ইহার কোনও কিছু তোমাদিগকে পরাজিত করে, তখন এইরূপ করিও।

বর্ণনায় : হযরত রাফে বিন্ খাদিজ। —বোখারী

তোমাকে বলিয়াছি যে, শীঘ্রই যাহা তাহার ভাগ্যে আছে, তাহা তাহার নিকটে আসিবে।

বর্ণনায় : হযরত জাবের। —বোখারী, মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : আমি তোমাকে 'গাইলাহ্' (সন্তানকে দুগ্ধ দানকালীন অবস্থায় সঙ্গমকে গাইলাহ্ বলে) নিষেধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। অতঃপর আমি রোম ও পারস্যের দিকে লক্ষ্য করিলাম। তাহারা গাইলাহ্ করিত। ইহাতে তাহাদের সন্তানগণের কোন অনিষ্ট হইত না। অতঃপর তাঁহাকে আজল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন : তাহা সন্তানগণকে জীবন্ত প্রোথিত করা এবং তাঁহার এই আয়াত : "যখন ঐ সকল সন্তানগণকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, কি পাপের জন্য তাহাদিগকে নিহত করা হইয়াছিল ?"

বর্ণনায় : হযরত খোদামাহ্। —মেশ্কাত

৭। এক ব্যক্তি বলিল : আমি আমার স্ত্রীর সহিত আজল করি। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন : তুমি তাহা কর কেন ? সে বলিল : আমি তাহার সন্তানের ভয় করি। তিনি বলিলেন : যদি ইহা তাহাকে অনিষ্ট করে, তাহা হইলে ইহা রোম ও পারস্যবাসীদিগকে অনিষ্ট করিবে।

বর্ণনায় : হযরত সায়াদ বিন ওয়াক্কাস। —মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : তোমরা গোপনে তোমাদের সন্তানগণকে হত্যা করিও না এবং গাইলাহ্ সহবাস অশ্বারোহীকে কষ্ট দেয় এবং তাহাকে ঘোড়া হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করে।

বর্ণনায় : হযরত আসমায়া বিন্তে এযিদ। —আবু দাউদ

জবর দখল

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যে অন্যায়ভাবে কোন জমির অংশ দখল করে, কিয়ামতের দিন তাহাকে সপ্তস্তর জমির নীচে লইয়া যাওয়া হইবে।

বর্ণনায় : হযরত সালেম। —বোখারী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : অনুমতি ব্যতীত একজনের প্রাণীর দুগ্ধ অন্যজনে দোহন করিতে পারিবে না। তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কি ইচ্ছা করে যে, তাহার দুগ্ধ-পাত্র ছিনাইয়া লওয়া হউক, উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হউক এবং উহার মধ্যে যাহা আছে তাহা নষ্ট করা হউক? নিশ্চয়ই চতুষ্পদ প্রাণীর ওলানই তাহার খাদ্যের ভাণ্ডার।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে উমর। —মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) লুণ্ঠন এবং অঙ্গহানি করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায় : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ এযিদ। —বোখারী

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : সতর্ক হও। অত্যাচার করিও না। সতর্ক হও! মালিকের অনুমতি ব্যতীত কোন মাল হালাল নহে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বাইহাকী

জবেহ্

জবেহ্ করার প্রথমে "বিস্মিল্লাহে আল্লাহু আকবর" (আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করিতেছি, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ) বলা নিয়ম। ইহা না বলিলে সেই মাংস অবৈধ বা নিষিদ্ধ হইয়া যায়। জবেহ্ করার সময় প্রাণীকে অহেতুক কষ্ট দেওয়া অন্যায়।

১। আমি বলিলাম : আগামী কল্য আমরা শত্রুর সম্মুখীন হইব, আমাদের নিকট কোনও ছুরি নাই। আমরা কি কঞ্চি দ্বারা জবেহ্ করিব? তিনি বলিলেন : যাহাতে রক্তপাত হয় এবং আল্লাহ্‌র নাম লওয়া হয়, তাহা খাও, কিন্তু দাঁত ও নখ খাইও না। দন্ত, ইহা একটি হাড়; নখ, ইহা হাবসীদের ছুরি। অতঃপর যুদ্ধের ফলে উট এবং ভেড়া আমাদের হাতে আসিল। একটি উট পলাইয়া যাইতেছিল। একজন উহার প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করিয়া উহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন : হিংস্র পশুর ন্যায় এই উটেরও বন্য জন্তুর স্বভাব আছে। যখন ইহার কোনও কিছু তোমাদিগকে পরাজিত করে, তখন এইরূপ করিও।

বর্ণনায় : হযরত রাকে বিন্ খাদিজ। -বোখারী

২। আমার এক পাল মেষ সালয়া নামক স্থানে চরাইত। আমাদের একটি বালিকা পালের একটি মেষকে মৃতপ্রায় দেখিল। সে একখণ্ড পাথর দ্বারা উহাকে জবেহ্ করিল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উহা ভক্ষণ করিতে আদেশ দিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত কা-আব বিন্ মালেক। —বোখারী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আল্লাহ্ প্রত্যেক দ্রব্যে দয়া অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। তোমরা যখন হত্যা কর, সহজভাবে হত্যা কর এবং যখন জবেহ্ কর, সহজভাবে জবেহ্ কর। তোমাদের কেহ যেন ছুরি ধারাল করিয়া লয় এবং জবেহ্র প্রাণীকে সান্ত্বনা দেয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত সাদ্দাদ বিন্ আউস। —মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) প্রাণী সমূহকে হত্যার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করাইতে নিষেধ করিয়াছেন। অন্য বর্ণনায়ঃ রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ঐ ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, যে স্ফূর্তির জন্য কোনও প্রাণী গ্রহণ করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইব্‌নে উমর। —বোখারী, মোসলেম

৫। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: যে শিকার পায়, কিন্তু তাহার নিকট ছুরি না থাকে, সে কি পাথর বা লাঠির একাংশ দ্বারা জবেহ্ করিতে পারে? তিনি বলিলেন: যে দ্রব্যের দ্বারাই হউক রক্ত প্রবাহিত কর এবং আল্লাহ্র নাম লও। অন্য বর্ণনায়ঃ তিনি বলিয়াছেন: যখন তোমরা (শিকারের জন্য) কুকুর প্রেরণ কর আল্লাহ্র নাম লইও। ইহা যদি তোমার জন্য কিছু নিয়া আসে এবং উহা জীবিত পাও, তবে জবেহ্ কর এবং যদি মৃত দেখ এবং উহার কতকাংশ কুকুর না খাইয়া থাকে, তবে উহা খাও। যদি (কুকুর কতকাংশ) খাইয়া থাকে তবে উহা খাইও না, কেন-না কুকুর উহা নিজের জন্যই ধরিয়াছে। যদি তোমার কুকুরের সহিত অন্য কুকুর ইহা মারিয়া থাকে, উহা খাইও না, কেন-না তুমি জান না কোন্‌টি ইহাকে মারিয়াছে। যখন তীর নিক্ষেপ কর, আল্লাহ্র নাম লইও। যদি একদিন পর্যন্ত ইহা না পাওয়া যায় এবং তোমার তীরের চিহ্ন ব্যতীত শিকারের অন্য কিছু না দেখ, ইচ্ছা করিলে খাও। যদি উহা পানিতে নিমজ্জিত দেখ, ইহা খাইও না। অন্য বর্ণনায়ঃ

তিনি বলিয়াছেন : শিক্ষাপ্রাপ্ত শিকারী কুকুর বা বাজ (পাখী) আল্লাহ্‌র নাম লইয়া পাঠাও, উহারা তোমার নিকট যাহা নিয়া আসে তাহা খাও। জিজ্ঞাসা করিলাম : যদি মারিয়া ফেলে ? তিনি বলিলেন : যখন মারিয়া ফেলে এবং তাহারা কিছু না খায়, তাহা তোমার নিকট আনা সদৃশ।

বর্ণনায় : হযরত আদি বিন্ হাতেম। —বোখারী, মোসলেম, আবু দাউদ, নেসায়ী

৬। আমার পিতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন : গ্রীবাদেশ বা শ্বাসনালী ব্যতীত কি জবেহ্ করা যায় না ? রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন : যদি উহার উরুতে তীর নিক্ষেপ কর, ইহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

বর্ণনায় : হযরত আবুল ওয়াশারা। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৭। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম : আমরা উট হত্যা করি এবং গরু ও মেষ জবেহ্ করি। (কোনও কোনও সময়) উহাদের গর্ভে বাচচা দেখি। উহা কি ফেলিয়া দিব, না খাইব ? হযরত (দঃ) বলিলেন : ইচ্ছা হইলে খাও, কেন-না উহার মাতাকে হত্যা করিলে উহাকেই হত্যা করা হয়।

বর্ণনায় : হযরত আবু সঈদ্ খুদ্‌রী। —আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি চড়ুই পাখী বা উহার বড় কোন পাখীকে উহার হক ব্যতীত অন্যায়ভাবে হত্যা করে, আল্লাহ্ উহার হত্যার সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন। প্রশ্ন করা হইল : ইহার হক কি ? তিনি বলিলেন : ইহাকে জবেহ্ করা এবং ভক্ষণ করা। মাথা কাটিয়া ইহাকে ফেলিয়া দেওয়া নহে।

বর্ণনায় : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —নেসায়ী

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যখন তোমার তীর দ্বারা (শিকার) বিদ্ধ কর অতঃপর উহা পাওয়া না যায়, কিন্তু (পরে) তুমি উহা ধরিতে পার, না পচা পর্যন্ত উহা ভক্ষণ কর। অন্য বর্ণনায় : তিন দিন পরে যে শিকার পাওয়া গিয়াছে, উহা না পচা পর্যন্ত ভক্ষণ কর।

বর্ণনায় : হযরত আবু সা'য়ালাবা। —মোসলেম

১০। হযরত আলীকে জিজ্ঞাসা করা হইল রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কি

আপনাকে বিশেষ কিছু দিয়াছেন ? তিনি বলিলেন : আমার এই তরবারির কোষে যাহা আছে তাহা ব্যতীত তিনি সর্বসাধারণকে যাহা দেন নাই তাহা আমাকে বিশেষ ভাবে দেন নাই। তারপর তিনি এক লেখা বাহির করিলেন উহাতে (লেখা ছিল) আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, যে আল্লাহ্র নাম না লইয়া জবেহ্ করে এবং ঐ ব্যক্তিকে অভিসম্পাত দিয়াছেন, যে জমির সীমানা চিহ্ন চুরি করে। অন্য বর্ণনায় : যে জমির সীমানা পরিবর্তন করে এবং আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করিয়াছেন যে, বেদাতী (নবীর নীতির বাহিরে কার্যকারী)-কে আশ্রয় দেয়।

বর্ণনায় : হযরত আবু তোফায়েল। —মোসলেম

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল : এখানে বহু লোক আছে যাহারা নূতন মুসলমান হইয়াছে। তাহারা আমাদের নিকট মাংস নিয়া আসে কিন্তু (জবেহ্ কালে) আল্লাহ্র নাম লইয়াছে কি-না তাহা জানি না। তিনি বলিলেন : তোমরা আল্লাহ্র নাম লইয়া খাও।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —বোখারী

জানাযা

মৃত পুরুষ বা স্ত্রী সকলের জন্যই জানাযার নামায পড়া অত্যাবশ্যক। যে শিশু জন্মগ্রহণ করার পর-মুহূর্তে মারা যায় তাহারও জানাযার নামায পড়িতে হয়। ইহাতে অংশ গ্রহণ করা ফর্‌যে কেফায়া (যে কাজ সকলের পক্ষে এক জনে করিলে উহা আদায় হইয়া যায়, কিন্তু কেহ না করিলে সকলে গোনাহ্‌গার হয়, তাহাকে ফর্‌যে কেফায়া বলে)।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যে মুসলমান বিশ্বাসের সহিত এবং পুরস্কারের আশায় মুসলমানের শবের (লাশের) অনুসরণ করে এবং জানাযার নামায পর্যন্ত সঙ্গে থাকিয়া দাফনকার্য সম্পন্ন করে, সে দুই কিরাত (আরবীয় মুদ্রা দীনারের এক ষষ্ঠাংশ) পুণ্য লইয়া ফিরিয়া আসে। প্রত্যেকটি কিরাত ওহুদ পর্বত সমান। আর যে জানাযার নামায পড়িয়া দাফনের পর্বে ফিরিয়া আসে, সে এক কিরাত পুণ্য লইয়া ফিরিয়া আসে।

বর্ণনায় : হযরত আব হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২। একটি লোক মসজিদে থাকিত। তাহাকে না দেখিয়া হযরত (দঃ) খোঁজ করিলেন। উপস্থিত লোকজন বলিলঃ সে মারা গিয়াছে। তিনি বলিলেনঃ তোমরা আমাকে কেন জানাইলে না? তাহারা বলিলঃ তাহারা ইহাকে ছোট কাজ বলিয়া মনে করিয়াছিল। তিনি বলিলেনঃ আমাকে তাহার কবরের নিকট নিয়া চল। তিনি তথায় গিয়া জানাযার নামায পড়িলেন এবং বলিলেনঃ এই সকল কবর ইহাদের অধিবাসীদিগকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখে এবং তাহাদের জন্য আমার এই জানাযার কারণে আল্লাহ্ এই সকল কবরকে আলোকিত করেন।

বর্ণনায়ঃ হযবত আবু হোরায়বা। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যখন তোমরা মৃত ব্যক্তির জন্য জানাযা পড় তাহার জন্য খাঁটি মনে দোয়া কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে শব দেহের অনুগমন করে এবং তিন বার বহন করে, সে ইহার প্রতি পূর্ণ কর্তব্য সম্পাদন করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মৃতদেহের জানাযা পড়িতেন এবং বলিতেনঃ হে আল্লাহ্। আমাদের জীবিত ও মৃত লোকদিগকে, আমাদের উপস্থিত এবং অনুপস্থিত লোকদিগকে এবং আমাদের মধ্যে ছোট ও বড় এবং পুরুষ ও নারীগণকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ্। আমাদের মধ্যে যাহাকে তুমি জীবিত রাখ এবং যাহার মৃত্যু ঘটাও তাহাকে বিশ্বাসের উপর রাখ। হে আল্লাহ্। তোমার পুরস্কার হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিও না এবং আমাদের প্রতি বিপদ-আপদ দিও না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ, তিরমিজী

৬। হযরত (দঃ) এক জানাযায় এই দোয়া পাঠ করিয়াছিলেনঃ হে আল্লাহ্। ইহার প্রতিপালক তুমি, তুমিই ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছ এবং ইহাকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করিয়াছ। ইহার রূহ (আত্মা) তুমি কব্‌জ্ করিয়াছ।

ইহার প্রকাশ্য ও গুপ্ত সকলই তুমি উত্তমরূপে জ্ঞাত আছ। আমরা ইহার মুক্তি প্রার্থীরূপে আসিয়াছি। তাহাকে ক্ষমা কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ কোন মুসলমানের মৃত্যুর পর যদি তিন সারি মুসলমান তাহার জানাযা পড়ে, তাহার জন্য বেহেশ্‌ত সুনিশ্চিত।

বর্ণনায়ঃ হযরত মালেক বিন্ হোবারাহ্। —আবু দাউদ

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ শিশুর কোন জানাযা নাই। যে পর্যন্ত সে শ্বাস-প্রশ্বাস না ফেলে সে পর্যন্ত সে কাহারও উত্তরাধিকারী নহে এবং তাহারও কেহ ওয়ারিস নহে।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের। —তিরমিজী, ইব্‌নে মাযাহ্

৯। হযরত (দঃ) ওহুদের যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিগণকে একই কাফনের মধ্যে দুইজন করিয়া আবৃত করিয়া বলিতেনঃ ইহাদের মধ্যে কে কুরআন বেশী পড়িত? যাহাকে ইঙ্গিত করা হইত, তাহাকে প্রথমে কবরে রাখা হইত। তিনি বলিয়াছেনঃ কিয়ামতের দিন আমি ইহাদের জন্য সাক্ষী থাকিব। তিনি তাহাদের রক্তসহ দাফন করিতে নির্দেশ দিলেন। তাহাদিগকে গোসল করাইলেন না এবং জানাযাও পড়িলেন না।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের। —বোখারী

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যদি কোন মৃত বক্তির জন্য মুসলমানদের একশত জনের একটি জামাত (দল) জানাযা পড়ে এবং প্রত্যেকেই তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ তাহাদের প্রার্থনা কবুল করিবেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —মোসলেম

১১। আমরা হযরত (দঃ)-এর সহিত একটি মৃত দেহ লইয়া বাহির হইলাম। তিনি কতক লোককে আরোহণ করিয়া যাইতে দেখিয়া বলিলেনঃ তোমাদের কি লজ্জা হয় না যে, আল্লাহ্‌র ফিরেশ্‌তাগণ মাটির উপর হাঁটিতেছে আর তোমরা প্রাণীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছ?

বর্ণনায়ঃ হযরত সাওবান। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

১২। যে দিন নাজ্জাসীর মৃত্যু হয়, লোকের নিকট রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মৃত্যু সংবাদ বলিয়াছিলেন এবং সকলকে সহ নামাযের স্থানে আসিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিলেন এবং চারি তকবীর পাঠ করিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এক জানাযাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করিয়াছিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইব্‌নে আব্বাস। —তিরমিজী

জামাতের ফজিলত বা মাহাত্ম্য

ফরয নামাযই জামাতে পড়িবার নিয়ম। দুই জনের সহিত তৃতীয় জন জামাতে যোগদান করিলে ইমাম সামনে অথবা মোক্তাদী পিছনে যাইবে। মোক্তাদীগণ ইমামের অনুসরণ করিবে। স্ত্রীলোকগণ জামাতে শরীক হইলে তাহাদের সারি সকলের পিছনে থাকিবে। জামাতে নামায পড়ার পুণ্য অত্যধিক। মস্‌জিদের দিকে প্রত্যেক পদক্ষেপই পুণ্য আনয়ন করে। ৪০ দিন জামাতে নামায পড়িলে দোযখ হইতে মুক্তি পায়। প্রত্যেক বাড়ীতে সকলে জামাতে নামায পড়িতে পারে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ একাকী নামায পড়ার চাইতে জামাতে (দলবদ্ধভাবে) নামায পড়ায় ২৭ গুণ বেশী পুণ্য লাভ হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

২। তিনি বলিয়াছেনঃ যখন তোমাদের কাহারও স্ত্রী মসজিদে যাইবার অনুমতি চায়, সে যেন কিছুতেই তাহাকে বাধা না দেয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

৩। তিনি বলিয়াছেনঃ যখন তোমাদের কাহারও খাদ্য রাখা হয় এবং তখন নামাযের ইকামত বলা হয়, খাওয়া আরম্ভ কর এবং শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাড়াতাড়ি করিও না।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

৪। ঠাণ্ডা এবং ঝড়ের রাত্রিতে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নির্দেশ দিতেন: সতর্ক হও। বাড়ীতে নামায পড়।

বর্ণনায়: হযরত ইব্‌নে উমর। —বোখারী, মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যাহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ। আমি নিশ্চয়ই ইচ্ছা করি যে, এক বোঝা কাঠের জন্য আদেশ করি এবং উহা সংগৃহীত হইলে নামাযের জন্য আদেশ করি এবং আযান দেওয়া হয়, অতঃপর কোন ব্যক্তিকে ইমামতির জন্য আদেশ দেই এবং আমি তাহাদের পশ্চাতে থাকি যেন তাহাদের (যাহারা নামায পড়ে না) ঘর জ্বালাইয়া দিতে পারি। যাহার হাতে আমার জীবন তাহার শপথ। তাহাদের কেহ যদি জানিত যে, সে রান্না করা মাংস অথবা উত্তম দুইটি মেষ পাইবে তবে এশার নামাযের সময় তাহারা উপস্থিত থাকিত।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৬। তিনি বলিয়াছেন: যখন নামাযের ইকামত বলা হয়, তখন ফরয নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায নাই।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৭। তিনি বলিয়াছেন: কোন স্ত্রীলোক "বাখুর" নামক সুগন্ধি ব্যবহার করিয়া আমাদের সঙ্গে শেষ এশার নামাযের জন্য যেন উপস্থিত না থাকে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোবাযরা। —মোসলেম

৮। তিনি বলিয়াছেন: যে স্ত্রীলোক মসজিদে যাওয়ার জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করে, সে যে পর্যন্ত অপবিত্রতা হইতে গোসল করিবার ন্যায় উহা ধুইয়া না ফেলে সেই পর্যন্ত তাহার নামায কবুল হয় না।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: খাদ্য আনা হইলে নামায নাই, অথবা মল-মূত্রের বেগ হইলে নামায নাই।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —মোসলেম

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ তোমাদের স্ত্রীগণকে মসজিদে যাইতে নিষেধ করিও না, কিন্তু তাহাদের ঘরই তাহাদের জন্য উত্তম।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —আবু দাউদ

১১। হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনকে আযান দিতে শুনে এবং তাহাকে অনুসরণ করিবার জন্য যদি কোনই ওজর (ভয় বা ব্যাধি) না থাকে, সে (জামাত ছাড়া একাকী) নামায পড়িলে তাহার নামায কবুল হইবে না।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —আবু দাউদ

১২। হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ দুইজন বা উহার অধিক লোকে এক জামাত হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু মুসা। —ইবনে মাযাহ্

১৩। যে ব্যক্তি মসজিদে থাকাকালীন আযান শুনিতে পায় এবং কোন আবশ্যকীয় কাজ ব্যতীত বাহির হইয়া আসে এবং ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা রাখে না, সে মুনাফিক।

বর্ণনায়ঃ হযরত উসমান। —ইবনে মাযাহ্

১৪। তিনি বলিয়াছেনঃ যখন নামাযের ইকামত বলা হয় এবং তোমাদের কাহারও মল-মূত্রের বেগ হয়, সে যেন প্রথম উহা ত্যাগ করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আবকাম। —তিরমিজী

জামিন

১। মক্কা বিজয়ের দিন আমি বলিলামঃ আমার মায়ের ছেলে আলী আমার আশ্রিত। এক ব্যক্তি (তাহাকে) হত্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেনঃ তুমি যাহাকে আশ্রয় দিয়াছ আমরাও তাহাকে আশ্রয় দিয়াছি। অন্য বর্ণনায়ঃ আমার দইজন নিকট-আত্মীয়কে আমি আশ্রয় দিয়াছি। তিনি বলিলেনঃ তুমি যাহাকে নিরাপত্তা দিয়াছ আমরাও তাঁহাকে তাহা দিয়াছি।

বর্ণনায়ঃ হযরত উম্মে হানী। —বোখারী, মোসলেম, তিরমিজী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি নিজের জীবনের বিনিময়ে অন্য ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়া তাহাকে হত্যা করে, কিয়ামতের দিন তাহাকে বিশ্বাস-ঘাতকতার চিহ্ন বা প্রতীক দেওয়া হইবে।

বর্ণনায় : হযরত আমর। —শরহি সুন্নত

৩। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন : যে কোন স্ত্রীলোক তাহার কওমের পক্ষে আশ্রয় দেয় অর্থাৎ মুসলমানদের পক্ষে আশ্রয় দেয়।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

জীবন স্বত্ব

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : জীবন স্বত্ব দেওয়া বৈধ।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : জীবন স্বত্ব ওয়ারিস সূত্রে ওয়ারিসের নিকট যায়। অন্য বর্ণনায় : যে ব্যক্তি নিজের জন্য এবং তাহার বংশধরদের জন্য জীবন স্বত্ব দেয়, তাহা তাহাদেরই জন্য হয়। যে দান করিয়াছে, ইহা তাহার নিকট ফিরিয়া যায় না। সে এমন দান করিয়াছে যাহা ওয়ারিসসূত্রে পাওয়া যায়। অন্য বর্ণনায় : রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যে জীবন স্বত্ব বৈধ করিয়াছেন, তাহা এইভাবে উল্লেখ করিয়া করিতে হয় : ইহা তোমার এবং তোমার বংশধরগণের। যদি সে বলে : যতদিন তুমি জীবিত থাক ততদিন ইহা তোমার জন্য, তাহা হইলে ইহা মালিকের নিকট ফিরিয়া আসিবে। অন্য বর্ণনায় : তিনি বলিয়াছেন : তোমাদের সম্পত্তি নিজের নিকট আবদ্ধ রাখ, উহা নষ্ট করিও না। কেহ যদি কাহাকেও জীবন স্বত্ব দান করে, শেষোক্ত ব্যক্তি জীবিত থাকুক বা মৃত হউক, উহা তাহার জন্য এবং তাহার বংশধরগণের জন্য।

বর্ণনায় : হযরত জাবের। —বোখারী, মোসলেম

জীব-জন্তুর প্রতি কর্তব্য

প্রাণী হত্যা না করিয়া মানুষ দুনিয়াতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। মানুষকে জীবিত থাকিতে হইলে প্রাণী-হত্যার প্রয়োজন হইবেই। আল্লাহ্র

বিধানও তাহাই। প্রয়োজন বোধে প্রাণী হত্যা বৈধ। কিন্তু অনাবশ্যক বা কৌতুক করিয়া প্রাণী হত্যা অবৈধ।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: একটি পিপীলিকা একজন নবীকে দংশন করিয়াছিল। তিনি পিপীলিকার স্থানটিকে পোড়াইয়া ফেলিতে নির্দেশ দিলেন। উহা পোড়াইয়া ফেলা হইলে আল্লাহ্ বলিলেন: একটি পিপীলিকা দংশন করিয়াছে, তজ্জন্য তুমি আল্লাহ্র প্রশংসাকারী একটি উম্মতকে পোড়াইয়া ফেলিলে?

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: একজন পতিতার পাপ ক্ষমা করা হইয়াছিল। সে একটি কূপের নিকট দিয়া যাইতেছিল। দেখিল, একটি কুকুর জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতেছে এবং তৃষ্ণা ইহাকে মৃতপ্রায় করিয়াছে। স্ত্রীলোকটি তাহার খোঁপার রশি খুলিয়া (কূপ হইতে) কুকুরটি জন্য পানি তুলিল। ইহার জন্য তাহার পাপ ক্ষমা করা হইল।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: একটি স্ত্রীলোককে একটি বিড়াল আটক করিয়া রাখার জন্য শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল। ক্ষুধার কারণে বিড়ালটির মৃত্যু হইয়াছিল। স্ত্রীলোকটি খাদ্যও দেয় নাই এবং বিড়ালটি যাহাতে কীট-পতঙ্গ অন্য কিছু খাইয়া বাঁচিতে পারে তজ্জন্য উহাকে মুক্ত করিয়াও দেয় নাই।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর ও আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: দোযখকে আমার নিকট উপস্থিত করা হইলে, তন্মধ্যে বনি-ইসরাঈলের একটি স্ত্রীলোককে তাহার একটি বিড়াল সম্বন্ধে শাস্তি পাইতে দেখিলাম। সে উহাকে খাদ্য না দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। ফলে বিড়ালটি মারা যায়। আমর বিন্ আমেরকে দোযখে তাহার নাড়ীভুঁড়ি চিড়িতে দেখিলাম। সে-ই প্রথম ব্যক্তি যে উটকে মুক্ত করার একটি প্রথা প্রচলন করিয়াছিল।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —মেশ্কাত

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) একটি উটের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। উটটির পিঠ উহার উদরের (পেটের) সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি বলিলেনঃ এই সকল প্রাণী সম্বন্ধে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। সুস্থ অবস্থায় তাহাদের উপর আরোহণ কর এবং সুস্থাবস্থায় তাহাদিগকে ত্যাগ কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত সালাহ্। —আবু দাউদ

৬। হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ কোন মুসলমান যখন শস্য কাটে বা শস্যের বীজ (মাঠে) ছড়াইয়া দেয়, তখন মানুষ বা পশু-পক্ষী তাহা হইতে কুড়াইয়া খায়, উহা তাহার দানের কার্য বলিয়া গণ্য হইবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

জুতা ও মোজা

রসূলুল্লাহ্ (দঃ) জুতা বা পাদুকা ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন। জুতা ব্যবহার করিলে পদদ্বয় আরামে থাকে। তিনি লোমবিহীন চর্ম নির্মিত জুতা ব্যবহার করিতেন। স্ত্রী লোকের জুতা পুরুষে এবং পুরুষের জুতা স্ত্রীলোকে ব্যবহার করিবে না। জুতা পরিষ্কার ও পবিত্র থাকিলে উহা সহ নামায পড়িতে নিষেধ নাই।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে লোমবিহীন পাদুকা ব্যবহার করিতে আমি দেখিয়াছি।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —বোখারী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর পাদুকায় দুইটি ফিতা ছিল।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —বোখারী

৩। এক যুদ্ধের সময় আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছিঃ জুতা অধিক সময় ব্যবহার কর। যে পর্যন্ত জুতা পায় থাকে, সে পর্যন্ত সে আরোহীর ন্যায় থাকে।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের। —মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ জুতার ফিতা ছিঁড়িয়া গেলে মেরামত না করা পর্যন্ত কেহ যেন এক পায়ে জুতা ব্যবহার না করে। এক মোজা পরিয়া

না হাঁটে, বাম হাত দ্বারা খাদ্য গ্রহণ না করে। একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা দেহ আবৃত না করে এবং কষ্টকর পথে না চলে।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের। —মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ তোমাদের কেহ যখন জুতা পরিধান করে, সে যেন ডান পা হইতে আরম্ভ করে এবং যখন উহা খুলিবে সে যেন বাম পা হইতে আরম্ভ করে। (পরিধানের সময় প্রথম ডান পা এবং খুলিবার কালে প্রথম বাম পা)।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৬। হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ তোমাদের কেহ যেন একখানা জুতা পায় দিয়া না হাঁটে। উভয় পা নগ্ন থাকিবে অথবা জুতা পরিহিত থাকিবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) দাঁড়াইয়া জুতা পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং যখন কোন লোক আসন গ্রহণ কর সে যেন জুতা খুলিয়া পার্শ্বে রাখিয়া দেয়। ইহাই নবীর নীতি।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের ও আব্বাস। —আবু দাউদ, তিরমিজী

৮। আবিসিনিয়ার রাজা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে একজোড়া কালো রঙের মোজা উপহার দিয়াছিলেন। তিনি উহা ব্যবহার করিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে বোরাইদাহ্। —ইবনে মাযাহ্

জুম'আর দিন ও নামায

জুম'আর দিন অত্যন্ত বরকতের দিন। ইহা বৃহস্পতিবার সূর্যাস্ত হইতে শুক্রবার সূর্যাস্ত পর্যন্ত থাকে। এই সময়ের মধ্যে এমন একটি সময় আছে যখন আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা মঞ্জুর করেন। ঐ দিনে কোন মুসলমানের মৃত্যু হইলে কবর আজাব হইতে রেহাই পাইবে। শুক্রবার হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন। শুক্রবার কিয়ামত হইবে। জুম'আর নামায দুই রাকাত। যাহারা অসুস্থ, স্ত্রীলোক, গোলাম এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক তাহাদের জন্য জুম'আর নামায ফরয নহে। জুম'আর নামাযে যাওয়ার পূর্বে নখ কর্তন, গুপ্তস্থানের কেশ মুণ্ডন, দাঁত পরিষ্কার, গোসল এবং উত্তম

পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সুগন্ধি ব্যবহার করিবে। আল্লাহ্ বলিয়াছেন: হে মুমিনগণ। যখন শুক্রবার (জুম'আর) আযান হয়, তখন আল্লাহ্‌র স্মরণের দিকে দৌড়াও এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ কর। যদি তোমরা জানিতে, তোমাদের পক্ষে তাহাই উত্তম। যখন নামায শেষ হয় পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ কর যেন কৃতকার্য হইতে পার। খোৎবার সময় সকলে নীরব থাকিবে। জুম'আর শেষ রাকাত না পাইলে যুহরের চারি রাকাত নামায পড়িতে হয়।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: সর্বাপেক্ষা যে উত্তম দিনে সূর্য উদিত হয় তাহা জুম'আর দিন। সেই দিন আদম (আঃ) পয়দা হইয়াছেন, ঐ দিন তাঁহাকে বেহেশ্‌তে নেওয়া হয় এবং ঐ দিনই তথা হইতে বাহির করা হয়। কিয়ামত ঐ দিন ব্যতীত হইবে না।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

২। তিনি বলিয়াছেন: সূর্য যে উত্তম দিনে উদিত হইয়াছিল তাহা জুম'আর দিন। এই দিনে হযরত আদমের সৃষ্টি হয়, এই দিনে তাঁহাকে (বেহেশ্‌ত) হইতে নামান হয়, এই দিনে তাঁহার তওবা (অনুতাপ) কবুল করা হয়, এই দিনে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং এই দিনেই কিয়ামত হইবে। জিন ও মানুষ ব্যতীত এমন কোন প্রাণী নাই যাহা জুম'আর দিন ফজর হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত কিয়ামতের ভয়ে ক্রন্দন করে না। এই দিনে এমন এক সময় আছে যখন কোন মুসলমান আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করিলে আল্লাহ্ তাহা গ্রহণ করেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

৩। তিনি বলিয়াছেন: প্রতিশ্রুতির দিন কিয়ামতের দিন। ইহা হইতে উত্তম দিনে সূর্য উদিত হয় নাই এবং অস্তও যায় নাই। উহার মধ্যে এমন সময় আছে যখন কোন বিশ্বাসী বান্দাহ্ আল্লাহ্‌র নিকট কোন মঙ্গল প্রার্থনা করিলে তাহা গ্রহণ করেন এবং কোনও কিছু হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে আল্লাহ্ উহা হইতে তাহাকে আশ্রয় দেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৪। তিনি বলিয়াছেন: শুক্রবার দিনে এমন সময় আছে যখন কোন মুসলমান আল্লাহ্‌র নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করিলে তাহা গ্রহণ করেন। অন্য

বর্ণনায়ঃ ইহা এক সংক্ষিপ্ত সময়। অন্য বর্ণনায়ঃ নিশ্চয়ই জুম'আর দিনে এমন এক সময় আছে, যখন কোন মুসলমান দাঁড়াইয়া নামায পড়িয়া আল্লাহ্‌র নিকট কোনও মঙ্গল প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাকে উহা দেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৫। তিনি বলিয়াছেনঃ জুম'আর দিন যে সময়ের এত আশা করা হয়, তাহা নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত খোঁজ কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —তিরমিজী

৬। জুম'আর দিনের ঐ সময় সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেনঃ ইহা ইমামের বসার সময় হইতে নামাযের শেষ পর্যন্ত।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু বোরদাহ্‌। —মোসলেম

৭। তিনি বলিয়াছেনঃ সর্বাপেক্ষা উত্তম দিন শুক্রবার। সেই দিন আদমের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই দিন তাঁহার মৃত্যু হয়, সেই দিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে, সেই দিন সকলেই অজ্ঞান হইয়া যাইবে। সুতরাং সেই দিনে আমার প্রতি অধিক দরূদ পাঠ কর, কেন-না তোমাদের দরূদ আমার নিকট পেঁছাইয়া দেওয়া হয়। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলঃ যখন আপনি পচিয়া গলিয়া যাইবেন, কিরূপে আমাদের দরূদ আপনার নিকট পৌছান হইবে? তিনি বলিলেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ নবীদের দেহ মাটির জন্য হারাম করিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আউস। —আবু দাউদ

৮। তিনি বলিয়াছেনঃ যে মুসলমান শুক্রবার দিন বা রাত্রে মারা যায়, আল্লাহ্‌ তাহাকে কবর আজাব হইতে রেহাই দেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন্‌ আমর। —তিরমিজী

৯। তিনি বলিয়াছেনঃ যে ওজর ব্যতীত জুম'আর নামায ত্যাগ করে তাহাকে মুনাফিক বলিয়া এমন খাতায় লেখা হয় যাহা মুছিয়া যাইবে না, পরিবর্তনও হইবে না।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইব্‌নে আব্বাস। —শাফেয়ী

১০। তিনি বলিয়াছেন : যে আযান শুনে, তাহার জন্য জুম'আর নামায ওয়াজেব।

বর্ণনায় : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —আবু দাউদ

১১। তিনি বলিয়াছেন : যাহারা জুম'আর নামায পড়িতে যায় না তাহাদের ঘর সমূহ জ্বালাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলাম।

বর্ণনায় : হযরত ইব্‌নে মসউদ। —মোসলেম

১২। তিনি বলিয়াছেন : চারিজন লোক—চুক্তিবদ্ধ দাস, স্ত্রীলোক, বালক এবং পীড়িত লোক ব্যতীত অন্যান্য মুসলমানের উপর জুম'আর নামায সত্য ওয়াজেব।

বর্ণনায় : হযরত তাবেক। —আবু দাউদ

১৩। তিনি বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি কোন কারণ ব্যতীত জুম'আর নামায ত্যাগ করে, সে যেন এক দীনার না থাকিলে অর্ধ-দীনার দান করে।

বর্ণনায় : হযবত সামোরাহ্। —তিরমিজী

১৪। তিনি বলিয়াছেন : জুম'আ ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজেব যাহাকে রাত্রি তাহার পরিবারের নিকট বাড়ীতে লইয়া যাইতে পারে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

১৫। তিনি বলিয়াছেন : যে অবহেলা করিয়া তিন জুম'আর নামায ত্যাগ কর, আল্লাহ্ তাহার হৃদয়ের উপর মোহর মারিয়া দেন।

বর্ণনায় : হযরত আবুল যাযাদ। —আবু দাউদ

১৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মিম্বরের উপর উঠিয়া বলিলেন : লোকজন জুম'আর নামায হইতে অবশ্যই যেন বিরত না থাকে, অন্যথায় আল্লাহ্ তাহাদের হৃদয়ে সীলমোহর করিয়া দিবেন এবং তাহারা অমনোযোগীদের অন্তর্গত হইবে।

বর্ণনায় : হযরত ইব্‌নে উমর। —মোসলেম

জেহাদ বা যুদ্ধ

ইস্‌লামে জেহাদ (ধর্ম-যুদ্ধ) একটি বড় ইবাদত বা আল্লাহ্‌র উপাসনা। আল্লাহ্‌ বলেন: "তোমাদের প্রতি খোদার পথে ধর্ম-যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হইয়াছে, যদিও উহা তোমরা পছন্দ কর না, কিন্তু কোন বিষয় হয় ত তোমাদের নিকট খারাপ লাগে, অথচ উহাই তোমাদের পক্ষে ভাল আবার হয় ত কোন জিনিস তোমাদের নিকট ভাল লাগে, কিন্তু আসলে উহা তোমাদের পক্ষে অমঙ্গলজনক। এবং আল্লাহ্‌ জানেন, কিন্তু তোমরা জান না।" আল্লাহ্‌ আবার বলেন: "যদি আল্লাহ্‌ মানুষের এক দলকে দিয়া অন্য দলকে দমন না করিতেন তবে নিশ্চয় ধ্বংস করিয়া ফেলিত খ্রীষ্টানদের আশ্রম ও গির্জা, ইহুদীদের নামাযের ঘর এবং মুসলমানদের মসজিদ, যেখানে হামেশা (সর্বদা) আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হয়। আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তিকে সাহায্য করিবেন যে আল্লাহ্‌কে সাহায্য করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ক্ষমতাশালী, শক্তিমান।" ইহা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের যুদ্ধ, অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের যুদ্ধ, অত্যাচারিতকে অত্যাচারীর হাত হইতে মুক্ত করার যুদ্ধ; দুর্নীতিকে সুনীতিতে পরিবর্তিত করার যুদ্ধ, পাপের বিরুদ্ধে পুণ্যের যুদ্ধ। যাবতীয় ইবাদতের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রের ইবাদতই অধিক শ্রেয়ঃ। ধর্মযুদ্ধে বিজয়ী এবং নিহতদের জন্য বেহেশ্‌ত সুনিশ্চিত।

১। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেন: যে আল্লাহ্‌ এবং তাঁহার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, রমযানের রোযা রাখে, তাহাকে বেহেশ্‌তে নেওয়া আল্লাহ্‌র কর্তব্য—সে আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ (যুদ্ধ) করুক অথবা জন্মভূমির অধিবাসী হইয়া থাকুক। সাহাবারা বলিল: লোকদিগকে আমরা কি এই সংবাদ দিব না? তিনি বলিলেন: বেহেশ্‌তের ১০০টি দ্বার আছে। যাহারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌ সেইগুলি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। দুই দ্বারের দূরত্ব আসমান ও যমিনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। যখন তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা কর, তাঁহার নিকট 'ফিরদৌস' (একটি বেহেশ্‌তের নাম) চাহিও, কেন-না ইহাই সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও উচ্চতম বেহেশ্‌ত। তাহার উপরে রহমান (দয়াময়)-এর আরশ (আসন) এবং

উহা হইতে বেহেশ্‌তের নদী সমূহ প্রবাহিত হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

২। তিনি বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্‌র পথে মোজাহিদ বা যোদ্ধার তুলনা একজন নামাযী ও রোযাদারের ন্যায়, যে আল্লাহ্‌র আয়াত বা নির্দেশকে মানিয়া লয় এবং যাহার রোযা কখনও ভঙ্গ হয় না এবং নামাযও কাযা হয় না। যোদ্ধা আল্লাহ্‌র পথে আবার প্রত্যাবর্তন করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৩। তিনি বলিয়াছেনঃ যে আল্লাহ্‌র পথে বাহির হয়, আল্লাহ্‌ তাহার প্রার্থনার জবাব দেন। আল্লাহ্‌ বলেনঃ আমার প্রতি বিশ্বাস এবং রসূলগণের সত্যতার সাক্ষ্য ব্যতীত অন্য কিছুই তাহাকে বাহির করে নাই। তাহাকে আমি পুরস্কার বা যুদ্ধ-লব্ধ মালসহ ফিরাইয়া দেই,' নতুবা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাই।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৪। তিনি বলিয়াছেনঃ যাহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ। যদি কতক বিশ্বাসী লোক আমার পশ্চাতে থাকিয়া সন্তোষ লাভ না করিত এবং তাহাদিগের আক্রমণ করার সঙ্গতি না পাইতাম, আমার যে সকল সৈন্যদল আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, আমি তাহাদিগকে ফেলিয়া পশ্চাতে কখনই থাকিতাম না। যাহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ। আমি অত্যন্ত ভালবাসি যে, আল্লাহ্‌র পথে আমি শহীদ (নিহত) হই এবং আবার জীবিত হই, আবার শীহদ হই এবং আবার জীবিত হই এবং তার পর আবার শহীদ হই।

বর্ণনায়ঃ হযবত আবু হোরায়রা। —বোখাবী, মোসলেম

৫। তিনি বলিয়াছেনঃ কাফির এবং তাহার হত্যাকারী কখনও দোযখে একত্র হইবে না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৬। তিনি বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌র পথে যে আহত হয় সে বিচারের দিন এমন অবস্থায় আসিবে যে, তাহার বর্ণ রক্তের বর্ণ হইবে কিন্তু তাহার ঘ্রাণ মেশ্‌ক (কস্তুরীর) হইবে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৭। তিনি বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌ দুই ব্যক্তির দিকে তাকাইয়া হাসিবেন। তাহারা একে অন্যকে হত্যা করিয়াছে, কিন্তু উভয়েই বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিয়াছে। একজন আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করিয়া নিহত হইয়াছে। অতঃপর হত্যাকারীকে আল্লাহ্‌ ক্ষমা করিয়াছেন এবং তাহার নিহত হওয়ার সাক্ষী ছিলেন।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৮। তিনি বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি জেহাদ না করিয়া এবং উহা সম্বন্ধে পরামর্শ না করিয়া মারা যায়, সে কপটতার এক শাখার উপরে মারা যায়।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —মেশ্‌কাত

৯। তিনি বলিয়াছেন : শান্তি বিস্তার কর, খাদ্য প্রদান কর এবং (অবিশ্বাসীদের) পায়ে আঘাত প্রদান কর, তবেই তোমরা বেহেশ্‌তের অধিকারী হইবে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

১০। তিনি বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌র পথে (জেহাদে) তোমাদের প্রত্যেকের সম্মান তাহার ঘরে বসিয়া সত্তর বৎসর নামায পড়ার চাইতেও অধিক। আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে ক্ষমা করেন, বেহেশ্‌তে প্রবেশ করান, ইহা কি তোমরা ভালবাস না? আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর। যে আল্লাহ্‌র পথে উটের দুগ্ধ দোহনের মধবর্তী সময়ের জন্যও জেহাদ করে, তাহার জন্য বেহেশ্‌ত সুনিশ্চিত।

১১। তিনি বলিয়াছেন : প্রথম যে তিন ব্যক্তি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে, তাহাদিগকে আমার নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল। ধর্মযুে নিহত,

ভিক্ষা হইতে বিরত আত্মসংযমী লোক এবং ঐ বান্দাহ্ যে উত্তমরূপে আল্লাহ্র ইবাদত করে এবং তাহার মনিবদের মঙ্গল কামনা করে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

১২। তিনি বলিয়াছেন : জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের কোন ক্ষত না নিয়া যে আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাৎ করে, সে একটি ত্রুটি সহ আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাৎ করে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

১৩। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল : যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করে এবং এই দুনিয়ার ধন-সম্পদ অন্বেষণ করে? তিনি বলিলেন : তাহার কোন পুরস্কার নাই।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

১৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : আল্লাহ্র পথে প্রাতঃকালে বা সন্ধ্যায় বাহির হওয়া দুনিয়া এবং ইহার মধ্যে যাহা আছে তাহা হইতে অধিকতর উত্তম।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

১৫। তিনি বলিয়াছেন : ধর্ম-যুদ্ধে নিহত 'শহিদ' ব্যতীত এমন লোক নাই, যে বেহেশ্তে প্রবেশ করিয়া আবার দুনিয়াতে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা করিবে এবং দুনিয়াতে যাহা কিছু রহিয়াছে তন্মধ্যে কিছু পাইবার ইচ্ছা করিবে। শহীদই দুনিয়াতে ফিরিয়া যাইতে এবং শাহাদাতের সম্মান দেখিয়া দশ বার শহীদ হইতে ইচ্ছা করিবে।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

১৬। বারায়ার কন্যা রোবাই রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া বলিল : বদরের যুদ্ধে নিহত হারেসের (তাহার পুত্র) সম্বন্ধে কি আমাকে সংবাদ দিবেন না? যদি সে বেহেশ্তে থাকে, আমি ধৈর্য ধারণ করিয়া থাকি, যদি অন্য কিছু হয়, আমি তাহার জন্য অত্যধিক ক্রন্দন করিতে থাকি। তিনি বলিলেন :

হে হারেসের মাতা। বেহেশ্‌তের মধ্যে উদ্যান আছে এবং তোমার ছেলে সর্বোচ্চ উদ্যান পাইয়াছে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —বোখারী

১৭। তিনি বলিয়াছেনঃ তোমাদের জান-মাল ও জিহ্বা দ্বারা মোশ্‌রেকদের সঙ্গে জেহাদ কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —আবু দাউদ, নেসায়ী

১৮। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্‌র পথে হত্যা (শহীদ), দেনা ব্যতীত সকল পাপই খণ্ডন করে।

বর্ণনায়ঃ হযবত আবদুল্লাহ্‌ বিন্‌ আমর। —মোসলেম

১৯। তিনি বলিয়াছেনঃ যে যোদ্ধা বা যুদ্ধরত সৈন্যদল যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধ-লব্ধ মালামাল সহ নিরাপদে ফিরিয়া আসে, তাহারা পুরস্কারের দুই-তৃতীয়াংশ পাইয়া যায় এবং যে যোদ্ধা বা সৈন্যদল তীরবিদ্ধ হইয়া জখম হয়, তাহাদের পুরস্কার সম্পূর্ণ।

বর্ণনায়ঃ হযবত আবদুল্লাহ্‌ বিন্‌ আমর। —মোসলেম

২০। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া জেহাদের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছেন? সে বলিলঃ হাঁ। তিনি বলিলেনঃ তবে তাহাদের সম্বন্ধে জেহাদ কর। অন্য বর্ণনায়ঃ তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরিয়া যাও এবং তাহাদের সহিত উত্তম ব্যবহার কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন্‌ আমর। —বোখারী, মোসলেম

২১। তিনি বলিয়াছেনঃ হজ্জ, এহ্‌রাম অথবা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য ব্যতীত সমুদ্র-যাত্রা করিবে না, কেন-না সমুদ্রের নীচে আগুন রহিয়াছে এবং আগুনের নীচে সমুদ্র রহিয়াছে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন্‌ আমর। —আবু দাউদ

২২। তিনি বলিয়াছেনঃ জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্তন জেহাদ সদৃশ।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন্‌ আমর। —আবু দাউদ

২৩। তিনি বলিয়াছেন: গাজীর (যুদ্ধের মাঠ হইতে যুদ্ধ শেষ করিয়া যে ফিরিয়া আসে) জন্য তাহার পুরস্কার আছে এবং গাজীকে যে সুসজ্জিত করে, সে তজ্জন্য গাজীর পুরস্কার পাইবে।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —আবু দাউদ

২৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল: জেহাদ সম্বন্ধে আমাকে সংবাদ দিন। তিনি বলিলেন: হে আমরের সন্তান আবদুল্লাহ্! যদি তুমি সবর অবলম্বন করিয়া পুরস্কারের আশায় যুদ্ধ কর, আল্লাহ্ তোমাকে সহিষ্ণু এবং পুরস্কারের প্রার্থী করিয়াই পুনরুত্থান করিবেন, আর যদি তুমি লোক প্রদর্শনের জন্য এবং ধন বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধ কর, আল্লাহ্ তোমাকে প্রদর্শন করাইবার উদ্দেশ্যে পুনরুত্থান করিবেন। হে আমরের সন্তান আবদুল্লাহ্! যে অবস্থায়ই তুমি যুদ্ধ কর বা নিহত হও, আল্লাহ্ সেই অবস্থার উপরেই তোমাকে পুনরুত্থান করিবেন।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —বোখারী, মোসলেম, আবু দাউদ

২৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে জেহাদ করে না, কোন যোদ্ধাকে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত করে না বা কোন গাজীর পরিবারবর্গকে ন্যায় ভাবে তত্ত্বাবধান করে না, আল্লাহ্ কিয়ামতের পূর্বে তাহাকে কোন বিপদে ফেলিবেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু ওমামাহ্। —আবু দাউদ

২৬। তিনি বলিয়াছেন: সর্বাপেক্ষা উত্তম সদ্‌কা আল্লাহ্‌র পথে তাবুর ছায়া প্রদান এবং আল্লাহ্‌র পথে পরিশ্রম দান এবং আল্লাহ্‌র পথে দ্রুতগামী ঘোড়া দান।

বর্ণনায়: হযরত আবু ওমামাহ্। —তিরমিজী

২৭। তিনি বলিয়াছেন: দুইটি বিন্দু এবং দুইটি ক্ষত ব্যতীত আল্লাহ্‌র নিকট অধিকতর প্রিয় আর কিছু নহে। আল্লাহ্‌র ভয়ে অশ্রু বিন্দু এবং আল্লাহ্‌র পথে পতিত রক্ত বিন্দু। আল্লাহ্‌র পথে এক ক্ষত এবং আল্লাহ্‌র ফরয কাজ আদায় জনিত ক্ষত।

বর্ণনায়: হযরত আব ওমামাহ্। —তিরমিজী

২৮। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলঃ এক ব্যক্তি মালের জন্য যুদ্ধ করে, এক ব্যক্তি নামের জন্য যুদ্ধ করে, আর এক ব্যক্তি তাহার উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে। তন্মধ্যে কে আল্লাহ্‌র পথে আছে? তিনি বলিলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বাক্যকে উচ্চে রাখিবার জন্য যুদ্ধ করে, সে আল্লাহ্‌র পথে আছে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু মুসা। —বোখারী, মোসলেম

২৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ বেহেশ্‌তের দ্বার সমূহ তরবারির ছায়ায় অবস্থিত। মলিন অবয়ব বিশিষ্ট এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিলঃ হে আবু মুসা! তুমি কি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে ইহা বলিতে শুন নাই? তিনি বলিলেনঃ হাঁ। অতঃপর সে তাহাদের সঙ্গীগণের নিকট যাইয়া বলিলঃ তোমাদের প্রতি শান্তি। সে তাহার তরবারির কোষ ভাঙ্গিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া শত্রুর সম্মুখীন হইল এবং যুদ্ধ করিতে করিতে শহীদ হইল।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু মুসা। —বোখারী, মোসলেম

৩০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে আল্লাহ্‌র পথে পাহারা দিয়া মারা যায়, সে ব্যতীত প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল বন্ধ হইয়া যায়। ঐ ব্যক্তির আমল কিয়ামত পর্যন্ত বর্ধিত হইতে থাকে এবং কবরের আজাব হইতে সে নিরাপদ থাকে।

বর্ণনায়ঃ হযরত ফোজালাহ্ বিন্ ওবায়েদ। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৩১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে আল্লাহ্‌র পথে কোন গাজীকে অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করে, সে জেহাদই করে এবং যে গাজীর পরিবারের তত্ত্বাবধান করে, সে যুদ্ধই করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত যায়েদ বিন্ খালেদ। —বোখারী, মোসলেম

৩২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্‌র দরবারে শহীদের ৬টি (প্রাপ্য) নেকী আছে। তাহার গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়, বেহেশ্‌তের নির্ধারিত স্থান তাহাকে দেখান হয়, কবর আজাব হইতে রক্ষা করা হয়, বড় বড় বিপদ হইতে সে নিরাপদ থাকে, তাহার মাথায় সৌন্দর্যের একটি মুকুট দেওয়া হয়, উহার একটি মণিমুক্তা পৃথিবী এবং উহার মধ্যে যাহা আছে

উহা হইতে উত্তম। কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু বিশিষ্ট ৭২ জন হূরের সহিত তাহার বিবাহ হইবে এবং ৭০ জন আত্মীয়ের শাফায়াত (মুক্তিদাবী) করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে।

৩৩। তিনি বলিয়াছেন : তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি দংশনের যেরূপ ব্যথা অনুভব করে, শহীদ তাহার হত্যার ব্যথা তদ্রূপ ব্যতীত অনুভব করিবে না।

বর্ণনায় : হযরত মেকদাম। —তিরমিজী, ইব্‌নে মাযাহ্‌, নেসায়ী

৩৪। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেন : যে আল্লাহ্‌র পথে সাহায্য পাঠায় এবং বাড়ীতে থাকে; তাহার জন্য প্রত্যেক দেরহামে ৭০০ দেরহামের পুণ্য হইবে। যে আল্লাহ্‌র পথে নিজে যুদ্ধ করে এবং তজ্জন্য ব্যয় করে, প্রত্যেক দেরহামে সে ৭ লক্ষ দেরহামের পুণ্য পাইবে। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন : আল্লাহ্‌ যাহার জন্য ইচ্ছা করেন, বহুগুণ বৃদ্ধি করেন।

বর্ণনায় : হযরত আলী ও অন্য সাহাবাগণ। —ইব্‌নে মাযাহ্‌

তওবা

তওবা অর্থ : আল্লাহ্‌র নিকট কৃত পাপ ও দোষ-ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাওয়া এবং পুনরায় তাহা না করা। আল্লাহ্‌ এই রকম তওবাকারীকে ভালবাসেন। যাহারা তওবা করে, আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে ভালবাসেন।

১। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌র শপথ। আমি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র (নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং প্রত্যেক দিন আমি ৭০ বারেরও অধিক তাঁহার নিকট তওবা করি।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

২। তিনি বলিয়াছেন : সূর্য ইহার অস্তাচল হইতে উদিত হওয়ার পূর্বে যে তওবা করে, আল্লাহ্‌ তাহার তওবা কবুল করেন।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৩। তিনি বলিয়াছেন : এক ব্যক্তি পাপ করিয়া বলিল : হে প্রভু! আমি পাপ করিয়াছি আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ্‌ বলিলেন : আমার বান্দাহ্‌

কি জানে যে, তাহার এমন প্রভু রহিয়াছে যিনি অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন এবং শাস্তি দিতে পারেন? আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছি। অতঃপর যতক্ষণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ততক্ষণ সে অপেক্ষা করিল। আবার সে পাপ করিয়া বলিল: হে প্রভু! আমি পাপ করিয়াছি আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ্ বলিলেন: আমার বান্দাহ্ কি জানে যে, তাহার এমন প্রভু আছে যিনি ক্ষমা করিতে পারেন এবং শাস্তি দিতে পারেন? আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করিলাম। অতঃপর যতক্ষণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা সে অবস্থান করিল। আবার পাপ করিয়া যেরূপ বলিল, আল্লাহ্ তাহাকে তদ্রূপ ক্ষমা করিলেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৪। তিনি বলিয়াছেন: যখন কোন মুমিন গোনাহ্ করে, তাহার হৃদয়ে একটি কৃষ্ণ দাগ (কালো দাগ) পতিত হয়। যদি সে তওবা করে এবং ক্ষমা চায়, তাহার হৃদয় ধৌত হয়। যদি সে আবার পাপ করে ইহা বৃদ্ধি পায়। এমন কি তাহার সমস্ত হৃদয় ইহাতে আবৃত হয়। ইহাই মরিচা যাহা আল্লাহ্ উল্লেখ করিয়াছেন। "কখনই না, বরং তাহারা যাহা করিয়াছে, তজ্জন্য তাহাদের হৃদয়ে মরিচা পড়িয়াছে।"

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিতেন: হে আল্লাহ্! যাহারা ভাল কাজ করিয়া পুরস্কার চায় এবং মন্দ কাজ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে, আমাকে তাহাদের অন্যতম কর।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —ইবনে মাযাহ্

৬। তিনি বলিয়াছেন: যখন কোন বান্দাহ্ পাপ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ তাহার প্রার্থনা কবুল করেন।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৭। রসলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি দিবসে পাপ করে, আল্লাহ্ রাত্রে তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য স্বীয় হাত বিস্তার করেন। যে ব্যক্তি রাত্রে পাপ করে, আল্লাহ্ দিবসে তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য স্বীয় হাত

বিস্তার করেন। ইহা চলিতে থাকিবে যে পর্যন্ত অস্তাচল হইতে সূর্য উদয় না হইবে।

বর্ণনায় : হযরত আবু মুসা। —মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : একজন লোক বলিয়াছিল, আল্লাহ্র শপথ। আল্লাহ্ অমুককে ক্ষমা করিবেন না। আল্লাহ্ বলিলেন : সেই ব্যক্তি কে, যে আমার প্রতি দোষারোপ করে যে আমি অমুককে ক্ষমা করিব না? আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছি এবং ঐ লোকটির আমল নষ্ট করিয়া দিয়াছি।

বর্ণনায় : হযরত জুনদব। —মোসলেম

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : ক্ষমা চাওয়ার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা এই যে, তুমি বলিবে : হে আল্লাহ্! তুমি আমার প্রভু, তুমি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ এবং আমি তোমার চুক্তিতে আছি, যতদূর সম্ভব তোমার প্রতিশ্রুতির উপরে আছি। আমি যে পাপ করিয়াছি উহা হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। তুমি যে নিয়ামত আমাকে দিয়াছ; তজ্জন্য তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করি এবং আমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমাকে ক্ষমা কর। তুমি ব্যতীত ক্ষমা করার আর কেহ নাই।' যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত ইহা বলিয়া সেই দিনে সন্ধ্যার পূর্বে মারা যায়, সে বেহেশ্তবাসীদের অন্যতম হইবে এবং রাত্রে ইহা বলিয়া ভোরের পূর্বে যদি মারা যায়, সেও বেহেশ্তবাসীদের অন্যতম।

বর্ণনায় : হযরত সাদ্দাদ। —বোখারী

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ বলেন, হে আদম সন্তান! তোমার মধ্যে পাপ থাকা সত্ত্বেও তোমার প্রার্থনা এবং আশার কারণে আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়াছি এবং আমি উহা গ্রাহ্য করিতাম না। হে আদম সন্তান! যদি তোমার পাপ আকাশের মেঘ পর্যন্ত পৌঁছিত অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে, আমি তোমাকে ক্ষমা করিতাম এবং আমি তাহাতে গ্রাহ্য করিতাম না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি আমার সঙ্গে পৃথিবী পূর্ণ পাপসহ

দেখা করিতে এবং আমার সহিত কোনও কিছুর অংশী না করিয়া দেখা করিতে, আমি নিশ্চয়ই পৃথিবী-পূর্ণ ক্ষমাসহ তোমার নিকট আসিতাম।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —তিরমিজী

১১। তিনি বলিয়াছেন : প্রত্যেক আদম সন্তানই পাপাসক্ত এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম ঐ ব্যক্তিগণ যাহারা অনবরত ক্ষমা প্রার্থনা করে।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —তিরমিজী

১২। তিনি বলিয়াছেন : তিনি (আল্লাহ্) ভয়ের বস্তু এবং ক্ষমার অধিকারী। তিনি আরও বলিয়াছেন : তোমাদের প্রভু বলিয়াছেন : 'আমাকে ভয় করিবার বিষয়। যে আমাকে ভয় করে আমি তাহাকে ক্ষমা করি।'

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —তিরমিজী

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যে অনবরত ক্ষমা চাহিতে থাকে, প্রত্যেক দুঃখ-কষ্ট, হইতে আল্লাহ্ তাহার জন্য একটি পথ বাহির করিবেন এবং প্রত্যেক চিন্তা হইতে তাহার জন্য একটি শান্তির পথ বাহির করিবেন। তিনি তাহাকে এমন স্থান হইতে রুজী দান করিবেন যাহা সে জ্ঞাত নহে।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস। —আবু দাউদ

১৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) পাঠ করিলেন : হে আমার বান্দাহ্‌গণ ! যাহারা নিজের আত্মার প্রতি অধিক অত্যাচার করিয়াছে, তাহারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হইতে যেন হতাশ বা নিরাশ না হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সমস্ত পাপ ক্ষমা করিয়া দেন এবং তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন না।

বর্ণনায় : হযরত আসমায়া। —তিরমিজী

১৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যে বলে, 'আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাই, এমন আল্লাহ্ যিনি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, যিনি চিরজীবিত, চিরস্থায়ী, আমি তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।' যদি সে যুদ্ধ হইতেও পলাইয়া আসে, তাহাকে ক্ষমা করা হয়।

বর্ণনায় : হযরত বেলাল। —তিরমিজী

১৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ মুমিনের ক্ষমা প্রার্থনায় আল্লাহ্ নিম্নোক্ত ব্যক্তির চাইতে অধিকতর সন্তুষ্ট হন। কোন ব্যক্তি তাহার উটের উপর খাদ্য ও পানীয় রাখিয়া বিপজ্জনক স্থানে অবতরণ করিল। সে (তথায়) মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। জাগিয়া দেখিল যে, তাহার উট চলিয়া গিয়াছে। সে উহা খোঁজ করিতে লাগিল। যখন তাপ ও তৃষ্ণা তীব্রতর হইল, সে বলিলঃ আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই যাইব এবং যে পর্যন্ত আমার মৃত্যু না হয় নিদ্রা যাইব। সে মৃত্যুর অপেক্ষায় হাতের নীচে মাথা রাখিয়া নিদ্রা গেল। নিদ্রা হইতে জাগিয়া তাহার উটটি দেখিতে পাইল। উহা খাদ্য ও পানি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই ব্যক্তির সন্তুষ্টি হইতেও আল্লাহ্ ক্ষমা প্রার্থনাকারী বান্দাহ্‌র প্রতি অধিকতর সন্তুষ্ট।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মসউদ। —বোখারী

১৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে নিজের পাপের জন্য অনুতপ্ত, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে সেই পাপ করে নাই।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্। —ইবনে মাযাহ্

তকদীর

তকদীর অর্থে সাধারণতঃ অদৃষ্ট বুঝায়। তকদীরের শব্দার্থঃ পরিমাণ, যদ্দ্বারা কোন বস্তুকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। আল্লাহ্ কুরআনে বলেনঃ "আমি প্রত্যেক জিনিসই পরিমাণ অনুসারে সৃষ্টি করিয়াছি।" সূর্য তাহার নির্দিষ্ট পথে বিচরণ করে। ইহা সর্বশক্তিমান মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌রই নির্দেশ। মানুষের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রদত্ত ক্ষমতা, জ্ঞান, আকার-প্রকার, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদির নামই তকদীর। ইহাতে মানুষের কোন স্বাধীনতা নাই, ইহা আল্লাহ্‌রই ক্ষমতা। মানুষের ক্ষেত্রে প্রদত্ত ক্ষমতা ও জ্ঞানের মধ্যে স্বাধীনতা আছে, তজ্জন্যই সে দায়ী হইবে। যাহার ক্ষমতা ও জ্ঞান নাই তাহার হিসাব-নিকাশও নাই। কুরআন বলেঃ "তোমার প্রভুর নিকট হইতে সত্য আসিয়াছে। সুতরাং যাহার ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর, যাহার ইচ্ছা হয় ত্যাগ কর।" মানুষ কি করিবে কোন্ পথে চলিবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হয় নাই। অবশ্য উহা আল্লাহ্‌র

জ্ঞানে আছে। কুরআন বলে: "মানুষের জন্য চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নাই। "তোমাদের মধ্যে কার্যে কে উত্তম, তাহাই পরীক্ষার জন্য আমি জন্ম ও মৃত্যু সৃষ্টি করিয়াছি।" মানুষকে জ্ঞানে স্বাধীনতা দান করা হইয়াছে বলিয়াই মানুষ হিসাব-নিকাশের সহিত জড়িত। এই ক্ষমতা ও জ্ঞানের সঠিক ব্যবহারই ইবাদত। ইহা পুণ্য অর্জন করে এবং পুরস্কার প্রাপ্তির কারণ হয়। অপরপক্ষে ইহাই পাপ অর্জন করে এবং শাস্তির কারণ হয়। কুরআন বলে: 'পাপীদিগকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও আল্লাহ্ কুপথগামী করেন না।" জালিমদিগকে আল্লাহ্ বিপদগামী ও কুপথগামী করিবেন।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: প্রত্যেক দ্রব্যেরই পরিমাণ আছে, এমন কি দুর্বলতা এবং জ্ঞানেরও।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর। —মোসলেম

২। তিনি বলিয়াছেন: দেশ ধসিয়া যাওয়া এবং রূপান্তরিত হওয়া আমার উম্মতের মধ্যে ঘটিবে। যাহারা তকদীরে অবিশ্বাস করে, তাহাদের মধ্যেই ইহা হইবে।

বর্ণনায়: হযরত ইব্‌নে উমর। —মোসলেম, আবু দাউদ

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আকাশ সমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহ্ সমস্ত সৃষ্ট জিনিসের তকদীর লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তখন তাঁহার আরশ পানির উপর ছিল।

বর্ণনায়: হযবত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —মোসলেম

৪। তিনি বলিয়াছেন: আদম সন্তানগণের সমস্ত হৃদয় একটি হৃদয়-রূপে দয়াময়ের অঙ্গুলীর মধ্যে অবস্থিত। তিনি যেমন ইচ্ছা করেন, ইহাকে পরিবর্তন করেন। অতঃপর তিনি বলিলেন: হে আল্লাহ্! হে হৃদয় পরিবর্তন-কারী! তোমার প্রতি বাধ্যতার জন্য আমাদের হৃদয় পরিবর্তন কর।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাঁহার দুই হাতে দুইখানা কিতাব লইয়া বলিলেন: এই দুইখানা কিতাব কি, তাহা কি তোমরা জান? আমরা বলিলাম: না। যে

ব্যক্তি তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে ছিল, তিনি তাহাকে বলিলেনঃ সমগ্র পৃথিবীর মালিক হইতে এই কিতাব। ইহার মধ্যে বেহেশ্‌তবাসীদের নাম, তাহাদের পিতার নাম এবং আত্মীয়দের নাম আছে। তাহাদের শেষ সংখ্যা পর্যন্ত গণনা করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে কমান-বাড়ান যাইবে না। বাম পার্শ্বে যে ছিল তাহাকে বলিলেনঃ সমগ্র পৃথিবীর মালিক হইতে এই কিতাব। ইহাতে দোযখবাসীদের নাম, তাহাদের পূর্বপুরুষ ও আত্মীয়গণের নাম রহিয়াছে। ইহাদের সংখ্যা গণনা করা হইয়াছে। উহাতে কমান-বাড়ান হইবে না। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলঃ কোন্ কার্যের জন্য ইহা শেষ হইয়াছে? তিনি বলিলেনঃ পরস্পর পরস্পরের সাহায্য কর এবং পরস্পরের নৈকট্য অর্জন কর, কেন-না সে যে-কার্যই করুক না কেন, বেহেশ্‌তীগণের কার্যের দ্বারা তাহার কার্য শেষ হইবে এবং সে যে-কার্যই করুক না কেন, দোযখীগণের কার্যের দ্বারা তাহার কার্য শেষ হইবে। অতঃপর তিনি কিতাব দুইখানা ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেনঃ তোমাদের প্রভু বান্দাহ্‌গণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। একদল বেহেশ্‌তে এবং একদল দোযখে যাইবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —তিরমিজী

৬। তিনি বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্ অন্ধকারের মধ্যে তাঁহার সৃষ্টকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর স্বীয় আলো হইতে তাহাদের প্রতি আলো দিয়াছেন। যাহার উপর সেই আলো পতিত হইয়াছে, সে পথ প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহার উপর উহা পতিত হয় নাই, সে পথভ্রান্ত হইয়াছে। তাই আমি বলি, আল্লাহ্‌র জ্ঞানের উপর কলম শুকাইয়া গিয়াছে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —তিরমিজী

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ হযরত আদম ও মুসা প্রভুর সাক্ষাতে বিবাদ করিয়াছিলেন। হযরত মুসা বলিলেনঃ আপনি আদম, আল্লাহ্ নিজ হস্তে আপনাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার রূহ বা আত্মা হইতে আপনার মধ্যে ফুৎকার দিয়াছেন। ফিরেশ্‌তাগণকে আপনার সম্মুখে সিজ্‌দাহ্ করাইয়াছেন এবং বেহেশ্‌তে আপনাকে স্থান দিয়াছিলেন। আপনার দোষের কারণে মানুষকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। হযরত আদম বলিলেনঃ আপনি মুসা,

আল্লাহ্ আপনাকে তাঁহার বাণী এবং বাক্যের জন্য নির্বাচন করিয়াছেন এবং আপনাকে কিতাব দিয়াছেন। উহাতে সকল কিছুরই পরিষ্কার ব্যাখ্যা আছে। তিনি আপনাকে গুপ্ত কথার জন্য নিকটবর্তী করিয়াছেন। আপনি আমার সৃষ্টির কতকাল পূর্বে আল্লাহ্‌কে তৌরাত লিখিতে দেখিয়াছেন? তিনি বলিলেন: চল্লিশ বৎসর পূর্বে। উহাতে কি দেখিয়াছেন, আদম তাহার প্রভুকে অমান্য করিয়া পথভ্রান্ত হইয়াছে? তিনি (মুসা) বলিলেন: হাঁ। তিনি (আদম) বলিলেন: তবে কি আপনি আমাকে এমন কার্যের জন্য দোষারোপ করিবেন যাহা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বৎসর পূর্বে তাহা আমি করিব বলিয়া আল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন? রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: হযরত আদম মুসার উপর এই ভাবে জয়ী হইলেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আদম সন্তানের ব্যভিচার বা জিনার অংশ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে তাহাকে অভিভূত করিবে। চক্ষুর জিনা কুদৃষ্টি; রসনার জিনা মন্দ তর্ক-বিতর্ক এবং কুপ্রবৃত্তি আশা ও মোহ পোষণ করে এবং গুপ্তঅঙ্গ ইহাকে সত্য বা মিথ্যা প্রমাণ করে। অন্য বর্ণনায়: আদম সন্তানের জিনার কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা অবশ্যই ঘটিবে। চক্ষুদ্বয়ের জিনা কুদৃষ্টি এবং কর্ণদ্বয়ের জিনা কু-কথা শ্রবণে। রসনার জিনা মন্দ বাক্য বলা, হস্তের জিনা ধরা, পায়ের জিনা চলা এবং হৃদয়ের জিনা কামভাব এবং আশা পোষণ করা এবং গুপ্তঅঙ্গ তাহা সত্য বা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৯। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: আমি একজন যুবক। আমার প্রবৃত্তির উপর কষ্ট অনুভব করি। স্ত্রী গ্রহণের সঙ্গতি আমার নাই। তিনি নীরব রহিলেন। এইরূপ চতুর্থবার জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন: হে আবু হোরায়রা! তোমার যাহা হইবে তাহার সম্বন্ধে লেখা শুকাইয়া গিয়াছে, সুতরাং খোজা হও অথবা ইহা ত্যাগ কর।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

ব্যক্তি তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে ছিল, তিনি তাহাকে বলিলেনঃ সমগ্র পৃথিবীর মালিক হইতে এই কিতাব। ইহার মধ্যে বেহেশ্‌তবাসীদের নাম, তাহাদের পিতার নাম এবং আত্মীয়দের নাম আছে। তাহাদের শেষ সংখ্যা পর্যন্ত গণনা করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে কমান-বাড়ান যাইবে না। বাম পার্শ্বে যে ছিল তাহাকে বলিলেনঃ সমগ্র পৃথিবীর মালিক হইতে এই কিতাব। ইহাতে দোযখবাসীদের নাম, তাহাদের পূর্বপুরুষ ও আত্মীয়গণের নাম রহিয়াছে। ইহাদের সংখ্যা গণনা করা হইয়াছে। উহাতে কমান-বাড়ান হইবে না। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলঃ কোন্ কার্যের জন্য ইহা শেষ হইয়াছে? তিনি বলিলেনঃ পরস্পর পরস্পরের সাহায্য কর এবং পরস্পরের নৈকট্য অর্জন কর, কেন-না সে যে-কার্যই করুক না কেন, বেহেশ্‌তীগণের কার্যের দ্বারা তাহার কার্য শেষ হইবে এবং সে যে-কার্যই করুক না কেন, দোযখীগণের কার্যের দ্বারা তাহার কার্য শেষ হইবে। অতঃপর তিনি কিতাব দুইখানা ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেনঃ তোমাদের প্রভু বান্দাহ্‌গণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। একদল বেহেশ্‌তে এবং একদল দোযখে যাইবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —তিরমিজী

৬। তিনি বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্ অন্ধকারের মধ্যে তাঁহার সৃষ্টকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর স্বীয় আলো হইতে তাহাদের প্রতি আলো দিয়াছেন। যাহার উপর সেই আলো পতিত হইয়াছে, সে পথ প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহার উপর উহা পতিত হয় নাই, সে পথভ্রান্ত হইয়াছে। তাই আমি বলি, আল্লাহ্‌র জ্ঞানের উপর কলম শুকাইয়া গিয়াছে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —তিরমিজী

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ হযরত আদম ও মুসা প্রভুর সাক্ষাতে বিবাদ করিয়াছিলেন। হযরত মুসা বলিলেনঃ আপনি আদম, আল্লাহ্ নিজ হস্তে আপনাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার রূহ বা আত্মা হইতে আপনার মধ্যে ফুৎকার দিয়াছেন। ফিরেশ্‌তাগণকে আপনার সম্মুখে সিজ্‌দাহ্ করাইয়াছেন এবং বেহেশ্‌তে আপনাকে স্থান দিয়াছিলেন। আপনার দোষের কারণে মানুষকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। হযরত আদম বলিলেনঃ আপনি মুসা,

আল্লাহ্ আপনাকে তাঁহার বাণী এবং বাক্যের জন্য নির্বাচন করিয়াছেন এবং আপনাকে কিতাব দিয়াছেন। উহাতে সকল কিছুরই পরিষ্কার ব্যাখ্যা আছে। তিনি আপনাকে গুপ্ত কথার জন্য নিকটবর্তী করিয়াছেন। আপনি আমার সৃষ্টির কতকাল পূর্বে আল্লাহ্কে তৌরাত লিখিতে দেখিয়াছেন? তিনি বলিলেন: চল্লিশ বৎসর পূর্বে। উহাতে কি দেখিয়াছেন, আদম তাহার প্রভুকে অমান্য করিয়া পথভ্রান্ত হইয়াছে? তিনি (মুসা) বলিলেন: হাঁ। তিনি (আদম) বলিলেন: তবে কি আপনি আমাকে এমন কার্যের জন্য দোষারোপ করিবেন যাহা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বৎসর পূর্বে তাহা আমি করিব বলিয়া আল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন? রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: হযরত আদম মুসার উপর এই ভাবে জয়ী হইলেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আদম সন্তানের ব্যভিচার বা জিনার অংশ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে তাহাকে অভিভূত করিবে। চক্ষুর জিনা কুদৃষ্টি; রসনার জিনা মন্দ তর্ক-বিতর্ক এবং কুপ্রবৃত্তি আশা ও মোহ পোষণ করে এবং গুপ্তঅঙ্গ ইহাকে সত্য বা মিথ্যা প্রমাণ করে। অন্য বর্ণনায়: আদম সন্তানের জিনার কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা অবশ্যই ঘটিবে। চক্ষুদ্বয়ের জিনা কুদৃষ্টি এবং কর্ণদ্বয়ের জিনা কু-কথা শ্রবণে। রসনার জিনা মন্দ বাক্য বলা, হস্তের জিনা ধরা, পায়ের জিনা চলা এবং হৃদয়ের জিনা কামভাব এবং আশা পোষণ করা এবং গুপ্তঅঙ্গ তাহা সত্য বা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৯। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: আমি একজন যুবক। আমার প্রবৃত্তির উপর কষ্ট অনুভব করি। স্ত্রী গ্রহণের সঙ্গতি আমার নাই। তিনি নীরব রহিলেন। এইরূপ চতুর্থবার জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন: হে আবু হোরায়রা! তোমার যাহা হইবে তাহার সম্বন্ধে লেখা শুকাইয়া গিয়াছে, সুতরাং খোজা হও অথবা ইহা ত্যাগ কর।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

১০। তিনি বলিয়াছেন: আল্লাহ্‌র হস্ত পরিপূর্ণ। কোন ব্যয়ই উহাকে হ্রাস করিতে পারে না। তিনি রাত্র-দিন প্রভূত দান করেন। তিনি আসমান ও যমিন সৃষ্টি করা অবধি কত দান করিয়াছেন তাহা কি তোমরা চিন্তা কর? যাহা তাহার হাতে আছে তাহা কখনই কমে না। তাঁহার আরশ পানির উপর এবং তাঁহার হাতে পাল্লা। তিনি উহা নামান ও উঠান। অন্য বর্ণনায়: আল্লাহ্‌র দক্ষিণ হস্ত পরিপূর্ণ।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

১১। অবিশ্বাসীদের শিশুগণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন: তাহাদের কি হয় উহা আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

১২। আমরা তকদীর সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিতে থাকাকালীন তিনি আসিয়া রাগান্বিত হইলেন, তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: তোমাদিগকে কি এই বিষয় আদেশ করা হইয়াছে বা ইহা সহ আমাকে প্রেরণ করা হইয়াছে? তোমাদের পূর্ববর্তীগণ এই বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করিয়া ধ্বংস হইয়াছে। আমি তোমাদের জন্য শপথ লইয়াছি যে, তোমরা এ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিবে না।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যখন আল্লাহ্ আদমকে সৃষ্টি করিলেন, তিনি তাহার পিঠে হাত রাখিলে শেষদিন পর্যন্ত তাহার বংশধর যত মানুষ সৃষ্টি করিবেন উহা তাহার পৃষ্ঠ হইতে পড়িল। প্রত্যেকের দুই চক্ষুর মধ্যবর্তী স্থানে একটি আলোর ফলক স্থাপন করিলেন। অতঃপর তিনি সকলকে আদমের নিকট উপস্থিত করিলে, সে জিজ্ঞাসা করিল: হে প্রভু! ইহারা কাহারা? তিনি বলিলেন: তোমার বংশধরগণ। তন্মধ্যে সে একজন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল: হে প্রভু! ইনি কে? তিনি বলিলেন: দাউদ। সে জিজ্ঞাসা করিল: তাহার বয়স কত দিন নির্দিষ্ট হইয়াছে? তিনি বলিলেন: ষাট বৎসর। সে বলিল: আমার বয়স হইতে চল্লিশ বৎসর তাহাকে দান করুন। হযরত (দঃ) বলিলেন: আদমের বয়স চল্লিশ বৎসর

বাকী থাকিতেই শেষ হইল। মৃত্যুর ফিরেশ্‌তা আসিলে আদম বলিলেন: আমার বয়স কি এখনও চল্লিশ বৎসর বাকী নাই? সে বলিল: তোমার বংশধর দাউদকে তুমি কি তাহা দান কর নাই? তখন আদম বিবাদ শুরু করিল এবং তাহার ফলে তাহার বংশধরগণও বিবাদ করিল। আদম ভুলিয়া গিয়া (নিষিদ্ধ) বৃক্ষ হইতে ফল ভক্ষণ করিল। তাহার ফলে তাহার বংশধরগণও ভুলিয়া গেল এবং পাপ করিল।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম, আবু দাউদ, তিরমিজী

১৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: কোন কোন বান্দাহ্ দোযখে বেহেশ্‌তের অধিবাসীদের অন্যতম হইয়া দোযখবাসীদের কাজ করিতে থাকিবে এবং কোন কোন বান্দাহ্ দোযখবাসীদের অন্যতম হইয়া বেহেশ্‌তের অধিবাসীদের কার্য করিতে থাকিবে। নিশ্চয়ই কার্যের শেষ ফল দেখিয়াই কার্যের বিচার হইবে।

বর্ণনায়: হযরত সহল বিন্ সা'দ। —বোখারী, মোসলেম

১৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: সর্বপ্রথম আল্লাহ্ কলমকে সৃষ্টি করিয়া বলিলেন: লিখ। (কলম) বলিল: কি লিখিব? তিনি বলিলেন: তকদীর লিখ। সুতরাং যাহা অতীত হইয়া গিয়াছে এবং যাহা অনন্তকাল পর্যন্ত সৃষ্টি হইবে, তাহা লিখিল।

বর্ণনায়: হযরত ওবাদাহ্ বিন্ সোয়ামেত। —তিরমিজী

১৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বলা হইল: আপনি যে বিষ মিশ্রিত ছাগ-মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা কি প্রত্যেক বৎসরই আপনাকে কষ্ট দিতেছে? তিনি বলিলেন: যাহা আমার তকদীরে লেখা হইয়াছে তাহাই আমাকে আক্রমণ করিয়াছে এবং আদম তাঁহার মাটি হইতে সৃষ্টি হইয়াছে।

বর্ণনায়: হযরত উম্মে সালমাহ্। —ইবনে মাযাহ্

১৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তির অদৃষ্টে যে দেশে মৃত্যু হইবে লেখা হইয়াছে, তথায় যাইবার জন্য তিনি এক আবশ্যকতা সৃষ্টি করেন।

বর্ণনায়: হযরত মাতার বিন্ ওকামেস। —তিরমিজী

১৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে দুই দলের জন্য ইসলামের কোন অংশ নাই। (উহারা) 'কাদরিয়া' (যাহারা বলে কার্যের দ্বারাই অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত হয়। তকদীর বলিয়া কিছু নাই) এবং 'মরজিয়া' (যাহারা বলে, ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে, কার্য করিয়া কি লাভ।)

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —তিরমিজী

১৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) প্রায়ই প্রার্থনা করিতেন ঃ হে হৃদয় পরিবর্তনকারী! তোমার ধর্মের প্রতি আমার হৃদয়কে সুদৃঢ় কর। আমি বলিলাম ঃ আমি আপনার প্রতি এবং আপনি যাহা লইয়া আসিয়াছেন তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, তবুও কি আমাদের জন্য ভয় করেন? তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্র দুই অঙ্গুলীর মধ্যে সমস্ত হৃদয় অবস্থিত। তিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন ইহা-দিগকে পরিবর্তন করেন।

বর্ণনায় ঃ হযরত আনাস। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

২০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যখন তোমাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, প্রাতে ও রাত্রে তাহার স্থান তাহার সম্মুখে উপস্থিত করা হয় এবং বলা হয় যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তোমাকে পুনরুত্থান না করেন, সেই পর্যন্ত ইহাই তোমার স্থান।

বর্ণনায় ঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন্ উমর। —বোখারী, মোসলেম

২১। আমার পিতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ঃ আমরা যে মন্ত্র পড়ি বা ঔষধ দ্বারা আরোগ্য লাভ করিতে চাই বা তাবিজের ভরসা করি, তাহা কি আল্লাহ্র তকদীরের কিছু রদ করিতে পারে? হযরত (দঃ) বলিলেন ঃ ইহা করাই আল্লাহ্র তকদীর।

বর্ণনায় ঃ হযরত আবু খেজামা। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

২২। দুইজন লোক রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ঃ লোকজন অদ্য যাহা করে এবং যে পরিশ্রম করে তাহার সম্বন্ধে আমাকে জ্ঞাত করুন। ইহা কি তাহাদের তকদীরে লেখা আছে বা তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা কি তকদীরে লেখা ছিল? তিনি বলিলেন ঃ তাহা নহে,

যাহা তাহার অদৃষ্টে লেখা ছিল, তাহাই হইয়াছে। কুরআন সাক্ষ্য দেয়: "এবং মানুষের আত্মার শপথ ও যিনি তাহাকে জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা সঠিকভাবে শোভিত করিয়াছেন এবং অবশেষে তাহাকে তাহার পাপ-পুণ্যের ফলাফল জানাইয়া দিয়াছেন।"

বর্ণনায়: হযরত এমরান বিন্ হুসেন। —মোসলেম

২৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমাদের কাহারও সৃষ্টি তাহার মাতার গর্ভে ৪০ দিন শুক্ররূপে থাকে। অতঃপর কিছু সময়ের জন্য রক্তের আকার ধারণ করে। অতঃপর উহা মাংসখণ্ডরূপে পরিণত হয়। তৎপর আল্লাহ্ চারিটি বাক্যসহ একজন ফিরেশ্তা (দূত) তাহার নিকট পাঠাইয়া দেন এবং তাহার কার্য, বয়স, জীবিকা এবং সে ভাগ্যবান বা দুর্ভাগা, তাহা লিখিয়া দেয়। অতঃপর তাহার মধ্যে রূহ (আত্মা) ফুৎকার করিয়া দেওয়া হয়। যিনি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই তাঁহার শপথ। তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ বেহেশ্তের অধিবাসীদের কার্য করিতে থাকিবে। এমন কি যখন তাহার এবং বেহেশ্তের মধ্যে মাত্র এক হাত দূরত্ব থাকিবে। তখন তকদীর তাহার উপর প্রাধান্য লাভ করিবে এবং সে দোযখবাসীদের কার্য করিয়া উহাতে প্রবেশ করিবে। তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ দোযখবাসীদের কার্য করিতে থাকিবে, এমন কি যখন তাহার এবং দোযখের মধ্যে মাত্র এক হাত দূরত্ব থাকিবে, তখন তকদীর তাহার উপর প্রাধান্য লাভ করিবে এবং সে তখন বেহেশ্তবাসীদের কার্য করিয়া উহাতে প্রবেশ করিবে।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে মসুউদ। —বোখারী, মোসলেম

২৪। আমি হযরত ওবাই বিন্ কায়াবের নিকট বলিলাম: তকদীর সম্পর্কে আমার মনে কিছু সন্দেহ আছে, আমাকে একটি হাদীস বলুন যাহাতে আমার মন হইতে আল্লাহ্ সন্দেহ দূর করেন। তিনি বলিলেন: যদি আল্লাহ্ সমস্ত আসমান ও যমিনের অধিবাসীদের শাস্তি দিতে ইচ্ছা করিতেন, তিনি অত্যাচারী না হইয়া শাস্তি দিতে পারিতেন এবং যদি রহম করিতেন, তাহাদের কার্যের চাইতে তাহার দয়া অধিকতর উত্তম হইত। যদি তুমি ওহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর,

তিনি তাহা কবুল করিবেন না যে পর্যন্ত তুমি তকদীরে বিশ্বাস না কর এবং যে পর্যন্ত তোমার এই জ্ঞান না হয়; যে বিপদ-আপদ তোমার উপর পতিত হয়, তোমার পাপের জন্য এবং যদি ইহা ব্যতীত অন্য অবস্থায় তোমার মৃত্যু হয়, তুমি দোযখে যাইবে। সে বলিল: অতঃপর, আমি আবদুল্লাহ্ বিন্ মসউদের নিকট গেলে তিনিও তদ্রূপ বর্ণনা করিলেন, হোজায়ফা বিন্ ইয়ামানের নিকট গেলে তিনিও উহাই বলিলেন। অতঃপর যায়েদ ইবনে সাবেতের নিকট গেলে তিনিও রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর এই হাদীস বর্ণনা করিলেন।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে দাইলামী। —আবু দাউদ

২৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে তকদীর সম্পর্কে কিছু তর্ক-বিতর্ক করে, বিচারের দিন সেই সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। যে তর্ক-বিতর্ক করে না তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে না।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —মেশ্কাত

তকবীরের পর নামাযের ধারা

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তকবীরে তাহ্রীমা ও কেরাতের মধ্যে কিছু সময় নীরব থাকিতেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: আপনি তকবীর ও কুরআন পাঠের মধ্যে নীরবতায় কি পাঠ করেন? তিনি বলিলেন: আমি বলি: হে আল্লাহ্! আমি ও আমার পাপসমূহের মধ্যে ব্যবধান করিয়া দাও যেমন তুমি ব্যবধান করিয়াছ পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে। আল্লাহ্! তুমি আমাকে পরিষ্কার কর পাপ হইতে যেভাবে পরিষ্কার করা হয় সাদা কাপড় ময়লা হইতে। হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপ সমূহ ধুইয়া ফেল পানি, বরফ ও প্রবল বৃষ্টি দ্বারা।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন দ্বিতীয় রাকাতের পর দাঁড়াইতেন 'আল-হাম্‌দুলিল্লাহ্' দ্বারা কেরাত আরম্ভ করিতেন, চুপ থাকিতেন না।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন নামাযে দাঁড়াইতেন বা নামায শুরু করিতেন তখন তকবীরে তাহ্‌রীমা বলিতেন। অতঃপর বলিতেনঃ আমি সকল দিক হইতে বিমুখ হইয়া মুখ ফিরাইয়াছি তাঁহার দিকে যিনি আসমান ও যমিনকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্গত নহি। নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও মরণ আল্লাহ্‌র জন্য। তাঁহার কোনও অংশী নাই। আর ইহারই জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্গত। আল্লাহ্, তুমিই বাদশাহ্, তুমি ব্যতীত কেহ উপাস্য নাই ; তুমি আমার প্রভু আর আমি তোমার দাস। আমি নিজের উপর অত্যাচার করিয়াছি এবং আমি আমার অপরাধ স্বীকার করিতেছি, সুতরাং তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দাও। নিশ্চয়ই তুমি ব্যতীত অপর কেহ অপরাধ সমূহ ক্ষমা করিতে পারে না এবং চালাও আমাকে উত্তম চরিত্রের পথে, তুমি ব্যতীত আর কেহ উত্তম পথে চালাইতে পারে না এবং দূরে রাখ আমা হইতে উহার মন্দকে, তুমি ব্যতীত আর কেহ উহার মন্দকে আমা হইতে দূরে রাখিতে পারে না। আল্লাহ্, উপস্থিত আছি আমি তোমার দরবারে, আর প্রস্তুত আছি তোমার আদেশ পালনে,কল্যাণ সকলই তোমার হাতে এবং কোনও অকল্যাণই তোমার প্রতিবর্তায় না। আমি তোমার সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত আছি এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি। তুমি মঙ্গলময়, তুমি উচ্চ। আমি তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি এবং তোমার দিকেই ফিরিতেছি। আর যখন তিনি রুকূ করিতেন ; বলিতেনঃ "আল্লাহ্, আমি তোমারই জন্য রুক করিলাম এবং তোমাকেই বিশ্বাস করিলাম এবং তোমার নিকটই আত্ম-সমর্পণ করিলাম। তোমার নিকট বিনীত আমার শ্রবণ শক্তি, আমার দৃষ্টি শক্তি, আমার মজ্জা, আমার অস্থি ও আমার শিরা-উপশিরা। অতঃপর যখন মাথা তুলিতেন বলিতেনঃ "হে আল্লা! হে আমাদের প্রতিপালক ; তোমারই জন্য প্রশংসা সমগ্র আসমান ও যমিন এবং উহার মাঝখানে যাহা কিছু আছে সে সকল পূর্ণ করিয়া এবং ইহার পর তুমি যে কোন জিনিস সৃষ্টি করিবে তাহা পূর্ণ করিয়া।" এবং যখন সিজদাহ্ করিতেন, বলিতেনঃ "হে আল্লাহ্। আমি তোমারই উদ্দেশ্যে সিজদাহ্ করিলাম এবং তোমাতেই বিশ্বাস রাখি আর তোমরই প্রতি আত্মসমর্পণ করিলাম। আমার মুখমণ্ডল

তাঁহারই উদ্দেশ্যে সিজদাহ্ করিল যিনি উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন ও উহার আকৃতি দান করিয়াছেন এবং উহার কান ও চক্ষু খুলিয়াছেন। মঙ্গলময় আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা।" অতঃপর সর্বশেষে অত্যাহিয়্যাতু ও সালামের মধ্যে বলিতেন: হে আল্লাহ্। আমাকে ক্ষমা কর, যাহা আমি পূর্বে করিয়াছি এবং যাহা আমি পরে করিয়াছি এবং যাহা আমি গোপনে করিয়াছি আর যাহা আমি প্রকাশ্যে করিয়াছি এবং যাহা আমি অতিরিক্ত করিয়াছি আর যাহা তুমি আমা অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত আছ। তুমিই আদি, তুমিই অনন্ত, তুমি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই।

বর্ণনায় : হযরত আলী। —মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন নামায আরম্ভ করিতেন, বলিতেন: "তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি; হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সহিত। তোমার নাম মঙ্গলময়, উচ্চ তোমার মহিমা এবং তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই।"

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —তিরমিজী, আবূ দাউদ, ইবনে মাযাহ্

তসবীহ্‌র নামায

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: হে আব্বাস। আমি কি আপনাকে দিব না? আমি কি আপনাকে দান করিব না? আমি কি আপনাকে জানাইব না? আমি কি আপনাকে দশটি গুণে গুণান্বিত করিব না? যখন আপনি তাহা করিবেন, আল্লাহ্ আপনার পাপ ক্ষমা করিবেন। ইহার (পাপের) প্রথম, ইহার শেষ, ইহার পুরাতন, ইহার নূতন, ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত, ইহার বড়, ইহার প্রকাশ্য (ক্ষমা করিবেন)। আপনি চারি রাকাত নামায পড়িবেন। যখন প্রথম রাকাতে কেরাত শেষ করিবেন, তখন দাঁড়ান অবস্থায় ১৫ বার বলিবেন: আল্লাহ্ পবিত্র, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ", অতঃপর রুকু দিবেন এবং রুকু অবস্থায় ইহা ১০ বার বলিবেন। রুকু হইতে মাথা তুলিয়া ১০ বার ইহা বলিবেন। অতঃপর সিজদায় গিয়া ১০ বার বলিবেন। সিজদাহ্

হইতে মাথা তুলিয়া ১০ বার বলিবেন। আবার সিজদায় গিয়া ১০ বার বলিবেন। সিজদাহ্ হইতে মাথা তুলিয়া ১০ বার বলিবেন। এইভাবে চারি রাকাতে বলিবেন। যদি দিনে একবার পারেন পড়িবেন। যদি তাহা না পারেন সপ্তাহে একবার পড়িবেন। যদি তাহাও না পারেন প্রত্যেক মাসে একবার পড়িবেন। যদি তাহাও না পারেন বৎসরে একবার। যদি তাহাও না পারেন তবে জীবনের মধ্যে একবার পড়িবেন।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস। —আবু দাউদ

তসবীহ, তাহ্মীদ, তাহ্লীল, তকবীর

তসবীহ্ : (সোব্হানাল্লাহ্) আল্লাহ্ পবিত্র। তাহ্মীদ : (আল-হামদুলিল্লাহ্) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। তাহ্লীল : (লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্) আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। তকবীর : (আল্লাহু আকবর) আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। তাহ্মীদ : (সোব্হানাল মালেকুল কুদ্দুস) পবিত্র রাজার গৌরব। হাইলুলাহ : (লা-হাওলা ওলা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও কোন ক্ষমতা নাই।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : সর্বাপেক্ষা উত্তম বা আল্লাহ্র নিকট প্রিয় বাক্য চারিটি। সোব্হানাল্লাহ্, আল্হামদুলিল্লাহ্, লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্ এবং আল্লাহু আকবর। ইহার মধ্যে যে বাক্য দ্বারাই শুরু কর তোমার অনিষ্ট হইবে না।

বর্ণনায় : হযরত সামোরাহ্। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : সূর্য যাহার (বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের) উপর কিরণ দেয়, তাহা হইতে আমার নিকট অধিকতর প্রিয় : সোব্হানাল্লাহ্ আল্হামদুলিল্লাহ্, লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্ এবং আল্লাহু আকবর।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৩। তিনি বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি দিনে একশত বার 'সোব্হানাল্লাহ্ ওয়া বেহামদিহি' পাঠ করে তাহার অপরাধ সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় অসংখ্য হইলেও উহা ক্ষমা করা হয়।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৪। তিনি বলিয়াছেন : যে কোন ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় ১০০ বার 'সোব্হানাল্লাহে ওয়া বেহামদিহি' পাঠ করে, কিয়ামতের দিনে সে ইহা হইতে উত্তম কার্য আনিতে পারিবে না।

বর্ণনায়-: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৫। তিনি বলিয়াছেন : দুইটি বাক্য রসনার জন্য হাল্কা, মিজানের জন্য ভারী এবং দয়াময়ের নিকট প্রিয় : 'সোব্হানাল্লাহে ওয়া বেহামদিহি এবং সোব্হানাল্লাহিল আযীম।"

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৬। তিনি বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি দিনে ১০০ বার "আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, তিনি এক, তাঁহার অংশী নাই, রাজত্ব তাঁহারই, প্রশংসা তাঁহারই, সমস্ত বস্তুর উপর তিনিই ক্ষমতাশালী"—পাঠ করে, সে ১০ জন দাস মুক্তির পুণ্য লাভ করে; ১০০ পুণ্য তাহার জন্য লেখা হয় এবং তাহার ১০০ পাপ মুছিয়া ফেলা হয় এবং ঐ ব্যক্তিকে শয়তানের কবল হইতে রক্ষা করার জন্য একজন প্রহরি ঐ দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকে। কোন লোক ইহার চাইতে উৎকৃষ্ট সওয়াব পায় না; শুধু ঐ লোক ব্যতীত যে তদনুরূপ বা ততোধিক কার্য করে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোবায়রা। —বোখারী

৭। তিনি বলিয়াছেন : যে বলে : 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্ ওয়াল্লাহু আকবর' তাহার প্রভু তাহাকে এই বলিয়া সমর্থন করেন : আমি ব্যতীত অন্য প্রভু নাই এবং আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ। যখন সে বলে : "আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য প্রভু নাই, তিনি এক, তাঁহার কোনও অংশী নাই।", তিনি বলেন : আমি ব্যতীত কোন প্রভু নাই, আমি এক, আমার অংশী নাই। যখন সে বলে : "আল্লাহ্ ব্যতীত প্রভু নাই, তাঁহারই রাজত্ব, তাঁহারই প্রশংসা।" তিনি বলেন : আমি ব্যতীত প্রভু নাই, আমারই রাজত্ব এবং সকল প্রশংসা। যখন সে বলে : "আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, যত শক্তি ও ক্ষমতা আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত হয় না।" তিনি বলেন : "আমি ব্যতীত অন্য প্রভু নাই, যত শক্তি ও ক্ষমতা আমার সাহায্য ব্যতীত হয় না।" যে ইহা তাহার

অসুখের সময় বলে এবং পরে মারা যায়, দোযখের আগুন তাহাকে ভক্ষণ (দগ্ধ) করিতে পারিবে না।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৮। তিনি বলিয়াছেন: বহুবার বল: "লা হাওলা ওয়ালা কুয্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্", কেন-না ইহা বেহেশ্তের রত্ন।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৯। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: তোমাদের কেহ কি প্রত্যহ ১০০০ পুণ্য পাইতে পারে না? একজন জিজ্ঞাসা করিল: কিরূপে আমাদের কেহ প্রত্যহ ১০০০ পুণ্য পাইতে পারে? তিনি বলিলেন: ১০০ বার তসবীহ্ পাঠ করিলে তাহার জন্য ১০০০ পুণ্য লেখা হইবে এবং ১০০০ পাপ ক্ষমা করা হইবে।

বর্ণনায়: হযরত সায়াদ। —মোসলেম

১০। একজন গ্রাম্য আরব রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া বলিল: আমাকে পাঠ করিবার জন্য একটি কথা শিখাইয়া দিন। তিনি বলিলেন: বল, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, তিনি এক, তাঁহার কোন অংশী নাই, আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠত্বে সর্বশ্রেষ্ঠ, সকল প্রশংসা তাঁহারই, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালক আল্লাহ্ পবিত্র। আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি বা ক্ষমতা নাই, তিনি গৌরবান্বিত, তিনি বিজ্ঞ। সে বলিল: ইহা ত আমার প্রভুর জন্য। আমার জন্য কি? তিনি বলিলেন: বল, হে আল্লাহ্! আমার প্রতি অনুগ্রহ কর, আমাকে সরল সহজ পথ প্রদর্শন কর, আমাকে খাদ্য দাও এবং আমাকে ক্ষমা কর।

বর্ণনায়: হযরত সায়াদ। —মোসলেম

১১। একদা রসূলুল্লাহ্ (দঃ) একটি শুষ্ক পাতা বিশিষ্ট গাছের নিকট দিয়া যাইবার সময়ে স্বীয় লাঠি দ্বারা উহাকে আঘাত করিলে পাতাগুলি ঝরিয়া পড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, আল্লাহ্ পবিত্র, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। যেরূপ

এই বৃক্ষের পাতাগুলি নীচে পড়িয়া গেল, তদ্রূপ এই বাক্যগুলি বান্দাহ্‌র (মানুষের) পাপকে দূরীভূত করে।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —তিরমিজী

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি প্রাতে ১০০ বার এবং রাত্রে ১০০ বার তসবীহ্ পাঠ করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ১০০ বার হজ্জ করে। যে প্রাতে এবং রাত্রে ১০০ বার করিয়া তাহ্‌মীদ পাঠ করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আল্লাহ্‌র পথে ১০০ জন অশ্বারোহী যোদ্ধাকে আক্রমণ করে। যে প্রাতে এবং রাত্রে ১০০ বার করিয়া তাহ্‌লীল পাঠ করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ইসমাঈলের বংশধরদের মধ্য হইতে ১০০ জন দাসকে মুক্তি দেয়। যে প্রাতে এবং রাত্রে ১০০ বার তকবীর পাঠ করে তাহার চাইতে অধিক পুণ্য সেই দিন আর কেহই পায় না, কেবল ঐ লোক ব্যতীত যে উহা পাঠ করে বা উহার অধিক পাঠ করে।

বর্ণনায়: হযরত আমর বিন্ শোয়ায়েব। —তিরমিজী

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: সর্বাপেক্ষা উত্তম যিকির লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম দোয়া: আলহাম্‌দুলিল্লাহ্।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —তিরমিজী

তায়াম্মুম

পবিত্র মাটির সাহায্যে পবিত্র হওয়াকে তায়াম্মুম বলে। যখন ফরয গোসল বা অযুর প্রয়োজন হয়, তখন পানি না পাওয়া গেলে অথবা পানি ব্যবহারে অসুখের সম্ভাবনা থাকিলে বা পীড়া বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকিলে পানি ব্যবহার না করিয়া তায়াম্মুম করিলেই অযু বা গোসলের কাজ হইবে। আল্লাহ্ বলেন: যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা ভ্রমণে রত থাক অথবা তোমাদের কেহ মল-মূত্র ত্যাগ করিয়া আসে বা স্ত্রী সহবাস করে, তখন যদি পানি না পাওয়া যায় তায়াম্মুম কর, তোমাদের মুখমণ্ডল এবং হস্তদ্বয় পবিত্র মাটি দ্বারা মোসেহ্ কর। আল্লাহ্ তোমাদিগকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে পবিত্র করিতে ইচ্ছা করেন।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত একবার আমরা সফরে ছিলাম। তিনি সকলকে নামায পড়াইলেন। নামায শেষে দেখিলেন: এক ব্যক্তি এক পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছে, নামায পড়ে নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: হে অমুক! তোমাকে কিসে বাধা দিল লোকের সহিত নামায পড়িতে? সে বলিল: আমি অপবিত্র এবং পানি নাই। তিনি বলিলেন: এই মাটি ব্যবহার কর, ইহা তোমার জন্য যথেষ্ট।

বর্ণনায়: হযরত এমরান। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: পবিত্র মাটি মুসলমানদের জন্য পবিত্রতাকারী, যদিও সে দশ বৎসর পর্যন্ত পানি না পায়। যখন পানি পাইবে তখন যেন সে পানি তাহার দেহে ব্যবহার করে, ইহাই উত্তম।

বর্ণনায়: হযরত আবুজর গিফারী। —আহমদ, তিরমিজী, আবু দাউদ, নেসায়ী

৩। আমরা কতক লোক এক সফরে বাহির হইলাম। পাথরের সহিত আঘাত লাগিয়া একজন আহত হইল। মাথায় ক্ষত হইল। অতঃপর তাহার স্বপ্ন দোষ হইল এবং সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করিল: আমার কি তায়াম্মুম করার অনুমতি আছে? তাহারা বলিল: তোমার পানি ব্যবহারে সামর্থ্য আছে বলিয়া মনে করি, তোমার জন্য অনুমতি আমরা দেখিতে পাই না। লোকটি গোসল করিল এবং মারা গেল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট এই সংবাদ জানাইলে তিনি বলিলেন: যাহারা তাহাকে হত্যা করিয়াছে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে হত্যা করুন। কেন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল না যখন তাহারা জানে না? অজ্ঞতা-রূপ রোগের ঔষধ জিজ্ঞাসা করা। অথচ তাহার জন্য যথেষ্ট ছিল—সে তায়াম্মুম করিবে এবং ক্ষতস্থানে পট্টি বাঁধিবে। অতঃপর উহার উপর মোসেহ্ করিবে এবং তাহার বাকী শরীর ধুইবে।

বর্ণনায়: হযরত জাবের বিন্ আবদুল্লাহ্। —আবু দাউদ

৪। দুই জন লোক সফরে বাহির হইল; নামাযের সময় হইলে পানির অভাবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িল। অতঃপর তাহারা পানি দেখিতে পাইল। একজন অযু করিয়া আবার নামায পড়িল। অন্যজন পড়িল না। অতঃপর উভয়ে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট গিয়া ইহার উল্লেখ

করিলে, তিনি যে পুনঃ অযু করিয়া নামায পড়ে নাই তাহাকে বলিলেন : তুমি সঠিক পন্থা লাভ করিয়াছ, তোমার সেই নামাযই যথেষ্ট। যে ব্যক্তি অযু করিয়া পুনঃ নামায পড়িয়াছে, তাহাকে বলিলেন : তোমার জন্য দ্বিগুণ পুণ্য।

বর্ণনায় : হযরত আবু সঈদ খুদ্‌রী। —আবু দাউদ, নেসায়ী

৫। যখন তাহারা ফজরের নামায পড়িয়াছিল, তাহারা তায়াম্মুম করিয়াছিল। তাহারা তাহাদের করতল মাটিতে নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় মুখমণ্ডল একবার মোসেহ্‌ করিল। অতঃপর তাহাদের করতল সমূহ পুনঃ মাটিতে নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় হস্ত সমূহকে বাহু পর্যন্ত মোসেহ্‌ করিল।

বর্ণনায় : হযরত আম্মার। —আবু দাউদ

তারাবীহ্‌র নামায

রমযান মাসে প্রত্যেক রাত্রে এশার নামাযের ফরয ও সুন্নত নামাযের পর দুই দুই রাকাত করিয়া বিশ রাকাত তারাবীহ্‌র নামায পড়িতে হয়। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) ইহার জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় ঠিক করিয়া যান নাই। ইহা প্রথমে আট রাকাত ছিল। অতঃপর বিশ রাকাত হইয়াছে। হযরত (দঃ) সাধারণতঃ ইহা শেষ রাত্রে পড়িতেন। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) এবং হযরত আবু বকর ও হযরত উমরের সময়ে প্রথমে তারাবীহ্‌র নামায পৃথকভাবে যে-যাহার বাড়ীতে পড়িতেন। হযরত (দঃ) তাঁহার জীবনে তিন কি চারিবার এই নামায জামাতে পড়িয়াছিলেন। হযরত উমর যখন দেখিলেন যে, লোকজন উহা পড়া ছাড়িয়া দিতেছে তখন তিনি এশার নামায শেষে জামাতে তারাবীহ্‌র নামায পড়ার ব্যবস্থা করিলেন।

১। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেন : যখন তোমাদের কেহ মসজিদে নামায পড়ে, সে যেন নামাযের একাংশ তাহার বাড়ীতে পড়ে, কেন-না বাড়ীর মধ্যে তাহার নামায পড়ার জন্য আল্লাহ্‌ মঙ্গল নিহিত রাখিয়াছেন।

বর্ণনায় : হযরত জাবের। —মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেন : ফরয নামায ব্যতীত বাড়ীতে নামায পড়া আমার এই মস্‌জিদের মধ্যে নামায পড়ার চাইতে উত্তম।

বর্ণনায় : হযরত যায়েদ বিন্‌ সাবেত। —আবু দাউদ

তালাক

সকল জাতির মধ্যেই তালাক বা বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত ছিল ও আছে। কেবলমাত্র হিন্দু জাতির-মধ্যে ইহা নাই। ইসলাম তালাক স্বীকার করিয়াও ইহাকে জঘন্য কার্য বলিয়া আখ্যা দিয়াছে। হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ বৈধ কার্যের মধ্যে তালাক আল্লাহ্‌র নিকট জঘন্যতম কাজ।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ কোন দোষ-ত্রুটি ব্যতীত যে স্ত্রীলোক স্বামীর নিকট তালাক চায়, তাহার জন্য বেহেশ্‌তের সুঘ্রাণ হারাম (অবৈধ) হইয়া যায়।

বর্ণনায়ঃ হযরত সাওবান। —তিরমিজী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ হালাল জিনিসের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সর্বপেক্ষা অপ্রিয় হইল তালাক।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —আবু দাউদ

৩। সাবেত বিন্ কায়েসের স্ত্রী রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এর নিকট আসিয়া বলিলঃ সাবেত বিন্ কায়েসের চরিত্র এবং ধর্মপ্রবণতার নিন্দা করি না, কিন্তু ইসলামে কুফরীর নিন্দা করি। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তুমি কি তাহার বাগান ফিরাইয়া দিতে পার? সে বলিলঃ হাঁ। তিনি তাহাকে বলিলেনঃ বাগানটি গ্রহণ কর এবং তাহাকে এক তালাক দাও।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া এক ব্যক্তি বলিলঃ আমার একজন স্ত্রী আছে, যে স্পর্শকারীদের হস্তকে ফিরাইয়া দেয় নাঃ তিনি বলিলেনঃ তাহাকে তালাক দাও। সে বলিলঃ তাহাকে আমি ভালবাসি। তিনি বলিলেনঃ তাহা হইলে তাহাকে রাখ।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী, আবু দাউদ, নেসায়ী

৫। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর স্ত্রীর ঋতু অবস্থায় তাহাকে তালাক দিয়াছিলেন। হযরত উমর রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট উল্লেখ করিলে তিনি রাগান্বিত হইয়া বলিলেনঃ তাহাকে পুনরায় লইয়া যাও এবং ঋতু শেষ না

হওয়া পর্যন্ত তাহাকে ঘরে রাখ। অতঃপর সে ঋতুমতী হইলে এবং উহা শেষ হইলে, তখন তাহাকে তালাক দিতে ইচ্ছা করিলে তালাক দিতে পার। আল্লাহ্ স্ত্রীলোকদের তালাকের জন্য যে মুদ্দৎ (সময়) ঠিক করিয়াছেন, ইহা তাহাই। অন্য বর্ণনায় : তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে বল এবং তাহার পবিত্র অবস্থায় বা গর্ভকালে তালাক দিতে বল।

বর্ণনায় : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর। —বোখারী, মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদিগকে বিবাহ ভঙ্গ করিবার স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। আমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলকে পছন্দ করিলাম। তিনি আমাদের জন্য কোন মুদ্দৎ গণনা করিলেন না।

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : বলপূর্বক তালাক এবং দাস-দাসীর মুক্তি নাই।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্

৮। রাফে কোরায়জীর স্ত্রী রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এর নিকট আসিয়া বলিল : আমি রাফের নিকট ছিলাম, কিন্তু সে আমাকে তালাক দিয়াছে এবং সেই তালাক পূর্ণ হইয়াছে। অতঃপর আমি আবদুর রহমান বিন্ জোবায়েরকে বিবাহ করিয়াছি। তখন তাহার নিকট এক খণ্ড বস্ত্র ব্যতীত অন্য কিছুই ছিল না। তিনি বলিলেন : তুমি কি রাফের নিকট ফিরিয়া যাইতে চাও? সে বলিল : হাঁ। তিনি বলিলেন : যে পর্যন্ত তুমি তাহার মধুর স্বাদ এবং সে তোমার মধুর স্বাদ নেয়, সে পর্যন্ত যাইও না।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম, আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যে জিনিসে আদম সন্তানের স্বত্ব নাই তাহার কোন মানত নাই, যাহার উপর কোন মালিকানা নাই, তাহার কোন মুক্তি নাই এবং যাহার উপর কোন অধিকার নাই, তাহার কোন তালাক নাই। অন্য বর্ণনায় : যে জিনিসে দখল নাই, তাহার কোন বিক্রয় নাই।

বর্ণনায় : হযরত আমর বিন্ শোয়ায়েব। —তিরমিজী, আবু দাউদ

১০। হযরত রোকানা তাহার স্ত্রীকে সম্পূর্ণভাবে তালাক দিয়াছিল। সে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জানাইয়া বলিলঃ আল্লাহ্র শপথ। আমি তালাক ব্যতীত অন্য ইচ্ছা করি নাই। রোকানা বলিলঃ আল্লাহ্র শপথ! আমি এক তালাক ব্যতীত অন্য ইচ্ছা করি নাই। রসূলুল্লাহ্ তাহাকে তাহার নিকট ফিরাইয়া দিলেন। অতঃপর সে তাহাকে হযরত উমরের সময় দ্বিতীয় তালাক দিল এবং হযরত উসমানের সময় তৃতীয় তালাক দিল।

বর্ণনায়ঃ হযরত রোকানা। —আবু দাউদ, তিরমিজী

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ তিনটি বিষয় আছে যাহার গুরুতর বিষয় গুরুতর এবং যাহার লঘু বিষয় লঘু; বিবাহ, তালাক এবং প্রত্যাবর্তন।

১২। তিনি বলিয়াছেনঃ পাগল এবং মস্তিষ্ক বিকৃতের তালাক ব্যতীত অন্যান্য তালাক বৈধ।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ তিন ব্যক্তির নিকট হইতে কলম তুলিয়া লওয়া হইয়াছে; নিদ্রিত ব্যক্তি হইতে যে পর্যন্ত সে জাগ্রত না হয়, নাবালেগ (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) হইতে যে পর্যন্ত সে বালেগ (বয়ঃপ্রাপ্ত) না হয়, পাগল হইতে যে পর্যন্ত সে সুস্থ না হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আলী। —তিরমিজী।

১৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ঐ ব্যক্তিকে অভিসম্পাত দিয়াছেন, যে তাহার তালাক দেওয়া স্ত্রীকে হালাল জ্ঞান করে এবং যাহার জন্য তাহাকে হালাল জ্ঞান করা হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মসউদ। —ইব্নে মাযাহ্

১৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) হযরত আয়েশাকে বরিরাহ্ সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ তাহাকে গ্রহণ কর এবং মুক্তি দাও। তাহার স্বামী একজন দাস ছিল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাকে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়াছিলেন। সে নিজেকে পছন্দ করিল। যদি সে স্বাধীন হইত, তিনি তাহাকে স্বাধীন ইচ্ছা পরিচালনা করিতে দিতেন না।

বর্ণনায়ঃ হযরত ওরওরাহ্। —বোখারী, মোসলেম

১৬। এক ব্যক্তির একই সময় তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার কথা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জানাইলে তিনি রাগান্বিত হইয়া বলিলেন: আমি তোমাদের মধ্যে এখনও আছি, তোমরা আল্লাহ্র কুরআন নিয়া খেলা করিতেছ? তখন এক ব্যক্তি উঠিয়া বলিল: তাহাকে কি আমি হত্যা করিব না?

বর্ণনায়: হযরত মাহমূদ বিন্ লবীদ। —নেসায়ী

১৭। তিনি বলিয়াছেন: হারাম জিনিসের কাফ্ফারা আছে। নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ্ (দঃ) সুন্দরতম আদর্শ।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

তাশাহ্হুদের পর দোয়া

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যখন তোমাদের কেহ শেষ তাশাহ্হুদ পাঠ শেষ করে, সে যেন চারিটি জিনিস হইতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে—দোযখের শাস্তি হইতে, কবরের আজাব লইতে, জন্ম ও মৃত্যুর বিপদ-আপদ হইতে এবং একচক্ষু বিশিষ্ট দজ্জালের অনিষ্ট হইতে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমার হাত ধরিয়া বলিলেন: হে মোয়াজ! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি বলিলাম: আমিও আপনাকে ভালবাসি। তিনি বলিলেন: তাহা হইলে প্রত্যেক নামাযের শেষে এই কথা বলা ত্যাগ করিও না—হে প্রভু! তোমাকে স্মরণ করিতে, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে এবং সুন্দররূপে তোমার ইবাদত করিতে আমাকে সাহায্য কর।

বর্ণনায়: হযরত মোয়াজ বিন্ জাবাল। —আবু দাউদ

৩। আমি বলিলাম: আমাকে একটি দোয়া শিক্ষা দিন, তাহা আমি নামাযে পড়িব। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: বল, হে আল্লাহ্! আমি নিজ আত্মার উপরে অনেক অত্যাচার করিয়াছি। তুমি ব্যতীত আর কেহ পাপ ক্ষমা করিতে পারিবে না। তোমার পক্ষ হইতে আমাকে ক্ষমা কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল, দয়ালু।

বর্ণনায়: হযরত আবু বকর। —বোখারী

তাহাজ্জুদ নামায

তাহাজ্জুদ বা রাত্রের নামায রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর জন্য ফরয ছিল। অন্য মুসলমানদের জন্য নহে। ইহার সময় মধ্যরাত্রি হইতে ফজর পর্যন্ত। ইহার কোন ধারাবাহিক নিয়ম নাই। হযরত (দঃ) বিতেরের নামায সহ কখনও ৭, কখনও ৯, কখনও ১১ এবং কখনও ১৩ রাকাত পড়িয়াছেন। যাবতীয় সুন্নত ও নফল নামাযের মধ্যে ইহা সর্বোত্তম নামায।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) রাত্রে ১৩ রাকাত নামায পড়িতেন, যাহার অন্তর্গত বিতের এবং ফজরের দুই রাকাত সুন্নতও ছিল।

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এশার নামায হইতে অবসর গ্রহণ করার পর ফজর পর্যন্ত ১১ রাকাত নামায পড়িতেন, প্রত্যেক দুই রাকাতের পরই সালাম ফিরাইতেন এবং এক রাকাত দ্বারা উহাকে বেজোড় করিতেন। এই নামাযের এক একটি সিজদাহ্ তিনি তোমাদের কেহ পঞ্চাশটি আয়াত পড়ার পরিমাণ দীর্ঘ করিতেন। যখন মুয়াজ্জিন ফজরের আযান শেষ করিত এবং সোবেহ্ সাদেক পরিষ্কার হইয়া যাইত; তখন তিনি দাঁড়াইতেন এবং সংক্ষিপ্ত দুই রাকাত নামায পড়িতেন। অতঃপর তিনি ডান পার্শ্বে ভর দিয়া বিশ্রাম করিতে থাকিতেন যতক্ষণ না ইকামত বলার জন্য মুয়াজ্জিন আসিয়া পৌঁছিত, তখন তিনি ফরয পড়ার জন্য বাহির হইতেন।

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন রাত্রে নামায পড়িতে উঠিতেন দুই রাকাত সংক্ষিপ্ত নামায দ্বারা উহা আরম্ভ করিতেন।

৪। যখন রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর বয়স অধিক হইল এবং শরীর ভারী হইল তখন তিনি তাঁহার অধিকাংশ (নফল) নামায বসিয়া পড়িতেন।

বর্ণনায় ঃ হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি রাত্রের নামাযে দাঁড়াইয়া দশটি আয়াত পাঠ করিয়াছে তাহাকে অলসদের মধ্যে গণ্য করা হইবে না এবং যে ব্যক্তি ১০০ আয়াত পাঠ করিয়াছে তাহাকে বিনয়ীদের মধ্যে গণ্য করা হইবে। আর যে ব্যক্তি ১০০০ আয়াত পাঠ করিয়াছে তাহাকে অতিরিক্ত কার্যকারীদের মধ্যে গণ্য করা হইবে।

বর্ণনায় ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —আবু দাউদ

৬। হযরত (দঃ) রাত্রের নামাযের কেরাত কখনও উচ্চৈঃস্বরে এবং কখনও নিম্নস্বরে পাঠ করিতেন।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

৭। হযরত সালমাকে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন : তোমরা তাঁহার নামায দিয়া কি করিবে? তিনি যতক্ষণ নামায পড়িতেন, ততক্ষণ ঘুমাইতেন, আবার নামায পড়িতেন। এই ভাবে সোবেহ্ সাদেক পর্যন্ত।

বর্ণনায় : তাবেয়ী ইলা বিন্ মাম্‌লাক। —আবু দাউদ, তিরমিজী, নেসায়ী

দন্ত পরিষ্কার বা মেসওয়াক

রসূলুল্লাহ্ (দঃ) দন্ত পরিষ্কার সম্বন্ধে বিশেষ তাগিদ করিয়াছেন এবং নিজেও এ বিষয় বড়ই সতর্ক ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও তিনি দন্ত পরিষ্কার করিয়াছেন। অযুর পূর্বে দন্ত পরিষ্কার করা সুন্নত।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) রাত্রে বা দিনে শয্যায় নিদ্রা যাইতেন, নিদ্রা হইতে উঠিয়া অযু করিবার পূর্বে মেস্ওয়াক (দন্ত পরিষ্কার) করিতেন।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —আবু দাউদ

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : মেস্ওয়াক মুখ পরিষ্কার করে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকারক।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —নেসায়ী

৩। তিনি বলিয়াছেন : দশটি স্বভাবসিদ্ধ কর্তব্য কাজ আছে—গোঁফ খাট করা, দাড়ি দীর্ঘ করা, দন্ত পরিষ্কার করা, নাসিকা পরিষ্কার করা, নখ কাটা, নখের অভ্যন্তরভাগ ধৌত করা, নাভির নিম্নের কেশ মুণ্ডন করা এবং মলমূত্র ত্যাগের পর পানি দ্বারা পরিষ্কার (এস্তেঞ্জা) করা। বর্ণনাকারিণী বলেন : দশমটি আমি ভুলিয়া গিয়াছি। হয় ত তাহা কুল্লি করা হইতে পারে।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মেস্ওয়াক করিয়া উহা ধৌত করার জন্য আমাকে দিতেন। তাহা লইয়া আমি আমার দন্ত পরিষ্কার করিতাম। অতঃপর উহা ধৌত করিয়া তাঁহাকে দিতাম।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —আবু দাউদ

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : মেস্ওয়াক (দন্ত পরিষ্কার) সম্বন্ধে আমি তোমাদিগকে অনেক বলিয়াছি।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —বোখারী

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : রসূলদের চারিটি অভ্যাস : লজ্জা, সুগন্ধি ব্যবহার, দন্ত পরিষ্কার এবং বিবাহ।

বর্ণনায় : হযরত আবু আইয়ুব। —তিরমিজী

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) রাত্রিতে যখন তাহাজ্জুদ নামায পড়িতে উঠিতেন, তখন তিনি মেস্ওয়াকের দ্বারা দন্ত পরিষ্কার করিতেন।

বর্ণনায় : হযরত হোজায়ফা। —বোখারী, মোসলেম

৮। আমি হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করিলাম : রসূলুল্লাহ্ (দঃ) গৃহে প্রবেশ করার পর প্রথম কি করিতেন ? তিনি বলিলেন : মেস্ওয়াক দ্বারা দন্ত পরিষ্কার করিতেন।

বর্ণনায় : হযরত শোরাইহ্ বিন্ হানী। —মোসলেম

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : আমার উম্মতের যদি কষ্ট না হইত, তাহাদিগকে এশার নামায বিলম্ব করিয়া পড়িতে এবং প্রত্যেক নামাযের সময় মেস্ওয়াক (দ্বারা দন্ত পরিষ্কার) করিতে নিশ্চয়ই আদেশ দিতাম।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

দয়া এবং অত্যাচার

দয়া মানবের একটি বিশেষ গুণ এবং অত্যাচার মানবের একটি জঘন্য দোষ। দয়া প্রদর্শনে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও দেশের কোন তারতম্য নাই। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন : দয়া মানবকে বেহেশ্তে টানিয়া লইয়া যাইবে। যথাস্থানে

দয়া প্রদর্শন করিতে হইবে। যেখানে শাস্তির আবশ্যক সেখানে দয়া করিলে চলিবে না। কুরআন বলে: "তাহাদের প্রতি দয়া যেন ধর্মের নামে তোমাদিগকে অভিভূত না করে।" অত্যাচার করা বড় পাপ। অত্যাচার দুই প্রকার: নিজের আত্মার প্রতি ও সৃষ্ট জীবের প্রতি অত্যাচার। আত্মার প্রকৃতিই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। ইহার বিরুদ্ধ কার্যই অত্যাচার বলিয়া পরিগণিত হয়। অত্যাচারী লোক বিচারের দিন খালি হাতে উত্থিত হইবে। অত্যাচারিত ব্যক্তি অত্যাচারীর অর্জিত পুণ্য প্রাপ্ত হইবে এবং অত্যাচারিত ব্যক্তির পাপ অতাচারীর উপর বর্তিবে। বিচারক ও শাসনকর্তার অত্যাচার অধিক গুরুতর এবং তাহার শাস্তিও কঠিন।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দয়ালু। তিনি দয়া ভালবাসেন। তিনি দয়ালুকে যাহা দান করেন, নির্দয়কে তাহা দান করেন না বা তাহা ব্যতীত অন্য কাহাকেও তাহা দান করেন না। অন্য বর্ণনায়: তিনি হযরত আয়েশাকে বলিলেন: দয়া গুণ গ্রহণ কর, কঠোরতা এবং অশ্লীলতা পরিত্যাগ কর। যাহার মধ্যে দয়া নাই, তাহাকে ইহা অপমান করে। যাহাব মধ্যে দয়া আছে তাহাকে ইহা সম্মানিত করে।

বর্ণনায়: হযবত আয়েশা। —মোসলেম

২। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন: যে দয়া গুণে বঞ্চিত, সে সর্বপ্রকার মঙ্গল হইতে বঞ্চিত।

বর্ণনায়: হযরত জাবির। —মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: ভাইয়ের সম্মান লাঘব করার জন্য অথবা অন্য কোন কারণে যাহার অত্যাচারের একটি কারণ হয়, দীনার বা দেরহাম তাহার নিকট পৌঁছার পূর্বে অদ্য সে যেন তাহাকে ক্ষমা করে। তাহার যদি সৎকার্য থাকে, তাহা হইতে অত্যাচারের পরিমাণ সৎকার্য তাহার জন্য লওয়া হইবে, আর যদি সৎকার্য না থাকে তবে তাহার বন্ধুর পাপ সমূহ তাহার উপর বোঝা স্বরূপ নিক্ষিপ্ত হইবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোবায়রা। —বোখারী

৪। তিনি বলিয়াছেন: তোমরা কি জান, দরিদ্র কে? তাহারা বলিল: যাহার দেরহাম ও মাল নাই সে আমাদের মধ্যে দরিদ্র। তিনি বলিলেন: আমার উম্মতের মধ্যে দরিদ্র ঐ ব্যক্তি যে বিচারের দিন নামায-রোযা ও যাকাত সহ আসিবে কিন্তু পূর্বে সে কাহাকেও তিরস্কার করিয়াছিল, অপবাদ দিয়াছিল, সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছিল, রক্তপাত করিয়াছিল বা কাহাকেও প্রহার করিয়াছিল। তজ্জন্য তাহার পুণ্য হইতে ঐ ব্যক্তিকে দেওয়া হইবে। তাহার বিচারেব পূর্বে যদি পুণ্য সমূহ নিঃশেষ হইয়া যায়, তাহাদের পাপ সমূহ তাহার প্রতি নিক্ষেপ করা হইবে এবং তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৫। তিনি বলিয়াছেন: যাহার যাহা প্রাপ্য; বিচারের দিন তাহাকে পূর্ণভাবে তাহা দেওয়া হইবে। এমন কি শিং-বিহীন ছাগকে শিং-ওয়ালা ছাগের নিকট লইয়া যাওয়া হইবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৬। তিনি বলিয়াছেন: তোমাদের মধ্যে যেন কোন ব্যক্তি তাহার ভাইকে বর্শা দ্বারা ইঙ্গিত করে না, কেন-না সে জানে না শয়তান হয় ত ইহা তাহার হাতে দিয়া তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করিতে পারে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৭। তিনি বলিয়াছেন: যে তাহার ভাইকে বন্দুক দ্বারা ইঙ্গিত করে, সে তাহার সহোদর ভাই হইলেও উহা (হাত হইতে) না রাখা পর্যন্ত ফিরেশ্‌তাগণ তাহার প্রতি অভিসম্পাত করিতে থাকে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৮। তিনি বলিয়াছেন: দোযখবাসী দুই শ্রেণীর। উহাদিগকে আমি দেখি নাই। প্রথম শ্রেণী: যাহাদের হাতে গাভীর লেজের মত লাঠি থাকিবে। তদ্দ্বারা উহারা মানুষকে প্রহার করিবে। দ্বিতীয় শ্রেণী: ঐ সকল লোক যাহাদের উলঙ্গ-প্রায় পরিচ্ছদ থাকিবে, যাহারা নমনীয় কোমল প্রবণ হইবে।

উটের মাথার ন্যায় তাহারা সম্মুখভাগ নোয়াইয়া থাকিবে। তাহারা বেহেশ্তে যাইবে না, বেহেশ্তের সুঘ্রাণও তাহারা পাইবে না।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : আল্লাহ্র যিকির ব্যতীত অধিক কথা বলিও না, কেন-না যিকির ব্যতীত অত্যধিক বাক্য হৃদয়কে কঠিন করে। কঠিন হৃদয় আল্লাহ্ হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক দূরবর্তী।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে উমর। —তিরমিজী

১০। তিনি বলিয়াছেন : বিচারের দিন অত্যাচার অন্ধকার হইবে।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

১১। হাজ্বার (উপত্যকার) নিকট দিয়া গমনকালে তিনি বলিলেন : যাহারা নিজেদের আত্মার উপর অত্যাচার করিয়াছিল, তাহাদের বাসস্থানে ক্রন্দন না করিয়া প্রবেশ করিও না, কেন-না তাহাদের উপর যে বিপদ-আপদ পতিত হইয়াছিল, তাহা তোমাদের উপরও পতিত হইতে পারে। অতঃপর তিনি স্বীয় মাথা নত করিয়া দ্রুত পদে চলিয়া উপত্যকাটি অতিক্রম করিলেন।

বর্ণনায় : হযবত ইবনে উমর। —বোখাবী, মোসলেম, তিরমিজী

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যে কোন ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে বর্শা বহন করে, সে আমাদের দলভুক্ত নহে। অন্য বর্ণনায় : যে আমাদিগকে প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নহে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা ও ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অত্যাচারীকে সময় দেন। তিনি যখন তাহাকে শাস্তি দেন, তাহাকে তিনি ছাড়িয়া দেন না। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন : "যখন কোন দেশ অত্যাচারী হয়, তোমার প্রভু উহাকে এইরূপ শাস্তি দান করেন। তাঁহার শাস্তি নিশ্চয়ই অতীব ভীষণ।"

বর্ণনায় : হযরত আবু মুসা। —বোখারী, মোসলেম

১৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: অত্যাচারকে ভয় কর, কেন-না অত্যাচার বিচারের দিন অন্ধকার হইবে। কৃপণতাকে ভয় কর, কেন-না কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে ধ্বংস করিয়াছে। ইহা তাহাদিগকে এমন পথে পরিচালিত করিয়াছে যে তাহারা রক্তপাত করিয়াছে এবং অবৈধ বিষয় সমূহকে বৈধ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —মোসলেম

দাড়ি, গোঁফ ও অন্যান্য কেশ

রসূলুল্লাহ্ (দঃ) দাড়ি অনতিদীর্ঘ বা মুণ্ডন না করিয়া এক মুষ্টি পরিমাণ রাখার জন্য উপদেশ দিয়াছেন এবং এই পরিমাণ দাড়ি তিনি রাখিয়াছেন। গোঁফ ছাঁটিবার অথবা মুণ্ডন করিবার জন্য বলিয়াছেন। গুপ্তস্থানের কেশ মুণ্ডনের নির্দেশ দিয়াছেন। উহা ৪০ দিনের অতিরিক্ত বর্ধিত হইতে দেওয়া নিষেধ।

১। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন: পাঁচটি কাজ করিতে হয়, খাত্না করা, গুপ্তস্থানের কেশ মুণ্ডন করা, গোঁফ খাট করা, নখ কাটা এবং বগলের কেশ বিনাশ করা।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাঁহার দাড়ির পার্শ্বের এবং দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি হ্রাস করিতেন।

বর্ণনায়: হযবত আমর। —তিরমিজী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: কাফিরদের বিপরীত কর, দাড়ি বৃদ্ধি কর, এবং গোঁফ মুণ্ডন কর। অন্য বর্ণনায়: গোঁফ মুণ্ডন কর এবং দাড়ি দীর্ঘ কর।

বর্ণনায়: হযরত ইব্নে উমর। —বোখারী, মোসলেম

৪। আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে দীর্ঘ কেশ রাখিতে দেখিয়াছি।

বর্ণনায়: হযরত ইব্নে উমর। —বোখাবী, মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে তাহার গোঁফ ছোট করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নহে।

বর্ণনায়ঃ হযরত কায়েদ বিন্ আরকাম। —আহমদ, তিরমিজী

দাঁড়ি-পাল্লা

১। আমি এবং মাখরাফাহ্ ক্রীতদাস হীজার হইতে কাপড় কিনিয়া মক্কায় আনিয়াছিলাম। রসূলুল্লাহ (দঃ) আসিয়া একটি জুব্বা খরিদের জন্য দর করিলেন। আমরা তাহার নিকট বিক্রয় করিলাম। তথায় একজন লোক পাল্লার ওজন উঁচু করিতে লাগিলে তিনি তাহাকে বলিলেনঃ পাল্লার ওজন নীচু কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত সোয়াইদ বিন্ কায়েস। —আবু দাউদ

২। রসলুল্লাহ্ (দঃ) দাঁড়ি-পাল্লার মহাজনদিগকে বলিয়াছেনঃ তোমাদের উপর এমন দুইটি বিষয়ের ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে যাহার জন্য তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —তিরমিজী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ মদীনাবাসীদের ওজনই (খাঁটি) ওজন এবং মক্কাবাসীদের পাল্লাই (খাঁটি) পাল্লা।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —আবু দাউদ

দাদন

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি কোন দ্রব্যের জন্য দাদন (অগ্রিম মূল্য, বায়না) দেয় তাহার হস্তগত হওয়ার পূর্বে সে যেন ইহা অন্যকে না দেয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু সঈদ খুদ্‌রী। —আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্

দান

ইসলামে দান দুই প্রকার। বাধ্যতামূলক দানঃ যাকাত ও রমযানের ফিৎরা। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য দান ঐচ্ছিক দান। দানের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক।

নৈতিক, আধ্যাত্মিক বা অন্য কোন উপকার করিলেও তাহা দান কার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রত্যেক উপকারই দান। সৎ কথাও একটি দানের কার্য। গোপনে দান সর্বাপেক্ষা উত্তম, বিপদ-আপদ এবং পাপ খণ্ডনের মহৌষধ। কুরআন বলে: যদি তোমরা দান কর প্রকাশ্যভাবে, তাহা উত্তম এবং যদি গোপনে দান কর এবং দরিদ্রকে দাও, তাহা তোমাদের জন্য আরও উত্তম। তাহা তোমাদের পাপ দূর করে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: সন্তুষ্ট চিত্তে যাহা দান করা হয় তাহাই উত্তম দান এবং তোমার আত্মীয়কেই প্রথম দান কর।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২। তিনি বলিয়াছেন: প্রত্যহ মানবের প্রত্যেক গ্রন্থিরই দানের একটি কর্তব্য আছে; দুই ব্যক্তির মধ্যে বিচার করিয়া দেওয়া একটি দানের কার্য। যানবাহনে আরোহণকারীকে সাহায্য করা অথবা তাহার মাল-পত্র তুলিয়া দেওয়া একটি দানের কার্য, সৎ কথা বলা, নামাযের জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপ এবং পথ হইতে অনিষ্টকর পদার্থ দূরীভূত করা—প্রত্যেকটি দানের কার্য।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: দান আল্লাহ্র ক্রোধকে উপশম করে এবং মৃত্যুযন্ত্রণাকে দূরীভূত করে।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —তিরমিজী

৪। তিনি বলিয়াছেন: আল্লাহ্ যখন পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন, তখন ইহা দুলিতে লাগিল। অতঃপর পাহাড় সৃষ্টি করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর উপর স্থির থাকিতে বলিলেন। পৃথিবী স্থির হইলে, ফিরেশ্তাগণ আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল: হে প্রভু! তোমার সৃষ্টির মধ্যে ইহা হইতে অধিক শক্তিশালী আর কিছু আছে? তিনি বলিলেন: হাঁ, লৌহ। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল: লৌহ হইতে অধিক শক্তিশালী তোমার সৃষ্টির মধ্যে আর কিছু আছে? তিনি বলিলেন: হাঁ, অগ্নি। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল: অগ্নি হইতে অধিক শক্তিশালী আর কি আছে? তিনি বলিলেন: পানি। তাহারা প্রশ্ন করিল: পানি হইতে অধিক শক্তিশালী আর কি আছে? তিনি বলিলেন:

বায়ু। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল : বায়ু হইতে অধিক শক্তিশালী আর কি আছে? তিনি বলিলেন: আদম সন্তানের ঐ দান যাহা সে দক্ষিণ হস্তে দান করে কিন্তু বাম হস্ত তাহা জানে না।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —তিরমিজী

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে দুগ্ধ বা রৌপ্য দান করে অথবা পথ দেখাইয়া দেয়, একটি দাস মুক্তির সমান তাহার পুণ্য হইবে।

বর্ণনায় : হযরত বারায়াহ্। —তিরমিজী

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন : আমার মাতার মৃত্যু হইয়াছে। কোন্ দান সর্বাপেক্ষা উত্তম হইবে? তিনি বলিলেন: পানি। অতঃপর একটি কূপ খনন করিয়া বলিলেন: ইহা সায়াদের মাতার জন্য (উৎসর্গীকৃত)।

বর্ণনায় : হযরত সায়াদ বিন ওবাদাহ্। —আবু দাউদ, নেসায়ী

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: প্রত্যেক সৎকার্যই সদ্‌কা (দান)।

বর্ণনায় : হযরত আবুজর। —বোখারী, মোসলেম

৮। তিনি বলিয়াছেন : সৎকার্য সামান্য হইলেও এমন কি সহাস্য মুখে তোমার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করাও হয়, তাহা করিতে অবহেলা করিও না।

বর্ণনায় : হযরত আবুজর। —বোখারী, মোসলেম

৯। তিনি বলিয়াছেন: প্রত্যেকবার 'সোব্‌হানাল্লাহ্' (আল্লাহ্ পবিত্রতম) পাঠ করা একটি দানের কার্য। এইভাবে প্রত্যেক বার তকবীর পড়া, তাহ্‌লীল পড়া প্রত্যেকটি দানের কার্য। সৎকার্যে আদেশ দেওয়া এবং মন্দকার্যে নিষেধ করা প্রত্যেকটি দানের কার্য। তোমাদের মধ্যে কোন লোকের স্ত্রী সহবাস করাও একটি দানের কার্য। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল : আমাদের কেহ কি ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া পুণ্য লাভ করে? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: সে যদি অবৈধ পাত্রে উহা নিক্ষেপ করে, তবে কি তাহার পাপ হইবে না? তদ্রূপ বৈধ পাত্রে উহা নিক্ষেপ করিলে তাহার জন্য পুণ্য (সওয়াব) আছে।

বর্ণনায় : হযরত আবুজর গিফ্ফারী। —বোখারী, মোসলেম

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: পরম করুণাময় আল্লাহ্র ইবাদত কর। (মানুষকে) খাদ্য দান কর এবং শান্তি বিস্তার কর, তবেই শান্তিতে বেহেশ্তে যাইতে পারিবে।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য দান করা। জিজ্ঞাসা করা হইল: যদি কোন ব্যক্তির সঙ্গতি না থাকে? তিনি বলিলেন: সে যেন নিজের হস্ত দ্বারা কাজ করিয়া নিজের আত্মার উপকার করে, তাহাই দানের কাজ হইবে। পুনঃ জিজ্ঞাসা করা হইল: যদি সে উহা না করিতে পারে বা না করে? তিনি বলিলেন: তবে যেন সে দুঃখী এবং অসহায়কে সাহায্য করে। আবার প্রশ্ন করা হইল: যদি সে তাহা না করে? তিনি বলিলেন: তবে সে মন্দ হইতে বিরত থাকিবে, ইহাই তাহার দান।

বর্ণনায়: হযরত আবু মুসা আশ্য়াবী। —বোখারী, মোসলেম

১২। আমার পিতা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন: এমন দ্রব্য কি যাহা নিষেধ করা বৈধ নহে? তিনি বলিলেন: পানি। পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন: এমন দ্রব্য কি যাহা নিষেধ করা বৈধ নহে? তিনি বলিলেন: তোমার পক্ষে অন্যের উপকার করা উত্তম।

বর্ণনায়: হযরত বুহাইদাহ্। —আবু দাউদ

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আল্লাহ্র নামে তোমার নিকট যে আশ্রয় চায়, তাহাকে আশ্রয় দাও, যে ভিক্ষা চায় তাহাকে ভিক্ষা দাও। দাওয়াত করিলে তাহা গ্রহণ কর। যে তোমার উপকার করে, তাহার উপকার কর। তাহা না করিতে পারিলে তাহার জন্য দোয়া কর, যে পর্যন্ত তুমি মনে কর তাহার উপকার করা হইয়াছে।

বর্ণনায়: হযরত ইব্নে উমর। —আবু দাউদ, নেসায়ী

১৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: প্রত্যেক আদম সন্তানের দেহে ৩৬০টি গ্রন্থি আছে। যে তকবীর পাঠ করে, যে 'আল্হামদু' পাঠ করে, যে তাহ্লীল পাঠ করে, যে 'সোব্হানাল্লাহ্' পাঠ করে এবং যে জনপদ হইতে

কণ্টক, প্রস্তর খণ্ড বা হাড় দূরীভূত করে অথবা যে সৎ কাজ করিতে উপদেশ দেয় বা মন্দ কাজ করিতে নিষেধ করে বা বিরত রাখে, সে ৩৬০টি গ্রন্থি গণনা করে। কারণ ঐ দিন সে স্বীয় আত্মা হইতে দোযখের অগ্নি দূরীভূত করিয়া দিয়া ভ্রমণ করে।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —মোসলেম

১৫। আমরা একটি ছাগ জবেহ্ করিলে, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন: উহার কিছু অবশিষ্ট আছে কি? বলিলাম: কাঁধের মাংস ব্যতীত আর কিছুই নাই। তিনি বলিলেন: কাঁধের মাংস ব্যতীত ইহার সকলই আছে।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —তিরমিজী

দান (অপরিবর্তনীয়)

দান করিলে তাহা ফিরাইয়া লওয়া যায় না। কোন জিনিস দখলে না থাকিলে তাহার দান জায়েয নাই। কোনও কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে দান রদ করা যায়।

১। আমি আল্লাহ্‌র পথে (জেহাদের জন্য) আরোহণের জন্য একটি ঘোড়া দান করিয়াছিলাম, কিন্তু উহা কিছু দিন পর শীর্ণ (কৃশকায়) হইয়া গেল। আমি উহা খরিদ করিতে ইচ্ছা করিলাম এবং ভাবিলাম, সে উহা কম দামে বিক্রি করিবে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন: তুমি উহা ক্রয় করিও না যদিও সে উহা তোমাকে এক দেরহামের পরিবর্তেও দেয়। তোমার দানকে ফিরাইয়া লইও না। কেন-না, যে ব্যক্তি তাহার দানকে ফিরাইয়া লয়, সে ঐ কুকুর তুল্য, যে বমি করিয়া তাহাই আবার ভক্ষণ করে। অন্য বর্ণনায়: দান ফিরাইয়া লইও না, কেন-না যে দান ফিরাইয়া লয়, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে বমি করিয়া তাহা আবার ভক্ষণ করে।

বর্ণনায় : হযরত উমর। —বোখারী, মোসলেম

২। একটি স্ত্রীলোক আসিয়া রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল: আমি আমার মাকে একজন দাসী দান করিয়াছিলাম। কিন্তু সে মরিয়া গেল। তিনি

বলিলেনঃ তোমার পুরস্কার নিশ্চিত এবং ওয়ারিসী সত্ব তাহার নিকট ফিরিয়া গিয়াছে। সে বলিলঃ তাহার এক মাসের রোযা কাযা (বাকী) আছে। তাহার পরিবর্তে কি রোযা রাখিব? তিনি বলিলেনঃ তাহার জন্য রোযা রাখ। সে জিজ্ঞাসা করিলঃ সে কখনও হজ্জ করে নাই। আমি কি তাহার হজ্জ করিব? তিনি বলিলেনঃ তাহার হজ্জ কর।

বর্ণনায় : হযরত বোরায়দা। —মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে তাহার দান ফিরাইয়া লয়, সে ঐ কুকুর তুল্য, যে বমি করিয়া আবার উহা ভক্ষণ করে। ইহা হইতে মন্দ উপমা আমার নাই।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ কোন ব্যক্তি কোন দান করিলে, পরে উহা ফিরাইয়া লওয়া হালাল (বৈধ) নহে। কেবলমাত্র পিতা পুত্রকে যাহা দেয় তাহা লওয়া যায়। যে ব্যক্তি দান করিয়া তাহা ফিরাইয়া লয়, সে ঐ কুকুর সদৃশ্য, যে অধিক খাইয়া বমি করে এবং উহা আবার ভক্ষণ করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —আবু দাউদ

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ কেহই তাহার দান ফিরাইয়া লইতে পারে না। কেবল পিতা তাহার সন্তান হইতে ফিরাইয়া লইতে পারে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —নেসায়ী

৬। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বলিলঃ আমার মাতা তাহার মনের মধ্যে (যেন) কিছু বলিতেছিল। আমি অনুমান করিলাম, তাহার কথা বলিবার শক্তি থাকিলে, সে হয় ত দান করিত। আমি যদি দান করি তবে তাহার সওয়াব হইবে? তিনি বলিলেনঃ হাঁ।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৭। আমার পিতা আমাকে সহ রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া বলিলেনঃ আমার এই সন্তানকে একটি দাস দান করিলাম। তিনি বলিলেনঃ তোমার প্রত্যেক ছেলেকে এইরূপ দান করিয়াছ? জবাব দিলেনঃ না।

হযরত (দঃ) বলিলেনঃ তবে ফিরাইয়া লও। অন্য বর্ণনায়ঃ হযরত (দঃ) বলিলেনঃ ইহাতে কি তুমি সন্তুষ্ট নহ যে, তাহারা সকলেই তোমার বাধ্য হইবে? জবাব দিলেনঃ হাঁ। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেনঃ তবে কখনও এইরূপ করিও না। অপর বর্ণনায়ঃ সে বলিয়াছিল, আমার পিতা আমাকে দান করিয়াছিলেন। রাওয়াহার কন্যা আম্‌রাহা বলিলঃ যে পর্যন্ত তুমি হযরত (দঃ)-কে সাক্ষ্য (হিসাবে) মান্য না কর, আমি সন্তুষ্ট হইব না। অতঃপর সে হযরত (দঃ)-এর নিকট আসিয়া বলিলঃ রাওয়াহার কন্যা আম্‌রাহার ঔরসজাত আমার ছেলেকে আমি দান করিয়াছি। সে আপনাকে সাক্ষী করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়াছে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেনঃ এইরূপ দান কি তুমি অন্যান্য সন্তানদিগকে দিয়াছ? সে বলিলঃ না। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেনঃ আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তোমার সন্তানগণের মধ্যে সুবিচার কর। অতঃপর সে চলিয়া গেল এবং দান ফিরাইয়া লইল। অপর বর্ণনায়ঃ রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেনঃ আমি অন্যায়ের উপর সাক্ষী হইব না।

বর্ণনায়ঃ হযরত নোমান বিন্ বশীর। —বোখারী, মোসলেম

দাফন

লাশ কবরে রাখিবার সময় "বিস্‌মিল্লাহে ওয়া আলা মিল্লাতি রসূলুল্লাহে" পাঠ করিবে, লাশ কবরে নামাইয়া ডান কাতে কেব্‌লা মুখী করিয়া রাখিবে। কবরের উপর মাটি ফেলিবার সময় প্রত্যেকে হস্তে মুষ্টি ভরিয়া মাটি লইয়া 'মিন্‌হা খালাকনাকুম্ ওয়াফীহা নুই'দুকুম ওয়া মিন্‌হা নুখরিজুকুম্ তারাতান্ উখ্‌রা" পাঠ করিবে এবং মাথার দিকে রাখিবে। দাফনের পর মৃতের জন্য দোয়া পাঠ করিবে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ কবরের উপর বসিও না বা উহার দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িও না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু মারসাদ। —মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ কবরের উপর বসার চাইতে একটি

জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর বসার দরুন তাহার কাপড় দগ্ধ হইয়া তাহার ত্বকে তাপ লাগা অধিকতর উত্তম।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) একজন মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়িয়া অতঃপর তাহার কবরে আসিয়া মৃত ব্যক্তির মাথার দিকে তিন খণ্ড পাথর রাখিয়া দিলেন।

বর্ণনায়: হযবত আবু হোরায়রা। —ইবনে মাযাহ্

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন কোন মৃত দেহকে কবরের রাখিতেন, তিনি বলিতেন: আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্‌র সাহায্যে এবং রসূলের ধর্মের উপর। অন্য বর্ণনায়: আল্লাহ্‌র রসূলের সুন্নতের উপর।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর। —তিবমিজী, ইবনে মাযাহ্

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) সায়াদকে কবরে দাফন করিয়া কবরের উপর পানি ছিটাইয়া দিয়াছিলেন।

বর্ণনায়: হযরত রাফে। —ইবনে মাযাহ্

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: মৃত ব্যক্তির একখণ্ড হাড় ভাঙ্গা উহার জীবিত অবস্থায় ভাঙ্গার সমান।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্

৭। রসূলুল্লাহ (দঃ) কবর পাকা করিতে, উহার উপরে কিছু লিখিতে এবং হাঁটিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —মোসলেম, তিরমিজী

৮। তিনি কবর পাকা করিতে বা উহার উপর দালান তুলিতে বা বসিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —মোসলেম, তিরমিজী

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর কবরে লাল বর্ণের একটি মখমল কাপড় বিছান হইয়াছিল।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —মোসলেম

১০। হযরত সায়াদ বিন্ আবি ওয়াক্কাস মৃত্যু শয্যায় বলিয়াছেন : আমার জন্য একটি লম্বা কবর খনন কর এবং আমার উপরে বৃক্ষশাখা পুঁতিয়া দিবে, যেরূপ রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর বেলায় করা হইয়াছিল।

বর্ণনায় : হযরত আমের বিন্ সায়াদ। —মোসলেম

১১। হযরত আলী আমাকে বলিয়াছিলেন : রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাকে যে জন্য পাঠাইয়াছিলেন, আমি কি তোমাকে তজ্জন্য পাঠাইব না? কোন জীবন্ত (প্রাণীর) ছবি নষ্ট না করিয়া ছাড়িও না এবং কবরের উপরস্থ উচ্চ অট্টালিকা ভূপাতিত না করিয়া ছাড়িও না।

বর্ণনায় : হযরত আবুল হাইয়াজ। —মোসলেম

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ওহুদের (যুদ্ধের) দিন বলিয়াছিলেন : কবর প্রশস্ত এবং গভীর কর। কবরে দুই কিংবা তিনজনকে দাফন কর এবং কুরআন অনুসারে (কাবার দিকে) তাহাদের মুখ স্থাপন কর।

বর্ণনায় : হযরত হেশাম বিন্ আমের। —তিরমিজী, আবু দাউদ

১৩। আমি হযরত আয়েশাকে বলিলাম : রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এবং তাঁহার দুই সাহাবার কবর আমাকে খুলিয়া দেখান। তিনি আমাকে ঐ তিনটি কবর দেখাইলেন। উহা উঁচু ছিল না বা মাটির সহিত সমানও ছিল না। লাল বর্ণের নূতন পাথর দ্বারা সংযুক্ত ছিল।

বর্ণনায় : হযরত কাসেম। —আবু দাউদ

দাস-দাসীর প্রতি কর্তব্য

ইসলামে দাসত্ব প্রথা নাই। অমুসলমান যুদ্ধবন্দী মুক্তিপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত দাস-দাসী রূপে পরিচিত হইত। দুনিয়ার কাজের সুবিধার জন্য দাস-দাসীদিগকে মনিবের অধীনে রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দাস-দাসী-দিগকে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্তি প্রদানই ইসলামের নির্দেশ। বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : আর তোমাদের নিঃসহায়, নিরাশ্রয় দাস-দাসী। সাবধান! উহাদিগকে নির্যাতন করিও না। শুনিয়া রাখ, ইসলামের নির্দেশ—তোমরা যাহা আহার কর, দাস-দাসীকে তাহা আহার করিতে দিবে।

তোমরা যাহা পরিধান কর, তাহাদিগকে তাহা পরিধান করাইবে। কোন প্রকার ব্যতিক্রম করিতে পারিবে না। তিনি শেষ নিশ্বাসের সময়ও উহাদের সহিত উত্তম ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন। দাস-দাসী বা চাকর-চাকরানী বলিয়া সম্বোধন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমার পুত্র, আমার কন্যা বলিয়া স্নেহভরে তাহাদিগকে ডাকার নির্দেশ দিয়াছেন। কুরআন বলে : বিশ্বাসীগণ পরস্পর ভাই ভাই। কাফ্রি দাস হযরত বেলাল প্রথম মুয়াজ্জিনের পদগৌরব লাভ করেন। মুক্ত দাস যায়েদ সেনাপতির পদ লাভ করিয়াছেন। উচচ বংশের কন্যা যয়নবকে যায়েদের সহিত বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল। যায়েদের পুত্র ওসামা সেনাপতির পদ লাভ করিয়াছিলেন।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যদি কোন কর্তিত-নাসা দাসকে কুরআন অনুসারে তোমাদিগকে শাসন করিবার জন্য ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহাকে (তাহার কথা) শ্রবণ কর ও মান্য কর।

বর্ণনায় : হযরত উম্মুল হোসেন। —মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) স্বভাব-চরিত্রে মানবগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ছিলেন। একদিন তিনি আমাকে কোন কাজে পাঠাইবার ইচ্ছা করিলেন। যাইতে আমারও ইচ্ছা ছিল, তবুও বলিলাম : আল্লাহ্র শপথ! আমি যাইব না। আমি বাহির হইয়া বাজারে কতক শিশুর খেলা দেখিতেছিলাম। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) হঠাৎ পশ্চাৎ দিক হইতে আমার হাত ধরিলে, আমি তাঁহার দিকে তাকাইলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন : হে প্রিয় আনাস! তোমাকে যে স্থানে যাইতে বলিয়াছিলাম, তুমি কি তথায় গিয়াছ? আমি বলিলাম : হাঁ, আমি যাইতেছি।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : শুষ্ক আঙ্গুরবৎ মাথা বিশিষ্ট কোন হাবসী গোলাম (দাস) যদি তোমাদের শাসনকার্যে নিযুক্ত হয়, তাহাকে মানিয়া চল।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —বোখারী

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলামঃ চাকরকে কতবার ক্ষমা করিব? তিনি নীরব রহিলেন। এইরূপ তৃতীয় বার প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিলেনঃ প্রত্যেক দিন তাহাকে ৭০ বার ক্ষমা কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর। —আবু দাউদ

৫। তিনি বলিয়াছেনঃ যখন কোন দাস আন্তরিকভাবে তাহার মনিবের কার্য করে এবং উত্তমরূপে আল্লাহ্র ইবাদত করে, তাহার দ্বিগুণ পুণ্য হইবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর। —বোখারী, মোসলেম

৬। তিনি বলিয়াছেনঃ নির্ধারিত দোষে দোষী না হইলে গোলামকে যে প্রহার করে, তাহা চপেটাঘাত হইলেও উহার প্রায়শ্চিত্ত তাহাকে মুক্তি-প্রদান করা।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর। —মোসলেম

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যখন তোমাদের কাহারও খাদেম তোমাদের জন্য খাদ্য পরিবেশন করে এবং সেই খাদ্য হইতে ঘ্রাণ ও বাষ্প (ভাপ) উঠিতে থাকে, সে যেন তাহাকে নিজের সঙ্গে বসাইয়া তাহা খায়। সেই খাদ্য কয়েক গ্রাস হইলেও উহা হইতে এক বা দুই গ্রাস যেন তাহার হাতে দেয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৮। তিনি বলিয়াছেনঃ চুক্তিবদ্ধ দাস খাদ্য এবং পরিচ্ছদ পাইবে এবং যে কাজ তাহার সাধ্যে না কুলায় উহা তাহাকে করিতে দেওয়া যাইবে না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৯। তিনি বলিয়াছেনঃ কি উত্তম ঐ চুক্তিবদ্ধ দাস যাহাকে আল্লাহ্ তাহার প্রভুর উত্তমরূপে ইবাদতের এবং তাহার মনিবের প্রতি বাধ্যতা প্রকাশের সুযোগ দিয়াছেন। সে কি উত্তম।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

১০। তিনি বলিয়াছেন: যে তাহার চুক্তিবদ্ধ দাসের প্রতি দোষারোপ করে অথচ সে সেই দোষ হইতে মুক্ত, সে কথিত দোষে দোষী না হইলে বিচারের দিন তাহাকে বেত্রাঘাত করা হইবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমাদের ভ্রাতাদিগকে আল্লাহ্ তোমাদের হাতে ন্যস্ত করিয়াছেন। যাহাকে আল্লাহ্ তাহার ভ্রাতার হাতে ন্যস্ত করিয়াছেন, সে যাহা ভক্ষণ করে তাহা হইতে সে যেন তাহাকে ভক্ষণ করিতে দেয়। সে যাহা পরিধান করে, তাহা হইতে যেন পরিধান করিতে দেয়। যে কার্য তাহার শক্তি-সামর্থ্যের বাহিরে তেমন কার্য যেন করিতে না দেয়। যদি তাহাকে ক্ষমতার বাহিরের কার্য করিতে দেয়, সে যেন তাহাকে সাহায্য করে।

বর্ণনায়: হযরত আবুজর। —বোখারী, মোসলেম

১২। তিনি বলিয়াছেন: তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যে তোমাকে মান্য করে, তোমরা যাহা ভক্ষণ কর, তাহাকে তাহা ভক্ষণ করিতে দাও; তোমরা যাহা পরিধান কর, তাহাকেও তাহা পরিধান করিতে দাও। উহাদের মধ্যে যে তোমার অবাধ্য হয়, তাহাকে বিক্রয় কর, কিন্তু আল্লাহ্‌র সৃষ্টকে শাস্তি দিও না।

বর্ণনায়: হযরত আবুজর। —আহমদ, আবু দাউদ

১৩। আমি আমার গোলামকে প্রহার করিবার কালে পিছন হইতে শুনিতে পাইলাম: হে আবু মসউদ! জানিয়া রাখ, তাহার উপর তোমার ক্ষমতার চাইতে তোমার উপর আল্লাহ্‌র ক্ষমতা অনেক বেশী। ফিরিয়া দেখিলাম; রসূলুল্লাহ্ (দঃ) স্বয়ং। আমি বলিলাম: আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাহাকে মুক্তি দিলাম। তিনি বলিলেন: সতর্ক হও! তুমি যদি ইহা না কবিতে, তোমার জন্য দোযখের অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইত।

বর্ণনায়: হযরত আবু মসউদ আনসারী। —মোসলেম

১৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) [শেষ] অসুখের মধ্যেও বলিয়াছেন: নামায

এবং যাহা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত অধিকার করিয়াছে (নামায ও দাস-দাসীর প্রতি যত্নবান হও)।

বর্ণনায় : হযরত আলী। —আহমদ, আবু দাউদ

১৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) দুইটি সহোদর ভাইকে গোলাম স্বরূপ আমাকে দিয়াছিলেন। উহাদের একজন আমি বিক্রয় করিয়া দিলে তিনি বলিলেন: হে আলী! গোলামটি তোমার কি করিয়াছিল? তাহাকে পুনরায় গ্রহণ কর।

বর্ণনায় : হযরত আলী। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

১৬। একটি দাসীকে তাহার সন্তান হইতে পৃথক করিয়া দিলে হযরত (দঃ) তাহা করিতে নিষেধ করিলেন। অতঃপর তিনি তাহার বিক্রয়কে বাতিল করিয়া দিলেন।

বর্ণনায় : হযরত আলী। —আবু দাউদ

১৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : অধিনস্থ লোকদের প্রতি অসদ্ব্যবহার-কারী বেহেশ্তে যাইবে না। তাহারা বলিল : আপনি কি আমাদিগকে বলেন নাই যে, জাতি সমূহের মধ্যে এই জাতির দাস ও এতিমের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক হইবে? তিনি বলিলেন : হাঁ, তোমাদের সন্তানদের ন্যায় তাহাদিগকে যত্ন করিবে এবং তোমরা যাহা ভক্ষণ করিবে, উহাদিগকে তাহা ভক্ষণ করিতে দিবে। তাহারা বলিল : তবে দুনিয়াতে আমরা কিসে উপকার পাইব? তিনি বলিলেন : একটি ঘোড়া যাহা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করিবার জন্য বাঁধিয়া রাখিবে এবং একজন দাসই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। সে যখন নামায পড়ে, তোমার ভ্রাতা হইয়া যায়।

বর্ণনায় : হযরত আবু বকর। —ইবনে মাযাহ্

১৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : অধিনস্থ লোকদের সহিত সদ্ব্যবহারে সৌভাগ্য এবং স্বষ্টের সহিত অসদ্ব্যবহারে দুর্ভাগ্য আছে।

বর্ণনায় : হযরত রাফে বিন্ মাকিস। —আবু দাউদ

দেউলিয়া

ইসলামী বিধান মতে দেউলিয়ার মহাজনগণ তাহার সমস্ত সম্পত্তি দখল করিয়া নিতে পারে, কিন্তু তাহার দেহ আটক রাখিতে পারে না।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যদি কোন ব্যক্তি দেউলিয়া হইয়া যায়, অতঃপর কোন মহাজন তাহার সম্পত্তি অধিকারে পায়, অন্যান্য মহাজন অপেক্ষা সে-ই তাহা পাইবার অধিকতর হকদার।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২। এক ব্যক্তির ফলের ব্যবসায় লোকসান হইলে তাহার দেনা ভারী হইল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: তাহাকে দান কর। লোকজন তাহাকে দান করিল, তাহাতেও সমগ্র দেনা শোধ করিতে পারিল না। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ মহাজনদিগকে বলিলেন: তোমরা যাহা পাও তাহাই গ্রহণ কর। ইহা ব্যতীত তোমাদের জন্য আর কিছুই নাই।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু সঈদ। —মেশ্কাত

৩। আমাদের এক দেউলিয়া বন্ধুর জন্য আবু হোরায়রার নিকট আসিলে তিনি বলিলেন: এই ব্যাপারেই রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ব্যবস্থা দিয়াছেন, যে ব্যক্তি দেউলিয়া হইয়া মারা যায়, সম্পত্তির মালিক অবিকল তাহাই পাইলে সে তাহার সম্পত্তিতে অধিকতর স্বত্ববান হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু খালদাহ্। —ইবনে মাযাহ্

দোযখ বা নরক

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমাদের (এই দুনিয়ার) অগ্নি দোযখের অগ্নির ৭০ অংশের এক অংশ। জিজ্ঞাসা করা হইল: ইহা যথেষ্ট? তিনি বলিলেন: ইহা দুনিয়ার অগ্নি হইতে ৬৯ গুণ অধিক, প্রত্যেক গুণ দুনিয়ার (অগ্নির) তাপের ন্যায়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২। তিনি বলিয়াছেন : দোযখের আগুন ১০০০ বৎসর প্রজ্বলিত হওয়ার পর রক্তবর্ণ হইয়াছে। পুনঃ ১০০০ বৎসর প্রজ্বলিত হওয়ার পর শ্বেতবর্ণ হইয়াছে। আরও ১০০০ বৎসর প্রজ্বলিত হওয়ার পর কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। উহা এখন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৩। তিনি বলিয়াছেন : দোযখে কাফিরের দুই স্কন্ধের দূরত্ব দ্রুতগামী আরোহীর তিন দিনের পথ হইবে। অন্য বর্ণনায় : কাফিরের সম্মুখের দন্ত ওহুদ পর্বতের ন্যায় হইবে এবং তাহার ত্বকের ঘনত্ব তিন দিনের পথের দূরত্ব হইবে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৪। তিনি বলিয়াছেন : বিচারের দিন কাফিরের সম্মুখের দন্তসমূহ ওহুদ পাহাড়ের ন্যায় হইবে, তাহার কটি বা কোমর বাইজার ন্যায় এবং দোযখে তাহার আসন রাবাজার ন্যায় তিন দিনের পথ পর্যন্ত দূরত্ব হইবে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৫। তিনি বলিয়াছেন : কাফিরের ত্বকের ঘনত্ব ৪২ হাত, সম্মুখের দন্ত ওহুদ পাহাড়ের ন্যায় এবং দোযখে তাহার আসন মক্কা ও মদীনার দূরত্বের সমান হইবে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৬। তিনি বলিয়াছেন : উত্তপ্ত পানি তাহার মাথায় ঢালিয়া দেওয়া হইবে এবং উহা তাহার উদর পর্যন্ত পেঁৗছিবে ; যাহা তাহার উদরে থাকিবে উহাকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া দিবে এবং পদদ্বয়ের মধ্য দিয়া বাহির হইবে। অতঃপর সে পূর্বে যেরূপ ছিল তদ্রূপ করা হইবে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৭। তিনি বলিয়াছেন : দুর্ভাগা ব্যতীত অন্য কেহই দোযখে প্রবেশ করিবে না। প্রশ্ন করা হইল : দুর্ভাগা কে ? তিনি বলিলেন : যে আল্লাহ্‌র কাজ করে নাই এবং আল্লাহ্‌র জন্য পাপ (কার্য) ত্যাগ করে নাই।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —ইবনে মাযাহ্‌

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ সেই (কিয়ামতের) দিন দোযখকে আনা হইবে। ইহার ৭০,০০০ লাগাম থাকিবে এবং প্রত্যেক লাগাম ৭০,০০০ ফিরেশ্‌তা টানিবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে মসউদ। —মোসলেম

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ দোযখবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম শাস্তি হইবে ঐ ব্যক্তির, যাহার আগুনের এক জোড়া জুতা এবং দুইটি ফিতা থাকিবে। (ফলে) কড়াইতে পানি যেমন টগ্‌বগ্‌ করে, তদ্রূপ তাহার মস্তক টগ্‌বগ্‌ করিতে থাকিবে। উহার চাইতে অধিক শাস্তি ভোগ করিতে কাহাকেও দেখা যাইবে না, কিন্তু উহাই সর্বাপেক্ষা কম শাস্তি।

বর্ণনায়ঃ হযরত নোমান বিন্ বশীর। —বোখারী, মোসলেম

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ নরকবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম শাস্তি হইবে আবু তালিবের। তাহার এক জোড়া (অগ্নির) জুতা থাকিবে। উহাতে তাহার মস্তক টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী

১১। তিনি পাঠ করিলেনঃ "আল্লাহ্‌কে ভয় করার মত ভয় কর এবং মুসলমান না হইয়া নিশ্চয় মৃত্যু বরণ করিও না।" অতঃপর তিনি বলিলেনঃ যক্কুম বৃক্ষের এক বিন্দু যদি দুনিয়ায় পতিত হইত, দুনিয়ার জীবিকা নিশ্চয়ই নষ্ট করিয়া দিত। কিন্তু যাহাদের ইহা খাদ্য হইবে তাহাদের দশা কি হইবে!

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —তিরমিজী

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ চারিটি প্রাচীর দোযখের সীমা হইবে। প্রত্যেক প্রাচীরের প্রস্থ ৪০ বৎসরের দূরত্বের সমান হইবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু সঈদ খুদ্‌রী। —তিরমিজী

১৩। তিনি বলিয়াছেনঃ দোযখের একটি আবর্জনার একটি বাল্‌তি যদি দুনিয়াতে প্রবাহিত করিয়া দেওয়া হইত, তবে দুনিয়ার বাসিন্দাগণ নিশ্চয়ই ধ্বংস হইত।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু সঈদ খুদ্‌রী। —তিরমিজী

১৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : কাফিরের জিহ্বাকে ৪৪০ হাত বা ৮৮০ হাত লম্বা করা হইবে এবং লোকজন উহার উপর দিয়া যাতায়াত করিবে।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে উমর। —তিরমিজী

১৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : বিচারের দিন আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা লঘু শাস্তিপ্রাপ্ত দোযখবাসীদিগকে বলিবেন : কোন কিছুর পরিবর্তে কি তুমি মুক্তি চাও ? সে বলিবে : হাঁ। তিনি বলিবেন : যখন তুমি আদমের কটিবন্ধে ছিলে তখন আমি ইহা হইতেও সহজ একটি বিষয় তোমা হইতে আশা করিয়াছিলাম যে, তুমি আমার সহিত কোন বিষয়ে অংশী স্থির করিবে না, কিন্তু তুমি আমার সহিত অংশী স্থির করা ব্যতীত অন্য কিছু অস্বীকার করিয়াছ।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

১৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : ইহাদের মধ্যে এমন লোক হইবে যাহাকে দোযখের অগ্নি হাঁটু পর্যন্ত দগ্ধ করিবে, (কাহাকেও হাঁটু পর্যন্ত, কাহাকেও জানু পর্যন্ত, কাহাকেও কোমর পর্যন্ত এবং কাহাকেও গ্রীবাদেশ পর্যন্ত দগ্ধ করিবে)।

বর্ণনায় : হযরত সামোরাহ্ বিন জুনদব। —মোসলেম

১৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : দোযখবাসীদের ক্ষুধা হইবে এবং উহা তাহাদের শাস্তির সমান হইবে। তাহারা খাদ্য চাহিবে, এমন কণ্টকের খাদ্য দেওয়া হইবে যাহাতে চর্বি থাকিবে না এবং তাহা (ক্ষুধা) নিবারণ করিবে না। তাহারা আবার খাদ্য চাহিবে, নিশ্বাসবন্ধকারী খাদ্য দেওয়া হইবে। তাহারা মনে করিবে যে, এইরূপ খাদ্য তাহারা পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইত। তাহারা পানি চাহিলে লৌহ দণ্ড দ্বারা উত্তপ্ত পানি সম্মুখে ধরিয়া রাখা হইবে। যখন মুখে দেওয়া হইবে উহা তাহাদের মুখকে ভাজা-ভাজা করিবে। যখন উদরে প্রবেশ করিবে, উদরের মধ্যে যাহা আছে তাহা খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিবে। উহারা বলিবে : দোযখের দারওয়ানগুলিকে ডাক। তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে : তোমাদের নবীগণ কি

আল্লাহ্‌র প্রকাশ্য বাণী নিয়া তোমাদের নিকট যায় নাই? তাহারা বলিবে: হাঁ। তাহারা বলিবে: তাঁহাদিগকে ডাক। কিন্তু কাফিরদের আহ্বান ভ্রান্ত পথে চালিত করিবে। তিনি বলিয়াছেন: একজন নরপতিকে ডাক। তাহারা বলিবে: হে রাজন। তোমাদের প্রভু যেন আমাদের বিচার করে। সে বলিবে: তোমাদিগকে এখানে অপেক্ষা করিতে হইবে। এই প্রশ্নোত্তরে ১০০০ বৎসর সময় লাগিবে। তাহারা বলিবে: তোমাদের প্রভুকে ডাক। তোমরা ব্যতীত আর কেহ অধিকতর উত্তম নহে। তাহারা বলিবে: হে আমাদের প্রভু! ইহা হইতে আমাদিগকে বাহির কর, আমাদের দুঃখ-দুর্দশা আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছে এবং আমরা পথ-ভ্রান্ত লোক ছিলাম। যদি আমরা আবার কাফিরীতে যাই, আমরা অত্যাচারী হইব। তিনি উত্তর দিবেন: অপমানিত হইয়া উহাতে অবস্থান কর এবং কথা বলিও না। তখন উহারা সর্বপ্রকার মঙ্গল হইতে হতাশ হইবে এবং চিৎকার, দুঃখ এবং হতাশা উহাদিগকে অভিভূত করিবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু দারদা। —তিরমিজী

দোয়া বা প্রার্থনা

দোয়া বা প্রার্থনা করিবার উপযুক্ত সময় ফরয নামাযের পরে, শুক্রবার দিন যে-কোন সময়ে, প্রাতে, শেষ রাত্রে, রমযান মাসে আরাফতের দিনে, ইফ্‌তার করিবার সময় এবং আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে। নিম্নলিখিত লোকের দোয়া গৃহীত হইবার সম্ভাবনা অধিক। বিদেশী লোকের দোয়া বিদেশী লোকের জন্য, রোযাদারের দোয়া, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের দোয়া, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্‌র দোয়া, সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দোয়া, সফরের সময় হাজীদের দোয়া, আল্লাহ্‌র পথে যোদ্ধার দোয়া এবং অসুস্থ লোকের দোয়া। আল্লাহ্ বলেন: আমি অতি নিকটে। যখন সে আমাকে ডাকে, আমি সাড়া দেই। সুতরাং তাহাদিগকে আমার নিকট প্রার্থনা (দোয়া) চাহিতে বল, আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে বল, যেন তাহারা সত্য পথ পায়।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: সকল নবীরই গৃহীত একটি দোয়া ছিল। সকলেই তাহা ইহকালে লইয়াছেন, কিন্তু আমি কিয়ামত পর্যন্ত আমার দোয়া, আমার উম্মতের জন্য শাফায়াত, স্থগিত রাখিয়াছি। যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয়, আমার উম্মতের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সহিত অংশী স্থাপন না করিয়া মারা গেলে, তাহা পাইবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

২। তিনি বলিয়াছেন: তিনটি দোয়া বিনা সন্দেহে গৃহীত হয়; পিতার দোয়া, মুসাফিরের দোয়া এবং অত্যাচারিতের দোয়া।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৩। তিনি বলিয়াছেন: তিনজন লোকের প্রার্থনা ব্যর্থ হয় না, রোযাদারের ইফ্‌তারের সময়ের দোয়া, অত্যাচারের সময় অত্যাচারিতের প্রার্থনা এবং ন্যায়বিচারক নেতার দোয়া। আল্লাহ্ ঐ প্রার্থনাকে মেঘের উপরে লইয়া যান এবং আসমানের দ্বার তজ্জন্য উন্মুক্ত করা হয় এবং আল্লাহ্ বলেন: কিছুকাল পরে হইলেও নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সাহায্য করিব।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৪। তিনি বলিয়াছেন: সুনিশ্চিত প্রত্যুত্তরের আশায় আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা কর। অমনোযোগীর প্রার্থনা আল্লাহ্ গ্রহণ করেন না।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৫। তিনি বলিয়াছেন: যে ইচ্ছা করে, তাহার বিপদের সময় আল্লাহ্ তাহার প্রার্থনা গ্রহণ করুন সে যেন সুখের সময় অধিক করিয়া প্রার্থনা করে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৬। তিনি বলিয়াছেন: যে আল্লাহ্‌র নিকট কিছু চায় না, আল্লাহ্ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৭। তিনি বলিয়াছেন: আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা ব্যতীত এত অধিক সম্মানিত জিনিস আর নাই।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৮। তিনি বলিয়াছেন: যে পর্যন্ত কোন লোক পাপের কার্য বা রক্তের সম্পর্ক কর্তন করার দোয়া না চায় বা অধৈর্য না হয়, সে পর্যন্ত তাহার দোয়া কবুল করা হয়। জিজ্ঞাসা করা হইল: অধৈর্য কি? তিনি বলিলেন: আমি দোয়া চাহিয়াছি, কিন্তু কোন উত্তর পাই না। অতঃপর ইহাতে দুঃখিত হইয়া দোয়া চাওয়া ত্যাগ করা।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৯। তিনি বলিয়াছেন: যখন তোমাদের কেহ প্রার্থনা করে, সে যেন বলে না: হে আল্লাহ্‌ তোমার ইচ্ছা হইলে আমাকে ক্ষমা কর। সে যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়, আশা পোষণ করে, কেন-না আল্লাহ্‌ যাহা মঞ্জুর করেন, তাহাকে তিনি বড় বলিয়া মনে করেন না।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

১০। তিনি বলিয়াছেন: যখন তোমাদের কেহ প্রার্থনা করে, সে যেন ইহা না বলে: হে আল্লাহ্‌! তোমার ইচ্ছা হইলে আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি অনুগ্রহ কর, আমাকে রিযিক দাও। সে যেন নিশ্চয়তার সহিত প্রার্থনা করে, নিশ্চয়ই তিনি যাহা ইচ্ছা তাহা করেন। ইহার বিরুদ্ধে কোন মত নাই।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোবায়বা। —বোখারী

১১। তিনি বলিয়াছেন: হে আল্লাহ্‌। নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট এমন এক চুক্তি করিয়াছি যাহা তুমি কখনও ভঙ্গ করিতে বলিবে না এবং আমি মানুষ মাত্র। মুমিনদের মধ্যে যাহারই আমি অনিষ্ট করিয়াছি, অভিসম্পাত করিয়াছি, বেত্রাঘাত করিয়াছি, ইহা যেন তাহার জন্য (বরকত) প্রতুলতা হয়, পবিত্রতার কারণ হয় এবং বিচারের দিন তোমার নিকটে নেওয়ার একটি কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: কোন মুসলমান অন্য মুসলমানের অনুপস্থিতিতে তাহার জন্য দোয়া করিলে তাহা গৃহীত হয়। যখন সে তাহার মুসলমান ভাইয়ের মঙ্গল প্রার্থনা করে, নিযুক্ত ফিরেশ্‌তা বলে: আমীন (তাহাই হউক) এবং তোমার জন্যও তদনুরূপ।

বর্ণনায়: হযরত আবু দারদায়া। —মোসলেম

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করিও না, তোমাদের সন্তানগণের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করিও না। আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এমন এক সময় চাও যখন চাহিলে প্রার্থনা গৃহীত হয়।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —মোসলেম

১৪। তিনি বলিয়াছেন: যে পর্যন্ত কোন লোক পাপের কার্যে বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদনের জন্য প্রার্থনা না করে, সেই পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র নিকট কোনও কিছুর জন্য প্রার্থনা করিলে বা অনিষ্ট হইতে বাঁচিবার জন্য প্রার্থনা করিলে, আল্লাহ্ তাহা গ্রহণ (কবুল) করেন।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —মোসলেম, তিরমিজী

১৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: দোয়া (প্রার্থনা) ইবাদত। অতঃপর তিনি বলিলেন: তোমাদের প্রভু বলিয়াছেন: আমার নিকট প্রার্থনা কর, আমি উত্তর দিব।

বর্ণনায়: হযরত নোমান। —তিরমিজী

১৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: প্রার্থনা (দোয়া) ইবাদতের মজ্জা (মূল)।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —তিরমিজী

১৭। তিনি বলিয়াছেন: তোমাদের প্রত্যেকে, প্রত্যেক অভাব-অভিযোগের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা কর, এমন কি যখন জুতার ফিতা ছিঁড়িয়া যায়, তাহার জন্যও; লবণের জন্যও।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —তিরমিজী

১৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: প্রার্থনা ব্যতীত ভাগ্যলিপি রদ (খণ্ডন) হয় না। পিতা-মাতার বাধ্যতা ব্যতীত দীর্ঘ জীবন লাভ হয় না।

বর্ণনায়: হযরত সালমান ফারেসী। —তিরমিজী

১৯। তিনি বলিয়াছেন: নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু জীবিত ও দয়ালু। কোন বান্দাহ্ তাঁহার নিকট হাত তুলিলে (প্রার্থনার জন্য) তিনি তাহা খালি ভাবে ফিরাইয়া দিতে লজ্জা বোধ করেন।

বর্ণনায়: হযরত সালমান ফারেসী। —তিরমিজী, আবু দাউদ

২০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমাদের মধ্যে যাহার জন্য প্রার্থনার দ্বার উন্মুক্ত, তাহার জন্য রহমতের (অনুগ্রহের) দ্বারও উন্মুক্ত। আল্লাহ্র নিকট অধিকতর প্রিয় এমন কোন প্রার্থনা করা হয় না যাহা মনের শান্তির জন্য চাওয়া হয়।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর। —তিরমিজী

২১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আল্লাহ্র নিকট তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, প্রার্থনা করা তিনি ভালবাসেন। প্রতিকারের দীর্ঘ আশাই সর্বাপেক্ষা বড় ইবাদত।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে মসউদ। —তিরমিজী

২২। আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট উমরার অনুমতি চাহিলে তিনি আমাকে অনুমতি দিয়া বলিলেন: হে ভ্রাতঃ। তোমার প্রার্থনায় আমাকে অংশী করিও এবং আমাদিগকে ভুলিও না। তিনি এমন কথা উচ্চারণ করিলেন যে, উহার বদলে (সমগ্র) দুনিয়াও আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না।

বর্ণনায়: হযরত উমর। —আবু দাউদ

ধন-সম্পত্তির লালসা

কুরআন বলে: "তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্র স্মরণ হইতে যেন তোমাদিগকে ভুলাইয়া না রাখে। যাহাদিগকে ভুলাইয়া রাখে, তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।" "তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি

পরীক্ষা স্বরূপ।" "অতিরিক্ত ধন তোমাদিগকে ধ্বংসের পথে লইয়া গিয়াছে। "অন্যান্যকে যে ধন-সম্পদ দিয়াছি উহার প্রতি তোমাদের চক্ষু বাড়াইও না। "অতিরিক্ত লালসা মানুষকে অবিবেচক করিয়া ফেলে এবং ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। অতিরিক্ত দারিদ্র্যও কুফরীর (নাস্তিকতার) নিকটবর্তী।"

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আদম সন্তান বৃদ্ধ হইলেও তাহার দুইটি বিষয় বৃদ্ধ হয় না, ধন-সম্পত্তি উপার্জনের লোভ এবং জীবনের আশা।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যদি আদম সন্তানের দুই পর্বত সমান ধন-সম্পত্তি থাকিত, সে নিশ্চয়ই তৃতীয় পর্বত চাহিত। আদম সন্তানের উদর মাটি ব্যতীত অন্য কিছুই পূর্ণ করিতে পারে না। যে তওবা (ক্ষমা প্রার্থনা) করে, আল্লাহ্ তাহার তওবা কবুল করেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাকে ধরিয়া বলিলেনঃ দুনিয়াতে পথিক বা আগন্তুক রূপে বসবাস কর এবং তোমাকে কবরবাসী রূপে গণনা কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —বোখারী

ধর্ম সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক

ধর্মের গূঢ়তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য না করা এবং প্রবৃত্তির আনুগত্য স্বীকার করাই ধর্ম সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্কের প্রধান কারণ। ধর্ম ঠিকভাবে পালন করিলেই তর্কের বিষয়ের মীমাংসা হইয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ "কুরআন সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক কুফরী। যাহারা তোমাদের পূর্ববর্তী তাহারা এই কারণেই ধ্বংস হইয়াছে। তিনি একবার বলিলেনঃ "তোমরা কি জান, কোন্ জিনিস ইসলামকে ধ্বংস করিবে?—আলেমদের ভুল, কুরআন সম্বন্ধে মুনাফিকদের তর্ক-বিতর্ক এবং পথ-ভ্রান্ত নেতাদের নির্দেশ।"

১। একদিন দ্বিপ্রহরে আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি বলিলেন যে, দুইজন লোকের একটি আয়াত সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে বলিয়া তাহাদের স্বর শুনিতে পাইয়া তিনি বাহিরে আসিলেন, তাঁহার মুখ-

মণ্ডলে ক্রোধের চিহ্ন দৃষ্ট হইল। তিনি বলিলেন: তোমাদের পূর্ববর্তীগণ ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে মতভেদ করাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —মোসলেম

নফল রোযা

রসূলুল্লাহ্ (দঃ) সাধারণতঃ তিন দিন রোযা ভালবাসিতেন। একদিন পর একদিন রোযা রাখাই সর্বোত্তম। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নিম্ন তারিখ সমূহে রোযা রাখিতে ভালবাসিতেন। ১৩ই মুহর্‌রম আশুরার দিন, চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ই তারিখ, শাওয়াল মাসের ১ম, ২য় তারিখ; ১৩, ১৪, ও ১৫ই শাবান; রজব মাসের ২৫ ও ২৬ তারিখ; সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার এবং বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কখনও এত রোযা রাখিতেন যে, আমরা বলিতাম, তিনি কখনও রোযা ভঙ্গ করিবেন না। আবার কখনও এত রোযা ভঙ্গ করিতেন যে, তখন আমরা বলিতাম: তিনি আর রোযা রাখিবেন না। রমযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে সম্পূর্ণরূপে রোযা রাখিতে এবং শাবান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে এত রোযা রাখিতে আমি হযরতকে দেখি নাই।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রোযা রাখিতেন।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —তিরমিজী

৩। তিনি মাসের মধ্যে শনি, রবি ও সোমবার এবং মাসের শেষে মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখিতেন।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —তিরমিজী

৪। আমি এবং হাফ্‌সা রোযা রাখিয়াছিলাম। আমাদের সামনে খাদ্য রাখা হইল। আমরা উহা ভক্ষণ করিতে আগ্রহ করিলাম এবং উহা হইতে কিছু ভক্ষণও করিলাম। হাফ্‌সা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: আমরা রোযা রাখিয়াছিলাম এবং আমাদের সামনে খাদ্য রাখা হইয়াছিল, উহা খাইতে

আকাঙ্ক্ষা করিযাছিলাম এবং উহা হইতে কিছু ভক্ষণ করিযাছি। তিনি বলিলেন, ইহাব বদলে আব একদিন বোযা বাখ।

বর্ণনায : হযবত আযেশা। —তিবমিজী

৫। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন: বমযান মাসেব পব সবোত্তম বোযা আল্লাহ্ব মাস মুহব্‌বমে এবং ফবয নামাযেব পব সর্বোত্তম নামায বাত্রে।

বর্ণনায : হযবত আবু হোবাযবা। —মোসলেম

৬। তিনি বলিযাছেন: বাত্রেব মধ্যে শুক্রবাবেব বাত্রিতে নামায পড়াব বৈশিষ্ট্য কবিও না; এবং দিনেব মধ্যে শুক্রবাবেব বোযাকে বোযা বাখাব বৈশিষ্ট্য কবিও না। যাহাব বোযা বাখাব অভ্যাস আছে, তাহাব কথা ভিন্ন।

বর্ণনায : হযবত আবু হোবাযবা। —মোসলেম

৭। তিনি বলিযাছেন: সোমবাব ও বৃহস্পতিবাব আমল উপস্থিত কবা হয। সুতবাং আমি ভালবাসি যে আমাব আমল (কাজ) বোযা থাকা অবস্থায উপস্থিত কবা হয।

বর্ণনায : হযবত আবু হোবাযবা। —তিবমিজী

৮। তিনি বলিযাছেন: প্রত্যেক জিনিসেবই যাকাত আছে এবং শবীবেব যাকাত বোযা।

বর্ণনায : হযরত আবু হোবাযবা। —ইবনে মাযাহ্

৯। আমি বসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে আশুরাব দিনেব বোযা এবং বমযান মাস ব্যতীত অন্যদিনেব জন্য বোযা বাখিতে এত অধিক চাপ দিতে দেখি নাই।

বর্ণনায : হযবত ইবনে আব্বাস। —বোখাবী মোসলেম

১০। তিনি আশুবাব দিনে বোযা বাখিতেন এবং বোযা বাখিতে নির্দেশ দিতেন। তাহাবা বলিত: ইহা এমন দিন যাহাকে ইহুদী এবং নাসাবাগণ পবম সম্মান কবে। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: আমি যদি আগামী বৎসব বাঁচি, নিশ্চযই ৯ই তাবিখে আমি বোযা বাখিব।

বর্ণনায : হযবত ইবনে আব্বাস। -মোসলেম

১১। আবাসে হউক বা সফরে হউক রসূলুল্লাহ্ (দঃ) পূর্ণ চন্দ্রের দিনগুলিতে রোযা ভঙ্গ করিতেন না।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —নেসায়ী

১২। সোমবারের রোযা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে, তিনি বলিলেনঃ সেই দিনে আমার জন্ম এবং সেই দিনে আমার প্রতি অহী অবতীর্ণ হইয়াছিল।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু কাতাদাহ্। —মোসলেম

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে রমযানের রোযা রাখে এবং তৎপর শাওয়ালের ৬ দিন রোযা রাখে, সে যেন সারা বৎসর রোযা রাখিল।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু সঈদ খুদ্‌রী। —মোসলেম

১৪। তিনি বলিয়াছেনঃ যে আল্লাহ্‌র পথে একদিন রোযা রাখে, আল্লাহ্ তাহার মুখ দোষখের আগুন হইতে ৭০ বৎসরের দূরের পথে রাখেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু সঈদ খুদ্‌রী। —বোখারী, মোসলেম

১৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ হে আবুজর! যখন তুমি মাসে তিন দিন রোযা রাখ, ১৩, ১৪, ও ১৫ই তারিখে রোযা রাখ।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু জর গিফারী। —তিরমিজী

১৬। আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে সমস্ত বৎসর রোযা রাখা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেনঃ তোমার স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য আছে। রমযান মাসে এবং পরবর্তী মাসে রোযা রাখ এবং প্রত্যেক বুধবার এবং বৃহস্পতিবার রোযা রাখ। তাহা হইলে সারা বৎসর রোযা রাখা হইবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত মুসলিম। —আবু দাউদ

১৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ ফরয রোযা ব্যতীত শনিবারে রোযা রাখিও না। যদি তোমাদের কেহ আঙ্গুরের খোসা অথবা কাষ্ঠের বাকল ব্যতীত অন্য কিছু না পায়, সে যেন উহা চর্বণ করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্। —আবু দাউদ

১৮। কতক লোক আরফার দিনে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর রোযা সম্বন্ধে বিবাদ করিয়াছিল। কেহ বলিল: তিনি রোযা আছেন। কেহ বলিল: তিনি রোযা নাই। আরাফতে যখন রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাঁহার উটে ছিলেন, আমি তাঁহার জন্য এক বাটি দুধ পাঠাইলাম এবং তিনি তাহা পান করিয়াছিলেন।

বর্ণনায়: হযরত উম্মুল ফজল। —বোখারী, মোসলেম

নম্রতা

কুরআন বলে: "আমি ঐ লোকদিগকে পরলোক দিব, যাহারা উদ্ধত স্বভাবের নহে এবং যাহারা অনিষ্ট করার ইচ্ছা রাখে না।" আবার বলে: "আল্লাহ্র আবেদ (দাস) ঐ ব্যক্তিগণ যাহারা বিনীত হইয়া চলে।" ভীরুতা ও অহঙ্কার এই দুই অপরাধের মধ্যবর্তী অবস্থার নামই নম্রতা। যে সম্ভ্রান্ত বংশের সে-ই শ্রেষ্ঠ নহে। ফলবান বৃক্ষের ন্যায় গুণভাবে যে নত, সে-ই শ্রেষ্ঠ।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আল্লাহ্ আমার নিকট অহী বা বাণী প্রেরণ করিয়াছেন: পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিনম্র হও, এমন কি একজন অন্যজনের সহিত গর্ব করিও না। একজন অন্যজনের প্রতি অন্যায় করিও না।

বর্ণনায়: হযরত ইয়াজ বিন্ হেমার। —মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: দানে ধন কমে না; ক্ষমার বিনিময়ে আল্লাহ্ কাহারও সম্মান ব্যতীত অন্য কিছু বৃদ্ধি করেন না; আল্লাহ্র জন্য যে নত হয়; তিনি তাহাকে উন্নত করেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

নাবালকের অভিভাবক

নাবালকের দেহের তত্ত্বাবধানের অভিভাবক ছেলের সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত এবং মেয়ের হায়েয (ঋতু) পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ: (১) মাতা, (২) নানী, (৩) দাদী, (৪) সহোদরা ভগ্নি, (৫) বৈপিত্রেয় ভগ্নি, (৬) বৈমাত্রেয় ভগ্নি, (৭) সহোদরা ভগ্নির কন্যা, (৮) বৈপিত্রেয় ভগ্নির কন্যা, (৯) বৈমাত্রেয় ভগ্নির কন্যা, (১০) খালা, (১১) ফুফু, (১২) পিতা,

(১৩) দাদা, (১৪) ভ্রাতা, (১৫) বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, (১৬) সহোদর ভাইয়ের পুত্র। ছেলে সাত বৎসরের ঊর্ধ্বে এবং মেয়ে বয়স্কা হইলে ১২ নং হইতে অভিভাবক আরম্ভ হইবে। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের সম্পত্তির অভিভাবক: (১) পিতা, (২) পিতার মনোনীত ব্যক্তি, (৩) দাদা, (৪) দাদার মনোনীত ব্যক্তি। ইহাদের অবর্তমানে আদালত উক্ত ১৪ নং হইতে অভিভাবক নিযুক্ত করিবে।

১। একজন স্ত্রীলোক রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া বলিল: আমার ছেলে আমাকে পানি পান করিতে দিয়াছে এবং আমার উপকার করিয়াছে, কিন্তু আমার স্বামী তাহাকে লইয়া যাইতে চায়। তিনি বলিলেন: এই তোমার পিতা এবং এই তোমার মাতা, যাহার হাত ধরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়, তাহাকে ধর। ছেলেটি তাহার মাতাকে ধরিল এবং তাহার সহিত চলিয়া গেল।

বর্ণনায়: হযরত আমর বিন্ শোয়ায়েব। —আবু দাউদ

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) হুদায়বিয়ার দিনে তিনটি শর্তে সন্ধি করিয়াছিলেন। সন্ধির দ্বিতীয় শর্ত অনুযায়ী পরবর্তী বৎসর মক্কাতে আসিয়া তিন দিন অবস্থান করার পর তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। হযরত হামজার কন্যা তাঁহাকে অনুসরণ করিতে আসিয়া, হে চাচা! হে চাচা! বলিয়া চিৎকার করিলে, হযরত আলী তাহাকে ধরিয়া লইল। আলী, যায়েদ এবং জাফর তাহার সম্বন্ধে বিবাদ করিতে লাগিল। হযরত আলী বলিলেন: আমি তাহাকে লইয়াছি, সে আমার চাচার কন্যা। জাফর বলিলেন: সে আমার কন্যা এবং তাহার মাতার ভগ্নি আমার স্ত্রী। যায়েদ বলিলেন: সে আমার ভ্রাতার কন্যা। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাকে তাহার মাতার ভগ্নির নিকট দিয়া বলিলেন: মাতার ভগ্নি মাতার স্থান অধিকার করে। অতঃপর হযরত আলীকে বলিলেন: তুমি আমার এবং আমি তোমার। তিনি জাফরকে বলিলেন: আমার চেহারা এবং চরিত্র তোমার ন্যায়। তিনি যায়েদকে বলিলেন: তুমি আমাদের ভাই এবং বন্ধু।

বর্ণনায়: হযরত বারায়া বিন্ আজেব। —মেশ্কাত

৩। একজন স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিল: আমার উদর এই ছেলের আধার ছিল। আমার স্তন ইহার পানের আধার ছিল এবং আমার এই ক্রোড় ইহার শান্তির আগার ছিল। কিন্তু ইহার পিতা আমাকে তালাক দিয়াছে

এবং ইহাকে আমার নিকট হইতে ছিনাইয়া নিতে চায়। হযরত (দঃ) বলিলেন: তোমার পুনর্বার বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত ইহাকে রাখিবার অধিকার আছে।

বর্ণনায়: হযরত আমর বিন্ শোয়ায়েব। —আবু দাউদ

নামকরণ (নাম রাখা)

শিশুর জন্মের সপ্তম দিবসে আকিকাহ্ করিয়া নাম রাখার নির্দেশ। সন্তানের উত্তম নাম রাখার জন্য রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নির্দেশ দিয়াছেন। আল্লাহ্র দাস বা গোলামসূচক নামই সর্বাপেক্ষা উত্তম।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমাদের নামের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা উত্তম নাম: আবদুল্লাহ্, আবদুর রহমান (আল্লাহ্র দাস)।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর। —মেশ্কাত

২। হযরত উমরের একটি কন্যা ছিল। তাহাকে আছিয়া (পাপী) বলিয়া ডাকা হইত। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহার নাম জমিলা (সুন্দরী) রাখিয়া দিলেন।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর। —মোসলেম

৩। আবু ওসায়েদের পুত্র মোনজের জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আনা হইলে তিনি শিশুকে উরুর উপর রাখিয়া বলিলেন: শিশুর নাম কি? বলা হইল: অমুক নাম। তিনি বলিলেন: ইহা নহে, তাহার নাম মোনজের (সতর্ককারী)।

বর্ণনায়: হযরত সহল বিন্ সায়াদ। —বোখারী, মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমাদের নাম এবং তোমাদের পিতার নামে বিচারের দিন ডাকা হইবে। সুতরাং তোমরা উত্তম নাম রাখ।

বর্ণনায়: হযরত আবু দারদা। —আহমদ, আবু দাউদ

৫। একদা রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বাজারে থাকাকালীন এক ব্যক্তি বলিল: হে আবুল কাসেম। তিনি তাহার দিকে তাকাইলে সে বলিল: আমি আপনাকে

ডাকিয়াছি। তিনি বলিলেন : আমার নাম দ্বারা আমাকে ডাক। উপনাম দ্বারা আমাকে ডাকিও না।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : আমার নাম দ্বারা আমাকে ডাক, উপ-নামে আমাকে ডাকিও না ; কেন-না আমি তোমাদের মধ্যে বণ্টন করিবার জন্য কাসেম (বণ্টনকারী) হইয়াছি।

বর্ণনায় : হযরত জাবের। —বোখারী, মোসলেম

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কাহারও নাম এবং উপনাম একত্র করিতে এবং মোহাম্মদ আবুল কাসেম ডাকিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : বিচারের দিন আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট নাম হইবে 'মালেকুল আমলাক' (রাজাধিরাজ)। অন্য বর্ণনায় : বিচারের দিন সর্বাপেক্ষা নিন্দনীয় ও অপ্রিয় ঐ ব্যক্তি হইবে যাহাকে রাজাধিরাজ বলা হইত। আল্লাহ্‌ই রাজাধিরাজ।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

নামায

নামাযকে আরবীতে 'সালাত' বলে : সালাত অর্থ : দগ্ধ করা। ইহা পাশবিক প্রবৃত্তিকে দগ্ধ করে। প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত মুসলমানের জন্য দিবা-রাত্রে পাঁচবার নামায পড়া (অবশ্য করণীয়) ফরয। নামায এক দোয়া বা প্রার্থনা। যাহা তকবীর, তসবীহ্, তাহ্মীদ্, এস্তেগ্‌ফার এবং দরূদ ইত্যাদি সহকারে আল্লাহ্‌র নিকট সবিনয়ে নিবেদন। মানুষ তিনটি জিনিস—শরীর, প্রাণ বা জীবনীশক্তি এবং আত্মা দ্বারা গঠিত। মৃত্যু শরীর ও প্রাণকে নিঃশেষ করিয়া দেয়। আত্মা অমর ও অক্ষয়। এই আত্মাই প্রকৃত মানুষ। শরীর ও প্রাণের খোরাক খাদ্য। আত্মার খোরাক নামায ও অন্যান্য ইবাদতে লব্ধ পুণ্য। খাদ্যের অভাবে শরীর ও প্রাণ ধ্বংস হয়। পুণ্যের অভাবে আত্মার অবনতি ঘটে। শরীর বা দেহের সুখ-শান্তি ও দুঃখ-কষ্ট স্বল্পস্থায়ী। আত্মার

সুখ-শান্তি ও দুঃখ-কষ্ট চিরস্থায়ী। শরীর ও প্রাণ আত্মার উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া সাময়িক আনন্দ উপভোগ করিতে চায়। আত্মা শক্তিশালী না হইলে শরীর ও প্রাণ স্বীয় স্বার্থ রক্ষা করিতে আত্মাকে দোযখের দিকে পরিচালিত করিতে দ্বিধা বোধ করে না। দেহ ও প্রবৃত্তির সহিত যুদ্ধে আত্মাকে জয়ী করিতে হইলে ইবাদতের মাধ্যমে পুণ্যার্জন করিয়া আত্মাকে শক্তিশালী করিতে হইবে। পরকালে আত্মার আবাসস্থল চিরস্থায়ী বেহেশ্‌ত অথবা দোযখ ব্যতীত অন্যস্থান নাই। আত্মাকে চিরস্থায়ী বেহশ্‌তবাসী করিতে হইলে অবশ্যই পুণ্য অর্জন করিতে হইবে। অন্যথায় দোযখই তাহার চিরস্থায়ী বাসস্থান। পৃথিবীর সকল কিছুই স্বীয় ধর্ম পালন করিতেছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাহা করিতেছে না। অথচ নামায মানুষের সৃষ্টির সার্থকতা রক্ষা করে, নিয়মানুবর্তীতা শিক্ষা দেয়; দেহ, মন ও আত্মার পবিত্রতা আনয়ন করে; সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব শিক্ষা দেয়। মুসলমানদিগকে সংঘবদ্ধ করে। একই নেতার অনুসরণ শিক্ষা দেয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দেয়। প্রত্যুষে গাত্রোত্থান শিক্ষা দেয়। সময়ের মূল্যবোধ জাগাইয়া তোলে। পাপী ও ধার্মিকের পরিচয় দান করে। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে। আরবী ভাষা ও কুরআন জীবিত রাখে। নিশ্চয়ই নামায অশ্লীলতা ও অসৎকে দূর করে। নামাযই ইসলামের প্রধানতম স্তম্ভ।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: পাঁচবার নামায, এক জুম'আ হইতে অন্য জুম'আ পর্যন্ত, এক রমযান হইতে অন্য রমযান পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে বড় পাপ ব্যতীত যে পাপ করা হয়, তাহার ক্ষতিপূরণ বা কাফ্‌ফারা করে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। বোখারী, মোসলেম

২। তিনি বলিয়াছেন: জানাইয়া দাও (সকলকে) যে, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির ঘরের নিকট নদী থাকে এবং দৈনিক যদি সে পাঁচবার উহাতে স্নান করে তাহার শরীরে কি ময়লা থাকে? তাহারা বলিল: না, থাকিতে পারে না। তিনি বলিলেন: পাঁচবার নামাযের উপমাও এইরূপ। আল্লাহ্ তাহার সকল পাপ মুছিয়া ফেলেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৩। তিনি বলিয়াছেন : যদি মানুষ জানিত যে, আযানের এবং নামাযের প্রথম সারিতে কি পুণ্য আছে এবং যদি তাহারা উহা লটারি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা না পাইত, তবে তাহারা নিশ্চয়ই ভাগ্য খেলা খেলিত। যদি তাহারা জানিত যে, যুহ্‌রের নামাযে কি পুণ্য রহিয়াছে, তবে নিশ্চয়ই ইহার জন্য প্রতিযোগিতা করিত। যদি তাহারা জানিত যে, এশা এবং ফজরের নামাযে কি পুণ্য রহিয়াছে, তবে নিশ্চয়ই তজ্জন্য বুকে হাঁটিয়া আসিত।
বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৪। তিনি বলিয়াছেন : ফজর এবং এশার নামাযের চাইতে অধিক কষ্টদায়ক নামায মুনাফিকদের নিকট আর নাই। উহার মধ্যে কি পুণ্য রহিয়াছে যদি তাহারা জানিত নিশ্চয়ই তাহারা বুকে হাঁটিয়া তাহাদের নিকট আসিত।
বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৫। তিনি বলিয়াছেন : ফিরেশ্‌তা তোমাদের নিকট রাত্রিতে এবং দিনে আগমন করে। কিন্তু তাহারা ফজর এবং আসরের নামাযের সময় মিলিত হয়। যাহারা তোমাদের নিকট রাত্রি যাপন করে, তাহারা উপরে উঠিলে তাহাদের প্রভু জিজ্ঞাসা করেন : আমার বান্দাগণকে তোমরা কিরূপ অবস্থায় ত্যাগ করিয়াছ ? তাহারা বলে : নামায পড়িবার সময় আমরা তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছি এবং নামায পড়িবার সময় আমরা তাহাদের নিকট আসিয়াছি।
বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : তাহাদের মধ্যে এবং আমাদের মধ্যে নামাযই পার্থক্যের বিষয়। যে ইহা ত্যাগ করে, সে কাফির।
বর্ণনায় : হযরত বোরায়দা। —তিরমিজী, নেসায়ী

৭। এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল : আমি নির্ধারিত শাস্তির অপরাধ করিয়াছি। আমাকে উহার শাস্তি দিন। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কিছু জিজ্ঞাসা না করিতেই নামাযের সময় আসিয়া পড়িল এবং সে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত নামায পড়িল। নামায শেষে লোকটি উঠিয়া বলিল : আমি নির্ধারিত শাস্তির

অপরাধ করিয়াছি। আমাকে নির্দিষ্ট শাস্তি দিন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : তুমি কি আমাদের সহিত নামায পড় নাই ? সে বলিল : হাঁ। তিনি বলিলেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমার পাপ বা নির্দিষ্ট অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

৮। আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম : আল্লাহ্র নিকট কোন্ কার্য সর্বাপেক্ষা প্রিয় ? তিনি বলিলেন : নির্দিষ্ট সময়ে নামায পড়া। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম : তারপরে কোন্ কার্য ? তিনি বলিলেন : পিতা-মাতার বাধ্য হওয়া। পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলাম : অতঃপর কোন্ কার্য ? তিনি বলিলেন : আল্লাহ্র পথে জেহাদ।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে মসউদ। —বোখারী, মোসলেম

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যে ফজরের নামাযের জন্য প্রাতঃকালে বাহির হয় সে বিশ্বাসের পতাকা লইয়া বাহির হয়, যে বাজারে বাহির হয়, সে শয়তানের পতাকা লইয়া বাহির হয়।

বর্ণনায় : হযরত সালমান। —ইবনে মাযাহ্

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : তোমাদের সন্তানগণ সাত বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলে তাহাদিগকে নামাযের জন্য আদেশ কর এবং তাহাদের দশ বৎসর বয়স হইলে তজ্জন্য তাহাদিগকে প্রহার কর এবং পরস্পরকে শয্যা হইতে পৃথক কর।

বর্ণনায় : হযরত আমর বিন্ শোয়ায়েব। —আবু দাউদ

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যে জামাতে এশার নামায পড়ে, সে অর্ধেক রাত্রি যেন নামাযের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। যে ফজরের নামায জামাতে পড়ে, সে সমস্ত রাত্রি যেন নামায পড়িল।

বর্ণনায় : হযরত উসমান। —মোসলেম

১২। আমার বন্ধু রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন : আল্লাহ্র সহিত কোন কিছুকে শরীক করিও না। যদিও তোমাকে কাটিয়া ফেলা হয় বা দগ্ধীভূত করা হয় এবং ফরয নামায ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করিও না। যে

ফরয নামায ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করে তাহার নিকট হইতে (আল্লাহ্‌র) জিম্মা খসিয়া পড়ে। মদ পান করিও না, কেন-না ইহাই প্রত্যেক পাপের কুঞ্জি।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু দারদায়া। —ইবনে মাযাহ্‌

নামাযের নিয়ম

অযু করিয়া পবিত্র অবস্থায়, পবিত্র পোশাকে, পবিত্র স্থানে দাঁড়াইয়া বলিবেঃ একনিষ্ঠ হইয়া আমার মুখমণ্ডল আল্লাহ্‌র দিকে ফিরাইলাম, যিনি আসমান ও যমিন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্গত নহি। তৎপর নামাযের নিয়ত বলিতে হইবে। অতঃপর "আল্লাহু আকবর" শব্দে তকবীর বলিয়া নামাযে প্রবেশ করিবে। এই সময় হইতে অন্য সকল কার্য হারাম হইয়া যায়। অতঃপর 'সোব্‌হানাকা' দোয়াটি পাঠ করিয়া 'আল্‌হামদু-লিল্লাহ্‌' সূরাটি পড়িয়া কুরআনের একটি (বড়) আয়াত পাঠ করিবে। আবার তকবীর বলিয়া রুকুতে যাইয়া "সোব্‌হানা রাব্বিয়েল আযিম" তিন বার পড়িয়া দাঁড়াইবার কালে "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্‌" বলিবে। আবার তকবীর বলিয়া সিজদায় গিয়া তিনবার বলিবেঃ "সোবহানা রাব্বিয়েল আলা।" অতঃপর তকবীর বলিয়া উঠিয়া বসিয়া পুনঃ আর একটি সিজদাহ্‌ করিবে এবং তসবীহ্‌ পড়িবে। আবার তকবীর বলিয়া দাঁড়াইয়া দ্বিতীয় রাকাতে প্রবেশ করিবে। দ্বিতীয় রাকাত শেষে বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু এবং দোয়া পাঠ করিয়া সালাম ফিরাইবে। এইভাবে দুই রাকাত পূর্ণ করিবে।

১। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) মস্‌জিদে ছিলেন। এক ব্যক্তি মস্‌জিদে প্রবেশ করিয়া নামায পড়িল। নামায শেষে সে হযরত (দঃ)-এর নিকট গিয়া সালাম করিল। তিনি বলিলেনঃ তোমার প্রতি সালাম। যাও, পুনঃ নামায পড়, তোমার নামায হয় নাই। সে গিয়া নামায পড়িয়া ফিরিয়া আসিয়া রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)-কে সালাম করিলে তিনি পূর্বের ন্যায় বলিলেন। এইভাবে তৃতীয় অথবা চতুর্থ বারে সে বলিলঃ আমাকে শিখাইয়া দিন। তখন হযরত (দঃ) বলিলেনঃ যখন তুমি নামাযের জন্য ইচ্ছা করিবে পূর্ণরূপে অযু কর। অতঃপর কেবলামুখী হইয়া দাঁড়াও, তকবীর বল, তৎপরে কুরআনের যাহা

তোমার পক্ষে সম্ভব তাহা পড়। অতঃপর রুকু কর এবং স্থির থাক। তৎপর মাথা তুলিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াও। অতঃপর সিজ্‌দাহ্ কর এবং স্থির থাক। অতঃপর মাথা তুলিয়া স্থির হইয়া বস। আবার দ্বিতীয় সিজ্‌দাহ্ কর এবং স্থির থাক। অতঃপর মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াও। অতঃপর তোমার সম্পূর্ণ নামাযে এইরূপ কর।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন নামাযে দাঁড়াইতেন তখন তকবীর বলিতেন, যখন রুকু করিতেন তকবীর বলিতেন; তৎপর বলিতেন: "সামি-আল্লাহু লিমান হামিদাহ্" (যে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে, তিনি তাহা শুনেন) যখন রুকু হইতে নিজের পিঠকে সোজা করিতেন। তৎপর দাঁড়াইয়া বলিতেন, "রব্বানা লাকাল হাম্‌দ" হে আমাদের প্রভু! তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। অতঃপর তকবীর বলিতেন যখন নীচের দিকে ঝুঁকিতে থাকিতেন, তৎপরে আবার তকবীর বলিতেন যখন মাথা উপরের দিকে তুলিতেন; অতঃপর তকবীর বলিতেন যখন সিজদায় যাইতেন, তৎপর তকবীর বলিতেন যখন মাথা তুলিতেন। তিনি সমগ্র নামাযেই এইরূপ করিতেন যতক্ষণ না উহা শেষ করিতেন এবং দুই রাকাত শেষে দাঁড়াইবার কালে তিনি তকবীর বলিতেন।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর একদল সাহাবীদের মধ্যে বসিয়া বলিলেন: আমি আপনাদের অপেক্ষা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নামাযকে অধিক স্মরণ রাখিয়াছি। আমি তাহাকে দেখিয়াছি: তিনি যখন তকবীর তাহ্‌রীমা বলিতেন নিজের দুই হাতকে নিজের কাঁধ বরাবর তুলিতেন এবং যখন রুকু করিতেন নিজের দুই হাত দ্বারা নিজের দুই হাঁটু শক্ত করিয়া ধরিতেন এবং নিজের পিঠকে পিছন ও ঘাড়ের বরাবর সোজা করিয়া রাখিতেন এবং যখন মাথা তুলিতেন ঠিক সোজা হইয়া দাঁড়াইতেন, এমন কি প্রত্যেক গাঁইট আপন স্থানে পৌঁছিয়া যাইত। অতঃপর যখন সিজদাহ্ করিতেন, নিজের দুই হাত যমিনে রাখিতেন অথচ যমিনে বিছাইয়া দিতেন না এবং পেটের সহিত মিলাইয়া রাখিতেন না এবং পদদ্বয়ের অঙ্গুলীসমূহের মাথাকে কেবলামুখী করিয়া রাখিতেন।

অতঃপর যখন দুই রাকাতের পর বসিতেন, নিজের বাম পায়ের উপর বসিতেন এবং ডান পা খাড়া রাখিতেন। অতঃপর যখন শেষ রাকাতে বসিতেন বাড়াইয়া দিতেন নিজের বাম পাকে (ডান দিকে) এবং খাড়া করিয়া রাখিতেন অন্য পা এবং বসিতেন নিতম্বের উপরে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী। —বোখারী

৪। দশজন সাহাবীদের মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিলেনঃ আমি আপনাদের অপেক্ষা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নামায সম্পর্কে অধিক অবগত। তাহারা বলিলেনঃ উহা আমাদিগকে বলুন। তিনি বলিলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন নামাযে দাঁড়াইতেন নিজের দুই হাত তুলিতেন এবং নিজের দুই কাঁধ বরাবর করিতেন, অতঃপর তকবীর বলিতেন। তৎপর কেরাত পাঠ করিতেন, অতঃপর তকবীর বলিতেন এবং দুই হাত কাঁধ বরাবর উঁচু করিতেন। অতঃপর রুকু করিতেন এবং দুই করতল দুই হাঁটুর উপরে রাখিতেন. এই সময় মাজা সোজা রাখিতেন মাথা নীচের দিকে ঝুঁকাইতেন না এবং উপরেও উঠাইতেন না। অতঃপর মাথা তুলিতেন এবং বলিতেনঃ "সামি-আল্লাহু লিমান হামিদাহ্" যে আল্লাহ্র প্রশংসা করে আল্লাহ্ তাহা শুনেন। তৎপর সোজা দাঁড়াইয়া দুই হাত তুলিতেন এবং কাঁধ বরাবর করিতেন; অতঃপর বলিতেন, 'আল্লাহু আকবর' অতঃপর সিজ্দাহ্র জন্য যমিনের দিকে ঝুঁকিতেন, সিজ্দায় নিজের দুই হাতকে দুই পার্শ্ব হইতে পৃথক রাখিতেন এবং দুই পায়ের অঙ্গুলীসমূহকে কাবার দিকে মোড়াইয়া দিতেন। অতঃপর মাথা তুলিতেন এবং আপন বাম পা বিছাইয়া দিয়া উহার উপরে বসিতেন এবং সোজা হইয়া থাকিতেন যেন প্রত্যেক হাড় যথাস্থানে ঠিকভাবে বসিয়া যায়। অতঃপর দ্বিতীয় সিজ্দায় যাইতেন; তৎপর মাথা তুলিতে তুলিতে 'আল্লাহু আকবর' বলিতেন এবং নিজের বাম-পা বিছাইয়া উহার উপর বসিতেন। এই সময় সোজাভাবে বসিতেন যেন সমস্ত হাড় যথাস্থানে বসিয়া যায়, অতঃপর দাঁড়াইতেন। দ্বিতীয় রাকাতেও এইরূপ করিতেন। দুই রাকাত পড়িয়া যখন দাঁড়াইতেন তখনও তকবীর বলিতেন, যেভাবে নামায আরম্ভকালে বলিতেন এবং হাত তুলিতেন কাঁধ বরাবর। অতঃপর অবশিষ্ট নামাযে তিনি এইরূপ করিতেন। তিনি যখন শেষ সিজ্দায় পোঁছিতেন (যাহার পর সালাম ফিরাইতে হয়) নিজের বাম

পা ডান দিকে বাড়াইয়া দিতেন এবং নিজের বাম নিতম্বের উপর বসিতেন। অতঃপর তিনি সালাম ফিরাইতেন। তাঁহারা বলিয়া উঠিল: সত্য বলিয়াছেন। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এইভাবে নামায পড়িতেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী। —আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তকবীর তাহ্‌রীমার দ্বারা নামায শুরু করিতেন এবং কেরাত পাঠ শুরু করিতেন 'আল্‌হামদুলিল্লাহ্' দ্বারা এবং যখন তিনি রুকু করিতেন মাথা না উঁচু করিতেন না নীচু করিতেন—মধ্যবর্তী অবস্থায় রাখিতেন এবং রুকু হইতে মাথা তুলিয়া স্থির হইয়া না দাঁড়াইয়া সিজ্‌দায় যাইতেন না। সিজ্‌দাহ্ হইতে মাথা তুলিয়া স্থির হইয়া না বসিয়া দ্বিতীয় সিজদায় যাইতেন না এবং প্রত্যেক দুই রাকাতে তিনি 'আত্তাহিয়্যাতু' পাঠ করিতেন এবং বসিতে তিনি বাম পা বিছাইয়া দিতেন এবং ডান পা খাড়া করিয়া রাখিতেন। তিনি শয়তানের ন্যায় কুত্তা বসা বসিতে নিষেধ করিতেন এবং পশুর ন্যায় দুই হাতকে মাটিতে বিছাইয়া দিতেও নিষেধ করিতেন, তিনি নামায শেষ করিতেন সালামের দ্বারা।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন নামায শুরু করিতেন স্বীয় হস্তদ্বয় কাঁধ বরাবর তুলিতেন। অতঃপর যখন রুকুর জন্য তক্‌বীর বলিতেন এবং যখন রুকু হইতে মাথা তুলিতেন তখনও এইরূপে হস্তদ্বয় উঠাইতেন। অতঃপর বলিতেন: "সামি-আল্লাহু লিমান হামিদাহ্", 'রব্বানা লাকাল হাম্‌দ'. কিন্তু সিজদায় যাইতে এইরূপ করিতেন না।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন তকবীর তাহ্‌রীমাহ বলিতেন, আপন হস্তদ্বয় তুলিতেন এমন কি কর্ণদ্বয়ের বরাবর করিতেন এবং যখন রুকু হইতে মাথা তুলিতেন, বলিতেন: 'সামি-আল্লাহু লিমান হামিদাহ্' তখনও এইরূপ করিতেন। অন্য বর্ণনায়: এমন কি হস্তদ্বয় স্বীয় কর্ণদ্বয়ের লতী বরাবর তুলিতেন।

বর্ণনায়: হযরত মালেক বিন্ হোয়াইরিস। —বোখারী, মোসলেম

৮। তাঁহার পিতা বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদের ইমামতি করিতেন এবং দাঁড়ান অবস্থায় স্বীয় বাম হস্তকে ডান হস্ত দ্বারা ধরিতেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত কবীসা বিন্ হুলব। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

নামাযের নিষিদ্ধ সময়

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ তোমাদের মধ্যে কেহ যেন সূর্যোদয়ের সময় এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় নামায পড়ার চেষ্টা না করে। অন্য বর্ণনায়ঃ সূর্যের গোলক যখন দেখা দিতে আরম্ভ করে, যে পর্যন্ত উহা পূর্ণভাবে উদিত না হয় এবং সূর্যের গোলক যখন অস্ত যাইতে আরম্ভ করে, যে পর্যন্ত উহা পূর্ণভাবে অস্ত না যায়, ততক্ষণ নামায পড়িও না এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়কে তোমরা নামাযের সময় করিও না, কেন-না উহা শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্যে উদয় হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তিনটি সময় নামায পড়িতে বা মৃতকে দাফন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। (১) যখন সূর্য কিরণময় হইয়া উদিত হইতে থাকে, যতক্ষণ না কিছু উপরে উঠিয়া যায়; (২) যখন সূর্য দ্বিপ্রহরে স্থির হইয়া দাঁড়ায়, যতক্ষণে উহা কিছু পশ্চিমে চলিয়া না যায় এবং (৩) যখন সূর্য অস্ত যাইতে থাকে, যতক্ষণ উহা সম্পূর্ণ ডুবিয়া না যায়।

বর্ণনায়ঃ হযরত উক্বাহ্ বিন্ আমের। —মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ ফজরের নামাযের পরে আর কোন নামায নাই যতক্ষণ সূর্য কিছু উপরে উঠিয়া না যায় এবং আসরের নামাযের পরও কোন নামায নাই যতক্ষণ সূর্য সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হইয়া না যায়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু সঈদ খুদ্রী। —বোখারী, মোসলেম

নামাযের পর দোয়া-কালাম

রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নামাযের পর কিছু দোয়া-কালাম পাঠ করিতেন। যে সকল ফরয নামাযের পরে সুন্নত আছে তাহাতে সংক্ষিপ্ত এবং যে সকলের পর

সুন্নত নাই তাহাতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ দোয়া করিতেন। তিনি কখনও উচ্চ স্বরেও দোয়া করিতেন।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) সালাম ফিরাইবার পর এই দোয়া ('হে খোদা। তুমি স্বয়ং শান্তি এবং তোমা হইতেই শান্তি। হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী। তুমি বরকতময়।') পাঠ করার পরিমাণ সময়ের অধিক বসিতেন না।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন নামায হইতে অবসর হইতেন তিনবার 'এস্তেগ্ফার' (আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাহি; যিনি ব্যতীত কোনও উপাস্য নাই, যিনি চিরঞ্জীব, চির প্রতিষ্ঠিত এবং আমি তাঁহার প্রতি অনুতাপ সহকারে প্রত্যাবর্তন করিতেছি) বলিতেন। অতঃপর বলিতেন : হে খোদা। তুমি স্বয়ং শান্তি এবং তোমা হইতেই শান্তি। হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী। তুমি বরকতময়।

বর্ণনায় : হযরত সাওবান। —মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) প্রত্যেক ফরয নামাযের পর বলিতেন; আল্লাহ্ ব্যতীত কোনও উপাস্য নাই। তিনি এক, তাঁহার কোন অংশী নাই, তাঁহারই রাজত্ব, তাঁহারই প্রশংসা এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপরই ক্ষমতাবান। হে খোদা। তুমি যাহা দিতে চাহ তাহা কেহ রদ করিতে পারে না এবং তুমি যাহা রদ কর তাহা কেহ দিতে পারে না এবং কোন সম্পদশালীর সম্পদই তোমা হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না।

বর্ণনায় : হযরত মুগীরাহ্ বিন্ শো'বাহ্। —বোখারী, মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন নামাযে সালাম ফিরাইতেন তখন উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন : "আল্লাহ্ ব্যতীত কোনও উপাস্য নাই; তিনি একক, তাঁহার কোনও অংশী নাই, তাঁহারই রাজত্ব এবং তাঁহারই জন্য প্রশংসা। তিনি সমস্ত বস্তুর উপরই ক্ষমতাবান। কোনও উপায় ও শক্তি (কাহারও) নাই আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত। আল্লাহ্ ব্যতীত কোনও উপাস্য নাই। আমরা তাঁহাকে ব্যতীত আর কাহারও উপাসনা করি না। তাঁহারই দান, তাঁহারই অনুগ্রহ, তাঁহারই উত্তম প্রশংসা—আল্লাহ্ ব্যতীত কোনও উপাস্য নাই। দীন

(ধর্ম)-কে আমরা একমাত্র তাঁহারই জন্য মনে করি; যদিও কাফিররা (উহা) পছন্দ করে না।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ জোবায়ের। —মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: নামাযের পর বলিবার কতিপয় বাক্য আছে। উহা যাহারা বলিবে তাহারা (কখনও) নিরাশ হইবে না। প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩বার "সোব্হানাল্লাহ্", ৩৩বার 'আল্হামদুলিল্লাহ্' এবং ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবর।'

বর্ণনায়: হযরত কায়াব বিন্ উজবাহ্। —মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩বার 'সোব্হানাল্লাহ্' ৩৩বার 'আল্হামদুলিল্লাহ্' এবং ৩৩বার 'আল্লাহু আকবর' এই মোট ৯৯ বার বলিয়াছে, অতঃপর শত পূর্ণ করিবার জন্য বলিয়াছে: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহাদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুল্কু ওয়ালাহুল হামদ্ ওয়াহুয়া আ'লা কুল্লি শায়ইন্ কাদীর। (যে ইহা বলিবে) তাহার সকল পাপ ক্ষমা করা হইবে যদিও তাহা সমুদ্রের ফেনার ন্যায় (অধিক পরিমাণও) হয়।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোবায়রা। —মোসলেম

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল: কোন্ প্রার্থনা সত্বর গৃহীত হয়? তিনি বলিলেন: শেষ রাত্রের এবং ফরয নামাযের পরের দোয়া।

বর্ণনায়: হযরত আবু উমামা বাহেলী। —তিরমিজী

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাকে প্রত্যেক নামাযের পর 'মুয়াব্বাজাত' (সূরা নাস ও সূরা ফালাক) পাঠ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

বর্ণনায়: হযরত উকবাহ্ বিন্ আমের। —আহমদ, আবু দাউদ, নেসায়ী

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতে পড়িয়াছে অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসিয়া আল্লাহ্র যিকির করিয়াছে, তৎপর দুই রাকাত নফল পড়িয়াছে তাহার জন্য হজ্জ ও উমরাহ্র পূর্ণ পুণ্যের ন্যায় পুণ্য রহিয়াছে।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —তিরমিজী

নামাযের পোশাক

নামাযের জন্য বিশেষ কোন পোশাকের ব্যবস্থা নাই, শুধু ইহা পবিত্র হওয়া ফরয। তাহা না হইলে নামায হইবে না।

১। হযরত উম্মে সালামার গৃহের ভিতরে আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে একখণ্ড বস্ত্রাবৃত হইয়া নামায পড়িতে দেখিয়াছি। উহা দুই স্কন্ধের উপর স্থাপন করিয়াছিলেন।

বর্ণনায়: হযরত উমর বিন্ সালামাহ্। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল: কোন স্ত্রীলোক কি বর্মবস্ত্র এবং শিরবস্ত্র পরিধান করিয়া এবং পায়জামা না পরিয়া নামায পড়িতে পারে? তিনি বলিলেন: বর্মবস্ত্র যদি এতদূর দীর্ঘ হয় যাহা তাহার পদদ্বয়ের উপরিভাগ ঢাকিয়া রাখে, তবে পারে।

বর্ণনায়: হযরত উম্মে সালামাহ্। —আবু দাউদ

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমাদের মধ্যে কেহ যেন কাঁধের উপর কোন কিছু না রাখিয়া এক বস্ত্র পরিধান করিয়া নামায না পড়ে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৪। তিনি বলিয়াছেন: যে এক বস্ত্র পরিধান করিয়া নামায পড়ে, সে যেন ইহার দুই পার্শ্ব উলটা দিকে রাখে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৫। এক ব্যক্তি দীর্ঘ পায়জামা পরিধান করিয়া নামায পড়িতেছিল, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: যাও এবং অযু করিয়া আস। সে অযু করিয়া আসিলে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল: এমন কি হইয়াছে যে, তাহাকে অযু করিতে বলিলেন? তিনি বলিলেন: তাহার পায়জামা ঝুলাইয়া রাখিয়া সে নামায পড়িতেছিল। যে পায়জামা গোড়ালীর নিম্নে ঝুলাইয়া রাখে, তাহার নামায আল্লাহ্ গ্রহণ করেন না।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

৬। নামাযে কাঁধের উপর বস্ত্র ফেলিয়া রাখা এবং মুখ বন্ধ করা, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৭। চিত্রযুক্ত একখণ্ড পাতলা বস্ত্র পরিধান করিয়া রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নামায পড়িতেছিলেন এবং তিনি চিত্রের দিকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। নামায শেষে তিনি বলিলেনঃ এই বস্ত্র লইয়া আবু জাহেমের নিকট যাও এবং "আন্‌জেবনিয়া" নামক বস্ত্রখানা আমার নিকট লইয়া আস, কেন-না ইহা হঠাৎ নামায হইতে আমার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়াছে। অন্য বর্ণনায়ঃ নামাযের মধ্যে আমি ইহার চিত্রের দিকে লক্ষ্য করিয়াছিলাম, আমি ভয় করিলাম পাছে ইহার পরীক্ষায় পড়ি।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ ঘোমটা ব্যতীত কোন বয়স্কা নারীর নামায কবুল হয় না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —মেশ্‌কাত

৯। রেশমের একটি জুব্বা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে উপহার দেওয়া হইয়াছিল। তিনি উহা পরিধান করিয়া নামায পড়িলেন। নামায শেষে তিনি এমনভাবে উহাকে টানিয়া ফেলিয়া দিলেন যেন তিনি ইহাকে ঘৃণা করিলেন। তিনি বলিলেনঃ খোদাভীরু লোকদের জন্য ইহা উপযুক্ত নহে।

বর্ণনায়ঃ হযরত ওকাবাহ্ বিন্ আমের। —মেশ্‌কাত

১০। আমি বলিলামঃ আমি শিকারী। এক পিরহান পরিয়া কি নামায পড়িতে পারি? রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেনঃ হাঁ। একটি কণ্টক দ্বারা হইলেও উহাকে বাঁধিয়া রাখ।

বর্ণনায়ঃ হযরত সালামাহ্। —আবু দাউদ

১১। আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট গিয়া তাঁহাকে একখণ্ড বস্ত্র পরিধান করিয়া মাদুরের উপর নামায পড়িতে দেখিলাম।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু সঈদ খুদ্‌রী। —মোসলেম

১২। আমার পিতামহ বলিয়াছেন: আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জুতা না লইয়া এবং জুতা সহ নামায পড়িতে দেখিয়াছি।

বর্ণনায়: হযরত আমর বিন্ শোয়ায়েব। —আবু দাউদ

নামাযের মধ্যে অবৈধ ও বৈধ কার্য

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নামায পড়িতেছেন এমন অবস্থায় আমরা সালাম করিতাম, তিনি উত্তর দিতেন। যখন আমরা নাজ্জাসীর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলাম, আমরা সালাম দিলাম কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম: নামাযে আপনাকে আমরা সালাম দিতাম এবং আপনি জবাব দিতেন। তিনি বলিলেন: নিশ্চয়ই নামাযের মধ্যে মনোনিবেশ একটি মহৎ কাজ।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মস্ঊদ। —বোখারী, মোসলেম

২। হাব্শা গমনের পূর্বে আমরা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে নামাযে থাকা অবস্থায় সালাম করিলে তিনি উত্তর দিতেন। হাব্শা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া একদা আমি তাঁহার নিকট আসিলে, তাঁহাকে নামাযে পাইলাম। তখন আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম, তিনি উত্তর দিলেন না যতক্ষণ না নামায শেষ করিলেন। তিনি বলিলেন: আল্লাহ্ তাঁহার ইচ্ছানুসারে নূতন আদেশ দান করেন। তাঁহার নূতন আদেশের মধ্যে একটি: "তোমরা নামাযের মধ্যে কথা বলিবে না।" ইহা বলার পর সালামের উত্তর দিলেন। অতঃপর বলিলেন: নামায, কুরআন পাঠ ও আল্লাহ্র যিকির ব্যতীত কিছুই নহে। সুতরাং যখন তুমি নামাযে থাকিবে তখন তোমার কাজ যেন ইহাই হয়।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মস্ঊদ। —আবু দাউদ

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নামাযের মধ্যে কোমর বা মাজায় হাত রাখিয়া দাঁড়াইতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: নামাযের মধ্যে দোয়ায় আকাশের

দিকে যেন তাহাদের দৃষ্টি না উঠায়, অন্যথায় তাহাদের দৃষ্টি নষ্ট (করিয়া দেওয়া) হইবে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : একটি দুষ্ট জিন আমার নিকট আমার নামায নষ্ট করিতে গত রাত্রে আসিয়াছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাহার উপর আমাকে জয়ী করেন এবং তাহাকে ধরিয়া ফেলি। আমি উহাকে মসজিদের একটি থামের (খুঁটির) সহিত বাঁধিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি যাহাতে তোমরা সকলেই দেখিতে পাও। অতঃপর আমার ভাই সোলায়মানের কথা স্মরণ হইল : তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন : "হে প্রভু! আমাকে এমন এক রাজত্ব দাও যাহা আমার পর আর কাহাকেও দেওয়া হইবে না।" অতঃপর আমি তাহাকে হতাশার মধ্যে ছাড়িয়া দিলাম।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : নামাযের মধ্যে হাই তোলা শয়তানের পক্ষ হইতে আসিয়া থাকে। সুতরাং যখন কাহারও হাই আসে সে যেন সাধ্যানুযায়ী উহাকে রোধ করিতে চেষ্টা করেন।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৭। তিনি বলিয়াছেন : দুই কালো শত্রুকে নামাযের মধ্যে মারিতে পার : সাপ ও বিচ্ছু।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যখন তোমাদের মধ্যে কেহ নামাযে হাই তোলে, সে যেন যতদূর সম্ভব মুখ বন্ধ করিয়া রাখে এবং কথা না বলে, কেন-না উহা শয়তান হইতে আসে এবং সে তাহাতে হাসে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —মেশ্‌কাত

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে নামাযের মধ্যে এদিক-সেদিক দৃষ্টি করা সম্পর্কে

জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন: ইহা শয়তানের প্রতারণা, ফলে শয়তান নামাযের কিছু অংশ (পূর্ণত্ব) লইয়া যায়।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

১০। দরজা বন্ধ অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নামায পড়িতেছিলেন। আমি দরজা খুলিতে বলিলাম। তিনি কিছু অগ্রসর হইয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। অতঃপর যথাস্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। দরজাটি কাবার দিকে ছিল।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —তিরমিজী

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: নামাযের মধ্যে যদি তোমাদের কাহারও অযু চলিয়া যায়, সে যেন স্বীয় নাক ধরিয়া বাহির হইয়া যায়।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —আবু দাউদ

১২। আবুল আসের কন্যা উমামাহ্ রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর কাঁধে থাকা অবস্থায় তাঁহাকে ইমামতি করিতে দেখিয়াছি। যখন রুকু দিতেন, তাহাকে নামাইয়া রাখিতেন এবং সিজদাহ্ হইতে উঠিয়া তাহাকে উঠাইয়া লইতেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু কাতাদাহ্। —বোখারী, মোসলেম

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমাদের কেহ যখন নামাযের মধ্যে হাই তোলে, সে যেন যথা সম্ভব মুখ বন্ধ করিয়া রাখে, কেন-না শয়তান মুখে প্রবেশ করে।

বর্ণনায়: হযরত আবু সঈদ খুদ্রী। —মোসলেম

১৪। তিনি বলিয়াছেন: তোমাদের কাহারও যদি নামাযে সন্দেহ হয় এবং তিন কি চারি রাকাত পড়িয়াছে তাহা জানে না, সে যেন সন্দেহ দূর করে এবং যাহা নিশ্চিত তাহা করে। অতঃপর সালামের পূর্বে দুইটি সিজদাহ্ দেয়। যদি পাঁচ রাকাত পড়ে উহা তাহার জন্য শাফায়ত করিবে। যদি চারি রাকাত পড়ে উহা শয়তানের জন্য অপমানজনক কাজ হইবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু সঈদ খুদ্রী। —মোসলেম

১৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: কাহারও নামাযের মধ্যে যখন কিছু ঘটে (বা কেহ ডাকে) সে যেন তসবীহ্ (সোব্হানাল্লাহ্) বলে। হাতে তালি

বাজান শুধু স্ত্রীলোকদের জন্য। অন্য বর্ণনায়ঃ পুরুষের জন্য 'সোব্হানাল্লাহ্' বলা এবং স্ত্রীলোকের জন্য হাতে তালি বাজান।

বর্ণনায়ঃ হযরত সহল বিন্ সায়াদ। —বোখারী, মোসলেম

১৬। হযরত বেলালকে জিজ্ঞাসা করিলামঃ তাহারা সালাম দিলে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নামাযের মধ্যে কিভাবে উত্তর দিতেন? তিনি বলিলেনঃ তিনি হস্ত দ্বারা ইশারা দিতেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —তিরমিজী

১৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে বান্দাহ্ নামাযের মধ্যে চতুর্দিকে না চায়, আল্লাহ্ তাহার দিকে অগ্রসর হন। যখন সে চতুর্দিকে তাকায় তিনি তাহার নিকট হইতে চলিয়া যান।

বর্ণনায়ঃ হযবত আবুজর। —আবু দাউদ

১৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাকে বলিলেনঃ হে আনাস। তোমার দৃষ্টিকে তথায় নিবদ্ধ রাখিবে যেখানে তুমি সিজ্দাহ্ দিয়া থাক।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —তিরমিজী, বাইহাকী

১৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেনঃ বাবা, নামাযের মধ্যে এদিক-সেদিক তাকাইবে না। উহা ধ্বংসের কারণ। যদি একান্তই দেখিতে হয় তাহা নফলে, ফরয নামাযে নহে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —তিরমিজী, বাইহাকী

২০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাঁহার ঘাড় বাঁকা না করিয়া ডান বা বাম দিকে চাহিতেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —তিরমিজী

২১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ নামাযের মধ্যে হাঁচি, তন্দ্রা, হাই, ঋতু ও বমি আসা এবং নাক হইতে রক্ত পড়া শয়তান হইতে আসে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আদী বিন্ সাবেত। —তিরমিজী

২২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আফ্‌লাহ্ নামক এক যুবককে দেখিলেনঃ সে যখন সিজ্‌দাহ্ করে ফুঁক দিয়া সিজ্‌দাহ্‌র স্থান হইতে ধূলা সরায়। তিনি বলিলেনঃ হে আফ্‌লাহ্। তোমার মুখমণ্ডলে ধূলাবালি লাগিতে দাও।

বর্ণনায়ঃ হযরত উম্মে সালমাহ্। —তিরমিজী

২৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ তোমাদের কেহ যখন নামাযে দাঁড়ায় সে যেন তাহার সম্মুখের পাথর কুচি বা কাঁকর ইত্যাদি মুছিবার চেষ্টা না করে। কেন-না, তখন আল্লাহ্‌র রহমত তাহার সম্মুখীন হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবুজর গিফারী। —আহমদ, তিরমিজী, আবু দাউদ, নেসায়ী, ইবনে মাযাহ্

নামাযের সময়

ফরয নামাযের সময় সুনির্দিষ্ট। কুরআন বলেঃ "অবশ্য নির্দিষ্ট সময় নামায মুমিনগণের প্রতি নির্ধারিত।"

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যুহ্‌রের নামাযের সময় আরম্ভ হয় যখন সূর্য ঢলে এবং শেষ হয় যখন মানুষের ছায়া তাহার দৈর্ঘ্যের সমান হয় এবং যে পর্যন্ত আসরের নামাযের সময় উপস্থিত না হয়। আসরের নামাযের সময় (ইহার পর হইতে) যে পর্যন্ত না সূর্য হরিদ্রা বর্ণ হয়। মাগরিবের নামাযের সময় (সূর্যাস্ত হইতে) যে পর্যন্ত লালিমা অদৃশ্য হয়। এশার নামাযের সময় (তৎপর হইতে) ঠিক মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। ফজরের নামাযের সময় উষার উদয় হইতে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। যখন সূর্যোদয় আরম্ভ হইবে নামায হইতে বিরত থাকিবে। কেন-না, উহা শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্যে উদিত হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ জিব্রাঈল কাবাগৃহের নিকট দুই বার আমার নামাযের ইমামতি করিয়াছিল। সূর্য যখন একটু ঢলিয়া পড়িল এবং জুতার ফিতার ন্যায় ঢলিয়া পড়িল, সে আমার সহিত যুহ্‌রের নামায পড়িল। যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া উহারই ন্যায় দীর্ঘ হইল, তখন সে আমার সহিত আসরের নামায পড়িল। যখন রোযাদার ইফ্‌তার করে, তখন সে

আমার সহিত মাগরিবের নামায পড়িল। যখন সন্ধ্যার রক্তিম বর্ণ শেষ হইল, সে আমার সহিত এশার নামায পড়িল। যখন রোযাদারের খাদ্য ও পানীয় হারাম হইয়া যায়, তখন সে আমার সহিত ফজরের নামায পড়িল। দ্বিতীয় দিবসে, তাহার ছায়া তাহার ন্যায় দীর্ঘ হইলে, সে আমার সহিত যুহ্রের নামায পড়িল। তাহার ছায়া যখন তাহার দ্বিগুণ হইল, সে আমার সহিত আসরের নামায পড়িল। যখন রোযাদার ইফ্তার করে, তখন সে আমার সহিত মাগরিবের নামায পড়িল। রাত্রির তিন-ভাগের এক-ভাগের সময় সে আমার সহিত এশার নামায পড়িল। অতঃপর আমার দিকে তাকাইয়া বলিল : হে মোহাম্মদ! তোমার পূর্ববর্তী নবীদের ইহাই নামাযের সময় এবং এই দুই সময়ের মধ্যবর্তী নামাযের সময় থাকে।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস। —আবু দাউদ, তিরমিজী

৩। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট নামাযের সময় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন : আমাদের সহিত দুইবার (দুই দিন) নামায পড়। যখন সূর্য একটু ঢলিয়া পড়িল, তিনি বেলালকে নির্দেশ দিলে, সে আযান দিল। অতঃপর নির্দেশ দিলে, নামাযের ইকামত পড়িল। অতঃপর তিনি আদেশ দিলে, আসরের ইকামত পড়িল। তখন সূর্য সাদা ডিমের মত উপরে ছিল। অতঃপর নির্দেশ দিলে, মাগরিবের ইকামত পড়িল, তখন সূর্য অস্ত গিয়াছিল। তারপরে তিনি আদেশ দিলে, এশার নামাযের ইকামত পড়িল, তখন (আকাশের) লাল রঙ চলিয়া গিয়াছিল। আবার আদেশ দিলে, ফজরের ইকামত পড়িল, তখন প্রাতঃকালীন আলো উদিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিন তিনি তাহাকে বলিলেন : যুহ্রের নামাযে বিলম্ব কর। সে উত্তমরূপে বিলম্ব করিল। যখন সূর্য কিছু উপরে ছিল, তিনি আসরের নামায পড়িলেন। তিনি ইহাতে যে বিলম্ব করিয়াছেন, তাহা হইতেও অধিক। সন্ধ্যার লালবর্ণ দূরীভূত হওয়ার পূর্বে তিনি মাগরিবের নামায পড়িলেন এবং রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ গত হইলে তিনি এশার নামায পড়িলেন। অতঃপর তিনি ফজরের নামায প্রাতঃ-কালে পড়িলেন। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : ঐ ব্যক্তি কোথায়, যে নামাযের সময় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল? লোকটি বলিল : আমি এই। তিনি বলিলেন : যাহা তুমি দেখিয়াছ, তাহার মধ্যবর্তী সময় তোমার নামাযের সময়।

বর্ণনায় : হযরত বোরায়দা। —মোসলেম

নামাযের সামনে স্তুত্রা রাখা

খোলা জায়গায় নামায পড়িতে নামাযীর সম্মুখে কিছু অন্তরাল বা স্তুত্রা থাকা উচিত। ইহা অন্ততঃ একহাত লম্বা এবং অঙ্গুলী পরিমিত মোটা হইলেই চলে। জামাতের নামাযে শুধু ইমামের সামনে স্তুত্রা বা অন্তরাল থাকাই যথেষ্ট।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) খুব সকালে ঈদের মাঠে যাইতেন, তাঁহার আগে বর্শা বহন করা হইত এবং ঈদগাহে তাঁহার সম্মুখে উহা দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইত। তিনি উহাকে সম্মুখে রাখিয়া নামায পড়িতেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর। —বোখারী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যখন কোন ব্যক্তি কোন জিনিসকে অন্তরাল বা স্তুত্রা রূপে দাঁড় করাইয়া নামায পড়িতে থাকে, আর সেই অন্তরালের মধ্য দিয়া কোন ব্যক্তি অতিক্রম করিতে চাহিলে তখন তাহাকে বাধা দিবে। যদি সে বিরত হইতে অস্বীকার করে তবে তাহার সহিত সে যেন সংগ্রাম করে। কেন-না, সে শয়তান।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু সঈদ খুদ্রী। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) রাত্রে নামায পড়িতেন আর আমি তাঁহার এবং কেবলার বা কাবার মধ্যখানে পাতাড়ে (আড়াআড়িভাবে শুইয়া) থাকিতাম, জানাযার পাতাড়ে থাকার মত।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৪। আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সম্মুখ দিকে ঘুমাইতাম, আমার পদদ্বয় থাকিত তাঁহার সিজ্দার স্থানে। যখন তিনি সিজ্দাহ্ করিতেন আমাকে টোকা দিতেন, আমি আমার পদদ্বয় গুটাইয়া লইতাম। অতঃপর তিনি যখন দাঁড়াইতেন আমি পদদ্বয় লম্বা করিয়া দিতাম। তখনকার দিনে ঘরে বাতি থাকিত না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ তোমাদের কেহ যখন অন্তরালের দিকে

ফিরিয়া নামায পড়ে সে যেন উহার নিকটবর্তী হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতে শয়তান তাহার নামায নষ্ট করিতে পারিবে না।

বর্ণনায় : হযরত সহল বিন্ আবু হাসমাহ্। —আবু দাউদ

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যখন তোমাদের কেহ নামায পড়িবে, সে যেন তাহার সম্মুখে কিছু দাঁড় করাইয়া দেয়। যদি অন্য কিছু না পায়, তবে যেন তাহার ছড়িটি দাঁড় করাইয়া দেয়। যদি ছড়িও না থাকে, তবে যেন একটা রেখা টানিয়া দেয়। অতঃপর তাহার সম্মুখ দিয়া যাহা অতিক্রম করিবে উহা তাহার ক্ষতি করিবে না।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্

৭। তিনি বলিয়াছেন : যদি তোমাদের কেহ জানিত নামাযের মধ্যে তাহার নামাযী ভাইয়ের সম্মুখ দিয়া এলোপাতাড়ি গমনে কি ক্ষতি রহিয়াছে তবে সে ১০০ বৎসর দাঁড়াইয়া থাকাকে উত্তম মনে করিত, যে পা সে বাড়াইয়াছে উহা হইতে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্

নামাযের সারি

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : তোমরা তোমাদের সারি বা কাতার ঠিক করিবে, কেন-না সারি ঠিক করা নামায প্রতিষ্ঠার অন্তর্গত।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

২। একদা নামাযের তকবীর বলা হইল, অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন : তোমাদের ছফ বা সারি সোজা কর এবং পরস্পরে মিলিত হইয়া দাঁড়াও। নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে আমার পিছন দিক হইতেও দেখিয়া থাকি। অন্য বর্ণনায় : ছফ বা কাতার সমূহ পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে আমার পিছন দিক হইতে দেখিয়া থাকি।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —বোখারী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমরা সারি সমূহে পরস্পরে মিলিয়া মিশিয়া দাঁড়াইবে এবং উহাদিগকে (অপর নামাযীদিগকে) নিকটে নিকটে রাখিবে (অনুমান আড়াই হাত ফাঁক রাখিবে)। তোমাদের ঘাড় সমূহকে সমপর্যায়ে সোজা রাখিবে। সেই খোদার শপথ, যাহার হাতে আমার জীবন রহিয়াছে। নিশ্চয়ই আমি শয়তানকে দেখি, সে সারির ফাঁক সমূহে প্রবেশ করে যেন কালো ভেড়ার বাচচা।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —আবু দাউদ

৪। তিনি বলিয়াছেন: প্রথম সারিকে প্রথম পূর্ণ করিবে অতঃপর তাহার সংলগ্ন পিছনের সারিকে। যাহা কম থাকে তাহা যেন সর্বশেষ সারিতে থাকে।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —আবু দাউদ

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) স্বীয় ডান দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন: সোজা হইয়া দাঁড়াও। তোমাদের সারি ঠিক কর। এইরূপে বাম দিকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেন: সোজা হইয়া দাঁড়াও, তোমাদের সারি ঠিক কর।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —আবু দাউদ

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: পুরুষ লোকের সারি বা কাতার সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম প্রথম সারি এবং সর্বনিকৃষ্ট শেষ সারি। স্ত্রীলোকের সারি সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম শেষ সারি এবং নিকৃষ্ট প্রথম সারি।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৭। তিনি বলিয়াছেন: ইমামকে মাঝখানে রাখ এবং ফাঁকগুলি বন্ধ কর।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমরা সারি সোজা করিবে, বাহুমূল সমূহকে সমপর্যায় রাখিবে, ফাঁক সমূহ পূর্ণ করিবে এবং তোমাদের ভাইদের হাতে নরম থাকিবে, মাঝখানে শয়তানের (জন্য) ফাঁক রাখিবে না। যে সারিকে মিলায় আল্লাহ্ও তাহাকে (স্বীয় অনুগ্রহের সহিত) মিলান। যে সারিকে পৃথক করে আল্লাহ্ও তাহাকে (অনুগ্রহ হইতে) পৃথক করেন।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর। —আবু দাউদ

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এক ব্যক্তিকে সারির পিছনে একা নামায পড়িতে দেখিলেন এবং তাহাকে নামায পুনঃ পড়িতে নির্দেশ দিলেন।

বর্ণনায় : হযরত ওয়াবেসা। —আহমদ, তিরমিজী, আবু দাউদ

১০। একদা রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: লোক সর্বদা প্রথম সারি হইতে পিছনে থাকিতে চাহিবে, ফলে আল্লাহ্ও তাহাদিগকে পিছাইতে পিছাইতে দোযখ পর্যন্ত পিছাইয়া দিবেন।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —আবু দাউদ

নিয়ত বা উদ্দেশ্য

'নিয়ত' শব্দের অর্থ : সংকল্প, দৃঢ় সংকল্প। শরীয়তে নিয়তের বিশেষ অর্থ : নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া, পৃথক করা, কার্য সম্পাদনের সংকল্প করা, কার্য সম্পাদনে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধানের সংকল্প করা এবং কার্যের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য।

নিয়তের গুরুত্ব শরীয়তে অত্যধিক। সৎ উদ্দেশ্যে কাজ করিয়া বিফল হইলেও উহার জন্য পুরস্কার রহিয়াছে। অসৎ উদ্দেশ্যে কাজ করিয়া ব্যর্থ হইলেও উহার জন্য শাস্তি রহিয়াছে। মুসলমানদিগকে নিয়তের গুরুত্ব বুঝাইয়া দেওয়াই হাদীসটির মুখ্য উদ্দেশ্য।

বিশেষতঃ আল্লাহ্র নিকট কোন কার্যের পুরস্কার পাইবার আশা করিলে উহা একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই করিতে হইবে। অন্য কাহারও বা কোন উদ্দেশ্যে কৃত কার্যের পুরস্কার আল্লাহ্র নিকট পাওয়া যাইবে না। আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নয় এমন কার্যের পুরস্কার আল্লাহ্র নিকট চাওয়া হইলে তিনি বলিবেন: যাহার উদ্দেশ্যে তুমি কাজ করিয়াছিলে তাহারই নিকট পুরস্কার সন্ধান কর।

ইসলাম ধর্ম মতে নিয়তবিহীন কার্যের কোন পুরস্কার বা সওয়াব নাই।

১। রসূলে পাক (দঃ) বলিয়াছেন: নিয়তের উপরই যাবতীয় কাজ নির্ভর করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাহাই রহিয়াছে যাহা সে নিয়ত করিয়াছে। কাজেই যে হিজরত বা দেশত্যাগ করে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসূলের সন্তুষ্টির জন্য, সে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসূলের সন্তুষ্টি নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে এবং

যে পার্থিব স্বার্থ অথবা কোন নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করিয়াছে, তাহার হিজরত উহার জন্যই হইবে।

বর্ণনায় : হযরত উমর। —বোখারী, মোসলেম

২। এই দুনিয়া চারি শ্রেণীর মানুষের জন্য : (১) যাহাকে আল্লাহ্ ধন-সম্পত্তি ও বিদ্যা দান করিয়াছেন, উহার জন্য সে আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া চলে, আপনজনের সহিত সেই বিষয় ভাল সম্পর্ক রাখে এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তাহা ব্যয় করে, সে উচ্চতম সম্মানের অধিকারী। (২) যাহাকে বিদ্যা দিয়াছেন, ধন-সম্পত্তি দেন নাই অথচ ঐ ব্যক্তি যদি নেক নিয়তে বলে—আমার ধন-সম্পত্তি থাকিলে অমুকের ন্যায় আমিও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করিতাম, তবে উভয়ের সওয়াব বা পুণ্য সমান হইবে। (৩) যাহাকে অর্থ-সম্পদ দিয়াছেন, বিদ্যা দেন নাই—সে আল্লাহ্‌কে ভয় করে না, আপনজনের জন্য আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেও সঠিক ভাবে ব্যয় করে না, সে নিকৃষ্টতম। (৪) যাহাকে আল্লাহ্ অর্থ-সম্পদ বা বিদ্যা দান করেন নাই, সে যদি বলে: আমার ঐ সব থাকিলে আমিও অমুকের ন্যায় অনুরূপ ব্যয় করিতাম, তবে উভয়ের শাস্তি একই রকম হইবে।

বর্ণনায় : হযরত আবু কাবশাহ্। —তিরমিজী

৩। আল্লাহ্ তোমার গঠন ও প্রকৃতির অথবা ধন-সম্পদের দিকে লক্ষ্য করেন না, তোমার অন্তর ও কার্যাবলীর দিকে লক্ষ্য করেন।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৪। যে ব্যক্তি কোন সৎকাজ করিতে ইচ্ছা করে, কার্যে পরিণত করিতে না পারিলেও তাহার জন্য একটি সওয়াব লিখিত হয়।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —

৫। যাহার নিয়তে দুনিয়া (পার্থিব স্বার্থ) থাকে, তাহার চক্ষের উপরে আল্লাহ্ অভাব তুলিয়া ধরেন।

বর্ণনায় : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —ইবনে মাযাহ

৬। মানবগণ তাহাদের নিয়ত অনুসারে (বিচার দিবসে) উত্থিত হইবে

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —ইবনে মাযাহ্

৭। যে মোহরানা আদায়ের শর্তে বিবাহ করিয়া তাহা না দিবার ইচ্ছা করে, সে ব্যভিচারী এবং যে ঋণ গ্রহণ করিয়া পরিশোধ না করিবার ইচ্ছা পোষণ করে, সে চোর।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —ইবনে মাযাহ্

৮। দুইজন মুসলমান পরস্পর অস্ত্র ধারণ করিলে হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ই দোযখে যাইবে।

বর্ণনায় : হযরত আবু বাক্‌রাহ্। —বোখারী, মোসলেম

নির্দিষ্ট দোষ সম্বন্ধে ওকালতী

কোন ব্যক্তি দোষ করিলে, তাহাকে সেই দোষ হইতে মুক্ত করিবার জন্য কেহ ওকালতী করিলে পাপ হইবে, কেন-না তাহাতে দোষের সমর্থন ও উৎসাহ বর্ধন করা হয়। অপরপক্ষে, কেহ দোষ না করিয়াও মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া পড়িলে তাহাকে মুক্ত করিবার জন্য ওকালতী করিলে প্রভূত পুণ্য লাভ হয়। কুরআন বলে : "আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে দয়া যেন তোমাদিগকে সংযত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর।" শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য শাস্তি অব্যাহত রাখিতে হইবে।

১। মখ্‌জুমী গোত্রের একজন স্ত্রীলোকের জন্য যায়েদের পুত্র ওসামা ওকালতী করিলে, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন : তুমি আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট দোষ সম্পর্কে ওকালতী করিতেছ ? তোমাদের পূর্ববর্তীগণ এই কারণে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। যখন তাহাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করিত, তাহারা তাহাকে মুক্তি দিত। আল্লাহ্‌র শপথ! যদি মোহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করিত, আমি নিশ্চয়ই তাহার হাত কাটিয়া ফেলিতাম।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যাহার ওকালতীর কারণে আল্লাহ্র নির্দিষ্ট কোন শাস্তি বন্ধ হয়, সে আল্লাহ্র বিরোধিতা করে। যে ব্যক্তি হারাম জিনিস সম্বন্ধে জানিয়া শুনিয়া তর্ক করে, সে ইহা ত্যাগ না করা পর্যন্ত আল্লাহ্র ক্রোধের মধ্যে থাকে। কোন মুমিনের মধ্যে যে দোষ নাই, যে ব্যক্তি তাহা তাহার মধ্যে আছে বলিয়া বলে, যাহা সে বলিয়াছে তাহা হইতে বাহির হইয়া না আসা পর্যন্ত আল্লাহ্ তাহাকে দোযখের পুঁজের খাদ্যের মধ্যে বসবাস করাইবেন।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর। —আহমদ, আবু দাউদ

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যদি কোন ব্যক্তি কাহারও জন্য সুপারিশ করে এবং তজ্জন্য তাহাকে উপহার দেওয়া হয় এবং সে উহা গ্রহণ করে, সে সুদের দরজাগুলির মধ্যে এক বৃহৎ দরজা দিয়া আসে।

বর্ণনায়: হযরত আবু ওমামাহ্। —আবু দাউদ

নূতন চাঁদ দর্শন

চান্দ্রমাস ৩০ অথবা ২৯ দিনে হয়। চান্দ্র বৎসর সৌর বৎসর হইতে প্রত্যেক বৎসরে ১২ দিন কম হইবে এবং ২৯ বা ৩০ বৎসরে একবার রমযান ঘুরিয়া আসে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: নূতন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রাখিও না, এবং নূতন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা ভাঙ্গিও না। যদি তোমাদের উপর মেঘ থাকে, অপেক্ষা কর এবং ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্ণ কর।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর। —বোখরী, মোসলেম

২। তাহারা নূতন চাঁদ দেখিল। আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে ইহা জানাইলাম এবং বলিলাম: আমি নূতন চাঁদ দেখিয়াছি। তিনি রোযা রাখিলেন এবং লোকজনকেও রোযা রাখিতে নির্দেশ দিলেন।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর। —আবু দাউদ

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: ইহা (চাঁদ) দেখিলে রোযা রাখ এবং

ইহা দেখিলে রোযা ভঙ্গ কর। যদি তোমাদের উপর মেঘ থাকে, তবে শাবানের গণনা ত্রিশ দিন পূর্ণ কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ রমযানের জন্য শাবানের নূতন চাঁদ গণনা কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ উৎসবের দুই মাস কমে না, রমযান ও যিলহজ্জ।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু বাক্‌রাহ্। —বোখারী, মোসলেম

নৈতিক চরিত্র

আল্লাহ্ মোটেই অশ্লীলতা পছন্দ করেন না। কুরআন বলেঃ "আমার প্রভু অবশ্যই (হারাম) অবৈধ করিয়াছেন কু-কর্ম, উহা প্রকাশ্য অথবা গোপনেই হউক।" কুরআন পুনঃ বলেঃ "এবং যাহারা তাহাদের আপন লজ্জাস্থান রক্ষা করে, অবশ্য তাহাদের স্ত্রী কিংবা ডান হাতের অধীন বাঁদীগণের জন্য নহে; কিন্তু যাহারা ইহার বাহিরে চলিয়া যায় তাহারা নিশ্চয়ই সীমা লঙ্ঘনকারী।" "বিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যেন তাহারা নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করে এবং স্বীয় লজ্জাস্থানের হেফাযত করে।"

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ তোমার স্ত্রী ও তোমার ডান হাত যাহাদিগকে অধিকার করিয়াছে, তাহাদিগকে ব্যতীত অন্যের নিকট তোমার গুপ্তঅঙ্গ রক্ষা করিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলামঃ যদি কোন লোক একাকী থাকে, তাহার সম্বন্ধে কি? তিনি বলিলেনঃ আল্লাহ্‌কে অধিক লজ্জা করা উচিত।

বর্ণনায়ঃ হযরত বাহাজ বিন্ হাকেম। —তিরমিজী, আবু দাউদ

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যদি কোন লোক কোন স্ত্রীলোকের সহিত নির্জনে থাকে, তাহাদের মধ্যে তৃতীয়জন থাকে শয়তান।

বর্ণনায়ঃ হযরত উমর। —তিরমিজী

পদে নিয়োগ

কোন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে চরিত্রই ছিল প্রধান মাপকাঠি, অতঃপর যোগ্যতাও দেখা হইত।

১। আমার দুইজন চাচাত ভাই রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট গিয়া বলিল: আল্লাহ্ আপনাকে যে ক্ষমতা দিয়াছেন, উহা দ্বারা আমাদিগকে কোন দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করুন। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: আল্লাহ্র শপথ। যাহারা প্রার্থী অথবা ইহার জন্য লালায়িত, তাহাদিগকে আমি এই কার্যে নিযুক্ত করি না। অন্য বর্ণনায়: যাহারা এই পদের আশা করে, আমি তাহাদিগকে এই কার্যে নিযুক্ত করি না।

বর্ণনায়: হযরত আবু মুসা। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমরা সর্বোত্তম লোককে এই কার্যে নিযুক্ত হইতে ঘৃণা করিতে দেখিবে, যে পর্যন্ত সে ইহাতে নিযুক্ত হয়।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৩। আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম: আপনি কি আমাকে কর-আদায়কারী নিযুক্ত করিবেন? তিনি আমার উরুতে আঘাত করিয়া বলিলেন: হে আবুজর। তুমি দুর্বল এবং ইহা আমানত। যে ইহাকে ন্যায় ভাবে ধরিয়া রাখে এবং তাহার উপর যাহা ন্যস্ত করা হয়, সেই লোক ব্যতীত ইহা অন্যের জন্য বিচারের দিন অপমান ও অনুতাপের বিষয় হইবে। অন্য বর্ণনায়: হে আবুজর! আমি তোমাকে দুর্বল দেখিতেছি। আমি আমার জন্য যাহা ভালবাসি, তোমার জন্যও তাহা ভালবাসি। দুইজন লোকের উপর শাসন কার্য চালাইও না এবং এতিমের মালের অভিভাবক হইও না।

বর্ণনায়: হযরত আবুজর। —মোসলেম

পরনিন্দা

কাহারও অসাক্ষাতে যদি নিন্দা করা হয়, উহাকেই পরনিন্দা বলে। ইহা সত্য ও মিথ্যা উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। নিন্দিত ব্যক্তির মধ্যে সেই

দোষ থাকিলেও তাহার অসাক্ষাতে বলিলে পরনিন্দা হইবে। পরনিন্দা বড় (গোনাহ্) পাপ। বংশ, চরিত্র, শরীর, কার্য, বাক্য, ধর্ম ও সাংসারিক ব্যাপার সম্বন্ধে পরনিন্দা করা হয়। কুরআন বলে : "তোমাদের কেহ যেন অন্যকে নিন্দা না করে। কোন ব্যক্তি কি তাহার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করিতে ভালবাসে? নিশ্চয়ই তোমরা তাহা ঘৃণা কর।" পর নিন্দা বড় পাপ। অত্যাচারিত ব্যক্তি ও নির্যাতিত ব্যক্তি অত্যাচারীর অত্যাচার সম্বন্ধে লোকের নিকট বা বিচারকের নিকট নিন্দা করিলে; বিচারক, নরপতি বা নেতার অবিচার, অত্যাচার, উৎকোচ গ্রহণ সম্বন্ধে লোক সম্মুখে নিন্দা করিলে; ধর্ম কাজ করিয়া দান-সদ্কা চাহিলে, উহার নিন্দা করিলে; শরীয়ত বিরুদ্ধ বেদাত প্রচার করিলে তাহার বিরুদ্ধে প্রচার করা পরনিন্দা হয় না। নিন্দিত ব্যক্তি ক্ষমা না করিলে এই পাপের ক্ষমা নাই—ইহা মানবের হক। আল্লাহ্ ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিয়ামতে নিন্দিত ব্যক্তির পাপ নিন্দুকের ঘাড়ে পতিত হইবে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : কোন মুসলমানের সম্বন্ধে রসনা দীর্ঘ করা সুদের সুদ এবং এক মুসলমানের সম্মান, জান ও মাল অন্য মুসলমানের জন্য হারাম।

বর্ণনায় : হযরত দাউদ বিন্ যায়েদ ও হযরত আবু হোরায়রা।—মোসলেম, আবু দাউদ

পর্দা

পর্দা সম্বন্ধে আল্লাহ্ কুরআনে বলেনঃ "হে নবী! তোমার স্ত্রীগণ, তোমার কন্যাগণ এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলিয়া দাও, যেন তাহারা তাহাদের বুকের উপরিভাগ বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া রাখে।" আবার অন্যত্র বলেন : "মুমিন-দিগকে বলিয়া দাও, যেন তাহারা স্বীয় দৃষ্টি নিম্নদিকে রাখে এবং লজ্জা-স্থানের পবিত্রতা রক্ষা করে।" "হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের ডান হস্ত যাহাদিগকে অধিকার করিয়াছে এবং যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই তাহাদিগকে তোমাদের নিকট যাইতে তিনটি সময়ে অনুমতি লইতে বল : ফজরের নামাযের পূর্বে, গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে যখন তোমরা বস্ত্র খুলিয়া রাখ এবং এশার নামাযের পরে। এই তিনটি সময় তোমাদের জন্য গুপ্ত সময়, অন্য সময় তোমরা তোমাদের পরস্পরের নিকট যাইতে পাপ নাই।"

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: স্ত্রীলোকের নিকট আগমন ত্যাগ করিবে। একজন প্রশ্ন করিল: স্বামীর আত্মীয়গণ সম্বন্ধে আপনার মত কি? তিনি বলিলেন: স্বামীর আত্মীয়গণ মৃত্যু সদৃশ।

বর্ণনায়: হযরত ওক্‌বাহ্ বিন্ আমর। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: স্বামী বা অতি নিকট-আত্মীয় ব্যতীত অন্য কোন লোকের নিকট কোন বিবাহিতা স্ত্রীলোক রাত্রি যাপন করিবে না।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —মোসলেম, তিরমিজী

৩। আগন্তুক স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আমাকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে নির্দেশ দিলেন।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —মোসলেম, তিরমিজী

৪। তিনি বলিয়াছেন: স্বামী অনুপস্থিত থাকিলে ঘরে প্রবেশ করিও না, কেন-না শয়তান রক্ত চলাচলের ন্যায় তোমাদের মধ্যে চলাফেরা করে। জিজ্ঞাসা করিলাম: আপনার মধ্যেও? তিনি বলিলেন: আমার মধ্যেও চলাফের করে। কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে তাহার উপর জয়ী করিয়াছেন এবং সে আমার বাধ্য হইয়াছে।

বর্ণনায়: হযরত জাবের ও আবদুল্লাহ্। —মোসলেম, তিরমিজী

৫। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন: কোন লোক কোন লোকের গুপ্ত-অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না এবং কোন স্ত্রীলোক কোন স্ত্রীলোকের গুপ্ত-অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না। কোন লোক একই বস্ত্র-তলে অন্য লোকের সহিত থাকিবে না এবং কোন স্ত্রীলোক একই বস্ত্রতলে অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে থাকিবে না।

বর্ণনায়: হযরত আবু সাঈদ। —মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: স্ত্রীলোক গুপ্ত-অঙ্গ স্বরূপ। সে যখন বাহির হয় শয়তান তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করে।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে মস্‌উদ। —তিরমিজী

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) হযরত আলীকে বলিলেন: হে আলী! একবার দৃষ্টিপাত করার পর আর একবার দৃষ্টিপাত করিও না, কেন-না প্রথমবার তোমার জন্য এবং পরের বার তোমার জন্য নয়।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৮। আমি এবং ময়মুনা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট থাকাকালীন উম্মে মকতুমের ছেলে আসিয়া তাঁহার নিকটে গেল। তিনি (আমাদিগকে) বলিলেন: ইহার নিকট পর্দা কর। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: সে কি অন্ধ নয়? তিনি বলিলেন: তোমরা কি অন্ধ? তোমরা কি দেখ না?

বর্ণনায়: হযরত উম্মে সালমাহ্। —তিরমিজী

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) হযরত ফাতিমাকে যে দাসটি দান করিয়াছিলেন, উহাকে নিয়া তিনি তাহার নিকট গেলেন। ফাতিমার দেহে একখণ্ড বস্ত্র ছিল এবং তদ্দ্বারা তাহার মাথা ঢাকিলে তাহার পদদ্বয় উন্মুক্ত থাকিত এবং পদদ্বয় আবৃত করিলে মাথা অনাবৃত থাকিত। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এই টানাটানি দেখিয়া বলিলেন: ইহাতে তোমার কোন দোষ নাই। আমি তোমার পিতা এবং সে তোমার দাস।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —আবু দাউদ

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: উলঙ্গ থাকিও না। কেন-না এমন কতক ফিরেশ্‌তা আছে যাহারা মল-মূত্র ত্যাগের সময় এবং স্ত্রীগমনের সময় ব্যতীত সর্বদা তোমাদের সঙ্গে থাকে, পৃথক হয় না, তাহাদিগকে লজ্জা কর এবং সম্মান কর।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর। —তিরমিজী

১১। আমি কখনও রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর গুপ্ত-অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করি নাই।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —ইবনে মাযাহ্

পরিশ্রমের সম্মান

ফরয বা অবশ্য করণীয় কার্যাবলীর মধ্যে নিজ পরিশ্রমে জীবিকা উপার্জন করা একটি ফরয কার্য। ইহাতে প্রভূত সম্মান ও পুরস্কার আছে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নিজ হস্তে কার্য করিতেন। তিনি ভিক্ষা বৃত্তিকে মোটেই পছন্দ করিতেন না।

১। একজন আনসার রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া ভিক্ষা চাহিলে তিনি বলিলেন: তোমার ঘরে কি কিছু আছে? সে বলিল: হাঁ, একখণ্ড বস্ত্র, ইহার কিছু অংশ আমরা পরিধান করি এবং কিছু অংশ বিছাইয়া লই এবং একটি পান পাত্র। তিনি বলিলেন: উহা আমার নিকট নিয়া আস। উহা লইয়া আসিলে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) হস্তে ধারণ করিয়া বলিলেন: কে এই দ্রব্য দুইটি ক্রয় করিবে? আমি এক দেরহামে ক্রয় করিব। তিনি বলিলেন: কে এক দেরহামের অধিক দিবে? তিনি এইভাবে দুই কি তিনবার জিজ্ঞাসা করিলেন। এক ব্যক্তি বলিল: আমি দুই দেরহামে উহা খরিদ করিব। তিনি দেরহাম দুইটি লইয়া আনসারকে দিলেন এবং বলিলেন: একটি দেরহাম দ্বারা খাদ্য কিনিয়া তোমার স্ত্রীর নিকট দিয়া আস এবং অন্য দেরহামটি দ্বারা একটি কুঠার (কুড়াল) ক্রয় করিয়া আমার নিকট নিয়া আস। সে তদনুসারে উহা নিয়া আসিলে, তিনি নিজ হস্তে কুঠারে কাঠের হাতল লাগাইয়া বলিলেন: যাও, কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় কর এবং ১৫ দিনের মধ্যে তোমাকে যেন আমি না দেখি। অতঃপর লোকটি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করিতে লাগিল। যখন তাহার নিকট ১০টি দেরহাম সংগ্রহ হইল, তখন সে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিল। কতক দেরহাম দিয়া সে একখণ্ড বস্ত্র ক্রয় করিল এবং কতক দেরহাম দিয়া খাদ্যশস্য ক্রয় করিল। তিনি বলিলেন: বিচারের দিন ভিক্ষার দরুন মুখমণ্ডলে ক্ষত লইয়া আসার চাইতে ইহাই তোমার জন্য উত্তম। তিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের জন্য ভিক্ষা হারাম। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি, আপাদমস্তক ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি এবং হত্যার ক্ষতিপূরণ প্রদানে অসমর্থ ব্যক্তি।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —আবু দাউদ

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি নিজ হাতের কার্য দ্বারা খাদ্য গ্রহণ করে, তাহা হইতে উত্তম খাদ্য আর কেহ কখনও গ্রহণ করে না। আল্লাহ্‌র নবী হযরত দাউদ (আঃ) নিজ হস্তের পরিশ্রম দ্বারা খাদ্য গ্রহণ করিতেন।

বর্ণনায়: হযরত মেকদাম। —বোখারী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: নিজ অর্জিত আয়ের দ্বারা খাদ্য গ্রহণই সর্বাপেক্ষা পবিত্র খাদ্য। তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের উপার্জিত ধন।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —তিরমিজী, নেসায়ী, ইবনে মাযাহ্

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল: কোন্ ব্যক্তি উত্তম? তিনি বলিলেন: ঐ ব্যক্তি যাহার বয়স দীর্ঘ এবং কর্ম সুন্দর। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল: কোন্ ব্যক্তি নিকৃষ্ট? তিনি বলিলেন: ঐ ব্যক্তি যাহার বয়স দীর্ঘ এবং কর্ম মন্দ।

বর্ণনায়: হযরত বাকারাহ্। —তিরমিজী

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির মানুষের নিকট ভিক্ষা করার চাইতে যদি সে একগাছি রশি নিয়া পৃষ্ঠে কাষ্ঠের বোঝা বহন করিয়া বিক্রয় করে এবং আল্লাহ্ উহা দ্বারা তাহার মুখ রক্ষা করেন. উহা তাহার পক্ষে উত্তম।

বর্ণনায়: হযরত জোবায়ের। —বোখারী

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আল্লাহ্ যখন কাহারও মঙ্গল কামনা করেন, তিনি তাহাকে কার্যে লিপ্ত রাখেন। প্রশ্ন করা হইল কিরূপে তিনি তাহাকে কার্যে লিপ্ত রাখেন? তিনি বলিলেন: মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাহাকে সৎকার্য করার সুযোগ প্রদান করেন।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —তিরমিজী

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: ঐ ব্যক্তি জ্ঞানী যে নিজেকে বিনয়ী করে এবং মৃত্যুর পরের কার্য করে। ঐ ব্যক্তির দুর্ভাগ্য যে নিজের কামপ্রবৃত্তি অনুসারে চলে এবং আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ইচ্ছা পোষণ করে।

বর্ণনায়: হযরত সাদ্দাদ। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ হে আবুজর! তদবিরের মত বুদ্ধি নাই, সংযমের মত পবিত্রতা নাই এবং সৎ-স্বভাবের মত ধন নাই।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবুজর। —তিরমিজী, নেসায়ী, ইবনে মাযাহ

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ হালাল রুজী অন্বেষণ ফরয কার্য সমূহের মধ্যে একটি ফরয।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মস্উদ। —মেশ্কাত

প্রতারণা

প্রতারণা করা বড় গোনাহ্। প্রতারণাকারী কখনও বেহেশ্তে যাইবে না। শয়তান সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতারক। প্রতারক সমাজের ঘৃণ্য। প্রতারকের পরিণতিও তাহার নিজের সহিত প্রতারণা করে। "আল্লাহ্ কখনও প্রতারকের প্রতারণাকে হেদায়েত দেন না।" তাহারা তাহাদের আত্মার বিরুদ্ধে ভিন্ন প্রতারণা করে না।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি অহংকার, প্রতারণা এবং ঋণ-মুক্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত সাওবান। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে বিশ্বাসীর অনিষ্ট করে, অথবা তাহার সহিত প্রতারণা করে সে অভিশপ্ত।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু বকর। —তিরমিজী

প্রতিজ্ঞা রক্ষা

সত্য কথা বলিলেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা হয়। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা বড় গোনাহ্। হযরত (দঃ) প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য তিন দিন পর্যন্ত একস্থানে একটি লোকের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন। লোকটি তাহার প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গিয়াছিল। প্রতিজ্ঞা করিলে উহা অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে। কুরআন বলিতেছেঃ হে বিশ্বাসীগণ! প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে উহার

(কাফ্ফারা) প্রায়শ্চিত্ত আছে। কুরআন আবার বলিতেছেঃ অতর্কিতে (অসতর্ক অবস্থায়) প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য আল্লাহ্ শাস্তি প্রদান করেন না, কিন্তু ইচ্ছাকৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য তিনি শাস্তি দেন। উহার কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্ত দশ জন দরিদ্রকে খাদ্য দান বা তাহাদিগকে বস্ত্র দান অথবা তিন দিন রোযা রাখা।

প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য

প্রতিবেশী তিন প্রকার: অমুসলমান প্রতিবেশী, মুসলমান প্রতিবেশী এবং মুসলমান আত্মীয় প্রতিবেশী। প্রতিবেশীর দাবী মাতা-পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের পরেই। ইসলাম প্রতিবেশীর অধিকার বা দাবী রক্ষা করিয়া চলিতে বলিয়াছে। কুরআন বলেঃ "আত্মীয় প্রতিবেশী ও অন্যান্য প্রতিবেশীর প্রতি সৎ হও।" রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলেনঃ যে পর্যন্ত প্রতিবেশী যাহার অনিষ্ট হইতে নিরাপদ না হয়, সে পর্যন্ত সেই ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন বা বিশ্বাসী নহে। তিনি আরও বলেনঃ যে উদর পূর্ণ করিয়া ভক্ষণ করে, অথচ তাহার প্রতিবেশী তাহারই পার্শ্বে ক্ষুধার্ত থাকে, সে (পূর্ণ) মুমিন বা বিশ্বাসী নহে। প্রতিবেশীর সহিত অসদ্ব্যবহারে বেহেশ্‌ত (হারাম) অবৈধ হইয়া যায়। 'হক্ শোফা' (Law of Pre-emption) আইন প্রতিবেশীর স্বত্বের জন্যই হইয়াছে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ নৈকট্যের কারণে প্রতিবেশীর অধিক স্বত্ব আছে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ 'জিব্রাঈল আমাকে প্রতিবেশী সম্বন্ধে এত অধিক উপদেশ দিতে লাগিলেন যে, আমি ভাবিলাম সে শীঘ্রই তাহাকে (প্রতিবেশীকে) ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী করিবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা ও ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ হে মুসলমান মহিলাগণ! কোন প্রতিবেশিনী তাহার প্রতিবেশিনীকে ছাগলের খুর রাঁধা হইলেও উপহার দিতে যেন কষ্ট বোধ না করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম, আহমদ, তিরমিজী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: কে আমার নিকট হইতে এই বাক্যগুলি গ্রহণ করিবে এবং তদনুযায়ী কার্য করিবে, অথবা যে তদনুযায়ী কার্য করিবে, তাহাকে শিক্ষা দিবে? আমি বলিলাম: আমি। তিনি আমার হাত ধরিয়া পাঁচটি বিষয় গণনা করিয়া বলিলেন: হারামকে ভয় করিবে, তবে তুমি লোকের মধ্যে বড় আবেদ হইবে; আল্লাহ্ যাহা দিয়াছেন, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিবে, তাহা হইলে তুমি লোকের মধ্যে অভাবশূন্য হইবে; তোমার প্রতিবেশীর উপকার করিবে, তাহা হইলে তুমি প্রকৃত বিশ্বাসী হইবে; তোমার জন্য যাহা ভালবাস, মানবের জন্যও তাহা ভালবাসিবে, তাহা হইলে প্রকৃত মুসলমান হইবে এবং বেশী হাস্য করিও না, কেন-না অধিক হাস্য হৃদয়কে মৃত করে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম, আহমদ, তিরমিজী

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: তোমাদের মধ্যে কে ভাল কে মন্দ, আমি কি তাহা জানাইব না? সকলে নীরব রহিল। তিনি তিন বার জিজ্ঞাসা করিলেন। এক ব্যক্তি বলিল: আমাদের মধ্যে কে ভাল কে মন্দ, তাহার সংবাদ দিন। তিনি বলিলেন: যে ব্যক্তির উপকারের আশা করা যায় এবং যে ব্যক্তির অনিষ্ট হইতে নিরাপদ থাকা যায়, সে তোমাদের মধ্যে উত্তম এবং যাহার উপকারের আশা করা যায় না এবং অপকার হইতেও নিরাপদ হওয়া যায় না, সে তোমাদের মধ্যে অধম।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম, আহমদ, তিরমিজী

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: প্রতিবেশী যাহার অনিষ্ট হইতে নিরাপদ নহে, সে বেহেশ্‌তে যাইবে না।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি তাহার বন্ধুর সহিত ব্যবহারে উত্তম, আল্লাহ্‌র নিকট সে বন্ধুদের মধ্যে উত্তম এবং প্রতিবেশীর প্রতি যে উত্তম, আল্লাহ্‌র নিকট সে প্রতিবেশীদের মধ্যে উত্তম।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —তিরমিজী

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যখন তোমরা তরকারী রান্না কর, তাহার সুরুয়া বা ঝোল বৃদ্ধি করিও এবং তোমার প্রতিবেশীগণকে উহা হইতে কিঞ্চিৎ দিও।

বর্ণনায়: হযরত আবুজর। —মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল: আমার দুই জন প্রতিবেশী আছে। কাহাকে উপহার দিব? তিনি বলিলেন: যাহার দরজা তোমার দরজার অধিকতর সন্নিকটে।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী

৯। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল: আমি ভাল করিয়াছি, কি মন্দ করিয়াছি, তাহা আমি কিরূপে জানিব? তিনি বলিলেন: যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীগণকে বলিতে শুন, 'তুমি ভাল করিয়াছ' তখন প্রকৃতই তুমি ভাল করিয়াছ এবং যখন তুমি শুন, 'তুমি মন্দ করিয়াছ' তখন প্রকৃতই তুমি মন্দ করিয়াছ।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে মস্‌উদ। —ইব্‌নে মাযাহ্

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: প্রতিবেশীর কি হক, তাহা কি তুমি জান? সে তোমার সাহায্য চাহিলে তাহাকে সাহায্য করিবে, সে তোমার অভয় চাহিলে, তাহাকে অভয় দিবে, সে ঋণ চাহিলে তাহাকে ঋণ দিবে, সে নিঃস্ব হইলে তাহাকে দান করিবে, সে পীড়িত হইলে তাহার শুশ্রূষা করিবে, তাহার মৃত্যু হইলে জানাযাতে যোগ দিবে, তাহার সুসংবাদে সন্তোষ প্রকাশ করিবে, তোমার অট্টালিকা তাহার অনুমতি ব্যতীত এতদূর উঁচু করিও না যাহাতে বায়ু চলাচল বন্ধ হয় এবং তাহার কষ্ট হয়, তাহার বিপদাপদে সহানুভূতি প্রকাশ করিবে। যখন তুমি কোন ফল ক্রয় কর তাহাকে কিছু দিবে, যদি না দাও তবে গোপনে তাহা ঘরে আনিবে এবং তোমার সন্তানগণ তাহার সন্তানগণের বিরক্তি উৎপাদনের জন্য যেন বাহিরে না আসে।

বর্ণনায়: হযরত আমর। —মেশ্‌কাত

প্রথম সময় নামায পড়া

নির্দিষ্ট সময়ের প্রথমার্ধেই নামায পড়া উচিত। যখন অত্যধিক গরম থাকে তখন যুহ্‌রের নামায শেষার্ধে পড়া উত্তম। এশার নামায শেষার্ধে পড়িলে অধিক পুণ্য লাভ হয়।

১। আমার পিতা আবু বারজা আসলামীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন: রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কিরূপে ফরয নামায পড়িতেন? তিনি বলিলেন: সূর্য যখন একটু ঢলিয়া পড়িত, তখন তিনি যুহ্‌র পড়িতেন। তিনি আসরের নামায পড়িলে আমাদের মধ্যে কেহ উটে চড়িয়া মদীনার বাহিরে যাইতে পারিত এবং তখনও সূর্য থাকিত। মাগরিবের নামায সম্বন্ধে তিনি কি বলিয়াছেন তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। তিনি এশার নামায পড়িতে বিলম্ব করিতেন। ইহার পূর্বে নিদ্রা এবং পরে কথাবার্তা তিনি পছন্দ করিতেন না। তিনি ফজরের নামাযের পর নফল নামায পড়িতেন ঐ সময়, যখন কোন লোক তাহার বন্ধুকে চিনিতে পারিত। তিনি ৬০ হইতে ১০০ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করিতেন। অন্য বর্ণনায়: রাত্রির তিন-ভাগের একভাগ পর্যন্ত এশার নামায পড়িতে তিনি বিলম্ব করিতেন। ইহার পূর্বে নিদ্রা ও পরে কথাবার্তা তিনি ভালবাসিতেন না।

বর্ণনায়: হযরত সাইয়ার। —বোখারী, মোসলেম

২। হযরত জাবেরকে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন: তিনি দ্বিপ্রহরে যুহ্‌রের নামায পড়িতেন। সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামায পড়িতেন। সূর্য অস্ত গেলে মাগরিবের নামায পড়িতেন। যখন লোক অধিক হইত তখন তিনি এশার নামায পড়িতেন এবং লোক কম হইলে বিলম্ব করিয়া পড়িতেন এবং ফজরের নামায তিনি প্রাতঃকালীন অন্ধকারের মধ্যে পড়িতেন।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আমর। —বোখারী, মোসলেম

৩। সূর্য উপরিভাগে রশ্মি বিকিরণ করিতেছিল, তখন তিনি আসরের নামায পড়িয়াছিলেন। তৎপর কোন ব্যক্তি সূর্য থাকিতে আওয়ালীতে (মদীনা হইতে ৪ মাইল দূরে একটি স্থান) যাইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিত।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম, নেসায়ী

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : ঐ (আসরের) নামায মুনাফিকের যে ইহার জন্য সূর্যাস্তের অপেক্ষা করিতে থাকে এবং যখন ইহা হরিদ্রা-বর্ণ ধারণ করে এবং শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্যে পড়ে, সে উঠিয়া তাড়াতাড়ি ৪ রাকাত নামায পড়ে, কিন্তু তন্মধ্যে সে আল্লাহ্‌কে অল্পই স্মরণ করে।

৫। যখন অতিরিক্ত গরম পড়িত তিনি বিলম্ব করিয়া (যুহ্‌রের) নামায পড়িতেন এবং যখন তীব্র শীত পড়িত তিনি বিলম্ব করিতেন না।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম, নেসায়ী

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যে নামায পড়িতে ভুলিয়া যায়, অথবা ঐ সময় নিদ্রিত থাকে, ইহার কাফ্‌ফারা স্বরূপ যখন তাহার স্মরণ হয়, তখন যেন সে নামায পড়ে। অন্য বর্ণনায় : ইহা ব্যতীত ইহার কোন কাফ্‌ফারা নাই।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম, নেসায়ী

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ও যায়েদ বিন্ সাবেত সেহ্‌রী খাইতে উঠিলেন। তাহাদের সেহ্‌রী খাওয়া শেষ হইলে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নামাযের জন্য উঠিয়া নামায পড়িলেন। আমরা আনাসকে প্রশ্ন করিলাম : সেহ্‌রী খাওয়ার পরে এবং নামায পড়া পর্যন্ত কত সময় ছিল ? সে বলিল : যতক্ষণ এক ব্যক্তি পঞ্চাশ আয়াত পাঠ করিতে পারে।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম, নেসায়ী

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যে আসরের নামায হারাইয়াছে, সে যেন তাহার মাল ও পরিবার হারাইয়াছে।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যে আসরের নামায ত্যাগ করে, সে তাহার কর্মকে বিফল করে।

বর্ণনায় : হযরত বোরাইদাহ্। —বোখারী

১০। আমরা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত মাগরিবের নামায পড়িয়াছিলাম। আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ফিরিয়া তাহার তীরের (ক্ষত) স্থান দেখিতে পাইত।

বর্ণনায় : হযরত রাফে বিন্ খাদিজ। —বোখারী, মোসলেম, তিরমিজী, আবু দাউদ

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আলো স্পষ্ট হইলে ফজরের নামায পড়, কেন-না ইহাতেই অধিক পুণ্য রহিয়াছে।

বর্ণনায়: হযরত রাফে বিন্ খাদিজ। —বোখারী, মোসলেম, তিরমিজী, আবু দাউদ

১২। আমার রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত আসরের নামায পড়িলাম। অতঃপর একটি উট জবেহ্ করা হইল এবং উহা দশ ভাগে বিভক্ত করা হইল। অতঃপর উহা রন্ধন করা হইলে আমরা সূর্যাস্তের পূর্বে মাংস ভক্ষণ করিলাম।

বর্ণনায়: হযরত রাফে বিন্ খাদিজ। —বোখারী, মোসলেম, তিরমিজী, আবু দাউদ

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) [আকাশের] লালবর্ণ মিটিয়া যাওয়ার পর রাত্রির তিন-ভাগের এক-ভাগের মধ্যে এশার নামায পড়িতেন।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

১৪। তিনি ফজরের নামায এমন সময় পড়িতেন, যখন স্ত্রীলোকগণ কাপড় দ্বারা আবৃত হইয়া ফিরিত, কিন্তু অন্ধকারের জন্য তাহাদিগকে চেনা যাইত না।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

১৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তখন তোমরা কি করিবে যখন তোমাদের শাসনকর্তাগণ নামাযের মৃত্যু ঘটাইবে, অথবা নির্দিষ্ট সময়ে নামায পড়িতে বিলম্ব করিবে? আমি বলিলাম: তখন আমাকে আপনি কি করিতে আদেশ করেন? তিনি বলিলেন: নির্দিষ্ট সময়ে নামায পড়। যদি উহা ধরিতে পার নামায পড়, ইহা তোমার জন্য নফল।

বর্ণনায়: হযরত আবুজর। —মেশ্‌কাত

১৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাকাত নামায (ধরিতে পারে) পায়, সে ফজরের নামায পায়। সূর্যাস্তের পূর্বে যে আসরের এক রাকাত নামায পায়, সে আসরের নামায পায়।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

১৭। তিনি বলিয়াছেন: সূর্যাস্তের পূর্বে সিজদাহ্‌র সময় যে আসরের নামায ধরিতে পারে, সে যেন সম্পূর্ণ নামায পড়ে; এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে যে ফজরের নামাযের সিজদাহ্‌ ধরিতে পারে, সে যেন পূর্ণ নামায পড়ে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্‌

১৮। তিনি বলিয়াছেন: যদি আমার উম্মতের কষ্ট না হইত, তবে রাত্রির তিন-ভাগের এক-ভাগে অথবা অর্ধেক রাত্রে এশার নামায বিলম্ব করিয়া পড়িতে নিশ্চয়ই আমি তাহাদিগকে আদেশ দিতাম।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্‌

১৯। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেন: নিদ্রার মধ্যে কোন পাপ নাই। জাগ্রত অবস্থায়ই পাপ হয়। অতএব, তোমাদের কেহ যদি নামায পড়িতে ভুলিয়া যায় অথবা ঐ সময় নিদ্রিত থাকে, সে যেন স্মরণ হইলেই নামায পড়ে, কেন-না আল্লাহ্‌ বলিয়াছেন: "আমাকে স্মরণ করিবার জন্য নামায পড়।"

বর্ণনায়: যবত কাতাদাহ্‌। —মোসলেম

২০। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেন: হে আলী! তিনটি বিষয়ে সময় হইলে বিলম্ব করিও না। নামাযের সময় হইলে, মৃত ব্যক্তির দাফন করিতে হইলে এবং বিধবার জন্য স্বামী পাওয়া গেলে।

বর্ণনায়: হযরত আলী। —মেশ্‌কাত

২১। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেন: নামাযের প্রথম সময়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং শেষ সময়ে আল্লাহ্‌র ক্ষমা রহিয়াছে।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর। —তিরমিজী

২২। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল: কোন্‌ কার্য উত্তম? তিনি বলিলেন: নামাযের প্রথম সময়ই নামায পড়া।

বর্ণনায়: হযরত উম্মে ফারওয়াহ্‌। —তিরমিজী, আবু দাউদ

পাত্রী দেখা

১। আমি একটি স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে চাহিলে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাকে বলিলেন: তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ? আমি বলিলাম: না। তিনি বলিলেন: তাহাকে একবার দেখ, কেন-না তোমাদের মধ্যে ভালবাসা স্থায়ী হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

বর্ণনায়: হযরত মুগীরাহ্ বিন্ শো'বাহ্। —আহমদ, নেসায়ী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যখন তোমাদের কেহ কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করে, সে যাহাকে বিবাহ করিতে চায়, তাহাকে যদি দেখিবার সুযোগ পায়, সে যেন তাহা (দেখিয়া) করে।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —আবু দাউদ

পানাহারের রীতিনীতি

ডান হাত ধৌত করিয়া, বিস্‌মিল্লাহ্ বলিয়া খাওয়া আরম্ভ করিতে হইবে। পানি পান করার সময় পেয়ালায় বা গ্লাসে যেন নিশ্বাস না ফেলা হয়। খাদ্যগ্রহণকালে উদরের এক অংশ খাদ্য দ্বারা, এক অংশ পানি দ্বারা পূর্ণ করিতে হয় এবং এক অংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখিতে হয়। কিছু ক্ষুধা রাখিয়াই খাওয়া শেষ করিতে হয়।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাকে বলিলেন: তোমার ডান হাত দ্বারা তুমি ভক্ষণ কর এবং তোমার সামনের দিক হইতে ভক্ষণ করিতে থাক।

বর্ণনায়: হযরত আমর বিন্ আবু সালামাহ্। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: ঠেস দিয়া বসিয়া আমি খাদ্য গ্রহণ করি না।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোজায়ফা। —বোখারী, মোসলেম

৩। তিনি বলিয়াছেন: নিশ্চয়ই যে খাদ্যে আল্লাহ্‌র নাম লওয়া হয় না, শয়তান উহা হালাল করে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোজায়ফা। —বোখারী, মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ঐ বান্দাদের উপর সন্তুষ্ট, যে খাদ্য গ্রহণ করিয়া এবং পান করিয়া উহার জন্য আল্লাহ্র প্রশংসা করে।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যখন কোন ব্যক্তি তাহার গৃহে প্রবেশ করে, প্রবেশের সময় ও খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহ্র নাম স্মরণ করে, তখন শয়তান (নিজেকে) বলেঃ তোমার রাত্রি যাপনের স্থান ও রাত্রির খাদ্য নাই। যখন সে খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহ্র নাম স্মরণ করে না, তখন শয়তান বলেঃ তুমি রাত্রি যাপনের স্থান ও রাত্রের খাদ্য পাইয়াছ।

বর্ণনায় : হযরত জাবের। —মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) [খাদ্য গ্রহণের শেষে] অঙ্গুলী ও পাত্র (মুছিয়া) চাটিয়া লইবার জন্য আদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ তোমরা জান না বরকত কোথায়!

বর্ণনায় : হযরত জাবের। —মোসলেম

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যখন তোমাদের কেহ ভক্ষণ করে, সে যেন দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ভক্ষণ করে এবং যখন সে পান করে, সে যেন দক্ষিণ হস্তের দ্বারা পান করে।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে উমর। —মোসলেম

৮। তিনি বলিয়াছেনঃ তোমরা কখনও বাম হস্ত দ্বারা খাদ্য গ্রহণ করিও না এবং পান করিও না। শয়তান বাম হস্ত দ্বারা পানাহার করে।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে উমর। —মোসলেম

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তিন অঙ্গুলি দ্বারা খাদ্য গ্রহণ করিতেন এবং হস্ত ধৌত করার পূর্বে তিনি তাহা চাটিয়া লইতেন।

বর্ণনায় : হযরত কা'য়াব বিন্ মালেক। —মোসলেম

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যখন তোমাদের কেহ খাদ্য গ্রহণ করে কিন্তু আহারের সময় আল্লাহ্‌র নাম লইতে ভুলিয়া যায়, সে যেন বলে: খাওয়ার প্রথমে ও শেষে আল্লাহ্‌র নাম লইতেছি।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —তিরমিজী, আবু দাউদ

১১। তিনি বলিয়াছেন: ছুরি দ্বারা মাংস কাটিও না (ভক্ষণ কালে); উহা বিদেশীদের অভ্যাস। দন্ত দ্বারা উহা ছিঁড়িয়া ফেল, ইহা সহজ ও অধিকতর স্বাদ প্রদানকারী।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —তিরমিজী, আবু দাউদ

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: কৃতজ্ঞ ভক্ষণকারী সহিষ্ণু রোযাদার সদৃশ।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট এক পাত্র পূর্ণ 'সূফ' আনা হইলে তিনি বলিলেন: ইহার পার্শ্ব হইতে খাও, মধ্যস্থান হইতে খাইও না, কেন-না বরকত ইহার মধ্যস্থানে অবতীর্ণ হয়। অন্য বর্ণনায়: যখন তোমাদের কেহ খাদ্য গ্রহণ করে, সে যেন সর্বোপরি অংশ হইতে খাদ্য গ্রহণ না করে বরং সর্বনিম্ন অংশ হইতে খায়, কেন-না উহার উপরিভাগে বরকত অবতীর্ণ হয়।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

১৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন পানাহার করিতেন, তিনি বলিতেন: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি খাদ্য ও পানি দিয়াছেন, ইহাকে সহজে গলাধঃকরণের উপযোগী করিয়াছেন এবং ইহার জন্য একটি পথ সৃষ্টি করিয়াছেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু আইয়ুব। —আবু দাউদ

পানির বিধান

পানি পবিত্র এবং পানি সকল জিনিসই পবিত্র করে। ইহাই পানির বিধান। পানির কোন রঙ নাই। পশু পক্ষীর ব্যবহারের দরুন বা অপবিত্র

দ্রব্য নিক্ষেপের দরুন পানির স্বাভাবিক রঙ, স্বাদ এবং গন্ধের পরিবর্তন হয়, তবে উহাকে পবিত্র পানি বলা যায় না এবং উহা দ্বারা অযু ও গোসল করা যায় না। অন্যথায়, উহা পবিত্র।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: স্থায়ী অপ্রবাহিত পানির মধ্যে তোমাদের কেহ যেন মূত্র ত্যাগ করিয়া গোসল করে না। অন্য বর্ণনায়: অপবিত্র অবস্থায় তোমাদের কেহ যেন স্থায়ী পানির মধ্যে গোসল না করে। প্রশ্ন হইল: তাহারা কি করিবে? তিনি বলিলেন: পানি তুলিয়া ব্যবহার করিবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল: আমরা অল্প পানি লইয়া সমুদ্র পাড়ি দেই। উহা দ্বারা যদি আমরা অযু করি তবে তৃষ্ণায় কষ্ট পাইতে পারি। সমুদ্রের পানি দ্বারা কি আমরা অযু করিতে পারি? তিনি বলিলেন: পানি পবিত্র এবং (উহার) মৃত প্রাণী হালাল।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৩। মাঠের মধ্যে প্রাণী ও হিংস্র পশুর ব্যবহৃত পানি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: যখন দুই কুল্লাহ্ (প্রায় ৬।০ মন) পানি থাকে, তখন উহা অপবিত্র হয় না।

বর্ণনায়: হযরত ইব্নে উমর। —আবু দাউদ, তিরমিজী

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল: বোধায়া নামক একটি কূয়ার পানি দ্বারা আমরা কি অযু করিতে পারি? ঐ কূপে ঋতুমতী স্ত্রীলোকের ন্যাকড়া, কুকুরের মাংস এবং গলিত দ্রব্য সকল নিক্ষেপ করা হইত। তিনি বলিলেন: নিশ্চয়ই পানি পবিত্র। কোন কিছুই উহা অপবিত্র করিতে পারে না।

বর্ণনায়: হযরত আবু সঈদ খুদ্রী। —তিরমিজী, আবু দাউদ

পানির হক

পানি, ঘাস এবং আগুনের প্রতি প্রত্যেক ব্যক্তিরই হক বা অধিকার আছে। ইহার উপর কেহ কোন কর (খাজনা, ট্যাক্স) লইতে পারিবে না।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: অতিরিক্ত পানি বন্ধ করিয়া রাখিও না। তাহাতে অতিরিক্ত তৃণের পথ বন্ধ হইবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: সমগ্র মুসলমানের তিনটি বিষয় হক রহিয়াছে: পানি, ঘাস এবং আগুন।

বর্ণনায়: হযরত ইব্‌নে আব্বাস। —আবু দাউদ, ইব্‌নে মাযাহ্

৩। হযরত আয়েশা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন: কোন্ জিনিস দিতে অস্বীকার করা হালাল নহে? তিনি বলিলেন: পানি, লবণ এবং আগুন। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল: পানি সম্বন্ধে আমরা জ্ঞাত আছি; কিন্তু লবণ ও আগুনের ব্যাপারে কেন? তিনি বলিলেন: যে ব্যক্তি আগুন দেয়, আগুনে যাহা পাক করা হয়, তাহা সমস্তই যেন সে দান করে। যে ব্যক্তি লবণ দেয়, যাহাতে লবণ স্বাদ দেয় উহা যেন সে দান করিল।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —ইব্‌নে মাযাহ্

পানীয় দ্রব্য

পানীয় দ্রব্যের মধ্যে হালাল ও হারাম আছে। শরবত পান করা হালাল। মদ পান করা হারাম। যাহা নেশা জন্মায়, উহা হারাম। দুগ্ধ এবং মধু পান করা হালাল; উহা স্বাস্থ্যের জন্য বড়ই উপকারী।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমাদের কেহ যেন দাঁড়াইয়া পান না করে। যে ভুলিয়া যায়, সে যেন বমি করে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: উটের (পানি) পানের মত এক নিশ্বাসে পান করিও না, দুই বা তিন নিশ্বাসে পান করিও। যখন পান কর আল্লাহ্‌র নাম নিও এবং যখন শেষ কর আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিও।

বর্ণনায়: হযরত ইব্‌নে আব্বাস। —তিরমিজী

৩। তিনি পাত্রের মধ্যে নিশ্বাস ফেলিতে বা ফুঁক দিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইব্‌নে আব্বাস। —আবু দাউদ, ইব্‌নে মাযাহ্‌

৪। আমি একটি বালতি ভরিয়া যম্‌যমের পানি রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)-এর নিকট আনিলে তিনি উহা দাঁড়াইয়া পান করিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইব্‌নে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

৫। তিনি বলিয়াছেনঃ যখন তোমাদের কেহ খাদ্য ভক্ষণ করে সে যেন বলেঃ হে আল্লাহ্‌। ইহাতে আমাদিগকে বরকত দাও এবং ইহার মধ্য হইতে আমাদিগকে উত্তম খাদ্য দাও। যখন সে দুগ্ধ পান করে, সে যেন বলেঃ হে আল্লাহ্‌! ইহাতে আমাদিগকে বরকত দান কর এবং ইহাকে আমাদের জন্য বৃদ্ধি কর, কেন-না দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কিছুই পানাহারের ক্ষতিপূরণ করিতে পারে না।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইব্‌নে আব্বাস। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৬। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) পানির পাত্রের মুখ হইতে পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইব্‌নে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

৭। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) পান করিবার সময় তিন বার নিশ্বাস ফেলিতেন। অন্য বর্ণনায়ঃ তিনি বলিয়াছেনঃ ইহা তৃষ্ণা দূর করে, স্বাস্থ্য ও হজমশক্তি বৃদ্ধি করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

৮। তিনি দাঁড়াইয়া পানি পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —মোসলেম

৯। একটি ছাগীর দুগ্ধ রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)-এর জন্য দেওয়া হইলে আনাসের বাড়ীর কূপের পানি মিশ্রিত করা হইল। হযরত (দঃ)-কে পাত্রটি দেওয়া হইলে, তিনি উহা পান করিলেন। তাঁহার বাম পার্শ্বে হযরত আবু বকর

এবং ডান পার্শ্বে একজন গ্রাম্য আরব ছিল। হযরত উমর বলিলেন: আবু বকরকে দিন। তিনি গ্রাম্য আরবকে দিয়া বলিলেন: ডান হস্ত ডান পার্শ্বের জন্য। অন্য বর্ণনায়: দক্ষিণ হস্ত সমূহ দক্ষিণ পার্শ্বের লোকদের জন্য। সুতরাং দক্ষিণ পার্শ্ব গ্রহণ কর।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট একটি পান পাত্র আনা হইলে তিনি তাহা হইতে পান করিলেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে বয়সে কনিষ্ঠ একটি বালক ছিল এবং বয়োজ্যেষ্ঠগণ তাঁহার বাম পার্শ্বে ছিল। তিনি বলিলেন: হে বালক। বয়োজ্যেষ্ঠগণকে দিতে তুমি কি অনুমতি দিবে? সে বলিল: আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহের কারণে আমি কাহাকেও পছন্দ করিব না। তিনি তাহাকেই উহা দিলেন।

বর্ণনায়: হযরত সহল বিন্ সায়াদ। —বোখারী, মোসলেম

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: রেশমী ও জরির পোশাক পরিধান করিও না। রৌপ্য ও স্বর্ণের পাত্রে পান করিও না, রৌপ্য ও স্বর্ণ নির্মিত পাত্রে ভক্ষণ করিও না, কেন-না এই সকল জিনিস দুনিয়াতে তাহাদের (কাফিরদের) জন্য এবং পরকালে তোমাদের জন্য।

বর্ণনায়: হযরত হোজায়ফা। —বোখারী, মোসলেম

১২। আমরা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সময় হাঁটিবার সময়ও ভক্ষণ করিতাম এবং দাঁড়াইয়াও পান করিতাম।

বর্ণনায়: হযরত ইব্নে উমর।, —ইব্নে মাযাহ্, তিরমিজী

পাপ-পুণ্য

ইসলামে বিশ্বাসী মানুষের উপর দুইটি কর্তব্য রহিয়াছে। আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের প্রতি কর্তব্য। এই দুইয়ের সমন্বয়ে ইসলামের বিকাশ। এই কর্তব্যাবলী কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা পালন করিলে পুণ্য বা সওয়াব হয় এবং না করিলে পাপ বা গোনাহ্ হয়।

পাপ ও পুণ্য, হালাল ও হারাম কার্য দ্বারা হয়। বৈধ কার্য হালাল এবং অবৈধ কার্য হারাম। আল্লাহ্‌র বিধান বা শরীয়তের আইন মান্য করিয়া চলিলে পুণ্য হয়, ফলে পুরস্কার হিসাবে পরলোকে বেহেশ্‌ত বা স্বর্গ লাভ হইবে এবং অন্যথায় গোনাহ্‌ বা পাপ হইবে, ফলে শাস্তি হিসাবে পরলোকে দোযখ বা নরকবাসী হইবে। যে কার্য আত্মাকে উন্নত করে, উহাই নেক বা পুণ্যের কাজ। যে কার্য আত্মার অবনতি ঘটায় উহাই গোনাহ্‌ বা পাপের কাজ। পাপ বলিলেই আত্মার জন্য একটি অনিষ্টকর কার্য করা হইয়াছে এবং পুণ্য বলিলেই আত্মার উন্নতির জন্য একটি কার্য করা হইয়াছে বুঝায়। পাপ ও পুণ্য সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন: "আত্মা যাহাতে সন্তুষ্ট হয়, উহাই পুণ্য। আত্মা যাহাতে সন্দেহ উপস্থিত করে এবং মীমাংসিত বিষয় সম্বন্ধেও তোমার হৃদয়ে সন্দেহ আনিয়া দেয় উহাই পাপ।" আত্মা ও প্রবৃত্তি দুইটি পৃথক জিনিস। আত্মা সর্বক্ষণ পুণ্য অর্জন করিতে ইচ্ছুক। প্রবৃত্তি ন্যায়-অন্যায় বিচারে অক্ষম। নিজেকে চরিতার্থ করাই তাহার ধর্ম। মানুষ ও জিন ব্যতীত অন্য সকল প্রাণীর প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু আত্মা নাই। একমাত্র এই আত্মার কারণেই মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। এই কারণেই মানুষ ও জিনের পাপ ও পুণ্যের হিসাব লওয়া হইবে এবং পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করা হইবে। একই কার্য স্থানকাল ও পাত্র বিশেষে পাপ অথবা পুণ্য সঞ্চয় করে। স্ত্রী-সঙ্গ একটি কার্য। উহা শরীয়তের বিধান মতে নিজ স্ত্রীর সহিত ঘটিলে পুণ্য হয়। অপর স্ত্রীর সহিত ঘটিলে পাপ হয়, এমন কি অনেক সময় নিজ স্ত্রীর সহিত শরীয়তের বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া ঘটিলেও পাপ হয়। প্রত্যেক কার্যে অবস্থা ভেদে পাপ বা পুণ্য হয়। পাপের বিনিময় শাস্তি ও পুণ্যের বিনিময় পুরস্কার আল্লাহ্‌র একটি অমোঘ বিধান। পুণ্য আলো ও পাপ অন্ধকার সদৃশ। অনবরত সৎকার্য শয়তানকে দূরে রাখে। অনবরত পাপ কার্য ফিরেশ্‌তাগণকে দূরে রাখে। সদিচ্ছা ও পরিশ্রমের অনুপাতে পুণ্য ১০ হইতে শত-সহস্র গুণ বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, পাপ বৃদ্ধি পায় না। আল্লাহ্‌ কুরআনে ঘোষণা করিয়াছেন: "যে কেহ একটি পাপ করে, সে উহারই তুল্য শাস্তি পাইবে।" যে একটি পুণ্য করে, সে উহার তুল্য ১০টি পুণ্য পায়। বিপদ-আপদ মানুষেরই কর্মফল। আল্লাহ্‌ বলেন:

"যে সকল বিপদ-আপদ তোমাদের উপর পতিত হয়, তাহা তোমাদেরই হস্তার্জিত ;" আবার বলেন : "নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে কিছু ভয়, ক্ষুধা, অর্থ, জীবন ও ফলমূল ক্ষয় দ্বারা পরীক্ষা করিব ; কিন্তু যাহারা সহিষ্ণু তাহাদিগকে সুসংবাদ দাও।" তিনি আবার বলেন : "যাহারা ইহলোকের জীবন ও ইহার সুখ-সম্পদ চায়, আমি তাহাদের কার্যের ফলাফল তাহাতেই পূর্ণভাবে দিব। তাহা কোনক্রমেই হ্রাস করা হইবে না। পরলোকে নরক ব্যতীত তাহাদের জন্য আর কিছুই নাই।" আল্লাহ্ আবার বলেন : "নিশ্চয়ই তোমাদের উপর প্রহরীগণ আছে ; কেরামন ও কাতেবীন। তোমরা যাহা কর, তাহা তাহারা জ্ঞাত আছে। এবং ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকলই লিখিত হয়।" বিচারের দিন এই কার্যতালিকা সকলের নিকট উপস্থিত করা হইলে, পাপীরা বলিতে থাকিবে : "হায় আফসোস্। আমার কি এই পুস্তক ? ক্ষুদ্র-বৃহৎ কিছুই ইহাতে বাদ নাই ; বরং সকলই লিপিবদ্ধ হইয়াছে।" কুরআনের আদেশ ও নিষেধ পালন না করিলে (কবীরা গোনাহ্) বড় পাপ হয়। বড় পাপ ব্যতীত অন্য পাপ (সগীরা গোনাহ্) ছোট পাপ।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : সাতটি অনিষ্টকর জিনিস ত্যাগ করিবে। জিজ্ঞাসা করা হইল : তাহা কি কি ? তিনি বলিলেন : আল্লাহ্র সহিত শির্কী বা অংশী করা, যাদু করা, ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত যাহা আল্লাহ্ নিষেধ করিয়াছেন তাহা করা, সুদ খাওয়া, এতিমের সম্পত্তি আত্মসাৎ করা, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা এবং বিশ্বাসী সাধ্বী স্ত্রীলোকের অপবাদ করা।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২। আমার উম্মতের মন যে মন্দ কার্য করিতে প্ররোচনা দেয়, তাহা কার্যে পরিণত না হইলে বা বাক্যে প্রকাশ না পাইলে আল্লাহ্ তজ্জন্য তাহাদিগকে ক্ষমা করেন।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৩। তিনি বলিয়াছেন : শয়তান তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির নিকট আসিয়া বলিবে : ইহা কে সৃষ্টি করিল ? ইহা কে কে সৃষ্টি করিল ? যখন

এই কথা তাহার নিকট উপস্থিত হয়, সে যেন আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং উহা হইতে বিরত হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৪। তিনি বলিয়াছেনঃ সদ্যপ্রসূত সন্তানের চিৎকার শয়তানের প্ররোচনার ফল।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্‌র সহিত শিরকী বা অংশী করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কোন লোককে হত্যা করা এবং মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করা অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া (বড় পাপ)।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —বোখারী, মোসলেম

৬। তিনি বলিয়াছেনঃ অত্যাচারী, পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি এবং মদ্যপায়ী লোক বেহেশ্‌তে যাইবে না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —নেসায়ী

৭। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলঃ কোন্ কোন্ পাপ আল্লাহ্‌র নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ? তিনি বলিলেনঃ আল্লাহ্‌র সহিত অংশীদার সাব্যস্ত করা, যদিও তিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলঃ ইহার পর কোন্ পাপ বড়? তিনি বলিলেনঃ তোমার সহিত খাদ্য গ্রহণ করার ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা। সে আবার জিজ্ঞাসা করিলঃ তারপর কোন্ পাপ বড়? তিনি বলিলেনঃ প্রতিবেশীর সহিত জিনা বা ব্যভিচার করা। অতঃপর আল্লাহ্ তাহার সমর্থনে এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেনঃ "যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত অন্য উপাস্য ডাকে না, যাহারা ন্যায়-সঙ্গত কারণ ব্যতীত আল্লাহ্ যাহাকে অবৈধ করিয়াছেন, তাহাকে হত্যা করে না এবং যাহারা জিনা বা ব্যভিচার করে না (তাহারা বড় পাপ হইতে মুক্ত)।"

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মসূউদ। —বোখারী, মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে পাপ ও পুণ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি

বলিলেন: সৎস্বভাবই পুণ্য এবং যাহা তোমার মনে সন্দেহের উদ্রেক করে এবং লোকে যাহার সন্ধান লইলে তোমার ঘৃণা হয়, তাহা পাপ।

বর্ণনায়: হযরত নাওয়াস বিন্ সাম্য়ান। —মোসলেম

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ঈদুল আয্হা অথবা ঈদুল ফিত্‌রের দিন নামাযের স্থানে বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি স্ত্রীলোকদের নিকট দিয়া যাইবার সময় বলিলেন: হে সমবেত স্ত্রীলোকগণ! দান কর। তোমাদের অধিকাংশকেই আমি দোযখের অধিবাসীরূপে দেখিতে পাই। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল: কি কারণে? তিনি বলিলেন: তোমরা প্রায়ই লানত বা অভিসম্পাতের আশ্রয় গ্রহণ কর এবং সঙ্গীদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হও, তোমাদের জ্ঞান এবং ধর্মের কার্য সম্বন্ধে একজন জ্ঞানী লোকের তুলনায় আমি যে হ্রাস দেখিতে পাই তাহাই প্রমাণ। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল: আমাদের ধর্ম এবং বুদ্ধির কার্যে কি কম (স্বল্পতা) আছে? তিনি বলিলেন: স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য কি পুরুষ লোকের অর্ধেক নহে? তাহারা বলিল: ইহা তাহার অল্প বুদ্ধির জন্য। তিনি বলিলেন: যখন তাহার ঋতু হয়, সে কি নামায ও রোযা হইতে অব্যাহতি পায় না? তাহারা বলিল: হাঁ। ইহাই তাহাদের ধর্ম কার্যের হ্রাস।

বর্ণনায়: হযরত আবু সঈদ খুদ্‌রী। —বোখারী, মোসলেম

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আদম সন্তানের উপর শয়তানের প্ররোচনা এবং ফিরেশ্‌তার উৎসাহ আছে। শয়তানের প্ররোচনা হইল, মন্দের দিকে ফিরাইয়া নেওয়া এবং সত্যকে মিথ্যা বলিয়া জানা। ফিরেশ্‌তার উৎসাহ হইল, মঙ্গলের দিকে ফিরাইয়া দেওয়া এবং সত্যকে সমর্থন করা। ইহা যে অনুভব করে, সে যেন জানিয়া রাখে, ইহা আল্লাহ্ হইতে আগত। সে যেন আল্লাহ্‌র প্রশংসাবাদ করে। যে অন্যটি অনুভব করে সে যেন শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন: "শয়তান দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং কৃপণ হইতে আদেশ দেয়।"

বর্ণনায়: হযরত ইব্‌নে মস্‌উদ। —তিরমিজী

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যাহাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা

হয়, তাহার হত্যার অংশ আদমের প্রথম সন্তানের উপর বর্তে। কেন-না সে প্রথম হত্যার প্রথা প্রবর্তন করিয়াছিল।

বর্ণনায় : হযরত ইব্‌নে মস্‌উদ। —বোখারী, মোসলেম, তিরমিজী

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : হে ওয়াবেসা! তুমি আমাকে পাপ ও পুণ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছ? আমি বলিলাম : হাঁ। তিনি তাঁহার হাতের অঙ্গুলিগুলি একত্র করিয়া তাঁহার বুকে তিন বার ধরিয়া বলিলেন : তোমার বিবেকের নিকট উত্তর চাও। বিবেক যে কার্যে সন্তুষ্ট, তাহাই পুণ্য। মনে যাহা সন্দেহ এবং হৃদয়ে যাহা দ্বিধা উৎপাদন করে, তাহাই পাপ।

বর্ণনায় : হযরত ওয়াবেসা। —আহমদ

পুনরুত্থান

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : বিচারের দিন লোকদিগকে দাগবিহীন গোলাকার রুটি সদৃশ শ্বেত-রক্ত বর্ণের ভূমিতে একত্র করা হইবে। উহাতে কাহারও জন্য কোন চিহ্ন থাকিবে না।

বর্ণনায় : হযরত সহল বিন্ সায়াদ। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যে বাস্তব চক্ষু দ্বারা কিয়ামতের দিনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে চায়, সে যেন সূরা তকবীর, সূরা ইন্‌ফিতার এবং সূরা ইন্‌শিকাক্ পাঠ করে।

বর্ণনায় : হযরত ইব্‌নে উমর। —তির

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : বিচারের দিন দুনিয়া একখণ্ড রুটির ন্যায় হইবে। তোমাদের কেহ যেমন সফরে তাহার রুটি ধরিয়া থাকে, মহান আল্লাহ্ তদ্রূপ উহা পৃথিবীর বেহেশ্‌তবাসীদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য নিজ হাতে ধরিয়া রাখিবেন। একজন ইহুদী বলিল : পরম দয়ালু যেন আপনার প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। আমি কি আপনাকে বিচারের দিন বেহেশ্‌তবাসীদের অভ্যর্থনা সম্বন্ধে জানাইব না? তিনি বলিলেন : হাঁ। সে বলিল : পৃথিবী একখণ্ড রুটি সদৃশ হইবে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদের দিকে

দেখিয়া হাসিলেন, এমন কি তাঁহার সম্মুখের দাঁত দেখা যাইতেছিল। অতঃপর তিনি বলিলেন: আমি কি তাহাদের ব্যঞ্জন সম্বন্ধে বলিব না? তাহারা বলিল: ইহা কি? তিনি বলিলেন: মাংস এবং মৎস্য (মাছ)। ৭০,০০০ লোক তাহাদের উদরের অতিরিক্ত মাংস ভক্ষণ করিবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু সঈদ খুদ্‌রী —বোখারী, মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আল্লাহ্ বলিবেন: হে আদম। তিনি জবাব দিবেন: উপস্থিত। সর্বমঙ্গল আপনার হাতে। আল্লাহ্ বলিবেন: যাহারা দোযখে যাইবে, তাহাদিগকে বাহির করিয়া দাও। আদম বলিবেন: যাহারা দোযখে যাইবে তাহারা কত জন? আল্লাহ্ বলিবেন: ১০০০ এর মধ্যে ৯৯৯ জন। তখন যুবক বৃদ্ধ হইবে; গর্ভবতীর গর্ভপাত হইবে এবং তুমি লোকদিগকে অজ্ঞান দেখিবে, তাহারা অজ্ঞান হইবে না, কিন্তু আল্লাহ্‌র শাস্তি তীব্রতর হইবে। তাহারা বলিল: আমাদের মধ্যে সেই একজন কে হইবে? তিনি বলিলেন: সুসংবাদ দাও। তোমাদের মধ্যে একজন এবং ইয়াযুয মাযুয হইতে ১০০০। যাহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ! আমি আশা করি, তোমরা বেহেশ্‌তবাসীদের এক-চতুর্থাংশ হইবে। অতঃপর আমরা (আল্লাহু আকবর) তকবীর বলিলাম। তিনি বলিলেন: আমি আশা করি, তোমরা বেহেশ্‌তবাসীর তিন-ভাগের এক-ভাগ হও। আমরা তকবীর বলিলাম। তিনি বলিলেন: আমি আশা করি, তোমরা বেহেশ্‌তবাসীদের অর্ধেক হও। আমরা আবার তকবীর বলিলাম। তিনি বলিলেন: তোমরা মানবগণের মধ্যে এমনভাবে অবস্থান করিতেছ যে, সাদা একটি ষাঁড়ের ত্বকের উপর কৃষ্ণ একগাছি কেশ বা কৃষ্ণ একটি ষাঁড়ের ত্বকের উপরে সাদা একগাছি কেশের ন্যায়।

বর্ণনায়: হযরত আবু সঈদ খুদ্‌রী। —বোখারী, মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আমাদের প্রভু তাঁহার পদ (পা) প্রদর্শন করিবেন। তখন প্রত্যেক বিশ্বাসী স্ত্রী ও পুরুষগণ তাঁহার সম্মুখে সিজ্‌দায় পতিত হইবে। যাহারা পৃথিবীতে খ্যাতি ও লোক প্রদর্শনের জন্য সিজদাহ্ করিত, তাহারা বাদ যাইবে। তাহারা সিজদাহ্ দিতে গিয়া দেখিবে যে, তাহাদের পৃষ্ঠদেশ একটি মাত্র হাড়ে পরিণত হইয়াছে।

বর্ণনায়: হযরত আবু সঈদ খুদ্‌রী। —বোখারী, মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: বিচারের দিন মানবগণের ঘর্ম পড়িতে থাকিবে, এমন কি তাহা মাটির উপরে ৭০ হাত উঁচু হইবে। উহা তাহাদের কর্ণ পর্যন্ত পৌঁছিবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৭। তিনি বলিয়াছেন: বিচারের দিন একজন বৃহৎ মোটা লোকের আবির্ভাব হইবে। আল্লাহ্র নিকট তাহাকে মক্ষিকার একটি ডানার ন্যায়ও বিবেচনা করা হইবে না। তিনি বলিলেন: বল, কিয়ামতের দিন আমরা তাহাদের জন্য কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট করিব না।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৮। তিনি পাঠ করিলেন: সেইদিন পৃথিবী তাহার উপর লোকে ভাল-মন্দ যাহা করিয়াছে সব সংবাদ বলিয়া দিবে। তিনি বলিলেন: প্রত্যেক নর-নারী কি কাজ করিয়াছে তাহা এইভাবে সাক্ষ্য দিবে; অমুক ব্যক্তি আমার পৃষ্ঠের উপরে অমুক দিন এই এই কাজ করিয়াছে। ইহাই সংবাদ বলা।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: এমন কেহ নাই যে মৃত্যুর সময় অনুতাপ করিবে না। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল: অনুতাপ কি? তিনি বলিলেন: যদি সে ধার্মিক হয়, ধর্ম কাজ অতি মাত্রায় না করার কারণে অনুতাপ করিবে। যদি সে অধার্মিক হয়, সে আত্ম-সংযমী না হওয়ার জন্য অনুতাপ করিবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: বিচারের দিন মানুষকে নগ্নপদে, উলঙ্গ এবং মুখ ছেদনবিহীন অবস্থায় আনা হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: সমস্ত পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণ কি একে অন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে? তিনি বলিলেন: হে আয়েশা! একজন অপরজনের দিকে দৃষ্টিপাত অপেক্ষা ঘটনা অধিক গুরুতর হইবে।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

১১। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল: কাফিরগণকে কি প্রকারে তাহাদের

মুখমণ্ডলের উপরিভাগে পুনরুত্থান করা হইবে? তিনি বলিলেন: যিনি তাহাদিগকে দুনিয়াতে দুই পায়ের সাহায্যে হাঁটান, তাঁহার কি বিচারের দিন তাহাদিগকে তাহাদের মুখের উপর হাঁটাইবার ক্ষমতা নাই?

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: লোকগণকে তিন দলে সমবেত করা হইবে। একদল আরোহী, তাহারা আহার করিবে এবং পোশাক পরিধান করিবে; এক দলকে ফিরেশ্‌তাগণ তাহাদের মুখের উপর টানিয়া আনিবে এবং দোযখের আগুনে তাহাদিগকে সমবেত করিবে, আর এক দল হাঁটিয়া এবং দৌড়াইয়া আসিবে এবং আল্লাহ্ তাহাদের পৃষ্ঠে বিপদ নিক্ষেপ করিবেন, কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।

বর্ণনায়: হযরত আবুজর। —মেশ্‌কাত

পোশাক-পরিচ্ছদ

পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আল্লাহ্ কুরআনে বলেন: "তিনি তাপ হইতে রক্ষার জন্য পোশাক-পরিচ্ছদ এবং যুদ্ধের সময় লৌহ বর্ম তোমাদিগকে দান করিয়াছেন।" "হে আদম সন্তান! তোমাদের লজ্জা নিবারণের এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য আমি পোশাক-পরিচ্ছদ অবতীর্ণ করিয়াছি, কিন্তু পবিত্রতার পরিচ্ছদই উত্তম।" "হে আদম সন্তান! প্রত্যেক নামাযে তোমরা উত্তম পোশাক পরিধান কর এবং আহার কর ও পান কর, কিন্তু অপব্যয় করিও না, কেন না আল্লাহ্ অযথা ব্যয়কারীদিগকে ভালবাসেন না।" গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করিবার জন্য পোশাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজন। ইসলামে বিশিষ্ট কোন পোশাক বা পরিচ্ছদ নির্দিষ্ট নাই। শীত ও তাপ হইতে দেহকে রক্ষা করা এবং গুপ্ত অঙ্গ ঢাকিয়া রাখাই পোশাক-পরিচ্ছদের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য রক্ষার উপযোগী পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করাই কর্তব্য। স্ত্রীলোকদের জন্য এমন পোশাক থাকিবে যাহাতে করতল ও মুখমণ্ডল ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আবৃত থাকিবে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: হে আয়েশা! তুমি যদি (পরকালে) আমার সঙ্গে থাকিতে চাও, একজন আরোহীর খোরাক যেন দুনিয়াতে তোমার

জন্য যথেষ্ট হয়, ধনীদের সঙ্গ ত্যাগ কর এবং বস্ত্র সেলাই না হওয়া পর্যন্ত কোন বস্ত্রকে পুরাতন বলিয়া ত্যাগ করিও না।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —তিরমিজী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যে শয্যায় শয়ন করিতেন, তাহা চর্ম নির্মিত ছিল। উহার মধ্যে খেজুরের বাকল ছিল।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) খেজুরের বাকল বিশিষ্ট তাকিয়ায় (বালিশে) হেলান দিয়া বসিতেন।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —মোসলেম

৪। আবু বকরের কন্যা আসমায়া রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট গিয়াছিল, তাহার দেহে সূক্ষ্মবস্ত্র ছিল। হযরত (দঃ) তাহাকে বলিলেন : হে আসমায়া! যখন কোন বালিকা (বালেগা) বয়ঃপ্রাপ্তা হয়, (তিনি তাহার মুখমণ্ডল এবং করদ্বয় দেখাইয়া) ইহা এবং ইহা ব্যতীত তাহার অন্য কিছু চোখে পড়া সঙ্গত নহে।

বর্ণনায় : হযবত আয়েশা। —আবু দাউদ

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি অহংকারের সহিত তাহার পায়জামা লম্বা করিয়া দেয়, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : পায়ের গোড়ালীর নিম্নে পায়জামার যে অংশ ঝুলিতে থাকে, উহা দোযখের অগ্নিতে অবস্থিত।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন জুব্বা পরিধান করিতেন, তিনি ডানদিক হইতে আরম্ভ করিতেন।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৮। একখানা চাদর এবং একটি মোটা (কাপড়ের) পায়জামা পরিধান করিয়া হযরত আয়েশা আমাদের নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন: এই দুই পরিচ্ছদের মধ্যেই রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর প্রাণ বিয়োগ হইয়াছিল।

বর্ণনায়: হযরত আবু বারাহা। —বোখারী, মোসলেম

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কাহাকেও বাম হাত দ্বারা ভক্ষণ করিতে বা একটি পাদুকা ব্যবহার করিতে, বা কষ্টকর পথে ভ্রমণ করিতে অথবা লজ্জা প্রকাশ হয় এইরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —মোসলেম

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদের নিকট আসিলে তিনি এক ব্যক্তিকে আলুলায়িত কেশে দেখিয়া বলিলেন: কোন্ দ্রব্য দ্বারা মাথার কেশ বিন্যাস করিতে হয়, তাহা এই ব্যক্তি দেখিতে পাইতেছে না? এক ব্যক্তির অপরিষ্কার বস্ত্র দেখিয়া বলিলেন: কোন্ দ্রব্য দ্বারা বস্ত্র পরিষ্কার করিতে হয়, তাহা এই ব্যক্তি দেখিতে পাইতেছে না?

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —নেসায়ী

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে দুনিয়ায় রেশমী বস্ত্র পরিধান করে, সে আখিরাতে উহা পরিধান করিতে পারিবে না।

বর্ণনায়: হযরত উমর। —বোখারী, মোসলেম

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি অহংকার সহকারে স্বীয় পায়জামা লম্বা করিয়া রাখে, তাহাকে মাটিতে প্রোথিত করা হইবে এবং বিচারের দিন পর্যন্ত সে তথায় অস্থির থাকিবে।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর। —বোখারী

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন পাগড়ি পরিধান করিতেন, তিনি উহা দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলাইয়া দিতেন।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর। —তিরমিজী

১৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি খ্যাতির জন্য দুনিয়াতে বস্ত্র পরিধান করিবে, কিয়ামতে আল্লাহ্ তাহাকে অপমানের বস্ত্র পরিধান করাইবেন।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর। —তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্

১৫। তিনি বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি যে কওমের অনুসরণ করে, সে তাহাদের দলভুক্ত।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর। —আহমদ, আবু দাউদ

১৬। আমি পায়জামা ঝুলিয়া থাকা অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। তিনি বলিলেন: হে আবদুল্লাহ্! তোমার পায়জামা উঠাইয়া লও। আমি উহা উঠাইয়া লইলে তিনি বলিলেন: আরও উঠাইয়া লও। আমি আরও উঠাইলাম। তিনি বলিলেন: আরও উঠাইয়া লও। আমি আরও খাট করিয়া লইলাম। একজন জিজ্ঞাসা করিল: কোন্ স্থান পর্যন্ত? তিনি বলিলেন: নিম্ন পদের অর্ধেক পর্যন্ত।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর। —মোসলেম

১৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) রৌপ্য ও স্বর্ণের পাত্রে পানাহার করিতে, কারুকার্য খচিত রেশমী বস্ত্র পরিধান করিতে বা তদুপরি বসিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়: হযরত হোজায়ফা। —বোখারী, মোসলেম

১৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি পায়জামা, লম্বা জুব্বা এবং পাগড়ি অহংকার সহকারে দীর্ঘ করিয়া ঝুলাইয়া রাখে, বিচারের দিন আল্লাহ্ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না।

বর্ণনায়: হযরত সালেম। —আবু দাউদ, নেসায়ী, ইবনে মাযাহ্

১৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: সাদা বস্ত্র পরিধান কর। উহা সর্বাপেক্ষা পরিষ্কার ও পবিত্র এবং তোমাদের মৃত ব্যক্তিগণকে তাহা দ্বারা কাফন কর।

বর্ণনায়: হযরত সামোরাহ্। —আবু দাউদ, নেসায়ী, ইবনে মাযাহ্

২০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ স্বর্ণ এবং রেশম আমার উম্মতের নারীগণের জন্য হালাল এবং পুরুষদের জন্য হারাম।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু মুসা আশয়ারী। —তিরমিজী, নেসায়ী

২১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখনই নূতন বস্ত্র পরিধান করিতেন, তিনি উহার নাম ধরিয়া বলিতেন; পাগড়ি, জুব্বা অথবা চাদর। অতঃপর তিনি এই দোয়া পাঠ করিতেনঃ হে আল্লাহ্। সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। তুমি আমাকে ইহা পরিধান করাইয়াছ। ইহার মঙ্গলের জন্য এবং ইহার সৃষ্ট মঙ্গলের জন্য আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি এবং ইহার অনিষ্ট এবং ইহার সৃষ্ট অনিষ্ট হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু সঈদ খুদ্‌রী। —তিরমিজী, আবু দাউদ

২২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে সুন্দর বস্ত্র পরিধান ত্যাগ করে, আল্লাহ্ তাহাকে সম্মানের বস্ত্র পরিধান করাইবেন। যে আল্লাহ্‌র জন্য বিবাহ করে, আল্লাহ্ তাহাকে রাজত্বের মুকুট পরিধান করাইবেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত সোয়ায়েদ বিন্ ওহাব্। —আবু দাউদ, তিরমিজী

২৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আমি ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া আসিলে তিনি আমাকে বলিলেনঃ তোমার অর্থ নাই? আমি বলিলামঃ হাঁ। তিনি বলিলেনঃ কি সম্পত্তি? আমি বলিলামঃ আল্লাহ্ আমাকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়াছেন—উট, গরু, ঘোড়া এবং দাস-দাসী। তিনি বলিলেনঃ যখন আল্লাহ্ তোমাকে ধন-সম্পত্তি দিয়াছেন, আল্লাহ্‌র সেই দান এবং সম্মানের চিহ্ন তোমার দেহের উপর প্রকাশ করা উচিত।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবুল আহ্ওয়াস। —মেশ্‌কাত

২৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ তোমাদের কবরে এবং মসজিদে আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাতের সর্বাপেক্ষা উত্তম বস্ত্র শ্বেতবর্ণের।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু দারদায়া। —ইব্‌নে মাযাহ্

২৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আহার কর, পান কর, দান কর এবং পরিধান কর, যে পর্যন্ত অমিতব্যয়িতা এবং অহংকার উহাতে মিশ্রিত না হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আমর। —নেসায়ী, ইব্‌নে মাযাহ্

২৬। যাহা ইচ্ছা ভক্ষণ কর এবং যাহা ইচ্ছা পরিধান কর, কিন্তু অমিতব্যয়িতা এবং অহংকার যেন তোমাকে পথভ্রষ্ট না করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইব্‌নে আব্বাস। —বোখারী

ফর্‌য ব্যতীত অন্যান্য নামায

অযুর পরে দুই রাকাত নামায, মস্‌জিদে প্রবেশ করিয়া দুই রাকাত, এস্তেখারার দুই রাকাত, দুঃখ-কষ্ট নিবারণের জন্য দুই রাকাত, প্রয়োজন পূরণের জন্য দুই রাকাত, বৃষ্টির জন্য দুই রাকাত নামায এবং নামাযীর ইচ্ছানুরূপ অন্যান্য নামায। বিচারের দিন যদি ফরয নামাযের অভাব দেখা দেয় তবে এই সকল নামায হইতে পূরণ করা হইবে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফজরের নামাযের সময় বেলালকে বলিয়াছিলেনঃ হে বেলাল! তুমি ইসলামের কি শোভনীয় কার্য করিয়াছ তাহা আমাকে জানাও, কেন-না বেহেশ্‌তে তোমার জুতার শব্দ শুনিতে পাইয়াছি। বেলাল বলিলঃ আমি শোভনীয় এমন কোন কার্য করি নাই। তবে রাত্র ও দিনের মধ্যে ফরয নামাযের জন্য এমন কোন অযু করি নাই যাহার জন্য আমি নামায পড়ি নাই।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২। যখনই কোন ব্যাপার রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে দুঃখিত করিত; তিনি নামায পড়িতেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত হোজায়ফা। —আবু দাউদ

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি একটি গোনাহ্ বা পাপ করিয়া ফেলে, অতঃপর সে যদি অযু করিয়া নামায পড়ে এবং আল্লাহ্‌র

নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করেন। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন: যাহারা অশ্লীল কার্য করিয়া ফেলে, অথবা আত্মার উপর অত্যাচার করে, অতঃপর তাহারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিয়া পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলে,------ইত্যাদি।

বর্ণনায়: হযরত আবু বকর। —তিরমিজী

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যাহার আদম সন্তানের নিকট অথবা আল্লাহ্‌র নিকট দরকারী কাজ থাকে, সে যেন উত্তমরূপে অযু করিয়া দুই রাকাত নামায পড়ে এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসাবাদ করে এবং রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করে। অতঃপর বলে: আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নাই, মহাসহিষ্ণু মহা-সম্মানিত আল্লাহ্ পবিত্র, বিরাট সিংহাসনের প্রভু, সকল প্রশংসাই আল্লাহ্‌র জন্য যিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালক। তোমার দয়ার কুঞ্জি, তোমার ক্ষমার নিশ্চয়তা, প্রত্যেক সৎকার্যের ফল, প্রত্যেক পাপ হইতে নিরাপত্তা। আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি। আমার কোন পাপ ক্ষমা না করিয়া অবশিষ্ট রাখিও না, আমার কোন দুঃখ-কষ্ট দূর না করিয়া অবশিষ্ট রাখিও না, তোমার সন্তোষজনক কোন কাজ আমার জন্য না করিয়া রাখিও না, হে মহান অনুগ্রহকারী!

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আবি আউফ। —তিরমিজী

ফিৎরার দান

রমযান মাসের পর ঈদের দিনে ধনীগণ দরিদ্রদিগকে যে দান করিতে বাধ্য, তাহাকে ফিৎরা বলে। শরীয়ত নির্ধারিত মালের অধিকারী প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত মুসলমানের উপর এই দান ওয়াজেব বা অবশ্য দেয়।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) রমযানের শেষে বলিয়াছেন: তোমাদের রোযার সদ্‌কা বাহির কর। তিনি প্রত্যেক স্বাধীন বা অধীন, পুরুষ বা স্ত্রীলোক, ছোট বা বড় প্রত্যেকের উপর খেজুর বা গমের এক সা'য়া (প্রায় চারি সের) এবং ময়দার অর্ধ সা'য়া বাধ্যতামূলক করিয়াছেন।

বর্ণনায়: হযরত ইব্‌নে আব্বাস। —আবু দাউদ, নেসায়ী

২। রোযার মধ্যে অনাবশ্যক কথাবার্তা, অযথা বাক্যালাপ এবং দরিদ্রের খাদ্যের জন্য রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফিৎরা বাধ্যতামূলক করিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইব্‌নে আব্বাস। —আবু দাউদ

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফিৎরার দান খেজুরের বা গমের এক সা'য়া প্রত্যেক মুসলমান দাস-দাসী, স্বাধীন স্ত্রী-পুরুষ এবং ছোট-বড় সকলের প্রতি বাধ্যতা-মূলক করিয়াছেন। (ঈদের মাঠে) নামাযে যাওয়ার পূর্বেই ইহা আদায় করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইব্‌নে উমর। —বোখারী, মোসলেম

৪। আমরা ফিৎরা আদায় করিতাম; খাদ্যাংশের অথবা খেজুর, মনাক্কা গম, পনির ইত্যাদির এক সা'য়া।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু সঈদ খুদ্‌রী। —বোখারী, মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মক্কার রাস্তায় ঘোষণা করার জন্য একজন লোক পাঠাইলেনঃ ফিৎরার সদ্‌কা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারী, স্বাধীন বা অধীন, ছোট বা বড় সকলের উপর বাধ্যতামূলক করিয়াছেন। ময়দার উপর দুই 'মুদ' এবং খাদ্য শস্যের উপর এক সা'য়া।

বর্ণনায়ঃ হযরত আমর বিন্ শোয়ায়েব। —তিরমিজী

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আটা বা ময়দা প্রত্যেক দুই জনের, যুবক বা বৃদ্ধ, স্বাধীন বা অধীন, নর বা নারীর জন্য এক সা'য়া। তোমাদের মধ্যে দরিদ্র ব্যক্তি সম্বন্ধে, আল্লাহ্ তাহাকে পবিত্র করিবেন। তোমাদের মধ্যে দরিদ্র ব্যক্তি সম্বন্ধে, যাহা আল্লাহ্ তাহাকে দিয়াছেন তাহা হইতেও তিনি তাহাকে অধিক দিবেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্। —আবু দাউদ

বংশ, জাতি বা দেশের গৌরব

বংশ, জাতি বা দেশের গৌরব করা অহঙ্কারের অন্তর্গত। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আভিজাত্যের গৌরব, বর্ণের বৈষম্য, ভৌগোলিক ব্যবধান, সাম্প্রদায়িক

অহঙ্কার বা দেশের গৌরব সকলই দূরীভূত করিয়া একই ইসলামের বন্ধনে সকলকে আবদ্ধ করিয়া বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব গড়িয়া তুলিয়াছেন। বিশ্ব-মানবকে আদমের সন্তানরূপে অভিহিত করিয়াও তিনি বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব গঠন করিয়াছেন। যিনি বা যে জাতি সর্বাপেক্ষা ধর্মভীরু, সে বা সেই জাতি সর্বাপেক্ষা সম্মানের পাত্র। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) স্বগোত্র, জাতি বা স্বদেশকে অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারে সাহায্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ খ্রীষ্টানগণ যেমন মরিয়মের পুত্রকে অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়াছে, তদ্রূপ আমাকে প্রশংসা করিও না। কেন-না আমি তাঁহারই দাস। সুতরাং বল, আল্লাহ্‌র দাস এবং তাঁহারই প্রেরিত পুরুষ।

বর্ণনায়ঃ হযরত উমর। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ এমন অনেক সম্পদায় বাহির হইবে যাহারা তাহাদের মৃত পূর্ব-পুরুষদের গৌরব করিবে। তাহারা দোযখের জ্বালানী কাষ্ঠ হইবে। অথবা নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ লইয়া যে মল দূরে নিক্ষেপ করা হয়, তাহা অপেক্ষাও তাহারা আল্লাহ্‌র নিকট ঘৃণিত হইবে। আল্লাহ্ তোমাদের নিকট হইতে অন্ধকার যুগের কুসংস্কার এবং আভিজাত্যের গৌরব দূরীভূত করিয়াছেন। এখন কেহ ধর্মভীরু বিশ্বাসী বা দুর্ভাগা পাপী। সমগ্র মানুষ আদমের সন্তান এবং আদম মাটি হইতে সৃজিত।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ স্বীয় সম্প্রদায়ের অন্যায়ের সাহায্যার্থে যে আহ্বান করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। স্বীয় সম্প্রদায়ের অন্যায়ের সাহায্যার্থে যে যুদ্ধ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নহে। স্বীয় সম্প্রদায়ের অন্যায়ের সাহায্যার্থে যে নিহত হয়, সে আমাদের দলভুক্ত নহে।

বর্ণনায়ঃ হযরত জোবায়ের। —আবু দাউদ

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলঃ স্বীয় সম্প্রদায়কে ভালবাসা কি কোন লোকের 'আসাবিয়্যা' বা স্বজনপ্রীতি হইবে? তিনি বলিলেনঃ না। স্বীয় সম্প্রদায়কে অত্যাচারে সাহায্য করাই আসাবিয়্যা বা স্বজনপ্রীতি।

বর্ণনায়ঃ হযরত ওবাদাহ্। —ইবনে মাযাহ্

৫। বনু আমেরের প্রতিনিধি দলের সহিত রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট গিয়া বলিলাম: আপনি আমাদের প্রভু। তিনি বলিলেন: প্রভু আল্লাহ্। আমরা বলিলাম: আপনি সম্মানে এবং দানে আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি বলিলেন: তোমাদের যাহা বলার তাহা বল বা তাহার কিছু বল, কিন্তু শয়তান তোমাদিগকে যেন উৎসাহিত না করে।

বর্ণনায়: হযরত মোতার্‌রেফ বিন্ আবদুল্লাহ্। —আবু দাউদ

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: উপার্জনে ধন-সম্পত্তি এবং খোদা-ভীতিতে সম্মান হয়।

বর্ণনায়: হযরত হাসান। —তিরমিজী, ইব্‌নে মাযাহ্

৭। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বলিল: হে সৃষ্টির সেরা! তখন তিনি বলিলেন: তিনি ইব্রাহীম।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —মোসলেম

বয়োজ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠদের পরস্পর কর্তব্য

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আমাদের কনিষ্ঠদের প্রতি যে দয়াশীল নহে, আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নহে, যাহা সৎ তাহা করিতে যে আদেশ দেয় না এবং যাহা অসৎ তাহা নিষেধ করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নহে।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —তিরমিজী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে যুবক বয়সের জন্য কোন বৃদ্ধকে সম্মান প্রদর্শন করে, আল্লাহ্ তাহার বৃদ্ধকালে এমন একজনকে সৃষ্টি করিবেন যে তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করিবে।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —তিরমিজী

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর চাইতে সাহাবাদের নিকট অধিকতর ভালবাসার পাত্র আর কেহই ছিলেন না। যখন তাঁহারা তাঁহাকে [রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে]

দেখিতেন, তাহারা দাঁড়াইতেন না, কেন-না তাহারা জানিতেন যে, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ইহা পছন্দ করিতেন না।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —তিরমিজী

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : লোকে দাঁড়াইয়া (তাহাকে) সম্মান করুক, যে ইহা কামনা করে, সে যেন তাহার স্থান দোযখে সন্ধান করিয়া লয়।

বর্ণনায় : হযরত মা'বিয়া। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : তোমাদের নিকট যদি কোন সম্প্রদায়ের কোন সম্মানিত লোক আসে, তাহাকে সম্মান করিবে।

বর্ণনায় : হযরত জাবের। —মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) লাঠি ভর দিয়া (ঘরের) বাহিরে আসিলে আমরা তাঁহার জন্য দাঁড়াইলাম। তিনি বলিলেন : দেশবাসীগণ যেমন একে অপরকে সম্মানের জন্য দাঁড়ায়, তোমরা তদ্রূপ দাঁড়াইও না।

বর্ণনায় : হযরত আবু ওমামাহ্। —আবু দাউদ

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : বৃদ্ধ মুসলমান, কুরআনের এমন হাফেয যে তাহাতে (কুরআনের সহিত) বিশ্বাসঘাতকতা করে না এবং তাহা হইতে পৃথক থাকে না এবং ন্যায়পরায়ণ সুলতান—এই সকলকে সম্মান প্রদর্শন করা আল্লাহ্‌কে শ্রেষ্ঠত্ব দান করার সম্মান।

বর্ণনায় : হযরত আবু মুসা। —আবু দাউদ

৮। হযরত উম্মে কায়েস তাহার অল্প বয়স্ক শিশুসহ রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিলে, তিনি (রসূলুল্লাহ্) শিশুটিকে ক্রোড়ে লইলেন। শিশুটি তাঁহার পরিধানের কাপড়ে মূত্র ত্যাগ করিল। তিনি পানি আনিতে বলিলেন এবং তদ্দ্বারা তিনি তাহা (কাপড়) ধৌত করিলেন।

বর্ণনায় : হযরত উম্মে কায়েস। —বোখারী, মোসলেম

বিচার

নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু বিচারের জন্য ইসলাম বিশেষভাবে তাগিদ দিতেছে। আল্লাহ্ বলেন: "হে বিশ্বাসীগণ। বিচার প্রতিষ্ঠিত কর, আল্লাহ্র জন্য সাক্ষী হও, যদিও উহা পিতা-মাতার এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায়।" "হে মুমিনগণ! আল্লাহ্র জন্য সততা অবলম্বন কর এবং ন্যায় বিচারের উপর দাঁড়াও। কোনও জাতির প্রতি ঘৃণা যেন অবিচার করিতে তোমাদিগকে উৎসাহ প্রদান না করে। আল্লাহ্ ন্যায় বিচারকগণকে ভালবাসেন।" "আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে দয়া তোমাদিগকে যেন বাধা না দেয়।" "আইন বা বিচারের বেলায় সকলেই সমান। এখানে উচচ-নীচের কোন তারতম্য নাই। যেখানে শাস্তি প্রদান আবশ্যক, সেখানে শাস্তি দিতে যেন দয়ার উদ্রেক না হয়।"

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: কোন বিচারক যেন রাগান্বিত থাকা অবস্থায় দুইজন বিবাদকারীর মধ্যে রায় প্রদান না করে।

বর্ণনায়: হযরত আবু বাক্রাহ্। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে বিচারক পরিশ্রম করিয়া বিচার করে এবং ন্যায় বিচার করে তাহার জন্য দুইটি পুণ্য এবং যখন সে পরিশ্রম করিয়া বিচার করে, কিন্তু ভুল করে, তাহার জন্য একটি পুণ্য।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: বিচারক তিন শ্রেণীর—এক শ্রেণী বেহেশ্তে যাইবে এবং দুই শ্রেণী দোযখে যাইবে। যে বেহেশ্তে যাইবে সে সত্য বুঝিতে পারে এবং তদনুসারে রায় প্রদান করে। যদি কোন বিচারক বুঝিয়াও রায়ে অবিচার করে, সে দোযখে যাইবে। আর যে জ্ঞান ব্যতিরেকে লোকের বিচার করে, সেও দোযখে যাইবে।

বর্ণনায়: হযরত বোরায়দাহ্। —আবু দাউদ, ইব্নে মাযাহ্

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে পর্যন্ত বিচারক অবিচার না করে,

আল্লাহ্ তাহার সঙ্গে থাকেন। যখন সে অবিচার করে, তিনি তাহার নিকট হইতে চলিয়া যান এবং শয়তান তাহার সঙ্গী হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আবি আউফ। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাকে বিচারক নিযুক্ত করিয়া ইয়ামেনে পাঠাইলেন। আমি বলিলামঃ আপনি আমাকে পাঠাইতেছেন, কিন্তু আমার বয়স কম এবং বিচার করিবার জ্ঞানও সামান্য। তিনি বলিলেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাকে পথ দেখাইবেন এবং তোমার রসনাকে দৃঢ় করিবেন। যখন দুইজন লোক বিচারের জন্য তোমার নিকট আসে, যে পর্যন্ত তুমি অন্য ব্যক্তির (উভয়ের) জবানবন্দী না শুন, সে পর্যন্ত প্রথম ব্যক্তিকে ডিক্রী দিও না। বিচারের বিষয় তোমার নিকট পরিষ্কার হউক, ইহা অতি প্রয়োজনীয়। তিনি বলেনঃ ইহার পর বিচারে আমার কোন সন্দেহ হইত না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আলী। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে বিচারকের পদপ্রার্থী হয় এবং (উহার জন্য) অনুরোধ করে, তাহাকে তাহার নিজের উপর ন্যস্ত করা হয়; এবং প্রার্থী না হওয়া সত্ত্বেও যাহাকে বিচারক নিযুক্ত করা হয়, আল্লাহ্ তাহাকে শক্তিদানের জন্য একজন ফিরেশ্তা প্রেরণ করেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে মুসলমানের বিচারক হওয়ার প্রার্থী হইয়া তাহা পায়, যদি তাহার বিচার অবিচারের উপর প্রাধান্য লাভ করে, তাহার জন্য বেহেশ্ত এবং যাহার অবিচার বিচারের উপর প্রাধান্য লাভ করে, তাহার জন্য দোযখ।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

৮। তিনি বলিয়াছেনঃ যে জনসাধারণের বিচারক নিযুক্ত হয়, তাহাকে বিনা ছুরিতে জবেহ্ করা হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ জনসাধারণের বিচারের জন্য এমন কোন

বিচারক নাই যে বিচারের দিন ফেরেশ্‌তা কর্তৃক আবদ্ধ হইয়া আসিবে না এবং যাহার মাথা আকাশের দিকে থাকিবে না। যদি আল্লাহ্ বলেন: তাহাকে নিম্নদিকে নিক্ষেপ কর, তবে তাহাকে ৪০ বৎসরের দূরত্বে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মস্‌উদ। —ইব্‌নে মাযাহ্

বিচার, প্রমাণ ও অযোগ্য প্রমাণ

ইসলামে বিচারের বেলায় প্রমাণের ভার বাদী বা অভিযোগকারীর উপর। আসামী বা বিবাদী যখন শপথ দ্বারা অভিযোগ অস্বীকার করে, তখনই উহা প্রমাণের ভার বাদীর উপরে বর্তায়। প্রমাণের অভাবে আসামী খালাস পাইবে অথবা বাদীর মোকদ্দমা বাতিল বা ডিস্‌মিস্ হইবে। নিম্নলিখিত লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য নহে: অন্ধ, দাস-দাসী, সতীত্বের মিথ্যা অপবাদকারী, ব্যভিচারী, অত্যাচারী, চোর, ডাকাত, মদ্যপায়ী, নিকট-আত্মীয়, বেশ্যা, সুদখোর, ধর্মদ্রোহী।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আমি একজন মানুষ এবং তোমরা আমার সামনে বিবাদ কর; এবং তোমাদের কেহ কেহ অন্যান্য হইতে সওয়াল জওয়াবে অধিক পটু; তাহার নিকট হইতে যেরূপ শুনি সেই অনুযায়ী যেন আমি রায় দেই, সে তাহা আশা করে। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার নিকট হইতে তাহার ভ্রাতার স্বত্বের অংশ ডিক্রী পায়, সে যেন তাহা গ্রহণ না করে। অন্যথায়, দোযখের আগুনের এক অংশ যেন আমি তাহার জন্য কাটিয়া দেই।

বর্ণনায়: হযরত উম্মে সালামাহ্। —বোখারী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: লোকজনকে যদি তাহাদের দাবী অনুযায়ী দেওয়া হইত, তবে তাহারা মানুষের রক্ত ও সম্পত্তি দাবী করিত। কিন্তু শপথ বিবাদীর উপর।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) একটি শপথ ও একজন সাক্ষীর দ্বারা বিচার করিয়াছিলেন।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি হলফ বা শপথ লইলে তিনি তাহাকে বলিলেনঃ আল্লাহ্র নামে হলফ গ্রহণ কর। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। তোমার দখলে বাদীর কোন মাল নাই।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —মোসলেম, আবু দাউদ

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ স্বেচ্ছায় মিথ্যা শপথ গ্রহণ করিয়া যে কোন মুসলমানের মাল আত্মসাৎ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহার প্রতি রাগান্বিত থাকিবেন, তখন আল্লাহ্র সহিত সে সাক্ষাৎ করিবে। ইহার সমর্থনে আল্লাহ্ অবতীর্ণ করিলেনঃ "যাহারা আল্লাহ্র চুক্তি এবং তাহাদের শপথের বিনিময় অল্প মূল্য গ্রহণ করে--।" শেষ আয়াত পর্যন্ত।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে মসউদ। —বোখারী, মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ সর্বাপেক্ষা উত্তম লোক আমার যুগের অধিবাসীগণ, তৎপর তাহাদের পরবর্তী লোকগণ, তৎপর তাহাদের পরবর্তী লোকগণ। অতঃপর এমন লোক আসিবে, তাহারা শপথ গ্রহণের পূর্বেই সাক্ষ্য দিবে এবং সাক্ষ্য দিবার পূর্বেই শপথ গ্রহণ করিবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে মস্উদ। —বোখারী, মোসলেম

৭। যে শপথ দ্বারা কোন মুসলমানের স্বত্ব আত্মসাৎ করে, আল্লাহ্ তাহার জন্য বেহেশ্তকে হারাম এবং দোযখের আগুন সুনিশ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলঃ সামান্য দ্রব্য হইলেও? তিনি বলিলেনঃ আরাক (নামক) বৃক্ষের একখণ্ড লাঠি হইলেও।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু ওমামাহ্। —মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ওয়ারিসী সম্পত্তি সম্পর্কে প্রমাণাদি ব্যতীত বিবাদ-রত দুই ব্যক্তিকে বলিয়াছেনঃ যাহাকে আমি তাহার ভাইয়ের সম্পত্তি হইতে কিছু সম্পত্তি ডিক্রী দেই, তাহার জন্য দোযখের আগুন হইতে এক-খণ্ড কাটিয়া লই। অতঃপর লোক দুইটির প্রত্যেকেই বলিলঃ আমার এই স্বত্ব আমার বন্ধুর জন্য। তিনি বলিলেনঃ না, তোমরা চলিয়া যাও এবং ইহা তোমাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লও, যেন তোমরা দুইজন ভাই ভাই। অতঃপর

এক ভাগ করিয়া প্রত্যেকে লইয়া যাও। অন্য বর্ণনায়ঃ তিনি বলিলেনঃ আমার নিকট যাহা অবতীর্ণ হয় নাই, সে সম্বন্ধে আমার বুদ্ধি অনুসারে তোমাদের বিচার করিলাম।

বর্ণনায়ঃ হযরত উম্মে সালামাহ্। —আবু দাউদ

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত ঐ ব্যক্তি যে বিরোধে সর্বাপেক্ষা অধিক অটল থাকে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —বোখারী

১০। তিনি বলিয়াছেনঃ বিশ্বাসঘাতক পুরুষ ও নারী, নির্ধারিত দোষে দোষী হইয়া বেত্রাঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি, ভ্রাতার সহিত শত্রুতায় রত লোক, যে দাস আগন্তুককে তাহার মুক্তিদাতা বলিয়া আরোপ করে, আত্মীয় এবং পরিবারস্থ লোকের অসতীত্বে সন্তুষ্ট ব্যক্তিব সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য নহে।

বর্ণনায়ঃ হযবত আযেশা। —তিরমিজী

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে জিনিসে যাহার কোন স্বত্ব নাই তাহ। যদি সে দাবী করে, সে আমাদের দলভুক্ত নহে। সে যেন তাহার স্থান দোযখে খোঁজ করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবুজর। —মোসলেম

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আমি কি তোমাদিগকে সর্বাপেক্ষা উত্তম সাক্ষীর সংবাদ দিব না? সে ঐ ব্যক্তি, যে সমন পাওয়ার পূর্বেই সাক্ষ্য দিতে আসে।

বর্ণনায়ঃ হযরত যায়েদ। —মোসলেম

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) একদল লোককে শপথ গ্রহণ করিতে বলিলে, সকলে তাড়াতাড়ি করিতে চাহিলে, তাহাদের মধ্যে কে শপথ গ্রহণ করিবে, তাহা জানিবার জন্য তাহাদের মধ্যে লটারি খেলিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

১৪। দুই ব্যক্তি প্রমাণ ব্যতীত একটি পশু সম্বন্ধে বিবাদ করিয়াছিলঃ

রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেনঃ শপথ লইয়া উহাদের মধ্যে ইহাকে ভাগ করিয়া দাও।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

১৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ শহরবাসীর বিরুদ্ধে গ্রামবাসীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নহে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্

১৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ বাদীর উপর প্রমাণের ভার এবং বিবাদীর উপর শপথ গ্রহণ।

বর্ণনায়ঃ হযরত আমর বিন্ শোয়ায়েব। —তিরমিজী

১৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সময় দুই ব্যক্তি একই স্বত্ব দাবী করিয়াছিল এবং প্রত্যেকেই দুইজন করিয়া সাক্ষী প্রেরণ করিল। তিনি তাহাদের মধ্যে ইহাকে সমান ভাগ করিয়া দিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু মুসা আশ্য়ারী। —আবু দাউদ

১৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ বড় পাপের সর্বাপেক্ষা বড়- আল্লাহ্র সহিত শির্ক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, মিথ্যা শপথ গ্রহণ করা এবং মাছির ডানা সদৃশ স্বত্ব হইলেও উহা স্বেচ্ছায় আল্লাহ্র নামে শপথ গ্রহণ করিয়া লওয়া। (উহা) কিয়ামত পর্যন্ত তাহার হৃদয়ে কৃষ্ণ দাগ অঙ্কিত করিয়া রাখিবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ ওনায়েস। —তিরমিজী

১৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফজরের নামাযের পর উঠিয়া বলিলেনঃ আল্লাহ্র সহিত শির্ক করা আর মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া একই কথা। তিন বার তিনি এই কথা উচ্চারণ করিলেন। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেনঃ মূর্তি পূজা ত্যাগ কর, মিথ্যা সাক্ষ্য ত্যাগ কর। আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ-চিত্ত হও এবং আল্লাহ্র সহিত অংশী স্থির করিও না।

বর্ণনায়ঃ হযরত খোরায়েম বিন্ ফাতেক। —আবু দাউদ, তিরমিজী

২০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ বিশ্বাসঘাতক পুরুষ ও নারী, ব্যভিচারী পুরুষ ও নারী, ভ্রাতার সহিত শত্রুতারত লোকের সাক্ষী হালাল (গ্রহণযোগ্য) নহে। তিনি ঐ লোকেরও সাক্ষী অগ্রাহ্য করিয়াছেন, যে তাহার স্ত্রীর অসতীত্বে সন্তুষ্ট থাকে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আমর বিন্ শোয়ায়েব। —আবু দাউদ

২১। রসূলুল্লাহ (দঃ) দুইজন বিবাদকারীকে বিচারকের সামনে বসিয়া থাকিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ শোয়ায়েব। —আবু দাউদ

বিচার ও রায়

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ কিয়ামতের দিনে যাহার হিসাব লওয়া হইবে, সে ধ্বংস হইয়া যাইবে। আমি বলিলামঃ আল্লাহ্ কি বলেন নাই যে, "শীঘ্রই সহজ হিসাব হইবে?" তিনি বলিলেনঃ তাহা সাধারণ কথা, কিন্তু যাহার কঠিন বিচার হইবে, সে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ তোমাদের সকলের সহিত আল্লাহ্ কথা বলিবেন। আল্লাহ্ এবং কোন লোকের মধ্যে অনুবাদকারী থাকিবে না, বা তাহাকে পর্দা করিবার জন্য কোন পর্দা থাকিবে না। তিনি (প্রথমে) তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া যে সকল সৎকার্য যাহারা পূর্বেই প্রেরণ করিয়াছে তাহা দেখিবেন। তিনি (অতঃপর) তাঁহার বাম পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া যে সকল সৎকার্য যাহারা পূর্বেই প্রেরণ করিয়াছে তাহা দেখিবেন। তিনি তাঁহার সম্মুখভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া দোযখের অগ্নি দেখিবেন। সুতরাং এক টুকরা খেজুর দান করিয়াও দোযখের অগ্নি হইতে নিজেকে রক্ষা কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত আদি বিন্ হাতেম। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ নূহ (আঃ)-কে কিয়ামতের দিন আনিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে; তুমি কি আমার সংবাদ পেঁৗছাইয়াছিলে? তিনি

বলিবেন : হাঁ। তাঁহার উম্মতগণকে জিজ্ঞাসা করা হইবে ; সে কি তোমাদিগকে সংবাদ পেঁাছাইয়াছিল ? তাহারা বলিবে : আমাদের নিকট কোন সতর্ককারী আসে নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন : তোমাদের সাক্ষী কে ? তাহারা বলিবে : মোহাম্মদ (দঃ) এবং তাহার উম্মতগণ। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন : তখন তোমাদিগকে আনা হইবে এবং তোমরা সাক্ষী দিবে যে তিনি সংবাদ পেঁাছাইয়াছেন। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন : "এইরূপে তোমাদিগকে আমি উত্তম জাতিরূপে সৃষ্টি করিয়াছি, যেন তোমরা মানবগণের জন্য সাক্ষী হইতে পার এবং তোমাদের জন্য তোমাদের রসূল সাক্ষী হইতে পারেন।"

বর্ণনায় : হযরত আবু সঈদ। —বোখারী

৪। আমরা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট থাকাকালে তিনি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমরা কি জান কি জন্য আমি হাসিতেছি ? আমরা বলিলাম : আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূল উত্তম জানেন। তিনি বলিলেন : মানুষ তাহার প্রভুকে এই বলিয়া সম্বোধন করার জন্য ; হে প্রভু ! তুমি কি অত্যাচার হইতে আমাকে রক্ষা করিবে না ? তিনি বলিবেন : হাঁ। যে আমার সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও আমার নিকট আশ্রয় দিব না। তিনি বলিবেন : তোমার আত্মাই তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য যথেষ্ট এবং সম্মানিত লেখকগণও। অতঃপর তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হইবে : সাক্ষ্য দাও। অতঃপর তাহার (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) তাহার কার্যের কথা বলিবে। অতঃপর তাহাকে তাহার কথার মধ্যখানে এই বলিয়া ত্যাগ করা হইবে : দূর হও এবং ধ্বংস হও। আমি তোমার পক্ষেই তর্ক-বিতর্ক করিতেছি।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —মোসলেম

৫। হযরত আয়েশা দোযখের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন : তুমি কাঁদ কেন? সে বলিল : আমি দোযখের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছি। আপনি কি কিয়ামতের দিন আপনার স্ত্রীগণকে স্মরণ করিবেন ? তিনি বলিলেন : সাবধান হও, তিনটি স্থানে কেহ কাহাকেও স্মরণ করিবে না। (১) মিজানের (দাঁড়ি-পাল্লার)

নিকটে, যে পর্যন্ত সে না জানিবে যে, তাহার পাল্লা হাল্‌কা বা ভারী হইবে; (২) আমলনামার (কার্য-তালিকার) সময়, যখন ডাকিয়া বলা হইবেঃ আস এবং তোমার আমলনামা পাঠ কর, যে পর্যন্ত সে না জানিবে তাহার আমলনামা কোথায়, তাহার দক্ষিণ হস্তে, না বাম হস্তে, না পিছন দিক হইতে পড়িয়াছে? (৩) এবং পুলসিরাতের নিকট, যখন ইহাকে (পুলসিরাতকে) দোযখের দুই পিঠের মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করা হইবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —আবু দাউদ

বিদায় হজ্জ

রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ১০ই হিজরীতে মদীনা হইতে মক্কায় হজ্জ করিতে গিয়াছিলেন এবং আরাফতের মাঠে ১,২৪,০০০ মুসলমানের সামনে তাঁহার হজ্জের শেষ খোৎবা (ভাষণ) দান করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার জীবনের শেষ হজ্জ। ইহার পরবর্তী বৎসর তিনি পরলোক গমন করেন। এই সময়ে ইসলামের পরিপূর্ণতার আয়াত অবতীর্ণ হয়।

১। দশম হিজরীতে মদীনায় লোকজনের ভিতর প্রচার করা হইল যে, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এই বৎসর হজ্জে যাইতে সংকল্প করিয়াছেন। বহু লোক মদীনায় সমবেত হইল এবং আমরাও তাহার সহিত বহির্গত হইলাম। যখন আমরা জুল-হালিফা (নামক স্থানে) পেঁ ৗছিলাম (তখন) মোহাম্মদ বিন্ আবু বকরকে আসমা প্রসব করিল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এই সংবাদ পাইয়া তাহাকে বলিলেন, গোসল করিয়া কোন বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আপন গুপ্ত-অঙ্গ আবৃত কর এবং এহরাম্ কর। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মস্‌জিদে নামায পড়িলেন, তারপর কাছওয়া নামক উটের পিঠে আরোহণ করিলে উটটি তাহাকে বাইদাতে লইয়া আসিল। সেখানে তিনি এহ্‌রাম করিলেন—লাব্বায়েক, হে আল্লাহ্। লাব্বায়েক, তোমার কোন অংশী নাই, লাব্বায়েক, সকল প্রশংসা, অনুগ্রহরাশি এবং রাজত্ব তোমারই জন্য, তোমার কোন অংশী নাই। জাবের বলেনঃ হজ্জ ব্যতীত আমরা অন্য (কোন) ইচ্ছা করি নাই। তাঁহার সহিত কাবা না পেঁ ৗছা পর্যন্ত আমরা জানিতাম না যে, উম্‌রাহ্ কাহাকে বলে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) রোকন স্পর্শ করিয়া সাত বার তাওয়াফ করিলেন, তিন বার অল্প দৌড় দ্বারা

এবং চারি বার হাঁটিয়া। অতঃপর মকামে ইব্রাহীমে পৌঁছিয়া তিনি বলিলেন ঃ ইহাকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ কর। সেখানে তিনি মকামে ইব্রাহীমকে তাঁহার এবং কাবার মধ্যবর্তী রাখিয়া দুই রাকাত নামায পড়িলেন। অন্য বর্ণনায় ঃ তিনি দুই রাকাতে সূরা ইখলাস ও সূরা কাফিরূন পড়িলেন।

তারপর তিনি রোকন চুম্বন করিলেন। অতঃপর দরওয়াজা দিয়া বাহির হইয়া "সাফা" (পর্বতে) পৌঁছিলেন এবং নিম্নোক্ত আয়াত আবৃত্তি করিলেন ঃ "নিশ্চয়ই 'সাফা' এবং 'মারওয়া' (পর্বতদ্বয়) আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের অন্যতম।" সাফা (পর্বতের) উপর উঠিয়া তিনি কাবা দর্শন করিলেন, অতঃপর তিনি কাবা অভিমুখী হইয়া আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ঘোষণা করিলেন। তারপর তক্‌বীর পড়িলেন ও বলিলেন ঃ "আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। তিনি একক এবং তাঁহার কোন অংশী নাই, তাহারই রাজত্ব, তাঁহারই সকল প্রশংসা, তিনি সকল বিষয়ের উপর শক্তিশালী। আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। তিনি অদ্বিতীয়। তিনি আপন অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছেন, তাঁহার দাসকে সাহায্য করিয়াছেন এবং সম্মিলিত শত্রু বাহিনীকে পরাস্ত করিয়াছেন। তাহাতে তিনি দোয়া চাহিয়াছেন। এইভাবে তিনবার বলিলেন। অতঃপর তিনি অবতরণ করিয়া 'মারওয়া' পর্যন্ত হাঁটিয়া গেলেন এবং দৌড়াইয়া (পর্বতের) উপরে উঠিলেন। সাফাতে যাহা করিয়াছিলেন মারওয়াতেও তিনি তাহাই করিলেন। মারওয়াতে যখন তাহার তাওয়াফ শেষ হইল, তখন সেখানে উঠিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন এবং জনগণ তাঁহার নীচের দিকে ছিল। (বলিলেন) ঃ "আমার কার্যসমূহ এখন যেরূপ জানিতে পারিলাম, সেইরূপ যদি পূর্বে জানিতে পারিতাম (তাহা হইলে) কোরবানীর প্রাণী প্রেরণ করিতাম না এবং উম্‌রাহ্‌ করিতাম না। তোমাদের যদি কাহারও কোরবানীর প্রাণী না থাকে তবে সে যেন সব হালাল করে এবং উম্‌রাহ্‌ করে। সোরাকাহ্‌ বলিয়া উঠিল ঃ হে প্রেরিত পুরুষ! ইহা কি এই বৎসরের জন্য, না সর্বদার জন্য? রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) আপন অঙ্গুলীর ভিতর অঙ্গুলী স্থাপন করিয়া বলিলেন—দুই বার হজ্জের ভিতর উম্‌রাহ্‌ প্রবেশ করিয়াছে। না, ইহা সর্বদার জন্য।

রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর উট লইয়া আলী ইয়ামেন হইতে আগমন করিলে তাহাকে প্রশ্ন করা হইল: কি শব্দের দ্বারা হজ্জ ফরয করা হইয়াছিল? তিনি বলিলেন: "আমি বলিয়াছিলাম, হে আল্লাহ্। তোমার রসূল যেরূপ এহ্রাম করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ এহ্রাম করিয়াছি। আমার কাছে কোরবানীর উট আছে। সুতরাং সকল বস্তু আমাদের জন্য হালাল নহে। আলী কর্তৃক ইয়ামেন হইতে আনীত উট ও রসূলুল্লাহ্র উটের সংখ্যা একশত হইয়াছিল। সকলেই হালাল করিল এবং কেশ খাট করিল, শুধু রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এবং যাহারা উট আনিয়াছিল তাহারা (হালাল) করেন নাই। ৮ই যিলহজ্জ তারিখে তাহারা মিনার দিকে যাত্রা করিয়া হজ্জের এহ্রাম করিল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) (উটের উপর) আরোহণ করিলেন এবং তাহার উপরে যুহ্র, আসর, মাগরিব, এশা এবং ফজর (নামায) পড়িলেন। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ বিলম্ব করিলে সূর্য উদিত হইল এবং 'নামেরাতে' একটি কেশ নির্মিত তাঁবু স্থাপন করিতে বলিলেন। অতঃপর তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মূর্খতার-যুগে কোরেশগণ মাশ্আরুল্ হারামে অবস্থান করিত। তাহারা মনে করিল যে, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) (হয়ত) সেখানে অবস্থান করিবেন। তারপর রসূলুল্লাহ্ (দঃ) চলিতে চলিতে (একেবারে) আরাফতে গিয়া পেঁ ৗছিলেন। 'নামেরাতে' তাঁহার জন্য তাঁবু স্থাপিত হইয়াছে দেখিয়া তিনি সেখানে অবতরণ করিলেন। অতঃপর যখন সূর্য ঢলিয়া পড়িল তখন তিনি উটে আরোহণ করিয়া উপত্যকার পাদদেশে পেঁ ৗছিলেন এবং সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন:

তোমাদের এই নগরী, মাস, দিবস যেমন পবিত্র, তোমাদের শোণিত বিন্দু, ধন-সম্পদ তেমনি তোমাদের জন্য পবিত্র। শ্রবণ কর, অন্ধকার যুগের সমস্ত অনাচার আমার পদতলে দলিত মথিত, অন্ধকার যুগের শোণিত প্রতিশোধ আজ হইতে রহিত। তখনকার প্রথম হত্যা ইব্নে রাবিয়ার হত্যা, তাহা আমি এখন মাফ করিয়া দেই। সে সা'আদ সম্প্রদায়ে লালিত-পালিত। তাহাকে 'হুযাইল' হত্যা করিয়াছিল। মূর্খতার যুগের সুদ (আজ হইতে) নিষিদ্ধ এবং প্রথম নিষিদ্ধ হইয়াছিল আব্বাসের সুদ। তাহা সবই নিষিদ্ধ। নারীদের সম্বন্ধে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করিয়া চলিবে, কেন-না আল্লাহ্র জামিনে তোমরা তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছ এবং আল্লাহ্র বাক্যের বদলে

তাহাদের গুপ্ত অঙ্গ বৈধ করিয়াছ। তাহাদের (নারীদের) কর্তব্য—তাহারা যেন অন্য কাহাকেও তোমাদের শয্যায় অভ্যর্থনা না করে। যদি করে, তাহাদিগকে প্রহার কর, (কিন্তু) অত্যাচারী হইও না। তোমাদের কর্তব্য ন্যায়সঙ্গতভাবে তাহাদিগকে খাদ্য ও বস্ত্র দেওয়া। তোমাদের নিকট আমি যাহা রাখিয়া যাইতেছি, দৃঢ়তার সহিত তাহা ধারণ করিলে কখনও তোমরা পথভ্রষ্ট হইবে না, তাহা হইল—আল্লাহ্‌র গ্রন্থ (কুরআন) এবং আমার সুন্নত। অতএব তোমরা কি বল? তাহারা উত্তর করিল—আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি বাণী পেঁৗছাইয়াছেন, উপদেশ দিয়াছেন। অতঃপর তিনি তাহার আংটির অঙ্গুলী আকাশের দিকে উত্তোলন করিলেন এবং জনতাকে লক্ষ্য করিয়া (তিনবার) বলিলেনঃ হে আল্লাহ্। সাক্ষী থাক।

ইহার পর বেলাল আযান দিলেন, ইকামত হইল এবং তিনি যুহ্‌রের নামায পড়িলেন, অতঃপর ইকামত দিয়া তিনি আসরের নামায পড়িলেন, কিন্তু এই দুই নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি অন্য কোন নামায পড়িলেন না। তারপর তিনি (উটে) আরোহণ করিয়া নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহার 'কাসওয়ার' পৃষ্ঠদেশ উপত্যকার দিকে ফিরাইয়া এবং 'হাবলুল মুসাত' সম্মুখে রাখিয়া কেবলামুখী হইয়া সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে থাকিলেন। তখন সূর্যালোক চলিয়া গিয়াছিল। অতঃপর তিনি তাঁহার পশ্চাৎভাগে উস্‌মানকে আরোহণ করাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং মুয্‌দালিফায় উপনীত হইলেন। সেখানে তিনি একবার আযান এবং দুইবার ইকামত পড়িয়া মাগরিব ও এশার নামায পড়িলেন এবং ইহার মধ্যে কোন তসবীহ্ পাঠ করেন নাই। অতঃপর তিনি ফজর পর্যন্ত ঘুমাইলেন। ফজরের সময়ে আযান ও ইকামত সহ তিনি ফজরের নামায সমাপ্ত করিয়া 'কাসওয়া' (উটে) আরোহণ করিলেন এবং মাশ্‌-আরুল হারামে উপস্থিত হইয়া কেবলার দিকে মুখ করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন, তকবীর, তাহ্‌লীল, তাওহীদ পাঠ করিলেন। অন্ধকার পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করিলেন। ফজল বিন্ আব্বাসকে সঙ্গে লইয়া তিনি সূর্যোদয়ের পূর্বেই চলিতে আরম্ভ করিলেন। "মোহাচ্ছের" উপত্যকায় পেঁৗছিয়া সেখানে কিছুক্ষণ বিলম্ব করিলেন। তারপর মধ্যপথ ধরিয়া বড় জামরায় পেঁৗছিলেন।

অতঃপর বৃক্ষ সন্নিকটস্থ জামরায় পেঁৌছিলেন। সেখানে তিনি 'খাজফের' পাথরের মত সাত টুকরা পাথর নিক্ষেপ করিলেন এবং প্রত্যেকবার তকবীর পড়িলেন। অতঃপর তিনি কোরবানীর স্থানে গিয়া ৬৩টি উট নিজ হাতে জবেহ করিলেন এবং অবশিষ্টগুলি হযরত আলীকে জবেহ করিতে বলিলেন। কোরবানীর পশুতে তিনি তাহাকে তাঁহার অংশ দিয়াছিলেন। তারপর তিনি পাতিলে ভরিয়া উটের মাংস রন্ধন করিলেন এবং উভয়ে ইহার মাংস ভক্ষণ করিলেন এবং তাহার 'সূফ' (রস) পান করিলেন।

তারপর রসূলুল্লাহ্ (উটে) আরোহণ করিয়া কাবার দিকে যাত্রা করিলেন মক্কায় পেঁৌছিয়া যুহ্রের নামায পড়িলেন। যম্যম্ কূপের তত্ত্বাবধানকারী বনু আবদুল মুত্তালিবের নিকট গিয়া লোকজনকে বলিলেন: বনু আবদুল মুত্তালিব হইতে পানি আন। যদি তাহারা তোমাদিগকে পানি পান করাইতে চেষ্টা না করিত, নিশ্চয়ই আমি তাহাদের সহিত পানি তুলিতাম। তাহারা এক বাল্তি পানি তাঁহাকে দিল, তিনি উহা হইতে কিছু পান করিলেন।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —মোসলেম

২। বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ্র সহিত আমরা বাহির হইলাম। আমাদের মধ্যে কেহ উম্রার জন্য এবং কেহ হজ্জের জন্য এহ্রাম করিল। আমরা মক্কায় আসিলে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: উম্রার জন্য যে এহ্রাম করিয়াছে এবং কোরবানীর পশু আনে নাই সে যেন প্রত্যেক বস্তুই বৈধ মনে করে। যে উম্রার এহ্রাম করিয়াছে এবং কোরাবানীর পশু আনিয়াছে, সে যেন উম্রার সঙ্গে হজ্জেরও এহ্রাম করে এবং তাহা হইতে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সে যেন এহ্রাম পরিত্যাগ না করে। আর যে হজ্জের এহ্রাম করে সে যেন তাহার হজ্জ পূর্ণ করে। আয়েশা বলিয়াছেন: ঋতু অবস্থায় আমি কাবা তাওয়াফ করিলাম না এবং 'সাফা' ও 'মারওয়া' দৌড়াইলাম না। আরাফতের দিন আগত না হওয়া পর্যন্ত আমার ঋতু ছিল এবং উম্রার উদ্দেশ্য ব্যতীত এহ্রাম করি নাই। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমার মাথা অনাবৃত করিতে এবং চিরুনী দ্বারা তাহা (কেশ) বিন্যাস করিতে বলিলেন। তিনি আমাকে উমরাহ্ ছাড়িয়া হজ্জের এহ্রাম করিতে বলিলেন। আমি তাহাই করিয়া হজ্জ শেষ করিলাম। তিনি আবদুর রহমানকে আমার সঙ্গে দিলেন এবং তন্য়ীমে আমার উমরার স্থান

দেখিতে বলিলেন। উমরার স্থানে যাহারা এহ্‌রাম করিয়াছিল, কাবা তাওয়াফ করিয়া তাহারা 'সাফা' ও 'মারওয়া' তাওয়াফ করিল। তারপর এহ্‌রাম হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাহারা মিনা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কাবা তাওয়াফ করিল। উমরাহ্ এবং হজ্জ যাহারা এক সঙ্গে করিল, তাহারা একবার তাওয়াফ করিল।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

বিদ্রোহ ও ধর্মদ্রোহিতা

বিদ্রোহের শাস্তি ফাঁসি। দেশের সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ান সম্পর্কে কুরআন বলেঃ "বিদ্রোহ হত্যার চাইতে নিকৃষ্ট।" "আমার প্রভু ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত পাপ এবং বিদ্রোহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।" "যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাহাদের সাজা বা শাস্তি এই যে, তাহাদিগকে হত্যা করা বা ফাঁসি অথবা শূলে দেওয়া হইবে; কিংবা তাহাদের হস্তপদ বিপরীত দিক হইতে কাটিয়া দেওয়া হইবে, কিংবা তাহাদিগকে দেশান্তর বা কারাগারে পাঠাইতে হইবে। দুনিয়াতে তাহাদের এই দুর্গতি এবং পরকালে তাহারা পাইবে কঠিন শাস্তি।" যাহারা ধর্মদ্রোহী বা ইসলাম হইতে কুফরীতে চলিয়া যায়, তাহাদের শাস্তি সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। এই অপরাধের জন্য কুরআনে কোন নির্দিষ্ট শাস্তির বিধান নাই, কেন-না ধর্মে কোন বাধ্য-বাধকতা নাই।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ তিনটি কারণের মধ্যে কোন একটি কারণ ব্যতীত যে ব্যক্তি 'আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই এবং মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল' বলিয়া সাক্ষ্য দেয়, তাহাকে হত্যা করা হালাল নহে; বিবাহের পর ব্যভিচার—কেন-না তাহার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড; এবং যে আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বাহির হয়, তাহাকে হত্যা করিতে হইবে, অথবা ফাঁসি দেওয়া হইবে, অথবা দেশ হইতে নির্বাসন করা হইবে; যে কাহাকেও হত্যা করে; তাহার বিনিময় তাহাকে হত্যা করা যাইবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —আবু দাউদ

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যখন কোন দাস পৌত্তলিকতার দিকে পলাইয়া যায়, তাহাকে হত্যা করা হালাল।

বর্ণনায়ঃ হযরত জারীর। —আবু দাউদ

৩। কোন এক সম্প্রদায়ের কয়েকজন লোক রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করিল, কিন্তু তাহারা মদীনাকে অপছন্দ করিল। অতঃপর তিনি যাকাতের উট আনিয়া উহার দুগ্ধ এবং মূত্র পান করিতে আদেশ দিলেন। তাহারা ইহা (সেবন) করিলে রোগমুক্ত হইয়া গেল। অতঃপর তাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়া রাখালগণকে হত্যা করিয়া উটগুলিকে তাড়াইয়া দিল। হযরত (দঃ) তাহাদের সন্ধানে লোক পাঠাইয়া তাহাদিগকে ধরিয়া আনাইয়া তাহাদের হস্ত ও পদদ্বয় কাটিয়া ফেলিলেন এবং চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করিলেন। অতঃপর তাহাদের চিকিৎসাও করিলেন না, এমন কি উহাদের মৃত্যু হইল।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

৪। কয়েকজন 'জিনদিক' (সম্প্রদায়ের লোক) হযরত আলীর নিকট আনা হইলে তিনি তাহাদিগকে পোড়াইয়া হত্যা করিলেন। ইবনে আব্বাস এই সংবাদ পাইয়া বলিলেনঃ আমি যদি তথায় থাকিতাম, তাহাদিগকে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিষেধের জন্য পোড়াইয়া হত্যা করিতাম না। তিনি বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্‌র শাস্তি দ্বারা তোমরা শাস্তি দিও না। আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এর নির্দেশের কারণে তাহাদিগকে নিশ্চয়ই হত্যা করিতাম। তিনি বলিয়াছেনঃ যাহারা তাহাদের ধর্ম পরিবর্তন করে, তাহাদিগকে হত্যা কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত আকরামাহ্। —বোখারী

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বিদায় হজ্জের দিন বলিয়াছেনঃ তোমরা আমার পরে একে অপরকে আক্রমণ করার দরুন কাফির হইয়া যাইও না।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের। —বোখারী, মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যাদুকরের নির্ধারিত শাস্তি তরবারির দ্বারা হত্যা।

বর্ণনায়ঃ হযরত জুন্দব। —তিরমিজী

বিধবা বিবাহ

স্ত্রীর মৃত্যু হইলে পুরুষের মন সাধারণতঃ অন্য স্ত্রীর জন্য লালায়িত হয়। এই জন্য সকল ধর্মই পুরুষের পুনর্বিবাহের বিধান দিযাছে। স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রীলোকেরাও অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে চায়। কিন্তু কোনও কোনও ধর্মে ইহার বিধান নাই। অল্প বয়সের বিধবা সারা জীবন বৈধব্যদশায় কাটাইবে, আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ইহা নহে। এই কারণেই ইসলামে বিধবা বিবাহের বিধান দেওয়া হইয়াছে। কুরআন বলিতেছে: "যাহারা স্ত্রী রাখিয়া মারা যায়, স্ত্রীগণ চারি মাস দশ দিন অপেক্ষা করিবে এবং যখন তাহাদের মুদ্দৎ সম্পূর্ণ শেষ হয়, তাহারা ন্যায়তঃ যাহা করে, তাহাতে তোমাদের কোন দোষ নাই।" "যখন তোমরা নারীগণকে তালাক দাও এবং তাহাদের মুদ্দৎ শেষ হয়, তখন তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া স্বামী গ্রহণ করিলে তাহাদিগকে বাধা দিও না।"

১। সোব্‌ইয়াতার স্বামীর মৃত্যুর পর কিছুদিনের জন্য তাহার নেফাস ছিল। সে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া বিবাহ করার জন্য অনুমতি চাহিলে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর তাহার বিবাহ হইল।

বর্ণনায়: হযরত মেস্‌ওয়ার বিন্ মাখরামা। —বোখারী

বিলম্ব ও সত্বরতা

ধর্মের কার্য ব্যতীত অন্যান্য কার্যে বিলম্ব করা উত্তম। ধর্মের কার্য যত সত্বর করা যায়, ততই মঙ্গল। কুরআন বলে: "তাড়াতাড়ি ধর্মের কার্য করিবার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা কর।" সাংসারিক কার্যে বিলম্ব উত্তম। কেন-না উহা ধীর-স্থির ও আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরতার সহিত করিতে হয়। কুরআন অন্যত্র আবার বলে: "মানব সত্বরতা প্রকৃতির উপর সৃষ্টি হইয়াছে।" হযরত (দঃ) বলিয়াছেন: তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে বিলম্বে রাগান্বিত হয় এবং সত্বরই তাহার রাগের উপশম হয়।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আবদুল কায়েস সম্প্রদায় প্রধানকে বলিয়াছেন: আল্লাহ্ যে দুইটি গুণ ভালবাসেন, সেই দুইটি গুণ তোমাদের মধ্যে রহিয়াছে, ধৈর্য এবং বিলম্ব।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস। —মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: বিলম্ব আল্লাহর পক্ষ হইতে এবং সত্বরতা শয়তানের পক্ষ হইতে আগত।

বর্ণনায় : হযরত সহল বিন্ সায়াদ। —তিরমিজী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: প্রত্যেক কার্যেই বিলম্ব উত্তম, শুধু পরকালের কার্যে নহে।

বর্ণনায় : হযরত মাসায়াব। —আবু দাউদ

বিবাহ

আল্লাহ্ বলিতেছেন: "যে সকল স্ত্রীলোক তোমাদের ভাল লাগে, তাহাদিগকে বিবাহ কর।" তিনি আবার বলেন: "তাঁহার নিদর্শন সমূহের মধ্যে ইহা একটি ; তিনি তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের জন্য সঙ্গিনী সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া স্থাপিত হয়। যাহারা চিন্তা করে, তাহাদের জন্য ইহা একটি নিদর্শন।" বিবাহ করা ইন্দ্রিয়ের আধিক্যে ফরয, ওয়াজেব এবং সুন্নত হইয়া থাকে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: কোন ব্যক্তি কোন স্থানে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব দিলে, সে প্রস্তাব ত্যাগ না করা পর্যন্ত যেন তাহার ভাই (কোন) মুসলমান সেখানে বিবাহের প্রস্তাব না করে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২। তিনি বলিয়াছেন: যখন এমন কোন লোক তোমাকে বিবাহ করিতে চায়, যাহার ধর্মে মতির জন্য এবং চরিত্রের জন্য তুমি সন্তুষ্ট, তাহাকে বিবাহ কর। যদি তাহা না কর, তবে দুনিয়াতে বিপদ-আপদ এবং ব্যাপক অশান্তি বিরাজ করিবে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৩। সর্বাপেক্ষা উত্তম ঐ স্ত্রীলোকগণ যাহারা উটে আরোহণ করে, কোরেশদের যুবতী কুমারীগণ। তাহারা সন্তানগণের জন্য শৈশবে অত্যন্ত স্নেহশীলা এবং তাহাদের স্বামীদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে অত্যন্ত যত্নশীলা।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ হে যুবকগণ। তোমাদের মধ্যে যাহার বিবাহ করার সঙ্গতি আছে, সে যেন বিবাহ করে; কেন-না উহা অধিকতর দৃষ্টি বন্ধনকারী এবং গুপ্তঅঙ্গ রক্ষাকারী। বিবাহে যাহার সঙ্গতি নাই সে যেন রোযা রাখে, কেন-না ইহা তাহার খাত্না সদৃশ।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মস্উদ্। —বোখারী, মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে সকল স্ত্রীলোক স্নেহশীলা এবং সন্তানবতী, তাহাদিগকে বিবাহ কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত মা'কাল বিন্ ইয়াসার। —আবু দাউদ, নেসায়ী

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ তোমরা কুমারী কন্যা বিবাহ করিবে, কেন-না তাহাদের মুখ অধিকতর সুমিষ্ট, তাহাদের গর্ভ অধিকতর শক্তিশালী এবং তাহারা অল্পতে অধিক সন্তুষ্ট থাকে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুর রহমান বিন্ সালেম। —মেশ্কাত

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ পরস্পর দুইজন প্রেমিকের পক্ষে বিবাহের ন্যায় আর কিছুই নাই।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইব্নে আব্বাস। —ইব্নে মাযাহ

৮। তিনি বলিয়াছেনঃ যাহার সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে যেন তাহাকে একটি উত্তম নাম দেয় এবং আদব শিক্ষা দেয়; যখন সে বয়স্ক হয়, তখন যেন তাহাকে সে বিবাহ করায়। যদি বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও বিবাহ না হয়, তাহা হইলে সে পাপ করিলে উহা তাহার পিতার উপর বর্তে।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইব্নে আব্বাস। —ইব্নে, মাযাহ্, বাইহাকী

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে পবিত্র হইয়া এবং পবিত্র করিয়া

আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করে, সে যেন স্বাধীন স্ত্রীলোক বিবাহ করে।

১০। তিনি বলিয়াছেন: যখন কোন বান্দাহ্‌ বিবাহ করে, সে তাহার ধর্মকে অর্ধেক পূর্ণ করে। সে যেন বাকী অর্ধেকের জন্য আল্লাহ্‌কে ভয় করে।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —ইব্‌নে মাযাহ্‌, বাইহাকী

১১। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) শাওয়াল মাসে আমাকে বিবাহ করিলেন। শাওয়াল মাসে আমার বিবাহ পূর্ণ হইল। সুতরাং আমার চাইতে অন্য কোন্‌ স্ত্রী তাঁহার নিকট অধিকতর প্রিয় ছিল?

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —মোসলেম

১২। তিনি বলিয়াছেন: যে বিবাহে সর্বাপেক্ষা কম কষ্ট হয়, তাহাতে সর্বাপেক্ষা বড় বরকত আছে।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —মোসলেম, বাইহাকী

১৩। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেন: বিবাহে স্ত্রীলোকের চারিটি বিষয় দেখিতে হইবে: (১) তাহার মাল, (২) তাহার গুণ, (৩) তাহার সৌন্দর্য এবং (৪) তাহার ধর্ম। যাহার ধর্মে মতি থাকে তাহাকে পছন্দ কর। তোমার হাত ধূলিতে পূর্ণ হউক।

বর্ণনায়: হযরত উমর বিন্‌ খাত্তাব। —বোখারী, মোসলেম

বিবাহের অভিভাবক

বয়ঃপ্রাপ্তা নারীর বিবাহের জন্য কোন অভিভাবকের প্রয়োজন নাই। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকার বিবাহে অভিভাবকের দরকার। প্রথমে পিতা, অভাবে দাদা, অভাবে ভাই, অভাবে চাচা, অভাবে তাহার মাতা অভিভাবক হয়।

১। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেন: অলি (অভিভাবক) ব্যতীত বিবাহ হইবে না।

বর্ণনায়: আবু মুসা। —আহমদ, তিরমিজী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: কোন স্ত্রীলোক কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ দিবে না এবং কোন স্ত্রীলোক নিজেকে নিজে বিবাহ দিবে না, কেন-না যে নিজে বিবাহ বসে সে ব্যভিচারিণী।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —ইব্‌নে মাযাহ্

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে দাস তাহার মনিবের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করে, সে ব্যভিচারী।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে স্ত্রীলোক তাহার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করে, তাহার বিবাহ অবৈধ। (এইভাবে তিনবার বলিয়াছেন) যদি তাহার সহিত সহবাস করা হয়, তবে তাহার গুপ্তঅঙ্গ পবিত্র করার জন্য তাহাকে মোহরানা দিতে হইবে। যদি তাহাদের দ্বন্দ্ব হয়, যাহার অভিভাবক নাই, তাহার অভিভাবক শাসনকর্তা।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) হযরত আয়েশাকে সাত বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন। নয় বৎসর বয়সে তাহাকে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)—এর ঘরে নেওয়া হইলে তিনি তাহার সহিত কৌতুক করিতেন। তাহার আঠার বৎসর বয়সে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর ইন্তেকাল (মৃত্যু) হয়।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে স্ত্রীলোককে দুইজন অভিভাবক বিবাহ দেয়, সে প্রথম জনের জন্য। যে দুইজনের নিকট একই জিনিস বিক্রয় করে, তাহা প্রথম ক্রেতার জন্য।

বর্ণনায়: হযরত সামোরাহ্। —নেসায়ী

বিবাহে সম্মতি দান

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: পূর্ব বিবাহিতা কোনও স্ত্রীলোকের সম্মতি ব্যতীত তাহার বিবাহ হইবে না এবং অবিবাহিতা বালিকার সম্মতি না

চাওয়া পর্যন্ত তাহাকে বিবাহ দেওয়া যাইবে না। প্রশ্ন হইল : তাহার সম্মতি কিরূপ হইবে? তিনি বলিলেন : সে নীরব থাকিবে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —মেশ্‌কাত

২। তিনি বলিয়াছেন : বয়স্কা মেয়ের সম্মতি লইতে হইবে। তাহার নীরবতাই তাহার সম্মতি। সে যদি অস্বীকার করে তাহাকে বাধ্য করা যাইবে না।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : পূর্ব বিবাহিতা স্ত্রীলোক তাহার অভিভাবক হইতে নিজেই অভিভাবক হওয়া অধিকতর স্বত্ববান এবং কুমারী বালিকার সম্মতি চাহিতে হইবে এবং তাহার নীরবতাই তাহার সম্মতি।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস। —মোসলেম

বিবাহের ঘোষণা

যাহাতে বিবাহ লোকের মধ্যে প্রচার হয়, সে জন্য সাক্ষী এবং কিছু নির্দোষ আমোদ-স্ফূর্তি করা দরকার। কেন-না সাক্ষী ও বিবাহের ঘোষণা ব্যতীত বিবাহকে প্রকৃত বিবাহ বলা যায় না। বিবাহের দিনে এই উদ্দেশ্যে দফ বাজান যাইতে পারে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : বিবাহে হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্যকারী ঘোষণা ও দফ বাজান।

বর্ণনায় : মোহাম্মদ বিন্ হাতেব। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

২। আমার নিকট একটি আনসারের কন্যা ছিল। আমি তাহাকে বিবাহ দিয়াছিলাম। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন : হে আয়েশা! তুমি কেন বালিকাগণকে গান গাহিতে দিলে না? কেন-না আনসারদের এই সম্প্রদায় গান ভালবাসে।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —ইব্‌নে হাব্বান

৩। একজন স্ত্রীলোককে এক আনসারের বাড়ীতে বিবাহ করাইয়া আনা হইলে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেনঃ তোমাদের সহিত কি আমোদ-প্রমোদের কিছুই নাই? আনসারগণ আমোদ-প্রমোদ ভালবাসে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —বাইহাকী

৪। তিনি বলিয়াছেনঃ এই বিবাহ ঘোষণা করিয়া দাও এবং ইহা মসজিদে কর এবং ইহাতে দফ বাজাও।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —তিরমিজী

৫। হযরত আয়েশা তাঁহার আনসার আত্মীয়ের একটি কন্যাকে বিবাহ দিয়াছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তুমি কি গায়িকাগণকে পাঠাইয়াছ? তাহারা বলিলঃ হাঁ। তিনি আয়েশাকে বলিলেনঃ তাহার সঙ্গে কি ঐ সকল বালিকাগণকে পাঠাইয়াছ যাহারা গান করিতে পারে? হযরত আয়েশা বলিলেনঃ না। তিনি বলিলেনঃ নিশ্চয়ই আনসারগণ এমন এক কওম যাহাদের মধ্যে গান আছে। তুমি তাহাদের সহিত এমন বালিকা-গণকে পাঠাইবে যাহারা গান গাহিতে পারে। "তোমাদের নিকট আসিয়াছি, তোমাদের নিকট আসিয়াছি, আমাদের জন্য অভ্যর্থনা, তোমাদের জন্য অভ্যর্থনা" (এই বলিয়া আবৃত্তি করলেন)।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —ইবনে মাযাহ্

৬। আমি কারাজাহ্ বিন্ কায়াব এবং আবু মস্‌উদ আনসারীর নিকট এক বিবাহে গেলাম। সেখানে কয়েকটি বালিকাকে গান গাহিতে দেখিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলামঃ হে সাহাবীদ্বয় এবং বদরের যোদ্ধাদ্বয়। তোমাদের সাক্ষাতে এই ব্যাপার? তিনি বলিলেনঃ তোমার ইচ্ছা হইলে বস এবং আমাদের সহিত শ্রবণ কর এবং ইচ্ছা না হইলে চলিয়া যাও, কেন-না বিবাহের সময় আমোদ-প্রমোদ আমাদের জন্য জায়েয বা বৈধ আছে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আমের বিন্ সায়াদ। —নেসায়ী

৭। আমাকে যখন স্বামীর বাড়ীতে দেওয়া হইল, তখন রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমার গৃহে আসিয়া আমার নিকটে তোমার আসনের ন্যায় আমার শয্যায়

আসন গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ছোট ছোট বালিকাগণ দফ বাজাইতে লাগিল এবং আমার পূর্ব পুরুষগণের মধ্যে যাহারা বদরের যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিল, তাহাদের প্রশংসার গান গাহিতে লাগিল। একজন হঠাৎ গাহিল : আমাদের মধ্যে এমন নবী আছেন যিনি কাল কি ঘটিবে তাহা জানেন। তিনি বলিলেন : ইহা ত্যাগ কর এবং যাহা গাহিতেছিলে, তাহা গাও।

বর্ণনায় : হযরত রোবায়ে। —বাইহাকী

বিবাহের সাক্ষী

কুরআন শরীফে আল্লাহ্ বলেন : "তোমাদের পুরুষ হইতে দুইজন সাক্ষী ডাক, যদি দুইজন পুরুষ না পাওয়া যায়, তবে একজন পুরুষ ও দুই জন নারী।" বিনা সাক্ষীতে বিবাহ করা বা দেওয়া অবৈধ।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : ঐ সকল স্ত্রীলোকগণ ব্যভিচারিণী যাহারা সাক্ষী ব্যতীত নিজে নিজে বিবাহ বসে।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস। —মেশ্‌কাত

বিশ্বাসীদের পরস্পরের প্রতি কর্তব্য

এক মুসলমানের ধন, মান ও প্রাণ অন্য মুসলমানের জন্য হারাম। এক মুসলমান অন্য মুসলমানের জীবন, মান ও ধন-সম্পত্তি নষ্ট করিতে পারে না। দুই মুসলমানের মধ্যে কলহ-বিবাদ উপস্থিত হইলে অন্যান্য মুসলমানগণ তাহাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিতে আদিষ্ট। যদি দোষী ব্যক্তি কাহারও কথা মান্য না করে তবে তাহাকে শাস্তি দিবে। যে পর্যন্ত বিবাদকারীদ্বয় মীমাংসা না করে, সে পর্যন্ত তাহাদের কার্যাবলী গৃহীত হয় না। যদি কোন মুসলমানের অন্য মুসলমানের সহিত বিবাদ হয় বা থাকে, তবে প্রথমোক্ত ব্যক্তি তিন দিবসের মধ্যে অসমর্থ হইলে এক বৎসরের মধ্যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। যখন কোন মুসলমান পীড়িত হয়, অন্য মুসলমান তাহার শুশ্রূষা করিবে, মৃত্যু হইলে জানাযা ও দাফন কার্যে উপস্থিত হইবে; দাওয়াত

হইলে যোগদান করিবে, সাক্ষাৎ হইলে সালাম দিবে, সালামের উত্তর দিবে। যখন হাঁচি দেয়, তাহার উত্তর দিবে। সদাসর্বদা এক মুসলমান অন্য মুসলমানের উপকার করিবার চেষ্টা করিবে। মুসলমানগণের পথঘাট হইতে অনিষ্টকর পদার্থ দূর করিয়া ফেলিবে। দরিদ্র ও নিঃসহায় মুসলমানদিগকে পোশাক-পরিচ্ছদ, ভরণপোষণ এবং বসবাসের ব্যবস্থা করিবে। সমাজে অসহায় ও দরিদ্রের জন্য ধনীগণ যাকাত, ফিৎরা ও অন্যান্য দান করিবে। এক মুসলমান অন্য মুসলমানের নিন্দা করিবে না। একে অপরকে শরীয়ত বিরোধী কার্য হইতে বিরত হইতে এবং শরীয়ত অনুযায়ী কার্য করিতে উপদেশ দিবে। একে অপরের দুঃখে সহানুভূতি করিবে এবং সুখে সুখী হইবে। একে অপরকে কাফির বলিবে না। এক মুসলমান নিজের জন্য যাহা ভালবাসে, অপর মুসলমানের জন্যও তাহা ভালবাসিবে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: অত্যাচারী হউক অথবা অত্যাচারিত হউক তোমার ভ্রাতাকে সাহায্য কর। জিজ্ঞাসা করা হইল: অত্যাচারিতকে সাহায্য করিব, কিন্তু অত্যাচারীকে কি ভাবে সাহায্য করিব? তিনি বলিলেন: তাহাকে অত্যাচার হইতে বিরত করিবে। ইহাই তাহাকে সাহায্য করা।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

২। তিনি বলিয়াছেন: যে উত্তমরূপে অযু করিয়া পুণ্যের আশায় তাহার ভ্রাতা মুসলমানের পীড়া দেখিতে যায়, সে দোযখ হইতে ৬০ বৎসরের পথ সমান দূরে চলিয়া যায়।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —আবু দাউদ

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: এক মুসলমানের অন্য মুসলমানের প্রতি ৬টি হক্ আছে! প্রশ্ন করা হইল: উহা কি কি? তিনি বলিলেন: যখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহাকে সালাম দিও; যখন তোমাকে দাওয়াত করে, তাহা গ্রহণ করিও; যখন সে হাঁচি দেয় এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে, তাহার উত্তর দিও; যখন সে পীড়িত হয়, তাহার সেবা করিও এবং যখন সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাঁহার শবের অনুসরণ করিও।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৪। তিনি বলিয়াছেন: ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবে না এবং পরস্পরকে ভাল না বাসিলে ঈমান আসিতে পারে না। আমি কি তোমাদিগকে এমন কার্যের সন্ধান দিব না যাহা করিলে তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিবে? তোমাদের মধ্যে শান্তি বিস্তার কর।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৫। তিনি বলিয়াছেন: মানবের কার্যসমূহ প্রতি সপ্তাহে দুইবার (সোম ও বৃহস্পতিবার) উপস্থিত করা হয়। যে ব্যক্তি এবং তাহার ভ্রাতার মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ আছে, তাহাদিগকে ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেক বিশ্বাসী বান্দাহ্‌কে ক্ষমা করা হয় এবং উহাদের সম্বন্ধে বলা হয়: মীমাংসা না করা পর্যন্ত এই দুইজনকে বাদ রাখ।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যদি আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসী এক-জন বিশ্বাসীর রক্তপাতে অংশ গ্রহণ করে; আল্লাহ্ সকলকেই দোযখে নিক্ষেপ করিবেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৭। তিনি বলিয়াছেন: তিন দিনের অতিরিক্ত কোন মুসলমানের পক্ষে তাহার ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকা হালাল নহে। যে তিন দিবসের অতিরিক্ত তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে অতঃপর তাহার মৃত্যু হয়, সে দোযখে যাইবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —আহমদ, আবু দাউদ

৮। তিনি বলিয়াছেন: কোন বিশ্বাসীর অন্য কোন বিশ্বাসীকে তিন দিনের অতিরিক্ত ত্যাগ করিয়া থাকা বৈধ নহে। তিন দিন গত হইয়া গেলে সে যদি তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, সে যেন তাহাকে সালাম দেয়, সে যদি সালামের উত্তর দেয় উভয়ই পুণ্যের অংশীদার হইবে। সে যদি উত্তর না দেয়, সে পাপী বিবেচিত হইবে এবং সালাম প্রদানকারী ত্যাগের পাপ হইতে তখনই মুক্ত হইয়া যাইবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

৯। তিনি বলিয়াছেন: এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভ্রাতা। তাহাকে সে অত্যাচার করে না, অপমান করে না এবং (বুকের দিকে ইঙ্গিত করিয়া) এইস্থানে অবস্থিত তাহার ধর্মভীরুতাকে অবজ্ঞা করে না। ভ্রাতা মুসলমানকে অবজ্ঞা করার জন্য যে পাপ হয়, উহার বিবেচনায় তিনি তিনবার স্বীয় বুকের দিকে ইঙ্গিত করিলেন। এক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য হারাম। তাহার জান-মাল এবং তাহার সম্মান।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

১০। তিনি বলিয়াছেন: এক বিশ্বাসী অন্য বিশ্বাসীর দর্পণ, এক বিশ্বাসী অন্য বিশ্বাসীর ভ্রাতা। সে তাহার অনিষ্টকর পদার্থ দূর করে এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সে তাহাকে রক্ষা করে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ, তিরমিজী

১১। তিনি বলিয়াছেন: অধিক সৎ ধারণা হইতেও সতর্ক থাকিও, কেন-না ধারণা অনেক সময় মিথ্যা হয়। উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিও না, গুপ্ত কথা শুনিও না, পরস্পর পরস্পরকে হিংসা করিও না, একে অন্যের সহিত বাদানুবাদ করিও না, পরস্পর পরস্পরকে বিপদে ফেলিও না। আল্লাহ্‌র বান্দাকে ভ্রাতা বলিয়া গণ্য করিও।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: মুসলমানকে হত্যা করার চাইতে পৃথিবী ধ্বংস হওয়া আল্লাহ্‌র নিকট অধিকতর সহজ।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —তিরমিজী, নেসায়ী

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে মুসলমান কোন বস্ত্রহীন মুসলমানকে বস্ত্র দান করে, আল্লাহ্ বেহেশ্‌তে তাহাকে সবুজ বর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করাইবেন। যে মুসলমান খাদ্যদানে অন্য মুসলমানের ক্ষুধা নিবারণ করে, আল্লাহ্ তাহাকে বেহেশ্‌তের ফল খাইতে দিবেন। যে মুসলমান পানি দ্বারা অন্য মুসলমানের তৃষ্ণা দূর করে, আল্লাহ্ তাহাকে সংরক্ষিত ফোয়ারা হইতে পানি পান করাইবেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু সাঈদ। —আবু দাউদ, তিরমিজী

১৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বিদায় হজ্জে বলিয়াছেনঃ আমার পরে তোমরা কাফির হইও না এবং পরস্পর পরস্পরের গ্রীবাদেশে আঘাত করিও না।

বর্ণনায় : হযরত জোরাই। —বোখারী, মোসলেম

১৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ বিশ্বাসীকে যে অনিষ্ট করে এবং প্রতারণা করে সে অভিশপ্ত।

বর্ণনায় : হযরত আবু বকর। —তিরমিজী

১৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের এক লোকমা অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে, আল্লাহ্ অনুরূপ দোযখের এক লোকমা তাহাকে ভক্ষণ করিতে দিবেন। যে একখণ্ড বস্ত্র অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে, আল্লাহ্ তাহাকে অনুরূপ একখণ্ড দোযখের বস্ত্র তাহাকে পরিধান করাইবেন। যে অন্যায়ভাবে অন্যের সম্মান নষ্ট করে, বিচারের দিন আল্লাহ্ তাহার সম্মান নষ্ট করিবেন।

বর্ণনায় : হযরত বস্তাওরেদ। —আবু দাউদ

বেতেরের নামায

বেতেরের নামায রাত্রির নামাযের অন্তর্গত। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাজ্জুদের সঙ্গেই বেতের পড়িতেন। কখনও কখনও তিনি এশার নামাযের পরেও বেতের পড়িতেন। পরবর্তীকালে এশার নামায শেষেই ইহা পড়ার ব্যবস্থা করা হইল ; কেন-না অনেকেই তাহাজ্জুদ নামায পড়িত না। ইহার রাকাতের সংখ্যা সম্পর্কেও মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম আবু হানিফার মতে বেতেরের নামায তিন রাকাত এবং ওয়াজেব। অন্যান্য ইমামগণের মতে বেতেরের নামায এক রাকাত এবং সুন্নত।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ রাত্রের নামায দুই রাকাত করিয়া। যখন তোমাদের কেহ প্রাতঃকালের আশঙ্কা করে, তখন এক রাকাত, যাহা সে পড়িয়াছে, তাহাই বেতের।

বর্ণনায় : হযরত ইব্‌নে উমর। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: বেতেরের নামায শেষ রাত্রের এক রাকাত।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে উমর। —মোসলেম

৩। তিনি বলিয়াছেন: রাত্রের নামাযের সর্বশেষ নামায কর বেতেরের নামাযকে।

বর্ণনায় : হযরত ইব্নে উমর। —মোসলেম

৪। তিনি বলিয়াছেন: বেতেরের নামায দ্বারা ভোরকে (নিকটবর্তী) তাড়াতাড়ি কর।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) রাত্রে ১৩ রাকাত নামায পড়িতেন। তিনি না বসিয়া পাঁচ রাকাত বেতের পড়িতেন।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৬। তিনি রাত্রের প্রথম ভাগে বা মধ্য ভাগে বা শেষ ভাগে বেতেরের নামায পড়িতেন। তিনি বেতেরকে সেহ্রী পর্যন্ত বাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এক রাকাত বেতের পড়িতেন। অতঃপর তিনি দুই রুকু দিতেন। তারপর যখন রুকু দিতে ইচ্ছা করিতেন তিনি দাঁড়াইয়া রুকু দিতেন।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —ইবনে মাযাহ্

৮। আমি হযরত আয়েশাকে প্রশ্ন করিলাম: রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর চরিত্র সম্বন্ধে আমাকে বলুন। তিনি বলিলেন: তুমি কি কুরআন পড় না? আমি বলিলাম: হাঁ। তিনি বলিলেন: নবীর চরিত্রই কুরআন। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম: তাঁহার বেতেরের নামায সম্বন্ধে আমাকে জ্ঞাত করুন। তিনি বলিলেন: আমরা তাঁহার মেস্ওয়াক ও অযুর পানি দিতাম। আল্লাহ্র যখন ইচ্ছা

রাত্রে তাঁহাকে জাগাইতেন। তিনি মেস্ওয়াক করিয়া অযু করিতেন এবং নামায পড়িতেন। তাহার মধ্যে অষ্টম রাকাত ব্যতীত অন্য রাকাতে বসিতেন না। তিনি আল্লাহ্‌র যিকির ও প্রশংসাবাদ করিতেন এবং প্রার্থনা করিতেন। অতঃপর সালাম না ফিরাইয়া তিনি নবম রাকাত পড়িতেন। অতঃপর তিনি বসিয়া আল্লাহ্‌র যিকির, ও প্রশংসাবাদ করিতেন এবং প্রার্থনা করিতেন। অতঃপর আমরা শুনিতে পাই এমনভাবে তিনি সালাম ফিরাইতেন। সালামের পর তিনি বসিয়া দুই রাকাত নামায পড়িতেন। এই এগার রাকাত। তাঁহার বয়স হইল এবং তিনি স্থূলকায় হইলেন, তিনি সাত রাকাত বেতের পড়িতেন এবং প্রথম কার্যের ন্যায় শেষ দুই রাকাতে অনুরূপ করিতেন। এই নয় রাকাত। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন নামায পড়িতেন, সুদীর্ঘ করিতে চাহিতেন। যখন নিদ্রা বা দাঁড়ানোর কারণে বেদনা তাঁহাকে অভিভূত করিত, তিনি দিনে ১২ রাকাত নামায পড়িতেন। আমি জানি না তিনি একই রাত্রে সমস্ত কুরআন শেষ করিতেন কি-না, অথবা ভোর পর্যন্ত সমস্ত রাত্রি নামায পড়িতেন কি-না, এবং রমযান ব্যতীত সারা মাস রোযা রাখিতেন কি-না।

বর্ণনায়ঃ হযরত সাআদ বিন্ হেসাম। —মোসলেম

৯। আমি হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করিলামঃ রসূলুল্লাহ্ (দঃ) অপবিত্র হইলে রাত্রের প্রথম ভাগে না শেষ ভাগে গোসল করিতেন, তাহা আমাকে বলুন। তিনি বলিলেনঃ তিনি কখনও রাত্রের প্রথম ভাগে, আবার কখনও রাত্রের শেষ ভাগে গোসল করিতেন। আমি বলিলামঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, ঐ আল্লাহ্‌র প্রশংসা যিনি সকল কার্য সহজ করিয়াছেন। আবার জিজ্ঞাসা করিলামঃ তিনি কি রাত্রের প্রথম না শেষ ভাগে বেতের পড়িতেন? তিনি বলিলেনঃ কখনও রাত্রের প্রথম ভাগে আবার কখনও শেষ ভাগে বেতের পড়িতেন। আমি পূর্বের ন্যায় আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও শোকর করিলাম। আবার জিজ্ঞাসা করিলামঃ তিনি কি উচ্চৈঃস্বরে না নীরবে কেরাত পাঠ করিতেন? তিনি বলিলেনঃ কখনও উচ্চৈঃস্বরে আবার কখনও নীরবে। আমি পূর্বের আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও শোকর করিলাম।

বর্ণনায়ঃ হযরত গোজায়েফ বিন্ হারেস। —আবু দাউদ

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যে শেষ রাত্রে নামায পড়িবার অসামর্থ্যের ভয় করে, সে যেন প্রথম ভাগেই বেতের পড়ে। শেষে রাত্রে যে নামায পড়িবার ইচ্ছা রাখে সে যেন রাত্রের শেষে বেতের পড়ে; কেন-না শেষ রাত্রের নামাযে সাক্ষী থাকে এবং উহা উত্তম।

বর্ণনায় : হযরত জাবের। —মোস্লেম

১১। হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করিলাম : রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কত রাকাত বেতের পড়িতেন? তিনি বলিলেন : চারি এবং তিন, ছয় এবং তিন, আট এবং তিন, দশ এবং তিন রাকাত বেতের পড়িতেন। সাত রাকাতের কম এবং তের রাকাতের অধিক বেতের পড়িতেন না।

বর্ণনায় : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আবি কায়েস। —আবু দাউদ

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : বেতের প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ওয়াজেব (অবশ্য পালনীয়)। যে পাঁচ রাকাত বেতের পড়িতে চায়, সে যেন তাহা পড়ে এবং যে তিন রাকাত পড়িতে চায়, সে যেন তাহা পড়ে।

বর্ণনায় : হযরত আবু আইয়ুব। —আবু দাউদ

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদের নিকট বলিলেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদিগকে একটি নামাযের নির্দেশ দিয়াছেন। তাহা বেতের। লাল বর্ণের উট হইতেও উহা তোমাদের জন্য উত্তম। এশা এবং ফজরের মধ্যবর্তী সময় আল্লাহ্ ইহার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

বর্ণনায় : হযরত খারেজাহ্। —তিরমিজী

১৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যে নিদ্রার জন্য বেতের পড়িতে পারে না, সে যেন ফজর (ভোর) হইলে তাহা পড়ে।

বর্ণনায় : হযরত যায়েদ।

১৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : বেতের সত্য। যে বেতের পড়ে না, সে আমাদের দলভুক্ত নহে (এইভাবে তিনবার বলিয়াছেন)।

বর্ণনায় : হযরত বোরায়দাহ্। —আবু দাউদ

১৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে বেতেরের সময় নিদ্রা যায়, অথবা ইহা ভুলিয়া যায়, সে যেন নিদ্রা হইতে উঠিলে বা স্মরণ হইলে বেতের পড়ে।

বর্ণনায়: হযরত আবু সাঈদ। —তিরমিজী

১৭। হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করিলাম: রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কি দিয়া বেতের পড়িতেন? তিনি বলিলেন: প্রথম রাকাতে 'সাব্বে হিসমা রাব্বিকাল আ'লা' সূরা, দ্বিতীয় রাকাতে 'কুলইয়া আইউহাল্ কাফেরুন' এবং তৃতীয় রাকাতে 'কুলহু আল্লাহু আহাদ', এবং শেষ দুই সূরা পাঠ করিতেন।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল আযিয। —আবু দাউদ

বেহেশ্ত

১। রসূলে খোদা (দঃ) বলিয়াছেন: বেহেশ্তের এক খণ্ড ষষ্টির স্থান পৃথিবী এবং ইহার অভ্যন্তরস্থ সমুদয় বস্তু হইতে অধিক উত্তম।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: মহান আল্লাহ্ বলেন, আমি আমার সৎ বান্দাদের জন্য যাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, তাহা কোন চক্ষু দর্শন করে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই এবং কোন হৃদয়ও হৃদয়ঙ্গম করে নাই। যদি ইচ্ছা হয় তবে পাঠ কর: তাহাদের জন্য নয়ন তৃপ্তিকর যাহা গুপ্ত আছে, তাহা কেহ জ্ঞাত নহে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: বেহেশ্তে এমন একটি বৃক্ষ আছে যাহার ছায়াতলে কোন আরোহী না থামিয়া ১00 বৎসর পর্যন্ত ভ্রমণ করিতে পারে। তোমাদের কাহারও বেহেশ্তে তাহার ধনুকের বাট, যে সমস্ত জিনিসের উপর সূর্য উদয় হয় এবং অস্ত যায়, তাহা অপেক্ষা অধিক উত্তম।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৪। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন—পূর্ণিমার রাত্রের চন্দ্রালোকের ন্যায় প্রথম দল বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে। পরে যাহারা তাহাদের অনুসরণ

করিবে, তাহারা আকাশের উজ্জ্বলতম তারকার মত জ্যোতি বিকিরণ করিবে। তাহাদের সমুদয় হৃদয় মিলিয়া একজন লোকের হৃদয়ের মত হইবে। তাহাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও কলহ থাকিবে না। তাহাদের প্রত্যেকের দুইজন করিয়া সুন্দর চক্ষু বিশিষ্টা যুবতী স্ত্রী থাকিবে। সৌন্দর্যের জন্য হাড় ও মাংসের ভিতর দিয়া তাহাদের পিছনের পায়ের মজ্জা দেখা যাইবে। তাহারা সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র গুণকীর্তন করিতে থাকিবে। তাহারা রোগ-ব্যাধি এবং মলমূত্র হইতে মুক্ত। তাহাদের থুথু থাকিবে না, নাসিকা অপরিষ্কার হইবে না। তাহাদের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পাত্রসমূহ থাকিবে। তাহাদের চিরুনী স্বর্ণ নির্মিত ও পাত্র 'অনুয়া' নির্মিত হইবে। ঘর্ম হইবে মেশ্‌কের মত (সুঘ্রাণ যুক্ত)। তাহাদের একই স্বভাব হইবে এবং তাহাদের দেহ তাহাদের পিতা আদমের দেহের ন্যায় ৬০ হাত দীর্ঘ হইবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ বেহেশ্‌তে যে ব্যক্তি প্রবেশ করিবে সে আমোদ-স্ফূর্তিতে থাকিবে। কোন অভাব থাকিবে না। বস্ত্র পুরাতন হইবে না এবং যৌবন সমাপ্ত হইবে না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ কোন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে, তোমাদের চিরস্থায়ী স্বাস্থ্য থাকিবে, কখনও রোগ হইবে না, তোমরা চিরঞ্জীব হইবে, কখনও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে না। চিরসুখী থাকিবে, কখনও অভাবগ্রস্ত হইবে না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন—বেহেশ্‌তে সর্বাপেক্ষা নিম্ন সম্মান ঐ ব্যক্তির হইবে যাহাকে আল্লাহ্ বলিবেনঃ আশা কর। অতঃপর সে আশার পর আশা করিতে থাকিবে। তিনি বলিবেনঃ তুমি কি আশা করিয়াছ?

সে উত্তর করিবে: হাঁ। তিনি তাহাকে বলিবেন: যাহা তুমি আশা করিয়াছ তোমাব জন্য তাহা হইবে এবং তাহার সঙ্গে তদনুরূপই পাইবে।

বর্ণনায: হযরত আবু হোরাযরা। —মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেন: বেহেশ্‌তবাসী কেশ এবং দাড়ি শূন্য হইবে, চোখ সুরমাযুক্ত হইবে, তাহাদের যৌবন নিঃশেষ হইবে না, তাহাদের পোশাক জীর্ণ হইবে না।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৯। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেন: আল্লাহ্‌ বেহেশ্‌ত স্বষ্টি করিয়া জিব্রাঈলকে বলিলেন, যাও এবং ইহার দিকে তাকাও। তখন সে ইহাব প্রতি এবং ইহার অধিবাসীদের জন্য যাহা স্বষ্টি করিয়াছেন তৎপ্রতি তাকাইল। তারপর সে আসিয়া কহিল: হে প্রভু! তোমার সম্মানের শপথ, ইহাব কথা যে শুনিবে, সে-ই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিবে। অতঃপর ইহাকে তিনি বিপদের দ্বারা আবৃত করিলেন এবং জিব্রাঈলকে বলিলেন: হে জিব্রাঈল! যাও এবং ইহার দিকে তাকাও। সে গিযা ইহার দিকে তাকাইল। তারপর আসিয়া কহিল: হে প্রভু! আমার ভয় হয়, ইহার মধ্যে কেহই প্রবেশ করিতে পারিবে না। আল্লাহ্‌ দোযখ স্বষ্টি করিয়া জিব্রাঈলকে বলিলেন: যাও এবং ইহার দিকে তাকাও। সে গিয়া উহার দিকে তাকাইল। তারপর আসিয়া কহিল: হে প্রভু! তোমার সম্মানের শপথ, ইহার কথা যে শুনিবে, সে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিবে না। অতঃপর ইহাকে তিনি লোভ-লালসার দ্বারা আবৃত করিলেন এবং জিব্রাঈলকে বলিলেন: হে জিব্রাঈল! যাও এবং ইহার দিকে তাকাও। সে গিয়া উহার দিকে তাকাইয়া বলিল: হে প্রভু! তোমার সম্মানের শপথ, আমার ভয় হয়, ইহার মধ্যে সকলেই প্রবেশ করিবে।

বর্ণনায: হযবত আবু হোবাযরা। —তিরমিজী, আবু দাউদ, নেসাযী

১০। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিযাছেন: প্রাতঃকালে অথবা সন্ধ্যাকালে আল্লাহ্‌র পথে ভ্রমণ করা পৃথিবী এবং ইহার মধ্যে যাহা আছে তাহা অপেক্ষাও অধিক উত্তম। বেহেশ্‌তবাসী রমণীদের কোন রমণী যদি লুকাইয়া পৃথিবীতে

দৃষ্টিপাত করিত তাহা হইলে তাহার মধ্যবর্তী স্থান আলোকিত হইয়া যাইত এবং সুগন্ধে ভরপুর হইয়া উঠিত। তাহার মাথার কেশগুচ্ছ পৃথিবী এবং তৎমধ্যবর্তী দ্রব্য অপেক্ষা অধিক উত্তম।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —মোসলেম

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: বেহেশ্‌তের মধ্যে নিশ্চয়ই একটি বাজার আছে। তাহারা প্রতি সপ্তাহে এখানে আসিবে। উত্তরের বায়ু প্রবাহিত হইয়া তাহাদের মুখে এবং বস্ত্রে লাগিবে। তাহাতে তাহারা আরও সুশ্রী হইবে। তাহাদের স্ত্রীদের নিকট গিয়া দেখিবে যে, তাহাদের সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্ত্রীগণ তাহাদিগকে বলিবে: আল্লাহ্‌র শপথ, তোমরা আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছ অবধি তোমাদের সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহারা বলিবে: আল্লাহর শপথ, তোমরা যাওয়া অবধি তোমাদের সৌন্দর্য অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। — মোসলেম

১২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন: বেহেশ্‌তের মধ্যে মুমিনকে সঙ্গম করিবার জন্য এইরূপ এবং এইরূপ শক্তি দেওয়া হইবে। প্রশ্ন করা হইল: হে আল্লাহ্‌র রসূল! তাহা কি সে পারিবে? তিনি বলিলেন: তাহাকে ১00 জন লোকের শক্তি দেওয়া হইবে।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —তিরমিজী

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যাহারা বেহেশ্‌তে আছে, তাহাদের নখরের ন্যায় ক্ষুদ্র একটি জিনিসও যদি পৃথিবীতে আসিয়া পড়িত, তাহা হইলে আকাশ সমূহ এবং পৃথিবীর মধ্যের সমুদয় বস্তুই আলোকিত হইয়া যাইত। যদি বেহেশ্‌তবাসীদের কোন লোক লুকাইয়া দেখিত এবং তাহার অঙ্গুলী দৃষ্টিগোচর হইত, তবে ইহা উজ্জ্বল সূর্যালোককেও পরাজিত করিত, যেমন তারকার জ্যোতিকে সূর্যের জ্যোতি মলিন করিয়া দেয়।

বর্ণনায়: হযরত সায়াদ বিন্ আবু ওক্কাস। —তিরমিজী

১৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: বেহেশ্‌তের বাজারে কোন ক্রয়-বিক্রয় হইবে না, সুস্থ নর-নারী চলাফিরা করিবে। কোন পুরুষ যখনই

কোন স্ত্রীলোকর সঙ্গ পছন্দ করিবে, তখনই সে তাহার সহিত সহবাস করিতে পারিবে।

বর্ণনায : হযরত আলী। —তিরমিজী

১৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : বেহেশ্তবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিম্ন পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিরও আশি হাজার দাস এবং ৭২ জন স্ত্রী থাকিবে ; জাবিয়া এবং ছানার দূরত্বের সমান মণি-মুক্তার একটি তাঁবু স্থাপন করা হইবে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন : বেহেশ্তবাসীদের ছোট বা বড যে-ই মৃত্যুবরণ করিবে তাহাকে বেহেশ্তে ৩০ বৎসরের যুবক করিয়া দেওয়া হইবে। সে আর বৃদ্ধ হইবে না। দোযখের অধিবাসীরাও এইরূপ হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন : তাহাদের মাথায় টুপি থাকিবে। তাহার মধ্যে যে সর্বনিম্নের মুক্তার টুপি থাকিবে, তাহা পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তীস্থান আলোকময করিবে। তিনি বলিয়াছেন : যখন কোন বিশ্বাসী বেহেশ্তে কোন সন্তানের আকাঙক্ষা করিবে, (তখনই) তাহার ইচ্ছানুযায়ী এক মুহূর্তে গর্ভ এবং জন্ম হইবে।

বর্ণনায : হযরত আবু সায়ীদ। —তিরমিজী, ইব্‌নে মাযাহ্

১৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন : নিশ্চযই বেহেশ্তে সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু বিশিষ্টা কুমারী যুবতীগণের এক সভা হইবে। তাহাতে তাহারা যে শব্দ করিবে, তাহা কোন সৃষ্ট প্রাণী অদ্য পর্যন্ত শ্রবণ করে নাই। তাহারা বলিবে : আমরা চিরকাল বাঁচিয়া থাকিব, আমাদের মরণ নাই ; আমরা সুখে থাকিব, আমাদের দুঃখ নাই। আমরা সন্তুষ্ট থাকিব, আমরা অসন্তুষ্ট হইব না। যাহাদের জন্য আমরা এবং আমাদের জন্য যাহারা, সকলেই সুখী।

বর্ণনায : হযরত আলী। —তিরমিজী

১৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : বেহেশ্তের মধ্যে পানি, মধু, দুগ্ধ এবং মদের সমুদ্র রহিয়াছে।

বর্ণনায : হযরত হাকিম। —তিরমিজী

১৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : বেহেশ্ত ও দোযখ পরস্পর তর্ক করিয়াছিল। দোযখ বলিল : অহংকারী ও অত্যাচারীদিগকে দেওয়া হইয়াছে

আমাকে। বেহেশ্‌ত বলিল: আমার কি হইয়াছে যে, মানুষের মধ্যে দুর্বল, নির্দোষ এবং অসতর্ক লোকগণ ব্যতীত আমার মধ্যে অন্য কেহ প্রবেশ করে নাই। আল্লাহ্‌ বেহেশ্‌তকে বলিলেন: তুমি আমার করুণা, তোমার দ্বারা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে করুণা প্রদর্শন করি। তিনি দোযখকে বলিলেন: তুমি আমার শাস্তি। আমার দাসদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে আমি তোমার দ্বারা শাস্তি প্রদান করি, কিন্তু তাহাদের দ্বারা তোমাদের উভয়কেই পূর্ণ করা হইবে। দোযখের ব্যাপারে, আল্লাহ্‌ তাঁহার পা না দেওয়া পর্যন্ত উহা পূর্ণ হইবে না। তখন উহা বলিবে: যথেষ্ট হইযাছে, যথেষ্ট হইযাছে। তখন উহা পরিপূর্ণ হইবে এবং উহার কিছু অংশ অন্য অংশের নিকটে আসিবে। আল্লাহ্‌ তাঁহার সৃষ্টিরাজির মধ্যে কাহাকেও অত্যাচার করিবেন না। বেহেশ্‌তের ব্যাপারে, নিশ্চযই আল্লাহ্‌ উহাকে সৃষ্টজীব দান করিবেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

ব্যবসা-বাণিজ্য

ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ উপার্জনের একটি শ্রেষ্ঠ উপায। আল্লাহ্‌ কুরআনে বলেন: 'পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড় এবং আল্লাহ্‌র সম্পদ অন্বেষণ কর।" রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিযাছেন: "জীবিকার ১০ ভাগের ৯ ভাগই ব্যবসা বাণিজ্যে নিহিত।" তিনি আরও বলেন: "বিশ্বাসী ব্যবসায়ী বিচারের দিন নবী, শহীদ এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকিবে।" তিনি নিজেই বিবি খাদিজার কর্মচারী হিসাবে ব্যবসা করিযাছিলেন।

১। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেন: সাধু ব্যবসায়ী যখন ক্রয-বিক্রয করে এবং কোন বিরোধ মীমাংসা করে তখন আল্লাহ্‌ তাহার উপর অনুগ্রহ অবতীর্ণ করেন।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —বাইহাকী

২। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিযাছেন: 'বাণিজ্য-সম্ভারের জন্য শপথ উপকারী, কিন্তু ইহা প্রাচুর্যতাকে ধ্বংস করে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৩। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন: সত্যবাদী বিশ্বাসী ব্যবসাযী, নবীগণ, সত্যবাদীগণ এবং শহীদগণেব সঙ্গে থাকিবে।

বর্ণনায: হযবত আবু সঈদ। —তিরমিজী, ইব্‌নে মাযাহ্

৪। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন: যাহাবা খোদাভীক, ধার্মিক ও সত্য-বাদী তাহাবা ব্যতীত অন্যান্য ব্যবসাযীগণ বিচাবেব দিনে পাপী হইযা উত্থিত হইবে।

বর্ণনায: হযবত আবু ওবায়দাহ্। ইবনে মাযাহ্, তিবমিজী

৫। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন: মুসলমানেব ক্রয কবা দ্রব্য যে ব্যক্তি ফেবত লয, বিচাবেব দিন আল্লাহ্ তাহাব দোষ ফেবত লইবেন।

বর্ণনায: হযবত আবু হোবাযবা। —আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্

৬। তিনি বলিযাছেন: উভযেব সম্মতি ব্যতীত (ক্রেতা ও বিক্রেতা) পৃথক্ হইযা যাইবে না।

বর্ণনায: হযবত আবু হোবাযবা। —আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্

৭। একটি লোক বসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বলিল: ক্রয-বিক্রযে আমি প্রতাবিত হই। তিনি বলিলেন: যখন ক্রয-বিক্রয কব তখন বল: কোন প্রতাবণা নাই। লোকটি তাহাই বলিত।

বর্ণনায: হযরত ইবনে উমব। —বোখাবী, মোসলেম

৮। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: খবিদ্দাব ও বিক্রেতাব ক্রযেব স্বাধীনতা ব্যতীত তাহাদেব প্রত্যেকেবই শবীকেব উপব কর্তৃত্ব বা অধিকাব বহিযাছে যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাবা পৃথক না হয। অন্য বর্ণনায: যখন খরিদ্দাব ও বিক্রেতা কারবাব কবে, তখন পর্যন্ত তাহাদের প্রত্যেকেবই স্বাধীন ইচ্ছা আছে যতক্ষণ তাহাবা পৃথক না হয বা তাহাদের মধ্যে কোন শর্ত না থাকে। যখন কোন শর্তে কাববাব হয, তখন উহা বাধ্যতামূলক হইযা যায়। অন্য বর্ণনায: খরিদ্দাব ও বিক্রেতা পৃথক না হওযা পর্যন্ত, অথবা পবস্পব ইচ্ছা না কবা পর্যন্ত স্বাধীন ইচ্ছাব উপবে থাকে।

বর্ণনায: হযবত ইবনে উমর। —মেশ্‌কাত

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যখন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মতভেদ হয, তখন বিক্রেতার উপর প্রমাণ অথবা শপথ এবং ক্রেতার কারবারে স্বাধীনতা আছে। অন্য বর্ণনায: যখন ক্রেতা ও বিক্রেতার মতভেদ হয এবং বিক্রেতা তাহার কথার উপর স্থির থাকে, তখন তাহাদের প্রমাণ না থাকিলে বিক্রেতার কথাই ঠিক ধরিতে হইবে। অথবা দুইজনেই কারবার পরিত্যাগ বা বাতিল করিতে পারে।

বর্ণনায: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মসউদ। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: শর্ত থাকা ব্যতীত পৃথক না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বাধীনতা আছে। ইহা বৈধ নয যে, একজন অন্যজন হইতে কারবারে লোকসানের ভযে পৃথক হয।

বর্ণনায: হযরত আমর বিন্ শোযায়েব। —তিরমিজী, আবু দাউদ

১১। তিনি বলিয়াছেন: পৃথক না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বাধীনতা আছে। যদি তাহারা সত্য বলে এবং দোষ প্রকাশ করে তাহাদের কারবারে বরকত বা প্রচুলতা আসে এবং যদি মিথ্যা বলে ও দোষ গোপন করে, তাহাদের কারবারের বরকত বা প্রচুলতা নষ্ট হয।

বর্ণনায: হযরত হাকিম বিন্ হেজাম। —তিরমিজী, আবু দাউদ

ব্যবসায়ে হারাম জিনিস

(১) স্ত্রীলোকের দুগ্ধ, (২) ওলানের দুগ্ধ, (৩) শূকরের লোম, (৪) মানুষের লোম, (৫) কোন প্রাণীর পশম, (৬) মদ, (৭) শূকরের মাংস, (৮) আকাশের পাখী না ধরা পর্যন্ত, (৯) পানির মাছ না ধরা পর্যন্ত, (১০) দখল না লইযা বিক্রয, (১১) পানি বা ঘাস বিক্রয বা বন্দোবস্ত দেওযা, (১২) নিজের এবং পরিজন বর্গের খোরাকী না রাখিযা খাদ্য শস্য বিক্রয, (১৩) ফল বা শস্য পক্ক হওযার পূর্বেই বিক্রয করা অবৈধ।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) 'মোজাবানাত' (কোন অনির্দিষ্ট পরিমাণের কোন বস্তু নির্দিষ্ট ওজন বা মূল্যের পরিবর্তে) কারবার নিষেধ করিযাছেন। অন্য

বর্ণনায : ইহা শস্য হইলে পরিমিত খাদ্যের বিনিময়ে উহা বিক্রয় করা। হযরত (দঃ) এই সমস্ত কাববাব নিষেধ কবিযাছেন। অন্য বর্ণনায় : তিনি মোজাবানাত কারবাব নিষেধ কবিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন : খেজুর গাছের মাথায যে খেজুব আছে, তাহা নির্দিষ্ট পরিমাণ শুষ্ক খেজুবেব বিনিময়ে এই শর্তে বিক্রয় কবা ; যদি বেশী হয তাহা আমাব জন্য এবং যদি কম হয়, তাহাব জন্য আমি দাযী নই।

বর্ণনায : হযবত ইবনে উমব। —বোখাবী, মোসলেম

২। তাহাবা বাজাবের প্রথম দিকে খাদ্য শস্য ক্রয় করিত এবং তথায়ই উহা বিক্রয কবিত। স্থানান্তর না হওয়া পর্যন্ত উহা বিক্রয় করিতে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নিষেধ করিযাছেন।

বর্ণনায় : হযবত ইবনে উমর। —আবু দাউদ

৩। তিনি বলিয়াছেন : যে খাদ্য শস্য ক্রয় কবে, তাহা পবিমাণ না করা পর্যন্ত যেন বিক্রয না করে।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে উমর। —বোখাবী, মোসলেম

৪। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : বাজারে না নামান পর্যন্ত বাণিজ্য-সম্ভাবে অগ্রবর্তী হইও না।

বর্ণনায় : হযবত ইবনে উমব। —বোখাবী, মোসলেম

৫। তিনি বলিযাছেন : কেহ যেন তাহার ভাইয়ের ক্রযের উপবে ক্রয় না কবে এবং কেহ যেন তাহার ভাই যাহাকে বিবাহ কবিতে চায়, তাহাকে তাহাব অনুমতি ব্যতীত যেন বিবাহ কবিতে না চায়।

বর্ণনায : হযবত ইবনে উমব। —মোসলেম

৬। খেজুব পক্ক না হওযা পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বিক্রয় কবিতে নিষেধ করিযাছেন।

বর্ণনায় : হযবত ইবনে উমব। —তিবমিজী

৭। খেজুব বাহিব হওয়ার পর যে ব্যক্তি বৃক্ষ ক্রয করে, ক্রেতা কোন শর্ত না করিলে ইহার ফল বিক্রেতার জন্যই হইবে। যে ব্যক্তি এমন দাস

ক্রয় করে যাহার সম্পত্তি আছে, সে যদি কোন শর্ত না করিয়া থাকে তবে উহার সম্পত্তি বিক্রেতার জন্য হইবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ওয়ালা বিক্রয় (মুক্ত দাসের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকার) এবং হেবা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইব্‌নে উমর। —বোখারী, মোসলেম

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফল ভাল (নির্দোষ) হইয়া বাহির না হইতে বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অন্য বর্ণনায়ঃ খেজুর পাকা না হইতেই এবং শস্য সাদা এবং অনিষ্ট হইতে রেহাই না পাওয়া পর্যন্ত বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আরিয়াতের অনুমতি দান করিয়াছেন। ইহা নির্দিষ্ট পরিমাণ শুষ্ক খেজুর পাঁচ ওয়াসাকের কম জিনিসের বিনিময়ে বিক্রয় করা। (৬০ সায়াতে এক ওয়াসাক এবং প্রায় চারি সেরে এক সা'য়া)।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

১১। তিনি বলিয়াছেনঃ ক্রয় করিবার জন্য উট সমূহের নিকট আগেই যাইও না। তোমাদের কেহই অন্য কাহারও ক্রয়ের উপর ক্রয় করিও না। কারবারে একে অন্যকে বাধা দিও না। কোন শহরবাসী গ্রামবাসীর নিকট বিক্রয় করিও না। উট ও ছাগীর দুগ্ধ ফিরাইয়া রাখিও না। উট ও ছাগীর ক্রেতার দুগ্ধ দোহনের পর দুইটি স্বাধীন ইচ্ছা আছে। সে ইচ্ছা করিলে রাখিতে পারে এবং ইচ্ছা না করিলে সে এক সা'য়া শুষ্ক খেজুর সহ তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিতে পারে। অন্য বর্ণনায়ঃ ওলানের দুগ্ধ সহ কোন ছাগী ক্রয় করিলে, তিন দিন পর্যন্ত তাহার স্বাধীনতা আছে। অতঃপর সে উহা ফিরাইয়া দিলে এক সা'য়া খাদ্য শস্য সহ (আটা নহে) উহা ফিরাইয়া দিবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: শস্যের ব্যবসায়ীর সহিত অগ্রেই সাক্ষাৎ করিও না। যে তাহার সহিত অগ্রেই সাক্ষাৎ করিয়া কিছু ক্রয় করে, তাহার মনিব বাজারে আসিলে, তাহার স্বাধীন ইচ্ছা থাকে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোবায়রা। —মোসলেম

১৩। তিনি বলিয়াছেন: কোন ব্যক্তি যেন তাহার ভ্রাতার ক্রয়ের উপর ক্রয় না করে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোবায়রা। —মোসলেম

১৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) পাথর নিক্ষেপ দ্বারা ক্রয় করিতে এবং দখলে না আসা পর্যন্ত কোনও দ্রব্য বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোবায়রা। —মোসলেম

১৫। তিনি বলিয়াছেন: অতিরিক্ত পানি বিক্রয় লব্ধ অর্থ দ্বারা তৃণ ক্রয় করা যাইবে না।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোবায়রা। —নাসায়ী, মোসলেম

১৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) একটি খাদ্য শস্যের স্তূপের নিকট দিয়া যাইবার কালে স্বীয় হস্ত স্তূপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিলে তাহার অঙ্গুলী ভিজিয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: হে শস্যের মালিক। ইহা কি? সে বলিল: বৃষ্টিতে ভিজিয়াছে। তিনি বলিলেন: তুমি কি ইহা শস্যের উপরিভাগে রাখিতে পারিলে না? তাহা হইলে লোকে দেখিতে পাইত। যে প্রতারণা করে সে আমার দলভুক্ত নহে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোবায়রা। —মোসলেম

১৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এক বিক্রয়ে দুই বার লাভ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোবায়রা। —তিরমিজী

১৮। তিনি বলিয়াছেন: তোমাদের পূর্ববর্তী এক লোক অন্য এক লোক হইতে জমি খরিদ করিয়াছিল। ক্রেতা জমিতে স্বর্ণ পূর্ণ একটি পাত্র দেখিতে

পাইয়া বিক্রেতার নিকটে গিয়া বলিল: তোমার স্বর্ণ আমার নিকট হইতে লও। আমি শুধু জমি খরিদ করিয়াছি, তোমার নিকট হইতে স্বর্ণ খরিদ করি নাই। বিক্রেতা বলিল: আমি তোমার নিকট জমি এবং উহার মধ্যে যাহা আছে তাহাও বিক্রয় করিয়াছি। অতঃপর তাহারা উভয়ই ইহার বিচারের জন্য এক ব্যক্তিকে বলিল। বিচারক বলিলেন: তোমাদের কি সন্তান-সন্ততি আছে? একজন বলিল: আমার একটি পুত্র আছে। অন্যজন বলিল: আমার একটি কন্যা আছে। বিচারক বলিলেন: বালককে কন্যাটি বিবাহ করাইয়া দাও এবং উহা হইতে কতক ইহাদের জন্য ব্যয় কর এবং দান কর।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

১৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফল পাকা না হওয়া পর্যন্ত বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করা হইল: পাকা হওয়ার অর্থ কি? তিনি বলিলেন: যে পর্যন্ত লাল না হয়। তিনি পুনঃ বলিলেন: তুমি কি চিন্তা করিয়াছ যে, যখন আল্লাহ্ কাঁচা খেজুর নিষেধ করিয়াছেন, তখন কিসের জন্য তোমাদের কেহ তাহার ভ্রাতার মাল লইবে?

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

২০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আঙ্গুর কৃষ্ণবর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এবং খাদ্য শস্য শক্ত না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —তিরমিজী, আবু দাউদ

২১। কেলাব সম্প্রদায়ের একজন ঘোড়ার ভাড়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহাকে নিষেধ করিলেন। সে বলিল: আমরা ঘোড়া ভাড়া দেই এবং উপকার পাই। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাকে উপকার পাইতে অনুমতি দিলেন।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —তিরমিজী

২২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মোখাবারাহ্ (বর্গা), মোহালাকাহ্ (একশত ফারক, আটার বিনিময় খাদশস্য বিক্রয় করা, প্রায় আট সেরে এক ফারক), মোজাবানাহ্ (একশত ফারক বৃক্ষের উপবিস্থিত খেজুরের বিনিময়

শুষ্ক খেজুর বিক্রয় করা), মোখাবারাহ্ (এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ শস্যে জমি বর্গা দেওয়া) নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু আরিয়াতের অনুমতি দিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের। —মোসলেম

২৩। হযরত (দঃ) গাছের উপরে ফল থাকিতে কয়েক বৎসরের জন্য বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং অনিষ্ট হইতে রক্ষার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের। —মোসলেম

২৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যদি তোমার ভ্রাতার নিকট হইতে শুষ্ক খেজুর ক্রয় কর এবং পরে উহার দোষ বাহির হয়, ইহা তোমার পক্ষে বৈধ নহে যে, উহা হইতে কিছু গ্রহণ কর। তুমি কিসের বিনিময়ে অন্যায়ভাবে তোমার ভ্রাতার মাল গ্রহণ করিবে?

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের। —মোসলেম

২৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) উটের মোজা, পানি এবং চাষ করিবার জমি ক্রয়-বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের। —মোসলেম

২৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) অতিরিক্ত পানির ব্যবসা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের। —মোসলেম

২৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) অভাবী এবং অবিবেচক লোকের সহিত এবং ফল বড় না হইলে ক্রয়-বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আলী। —আবু দাউদ

২৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ অগ্রিম দাদনে ক্রয়-বিক্রয় হালাল নহে এবং এক বিক্রয়ে দুই শর্ত নাই। দখলে না আসা পর্যন্ত কোন লাভ নাই। তোমার দখলে যাহা নাই, তাহার ক্রয়-বিক্রয় নাই।

বর্ণনায়ঃ হযরত আমর বিন্ শোয়ায়েব। —তিরমিজী

২৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে দোষ-ত্রুটিপূর্ণ কোন দ্রব্য প্রকাশ না করিয়া বিক্রয় করে, সে আল্লাহ্‌র ক্রোধের মধ্যে থাকে বা ফিরেশ্‌তাগণ তাহাকে অভিসম্পাত করিতে থাকে।

বর্ণনায়ঃ হযরত ওয়াসেলা। —ইবনে মাযাহ্

ব্যভিচার বা জিনা

ব্যভিচার বা জিনা হারাম। ইহা অবৈধ না হইলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত এবং কে কাহার উত্তরাধিকারী বা ওয়ারিস তাহা স্থির করা যাইত না। বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর জন্য মৃত্যুদণ্ড এবং অবিবাহিত ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণীর জন্য ১০০ বেত্রাঘাত শাস্তিস্বরূপ সাব্যস্ত করা হইয়াছে। কুরআন বলিতেছেঃ "ব্যভিচারের নিকটবর্তী হইও না। ইহা অশ্লীল কার্য এবং অসৎ পন্থা।" ব্যভিচার প্রমাণের জন্য চারি জন সাক্ষী দরকার। তাহারা সকলেই বলিবে যে, তখন এই ঘটনা তাহারা সচক্ষে দেখিয়াছে। একজন সাক্ষী চারিবার স্বীকারোক্তি করিলেও হয়।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সাক্ষাতে দুই ব্যক্তি তর্ক-বিতর্ক করিতেছিল। উহাদের মধ্যে একজন বলিলঃ আল্লাহ্‌র কুরআন অনুসারে আমাদের মধ্যে বিচার করুন। অন্যজন বলিলঃ আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে আমাদের মধ্যে বিচার করুন এবং আমাকে কথা বলিতে অনুমতি দিন। তিনি বলিলেনঃ বল। সে বলিলঃ আমার ছেলে তাহার মজুর ছিল এবং সে তাহার স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিয়াছে। কেহ কেহ বলিলঃ আমার ছেলেকে পাথর দ্বারা হত্যা করা হইবে। আমি তাহার বদলে ১০০ ছাগ এবং আমার একজন দাসী ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিলাম। অতঃপর আমি বিদ্বান লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, আমার ছেলেকে ১০০ বেত্রাঘাত করার বিধান আছে এবং এক বৎসর নির্বাসন দণ্ড আছে; এবং তাহার স্ত্রীর পাথর দ্বারা মৃত্যুদণ্ড আছে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেনঃ সাবধান! যাহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ, আমি আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে বিচার করিব। ছাগ এবং তোমার দাসীকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। তোমার ছেলেকে ১০০ বেত্রাঘাত এবং এক বৎসর নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হইবে। হে ওনায়েস!

তোমার সম্বন্ধে এই যে, তুমি মেয়েলোকটিকে প্রাতে নিয়া আসিবে। যদি সে স্বীকার করে, তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইবে। অতঃপর স্ত্রীলোকটি স্বীকার করিল এবং তাহাকে পাথর দ্বারা হত্যা করা হইল।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোবায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মসজিদে অবস্থানকালে এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার নিকট বলিল : আমি ব্যভিচার করিয়াছি। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাঁহার দিক হইতে অন্য দিকে ফিরিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলের অর্ধেক যাহা সামনে ছিল সে তাহা ফিরাইয়া বলিল : আমি ব্যভিচার বা জিনা করিয়াছি। তিনি অন্য পার্শ্বে ফিরিয়া গেলেন। যখন (এইভাবে) চারি বার সে সাক্ষ্য দিল, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : তুমি কি পাগল? সে বলিল : না। তিনি পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন : তুমি কি বিবাহিত? সে বলিল : হাঁ। তিনি আদেশ দিলেন : তাহাকে পাথর দ্বারা মার। ইবনে সেহাব বলেন : যে লোকটি জাবের বিন্ আবদুল্লাহ্‌কে এই কথা বলিতে শুনিয়াছে সে আমাকে বলিল : আমরা তাহাকে মদীনাতে পাথর দ্বারা মারিয়া ফেলিলাম। যখন একটি পাথর তাহার দিকে মারা হইল, সে পলাইয়া গেল। আমরা তাহাকে প্রান্তরের মধ্যে ধরিয়া পাথর মারিতে মারিতে মারিয়া ফেলিলাম।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : তোমাদের কোন দাসী যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং তাহা প্রমাণিত হয়, তবে নির্ধারিত বেত্রাঘাত তাহাকে দেওয়া হইবে। অতঃপর কোনরূপ দোষারোপ করিবে না। যদি সে তৃতীয় বার ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং উহা প্রমাণিত হয়, তবে কেশের রজ্জুর বিনিময় তাহাকে বিক্রয় করিয়া ফেলিবে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৪। মাগের আসলামী (নামক এক ব্যক্তি) রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট বলিল যে, সে ব্যভিচার করিয়াছে। রসূলুল্লাহ্ তাহার দিক হইতে পার্শ্ব

বদলাইলেন। সে অন্য পার্শ্ব হইতে আসিয়া বলিল, সে ব্যভিচার বা জিনা করিয়াছে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) পুনঃ পার্শ্ব বদলাইলেন। এইভাবে চতুর্থবার বলার পর তাহার সম্বন্ধে আদেশ হইল এবং একটি মাঠে নিয়া তাহাকে পাথর দ্বারা মারা হইল। যখন তাহার দেহে একটি পাথর লাগিল, সে পলাইয়া যাইতে লাগিল। একটি লোকের হাতে উট চালনার লাঠি ছিল। সে উহা দ্বারা তাহাকে মারিতে লাগিল এবং অন্য লোকজনও তাহাকে মারিতে লাগিল। অতঃপর সে মরিয়া গেল। পরবর্তীকালে তাহার পলাইয়া যাইবার কথা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট উল্লেখ করা হইলে তিনি বলিলেন: কেন তাহাকে ছাড়িয়া দিলে না? অন্য বর্ণনায়: তোমরা কেন তাহাকে ছাড়িয়া দিলে না? হয় ত সে তওবা করিত এবং আল্লাহ্ তাহার তওবা কবুল করিতেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আল্লাহ্ সেই লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না, যে (কামভাব চরিতার্থের জন্য) অন্য পুরুষের নিকট গমন করে অথবা স্ত্রীলোকের পশ্চাদভাগ ব্যবহার করে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৬। তিনি বলিয়াছেন: যে (কামভাব চরিতার্থের জন্য) কোন প্রাণীর নিকট গমন করে, তাহার জন্য কোন নির্দিষ্ট শাস্তি নাই।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৭। আসলামী সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া নিজের বিরুদ্ধে চারি বার সাক্ষ্য দিল যে, সে একটি স্ত্রীলোকের সহিত ব্যভিচার করিয়াছে। প্রত্যেক বারই রসূলুল্লাহ্ তাহার দিক হইতে অন্যদিকে ফিরিলেন। পঞ্চমবার লোকটি তাঁহার নিকট আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: তুমি কি তাহার সহিত সহবাস করিয়াছ? সে বলিল: হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: কাঠি সুরমাদানীর মধ্যে অথবা বালতি কূপের মধ্যে প্রবেশ করানোর ন্যায়? সে বলিল: হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: জিনা (বা ব্যভিচার) কি, তাহা কি তুমি জান? সে বলিল: হাঁ। আমি তাহার সহিত অবৈধ কাজ করিয়াছি, যাহা একজন স্বামী তাহার স্ত্রীর সহিত বৈধ

ভাবে করে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: এই কথা দ্বারা তুমি কি ইচ্ছা কর? সে বলিল: আমি চাই আপনি আমাকে পবিত্র করুন। অতঃপর তাহার সম্বন্ধে আদেশ দিলেন এবং তাহাকে পাথর দ্বারা হত্যা করা হইল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাঁহার দুইজন সঙ্গীকে বলিতে শুনিয়াছেন: আল্লাহ্ এই লোকটিকে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। যে পর্যন্ত তাহাকে পাথরের আঘাতে কুকুরের মৃত্যুর ন্যায় হত্যা করা না হইয়াছিল, সে পর্যন্ত তাহার আত্মা তাহাকে ত্যাগ করে নাই। তিনি তাহাদের নিকট নীরব রহিলেন এবং এক ঘণ্টা ভ্রমণ করিয়া স্ফীত পদ সহ একটি গর্দভের মৃত দেহের নিকট দিয়া যাইবার সময়ে বলিলেন: অমুক লোক কোথায়? তাহাদের একজন বলিল: আমরা এই দুইজন আছি। তিনি বলিলেন: এই মৃত গাধার মাংস ভক্ষণ কর। সে বলিল: কে ইহা ভক্ষণ করিবে? এখনই তোমার ভ্রাতার সম্মানের যাহা লাঘব করিলে, ইহা ভক্ষণের চাইতে তাহা অধিকতর ঘৃণিত। যাহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ, সে নিশ্চয়ই এখন বেহেশ্তের নদীর মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

৮। সা'য়াদ বিন্ ওবাদাহ্ বলিয়াছেন: আমার স্ত্রীর সহিত যদি কোন লোককে দেখিতে পাইতাম, তবে চারি জন সাক্ষী না আনা পর্যন্ত তাহাকে স্পর্শ করিতাম না। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: হাঁ। সে বলিল: কখনই না। যিনি আপনাকে সত্যধর্ম সহ প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার শপথ। আমি সাক্ষী আনার পূর্বেই তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিতাম। তিনি বলিলেন: তোমাদের সর্দার যাহা বলে, তিনি (সা'য়াদ) খুব রাগান্বিত হইয়াছেন, তাহা শুন। তাহা হইতেও অধিক ক্রোধ আমার আছে এবং আমার ক্রোধ হইতেও আল্লাহ্‌র অধিক ক্রোধ আছে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৯। মায়েজ বিন্ মালেক রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া ব্যভিচার বা জিনার কথা বলিলে, তিনি তাহাকে বলিলেন: হয়ত তুমি তাহাকে চুম্বন দিয়াছ বা স্পর্শ করিয়াছ বা দৃষ্টিপাত করিয়াছ। সে বলিল: না।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তুমি কি তাহার সহিত জিনা করিয়াছ? সে বলিলঃ হাঁ। ইহার পর তিনি তাহাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী

১০। তিনি মায়েজ বিন্ মালেককে বলিয়াছেনঃ তোমার সম্বন্ধে আমার নিকট যে সংবাদ পৌঁছিয়াছে তাহা কি সত্য? সে বলিলঃ আমার সম্বন্ধে আপনার নিকট কি সংবাদ পৌঁছিয়াছে? তিনি বলিলেনঃ আমি সংবাদ পাইয়াছি যে, তুমি অমুক পরিবারের এক দাসীর সঙ্গে জিনা করিয়াছ। সে বলিলঃ হাঁ। অতঃপর সে (নিজেই) চারি বার সাক্ষ্য দিলে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আদেশ দিলেন এবং তাহাকে পাথর দ্বারা মারা হইল।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —মোসলেম

১১। তিনি বলিয়াছেনঃ তোমরা লুতের কওমের কার্য (পুরুষের সহিত সম মৈথুন করিতে) যদি দেখিতে পাও, তবে দোষী ব্যক্তিকে হত্যা করিবে এবং যাহার উপর ইহা করা হইয়াছে তাহাকেও হত্যা করিবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —তিরমিজী

১২। তিনি বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি (কামভাব চরিতার্থ করিতে) কোন চতুষ্পদ জন্তুর নিকট গমন করে তাহাকে হত্যা কর এবং তাহার সঙ্গে জন্তুটিকেও হত্যা কর। ইবনে আব্বাসকে প্রশ্ন করা হইলঃ জন্তুটির অপরাধ কি? সে বলিলঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ) হইতে এ সম্বন্ধে কিছু শুনি নাই। কিন্তু আমি দেখিয়াছিলাম যে, তিনি উহার মাংস ভক্ষণ করিতে এবং উহা হইতে কোন উপকার লইতে ঘৃণা করিতেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —আবু দাউদ

১৩। বনু বকরের এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া চারি বার স্বীকার করিল যে, সে একটি স্ত্রীলোকের সহিত জিনা করিয়াছে। সে অবিবাহিত বলিয়া তাহাকে বেত্রাঘাত করা হইল। অতঃপর স্ত্রীলোকটি সম্বন্ধে তিনি প্রমাণ চাহিলেন। স্ত্রীলোকটি বলিলঃ আল্লাহ্র শপথ! সে মিথ্যা কথা বলিয়াছে। অতঃপর তাহাকে অপবাদের দরুন নির্ধারিত শাস্তি দেওয়া হইল।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —আবু দাউদ

১৪। মায়েজ বিন্ মালেক রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বলিল : আমাকে পবিত্র করুন। তিনি বলিলেন : তোমার জন্য আফ্সোস। ফিরিয়া যাও এবং আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তওবা কর। অতঃপর সে কতক দূর গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল : আমাকে পবিত্র করুন। তিনি পূর্বের ন্যায় তাহাকে বলিলেন। এইভাবে চারি বারের পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : কোন্ জিনিস হইতে তোমাকে পবিত্র করিব ? সে বলিল : জিনা হইতে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন : তাহার কি পাগলামী আছে ? বলা হইল যে, সে পাগল নয়। তখন তিনি বলিলেন : সে কি মদ খাইয়াছে ? এক ব্যক্তি তাহার মুখের গন্ধ লইয়া মদের গন্ধ পাইল না। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন : তুমি কি জিনা করিয়াছ ? সে বলিল : হাঁ। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নির্দেশে তাহাকে প্রস্তরাঘাতে তাহারা মারিয়া ফেলিল। তাহারা দুই-তিন দিন অপেক্ষা করিল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আসিয়া বলিলেন : মায়েজ বিন্ মালেকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। সে এমন তওবা করিয়াছে যদি তাহা এক উম্মতের মধ্যে বণ্টন করা হইত, উহা তাহাদের জন্য যথেষ্ট হইত। অতঃপর আজাদ গোত্রের একটি স্ত্রীলোক আসিয়া রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বলিল : আমাকে পবিত্র করুন। তিনি বলিলেন : তোমার জন্য আফ্সোস। ফিরিয়া যাও। আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁহার নিকট তওবা কর। স্ত্রীলোকটি বলিল : আপনি যেরূপ মায়েজ বিন্ মালেককে ফিরাইয়া দিয়াছেন, আমাকেও তদ্রূপ ফিরাইয়া দিতে চান ? জিনার দরুন গর্ভ হইয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : ইহা কি সত্য ? সে বলিল : হাঁ। তিনি তাহাকে বলিলেন : তোমার উদরে যাহা আছে যে পর্যন্ত তুমি তাহা প্রসব না কর, সে পর্যন্ত অপেক্ষা কর। অতঃপর একজন আনসার প্রসবকাল পর্যন্ত তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিল। আনসারটি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট সংবাদ দিল যে, স্ত্রীলোকটি প্রসব করিয়াছে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন : আমরা তাহাকে প্রস্তরের আঘাতে মৃত্যুদণ্ড দিব এবং তাহার ছোট শিশুটিকে রক্ষা করিব। ইহাকে স্তন দিবার কি কেহ নাই ? একজন আনসার বলিল : আমার উপর ইহাকে স্তন্য পান করাইবার ভার রহিল। অতঃপর তাঁহাকে পাথর দ্বারা হত্যা করা হইল। অন্য বর্ণনায় : রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন : যাও ইহাকে স্তন্য

পান করাও যে পর্যন্ত শিশু স্তন ত্যাগ না করে। যখন শিশু স্তন ত্যাগ করিল, স্ত্রীলোকটি একখণ্ড রুটি সহ শিশুটিকে নিয়া আসিয়া বলিল: আমি ইহাকে স্তন ত্যাগ করাইয়াছি এবং সে খাদ্য ধরিয়াছে। অতঃপর তিনি শিশুটিকে একজন মুসলমানের নিকট দিয়া তাহার সম্বন্ধে আদেশ দিলেন। তাহার জন্য বুক পর্যন্ত একটি খাদ খনন করা হইল। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নির্দেশে তাহাকে পাথর দ্বারা মারিয়া ফেলিল। খালেদ বিন্ অলিদ একটি পাথর তাহার মাথায় নিক্ষেপ করিলে রক্ত তীরবেগে তাহার মুখের দিকে ছুটিতে লাগিল। খালেদ তাহাকে গালাগালি করিলে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাকে বলিলেন: হে খালেদ! আস, যাহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ, সে এমন তওবা করিয়াছে যে, এই তওবা যদি কোন ট্যাক্স আদায়কারী করিত, নিশ্চয়ই তাহাকে ক্ষমা করা হইত। অতঃপর তাঁহার আদেশে জানাযা পড়ান হইল এবং তাহাকে দাফন করা হইল।

বর্ণনায়: হযরত বোরায়দাহ্। —মোসলেম

১৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমাদের মধ্যে কেহ নির্ধারিত অন্যায় করিলে তাহা পরস্পরকে ক্ষমা করিয়া দাও। কোন নির্ধারিত দোষ সম্বন্ধে আমার নিকট বলা হইলে তাহার শাস্তি সুনিশ্চিত।

বর্ণনায়: হযরত আমর বিন্ শোয়ায়েব। —আবু দাউদ, নেসায়ী

১৬। তিনি বলিয়াছেন: নির্ধারিত দোষ ব্যতীত সম্মানী লোকের অন্যান্য দোষ-ত্রুটি ক্ষমা কর।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —মেশ্কাত

১৭। তিনি বলিয়াছেন: যতদূর সম্ভব নির্ধারিত দোষ সমূহ মুসলমানদের নিকট হইতে দূর কর। তাহার জন্য যদি কোন আশ্রয়-স্থল থাকে, তাহাকে ছাড়িয়া দাও, কেন-না কোন নেতার ক্ষমাতে ভুল করা অপেক্ষা শাস্তিতে ভুল করা অধিকতর উত্তম।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —আবু দাউদ, তিরমিজী

১৮। একজন শীর্ণ এবং পীড়িত লোকসহ সায়াদ বিন্ ওবাদাহ্ রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিলেন। একটি দাসীর সহিত জিনা করিবার

সময় তাহাকে ধরা হইয়াছিল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেনঃ একশত বেতের একটি তাড়া লইয়া তাহাকে একবার মার।

বর্ণনায়ঃ হযরত সায়াদ বিন্ ওবাদাহ্। —শরহী সুন্নত

১৯। মায়েজ রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া চারিবার জিনা স্বীকার করিলে, তিনি তাহাকে পাথর দ্বারা মারিতে নির্দেশ দিলেন। তিনি হাজ্জানকে বলিলেনঃ যদি তুমি তোমার বস্ত্র দ্বারা তাহাকে আবৃত করিতে, তাহা তোমার জন্য উত্তম হইত। হাজ্জান মায়েজকে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া জিনার সংবাদ দিতে বলিযাছিল।

বর্ণনায়ঃ হযরত এযিদ বিন্ নোয়ায়েম। —আবু দাউদ

২০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সময় একটি স্ত্রীলোকের উপর বলাৎকার করা হইয়াছিল। তিনি সেই স্ত্রীলোকটিকে নির্ধারিত শাস্তি হইতে অব্যাহতি দিয়া বলাৎকারীর উপর উহা প্রয়োগ করিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ওয়ায়েল বিন্ হোজব। —তিরমিজী

ব্যয় ও কৃপণতা

ব্যয়ের নির্দিষ্ট কোন সীমা হইতে পারে না। যেখানে ব্যয় করা আবশ্যক, সেখানে ব্যয় না করাই কৃপণতা। যেখানে সংযম প্রয়োজন, সেখানে ব্যয় করার নামই অপচয়। দুই দিকের মাত্রাধিক্য মন্দ। মধ্যবর্তী পথই উৎকৃষ্ট। কুরআন বলেঃ "তোমার দুই হাতকে গলায় বাঁধিয়া রাখিও না এবং উহা পূর্ণভাবে মুক্ত করিয়াও দিও না যাহাতে পশ্চাতে লাঞ্ছনা পাইয়া তুমি বসিয়া পড়।" আল্লাহ্ আবার বলেনঃ "অমিতব্যয়ীগণ শয়তানের ভাই।" হযরত বলিয়াছেনঃ "কর্মের মধ্যে মাঝ পথই উৎকৃষ্ট।" তিনি আবার বলেনঃ "মানুষের মধ্যে নিকৃষ্টতম দোষ অতিরিক্ত কৃপণতা এবং অতিরিক্ত ভীরুতা।"

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ ওহুদ পাহাড়ের ন্যায় যদি আমার স্বর্ণ থাকিত, তাহা হইলেও ঋণের জন্য কিছু অর্থ রাখা ব্যতীত আমার জন্য তিন রাত্রের (প্রয়োজনের) অধিক কিছু থাকুক তাহা আমি পছন্দ করিতাম না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

২। এমন কোন বান্দাহ্ নাই, যে প্রাতে উঠিলে দুইজন ফিরেশ্তা তাহার নিকটে না আসে। একজন বলেঃ হে আল্লাহ্। দানশীলকে সফলতা দাও। অন্যজন বলেঃ হে আল্লাহ্! কৃপণকে ধ্বংস কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্ বলিতেছেন, হে আদম সন্তান। খরচ কর, তাহা হইলে তোমার জন্য খরচ করা হইবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি স্বর্ণমুদ্রা মৌজুদ করে, তাহার উপর অভিসম্পাত এবং যে রৌপ্যমুদ্রা মৌজুদ করে, তাহার উপর অভিসম্পাত।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ দানশীল লোক আল্লাহ্র নিকটবর্তী, বেহেশ্তের নিকটবর্তী, মানবের নিকটবর্তী এবং দোযখের দূরবর্তী। কৃপণ লোক আল্লাহ্র দূরবর্তী, বেহেশ্তের দূরবর্তী, মানবের দূরবর্তী এবং দোযখের নিকটবর্তী। দানশীল মূর্খ ব্যক্তি কৃপণ আবেদ হইতে নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট অধিকতর প্রিয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী মোসলেম, তিরমিজী

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ হে মানব সন্তান। অতিরিক্ত ধন ব্যয় করা তোমার জন্য উত্তম এবং উহা মৌজুদ রাখা তোমার জন্য মন্দ। কৃপণতার জন্য তোমাকে যেন নিন্দা করা না হয়। পরিজনবর্গকেই প্রথম দান কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু ওমামাহ্। —মোসলেম

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ ব্যয় কর, দিন গণনা করিও না; পিছে আল্লাহ্ তোমাকে দান করিতে গণনা করেন। মৌজুদ করিও না, পিছে আল্লাহ্ তোমাকে উহা হইতে বঞ্চিত করেন। সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত আসমায়া। —বোখারী, মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: কূটনৈতিক কৃপণ এবং নিষ্ঠুর ব্যক্তি বেহেশ্‌তে যাইবে না।

বর্ণনায়: হযরত আবু বকর। —তিরমিজী

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: মৃত্যুর সময় যে ব্যক্তি দান করে বা দাস মুক্তি দেয়, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে খাদ্যে তৃপ্ত হইয়া দান করে।

বর্ণনায়: হযরত আবু দারদায়া। —নেসায়ী

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: বিশ্বাসীর মধ্যে দুই দোষের সমন্বয় হয় না, কৃপণতা এবং মন্দ স্বভাব।

১১। তিনি বলিয়াছেন: জীবিতাবস্থায় কোন ব্যক্তির এক দেরহাম দান তাহার মৃত্যু সময়ের ১০০ দেরহাম দান হইতে অধিকতর উত্তম।

বর্ণনায়: হযরত আবু সাঈদ। —তিরমিজী, আবু দাউদ

১২। তিনি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন: দরিদ্র লোক আমার দরজায় অপেক্ষা করিয়া থাকে, ইহাতে আমি লজ্জা পাই। তাহার হাতে আমি দিতে পারি এমন কিছু আমার ঘরে নাই। তিনি বলিলেন: যদি রন্ধন করা খুরের মাংসও হয়, তাহা হাতে দাও।

বর্ণনায়: হযরত উম্মে জোবায়ের। —আবু দাউদ, তিরমিজী

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর পিছনে মদীনায় আসরের নামায পড়িলাম। সালাম ফিরাইয়া তিনি উঠিয়া তাড়াতাড়ি লোকজনের কাঁধের উপর দিয়া তাঁহার স্ত্রীর ঘরে চলিয়া গেলেন। লোকজন তাঁহার ত্রস্ততা দেখিয়া ভয় পাইল। অতঃপর তিনি তাহাদের নিকট আসিয়া দেখিলেন যে, তাহারা স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি বলিলেন: আমার একখণ্ড স্বর্ণ আছে স্মরণ হইল। উহা আমাকে আবদ্ধ রাখে, ইহা আমি পছন্দ করি না। সুতরাং উহা বণ্টন করিয়া দিবার আদেশ দিয়াছি।

বর্ণনায়: হযরত ওকবাহ্। —বোখারী

১৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর কতক স্ত্রী প্রশ্ন করিলেন: আমাদের মধ্যে মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম কে আপনার নিকট পৌঁছিবে? তিনি বলিলেন: তোমাদের

মধ্যে যাহার হাত দীর্ঘ। তাহারা একটি কাঠি লইয়া তাহাদের হাত মাপ দিয়া দেখিল যে, সউদার হাত সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ। ইহার পর আমরা জানিতে পারিলাম যে, হাতের দীর্ঘতার অর্থ দান। যয়নবই আমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন। তিনি দান করিতে ভালবাসিতেন। অন্য বর্ণনায়ঃ রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ সর্বপ্রথম যে আমার নিকট পেঁছিবে, তোমাদের মধ্যে তাহার সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ হাত হইবে। অতঃপর তাহারা দীর্ঘ হাত মাপিতে লাগিলেন। যয়নবের হাতই সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ হইল, কেন-না তিনি নিজ হাতে কাজ করিতেন এবং দান করিতেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

ব্যাধি ও প্রতিকার

রসূলুল্লাহ্ (দঃ) রোগে আক্রান্ত হইলে ঔষধ গ্রহণ করিতেন এবং অপরকেও প্রয়োজনে ঔষধ ব্যবহার করিত নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ "প্রত্যেক ব্যাধিরই ঔষধ আছে।" প্রকৃত পরহেজগারী বা নিষ্ঠাচারিতা ঔষধ ত্যাগে নহে, ঔষধ গ্রহণে। রোগের উপযোগী ঔষধ ব্যবহার না করা প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ এবং পাপ।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্ এমন কোন ব্যাধি পাঠান নাই যাহার ঔষধ নাই।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

২। তিনি বলিয়াছেনঃ কালজিরায় মৃত্যু ব্যতীত প্রত্যেক ব্যাধির ঔষধ আছে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) অপবিত্র ঔষধ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —আহ্‌মদ, আবু দাউদ, তিরমিজী

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ প্রত্যেক মাসে তিন দিন প্রাতঃকালে যে মধু পান করে, তাহাকে বড় রকমের ব্যাধি আক্রমণ করিবে না।

৫। তিনি বলিয়াছেন: ১৭, ১৯ বা ২১ তারিখে যে শিঙ্গা লয়, তাহাই প্রত্যেক ব্যাধির জন্য ঔষধ।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: প্রত্যেক রোগ বা ব্যাধির ঔষধ আছে। যখন যে রোগের ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, আল্লাহ্র নির্দেশে সে রোগ তখন আরোগ্য হয়।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —মোসলেম

৭। হযরত ওবাই খন্দকের যুদ্ধে বাহুতে একটি তীরের আঘাত পাইয়াছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহার ক্ষতস্থান দগ্ধ করিয়াছিলেন।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —মোসলেম

৮। সায়াদ বিন্ মোয়াজের বাহুতে তীরবিদ্ধ হইয়াছিল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নিজ হস্তে একটি কাঁচি দ্বারা অস্ত্রোপচার করিয়াছিলেন। পরে উহা ফুলিয়া গেলে তিনি দ্বিতীয় বার অস্ত্রোপচার করিয়াছিলেন।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —মোসলেম

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ওবাই বিন্ কায়াবের জন্য একজন চিকিৎসক পাঠাইলেন। তিনি তাহার একটি শিরা কাটিয়া বাহির করিয়া উহা পুনরায় দগ্ধ করিয়াছিলেন।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —মোসলেম

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বাতাক্রান্ত হইয়া কোমরে শিঙ্গা লইয়াছিলেন।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —মোসলেম, আবু দাউদ

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তিনটি জিনিসে প্রতিকার আছে: শিঙ্গা দাতার শিঙ্গায়, মধু পান করায় এবং অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করায়। আমি আমার উম্মতগণকে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছি।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী

১২। তিনি বলিয়াছেন: কুদৃষ্টি সত্য। যদি অদৃষ্টকে রদ করিবার

কোন কিছু থাকিত তবে তাহা নিশ্চয়ই কুদৃষ্টি হইত। যখন তোমরা ধৌত করিতে চাও, তখন ধৌত কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —মোসলেম

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) হাসান ও হোসেনকে এই বলিয়া তাবিজ বাঁধিয়া দিতেনঃ "শয়তানের প্রত্যেক মন্দ কার্য হইতে, বিষাক্ত প্রাণী হইতে এবং প্রত্যেক ভর্ৎসনাকারীর দৃষ্টি হইতে আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র পূর্ণ বাক্যের সহিত আল্লাহ্‌র নিকট ন্যস্ত করিতেছি।" তিনি বলিতেনঃ তোমাদের পূর্ব-পুরুষ ইসমাঈল ও ইস্‌হাককে তদ্দ্বারা ন্যস্ত করিয়া দিতেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী

১৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) সর্বপ্রকার জ্বর ও বেদনায় এই বলিতে শিক্ষা দিতেনঃ মহান আল্লাহ্‌র নামে রক্ত-প্রবাহী প্রত্যেক শিরা হইতে এবং অগ্নির দাহিকা শক্তির মন্দ হইতে আমি শক্তিশালী আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —তিরমিজী

১৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যাহা দ্বারা তোমরা রোগ মুক্তির ব্যবস্থা কর, উহার মধ্যে সর্বোত্তম ব্যবস্থা শিঙ্গা এবং সামুদ্রিক ফেনা।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

১৬। তিনি বলিয়াছেনঃ গ্রীবাদেশের ব্যাধির জন্য তোমাদের সন্তানদের গলার মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিয়া কষ্ট দিও না। তোমরা ফেনা ব্যবহার কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

১৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আসয়াদ বিন্ জোরায়রাহ্‌র কাঁটা-বিদ্ধ স্থান দগ্ধ করিয়াছিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —তিরমিজী

১৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) গ্রীবাদেশে এবং চক্ষুদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে শিঙ্গা লইতেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —আবু দাঊদ, তিরমিজী

১৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ রোগ দিয়াছেন ও ঔষধ দিয়াছেন এবং প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ দিয়াছেন এবং প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং ঔষধ গ্রহণ কর, কিন্তু হারাম জিনিসের ঔষধ গ্রহণ করিও না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু দারদায়া। —আবু দাউদ

২০। তাহারা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলঃ আমরা কি ঔষধ গ্রহণ করিব না? তিনি বলিলেনঃ হাঁ। হে আল্লাহ্র বান্দাহ্গণ। ঔষধ গ্রহণ কর, কেন-না এমন রোগ আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন নাই যাহার ঔষধ নাই। একটি রোগ আছে যাহার ঔষধ নাই; উহা বার্ধক্য।

বর্ণনায়ঃ হযরত ওসামা বিন্ শারীক। —আহমদ, তিরমিজী, আবু দাউদ

২১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ তোমরা দুইটি ঔষধ গ্রহণ করিবে, মধু এবং কুরআন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মসউদ। —ইবনে মাযাহ্

২২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ কুদৃষ্টি এবং সর্প-দংশন ব্যতীত অন্য ব্যাধিতে মন্ত্র নাই।

বর্ণনায়ঃ হযরত এমরান বিন্ হোসাইন। —আবু দাউদ, তিরমিজী

২৩। আমরা জিজ্ঞাসা করিলামঃ অন্ধকার যুগে আমরা মন্ত্র ব্যবহার করিতাম, ইহার সম্বন্ধে আপনার মত কি? তিনি বলিলেনঃ তোমাদের মন্ত্রবিদ-গণকে আমার নিকট নিয়া আস। শির্ক না থাকিলে মন্ত্রে কোন দোষ নাই।

বর্ণনায়ঃ হযরত আউফ বিন্ মালেক। —মোসলেম

২৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কুদৃষ্টিজনিত ব্যাধির জন্য মন্ত্রের বিধি দিয়াছিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

২৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদিগকে সামুদ্রিক ফেনা ও যয়তুনের তৈল দ্বারা পার্শ্ব বেদনা-জনিত রোগ আরোগ্য করিতে বলিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত যায়েদ বিন্ আকরাম। —তিরমিজী

২৬। তিনি যয়তুনের তৈল এবং হরিদ্রাবর্ণের তৃণ পার্শ্ব বেদনার জন্য ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত যায়েদ বিন্ আকরাম। —তিরমিজী

২৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যদি আমি মদ পান করি বা গলায় তাবিজ বাঁধি বা কবিতা আবৃতি করি তবে যাহা ইচ্ছা তাহাই আমি করিতে পারি।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর। —আবু দাউদ

ভবিষ্যদ্‌বাণী করা

ভবিষ্যতে কি হইবে এবং কি হইবে না তাহা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহই বলিতে পারে না। সুতরাং মানুষের পক্ষে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা অবৈধ। গণক বা ভবিষ্যদ্‌বক্তার নিকট গিয়া যে ব্যক্তি নিজের ভাগ্য নির্ণয় করায়, তাহার প্রতি অভিসম্পাত করা হইয়াছে এবং তাহারা উভয়ই পাপী বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপ ব্যক্তির চল্লিশ দিনের নামায গৃহীত হয় না।

১। ভবিষ্যদ্‌বক্তাগণ সম্বন্ধে কয়েকজন লোক রসূলুল্লাহ্‌র নিকট প্রশ্ন করিয়াছিল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেনঃ তাহারা কিছুই জ্ঞাত নহে। তাহারা প্রশ্ন করিলঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল। তাহারা যাহা বলে তাহা কোন কোন সময় সত্য হয়। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেনঃ জিন এই সত্য কথাগুলিকে হঠাৎ ধরিয়া ফেলে এবং মোরগের ডাকের ন্যায় উহা সে তাহার বন্ধুর কর্ণের মধ্যে নিক্ষেপ করে। সে ইহার সহিত শত মিথ্যা হইতেও অধিক মিথ্যা মিশ্রিত করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ ফিরেশ্‌তাগণ মেঘে অবতীর্ণ হয় এবং বেহেশ্‌তের সাব্যস্ত বিষয় নিয়া আলাপ আলোচনা করে। শয়তানগণ গোপনে তাহা শুনিয়া আসিয়া ভবিষ্যদ্‌বক্তাগণকে জ্ঞাত করায়। তাহারা ইহার সহিত শত মিথ্যা মিশ্রিত করিয়া দেয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —বোখারী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ ভবিষ্যদ্বক্তাগণের নিকট যে ব্যক্তি কিছু জিজ্ঞাসা করে, তাহার ৪০ দিনের নামায কবুল হয় না।

বর্ণনায় ঃ হযরত হাফ্সা। —মোসলেম

৪। রসূলে করীম (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বক্তাগণের নিকট গমন করে এবং সে যাহা বলে তাহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে এবং যে ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর নিকট ঋতুর সময় গমন করে অথবা স্ত্রীর সহিত পিছনের দিকে সঙ্গম করে, সে মোহাম্মদের উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা হইতে মুক্ত।

বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —আহমদ, আবু দাউদ

৫। রসূলে খোদা (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উল্লিখিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে জ্যোতির্বিদ্যার কিছু অংশ শিক্ষা করে, সে যাদু বিদ্যার একাংশ শিক্ষা করে। জ্যোতির্বিদ ভবিষ্যদ্বক্তা, ভবিষ্যদ্বক্তা যাদুকর এবং যাদুকর কাফির (কৃতঘ্ন)।

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —রাজীন

ভয় ও ক্রন্দন

আল্লাহ্‌র ভয়কে 'তাক্ওয়া' এবং আল্লাহ্‌ভীরু লোককে মোত্তাকী বলে। ধর্ম-জীবনের প্রথমে আল্লাহ্‌কে ভয় করিতে হয়। যখন আখিরাতের ভালবাসা হৃদয়ে জাগ্রত হয় তখনই মানুষ আল্লাহ্‌কে ভালবাসিতে শিখে। আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিষেধ অমান্য করিলে যে শাস্তি পাওয়া যায় এবং পাপ করিলে দোযখের আগুনে জ্বলিতে হইবে, ইহাই আল্লাহ্‌র আইন। সুতরাং পাপের ফলে আমাদের দোযখের (নরকের) অগ্নিতে জ্বলিতে হইবে, ইহাই আল্লাহ্‌র আইন। পাপের ফলে নরকের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, এই ভয়ই আল্লাহ্‌র ভয়। ইহাই তাক্ওয়া। আল্লাহ্‌কে পরম শক্তিশালী বলিয়া জানা এবং উপলব্ধি করা এবং নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল, অসহায় ও অসমর্থ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। আল্লাহ্‌র ভয় মনে সৃষ্টি করিতে হইলে প্রথমে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা ও শক্তি সম্বন্ধে এবং নিজের সম্পূর্ণ অসহায়তার জ্ঞান থাকা উচিত। ইহাই আল্লাহ্-ভীতির প্রথম উপায়। কুরআন বলে ঃ "আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌দের

(দাসদের) মধ্যে জ্ঞানীগণই আল্লাহ্‌কে অধিক ভয় করে।" আল্লাহ্‌ভীরু ও পরহেজগার (ত্যাগী) লোকের সংশ্রবে আল্লাহ্‌ভীতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহা দ্বিতীয় পন্থা। মহাজ্ঞানী ও পরহেজগার এবং নবীদের জীবনী হইতেও এই ভয় মানুষের মনে জন্মে।

আল্লাহ্‌র ভয় ও মানুষের ভয়—এই দুইটি পরস্পর বিরোধী। একটির বর্তমানে অন্যটি থাকিতে পারে না, যেমন আলো ও অন্ধকার একত্র থাকিতে পারে না। সুতরাং মানুষকে ভয় না করিয়া আল্লাহ্‌কে ভয় করিতে হইবে। ইহাই রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর জীবনে উত্তমরূপে দেখান হইয়াছে। কুরআন বলেঃ "তাহাদের ভয় করিও না, আমাকে ভয় কর, যেন তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহ পূর্ণভাবে অবতীর্ণ করিতে পারি।" "আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আগামী কল্যের জন্য আগাম কি পাঠাইয়াছ তাহার প্রতি লক্ষ্য কর।" রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্‌র ভয়ই জ্ঞানের প্রারম্ভ। আল্লাহ্‌র ভয় অগ্নি সদৃশ, যাহা কাম, ক্রোধ ও অন্যান্য রিপুকে দগ্ধ করিয়া ফেলে। ইহাই নিঃস্বার্থ হৃদয়ের চিহ্ন। আল্লাহ্‌র ভয় ও ক্রন্দন পরিমাণ মত একত্র হইলে আধ্যাত্মিক শক্তি জন্মে। ফলে অগণিত মানুষ (ঐ ব্যক্তির সংশ্রবে) সৎপথ প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্ বলেনঃ "যাহারা আল্লাহ্‌র জন্যই আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তাহাদের জন্য অনুগ্রহ ও সৎপথ রহিয়াছে।" "তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত (ঐ ব্যক্তি), যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহ্‌ভীরু।" রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ "তোমরা কি জান, সর্বাপেক্ষা কোন্ জিনিস মানুষকে বেহেশ্‌তের দিকে লইয়া যাইবে? আল্লাহ্‌র ভয় এবং উত্তম স্বভাব।" তিনি আরো বলিয়াছেনঃ "দুইটি বিন্দু ব্যতীত অন্য কিছুই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয় নহে। আল্লাহ্‌র ভয়ে অশ্রু বিন্দু এবং আল্লাহ্‌র পথে রক্ত বিন্দু।" তিনি আরও বলিয়াছেনঃ "যে আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দন করে, দুগ্ধ ওলানে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত (অর্থাৎ যাহা সহসা সম্ভব নহে) দোযখের আগুন তাহাকে স্পর্শ করিবে না।"

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যখন আল্লাহ্ কোন জাতির প্রতি শাস্তি প্রেরণ করেন, সেই শাস্তি তাহাদের মধ্যে সকলের উপরই পতিত হয়। অতঃপর আমল (কার্য) অনুসারে তাহাদের পুনরুত্থান হইবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে ভয় করে, সে সন্ধ্যার পূর্বেই পলায়ন করে; যে সন্ধ্যার পূর্বেই পলায়ন করে, সে ঘরে পৌঁছে। সাবধান। আল্লাহ্র সামগ্রী মহার্ঘ। সাবধান। আল্লাহ্র সামগ্রীই বেহেশ্ত।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: মহান আল্লাহ্ বলিবেন: যে ব্যক্তি একদিনও আমাকে স্মরণ করিয়াছে বা কোনও স্থানে আমাকে ভয় করিয়াছে, তাহাকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া লও।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —তিরমিজী

৪। হযরত আবু বকর বলিলেন: হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন। তিনি বলিলেন: হূদ, ওয়াকেয়াহ্, মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাসায়ালুন, ইজাস্ শামসু কুব্বিরাত সূরা সমূহ আমাকে বৃদ্ধ করিয়াছে।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —তিরমিজী

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: হে আয়েশা। ছোট ছোট পাপ হইতে সাবধান হইয়া চলিও, কেন-না আল্লাহ্র পক্ষ হইতে এমন একজন তোমার সঙ্গে আছে যে তাহা অন্বেষণ করিতে থাকে।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —ইবনে মাযাহ্

ইসলামে যাকাত, ফিৎরা বা দান প্রথা দ্বারা ভিক্ষাবৃত্তিকে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অভাবগ্রস্ত না হইয়া কোন কিছু ভিক্ষা করা অবৈধ। আল্লাহ্ ব্যতীত মানবের নিকট ভিক্ষা চাওয়াতে পরহেজগারী (ধর্মভীরুতা) নষ্ট হয় এবং লোকদিগকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া হয় এবং আত্ম-সম্মান নষ্ট হয়। এই কারণেই রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ভিক্ষাবৃত্তিকে ঘৃণা করিয়াছেন। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: কিয়ামতের দিনে ভিক্ষার কারণে তোমার মুখমণ্ডল ক্ষত-বিক্ষত হওয়া অপেক্ষা এই কাষ্ঠের ব্যবসা আমি সর্বাধিক উত্তম মনে করি।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমাদের কেহ রশির (সাহায্যে) এক বোঝা কাঠ পৃষ্ঠে লইয়া তাহা বিক্রয় করে, মানুষের নিকট তাহার ভিক্ষা

চাওয়ার চাইতে উহা তাহার পক্ষে (ভিক্ষা হইতে) অধিকতর উত্তম।

বর্ণনায়ঃ হযরত জোবায়ের। —বোখারী

২। আমি এক ঋণের জামিন ছিলাম। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেনঃ যাকাত না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। উহা (যাকাত) হইতে তোমার জন্য কিছু দিয়া দিব। অতঃপর তিনি বলিলেনঃ হে কাবিসাহ্! তিনজন লোক ব্যতীত অন্যের জন্য ভিক্ষা হালাল নহে। (১) যে ব্যক্তি ঋণের জন্য জামিন হইযাছে। উহা শোধ না হওয়া পর্যন্ত তাহার পক্ষে ভিক্ষা করা হালাল এবং তারপর (ঋণ শোধ হইলে) ভিক্ষা বন্ধ করিবে। (২) যে ব্যক্তি দুর্ভাগ্যবশতঃ সম্পত্তি হারাইয়াছে, তাহার জীবিকা নির্বাহের জন্য ভিক্ষা করা হালাল (বৈধ)। (৩) যে ব্যক্তি এমনই ক্ষুধার্ত যে, তাহার সম্প্রদায়ের তিন ব্যক্তি বলে যে, সে যথার্থই ক্ষুধার্ত, যে পর্যন্ত তাহার জীবিকার সংস্থান না হয়, সে পর্যন্ত তাহার ভিক্ষা করা (বৈধ) হালাল। হে কাবিসাহ্! ইহা ব্যতীত ভিক্ষা করা (অবৈধ) হারাম। এইরূপ ভিক্ষুক হারাম ভক্ষণ করে।

বর্ণনায় হযরত কাবিসাহ্। —মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ ভিক্ষাতে বাড়াবাড়ি করিও না। আল্লাহ্র শপথ! আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তোমাদের কেহ আমার নিকট ভিক্ষা চাহিয়া যদি কিছু নেয, যাহা আমি তাহাকে দেই, তাহাতে যেন তাহার বরকত হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত মা'বিয়া। —মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে সম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য লোকের মালামাল ভিক্ষা চায়, সে জ্বলন্ত অঙ্গার ভিক্ষা চায়। কাজেই তাহাকে অল্প বা অধিক ভিক্ষা চাহিতে বল।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মিম্বরে উঠিয়া দান ও ভিক্ষা সম্বন্ধে বলিতে নিম্ন হস্ত হইতে উর্ধ্ব হস্ত উত্তম। উর্ধ্ব হস্ত ঐ হস্ত, যে হস্ত দান করে

এবং নিম্ন হস্ত ঐ হস্ত, যে হস্ত ভিক্ষা করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ ভিক্ষুক সর্বদা মানুষের নিকট ভিক্ষা চাহিতে থাকিবে। সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে আসিবে যে, তাহার মুখ-মণ্ডলে কোন মাংস খণ্ড থাকিবে না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর। —বোখারী, মোসলেম

৭। আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট ভিক্ষা চাহিলাম এবং তিনি তাহা আমাকে দিলেন। পুনঃ আমি তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিলাম এবং তিনি তাহা আমাকে দিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেনঃ হে হাকিম! এইরূপ মাল নিশ্চয়ই সুমিষ্ট এবং মনোরম। যে ইহা প্রশস্ত-চিত্তে গ্রহণ করে, তাহার জন্য ইহাতে বরকত আছে এবং যে ইহা সংকীর্ণ-চিত্তে গ্রহণ করে, তাহার জন্য ইহাতে বরকত নাই এবং সে ঐ ব্যক্তি সদৃশ যে ভক্ষণ করে অথচ সন্তুষ্ট নহে। নিম্ন হস্ত হইতে ঊর্ধ্ব হস্ত উত্তম। আমি বলিলামঃ যিনি আপনাকে সত্যবাণী সহ প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার শপথ, আপনার পরে আমি দুনিয়া হইতে বিদায় না হওয়া পর্যন্ত অন্য কাহারও নিকট কিছুর জন্য আমার হত বাড়াইব না।

বর্ণনায়ঃ হযরত হাকিম বিন্ হাজাম। —বোখারী, মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ ভিক্ষাবৃত্তি ক্ষত স্বরূপ। ইহা দ্বারা কোন লোক তাহার মুখমণ্ডলকে ক্ষত-বিক্ষত করে সুতরাং যে ইচ্ছা করে, সে তাহার মুখে ইহা (ক্ষত) স্থায়ী করিতে পারে এবং যে ইচ্ছা করে, সে ইহা ত্যাগ করিতে পারে। তবে কোন ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রাপ্ত (সরকারী সাহায্য তহ্‌বিলের ভারপ্রাপ্ত) লোকের নিকট ভিক্ষা করিতে পারে, অথবা এমন বিষয় ভিক্ষা করিতে পারে যাহা হইতে তাহার অব্যাহতি নাই।

বর্ণনায়ঃ হযরত সামোরাহ্ বিন্ জুনদব। — আবু দাউদ, তিরমিজী

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, সে মানুষের নিকট কিছু চাহিবে না, আমি তাহাকে বেহেশ্‌তের

প্রতিশ্রুতি দেই। সাওবান বলিল: আমি। সে ইহার পরে (কাহারও নিকট) কিছু চাহিত না।

বর্ণনায়: হযরত সাওবান। —আবু দাউদ, নেসায়ী

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যাহার যথেষ্ট সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষা করে, সে দোযখের আগুন ভিক্ষা করে। নোফালী প্রশ্ন করিল: কে এমন সঙ্গতিসম্পন্ন লোক যাহার জন্য ভিক্ষা হারাম? তিনি বলিলেন: ঐ ব্যক্তি যাহার প্রাতঃকালের ও রাত্রের খাদ্য আছে। অন্য বর্ণনায়: তিনি বলিয়াছেন: যাহার একদিনের খোরাক আছে অথবা এক রাত্রি ও এক দিনের খোরাক আছে।

বর্ণনায়: হযরত সহল বিন হান্‌জালিয়া। —আবু দাউদ

ভীরুতা ও সাহস

ভীরুতা একটি নিকৃষ্ট চরিত্র-দোষ। কুরআন বলে, "যাহার রক্ষক আল্লাহ্, তাহাকে কেহই সংহার করিতে পারে না এবং যাহার সংহারক আল্লাহ্, তাহাকে কেহই রক্ষা করিতে পারে না।" মৃত্যুর সময়ও যখন নির্ধারিত, তখন ভয় করিয়া কোনই লাভ নাই।

সৎ-সাহস একটি মহৎগুণ। যাহার মধ্যে সাহস নাই সে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা দুনিয়ার ইতিহাসে বিরল। শত্রুর আগমনে হযরত আবু বকর যখন অভিভূত হইলেন, তিনি বলিলেন: "দুঃখ করিও না, আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন।"

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট দোষ অতিরিক্ত কৃপণতা এবং অতিরিক্ত ভীরুতা।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নামাযের পর এই কথাগুলির সাহায্যে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন: হে আল্লাহ্! কাপুরুষতা হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, কৃপণতা হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা

করি, অতি বৃদ্ধ বয়স হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, দুনিয়ার বিপদ-আপদ ও কবর আজাব হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

বর্ণনায়: হযরত সায়াদ। —বোখারী

মক্কায় প্রবেশ, তাওয়াফ ও সায়ী

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন মক্কায় আসিলেন, উপত্যকার পার্শ্ব দিয়া প্রবেশ করিলেন এবং ইহার নিম্নদিক দিয়া বহির্গত হইলেন।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) হজ্জ করিয়াছিলেন। যখন তিনি মক্কায় উপস্থিত হইলেন, সর্বাগ্রে তিনি অযু করিলেন। তারপর তিনি কাবা প্রদক্ষিণ করিলেন; তারপর উমরাহ্ হইতে মুক্ত হইলেন। অতঃপর আবু বকর হজ্জ করিলেন এবং সর্বাগ্রে তিনি কাবা প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তারপর উমরাহ্ হইতে মুক্ত হইলেন। তারপর হযরত উমর অতঃপর হযরত উসমান ঐরূপ করিয়াছিলেন।

বর্ণনায়: হযরত ওরওয়াহ্। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) হজ্জে বা উম্‌রাতে যখন তাওয়াফ করিতেন, সর্বাগ্রে তিনি তিন বার কিঞ্চিৎ দৌড়াইতেন, চারিবার হাঁটিতেন এবং দুই বার সিজ্‌দাহ্ করিতেন। অতঃপর সাফা ও মারওয়া তাওয়াফ করিতেন।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন মক্কায় পেঁাছিলেন তখন তিনি (হজরে আস্‌ওয়াদ) কৃষ্ণ পাথরখানার নিকট উপস্থিত হইয়া ইহাকে চুমা খাইলেন, তারপর ইহার দক্ষিণ দিকে হাঁটিয়া তিন বার কিঞ্চিৎ দৌড়াইলেন এবং চারি বার হাঁটিলেন।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —মোসলেম

৫। বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে একটি উটের পিঠে আরোহণ করিয়া তাওয়াফ করিতে দেখিয়াছি এবং একখানা লাঠির দ্বারা কৃষ্ণ পাথর-খানা স্পর্শ করিতে দেখিয়াছি।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত আমরা বহির্গত হইলাম। আমরা হজ্জ ব্যতীত অন্যকিছু সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করি নাই। আমি 'সরফে' (মক্কা হইতে ১২ মাইল দূরবর্তী স্থান বিশেষ) পৌছিলে ঋতু অনুভব করিয়া কাঁদিতেছিলাম। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আসিয়া বলিলেন: তোমার খুব সম্ভব ঋতু হইয়াছে? আমি উত্তরে বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন: আদমের কন্যাদের জন্য ইহা লিখিত হইয়াছে। সুতরাং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত কাবার তাওয়াফ ব্যতীত কোন হাজী যাহা করে তাহাই কর।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: কাবা তাওয়াফ করা নামাযের ন্যায়। (পার্থক্য) তোমরা ইহাতে কথা বলিতে পার। ইহার ভিতরে যে কথা বলে, সে উত্তম কথা ব্যতীত কখনই মন্দ কথা বলিবে না।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —তিরমিজী

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: কৃষ্ণ পাথরখানা বেহেশ্ত হইতে আসিয়াছে। ইহা দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক শুভ্রবর্ণের ছিল, কিন্তু পরে আদমের সন্তানগণের পাপ ইহাকে কৃষ্ণবর্ণ (কালো) করিয়াছে।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —তিরমিজী

৯। কৃষ্ণপাথর সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আল্লাহ্‌র শপথ! পুনরুত্থানের দিন নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ইহাকে উঠাইবেন। ইহার দুইটি চক্ষু হইবে, ইহা তাহা দ্বারা দেখিবে। ইহার এক জিহ্বা হইবে, ইহা তাহা দ্বারা কথা বলিবে; এবং যে লোক আন্তরিকতার সহিত ইহাকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার জন্য ইহা সাক্ষ্য দিবে।

বর্ণনায়: হযবত ইবনে আব্বাস। —তিরমিজী

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: নিশ্চয়ই কৃষ্ণপাথর ও মাকামে ইব্রাহীম বেহেশ্তের (দুই) মুক্তা। তাহাদের জ্যোতি আল্লাহ্ দূরীভূত করিয়াছেন। যদি তাহাদের জ্যোতি দূরীভূত করা না হইত, তবে পূর্ব ও পশ্চিমে যাহা আছে তাহা সকলই আলোকিত হইত।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর। —তিরমিজী

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ পাথরের তত্ত্বাবধানে ডান পার্শ্বের ৭০ জন ফিরেশতা রাখা হইয়াছে। যে ব্যক্তি বলেঃ "হে আল্লাহ্। ইহকাল ও পরকালে আমি তোমার ক্ষমা এবং মনের শান্তি প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ্। ইহকাল ও পরকালে আমাকে মঙ্গল দান কর এবং নরকের আগুন হইতে বাঁচাও।" তাহারা বলেঃ আমিন (তাহাই হউক)।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —ইবনে মাযাহ্

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি কোন কথা না বলিয়া সাত বার কাবা গৃহ প্রদক্ষিণ করে এবং বলেঃ আল্লাহ্ পবিত্র, তিনি ব্যতীত অন্য প্রভু নাই, আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের কোন শক্তি-সামর্থ্য নাই।" তাহার দশটি পাপ মুছিয়া ফেলা হয় এবং তাহার জন্য দশ পুণ্য লিখিত হয় এবং দশ মর্যাদা বাড়ান হয়। যে ব্যক্তি ঐ অবস্থায় কাবা প্রদক্ষিণ করে এবং কথা বলে, সে তাহার পা দ্বারা যেন আল্লাহ্র করুণাকে ঠেলিয়া ফেলে, যেমন কোন ব্যক্তি তাহার পা দ্বারা পানি ঠেলিয়া ফেলে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —ইবনে মাযাহ্

মজুরী

মজুরদিগকে তাহাদের দেহের ঘর্ম শুকাইবার পূর্বেই মজুরী প্রদান করিতে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নির্দেশ দিয়াছেন। যদি নির্দিষ্ট সময় উহা দেওয়ার চুক্তি থাকে, তবে ঐ সময় অতীত হওয়ার পূর্বেই মজুরী পরিশোধ করিতে বলিয়াছেন। হালাল (বৈধ) কাজের মজুরীও হালাল। হারাম (অবৈধ) কাজের মজুরীও হারাম। মৃতদেহকে গোসল দেওয়া, কবর খনন করা, রমযানের তারাবীহ্র নামায পড়ান, নির্দিষ্ট সময় আযান দেওয়া, কুরআন শিক্ষা দেওয়ার 'ওজরত' (মজুরী) হালাল।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্ এমন কোন নবী প্রেরণ করেন নাই যিনি মেষ চরান নাই। সাহাবাগণ প্রশ্ন করিলেনঃ আপনিও? তিনি বলিলেনঃ আমি কয়েক কিরাতের (প্রায় এক পয়সার সমান এক কিরাত) বিনিময়ে মেষ চরাইতাম।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) শিঙ্গাদারকে তাহার মজুরী দিয়াছিলেন। তাঁহার নাসিকায় তিনি ঔষধ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ (শরীরের) ঘাম শুকাইবার পূর্বেই মজুরের 'আজুরা' (মজুরী) দিও।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর। —ইবনে মাযাহ্

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্ বলেন, আমি বিচারের দিন তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইব। যে ব্যক্তি আমার নামে প্রতিশ্রুতি করিয়াছে, কিন্তু তাহা রক্ষা করে নাই। যে ব্যক্তি স্বাধীন লোককে বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য ভোগ করিয়াছে এবং যে ব্যক্তি মজুরের দ্বারা সম্পূর্ণ কাজ করাইয়া তাহার মজুরী দেয় নাই।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

মদ্য পান ও শাস্তি

রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মক্কায় থাকাকালীন মদ অবৈধ হয় নাই। মদীনায় হিজরতের পর অবৈধ হইয়াছে। কুরআন বলেঃ হে বিশ্বাসীগণ। মদ অপবিত্র দ্রব্য, শয়তানের কার্য, সুতরাং ইহা ছাড়। কুরআন অন্যত্র বলেঃ এই দুইটিতেই বড় পাপ, মানুষের জন্য উপকারও বহু, কিন্তু উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক।

কুরআনে মদ্য পানের শাস্তি নাই; হাদীসে আছে, তবে তাহাও নির্দিষ্ট নহে। অবস্থাভেদে ইহা সামান্য ভর্ৎসনা হইতে আরম্ভ করিয়া ৮০ বেত্রাঘাত পর্যন্ত হইতে পারে। হযরত উমরের শাসনকালে ৪০ হইতে ৮০ বেত্রাঘাত পর্যন্ত ইহার শাস্তি ছিল। মদের ব্যবসা অবৈধ। ঔষধে অথবা জীবন রক্ষার জন্য মদ পান করা বৈধ।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া ভাষণদানকালে হযরত উমর বলিয়াছেনঃ মদ নিষিদ্ধ বলিয়া অহী অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তাহা

পাচটি বস্তু হইতে প্রস্তুত হয়—আঙ্গুর, খেজুর, যব, আটা এবং মধু। মদ এমন দ্রব্য যাহা জ্ঞানকে ঢাকিয়া ফেলে।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —বোখারী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে "বিত্-এ" সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছিল। "বিত্-এ" হইল মধু দ্বারা প্রস্তুত নেশা উৎপাদনকারী মদ বিশেষ। তিনি (উত্তরে) বলিলেনঃ প্রত্যেক নেশা উৎপাদনকারী পানীয় অবৈধ।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে মদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছিল। তিনি নিষেধ করিলেন। তখন বলা হইলঃ আমি ইহা ঔষধের জন্য তৈরী করি। তিনি বলিলেনঃ ইহা ঔষধ নহে বরং পীড়া।

বর্ণনায়ঃ হযরত ওয়ায়েল হাজ্রামী। —মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ তিন ব্যক্তির জন্য বেহেশ্ত অবৈধ-- (১) মদ্যপায়ী, (২) মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি এবং (৩) অসতর্ক গৃহকর্তা, যে আপন পরিবারের মধ্যে অপবিত্রতা স্থাপন করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —নেসায়ী

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যদি অভ্যাসরত মদখোর মারা যায়, (তবে) সে এমন ব্যক্তির ন্যায় আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাৎ করিবে, যে ব্যক্তি প্রতিমা পূজা করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —ইবনে মাযাহ্

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মদ্য সম্বন্ধে দশ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়াছেন। ইহার যে রস লয়, ইহার রস লইবার জন্য যে নিযুক্ত হয়, ইহা যে পান করে, ইহা যে বহন করে, ইহা যাহার নিকট বহন করিয়া নেওয়া হয়, ইহা যে পান করিতে দেয়, ইহা যে বিক্রয় করে, ইহার মূল্য যে গ্রহণ করে, ইহা যে ক্রয় করে এবং ইহা যাহার জন্য ক্রয় করা হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মদ্য পানের অপরাধে লাঠি এবং জুতার দ্বারা প্রহার করিতেন। হযরত আবু বকর ৪০টি বেত্রাঘাত করিতেন। অন্য বর্ণনায়ঃ মদ্যপানের অপরাধে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) লাঠি এবং জুতার প্রহারের সহিত ৪০টি বেত্রাঘাত করিতেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ মদ্য পান করিলে তাহাকে বেত্রাঘাত কর। চতুর্থবার পান করিলে তাহাকে হত্যা কর। এক ব্যক্তি চতুর্থবার মদ পান করিলে, তাহাকে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সমীপে উপস্থিত করা হইল। তিনি তাহাকে বেত্রাঘাত করিলেন, কিন্তু হত্যা করিলেন না।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের। —তিরমিজী

৯। আবদুল্লাহ্ নামক জনৈক লোককে গর্দভ উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। মদ্য পানের অপরাধে যখন তাহাকে প্রহার করা হইত, (তখন) সে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর হাস্য উৎপাদন করিত। একদা সে আনীত হইল, তিনি আদেশ দিলে, তাহাকে প্রহার করা হইল। জনগণের ভিতর হইতে জনৈক ব্যক্তি বলিলঃ হে আল্লাহ্! কতবার তাহাকে গ্রেফতার করা হইয়াছে! রসূলুল্লাহ্ বলিলেনঃ তাহাকে অভিশাপ করিও না। আল্লাহ্‌র শপথ, আমার জানা নাই, সে আল্লাহ্ এবং তদীয় প্রেরিত পুরুষকে ভালবাসে কি-না।

বর্ণনায়ঃ হযরত উমর। —বোখারী

১০। এক ব্যক্তি মদ পান করিলে তাহাকে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট উপস্থিত করা হইল। তিনি তাহাকে প্রহার করিতে নির্দেশ দিলেন। আমাদের মধ্যে কেহ তাহাকে হস্ত দ্বারা, কেহ জুতার দ্বারা এবং কেহ বস্ত্রের দ্বারা প্রহার করিল। সে যখন চলিয়া গেল, তখন এক ব্যক্তি বলিলঃ আল্লাহ্ তাহাকে অপমান করুন। তিনি বলিলেনঃ এই রকম বলিও না। তাহার বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্য প্রার্থনা করিও না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

মস্‌জিদ এবং নামাযের স্থান

রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: "সমস্ত পৃথিবীই মস্‌জিদের স্থান।" কুরআন বলে: "যে দিকেই মুখ ফিরাও আল্লাহ্‌র স্থান রহিয়াছে।" আল্লাহ্ সর্বস্থানে বিরাজিত, সর্বস্থানেই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা যাইতে পারে। আল্লাহ্ শুধু মস্‌জিদ-মন্দির বা গির্জায় বাস করেন না। কবরস্থানে, কসাইখানায়, গোসলখানায়, চলাচলের রাস্তায়, গৃহপালিত পশু রাখার স্থানে, গোবর ও মল-মূত্রের স্থানে। কাবা ঘরের ছাদে নামায পড়া নিষিদ্ধ। মস্‌জিদের মধ্যে আল্লাহ্‌র জন্য সকল কার্য করা যায়। স্ত্রীসহবাস বা হত্যা করা, বেত্রাঘাত করা, ক্রয়-বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। মস্‌জিদের মধ্যে গণ্ডগোল করা, থুথু ফেলা, জুতা পায় দিয়া প্রবেশ অবৈধ। স্ত্রীলোক মস্‌জিদে নামায পড়িতে চাহিলে নিষেধ করা যাইবে না। মস্‌জিদে প্রবেশকালে নির্ধারিত দোয়া এবং প্রবেশ করিয়া দুই রাকাত নামায পড়িতে হয়। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মস্‌জিদকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বোত্তম স্থান বলিয়াছেন। মস্‌জিদের নামাযে একাকী নামায হইতে ২৫ গুণ অধিক পুণ্য পাওয়া যায়। জামে'মস্‌জিদে ৫০০ গুণ, মদীনার মস্‌জিদে ১০০০ গুণ, বায়তুল মোকাদ্দাসের মস্‌জিদে ৫০,০০০ গুণ এবং কা'বার মস্‌জিদে এক লক্ষ গুণ পুণ্যলাভ হইবে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে একটি মস্‌জিদ নির্মাণ করে, তাহার জন্য আল্লাহ্ বেহেশ্‌তে একটি দালান প্রস্তুত করিবেন। পৃথিবীর মধ্যে কাবার মস্‌জিদই প্রথম। বায়তুল মোকাদ্দাসের মস্‌জিদও পুরাতন এবং ইহা ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের পবিত্রস্থান। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নিজেই মক্কার নিকটবর্তী কুবার এবং মদীনার মস্‌জিদ নির্মাণ করিয়াছেন।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন কাবা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তিনি উহার সকল পার্শ্বে গিয়া প্রার্থনা করিলেন এবং বাহিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত তিনি নামায পড়িলেন না। কাবাগৃহ হইতে বাহির হইয়া কাবার সম্মুখে দুই রাকাত নামায পড়িয়া বলিলেন: ইহাই কেবলা।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আমার এই মস্‌জিদের এক রাকাত

নামায কা'বার মস্জিদ ব্যতীত অন্য স্থানের ১০০০ রাকাত নামায হইতে উত্তম।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ তিনটি মস্জিদ ব্যতীত অন্য স্থানে যাওয়ার জন্য উটকে চালনা করিও না; কা'বার মস্জিদ, দূরবর্তী (বায়তুল মোকাদ্দাসের) মস্জিদ এবং আমার এই মস্জিদ।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু সঈদ খুদ্রী। —বোখারী, মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্থান মস্জিদ এবং সর্বাপেক্ষা অপ্রিয় স্থান বাজার।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্র জন্য যে মস্জিদ নির্মাণ করে, তাহার জন্য আল্লাহ্ বেহেশ্তে একটি গৃহ নির্মাণ করেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত উসমান। —বোখারী, মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ নামাযে সর্বাপেক্ষা অধিক পুণ্য ঐ ব্যক্তি লাভ করে, যে সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী মস্জিদে (নামাযের জন্য) গমন করে। যে ব্যক্তি নামাযের জন্য অপেক্ষা করিয়া ইমামের সহিত উহা পড়ে, সে ঐ ব্যক্তির তুলনায় অধিক পুণ্য লাভ করে, যে নামায পড়ে অতঃপর নিদ্রা যায়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু মুসা। —বোখারী, মোসলেম

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যখন তোমাদের মধ্যে কেহ মস্জিদে প্রবেশ করে, সে যেন বলেঃ হে আল্লাহ্! তোমার অনুগ্রহের দরজা আমার জন্য খুলিয়া দাও। যখন সে বাহির হইয়া আসে, সে যেন বলেঃ হে আল্লাহ্! তোমার প্রাচুর্য হইতে কিছু পাওয়ার জন্য তোমার নিকট আমি প্রার্থনা করি।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু ওবায়দাহ্। —মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যখন তোমাদের মধ্যে কেহ মস্‌জিদে প্রবেশ করে, বসিবার পূর্বে সে যেন দুই রাকাত নামায পড়ে।

বর্ণনায় : হযরত আবু কাতাদাহ্। —বোখারী

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যে এই দুর্গন্ধযুক্ত সব্‌জী (কাঁচা পিয়াজ-রসূন) ভক্ষণ করে, সে অবশ্যই যেন আমাদের মস্‌জিদের মধ্যে না আসে, কেন-না মানুষ যাহাতে বিরক্ত বোধ করে, ফিরেশ্‌তাগণও তাহাতে বিরক্ত বোধ করে।

বর্ণনায় : হযরত জাবের। —বোখারী

১০। মস্‌জিদের মধ্যে থুথু ফেলা পাপ। উহাকে দাফন করিলেই (মাটি দ্বারা ঢাকিলেই) ইহার কাফ্‌ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হয়।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যখন তোমাদের মধ্যে কেহ নামাযের জন্য দাঁড়ায়, সে যেন তাহার সম্মুখে থুথু না ফেলে। কেন-না, সে যে পর্যন্ত নামাযের মধ্যে থাকে : ততক্ষণ সে আল্লাহ্‌র সহিত গোপন কথা বলিতে থাকে। সে যেন ডান পার্শ্বে থুথু না ফেলে, কেন-না তাহার ডান পার্শ্বে একজন ফিরেশ্‌তা আছে। সে যেন তাহার বাম পার্শ্বে অথবা তাহার পায়ের নীচে থুথু ফেলে এবং তাহা দাফন করিয়া ফেলে। অন্য বর্ণনায় : তাহার বাম পায়ের নীচে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যে অসুখ হইতে মুক্তি লাভ করেন নাই, তাহার মধ্যে তিনি বলিয়াছেন : আল্লাহ্ ঐ সকল ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করুন যাহারা তাহাদের নবীদের কবরকে মস্‌জিদ রূপে গ্রহণ করিয়াছে।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : সতর্ক হও। তোমাদের পূর্ববর্তীগণ নবী এবং ধার্মিক লোকদিগের কবর সমূহকে মস্‌জিদ রূপে গ্রহণ করিয়াছিল।

কবরকে মস্‌জিদরূপে গ্রহণ করিও না, নিশ্চয়ই আমি তাহা তোমাদিগকে নিষেধ করিতেছি।

বর্ণনায়ঃ হযরত জুন্‌দব। —মোসলেম

১৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বসবাসের গৃহসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে মস্‌জিদ নির্মাণ করিতে এবং উহাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুগন্ধি করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —আবু দাউদ

১৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ মস্‌জিদকে উচ্চ করিতে আমার প্রতি আদেশ হয় নাই। ইব্‌নে আব্বাস বলেনঃ ইহুদী এবং খ্রীষ্টানগণ ইহাদিগকে যেরূপ সুন্দর করে, তদ্রূপ সুন্দর করিতে আমাকে আদেশ করা হয় নাই।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইব্‌নে আব্বাস। —আবু দাউদ

১৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যখন তোমরা কোন লোককে মস্‌জিদের তত্ত্বাবধান করিতে দেখ, এই বিষয় (তোমরা) তাহার জন্য ঈমানের সাক্ষী থাকিবে। কেন-না আল্লাহ্ বলিতেছেনঃ যে আল্লাহ্ এবং আখিরাতকে বিশ্বাস করে, সে আল্লাহ্‌র মস্‌জিদে যাতায়াত করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু সঈদ খুদ্‌রী। —তিরমিজী

১৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যাহারা অন্ধকারে (রাত্রে) পায়ে হাঁটিয়া মস্‌জিদে যায়, তাহাদিগকে বিচারের দিন পূর্ণ আলোর সুসংবাদ দাও।

বর্ণনায়ঃ হযরত বোরায়দাহ্। —তিরমিজী, আবু দাউদ

১৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ তোমরা যখন বেহেশ্‌তের উদ্যানের নিকট দিয়া যাইবে, তখন উহার ফল উপভোগ কর। প্রশ্ন করা হইলঃ বেহেশ্‌তের উদ্যান কি? তিনি বলিলেনঃ মস্‌জিদ সমূহ। আবার প্রশ্ন করা হইলঃ ফল উপভোগের অর্থ কি? তিনি বলিলেনঃ "সোব্‌হানাল্লাহ্, আল্‌হামদুলিল্লাহ্, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এবং আল্লাহু আকবর।"

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

১৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মস্‌জিদের মধ্যে প্রতিশোধ লইতে অথবা কবিতা আবৃত্তি করিতে অথবা নির্দিষ্ট দোষের শাস্তি প্রদান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।
বর্ণনায় : হযরত হাকিম ইবনে হেজাম। —আবু দাউদ

২০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : কবর এবং গোসলখানা ব্যতীত সমগ্র পৃথিবীই নামাযের স্থান।
বর্ণনায় : হযরত আবু সঈদ। —আবু দাউদ, তিরমিজী

২১। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, পৃথিবীতে কোন্ মস্‌জিদ সর্বপ্রথম নির্মিত হইয়াছিল? রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন : কাবার মস্‌জিদ। পুনঃ প্রশ্ন করিলাম : তার পরে কোন্ মস্‌জিদ? তিনি বলিলেন : বায়তুল মোকাদ্দাসের মস্‌জিদ। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম : এই দুইটির দূরত্ব কত? তিনি বলিলেন : চল্লিশ বৎসর। সমগ্র পৃথিবীই তোমাদের জন্য মস্‌জিদ। সুতরাং যেখানেই নামাযের সময় হয়, সেখানেই নামায পড়।
বর্ণনায় : হযরত আবুজর। —বোখারী, মোসলেম

২২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ঐ সকল স্ত্রীলোকদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, যাহারা প্রায়ই কবরস্থানে যাতায়াত করে এবং আলো জ্বালায়।
বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস। —আবু দাউদ, তিরমিজী

২৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) সাতটি স্থানে নামায পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন : কবরস্থানে, সাধারণের কসাইখানায়, গোবরের স্থানে, লোকজন চলাফেরার পথে, গোসলখানায়, উটের ঘরে এবং কাবার ছাদের উপরে।
বর্ণনায় : হযরত ইবনে উমর। —তিরমিজী

মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য

মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্যকে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্যের পরেই স্থান দিয়াছেন। মাতার স্থান পিতার উর্ধ্বে স্থাপন করা হইয়াছে। কুরআন বলিতেছে : আমি মানবকে তাহার পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার

করিবার আদেশ দিয়াছি। তাহার মাতা তাহাকে অতি কষ্টে গর্ভেধারণ করিয়াছে, অতি কষ্টে তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছে। এই লালন-পালন ৩০ (ত্রিশ) মাস পর্যন্ত। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) দুগ্ধ-মাতাকেও মাতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন। পিতা-মাতার প্রতি বাধ্যতা প্রকাশ করার জন্য কয়েকটি পদ্ধতি : মাতা-পিতা দরিদ্র হইলে, তাহাদের ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করা সন্তানের একান্ত কর্তব্য। অভাবহীন হইলেও তাহাদিগকে উপঢৌকন ও দান করিতে হয়। প্রত্যেক সময়ই তাহাদের সহিত বিনম্র বচনে ও ভক্তিসহকারে কথা বলিবে। বিদেশ-ভ্রমণে তাহাদের অনুমতি গ্রহণ করা কর্তব্য। মাতা-পিতার মৃত্যু হইলেই সন্তানের কর্তব্য শেষ হয় না, তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্তব্য।

১। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল : আমার সঙ্গে থাকার সর্বাপেক্ষা অধিক অধিকার কাহার ? তিনি বলিলেন : তোমার মাতার। সে প্রশ্ন করিল : তারপর কাহার ? তিনি বলিলেন : তোমার মাতার। সে জিজ্ঞাসা করিল : তারপর কাহার ? তিনি বলিলেন : তোমার মাতার। সে প্রশ্ন করিল : তারপর কাহার ? তিনি বলিলেন : তোমার পিতার। অন্য বর্ণনায় : তোমার পিতার, তারপর তোমার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের, অতঃপর তোমার নিকটতর আত্মীয়-স্বজনের।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : তাহার নাক ধূলিতে মলিন হউক, তাহার নাক ধূলিতে মলিন হউক, তাহার নাক ধূলিতে মলিন হউক। প্রশ্ন করা হইল : কাহার ? তিনি বলিলেন : ঐ ব্যক্তির যাহার বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তাহার পিতা-মাতা (একজন বা উভয়েই) জীবিত থাকে এবং যে তবুও বেহেশ্‌তে যাইতে পারে না।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া সন্তানের জন্য বড় পাপ। প্রশ্ন হইল : কেহ কি তাহার পিতা-মাতাকে গালি দেয় ? তিনি বলিলেন : হাঁ। সে কোন লোকের পিতাকে গালি দেয় এবং লোকটি

আবার তাহার পিতাকে গালি দেয়। সে কোন লোকের মাতাকে গালি দেয় এবং সেই লোকটিও তাহার মাতাকে গালি দেয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর। —বোখারী, মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ পিতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের সর্বোত্তম উপায় পিতার মৃত্যুর পর তাহার বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা করা।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ পিতার সন্তুষ্টিতেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতেই আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —তিরমিজী

৬। একজন লোক রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বলিলঃ আমি একটি নিকৃষ্টতম পাপ করিয়াছি। আমার কি তওবা আছে? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তোমার মা আছে? সে বলিলঃ না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তোমার খালা (মাসী) আছে? সে বলিলঃ হাঁ। তিনি বলিলেনঃ তাহার সহিত সদ্ব্যবহার কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —তিরমিজী

৭। একদা আমরা উপস্থিত থাকাকালে, সালাম সম্প্রদায়ের একটি লোক আসিয়া রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলঃ পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাহাদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের কি কোন উপায় আছে? তিনি বলিলেনঃ হাঁ। তাহাদের জন্য দোয়া চাওয়া, তাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের বন্ধু-বান্ধবদিগকে মান্য করা।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু ওসায়েদ। —আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্

৮। হযরত জাহেমা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া বলিলঃ আমি জেহাদে যোগদান করিতে চাই। আপনার সহিত আমি পরামর্শ করিতে আসিয়াছি। তিনি বলিলেনঃ তোমার মা আছে? সে বলিলঃ হাঁ, আছে। তিনি বলিলেনঃ তাহার নিকট থাক, কেন-না বেহেশ্ত তাহার পায়ের নিকটে অবস্থিত।

বর্ণনায়ঃ হযরত মা'বিয়া বিন্ জাহেমা। —নেসায়ী

৯। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল: সন্তানের উপর তাহার পিতা-মাতার কি হক (দাবী) আছে? তিনি বলিলেন: তাহারা উভয়েই তোমার বেহেশত ও তোমার দোযখ।

বর্ণনায়: হযরত আবু ওমামাহ্। —মেশ্‌কাত

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যাহার নিকট তিনটি গুণ আছে, তাহার মৃত্যুকে আল্লাহ্ সহজ করিবেন এবং তাহাকে বেহেশ্‌তে স্থান দিবেন। দুর্বলের প্রতি দয়া, মাতা-পিতার জন্য ব্যয় এবং দাস-দাসীর উপকার সাধন।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —তিরমিজী

১১। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল: আমার মা ক্ষুধায় মারা গিয়াছে। সে যদি কথা বলিতে পারিত; মনে হয় দান করিতে বলিত। এখন দান করিলে কি তাহাতে তাহার পুণ্য হইবে? তিনি বলিলেন: হাঁ।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

মানত করা

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: মানত করিও না, কেন-না অদৃষ্টের উপর মানতের কোনই হাত নাই। ইহা কৃপণ লোক হইতেই বাহির হয়।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে আল্লাহ্‌কে মান্য করার মানত করে, সে যেন তাহাকে মান্য করে এবং যে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হওয়ার মানত করে, সে যেন তাহার অবাধ্য না হয়।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: শপথের কাফ্‌ফারা নজরানার (মানতের) কাফ্‌ফারার সমান।

বর্ণনায়: হযরত ওকাবা বিন্ আমের। —মোসলেম

৪। যখন রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ধর্মোপদেশ দিতেছিলেন, তিনি একটি লোককে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলেন। তিনি তাহার খোঁজ করিলে তাহারা বলিল: সে আবু ইসরাঈল। সে দাঁড়াইয়া থাকিবে বলিয়া মানত করিয়াছে, সে বসিবে না, ছায়াতে আশ্রয় লইবে না বা কথা বলিবে না, কিন্তু রোযা রাখিবে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: তাহাকে কথা বলিতে, ছায়ায় আশ্রয় লইতে এবং বসিতে নির্দেশ দাও, কিন্তু তাহাকে তাহার রোযা সম্পূর্ণ করিতে দাও।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: গোনাহ্‌র (পাপের) কাজে কোন মানত নাই। তাহার জন্য শপথের কাফ্‌ফারাই তাহার কাফ্‌ফারা।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —আবু দাউদ

৬। একটি স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল: হে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)! আমি আপনার মাথায় দফ (এক ধরনের বাদ্য-যন্ত্র) বাজাইব এই মানত করিয়াছি। তিনি বলিলেন: তোমার মানত পূর্ণ কর।

বর্ণনায়: হযরত আমর বিন্ শোয়ায়েব। —আবু দাউদ

৭। হযরত সায়াদ বিন্ ওবাদাহ্ তাহার মাতার একটি মানত যাহা সে মৃত্যুর পূর্বে পূর্ণ করিয়া যাইতে পারে নাই, সেই সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তাহার মাতার পক্ষে ইহা পূর্ণ করিতে নির্দেশ দিলেন।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

মান-সম্মানের ভিত্তি

কুরআন ঘোষণা করিয়াছে: তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধর্ম-ভীরু।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল: মানুষের মধ্যে কে সম্মানে সর্বশ্রেষ্ঠ? তিনি বলিলেন: আল্লাহ্‌র নিকট সম্মানে ঐ ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ, যে তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খোদা-ভীরু। তাহারা বলিল: আমরা এই কথা

আপনাকে জিজ্ঞাসা করি না। তিনি বলিলেন: মানবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ইউসুফ। তিনি আল্লাহ্‌র নবী, আল্লাহ্‌র নবীর সন্তান, তিনিও আল্লাহ্‌ব নবীর সন্তান, তিনিও আল্লাহ্‌র বন্ধুর সন্তান। তাহারা বলিল: আমরা এই কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি না। তিনি বলিলেন: তাহা হইলে তোমরা কি আরবের প্রধানদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর? তাহারা বলিল: হাঁ। তিনি বলিলেম: অন্ধকার যুগে-যাহারা প্রধান ছিল, তাহাবা ধর্মে অভিজ্ঞ হইলে ইসলামেও প্রধান।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

মানবের প্রতি কর্তব্য

আদম সন্তান সকলেই পরস্পর ভ্রাতা। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: "সকলই আদম হইতে এবং আদম মাটি হইতে সৃজিত।" ইসলামে সকলেই সমান। ইসলাম যাবতীয় বৈষম্যের নীতি চুরমার করিয়া দিয়া বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের শিবির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইসলাম দরিদ্রগণের সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল, আর্তের বিশ্রামাগার ও অত্যাচারিতের প্রাণে শান্তিদাতা। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: "মুমিন ঐ ব্যক্তি যে সমগ্র মানবজাতির প্রাণ ও সম্পত্তির আশ্রয়স্থল।" তিনি আরও বলিয়াছেন: "যে অন্যের স্বত্ব বা সম্মান নষ্ট করিবে যে পর্যন্ত সেই ব্যক্তি ক্ষমা না করে, আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করিবেন না। ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান, তৃষ্ণার্তকে পানি দান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, পীড়িতের সেবা-শুশ্রূষা ইত্যাদির মধ্য দিয়াই আল্লাহ্‌কে প্রকৃতভাবে সন্তুষ্ট করা যায়।" তিনি আবার বলিয়াছেন: তোমরা নিজের জন্য যাহা ভালবাস, অপরের জন্যও তাহা ভালবাসিবে। বিভিন্ন প্রকারে মানুষের উপকার করা যাইতে পারে। শারীরিক, মানসিক, আর্থিক ও আত্মিক। ইহার মধ্যে আধ্যাত্মিক উপকারই সর্বোৎকৃষ্ট। সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার মানুষকে ধর্মপথ প্রদর্শন করা এবং তাহাকে সৎপথে চালনা করা।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে মানবের প্রতি দয়ালু নহে, আল্লাহ্‌ও তাহার প্রতি দয়ালু নহেন।

বর্ণনায়: হযরত জারির বিন্ আবদুল্লাহ্। —বোখারী, মোসলেম

২। একটি শবাধার যাইতেছিল। উহা দেখিয়া রসূলুল্লাহ্ (দঃ) উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমরাও তাঁহার সঙ্গে দাঁড়াইলাম। আমরা বলিলাম: সে ইহুদী স্ত্রীলোক। তিনি বলিলেন: নিশ্চয়ই মৃত্যু ভয়ঙ্কর। যখন তোমরা শবাধার দেখ, তখন দাঁড়াইও।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: দয়াময় আল্লাহ্ দয়ালু লোকদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন। পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহাদের প্রতি দয়ালু হও, তাহা হইলে আকাশে যাহারা আছে তাহারাও তোমাদের প্রতি দয়ালু হইবে।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —আবু দাউদ, তিরমিজী

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আমি কি তোমাদিগকে ঐ লোকের সন্ধান দিব না, যে নামায, রোযা এবং যাকাতের সম্মান হইতেও অধিক সম্মানেব অধিকারী? আমরা বলিলাম: হাঁ। তিনি বলিলেন: দুইজন বিবাদকারীর মধ্যে শান্তি স্থাপনকারী। দুইজন লোকের মধ্যে বিবাদই অনিষ্টকারী।

বর্ণনায়: হযরত আবু দারদাযা। —আবু দাউদ, তিরমিজী

মাল মৌজুদ রাখা

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে মৌজুদদার, সে পাপী।

বর্ণনায়: হযবত মে'মার। —মোসলেম

২। তিনি বলিয়াছেন: শস্য আনয়নকারী ভাগ্যবান এবং মৌজুদদার অভিশপ্ত।

বর্ণনায়: হযরত উমর। —ইবনে মাযাহ্

৩। তিনি বলিয়াছেন: যাহারা মুসলমানগণের ক্ষতি করিয়া তাহাদের খাদ্যশস্য মৌজুদ করিয়া রাখে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে সংক্রামক ব্যাধি ও দরিদ্রতা দ্বারা কষ্ট দিবেন।

বর্ণনায়: হযরত উমব। —ইবনে মাযাহ্

৪। যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য অধিক মূল্যের আশায় ৪০ দিন যাবৎ মৌজুদ করিয়া রাখে, সে আল্লাহ্ হইতে মুক্ত এবং আল্লাহ্ও তাহার নিকট হইতে মুক্ত।
বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমব। —রাজীন

মিকাত, এহ্‌রাম এবং তালবিয়াহ্

মিকাত অর্থ—নির্দিষ্ট স্থান, যেখান হইতে এহ্‌রাম ধরা হয়। বিভিন্ন দেশের অধিবাসীর জন্য বিভিন্ন মিকাত। মদীনার দিক হইতে আগত হাজীদের জন্য "জুল-হালিফা," শ্যাম ও মিশরের দিক হইতে আগত হাজীদের জন্য "যুহ্ফাহ্", নজদের দিক হইতে আগত হাজীদের জন্য "করণ মানজিল" ইয়ামেনের দিক হইতে আগত হাজীদের জন্য 'ইয়ালামলাম", ইরাকের দিক হইতে আগত হাজীদের জন্য "জাতে-ইরাক" এবং মক্কাবাসীদের জন্য মক্কা।

হাজীদিগকে গৃহ হইতে বাহির হইয়া বা নির্দিষ্ট স্থানে পেঁৗছিয়া একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যে নিয়ম-কানুন পালন করিতে হয়, সেই অবস্থাকে এহ্‌রাম বলে। এহ্‌রামের জন্য গোসল ও অযু করিয়া দুই টুকরা সেলাইবিহীন শুভ্র বস্ত্র লইয়া এক টুকরা পরিধান করিতে হয় এবং আর এক টুকরা গলদেশে জড়াইয়া রাখিতে হয়। স্ত্রীলোকেরা তাহাদের অভ্যাস অনুযায়ী কাপড় ব্যবহার করিতে পারে। তাবপর দুই রাকাত নামায পড়িয়া উমরাহ্ বা হজ্জ, অথবা উমরাহ্ ও হজ্জ একত্রে এহ্‌রামের নিয়ত করিবে যে, হে আল্লাহ্! আমি হজ্জ বা উমরার নিয়ত করিতেছি। সুতরাং আমার পক্ষে ইহা সহজ কর এবং আমা হইতে ইহা গ্রহণ কর। অতঃপর উচ্চৈঃস্বরে তকবীর বলিবে। এহ্‌রামের নিয়তের পরে নিম্নলিখিত কার্যগুলি অবৈধ হইয়া যায়। (১) মূল্যবান পোশাক পরিধান করা, (২) সুগন্ধি ব্যবহার করা, (৩) নখ কর্তন, কেশ মুণ্ডন, কর্তন বা উৎপাটন করা, (৪) স্ত্রীর সহিত সহবাস বা হাস্য-কৌতুক করা, (৫) বিবাহ করা, (৬) মৃত মৎস্য ব্যতীত অন্য শিকার করা, (৭) তর্ক-বিতর্ক, হিংসা-বিদ্বেষ বা অবৈধ কোন কাজ করা। ইহার কোন বিষয়ের ব্যতিক্রম হইলে তাহার উপর একটি পশু কোরবানী ওয়াজেব হইয়া যায়।

তালবিয়াহ্ অর্থ—লাব্বায়েক বলা। ইমাম আবু হানিফার মতে ইহা বলা ওয়াজেব কিন্তু ইমাম শাফেয়ীর মতে ইহা বলা সুন্নত।

১। আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে তাঁহার এহ্রাম করার পূর্বে এহ্রামের জন্য এবং কাবার তাওয়াফের পূর্বে এহ্রাম হইতে মুক্ত হইবার জন্য সুগন্ধি (মেশ্ক বিহীন) লাগাইতাম। আমি যেন রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর এহ্রামের অবস্থায় তাহার বিন্যাস করা কেশ হইতে সুগন্ধির ঘ্রাণ লইতেছি।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন 'রেকাবে' তাহার পা স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার উট তাহাকে দাঁড়ান অবস্থায় লইল তখন জুল্-হালিফার মস্জিদের নিকটে তিনি "লাব্বায়েক" বলিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

৩। আমরা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত হজ্জ করিবার উদ্দেশ্যে "লাব্বায়েক" বলিতে বলিতে বাহির হইয়া আসিলাম।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু সঈদ খুদ্‌রী। —মোসলেম

৪। আবু তাল্‌হার পিছনে আমি আরোহী ছিলাম। তাহারা উচ্চৈঃস্বরে 'হজ্জ' এবং 'উমরাহ্' বলিতেছিল।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —বোখারী

৫। বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) উমরার সহিত হজ্জের এহ্রাম করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে উমরাহ্ এবং পরে হজ্জের এহ্রাম করিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ জিব্রাঈল আসিয়া আমাকে এই নির্দেশ দিল যে, এহ্রাম অথবা লাব্বায়েকের সহিত আমার উম্মতগণ যেন তাহাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত খালেদ। —নেসায়ী

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে মুসলমান লাব্বায়েক বলে, তাহার ডান এবং বাম পার্শ্বে যাহারা থাকে, এমন কি প্রস্তর, বৃক্ষ এবং মাটির স্তূপ পর্যন্ত লাব্বায়েক বলিয়া থাকে, এমন কি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তাহার প্রতিধ্বনি হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত সহল। —তিরমিজী

মিতাচারিতা ও একনিষ্ঠতা

রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : সর্বকর্মে মধ্য পন্থাই সর্বাপেক্ষা উত্তম নীতি, এবং সর্বকার্যে অতিরিক্ততা নিকৃষ্ট ও মন্দ। কুরআন বলে : "যখন তাহারা ব্যয় করে, তখন তাহারা কৃপণতাও করে না এবং অতিরিক্ত ব্যয়ও করে না, বরং উভয়ের মধ্যবর্তী থাকে।" অতিরিক্ত দান সম্বন্ধেও কুরআনে তিরস্কার আছে : "তোমার হস্ত সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত করিও না এবং তোমার হস্তকে তোমার গলদেশে আবদ্ধ করিয়া রাখিও না।" "অতি উচ্চ শব্দে বা নীরবে নামায পড়িও না ; উভয়ের মধ্যবর্তী পথ অন্বেষণ কর।" অতিরিক্ত খাদ্য যেমন শারীরিক স্বাস্থ্য নষ্ট করে, তদ্রূপ অতিরিক্ত ধর্মকর্মও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য নষ্ট করে।

মানুষের চরিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ একনিষ্ঠতা ও অধ্যবসায়। কুরআন বলে : "যাহারা বলে, 'আমাদের প্রভু আল্লাহ্' এবং তাহার উপর তাহারা সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকে, ফিরেশ্‌তাগণ তাহাদের প্রতি এই বলিয়া অবতীর্ণ হয় ; "ভয় করিও না, দুঃখিত হইও না।" "তোমার উম্মতদিগকে নামায পড়িতে এবং তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিতে বল।" "যদিও কষ্ট কর তবুও সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।" রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যে কার্য করিতেন, তিনি তাহা সর্বদাই করিয়া যাইতেন। পর্বত সমান বাধাবিঘ্ন, শত্রুর সম্মিলিত অত্যাচার, নির্যাতন তাঁহাকে তাহার ব্রত হইতে বিরত করিতে পারে নাই। ইহাই তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফল।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : কার্যের মধ্যে যাহা পার তাহা কর, কেন-না তোমরা তোমাদিগকে কষ্ট না দিলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে কষ্ট দেন না।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয়তম ঐ কার্য যাহা সামান্য হইলেও বরাবর (সর্বদা) করা হয়।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যখন তোমাদের কাহারও নামায পড়িবার সময়ে নিদ্রা আসে, সে যেন নিদ্রা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত নিদ্রা

যায়, কেন-না নিদ্রাভিভূত হইয়া যখন সে নামায পড়ে, তখন সে জানে না আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, না সে নিজেকেই তিরস্কার করে।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : ধর্ম সহজ। ইহাতে যে কঠোরতা অবলম্বন করে, ইহা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে। কাজেই একনিষ্ঠ এবং নিকটবর্তী হও, সুসংবাদ দাও এবং প্রাতে, সন্ধ্যায় ও রাত্রির একাংশে সাহায্য প্রার্থনা কর।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —বোখারী

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাকে বলিলেন : হে আবদুল্লাহ্ ! দিনে রোযা রাখা এবং রাত্রে নামায পড়া তোমার উচিত, তাহার সংবাদ আমি কি তোমাকে দেই নাই ? আমি বলিলাম : হাঁ। তিনি বলিলেন : এইরূপ করিও না। রোযা রাখ, কিন্তু ইফ্তার কর ; নামায পড়, কিন্তু নিদ্রা যাও। তোমার শরীরের প্রতি তোমার কর্তব্য আছে ; তোমার চক্ষুর প্রতি তোমার কর্তব্য আছে ; তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার কর্তব্য আছে এবং তোমার প্রতিবেশীর প্রতি তোমার কর্তব্য আছে।

বর্ণনায় : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —বোখারী, মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে যেন নামায পড়ে ; এবং যখন সে পরিশ্রান্ত হয়, তখন যেন সে বসিয়া পড়ে।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

৭। তিনি বলিয়াছেন : দাঁড়াইয়া নামায পড়, না পারিলে বসিয়া (পড়), তাহাও না পারিলে এক পার্শ্বে শায়িত হইয়া (পড়)।

বর্ণনায় : হযরত ইমরান বিন হোসেন। —বোখারী

মিনা এবং প্রস্তর নিক্ষেপ

যিলহজ্জের ১০ই তারিখ দুপুরের সময় মিনাতে পৌঁছিয়া মুয্দালিফার নিকট হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড লইয়া উহা নিক্ষেপের জন্য জামরাতে যাইবে।

তারপর জামরায় আকাবাতে ৭ খণ্ড পাথর নিক্ষেপ করিয়া ফিরিয়া আসিবে। প্রত্যেক বার পাথর নিক্ষেপের সময় তকবীর বলিবে। তারপর কোরবানী করিবে। ইহা ১২ই যিলহজ্জ পর্যন্ত চলে। ১১, ১২ ও ১৩ই তারিখে তিনটি জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করিতে হয়। ১৩ই যিলহজ্জ তারিখে যদি কেহ মিনাতে অবস্থান করে সেইদিন তাহার জন্য পাথর নিক্ষেপ করা ওয়াজেব। ১০ই তারিখে কিংবা পরবর্তী তারিখে কা'বা প্রদক্ষিণ করিবে। অতঃপর আবার পাথর নিক্ষেপের পর এহ্‌রাম শেষ হয়।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে তাহার ভারবাহী প্রাণী হইতে কোরবানীর দিন আমি পাথর মারিতে দেখিয়াছি এবং বলিতে শুনিয়াছি: হজ্জের নিয়মাবলী তোমাদের শিক্ষা করা উচিত, কেন-না এই হজ্জের পরে আমি আর হজ্জ করিতে পারিব কি-না তাহা আমি জানি না।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কোরবানীর দিন দ্বিপ্রহরে এবং সূর্য ঢলিয়া পড়ার পর প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —বোখারী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: পাথর নিক্ষেপ করা এবং সাফা ও মারওয়ার মধ্যে দৌড়াদৌড়ি আল্লাহ্‌কে স্মরণের স্মৃতি স্বরূপ করা হইয়াছে।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —তিরমিজী

৪। আমরা বলিলাম: হে আল্লাহ্‌র রসূল! মিনাতে আপনাকে ছায়া দেওয়ার নিমিত্ত আমরা কি আপনার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করিব না? তিনি (উত্তরে) বলিলেন: না, মিনা এমন লোকদের অপেক্ষার স্থান যাহারা পূর্বেই আগমন করে।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —তিরমিজী

মুতা (স্বল্প মেয়াদী) বিবাহ

শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে মুতা বিবাহের প্রচলন আছে বলিয়া জানা যায়। তাহাদের মতে মুতা বিবাহ বৈধ। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (দঃ) পরবর্তীকালে ইহা অবৈধ বলিয়াছেন।

১। আমরা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছিলাম। আমাদের সঙ্গে আমাদের স্ত্রী ছিল না। আমরা বলিলামঃ আমরা কি খাত্না করিব না? তিনি তাহা নিষেধ করিলেন। অতঃপর তিনি আমাদের জন্য মুতা বিবাহের অনুমতি দিলেন। আমরা প্রত্যেকেই একখানা বস্ত্রের বিনিময়ে এক একজন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিলাম। অতঃপর আবদুল্লাহ্ এই আয়াত পাঠ করিলঃ হে বিশ্বাসীগণ। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে সকল উত্তম জিনিস হালাল (বৈধ) করিয়াছেন, তাহা তোমরা হারাম (অবৈধ) করিও না।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে মসউদ। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আওতাসের বৎসর তিন দিন মুতা বিবাহ হালাল (বৈধ) করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি তাহা নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত সালামাহ্ বিন্ আক্ওয়া। —মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) খয়বরের যুদ্ধে স্ত্রীলোকের সহিত মুতা বিবাহ এবং পালিত গাধার মাংস ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আলী। —বোখারী, মোসলেম

মুদ্দৎ

সহবাস হইয়া থাকিলে তিন ঋতু, সহবাস না হইলে কোন মুদ্দৎ নাই। অপ্রাপ্ত বয়স্কা ও বৃদ্ধার মুদ্দৎ তিন মাস। গর্ভবতীর মুদ্দৎ সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত। স্বামীর মৃত্যুতে চারি মাস দশ দিন।

১। আবু সঈদ খুদ্রীর ভগ্নি ফোরাইয়া তাহাকে জানাইলঃ সে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট যেন জিজ্ঞাসা করে, সে খুদ্রীর বংশধরগণের অন্তর্গত, তাহার পরিবারে সে ফিরিবে কি-না? কেন-না তাহার স্বামী পলাতক দাসের খোঁজে বাহির হইলে, তাহারা তাহাকে হত্যা করিয়াছে। সে বলিলঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যাহাতে আমি আমার পরিবারে ফিরিতে পারি, কেন-না আমার স্বামী কোন ঘর বা খোরাকী রাখিয়া যায় নাই। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেনঃ হাঁ। অতঃপর আমি ফিরিয়া গেলাম এবং এক

মস্‌জিদের কক্ষে বা মস্‌জিদে আশ্রয় লইলাম। আমাকে বলা হইল: যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমার বাড়ীতেই থাক। অতঃপর আমি ৪ মাস ১০ দিন অপেক্ষা করিলাম।

বর্ণনায়: হযরত যয়নব। —তিরমিজী, আবু দাউদ

মুমিন বা বিশ্বাসী

মুমিন শব্দের অর্থ—বিশ্বাসী। মুসলিম শব্দ সর্ব-সাধারণের জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু মুমিন হইতে হইলে তাহাকে মুসলমান হওয়ার পর সত্যে বা কুরআন-হাদীসের শিক্ষায় দৃঢ় বিশ্বাসী হইতে হইবে। এই শব্দ দুইটির পার্থক্য উল্লেখ করিয়াই কুরআন বলিতেছে: "গ্রাম্য আরববাসীগণ বলে, আমরা ঈমান আনিয়াছি। বল, তোমরা ঈমান আন নাই! বল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। ঈমান এখনও তোমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই।" মুসলমান বলিতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝায় যে শুধু মুখে কলেমা "এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই এবং মোহাম্মদ তাঁহার রসূল" উচ্চারণ করে, কিন্তু উহার বিশ্বাস তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় নাই। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: "মুসলমান ঐ ব্যক্তি যাহার হস্ত এবং রসনা হইতে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে, কিন্তু মুমিন ঐ ব্যক্তি যিনি সমগ্র মানবমণ্ডলীর ধন ও প্রাণের আশ্রয় স্থল।" কুরআন বলিতেছে: "পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাইলেই তোমাদের ধর্ম হয় না, কিন্তু প্রকৃত ধার্মিক ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্, আখিরাত, ফিরেশ্‌তাগণ, কিতাব এবং নবীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যে তাঁহারই ভালবাসার জন্য নিকট-আত্মীয়, এতিম, দুঃখী, পদব্রাজক, ভিক্ষুক, এবং দাস-দাসীদিগকে দান করে, যে নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত দেয়, যে প্রতিজ্ঞা করিলে তাহা রক্ষা করে, যে বিপদে এবং কষ্টে সহিষ্ণু এবং দুঃখের সময় সবর করে—তাহারাই বিশ্বাসী এবং তাহারাই ধার্মিক।" "মুমিনের পদমর্যাদা ফিরেশ্‌তা হইতে অনেক উপরে, এমন কি কা'বা শরীফের সম্মান হইতেও তাহার সম্মান অধিক। দোযখ তাহার জন্য হারাম করা হইয়াছে। আল্লাহ্ এবং তাহার ফিরেশ্‌তাগণ বিশ্বাসীকে আশীর্বাদ করেন।" "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের জান-মাল বেহেশ্‌তের পরিবর্তে ক্রয় করিয়াছেন

এবং আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের রক্ষক।" "বিশ্বাসীদিগকে সাহায্য করা আল্লাহ্র কর্তব্য।" প্রকৃতপক্ষে কুরআন ও হাদীস বিশ্বাসীদের পথ-প্রদর্শক। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: "যাহা নিষিদ্ধ তাহা ভয় করিবে, তবেই তুমি মানবমণ্ডলীর মধ্যে বড় ধার্মিক হইবে। আল্লাহ্ যাহা দান করিয়াছেন তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিবে, তবেই তুমি সর্বাপেক্ষা সন্তোষশীল মানব হইবে। তোমার প্রতিবেশীর উপর সদয় হইবে, তবেই তুমি প্রকৃত মুমিন হইবে। যাহা তোমার জন্য ভালবাস, তাহা মানবের জন্য ভালবাসিবে, তবেই তুমি মুসলমান হইবে। অতিরিক্ত হাসিও না, কেন-না অতিরিক্ত হাসিতে হৃদয় মৃত হয়। মুমিনদের প্রতি আল্লাহ্ বলেন: "হতাশ হইও না, দুঃখ করিও না। যদি তোমরা মুমিন হও, তোমরাই কর্তৃত্ব লাভ করিবে।" কুরআন্ বলে: "পুরুষ হউক বা নারী হউক, যে সৎ-কার্য করে এবং বিশ্বাসী হয়, আমি নিশ্চয়ই তাহাকে সুখের জীবন দান করিব।" "তাহাদের প্রভু তাহাদিগকে জবাব দিলেন: পুরুষ হউক বা নারী হউক তোমাদের মধ্যে কোন কর্মীর কাজকে আমি ব্যর্থ করিব না।" পুরুষ ও নারীর প্রত্যেকেরই সমান অধিকার ইসলাম স্বীকার করিয়াছে। মুমিনের জীবন কুরআন্ ও হাদীসের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত হয়, ফলে: (১) তাহার ক্ষুদ্র নজর (দৃষ্টি) নাই, তাহার সহানুভূতি, ভালবাসা ও প্রেম কোন নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে না; (২) মুমিন আত্ম-সম্মান জ্ঞান-সম্পন্ন; মোশরেক (অংশীবাদী) সৃষ্টির নিকট মাথা নত করে এবং মানুষকে ভয় করিয়া চলে; (৩) বিশ্বাসী গর্বিত ও অহংকারী হইতে পারে না; (৪) বিশ্বাসী বুঝে, আত্মার পবিত্রতা এবং সৎকার্য ব্যতীত অন্য উপায় নাই; (৫) বিশ্বাসী কোন অবস্থাতেই নিরাশ বা ভগ্নোৎসাহ্ হয় না; (৬) বিশ্বাসী আল্লাহ্র পথে বা জেহাদে নির্ভীক ও পরম সাহসী; (৭) হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, লোভ ও মোহ বিশ্বাসীর হৃদয় হইতে বাহির হইয়া যায়; (৮) বিশ্বাসীর সর্বাধিক গুণ আল্লাহ্র বিধান ও নির্দেশের আজ্ঞাধীন হওয়া;—ইহার নামই ইসলাম, ইহার নামই ঈমান।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: বিশ্বাসী সরল, সম্মানিত; আর পাপী ধূর্ত, ভীরু।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ, তিরমিজী

২। রসূলুল্লাহ্ (দ) বলিয়াছেন: বিশ্বাসীর মধ্যে দুইটি চরিত্র দোষের সমন্বয় হয় না: কৃপণতা এবং অসৎ স্বভাব।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে মসউদ। —তিরমিজী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: মুসলমান ঐ ব্যক্তি যাহার রসনা ও হস্ত হইতে অন্যান্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে এবং বিশ্বাসী ঐ ব্যক্তি যাহার হাতে সকল লোকের ধন-প্রাণ নিরাপদ থাকে।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: বিশ্বাসী অনেক ফিরেশ্তা হইতে আল্লাহ্র নিকট অধিক সম্মানিত।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —ইবনে মাযাহ্

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল: বিশ্বাসী কি ভীরু হইতে পারে? তিনি বলিলেন: হাঁ। পুনঃ জিজ্ঞাসা করা হইল: বিশ্বাসী কি কৃপণ হইতে পারে? তিনি বলিলেন: হাঁ। পুনঃ জিজ্ঞাসা করা হইল: বিশ্বাসী কি বড় মিথ্যাবাদী হইতে পারে? তিনি বলিলেন: না।

বর্ণনায়: হযরত সাফ্ওয়ান। —ইমাম মালেক

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে বিশ্বাসী বান্দাহ্র নয়নযুগল হইতে মক্ষিকার মস্তিষ্ক পরিমাণও অশ্রু আল্লাহ্র ভয়ে বহির্গত হয় এবং তাহাতে তাহার মুখমণ্ডলের উজ্জ্বলতা হ্রাস পায়, আল্লাহ্ তাহার জন্য দোযখ হারাম করিবেন।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মসউদ। —ইবনে মাযাহ্

মুমিনদের উপর বিপদ-আপদের কারণ

ধার্মিক লোকদের উপর বিপদ-আপদ পতিত হওয়া আশ্চর্যজনক নহে। আল্লাহ্ বলিতেছেন: "নিশ্চয় তোমাদিগকে ভয়, ক্ষুধা, ধন, প্রাণ ও ফল ক্ষয় দ্বারা পরীক্ষা করিব, কিন্তু ধৈর্যশীল লোকদিগকে সুসংবাদ দাও।" আল্লাহ্

আবার বলেন: "মানবগণ কি এই ধারণা পোষণ করে যে, আমি ঈমান আনিয়াছি, এই কথা উচচারণ করিলেই তাহারা মুক্তি পাইবে, অথচ তাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে না?" "মুমিনকে তাহার ধর্মশক্তি অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়। যদি সে ধর্মে সুদৃঢ় হয়, তাহার উপর বিপদ-আপদ তদনুযায়ী কঠোর হইবে। সে যদি ধর্মে শিথিল হয় তাহার উপর বিপদ-আপদ তত কঠোর হইবে না।" আল্লাহ্ বলেন: "তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি তোমাদিগকে যেন ভুলাইয়া না রাখে, ইহা দ্বারা [আল্লাহ্ তাহাদিগকে দুনিয়াতে দণ্ড দিবার ইচ্ছা রাখেন।" "আমি অন্যান্যকে] বিভিন্ন রকমের যে সুখ-সম্পদ দিয়াছি, তাহার প্রতি তোমাদের [চক্ষু বাড়াইও না]। তাহার জন্য] দুঃখ করিও না।" "তোমরা কখনও ভাবিও না যে, পাপীগণ যাহা করে, তাহা হইতে আল্লাহ্ উদাসীন।"

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আল্লাহ্ যাহার মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাকে বিপদ-আপদ দেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে মুসলমান বিপদ-আপদ, দুশ্চিন্তা, দুঃখ, কষ্ট, দুর্ভাবনা এমন কি কাঁটাবিদ্ধ হইয়া কষ্ট ভোগ করে, আল্লাহ্ তদ্দ্বারা তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু সঈদ খুদ্রী। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে দীর্ঘকাল রোগে ভুগিয়া মারা যায়, সে শহীদ হয় এবং কবর আজাব হইতে মুক্তি পায়। প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাহার জন্য বেহেশ্ত হইতে খাদ্য আসে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —ইবনে মাযাহ্

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আল্লাহ্র পথে (শহীদ) মৃত্যু ছাড়াও সাত প্রকারের শহীদ আছে। তাউনে (কলেরা, বসন্ত ও প্লেগে) মৃত্যু হইলে, পানিতে ডুবিয়া মৃত্যু হইলে, পার্শ্ব-বেদনায় মৃত্যু হইলে, চাপা পড়িয়া মৃত্যু হইলে, যে স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইয়া মরে, সে শহীদ হয়।"

বর্ণনায়: হযরত জাবেদ বিন্ আতিক। —মালেক, আবু দাউদ, নেসায়ী

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: বড় বিপদের সহিত বড় পুরস্কার। আল্লাহ্ যখন কোনও সম্প্রদায়কে ভালবাসেন তাহাদিগকে বিপদ-আপদ দেন। যে তাহাতে সন্তুষ্ট হয়, তাহার জন্য সুসংবাদ। যে তাহাতে অসন্তুষ্ট হয়, তাহার জন্য দুঃসংবাদ।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: ছোট-বড় কোন গোনাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর জন্য কোন বান্দাহ্র উপর বিপদ পতিত হয় না। তন্মধ্যে আল্লাহ্ যাহা ক্ষমা করেন, তাহা অসংখ্য। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন: যে বিপদ-আপদ তোমাদের উপর নিপতিত হয়, উহা তোমাদেরই হস্তার্জিত, কিন্তু আল্লাহ্ অনেক ক্ষমা করেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু মুসা। —তিরমিজী

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আল্লাহ্ বলেন, যখন আমি আমার বান্দাহ্কে দৃষ্টিহীনতা দ্বারা পরীক্ষা করি এবং সে তাহাতে সবর করিয়া থাকে, আমি তাহার (নয়নের) পরিবর্তে তাহাকে বেহেশ্ত দান করি।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —বোখারী

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: জ্বর, বিপদ-আপদ, এমন কি যে অর্থ জামার পকেটে রাখা সত্ত্বেও হারান যায় এবং তজ্জন্য মনে দুঃখ হয়, বান্দাহ্র উপর এই সকল পতিত হওয়ার অর্থ, আল্লাহ্র তিরস্কার। যেমন, লাল বর্ণের লৌহ ময়লা-মুক্ত হইয়া কর্মকারের অগ্নি হইতে বাহির হয়, তদ্রূপ কোন বান্দাহ্ উহার জন্য পাপ হইতে বাহির হইয়া আসে।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —তিরমিজী

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট গিয়া দেখিলাম যে, তাঁহার জ্বর হইয়াছে। আমি বলিলাম: আপনার ভীষণ জ্বর। তিনি বলিলেন: হাঁ, তোমাদের দুই ব্যক্তির সমান আমার জ্বর। আমি বলিলাম: ইহা এই জন্য যে, আপনার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব আছে। তিনি বলিলেন: হাঁ। বৃক্ষ হইতে যেরূপ পাতা পড়িয়া

যায়, তদ্রূপ রোগ বা অন্যান্য কষ্ট যে মুসলমানের উপর পতিত হয়, তজ্জন্য আল্লাহ্ তাহার পাপ সমূহ দূরে ফেলিয়া দেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মসউদ। —বোখারী, মোসলেম

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর যে বেদনা হইয়াছিল, তাহা হইতে তীব্রতর বেদনা আর কাহারও দেখি নাই।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমার উদর ও চিবুকের মধ্যবর্তী স্থানে থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর মৃত্যুকষ্টের চাইতে আর কাহারও মৃত্যুকষ্ট অধিক বলিয়া মনে হয় না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —বোখারী

মুসলমানদের একতা

মুসলমানগণ একই ভ্রাতৃ-সংঘের সভ্য। ইহাতে নর-নারী, উচচ-নীচ, ধনী-নির্ধন সকলেরই সমান অধিকার। সকল দেশের মুসলমান এক সমান। দেশ, বর্ণ ও বংশ গৌরব ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া দিয়া ইসলাম সকল মুসলমানকে এক সমান করিয়া দিয়াছে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ মানব আদম হইতে এবং আদম মৃত্তিকা হইতে সৃজিত। এক দেশবাসীর উপর অন্য দেশবাসীর প্রাধান্যের কোন কারণ নাই। জানিয়া রাখ, এক মুসলমান নিশ্চয়ই অন্য মুসলমানের ভ্রাতা এবং সকল মুসলমানকে লইয়া এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃ সমাজ। একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের দর্পণ। দুনিয়ার সমগ্র মুসলমান সমাজ একটি অট্টালিকা সদৃশ। কুরআন বলিতেছেঃ "একতাবদ্ধ হইয়া আল্লাহ্র রজ্জু শক্তভাবে ধরিয়া রাখ, ভিন্ন হইয়া যাইও না। যখন তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে, তখন আল্লাহ্র করুণার দিকে লক্ষ্য কর। তিনি তোমাদের হৃদয়কে এক করিয়াছেন এবং তাঁহারই করুণায় তোমরা ভাই-ভাই হইয়াছ।" "যে মুসলমানের একতা ভঙ্গ করে, সে ইসলামের বাহিরে চলিয়া যায়।" কুরআন বলিতেছেঃ যাহারা ধর্মকে বহুবিধ উপ-সম্প্রদায়ে

ভাগ করে এবং উহার কারণে নানা উপ-সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যায়, তাহাদের সহিত তোমাদের কোন সম্পর্ক নাই।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি করিতে বাহির হয়, তাহার গ্রীবাদেশে আঘাত কর।

বর্ণনায়: হযরত ওসামা বিন্ শরীফ। —নেসায়ী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে তাহার আমীরের (নেতার) মধ্যে এমন দোষ দেখিতে পায়, যাহা সে অপ্রিয় মনে করে, সে যেন ধৈর্য ধারণ করিয়া থাকে; কেন-না আমি দেখিতে পাই যে, যে ব্যক্তি ঐক্যের মধ্যে অর্ধ-হস্ত পরিমাণও প্রভেদ সৃষ্টি করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার মৃত্যু অন্ধকার যুগের মৃত্যু হইবে।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: একত্রে আহার গ্রহণ কর, ভিন্ন ভিন্ন হইয়া আহার গ্রহণ করিও না, কেন-না বরকত জামাতেই নিহিত।

বর্ণনায়: হযরত উমর। —ইবনে মাযাহ্

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আল্লাহ্ আমার উম্মতকে বা মোহাম্মদের উম্মতকে পথ-ভ্রষ্টতার উপর সমবেত করাইবেন না। আল্লাহ্র হাত জামাতের উপর। যে পার্থক্য সৃষ্টি করে, তাহাকে দোযখে পৃথক স্থান দেওয়া হইবে।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর। —তিরমিজী

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আমি তোমাদিগকে পাঁচটি আদেশ দেই—একতা রক্ষা কর, বাধ্য থাক, হিজরত কর, শ্রবণ কর এবং আল্লাহ্র পথে জেহাদ কর। যে জামাত হইতে অর্ধহস্ত পরিমাণ দূরেও সরিয়া পড়ে, ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত সে তাহার গ্রীবাদেশ হইতে ইসলামের বন্ধনকে মুক্ত করিয়া দেয়। যে অন্ধকার যুগের আহ্বান করে, সে নামায পড়িলেও, রোযা রাখিলেও এবং নিজেকে মুসলমান করিলেও দোযখের জ্বালানী কাষ্ঠ হইবে।

বর্ণনায়: হযরত হারেস আশ্য়ারী। —তিরমিজী

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দলের অনুসরণ করিবে, কেন-না যে বিভেদ সৃষ্টি করে, তাহাকে দোযখে পৃথক স্থান দেওয়া হইবে।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর। —ইবনে মাযাহ্

মুসলমানদের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আমার এই উম্মতের প্রতি করুণা বর্ষিত হইয়াছে। আখিরাতে তাহাদের কোন শাস্তি নাই। এই দুনিয়াতে বিপদ-আপদ, অশান্তি ও হত্যাই তাহাদের শাস্তি।

বর্ণনায়: হযরত আবু মুসা। —আবু দাউদ

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: মহান আল্লাহ্ এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর প্রারম্ভে এমন একজন প্রেরণ করিবেন যিনি তাহাদের ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করিবেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

৩। তিনি বলিয়াছেন: আমার উম্মতের বয়স ৬০ হইতে ৭০ বৎসরের মধ্যে (হইবে), তন্মধ্যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই সেই বয়স অতিক্রম করিবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আল্লাহ্ আমার উম্মতদিগের দোষ-ত্রুটি, স্মৃতি-বিলুপ্তি এবং বাধ্যতামূলক পাপ ক্ষমা করিয়াছেন।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —ইবনে মাযাহ্

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আমার উম্মত বারিপাত (বৃষ্টি) সদৃশ। ইহার প্রথম অথবা শেষ উত্তম তাহা জানা যায় না।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —তিরমিজী

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আমার উম্মতের মধ্যে ঐ লোকগণ আমাকে অধিক প্রিয় মনে করিবে, যাহারা আমার পরে জন্মগ্রহণ করিবে।

তাহাদের কেহ কেহ ইচ্ছা করিবে যে তাহার পরিজনবর্গের এবং ধন-সম্পত্তির বিনিময়েও যদি সে আমাকে দেখিতে পারিত।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোবায়রা। —তিরমিজী

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে এক সম্প্রদায় অনবরত আল্লাহ্‌র আদেশের উপর দণ্ডায়মান থাকিবে, যে তাহাদিগকে অসম্মানিত বা তাহাদের বিরোধিতা করিবে, তাহারা সেই অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকা পর্যন্ত সে তাহাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে না, যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌র আদেশ না হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত মা'বিয়া। —বোখারী, মোসলেম

মুসলমানদের পথ-প্রদর্শক

পবিত্র কুরআন ও রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সুন্নত এবং বাক্যাবলীই মুসলমানদের পথ-প্রদর্শক। এই দুই গ্রন্থ ঘোষণা করিতেছেঃ যদি মানবজাতি কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা-দীক্ষাকে মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়া সুদৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থাকে, তবে তাহারা ইহকাল ও পরকালে উন্নতির উচ্চশিখরে উঠিতে সমর্থ হইবে। পক্ষান্তরে, যদি কুরআন্ ও হাদীসের আইনকে মানব রচিত আইনের নিম্নে স্থান দান করে, তবে তাহারা স্ব-স্ব হস্তে তাহাদের সমাধি খনন করিবে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি জিনিস রাখিয়া যাইতেছি। যদি তোমরা উভয়কেই সুদৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখ, তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হইবে নাঃ আল্লাহ্‌র কুরআন ও তাঁহার প্রেরিত নবীর আদর্শ। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ ইসলামকে সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে নূতন ব্যবস্থার কোন প্রযোজন নাই। যে কোন ক্ষেত্রেই হউক, শরীয়ত বিরোধী নববিধান মুসলমান কর্তৃক পরিত্যাজ্য। কতক স্বার্থপর মানুষ নিজেদের সুবিধার জন্য ইসলামে পীর-মুরিদী ইত্যাদি বেদআতের নূতন নূতন সংযোজন করিয়া স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিয়াছে এবং করিতেছে। মুসলমান মাত্রকেই উহা হইতে সতর্ক থাকিতে হইবে। কারণ, এই পীর-মুরিদী রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সময় এবং সাহাবায়ে কেরামের সময়ও প্রচলিত ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আমাদের এই ধর্মে যাহা নাই এমন কোন নূতন বিষয় যদি কেহ প্রবর্তন করে, সে অভিশপ্ত।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা উত্তমবাণী আল্লাহ্র কুরআন এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম হেদায়েত (পথ-প্রদর্শন) মোহাম্মদের হেদায়েত, সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যাপার নব-বিধান এবং প্রত্যেক নব-বিধানই বেদআত (পথ-ভ্রষ্টকারী)।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের। —মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) একদা নামায শেষে বক্তৃতা দান করিলেন। ফলে (আমাদের) নয়ন হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং হৃদয় বিনম্র হইল। একজন বলিলঃ হে রসূলুল্লাহ্! এই বক্তৃতা যেন শেষ বক্তৃতা মনে হয়। আমাদিগকে আরও উপদেশ দান করুন। তিনি বলিলেনঃ আমি তোমাদিগকে এই উপদেশ দিতেছিঃ আল্লাহ্কে ভয় কর এবং একজন কাফ্রী গোলাম (খলিফা) হইলেও তাহাকে মান্য কর, কেন-না আমার পরে যে জীবিত থাকিবে, সে অনেক মতভেদ দেখিতে পাইবে। তখন আমার সুন্নত (কর্ম-পদ্ধতি), হেদায়েত ও পথপ্রাপ্ত খলিফাগণের কর্ম-পদ্ধতির উপর দৃঢ় থাকিবে। উহা কঠিন ভাবে ধরিয়া থাকিবে এবং দন্ত দ্বারা কামড়াইয়া রাখিবে। নূতন নূতন (ব্যবস্থা) বিধান হইতে সতর্ক থাকিবে, কেন-না প্রত্যেক নূতন বিধান বেদআত এবং প্রত্যেক বেদআত-ই পথ-ভ্রষ্টকারী।

বর্ণনায়ঃ হযরত এরবাদ। —আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদের (দেখাইবার) জন্য একটি রেখা টানিলেন এবং বলিলেনঃ ইহা আল্লাহ্র পথ। অতঃপর উহার দক্ষিণ ও বামে বহু রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলেনঃ এইগুলি পথ এবং প্রত্যেক পথেই এক একটি শয়তান তাহাকে ডাকিতেছে। তিনি পাঠ করিলেনঃ "আমার এই পথই সরল। ইহারই অনুসরণ কর।"

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মসউদ। —নেসায়ী

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) পাঠ করিলেন: তিনিই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মীমাংসিত আয়াত রহিয়াছে, "উলুল আলবাব" পর্যন্ত পাঠ করিলেন। হযরত আয়েশা বলেন: রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: যখন তুমি ঐ লোকদিগকে দেখ যাহারা রূপক কথাগুলির অনুসরণ করে, (তখন বুঝিবে) তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন। সেই সকল ব্যক্তিদের হইতে সতর্ক হও।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে অস্বীকার করিয়াছে, সে ব্যতীত আমার প্রত্যেক উম্মত বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে। প্রশ্ন হইল: কে অস্বীকার করিয়াছে? তিনি বলিলেন: যে আমাকে মান্য করিয়াছে, সে বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে এবং যে আমাকে অমান্য করিয়াছে, সে অস্বীকার করিয়াছে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আমি কখনও এই ইচ্ছা করি না যে, তোমাদের কেহ কেহ গদিতে হেলান (ঠেস) দেয় এবং যখন আমার আদেশ বা নিষেধ তাহার নিকট উপস্থিত হয়, তখন সে বলে: আমি জানি না। যাহা আল্লাহ্র কুরআনে পাইয়াছি, তাহাই অনুসরণ করিব।

বর্ণনায়: হযরত আবু রাফে। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্, আবু দাউদ

৮। যখন রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাকে ইয়ামেনে পাঠাইলেন, তখন জিজ্ঞাসা করিলেন: যখন তোমার নিকট বিচারের জন্য কোন বিষয় উপস্থিত হইবে, কিরূপে তাহার বিচার করিবে? সে বলিল: আমি আল্লাহ্র কুরআন অনুসারে বিচার করিব। তিনি বলিলেন: যদি কুরআনে তাহা না পাও? সে বলিল: তবে আল্লাহ্র রসূলের সুন্নত অনুসারে। তিনি বলিলেন: যদি তাহা আল্লাহ্র রসূলের সুন্নতে না পাও? সে বলিল: আমি আমার বিবেকের সাহায্যে তাহা সমাধানের চেষ্টা করিব এবং তাহাতে ত্রুটি করিব না। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহার বক্ষদেশে হাত রাখিয়া বলিলেন: ঐ আল্লাহ্র প্রশংসা যিনি আল্লাহ্র রসূল যে বিষয় সন্তুষ্ট থাকেন তাহার তৌফিক (সামর্থ্য) তাহাকে দিয়াছেন।

বর্ণনায়: হযরত মোয়াজ বিন্ জাবাল। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ কুরআন পাঁচটি বিষয়ের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে—হালাল, হারাম, নিশ্চিত বিষয়, রূপক বিষয় এবং উপমা। হালালকে হালাল জ্ঞান কর, হারামকে হারাম জ্ঞান কর, নিশ্চিত বিষয়ানুযায়ী কর্ম কর, রূপক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন কর এবং উপমা সমূহ হইতে উপদেশ গ্রহণ কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বাইহাকী

মুসাফিরের রোযা

আল্লাহ্ বলেনঃ "তোমাদের মধ্যে কেহ অসুস্থ হইলে বা সফরে থাকিলে, সে তত সংখ্যা রোযা অন্য সময় রাখিবে।

১। হামজা আসলামী অনেক রোযা রাখিতেন। তিনি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেনঃ সফরে কি রোযা রাখিব? তিনি বলিলেনঃ ইচ্ছা হইলে রোযা রাখ এবং ইচ্ছা হইলে রোযা ভঙ্গ কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) সফরে ছিলেন, তিনি একজন লোককে একদল লোক ঘিরিয়া রাখিয়াছে দেখিতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ ইহা কি? তাহারা বলিলঃ একজন রোযাদার। তিনি বলিলেনঃ সফরে পবিত্র লোকের রোযা নাই।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মদীনা হইতে মক্কায় আসিলেন। তিনি ওসফানে না আসা পর্যন্ত রোযা রাখিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি পানি আনিতে বলিলেন এবং লোকদিগকে দেখাইবার জন্য উহা তাঁহার হাতে রাখিলেন অতঃপর রোযা ভঙ্গ করিলেন। মক্কায় পৌঁছান পর্যন্ত এইরূপ ছিলেন। ইহা রমযান মাসের ঘটনা। ইবনে আব্বাস বলিতেনঃ রসূলুল্লাহ্ (দঃ) রোযা রাখিতেন এবং তাহা ভঙ্গ করিতেন। যাহার ইচ্ছা (সফরে) রোযা রাখ এবং যাহার ইচ্ছা রোযা ভঙ্গ কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুসাফির হইতে অর্ধেক নামায নামাইয়া দিয়াছেন; মুসাফির, স্তন্যদানকারী স্ত্রীলোক এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোক হইতে রোযা নামাইয়া দিয়াছেন।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —আবু দাউদ

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বিজয়ের বছরে রোযার মাসে মক্কাতে বাহির হইয়া আসিলেন। 'কোরাল গামিম' পেঁ ছান পর্যন্ত তিনি রোযা রাখিলেন। লোকজনও রোযা রাখিল। অতঃপর তিনি একপাত্র পানি আনাইয়া উঁচু করিয়া ধরিলেন এবং লোকজন তাহা দেখিল। অতঃপর তিনি পান করিলেন। পরে তাঁহাকে জানান হইল: কতক লোক রোযা রাখিয়াছে। তিনি বলিলেন: তাহারা পাপী, তাহারা পাপী।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —মোসলেম

৬। তিনি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: আমি সফরে রোযা রাখার শক্তি রাখি। তাহাতে কি আমার পাপ হইবে? তিনি বলিলেন: আল্লাহ্ হইতে ইহা অনুগ্রহ। যে ইহাকে গ্রহণ করে উত্তম এবং যে রোযা রাখিতে ইচ্ছা করে, তাহার কোন পাপ নাই।

বর্ণনায়: হযরত হামজা। —মোসলেম

মুহ্‌রিমের জন্য হারাম জিনিস

১। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল: মুহ্‌রিমের পোশাক কি হইবে? তিনি বলিলেন: সে জামা, পাগড়ি, লম্বা-পায়জামা, ছাতা, মোজা ব্যবহার করিবে না; কিন্তু কেহ জুতা না পাইলে মোজা ব্যবহার করিতে পারিবে। জাফরান বা 'ওয়ারস্' (গাছ্ বিশেষ) দ্বারা রঞ্জিত কোন কাপড় পরিধান করিতে পারিবে না। এহ্‌রামে কোন নারী লম্বা ঘোমটা দিবে না এবং দাস্তানা ব্যবহার করিবে না।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্। —বোখারী, মোসলেম

২। (আমরা) জায়ের-রানাতে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট থাকাকালীন জনৈক আরব বেদুইন লম্বা জামা পরিয়া এবং খুলুক (জাফরান দ্বারা তৈরী

সুগন্ধি বিশেষ) লাগাইয়া রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল : হে আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ। আমি উমরার জন্য এহ্‌রাম করিয়াছি এবং এই জামা পরিয়াছি। তিনি বলিলেন : তোমার দেহে যে সুগন্ধি আছে তাহা তিনবার ধৌত কর এবং লম্বা জামা খুলিয়া ফেল। তারপর হজ্জে যেরূপ কর উমরাতেও তদ্রূপ কর।

বর্ণনায় : হযরত ইয়ালী। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : এহ্‌রাম অবস্থায় কোন ব্যক্তি বিবাহ করিবে না বা বিবাহ বসিবে না অথবা বিবাহের অন্বেষণ করিবে না।

বর্ণনায় : হযরত উসমান। —মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মায়মুনাকে এহ্‌রামের অবস্থায় বিবাহ করিয়াছিলেন।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মায়মুনাকে এহ্‌রামের বাহিরে থাকা অবস্থায় বিবাহ করিয়াছিলেন।

বর্ণনায় : হযবত এযিদ। —মোসলেম

৬। আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে স্ত্রীলোকদিগের জন্য তাহাদের এহ্‌রাম অবস্থার হাতের দাস্তানা এবং বোরকা ব্যবহার করিতে, সুগন্ধি বা জাফরান লাগান পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে নিষেধ করিতে শুনিয়াছি এবং এহ্‌রাম অন্তে তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন রকমের বস্ত্র, রঞ্জিত রেশম, বিশেষ রেশম বা গাউন বা পায়জামা বা লম্বা কোর্তা বা মোজা পরিধান করিতে তিনি অনুমতি দিয়াছেন।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে উমর। —আবু দাউদ

৭। এহরামের অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (দঃ) সুগন্ধবিহীন যয়তুনের তৈল ব্যবহার করিয়াছেন।

বর্ণনায় : হযবত ইবনে উমর। —তিরমিজী

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মক্কার পথে লাহ্‌মী জামালে এহ্‌রাম অবস্থায় মাথার মাঝখানে শিঙ্গা দিয়াছিলেন।

বর্ণনায় : হযরত আবদুল্লাহ্। —বোখারী, মোসলেম

৯। এহ্‌রামের অবস্থায় আমরা রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)-এর সহিত ছিলাম। আমাদের নিকট দিয়া কতক আরোহী যাইতেছিল। তখন আমাদের মধ্য হইতে কোন একজন তাহার পর্দা মাথা হইতে টানিয়া মুখের উপর লম্বা করিয়া দিল। যখন তাহারা চলিয়া গেল তখন আমরা তাহা আবার সরাইয়া রাখিলাম।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —আবু দাউদ

মৃত ব্যক্তির কাফন ও গোসল

একখণ্ড কাপড় দ্বারা মৃত ব্যক্তির 'সতর' (গুপ্তস্থান যাহা আবৃত করিয়া রাখিতে হয়) ঢাকিয়া মল ও মূত্র ত্যাগের স্থান সমূহ ধৌত করিয়া অযু করিবে। অতঃপর মৃতকে বাম কাত করাইয়া মাথা হইতে পা সহ তিনবার ধৌত করিবে। আবার ডান কাত করাইয়া মাথা হইতে পা সহ তিনবার ধৌত করাইবে; গোসল শেষ হইলে কাপড় দ্বারা দেহ উত্তমরূপে মুছিয়া ফেলিবে। পুরুষের জন্য কাফন তিন কাপড় এবং স্ত্রীলোকের জন্য কাফন পাঁচ কাপড়। কাফন সুগন্ধিযুক্ত করিবে।

১। একজন লোক রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)-এর সহিত থাকা কালে তাহার উট তাহাকে পদদলিত করিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি তখন এহ্‌রাম অবস্থায় ছিল। ইহার ফলে সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) তখন বলিলেন: তাহাকে পানি এবং কুল বা বরই পাতা দ্বারা গোসল করাও এবং তাহার দুইখানা বস্ত্র দ্বারা তাহাকে কাফন পরাও; সুগন্ধি লাগাইও না এবং মাথা ঢাকিও না, কেন-না সে কিয়ামতের দিন "লাব্বায়েক" (দাস উপস্থিত) বলিয়া উত্থিত হইবে।

বর্ণনায় : হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

২। আমরা যখন রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)-এর কন্যাকে (যয়নবকে) গোসল দিতেছিলাম, তখন তিনি আমাদের নিকট আসিয়া বলিলেন: তাহাকে তিন কি পাঁচ বার বা সঙ্গত মনে করিলে আরও অধিক পানি এবং বরই পাতা দ্বারা গোসল করাও এবং গ্রন্থি সমূহে কর্পূর অথবা কর্পূরের কিছুটা লাগাও। ইহা যখন শেষ করিবে, তখন আমাকে ডাকিবে। যখন আমরা (সকল কার্য)

শেষ করিলাম, (তখন) আমরা তাঁহাকে ডাকিলাম। তিনি তাঁহার কটিদেশের কাপড় খানা আমাদের নিকট দিয়া বলিলেন: তাহাকে ইহা দ্বারা ঢাকিয়া দাও। অন্য বর্ণনায়: তিন, পাঁচ বা সাত বার তাহাকে গোসল করাও এবং দক্ষিণ দিক হইতে এবং অযুর স্থান হইতে আরম্ভ কর। তিনি বলিয়াছেন: আমরা তাহার কেশরাজি তিনবার ধৌত করিয়া উহা তাহার পশ্চাতে রাখিয়া দিলাম।

বর্ণনায়: হযরত উম্মে আতিয়্যাহ্। —বোখারী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমাদের বস্ত্রের মধ্যে সাদা বস্ত্র পরিধান কর, কেন-না ইহাই তোমাদের উত্তম বস্ত্র। তোমাদের মৃতদেহকে ইহা দ্বারা কাফন দাও। তোমাদের কাজলের মধ্যে সুরমাই সর্বোৎকৃষ্ট, কেন-না ইহা কেশ জন্মায় এবং দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —আবু দাউদ, তিরমিজী

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যখন তোমাদের কেহ তোমাদের ভাইকে কাফন পরিধান করায় সে যেন তাহাকে উত্তমরূপে পরায়।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: কাফনে অতিরিক্ত ব্যয় করিও না, কেন-না ইহা শীঘ্রই নষ্ট হইবে।

বর্ণনায়: হযরত আলী। —আবু দাউদ

৬। যখন আবদুল্লাহ্ বিন্ ওবাইকে কবরে রাখা হইল, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহার নিকটে আসিয়া আদেশ দিলে তাহাকে বাহির করা হইল। অতঃপর তিনি তাহাকে উভয় জানুর উপর রাখিয়া তাহার উপর থুথু দিয়া তাহার নিজের জামা দ্বারা তাহাকে কাফন করাইলেন। তিনি আব্বাসকেও একটি জামা দ্বারা কাফন পরাইয়া দিলেন।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —বোখারী, মোসলেম

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ওহুদের (যুদ্ধে) নিহতদের সম্বন্ধে এই আদেশ দিলেন: তাহাদের বর্ম এবং চর্মবস্ত্র খুলিয়া ফেলা হউক এবং তাহাদের রক্ত এবং বস্ত্রসহ তাহাদিগকে দাফন (কবর দেওয়া) করা হউক।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: লম্বা পিরহানই (জামা) উৎকৃষ্ট কাফন এবং শিং-বিশিষ্ট দুম্বাই কোরবানীর উৎকৃষ্ট প্রাণী।

বর্ণনায়: হযরত ওবাদাহ্ বিন্ সোয়ামেত। —আবু দাউদ, তিরমিজী

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে তিন খণ্ড বস্ত্র দ্বারা কাফন দেওয়া হইয়াছিল; ইয়ামেনি, সাদা এবং সহুল (শহরের) নির্মিত তূলার বস্ত্র, তাহাতে কোন জামা বা পাগড়ি ছিল না।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

মৃত্যু ছোট কিয়ামত

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আমি এবং মহাপ্রলয় এই দুই অঙ্গুলীর মত উত্থিত হইয়াছি।

বর্ণনায়: হযরত শোবাহ্। -বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: এখন যাহারা জীবিত আছে, এক শত বৎসর পরে তাহারা কেহ পৃথিবীতে থাকিবে না।

বর্ণনায়: হযরত আবু সায়ীদ। —মোসলেম

৩। কয়েকজন আরববাসী রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া মহা-প্রলয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। তিনি তন্মধ্যে একজন কম বয়স্ক লোকের দিকে তাকাইয়া বলিলেন: সে যদি জীবিত থাকে তবে সে বার্ধক্য প্রাপ্ত না হইতেই তাহার মহা-প্রলয় তাহাকে গ্রেফতার করিবে।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আমি আশা পোষণ করি যে, আমার উম্মতগণের অর্ধেক দিনের জন্যও যেন তাহাদের প্রভুর নিকট অপেক্ষা করিতে না হয়। সায়াদকে প্রশ্ন করা হইল: অর্ধেক দিনে কত সময়? তিনি বলিলেন: ৫০০ বৎসর।

বর্ণনায়: হযরত সায়ীদ বিন্ আবু ওক্কাস। —আবু দাউদ

মৃত্যু ও মানবাত্মা

প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর কবলে পতিত হইবে, ইহা বিধাতার এক অমোঘ বিধান। প্রত্যেক প্রাণীরই দেহ, প্রাণ ও আত্মা—এই তিনটি বস্তু আছে। জন্মগ্রহণ করিলে এই তিনটি বর্তমান থাকে। মৃত্যু মানব জীবনের পরিবর্তন ঘটায়। মৃত্যুতে দেহ ও প্রাণ নষ্ট হইয়া শুধুমাত্র আত্মাই থাকে। মানবাত্মা নষ্ট হয় না। কুরআন বলিতেছেঃ "প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে।" মাটির দেহ মাটিতে মিশিয়া যাইবে বা আগুনে দগ্ধ করা হইবে, বা পশু-পক্ষি, পোকা-মাকড় বা মৎসের উদরস্থ হইবে; কিন্তু আত্মার শেষ নাই বা ধ্বংস নাই, যে পর্যন্ত উহা অনন্তের সহিত না মিশিবে। প্রত্যেক পদার্থই মৌলিক পদার্থে প্রত্যাবর্তন করিবে। দেহ হইতে আত্মার এই বিচ্ছেদের নামই মৃত্যু। আত্মাও তাহার মৌলিক পদার্থে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে। কুরআন বলেঃ "হে আনন্দিত আত্মা! তোমার প্রভুর নিকট সন্তুষ্ট-চিত্তে এবং তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া প্রত্যাবর্তন কর।" সৎকার্য (পুণ্য) এবং অসৎকার্য (পাপ) আত্মার সহিত থাকিবে এবং তজ্জন্যই আত্মা শাস্তিপ্রাপ্ত বা পুরস্কৃত হইবে। পাপাত্মা নরকের শাস্তি ভোগ করিবে। পুণ্যাত্মা চির-সুখময় বেহেশতে শান্তি ভোগ করিবে।

মানুষের সর্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট হয় মৃত্যুর সময়। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ হে আল্লাহ্! মৃত্যুর কষ্টে বা মৃত্যুর বেহুঁশে আমাকে সাহায্য কর। হযরত আয়েশা বলিয়াছেনঃ "রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর উপর যে মৃত্যুকষ্ট হইয়াছিল, তাহা হইতে অধিক কষ্ট আর দেখি নাই।" মৃত্যুর সময় পরবর্তী অবস্থা ক্রমশঃ প্রকাশ হইতে থাকে, যেমন সন্তান প্রসব হওয়ার সময় দুনিয়ার অবস্থা তাহার নিকট প্রকাশ হয় এবং সে ক্রন্দন করে। মৃত্যু শরীরের জন্য কিয়ামত। ঈমান বা বিশ্বাসের সহিত মৃত্যুই উত্তম। মৃত্যুর সময় দুইটি জিনিসে বিশ্বাস হারাইবার আশঙ্কা থাকে। ধর্মে কুরআন ও হাদীসের বিপরীত কাজ প্রবর্তন এবং দুনিয়ার জন্য অত্যধিক ভালবাসা এবং পরকাল ভুলিয়া থাকা। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে বিশ্বাসীর মৃত্যু সহজ হইবে এবং অবিশ্বাসীর মৃত্যু কঠিন হইবে। মৃত্যুর সময় যাহারা উপস্থিত থাকিবে, তাহারা কলেমা

শাহাদাত, সূরা ইয়াসিন ইত্যাদি পাঠ করিতে থাকিবে। বিশ্বাসীর মৃত্যুর সময় কপালে ঘাম নির্গমন, চক্ষু দিয়া পানি বাহির হওয়া, অধর শুকাইয়া যাওয়া ইত্যাদি চিহ্ন দেখা যাইবে। মৃত্যুকে আহ্বান করা (আত্ম-হত্যার শামিল) হারাম।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমাদের কেহ যেন মৃত্যুর ইচ্ছা না করে। যদি সে ধার্মিক হয়, হয় ত সে আরও ভাল করিতে পারিবে। যদি সে অধার্মিক হয়, হয় ত সে তওবা করিতে পারিবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: কোন অনিষ্ট আক্রমণ করিলে উহার জন্য তোমাদের কেহ যেন মৃত্যুর আসা না করে। যদি তাহার অন্য উপায় না থাকে, সে যেন বলে: হে আল্লাহ্! যে পর্যন্ত আমার জীবন আমার পক্ষে মঙ্গলকর, সেই পর্যন্ত আমাকে জীবিত রাখ এবং যখন মৃত্যু শ্রেয়ঃ তখন আমার মৃত্যু দিও।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

৩। তিনি বলিয়াছেন: তোমাদের কেহ যেন মৃত্যু কামনা না করে এবং মৃত্যু তাহার নিকটে আসার পূর্বে যেন সে উহাকে না ডাকে, কেন-না যখন তাহার মৃত্যু হয়, তাহার আশার শেষ হয়। নিশ্চয়ই বিশ্বাসীর জীবন সৎকার্যের জন্য ব্যতীত বর্ধিত হয় না।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) একজন মৃত ব্যক্তির নিকট দিয়া যাইবার সময় বলিলেন: হয় সে একজন মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা লোকজন তাহার নিকট হইতে মুক্তি পাইয়াছে। প্রশ্ন করা হইল: মুক্তিপ্রাপ্ত লোক অথবা লোকজন তাহার নিকট হইতে মুক্তি পাইয়াছে, ইহার অর্থ কি? তিনি বলিলেন: বিশ্বাসী বান্দাহ্ (দাস) দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদ হইতে আল্লাহ্র অনুগ্রহের নিকট পৌঁছিয়া মুক্তি পায় এবং পাপী বান্দাহ্ হইতে সমগ্র মানব, সমগ্র স্থান, বৃক্ষ এবং পশু-পক্ষী মুক্তি পায়।

বর্ণনায়: হযরত আবু কাতাদাহ্। —বোখারী, মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেনঃ দুনিয়াতে প্রবাসী বা পথিকের ন্যায় বসবাস কর। ইবনে উমর বলিয়াছেনঃ যখন সন্ধ্যা হয় তখন প্রাতঃকাল পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকার আশা করিও না এবং যখন ভোর হয় তখন সন্ধ্যা পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকার আশা করিও না। তোমার স্বাস্থ্য হইতে তোমার অসুস্থতার জন্য (সম্পদ) গ্রহণ কর এবং তোমার জীবন হইতে তোমার মৃত্যুর জন্য (সম্পদ) গ্রহণ কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর। —বোখারী

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে আমি তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছিঃ আল্লাহ্ সম্বন্ধে উত্তম ধারণা না করিয়া তোমাদের মধ্যে যেন কোন ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত না হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের। —মোসলেম

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ বিশ্বাসী ললাটে ঘাম লইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত বোরায়দাহ্। —তিরমিজী, নেসায়ী

৮। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেনঃ হঠাৎ মৃত্যু অতিরিক্ত দুঃখের জন্য হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত ওবায়দুল্লাহ্ বিন্ খালেদ। —আবু দাউদ

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে এই কথা বলঃ এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ তোমরা যখন কোন মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট উপস্থিত থাক, তখন উত্তম কথা বলিও। কারণ তোমরা যাহা বল ফিরেশ্তাগণ তাহা সমর্থন করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত উম্মে সালমাহ্। —মোসলেম

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন মৃত্যুবরণ করিলেন, তখন তাঁহাকে একখণ্ড ডোরাকাটা কাপড় দ্বারা আবৃত করা হইয়াছিল।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যাহার সর্বশেষ কথা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই) হয়, সে বেহেশ্‌তে (স্বর্গে) প্রবেশ করিবে।

বর্ণনায়: হযরত মোয়াজ বিন্ জাবাল। —আবু দাউদ

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রতি সূরা 'ইয়াসিন' পাঠ কর।

বর্ণনায়: হযরত মাকাল বিন্ ইয়াসার। —আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্

১৪। হযরত উসমান বিন্ মাজুনের মৃত্যু হইলে, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাকে চুমা দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, এমন কি তাঁহার অশ্রু হযরত উসমানের মুখের উপর গিয়া পড়িল।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —তিরমিজী, আবু দাউদ

১৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর মৃত্যু হইলে হযরত আবু বকর তাঁহাকে চুমা দিয়াছিলেন।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

১৬। হযরত তাল্‌হা বিন্ বারায়ার অসুখ হইলে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাকে দেখিতে গিয়া বলিলেন: নিশ্চয়ই আমি এইমাত্র তাহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া দেখিতেছি। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে আমাকে আদেশ কর এবং সত্বর কর; কেন-না ইহা সঙ্গত নহে যে, কোন মুসলমানের মৃতদেহ তাহার পরিজনের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে।

বর্ণনায়: হযরত হোসেন। —আবু দাউদ

১৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: বিশ্বাসীর আত্মা একটি পাখীর অভ্যন্তরে থাকে। যেদিন আল্লাহ্ তাহার পুনরুত্থান করিবেন, সেদিন তিনি উহাকে তাহার দেহের মধ্যে পাঠাইয়া দিবেন।

বর্ণনায়: হযরত আবদুর রহমান বিন কায়াব। —নেসায়ী

মোজা মোসেহ্ করা

অযুতে পদদ্বয় ধৌত করা ফরয। তবুও পায়ে মোজা থাকিলে তাহার জন্য অন্য বিধান রহিয়াছে। পথিকের তিন দিন তিন রাত্রি পদদ্বয় না ধুইয়া মোজা মোসেহ্ করিলে (মুছিলেই) যথেষ্ট হইবে এবং অন্যান্যদের জন্য এক-দিন এক-রাত্রি।

১। আমি হযরত আলীকে মোজার উপর মোসেহ্ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন : রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মুসাফিরের (পোশাকের) জন্য তিন দিন তিন-রাত্রি এবং স্থায়ী লোকদের জন্য এক-দিন এক-রাত্রি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

বর্ণনায় : হযরত সোরাইহ্ বিন্ হানী। —মোসলেম

২। যখন আমরা ভ্রমণে থাকিতাম, অপবিত্রতা ব্যতীত অন্য সময়ে তিন দিন তিন রাত্রি মোজা না খুলিবার জন্য আমাদের প্রতি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর আদেশ ছিল। মল-মূত্র ত্যাগে এবং নিদ্রায় ইহাই নির্দেশ।

বর্ণনায় : হযরত সাফওয়ান। —তিরমিজী, নেসায়ী

৩। তাবুকের যুদ্ধে আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে অযু করাইয়া দিয়াছিলাম। তিনি মোজার উপরে এবং নীচে মোসেহ্ করিলেন। অন্য বর্ণনায় : আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে মোজার উপরিভাগ মোসেহ্ করিতে দেখিয়াছি।

বর্ণনায় : হযরত মুগীরাহ্। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৪। যদি মতানুযায়ী ধর্ম হইত, তবে মোজার উপরিভাগ মোসেহ্ করার চাইতে উহার তলদেশ মোসেহ্ করাই উত্তম হইত। আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে মোজার উপরিভাগ মোসেহ্ করিতে দেখিয়াছি।

বর্ণনায় : হযরত আলী। —আবু দাউদ

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) অযু করিয়া তাহার জুতা এবং অর্ধেক মোজার উপরে মোসেহ্ করিতেন।

বর্ণনায় : হযরত মুগীরাহ্। —তিরমিজী

মোহরানা

বিবাহে মোহরানা ফরয। কুরআন বলে: হে নবী। আমি তোমার স্ত্রীগণকে তোমার জন্য বৈধ করিয়াছি, যাহাদিগকে তুমি মোহরানা প্রদান করিয়াছ—৩৩:৫০। কুরআনের অন্যত্র আছে: যদি তাহাদিগকে মোহরানা প্রদান করিয়া থাক, তবে তাহাদিগকে বিবাহ করায় তোমাদের কোন অপরাধ নাই—৬০: ১০। তোমাদের স্ত্রীদের মোহরানা তাহাদিগকে সদ্‌কা স্বরূপ দাও, অবশ্য যদি তাহারা ইহার কিছু অংশ ক্ষমা করিয়া দেয় তবে তাহা সন্তুষ্টচিত্তে ভোগ করিতে পার—৪: ৪। মোহরানার দেনা, স্বেচ্ছাচারী স্বামীদের অত্যাচার হইতে স্ত্রীদের বাঁচিবার একটি পন্থা স্বরূপ।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) 'শেগার' নিষেধ করিয়াছেন। 'শেগার' বলিতে বুঝায়: কোন ব্যক্তি তাহার কন্যাকে এই শর্তে বিবাহ দেয় যে, তাহার কন্যাকে তাহার নিকট বিনিময়ে বিবাহ দিবে এবং কোন মোহরানা তাহাদের মধ্যে থাকিবে না।

বর্ণনায়: হযরত ইব্‌নে উমর। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: (বিবাহে) যে শর্ত সর্বপ্রথম পূরণীয় তাহা হইল উহা, যাহা দ্বারা গুপ্তঅঙ্গ বৈধ করা হইয়াছে।

বর্ণনায়: হযরত ওকবাহ্ বিন্ আমের। —বোখারী, মোসলেম

৩। বনু ফাজারা সম্প্রদায়ের কোন স্ত্রীলোককে এক জোড়া জুতার বিনিময়ে বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: তুমি কি তোমার দেহ এবং সম্পদের পরিবর্তে এক জোড়া জুতা পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছ? স্ত্রীলোকটি বলিল: হাঁ। তারপর তাহাকে তিনি অনুমতি দিলেন।

বর্ণনায়: হযরত আমের বিন্ রাবিয়া। —তিরমিজী

৪। আবদুল্লাহ্ বিন্ জাহেশের স্ত্রী ছিল উম্মে হাবিবাহ্। সে (আবদুল্লাহ্) হাবসী দেশে মৃত্যুবরণ করে, (তখন) নাজ্জাসী তাহাকে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট বিবাহ দিল। মোহরানা ছিল ৪০০০ দেরহাম। তারপর সে তাহাকে 'শোরাহ্‌বিলের' সঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট প্রেরণ করিল।

বর্ণনায়: হযরত উম্মে হাবিবাহ্। —আবু দাঊদ, নেসায়ী

৫। উম্মে সোলায়েমকে আবু তাল্‌হা বিবাহ করিয়াছিল। তাহাদের মোহরানা ছিল ইসলাম। উম্মে সোলায়েম আবু তাল্‌হার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাকে সে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, সে বলিল: আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি, তুমি যদি তাহা কর, তবে তোমাকে বিবাহ করিব। অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করিল এবং তাহাদের মধ্যে ইহাই ছিল মোহরানা।

বর্ণনায়ঃ হযরত আব্বাস। —নেসায়ী

যাকাত

যাকাত অর্থঃ শুদ্ধিকরণ। কাহারও পূর্ণ (এক) বৎসর যাবৎ ৫০ টাকা সঞ্চিত থাকিলে শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে অভাবগ্রস্ত মুসলমানদের জন্য দান করাকে যাকাত বলে। ইহা (অবশ্য করণীয়) ফরয। ইহা ইসলামে ধনীদের প্রতি বাধ্যতামূলক। দরিদ্রের ভরণ-পোষণের জন্য ইসলাম যাকাত প্রথার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করিয়াছে। যাকাত দ্বারা ধন উপভোগ শুদ্ধ হয় এবং যাকাত প্রদানে ধন রক্ষা হয়। ইহা ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম। হযরত আবু বকর যাকাত আদায়ের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ৫০ তোলা রৌপ্য বা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের উপর যাকাত বর্তিবে। যাকাত দানের উপযুক্ত ব্যক্তির প্রতি যাকাত ফরয। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য মৌজুদ মালামালের যাকাত দিতে হইবে। গৃহের আসবাব-পত্র, মালামাল ও ভূসম্পত্তির যাকাত নাই। ৫টি উট, ৩০টি গরু অথবা ৪০টি ছাগের কম হইলে উহার জন্য যাকাত নাই। যাকাত আট ব্যক্তি গ্রহণ করিতে পারিবে। (১) মিসকিন, (২) দরিদ্র, (৩) মুক্তিকামী দাস-দাসী, (৪) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, (৫) অভাবগ্রস্ত পরিব্রাজক, (৬) যাকাত উসুলকারী, (৭) সত্যান্বেষী ব্যক্তি, (৮) আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামরত ব্যক্তি।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ স্বর্ণ-রৌপ্যের অধিকারী হইয়া যে যাকাত দেয় না, কিয়ামতের দিন দোযখের আগুনের পাত্র তাহার সামনে স্থাপন করিয়া উহাতে তাহাকে দগ্ধ করা হইবে। তাহার পার্শ্ব, কপোল এবং পৃষ্ঠ পুড়িয়া শুষ্ক করা হইবে। আবার তাহাকে সুস্থ করিয়া ঐ রূপ

করা হইবে। পঞ্চাশ হাজার বৎসর এইরূপ করা হইবে। অতঃপর তাহাকে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হইবে। তারপর তাহাকে বেহেশ্ত অথবা দোযখের পথ দেখান হইবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

২। হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ তোমাদের কাহারও ধন-সম্পত্তি বিচারের দিন কেশবিহীন বৃহৎ সর্পে রূপান্তরিত হইবে। ইহার মালিক পলাইতে থাকিবে। কিন্তু উহা তাহার পিছনে দৌড়াইতে থাকিবে এবং তাহার দেহে ও অঙ্গুলিতে দংশন করিবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —আহমদ

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্ যাহাকে ধন-সম্পত্তি দিয়াছেন, সে যদি উহার যাকাত না দেয়, বিচারের দিন উহা দুই ফণা বিশিষ্ট অজগর সদৃশ হইয়া তাহার গলায় জড়াইয়া থাকিয়া দংশন করিতে থাকিবে এবং বলিবেঃ আমি তোমার ধন-সম্পত্তি, আমি তোমার গুপ্তধন। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেনঃ "আল্লাহ্ আপন কৃপায় তাহাদের যাহা দান করিয়াছেন, যাহারা তাহাতে কৃপণতা করে, তাহারা যেন মনে না করে যে, উহা তাহাদের পক্ষে মঙ্গল। বরং উহা তাহাদের পক্ষে অমঙ্গল।"

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর মৃত্যুর পর হযরত আবু বকর খলিফা হইলে, কতক আরবী কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। হযরত উমর হযরত আবু বকরকে বলিলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ "যে পর্যন্ত লোকে এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোনও উপাস্য নাই এই কথা স্বীকার না করে, সেই পর্যন্ত তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আমার উপর আদেশ হইয়াছে।" আপনি লোকজনের বিরুদ্ধে কিরূপে যুদ্ধ করিবেন, তাহারা ধন-সম্পত্তি যাকাত দিলে, 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই' বলিলে? আমি তাহা রক্ষা করিব এবং তাহার হিসাব আল্লাহ্র নিকট। আবু বকর বলিলেনঃ আল্লাহ্র শপথ! যে নামায এবং যাকাতের পার্থক্য করে, তাহার সহিত আমি যুদ্ধ করিব, কেন-না মালের হক যাকাত। আল্লাহ্র শপথ! তাহারা রসূলকে যে যাকাত দিত, তাহা

দিতে অস্বীকার করিলে তাহাদের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করিব । উমর বলিলেন : আল্লাহ্‌র শপথ । আমি তখন দেখিলাম যে, আল্লাহ্‌ যুদ্ধের জন্য আবু বকরের বক্ষ বিস্তৃত করিয়া দিয়াছেন। আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তাহাই ন্যায়সঙ্গত।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম,আহমদ

৫। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) মোয়াজকে ইয়ামেনে পাঠাইবার সময় বলিলেন : তুমি এমন এক কিতাবী সম্প্রদায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, যাহাদিগকে 'আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই এবং মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল' এই কথার সাক্ষ্য দিবার জন্য আহ্বান করিবে। যদি তাহারা ইহা মানিয়া লয়, প্রত্যেক দিন ও রাত্রিতে আল্লাহ্‌ যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করিয়াছেন, তাহাদিগকে উহা শিক্ষা দিবে। যদি ইহাও তাহারা মানিয়া লয়, তবে তাহাদিগকে জানাইয়া দিও যে, আল্লাহ্‌ তাহাদের প্রতি যাকাত ফরয করিয়াছেন। যাকাত তাহাদের (ধনীদের) নিকট হইতে লইয়া তাহাদের মধ্যে দরিদ্রদিগকে দেওয়া হইবে। যদি তাহারা ইহা মানিয়া লয়, তাহাদের ধন-সম্পত্তি রক্ষা করিবে। মজলুমের করুণ প্রার্থনাকে ভয় করিবে, কেন-না সেই প্রার্থনা এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে কোন পরদা বা আবরণ থাকে না।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি তাহার উট, গরু, মেষ এবং ছাগলের যাকাত দেয় না, কিয়ামতে সে যতদূর সম্ভব বৃহৎ আকৃতিবিশিষ্ট হইবে। তাহা হইতেও অধিক বড় বড় আকৃতির প্রাণী সমূহ তাহাকে পদাঘাত করিবে, শিং দ্বারা আক্রমণ করিবে। সর্বশেষ প্রাণী যখন তাহার নিকট হইতে আক্রমণ করিয়া যাইবে, তখন সর্বপ্রথম প্রাণী আবার তাহার নিকট আসিবে। মানুষের সম্মুখে তাহার বিচার না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ চলিতে থাকিবে।

বর্ণনায় : হযরত আবুজর। —বোখারী, মোসলেম

৭। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেন : অর্জিত ধনের উপর এক বৎসর অতীত না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ধার্য হয় না।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে উমর। —তিরমিজী

৮। হযরত আব্বাস রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ এক বৎসর অতীত না হইলে যাকাত দেওয়া যায় কি-না। তিনি অনুমতি দিয়াছিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আলী। —আবু দাউদ, তিরমিজী

৯। যখনই কোন লোক তাহাদের যাকাত লইয়া রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিত, তিনি বলিতেনঃ "হে আল্লাহ্! অমুক ব্যক্তির পরিজনবর্গের মঙ্গল কর।" আমার পিতা তাহার যাকাত লইয়া আসিলে তিনি বলিলেনঃ "হে আল্লাহ্। আবু আওফার পরিজনবর্গের মঙ্গল কর।" অন্য বর্ণনায়ঃ যখন কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট যাকাত লইয়া আসিত, তিনি বলিতেনঃ হে আল্লাহ্। তাহার মঙ্গল কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্। —বোখারী, মোসলেম

যাকাতের মালামাল

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ মেঘের পানি অথবা নদীর পানিতে আবাদ হইলে, উর্বরা জমির জন্য দশ-ভাগের এক-ভাগ যাকাত দিতে হয়। উট কর্তৃক আবাদ হইলে বিশ-ভাগের এক-ভাগ যাকাত দিতে হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্। —বোখারী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আমি ঘোড়া ও গাধার যাকাত ক্ষমা করিয়াছি। রৌপ্যের যাকাত সংগ্রহ কর। প্রত্যেক ৪০ দেরহামে এক দেরহাম। ১৯০ দেরহাম পর্যন্ত যাকাত নাই। ২০০ দেরহাম হইলে ৫ দেরহাম যাকাত ধার্য হয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আলী। —তিরমিজী আবু দাউদ

৩। হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ প্রত্যেক ৪০ দেরহামে এক দেরহাম এবং ২০০ দেরহামের কম পর্যন্ত যাকাত নাই। যখন ২০০ দেরহাম থাকে তখন ৫ দেরহাম যাকাত ধার্য হইবে এবং ইহার অতিরিক্তের জন্য এই অনুপাতে ধার্য হইবে। ছাগ সম্বন্ধেঃ প্রত্যেক ৪০টি ছাগে ১টি ছাগ। এইরূপে ১২০টি ছাগ পর্যন্ত। ইহার অতিরিক্ত ১টি হইলেও ২০০টি পর্যন্ত ২টি

ছাগ। ইহার অতিরিক্ত প্রত্যেক ১০০ ছাগের জন্য ১টি ছাগ। ৩৯টি ছাগের অতিরিক্ত না হইলে যাকাত নাই। গরু সম্বন্ধে : প্রত্যেক ৩০টি গরুর জন্য ১ বৎসর বয়স্ক একটি বাছুর এবং প্রত্যেক ৪০টি গরুর জন্য ২ বৎসর বয়স্ক একটি গরু যাকাত ধার্য হইবে। পরিশ্রমে নিযুক্ত কোন গরুর যাকাত নাই।

বর্ণনায় : হযরত আলী। —আবু দাউদ

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) হযরত মোয়াজকে ইয়ামেনে পাঠাইবার কালে তাহাকে আদেশ দিলেন: প্রত্যেক ৩০টি গরুর জন্য ১ বৎসর বয়স্ক একটি বাছুর এবং প্রত্যেক ৪০টির জন্য দুই বৎসর বয়স্কা একটি গাভী যাকাত।

বর্ণনায় : হযরত মোয়াজ। —আবু দাউদ, তিরমিজী, নেসায়ী

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: পাচ ওয়াসাক (প্রায় চারি সেরে এক সা'য়া, ইহার ৬০ সা'য়াতে এক ওয়াসাক)-এর কম খাদ্যশস্য বা খেজুরে যাকাত নাই।

বর্ণনায়: হযরত আবু সঈদ খুদ্‌রী। —নেসায়ী

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মধুর যাকাত সম্বন্ধে বলিয়াছেন: প্রত্যেক দশ বোতল মধুতে এক বোতল মধু যাকাত ধার্য হইবে।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর। —তিরমিজী

৭। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন: তোমাদের অলঙ্কার হইতেও যাকাত দাও, কেন-না বিচারের দিন তোমরাই দোযখের অধিকাংশ অধিবাসী হইবে। অন্য বর্ণনায়: স্বর্ণের বালা পরিহিতা দুইটি স্ত্রীলোক আসিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: তোমরা কি ইহার যাকাত আদায় করিয়াছ? তাহারা অস্বীকার করিলে তিনি বলিলেন: দোযখের বালা দ্বারা তোমাদিগকে সুশোভিত করুক ইহা কি তোমরা ভালবাস? তাহারা বলিল: না। তিনি বলিলেন: তাহা হইলে ইহার যাকাত দাও।

বর্ণনায়: হযরত যয়নব ও আমর বিন্ শোয়ায়েব। —তিরমিজী

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদিগকে বাণিজ্যের মালের যাকাত আদায় করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন।

বর্ণনায় ঃ হযরত সামোরাহ্ বিন্ জুনদব। —আবূ দাউদ

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ সেই সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ্ সন্তুষ্ট যাহারা আবদ্ধ অবস্থায় বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। অন্য বর্ণনায় ঃ বেহেশ্‌তের দিকে যাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় লইয়া যাওয়া হইবে।

বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

২। বনু কোরায়জা সম্প্রদায় যখন মোয়াজের পুত্র সাআদকে বিচারক মানিল, তখন রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহার জন্য (লোক) পাঠাইলেন। তিনি একটি গাধার পিঠে আরোহণ পূর্বক আসিলেন। তিনি নিকটে পৌঁছিলে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন ঃ তোমাদের নেতার সম্মানে তোমরা দণ্ডায়মান হও। অতঃপর তিনি বসিলে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন ঃ তাহারা আপনাকে বিচারক মানিয়াছে। তিনি বলিলেন ঃ আমার আদেশ এই যে, যাহারা যুদ্ধ করিয়াছে তাহাদিগকে বধ করা হউক এবং তাঁহাদের স্ত্রী ও বালক বালিকাদিগকে বন্দী করা হউক। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন ঃ তাহাদের ব্যাপারে আপনি একজন সম্রাটের ন্যায় বিচার করিয়াছেন। অন্য বর্ণনায় ঃ আল্লাহ্‌র আদেশ অনুযায়ী বিচার করিয়াছেন।

বর্ণনায় ঃ হযরত আবু সঈদ খুদ্‌রী। —বোখারী মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নজদে একদল অশ্বারোহী সেনাবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা ইয়ামামার অধিবাসীদের প্রধান বনু হানিফা গোত্রীয় ওসালের পুত্র সোমামা নামে এক ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিল এবং মস্‌জিদের একটি স্তম্ভের সহিত বাঁধিয়া রাখিল। তাহার নিকট আসিয়া রসূলুল্লাহ্ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ হে সোমামা! তোমার নিকট কি আছে? সে বলিল ঃ হে মোহাম্মদ। আমার নিকট মঙ্গল আছে। যদি আমাকে বধ কর তবে একজন আত্মীয়কে বধ করিবে। আর যদি তুমি আমাকে দয়া কর, তবে একজন কৃতজ্ঞ

লোককে দয়া করিবে। যদি তুমি ধন-সম্পদ চাও, চাওয়ামাত্র ইচ্ছামত তোমাকে প্রদান করা হইবে। পরদিন প্রাতঃকাল পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাকে এইভাবে রাখিলেন। তখন পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেনঃ হে সোমামা! তোমার নিকট কি আছে? সে বলিলঃ যাহা বলিয়াছি, আমার নিকট তাহাই আছে। যদি আমাকে দয়া কর, তবে একজন কৃতজ্ঞ লোককে দয়া করিবে, আর যদি তুমি আমাকে বধ কর, তবে একজন নিকট-আত্মীয়কে বধ করিবে। যদি তুমি ধন-সম্পদ চাও, চাওয়ামাত্র ইচ্ছামত তোমাকে প্রদান করা হইবে। পরদিন প্রাতঃকাল পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাকে এইভাবে রাখিলেন। (প্রভাতে) পুনঃ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ হে সোমামা! তোমার নিকট কি আছে? সে বলিলঃ যাহা বলিয়াছি আমার নিকট তাহাই আছে। যদি তুমি আমাকে বধ কর, একজন নিকট-আত্মীয়কে বধ করিবে, যদি তুমি ধন-সম্পদ চাও, চাওয়ামাত্র ইচ্ছামত তোমাকে প্রদান করা হইবে। তখন রসূলুল্লাহ্ (দঃ) সোমামাকে মুক্ত করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। তখন সে মস্‌জিদের নিকট অল্প পানির স্থানে চলিয়া আসিল এবং স্নানান্তে মস্‌জিদে প্রবেশ পূর্বক বলিতে আরম্ভ করিলঃ আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই এবং সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয়ই মোহাম্মদ তাঁহার দাস এবং প্রেরিত পুরুষ। হে মোহাম্মদ! আল্লাহ্‌র শপথ, দুনিয়ায় তোমার মুখ অপেক্ষা এমন কোন মুখ ছিল না, যাহা আমি অধিক ঘৃণা করিতাম। কিন্তু এখন সকল মুখ অপেক্ষা তোমার মুখই আমার নিকট অধিকতর প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। আল্লাহ্‌র শপথ! আমার নিকট পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম ছিল না যাহা তোমার ধর্ম অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণার বিষয় ছিল, কিন্তু এখন সকল ধর্ম অপেক্ষা তোমার ধর্মই আমার নিকট অধিক প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। আল্লাহ্‌র শপথ। এমন কোন নগর ছিল না, যাহা তোমার নগর অপেক্ষা আমি অধিক ঘৃণা করিয়াছি; কিন্তু এখন তোমার নগর সকল নগর অপেক্ষা আমার নিকট অধিক প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। তোমার অশ্বারোহী সেনাদল আমাকে গ্রেফতার করিয়াছে; কিন্তু আমি এখন উমরাহ্ পালন করিতে ইচ্ছা রাখি। (ইহাতে) তোমার কি নির্দেশ? রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাকে সুসংবাদ দিলেন এবং উমরাহ্ পালন করিতে বলিলেন। যখন সে

মক্কায় আগমন করিল, কেহ তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল : "তুমি কি ছাবী হইয়াছ ? সে বলিল : না। কিন্তু আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। আল্লাহ্‌র শপথ ! রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর আদেশ ব্যতীত তোমাদের নিকট এক দানা যবও আসিতে পারিবে না।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৪। বদরের যুদ্ধে বন্দীগণ সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যদি আদির পুত্র মোতায়েম বাঁচিয়া থাকিত এবং সে এই সকল অপবিত্র যুদ্ধবন্দীদের (মুক্তির) জন্য সুপারিশ করিত, তাহা হইলে তাহার কারণে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিতাম।

বর্ণনায় : হযরত জোবায়ের বিন্ মোতায়েন। —বোখারী

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন আবু মোয়ায়েতের পুত্র ওকরাকে বধ করিবার ইচ্ছা করিলেন, তখন সে বলিল : আমার সন্তান-সন্ততির জন্য কে থাকিবে ? তিনি বলিলেন : নরকের অগ্নি।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে মসউদ। —আবু দাউদ

৬। কোরায়েজ বন্দীদের ভিতর আমি ছিলাম। আমাদিগকে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সম্মুখে নেওয়া হইল এবং পরীক্ষা করিয়া দেখা হইল। যাহাদের গুপ্তঅঙ্গে কেশ জন্মিয়াছে তাহাদিগকে বধ করা হইল এবং যাহাদের কেশ জন্মে নাই তাহাদিগকে বধ করা হয় নাই। অতঃপর তাহারা আমার গুপ্তঅঙ্গ অনাবৃত করিয়া দেখিতে পাইল যে, তথায় কেশ জন্মে নাই, তখন আমাকে তাহারা বন্দী বলিয়া গণ্য করিল।

বর্ণনায় : হযরত আতিয়্যাহ্ কোরায়জী। —ইবনে মাযা, আবু দাউদ

৭। হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে কয়েকজন ক্রীতদাস রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিল। তাহাদের মনিব রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে এই বলিয়া লিখিল : হে মোহাম্মদ ! আল্লাহ্‌র শপথ, তাহারা তোমার ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়া তোমার নিকট গমন করে নাই (বরং) তাহারা দাসত্ব হইতে পলায়ন করিয়াছে। জনগণ বলিল : হে আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ ! তাহারা সত্য কথা বলিয়াছে,

তাহাদিগকে তাহাদের নিকট ফেরত দিয়া দিন। ইহাতে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বলিলেনঃ হে উপস্থিত কোরেশমণ্ডলী! কেন আমি তোমাদিগকে সংযত হইতে দেখি না? তোমাদের উপর আল্লাহ্ এমন একজন প্রেরণ করিবেন, যে তাহাদের জন্য তোমাদের গ্রীবায় আঘাত করিবে। তিনি তাহাদিগকে ফেরত দিতে অস্বীকার করিয়া বলিলেনঃ নিশ্চয়ই তাহারা আল্লাহ্‌র মুক্ত দাস।

বর্ণনায়ঃ হযরত আলী। —আবু দাউদ

যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র

১। হযরত (দঃ) মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া বলিলেনঃ যতদূর সম্ভব তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত রাখ। সাবধান থাক! নিশ্চয়ই গুলীর মধ্যে শক্তি আছে, নিশ্চয়ই গুলীর মধ্যে শক্তি আছে, নিশ্চয়ই গুলীর মধ্যে শক্তি আছে।

বর্ণনায়ঃ হযরত ওকবাহ্ বিন্ আমের। —মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ অচিরেই তোমরা রোম সাম্রাজ্য জয় করিবে এবং তোমাদিগকে আল্লাহ্ যথেষ্ট প্রাচুর্য দান করিবেন। তোমাদের মধ্যে যেন কেহ তীর নিক্ষেপে দুর্বলতা প্রকাশ না করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত ওকবাহ্ বিন্ আমের। —মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ-বিদ্যা শিখিয়া তাহা ত্যাগ করে, সে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত নহে অথবা সে অবাধ্য।

বর্ণনায়ঃ হযরত ওকবাহ্ বিন্ আমের। —মোসলেম

৪। আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে তাঁহার অঙ্গুলী দ্বারা ঘোড়ার ললাট স্পর্শ করিয়া বলিতে শুনিয়াছিঃ পুরস্কার, সৌভাগ্য এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মহাপ্রলয় দিবস পর্যন্ত ঘোড়ার ললাটে নিহিত থাকিবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত জারীর। —মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যদি কেহ আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস রাখিয়া এবং তাঁহার প্রতিশ্রুতিকে সত্য জানিয়া আল্লাহ্‌র পথে কোন অশ্বকে বদ্ধ

করিয়া রাখে, তাহা হইলে ইহার মল-মূত্র এবং রক্তবিন্দু কিয়ামতের দিন তাহার (পুণ্যের) দাঁড়ি-পাল্লায় থাকিবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোজায়ফা। —মোসলেম

৬। 'আজবাআ' নামে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর একটি উট ছিল। দৌড়ে ইহা হারিত না। একবার এক বেদুইন আরব উটে আরোহণ করিয়া আসিয়া (দৌড়ে) ইহাকে পরাজিত করিল। ইহাতে মুসলমানদের মনে দুঃখের সঞ্চার হইলে, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেনঃ পৃথিবীতে যে বস্তু উচচ হয়, আল্লাহ্ ইহাকে নীচ করিবেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —আবু দাউদ

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ মহান আল্লাহ্ একটি তীরের কারণে তিন-জন্ লোককে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাইবেন; যে লোক সৎ কাজের পুরস্কারের আশায় তীর তৈয়ার করে, যে লোক ইহা নিক্ষেপ করে এবং যে লোক ধনুক-ধারীর হস্তে ইহা প্রদান করে। সুতরাং তীর নিক্ষেপ কর এবং আরোহণ কর; কিন্তু তোমাদের আরোহণ করা অপেক্ষা তোমাদের তীর নিক্ষেপ অধিকতর উত্তম। তীর নিক্ষেপ, অশ্বকে শিক্ষাদান এবং স্ত্রীর সহিত খেলাধূলা ব্যতীত অন্য খেলাধূলা অবৈধ, কেন-না উপরোক্ত খেলাগুলি সত্যের অন্তর্ভুক্ত।

বর্ণনায়ঃ হযরত ওকবাহ্ বিন্ আমের। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে লোক আল্লাহ্‌র রাস্তায় তীর হস্তান্তর করে, বেহেশ্‌তে তাহার জন্য একটি পদমর্যাদা হইবে; এবং যে লোক আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি তীর নিক্ষেপ করে, সে একটি দাস মুক্তির পুণ্য পাইবে। যে লোক ইসলামে বার্ধক্যপ্রাপ্ত হয়, কিয়ামতের দিন তাহার জন্য একটি জ্যোতি হইবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু নাজী সোলামী। —নেসায়ী, তিরমিজী

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ তীর নিক্ষেপ, উট চালনা এবং ঘোড়-দৌড় ব্যতীত অন্য কোন প্রতিযোগিতা নাই।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —নেসায়ী, তিরমিজী

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে ঘোড়ার শরীর কৃষ্ণবর্ণ, ললাট এবং উপরিস্থ অধর শুভ্র, সেই ঘোড়া সর্বোৎকৃষ্ট। তারপর উত্তম সেই ঘোড়া যাহার (শরীর) কৃষ্ণবর্ণ এবং ললাট ও পদদ্বয় শুভ্র। ইহা কৃষ্ণবর্ণের না হইলেও এই চিহ্নসহ অন্য বর্ণের।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু কাতাদাহ্। —তিরমিজী

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ রক্তবর্ণের মধ্যে ঘোড়ার সৌভাগ্য নিহিত রহিয়াছে।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইব্‌নে আব্বাস। —তিরমিজী

১২। মক্কা বিজয়ের দিন স্বর্ণ এবং রৌপ্য ঘটিত তরবারি লইয়া রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মক্কা নগরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত হূদ বিন্ আবদুল্লাহ্। —তিরমিজী

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ওহুদের যুদ্ধে নিজের দেহে দুইটি বর্মবস্ত্র পরিহিত অবস্থায় বহির্গত হইলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত সায়েব বিন্ এযিদ। —আবু দাউদ

১৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর কৃষ্ণবর্ণের পতাকা ছিল এবং ইহার পার্শ্বদেশ ছিল শ্বেতবর্ণের।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —তিরমিজী

১৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট নিজ স্ত্রীর পরে ঘোড়া ব্যতীত অন্য কোন আদরের জিনিস ছিল না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —নেসায়ী

যে সকল দোষের ক্ষতিপূরণ নাই

নিম্নলিখিত দোষগুলির কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। (ক) চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা কোন অনিষ্ট হইলে। (খ) ইসলাম বা পরিবারবর্গ রক্ষার নিমিত্ত কোন হত্যা বা অনিষ্ট করিলে। (গ) অনবরত যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিন্দা

করে বা তাঁহার চরিত্রে কুৎসা রটনা করে, তাহাকে হত্যা বা শরীরে ক্ষত করিলে। (ঘ) খনি, বদ্ধ কূয়া ইত্যাদি স্থানে স্বেচ্ছায় কাজ করিবার সময় মৃত্যু। (ঙ) দরজা বা জানালার ফাঁক দিয়া বিনানুমতিতে দেখার কারণে কোন অনিষ্ট হইলে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা আহত হইলে তাহার শাস্তি নাই। খনিতে পড়িয়া মৃত্যু হইলে তাহার শাস্তি নাই। কূয়ায় পড়িয়া মৃত্যু হইলে তাহার শাস্তি নাই।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি পর্দা সরাইয়া বিনানুমতিতে ঘরের অভ্যন্তরে তাকায় এবং উহার পরিবারের গুপ্তঅঙ্গ দেখিয়া ফেলে, সে নির্ধারিত দোষে দোষী। তাহার পক্ষে এই স্থানে আসা বৈধ নহে। যখন সে তাকায়, তখন কোন ব্যক্তি আসিয়া যদি তাহার চক্ষু অন্ধ করিয়া দেয়, তাহাকে আমি দোষারোপ করিব না। কোন ব্যক্তি যদি পর্দাশূন্য কোন খোলা দরজার নিকট দিয়া যায় এবং (ঘরের) ভিতরের দিকে তাকায়, তাহাতে তাহার কোন দোষ নাই। সেই দোষ পরিবারের অধিবাসীদের।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবুজর। —তিরমিজী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ ধর্মের জন্য যে নিহত হয়, সে শহীদ। আত্মরক্ষার জন্য যে নিহত হয়, সে শহীদ। আপন সম্পত্তি রক্ষার জন্য যে নিহত হয়, সে শহীদ। পরিবারবর্গ রক্ষার জন্য যে নিহত হয়, সে শহীদ।

বর্ণনায়ঃ হযরত সায়ীদ বিন্ যায়েদ। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ তোমার অনুমতি ব্যতীত গোপনে যদি কেহ তোমার ঘরের ভিতরে দৃষ্টিপাত করে এবং পাথর নিক্ষেপ করিয়া যদি তুমি তাহার চক্ষু নষ্ট করিয়া দাও, তাহা হইলে তোমার কোন অপরাধ হইবে না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৫। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলঃ যে ব্যক্তি আমার সম্পত্তি নেওয়ার জন্য আসে, তাহার সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? তিনি উত্তর করিলেনঃ তাহাকে তোমার সম্পত্তি দিও না। সে আবার জিজ্ঞাসা করিলঃ

সে যদি আমার সহিত লড়াই করে? তিনি বলিলেন: তবে তাহার সঙ্গে তুমিও লড়াই কর। সে (পুনঃ) জিজ্ঞাসা করিল: যদি আমি তাহাকে হত্যা করি তবে কি হইবে? তিনি বলিলেন: সে নরকে যাইবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোবায়রা। —মোসলেম

৬। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মোগাফ্ফাল্ জনৈক লোককে পাথর মারিতে দেখিয়া বলিলেন: পাথর নিক্ষেপ করিও না, কেন-না রসূলুল্লাহ্ (দঃ) পাথর নিক্ষেপ করিতে বারণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন: যাহা দ্বারা কোন শিকার করা যায় না তাহা দ্বারা কোন শত্রুকে আক্রমণ করা যাইবে না, কারণ উহা দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং চক্ষুকে নষ্ট করে।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মোগাফ্ফাল। —বোখারী, মোসলেম

৭। কোন এক ইহুদী স্ত্রীলোক রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিন্দা করিত এবং তাহার কুৎসা রটনা করিত। এক ব্যক্তি তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহার খুন ক্ষমা করিয়া দিলেন।

বর্ণনায়: হযরত আলী। —আবু দাউদ

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: দোযখের সাতটি দরজা আছে। তাহার মধ্যে একটি দরজা ঐ লোকের জন্য, যে আমার উম্মতের বিরুদ্ধে তলোয়ার উত্তোলন করে।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর। —তিরমিজী

যে সকল নারীকে বিবাহ করা অবৈধ

নিম্নলিখিত নারীগণকে বিবাহ করা অবৈধ:

(১) মাতা, (২) কন্যা, (৩) ভগ্নী, (৪) ফুফু, (৫) খালা, (৬) ভ্রাতুষ্পুত্রী, (৭) ভাগিনেয়ী, (৮) দুধ-মা, (৯) দুধ-ভগ্নী, (১০) স্ত্রীর মাতা, (১১) বিবাহিতা স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কোন কন্যা, (১২) পুত্রবধূ, (১৩) দুই ভগ্নী একত্রে রাখা, (১৪) অন্য স্বামীর স্ত্রী

ইহা ছাড়া পিতার মাতা, মাতার মাতা, কন্যার কন্যা বা তাহার কন্যা, পুত্রের কন্যা বা তাহার কন্যা, দাদার ভগ্নী, দাদীর ভগ্নী, পিতার স্ত্রী (সৎ-মা) শাশুড়ীর মাতা এবং অংশীবাদিনী নারী বিবাহ করা অবৈধ।

কুরআন বলে: "মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত অংশীবাদিনী নারীগণকে বিবাহ করিও না"—২ : ২২১। 'কিতাব প্রাপ্ত সম্প্রদায়ের ভিতর হইতে সতী নারীদিগকে বিবাহ করা বৈধ"—৫ : ৫।

১। রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলিয়াছেন: কোন স্ত্রীলোক এবং তাহার চাচীকে একত্রে (বিবাহ) করা যাইবে না, কোন স্ত্রীলোক এবং তাহার খালাকে একত্রে (বিবাহ) করা যাইবে না।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২। দুগ্ধ-মাতার নিকট হইতে আসিয়া আমার চাচা আমার সহিত দেখা করার অনুমতি চাহিল। আমি রসূলুল্লাহ্ (দ:)-কে জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করিলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (দ:) আগমন করিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন: সে তোমার চাচা, তাহাকে অনুমতি দিতে পার। আমি বলিলাম: হে আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ! একটি স্ত্রীলোক আমাকে দুধ পান করাইয়াছে। কোনও পুরুষ তাহা আমাকে দেয় নাই। রসূলুল্লাহ্ (দ:) বলিলেন: সে তোমার চাচা, তোমার নিকট তাহাকে আসিতে দাও। ইহা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হইবার পরের ঘটনা।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দ:) বলিয়াছেন: এক বার বা দুই বার দুধ পান করিলে বিবাহের জন্য অবৈধ হয় না। অন্য বর্ণনায়: এক চুমুক বা দুই চুমুক দুধ পানে অবৈধ হয় না।

বর্ণনায়: হযরত উম্মে ফজল। —মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দ:) বলিয়াছেন: রক্তের নৈকট্যের কারণে যাহা অবৈধ, স্তন্যদানের কারণেও তাহা অবৈধ।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী

৫। আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করিলাম: হে আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ। আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি এবং আমার (ঘরে) দুইজন ভগ্নী (স্ত্রীরূপে) আছে। তিনি বলিলেন: উভয়ের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা হয় রাখ।

বর্ণনায়: হযরত জোহহাক্। —তিরমিজী

৬। রক্তের নৈকট্যের কারণে সাত জন এবং বিবাহ বন্ধনের কারণে সাত জন (বিবাহ করা) অবৈধ হইয়াছে। তারপর তিনি (ইব্‌নে আব্বাস) আবৃত্তি করিলেন: তোমাদের মা, ভগ্নী ইত্যাদি তোমাদের জন্য (বিবাহ করা) অবৈধ।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —নেসায়ী

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যদি কোন লোক কোন নারীকে বিবাহ করিয়া তাহার সহিত সঙ্গম করে তবে তাহার কন্যাকে বিবাহ করা তাহার পক্ষে বৈধ নহে। যদি সঙ্গম না করিয়া থাকে তবে বিবাহ করিতে পারে। বিবাহিতা নারীর সহিত সহবাস হউক বা না হউক তাহার মাতাকে যেন সে বিবাহ না করে।

বর্ণনায়: হযরত আমর বিন্ শোয়াইব। —তিরমিজী

যৌথ কারবার

১। আনসারগণ রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বলিলেন: আমাদের ও আমাদের ভ্রাতাদের মধ্যে খেজুর গাছ ভাগ করিয়া দিন। তিনি বলিলেন: তাহা নয়, আমাদের পরিশ্রমই যথেষ্ট এবং উৎপন্ন দ্রব্যে আমরা তোমাদের অংশী। তাহারা বলিল: আমরা শ্রবণ করিলাম ও গ্রাহ্য করিলাম।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

২। হেশামের পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে লইয়া তাহার দাদা খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য বাজারে যাইত। ইবনে উমর ও ইব্‌নে জোবায়েরের সহিত তাহার দেখা হইলে তাহারা তাহাকে বলিল: আমাদিগকে অংশীদাররূপে গ্রহণ কর, কেন-না রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তোমার প্রাচুর্যের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহাতে

সে তাহাদিগকে অংশীদার করিল। যখনই এক উটের বোঝার পরিমাণ তাহার মাল হইত, সে তাহা নির্দিষ্ট স্থানে পাঠাইয়া দিত। আবদুল্লাহ্ বিন্ হেশাম বলেন: তাহাকে লইয়া তাঁহার মাতা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সমীপে উপস্থিত হইলে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া তাহার প্রাচুর্যের জন্য প্রার্থনা করিলেন।

বর্ণনায়: হযরত যোহ্‌রাহ্ বিন্ মা'বাদ। —বোখারী

রক্তপাত-জনিত ব্যাধি

ঋতু আরম্ভের ১০দিন পরে এবং সন্তান প্রসবের ৪০ দিন পরেও যদি রক্তপাত অব্যাহত থাকে তাহা হইলে তাহা রক্তপাত-জনিত ব্যাধি বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপ অবস্থায় তাহার জন্য সকল জিনিস বৈধ হইয়া যায়, অর্থাৎ তাহার প্রতি নামায, রোযা ফরয হইয়া যায় এবং তাহার সহিত সঙ্গম করা বৈধ।

১। হযরত ফাতিমার প্রায় অনবরত রক্তপাত হইত। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাকে বলিলেন: যখন ঋতুর রক্তপাত হয়, ইহা কাল রঙের রক্ত, তাহা চিনিতে পারা যায়। যখন এইরূপ হয় নামায পড়িও না। যখন অন্য রক্তপাত হয়, তখন অযু কর এবং নামায পড, কারণ ইহা তন্ত্রীর রক্ত মাত্র।

বর্ণনায়: হযরত ওরওয়াহ্ —আবু দাঊদ, নেসায়ী

২। ফাতিমা বিন্‌তে আবু হোবায়েশ রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল: আমার অনবরত রক্তপাত হয়, আমি (সর্বদা) অপবিত্র থাকি, আমি কি নামায ছাড়িয়া দিব? তিনি বলিলেন: না, উহা ঋতু নয়, শিরার রক্ত। যখন তোমার ঋতু হয়, তখন নামায ছাড় এবং যখন সময় অতিবাহিত হয়, তখন শরীর হইতে রক্ত ধৌত কর এবং নামায পড।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

রসনা সংযম

রসনার সংযম একান্ত আবশ্যক। রসনা (জিহ্বা) দমন করিতে অক্ষম হইলে নির্বাক থাকাই উত্তম। ধর্মকার্যে উপদেশ ও মন্দকার্য হইতে বিরতি রসনা ব্যতীত হয় না। ইহা বেহেশ্‌ত ও দোযখের কারণ। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন:

'আল্লাহ্র স্মরণ ব্যতীত অতিরিক্ত কথা বলিও না, ইহাতে হৃদয় কঠিন হয়।' তিনি বলিলেন: 'মানব কোন্ দোষের জন্য অধিক দোযখে যাইবে, তাহা কি তোমরা জ্ঞাত আছ ? রসনার ও গুপ্তঅঙ্গের অপব্যবহার। রসনার সাহায্যেই বিবাদ-বিসংবাদ, তিরস্কার, মিথ্যা-কথা, তোষামোদ, মুনাফেকী, পর-নিন্দা ইত্যাদি পাপের কার্য করা হয়।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: শান্তিভঙ্গকারী বেহেশ্তে যাইবে না। অন্য বর্ণনায়: নিন্দুক (বেহেশ্তে যাইবে না)।

বর্ণনায়: হযরত হোজায়ফা। —বোখারী, মোসলেম

২। তিনি বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে কাফির বা আল্লাহ্র শত্রু বলিয়া আহ্বান করে এবং সে যদি ঐ দোষে দোষী না হয়, উহা তাহার উপর বর্তে।

বর্ণনায়: হযরত আবুজর। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যদি কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে পাপের এবং কুফরীর দোষারোপ করে, সে যদি উহাতে দোষী না হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা দোষারোপকারীর উপর বর্তিবে।

বর্ণনায়: হযরত আবুজর। —বোখারী, মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: মুসলমানের নিন্দা করা বড় পাপ এবং তাহাকে হত্যা করা কুফরী।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মস্‌উদ। —বোখারী, মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যদি কোন ব্যক্তি তাহার ভ্রাতাকে কাফির বলে, তাহাদের (উভয়ের) একজন ইহার যোগ্য হয়।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর। বোখারী, মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: দুই সারি দন্তবাজির মধ্যে এবং পদদ্বয়ের মধ্যে যাহা আছে, তাহার জন্য যে আমাকে জামিন দিতে পারিবে, আমিও তাহার জন্য বেহেশ্তের জামিন দিতে পারি।

বর্ণনায়: হযরত সহল বিন্ সায়াদ। —বোখারী

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যদি কোন বান্দাহ্ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কোন কথা বলিয়া কোন বিপদে পতিত হয়, আল্লাহ্ তাহাকে পদমর্যাদায় উন্নত করিবেন, আর যদি আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির জন্য কোন কথা বলিয়া কোন বিপদে পতিত হয়, আল্লাহ্ তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করিবেন। অন্য বর্ণনায়: তজ্জন্য তিনি তাহাকে এতদূর নিম্নে নিক্ষেপ করিবেন যে, তাহার দূরত্ব পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের সমান হইবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: দুইজন পরনিন্দাকারীর পরনিন্দা সম্বন্ধে, পরনিন্দিত ব্যক্তি সীমা অতিক্রম না করা পর্যন্ত প্রথম নিন্দাকারীর উপরেই (পাপ বর্তিবে)।

বর্ণনায়: হযরত আনাস ও আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: গিবৎ (পরনিন্দা) কাহাকে বলে, তোমরা কি তাহা জান? তাহারা বলিল: আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূল উত্তম জানেন। তিনি বলিলেন: তোমার ভ্রাতা ভালবাসে না এমন কথা তাহার সম্বন্ধে বলা। প্রশ্ন করা হইল: যাহা আমি বলি, উহা যদি তাহার মধ্যে থাকে, তাহার সম্বন্ধে আপনার মত কি? তিনি বলিলেন: তুমি যাহা বল, তাহা যদি তাহার মধ্যে থাকে, তাহা হইলেও তাহার গিবৎ বলা হইবে। আর তুমি যাহা বল, তাহা যদি তাহার মধ্যে না থাকে, তাহাকে অপবাদ বলা হইবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: মন্দকার্যে অসাবধান লোক ব্যতীত আমার উম্মতের মধ্যে অন্যান্য লোক শান্তিতে বসবাস করিবে। ইহা একটি অসাবধান কার্য যে, যদি কোনও লোক রাত্রিতে একটি কাজ করিয়া ফেলে এবং আল্লাহ্ তাহা গোপন রাখেন, সে বলে, অমুক! আমি গত রাত্রে এই কার্য করিয়াছি। তাহার প্রভু তাহার কার্যকে গোপন রাখিয়াছিলেন কিন্তু সে প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া আল্লাহ্‌র গোপন কথাকে নিজ হইতেই প্রকাশ করিয়া দিল।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে নীরবতা অবলম্বন করে, সে মুক্তি পায়।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —আহমদ, তিরমিজী

১২। আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এর সাক্ষাৎ লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম: নাযাত কি? তিনি বলিলেন: তোমার রসনাকে সংযত কর, তোমার গৃহে তোমাকে আবদ্ধ রাখ এবং তোমার পাপের জন্য ক্রন্দন কর।

বর্ণনায়: হযরত ওকাবাহ্ বিন্ আমের। —আহমদ, তিরমিজী

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যখন আদম সন্তান প্রাতে গাত্রোত্থান করে, তাহার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই বলিয়া রসনাকে দোষারোপ করে: "আমাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌কে ভয় কর, কেন-না আমরা তোমার সঙ্গে রহিয়াছি। তুমি ঠিক থাকিলে আমরাও ঠিক থাকিব, তুমি পথভ্রষ্ট হইলে আমরাও পথভ্রষ্ট হইব।

বর্ণনায়: হযরত আবু সঈদ। —তিরমিজী

১৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: পরনিন্দা জিনা (ব্যভিচার) হইতেও অধিক জঘন্য। প্রশ্ন হইল: পরনিন্দা জিনা হইতে কি প্রকারে অধিক জঘন্য? তিনি বলিলেন: কোন বান্দাহ্ জিনা করিয়া তওবা করিলে, আল্লাহ্ তাহার তওবা কবুল করিতে পারেন। অন্য বর্ণনায়: তিনি তওবা গ্রহণ করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু পর-নিন্দুককে নিন্দিত লোক ক্ষমা না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ ক্ষমা করেন না। হযরত আনাসের এক বর্ণনায়: ব্যভিচারীর তওবা আছে, কিন্তু পর-নিন্দুকের তওবা নাই।

বর্ণনায়: হযরত আবু সঈদ। —বাইহাকী

১৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম: আপনি আমার জন্য কোন্ বিষয় সর্বাপেক্ষা বেশী ভয় করেন? তিনি স্বীয় রসনা (জিহ্বা) ধরিয়া বলিলেন: ইহা।

বর্ণনায়: হযরত সুফিয়ান বিন্ আবদুল্লাহ্। —তিরমিজী

রাজ্য-শাসন

কুরআন বলে : "পৃথিবীর সম্বন্ধে, আমার সৎ দাসগণই তাহাতে রাজত্ব করিবে। সৎ সম্প্রদায়ের জন্য ইহা একটি বাণী।" অন্য আয়াতে আছে : "যাহারা নির্যাতিত ও অত্যাচারিত জনগণের আহ্বানে সাড়া দেয় এবং তাহাদের দুঃখ-দুর্দশা মোচন করে, তাহারা শাসন ক্ষমতা লাভ করে।"

ইসলাম রাজতন্ত্র স্বীকার করে না। কেন-না কুরআন বলে : "তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধার্মিক ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি।" কুরআন অন্যত্র বলে : "পরস্পর পরামর্শ দ্বারা তাহাদের সরকার পরিচালিত হয়।" অর্থাৎ জনগণের প্রতিনিধিগণই আইন পরিষদে বসিয়া সরকার পরিচালনা করে। এই জন্যই ইসলাম গণতান্ত্রিক সরকার সমর্থন করে। অবশ্য ক্ষমতায় সমাসীন ব্যক্তিকেও মান্য করিতে কুরআন নির্দেশ দিয়াছে। যথা—আল্লাহ্‌কে মান্য কর, রসূলকে মান্য কর এবং তোমাদের শাসনকর্তাকে মান্য করিয়া চল।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যে লোক আল্লাহ্ কর্তৃক তাহার প্রজাদের তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত হয়, সে যদি তাহাদের মঙ্গলের জন্য তাহাদের নিকট আগমন না করে, তবে সে বেহেশ্‌তে স্থান পাইবে না।

বর্ণনায় : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : সাবধান। তোমরা প্রত্যেকেই রাজা, এবং তোমাদের প্রত্যেককেই আপন প্রজা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইবে। নেতা জনসাধারণের উপর রাজা এবং তাহাকে তাহার প্রজা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইবে। কোন গৃহস্বামী তাহার পরিবারের লোকজনের উপর রাজা এবং তাহাকে তাহার প্রজা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইবে। স্ত্রীলোক স্বামীর ঘরের অধিবাসী এবং সন্তানগণের রানী এবং তাহাদের সম্বন্ধে তাহাকে প্রশ্ন করা হইবে। কোন ব্যক্তির দাস তাহার মনিবের বিষয়-সামগ্রীর রাজা, তাহাকে তাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইবে। সাবধান। তোমরা প্রত্যেকেই রাজা এবং প্রত্যেককেই আপন প্রজা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইবে।

বর্ণনায় : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আল্লাহ্ এমন কোন নবী বা এমন কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন নাই, যাহার জন্য দুইজন মন্ত্রী নিযুক্ত না করিয়াছেন। একজন মন্ত্রী সৎকার্যের পরামর্শ দেয় এবং ইহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করে এবং অপর জন মন্দ কার্যের পরামর্শ দেয় এবং তাহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করে। আল্লাহ্ যাহাকে রক্ষা করেন সে-ই নির্দোষ।

বর্ণনায়: হযরত আবু সায়ীদ। —বোখারী

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: শাসনকার্যের সর্বাপেক্ষা অধিক মন্দ বিষয় বিদ্রোহ।

বর্ণনায়: হযরত যায়েদ বিন্ আমর। —মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: হে আল্লাহ্! যদি আমার উম্মতের কার্যের জন্য কাহাকেও কোন ক্ষমতা প্রদান করা হয় এবং সে যদি তাহাদিগকে কষ্ট দেয়, (তুমি) তাহাকে কষ্ট দিও। আমার উম্মতের কোন কার্যে কাহাকেও কোন ক্ষমতা প্রদান করা হইলে সে যদি তাহাদিগকে অনুগ্রহ করে, তুমি তাহাকে অনুগ্রহ করিও।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —মোসলেম

৬। পারস্যবাসীরা তাহাদের রাজ্য শাসনের ভার খসরুর কন্যার উপর ন্যস্ত করিয়াছে শুনিয়া রসূলুল্লাহ্ (দঃ) উক্তি করিলেন: যে জাতি তাহাদের শাসনভার কোন নারীর উপর অর্পণ করে, সে জাতির কখনও উন্নতি হয় না।

বর্ণনায়: হযরত আবু বাক্রাহ্। —বোখারী

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মেকদামের গ্রীবাদেশে ধাক্কা দিয়া বলিলেন: হে কাদিম! যদি তুমি নেতা, লেখক বা জ্ঞানী না হইয়া মৃত্যু বরণ কর, তবে তুমি মুক্তি পাইবে।

বর্ণনায়: হযরত মেক্দাম। —আবু দাউদ

৮। কায়েস বিন্ সায়াদ পুলিস বিভাগের একজন প্রধান কর্ম-কর্তারূপে নিযুক্ত ছিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —বোখারী

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ মুসলমান প্রজাদের যে শাসনকর্তা তাহাদের উপর অসন্তুষ্ট থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয, তাহার জন্য আল্লাহ্ পরকাল অবৈধ করিবেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত মাকাল। —বোখারী, মোসলেম

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আমাকে যে মান্য করে, আল্লাহ্কে সে মান্য করে এবং যে আমার অবাধ্য হয, সে আল্লাহ্রও অবাধ্য হয। যে শাসনকর্তাকে মান্য করে, সে আমাকেও মান্য করে এবং যে শাসনকর্তাকে অমান্য করে, সে আমাকেও অমান্য করে। নিশ্চয়ই দলপতি ঢাল স্বরূপ। তাহার অনুপস্থিতিতে তাহারা যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া তাহার প্রতিরক্ষা করে। সে যদি আল্লাহ্কে ভয় করিতে আদেশ করে এবং সুবিচার করে, সে জন্য তাহার পুরস্কার রহিয়াছে এবং যদি অন্যথা করে সেজন্য তাহার শাস্তি রহিয়াছে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মুসলমানকে কোন পাপের কার্য করিতে আদেশ না করা হয, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় শাসনকর্তার আদেশ মান্য করিতে হইবে। (কিন্তু) যখন সে পাপের কার্য করিতে আদেশ করিবে তখন তাহাকে মান্য করিতে হইবে না।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —বোখারী মোসলেম

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ তোমাদের উত্তম নেতা ঐ ব্যক্তি যাহাকে তোমরা ভালবাস এবং যে তোমাদিগকেও ভালবাসে, যাহার জন্য তোমরা মঙ্গল প্রার্থনা কর এবং যে তোমাদের জন্যও মঙ্গল প্রার্থনা করে। তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট নেতা ঐ ব্যক্তি যাহাকে তোমরা ঘৃণা কর

এবং যে তোমাদিগকেও ঘৃণা করে, যাহাকে তোমরা অভিশাপ দাও এবং যে তোমাদিগকেও অভিশাপ দেয়। আমরা প্রশ্ন করিলাম: তাহাদিগকে কি আমরা তাড়াইয়া দিব না? তিনি বলিলেন: না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা তোমাদের মধ্যে নামায প্রতিষ্ঠা করে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা তোমাদের মধ্যে নামায প্রতিষ্ঠা করে (২বার)। তবে তাহাদের পরিবর্তে অন্য শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলে সে কথা স্বতন্ত্র। সে পরীক্ষা করিযা দেখিবে আল্লাহ্‌র আইন ভঙ্গ হয় কি-না। আল্লাহ্‌র অবাধ্য হইয়া সে যাহা করে, তাহা সে ঘৃণা করিবে। কিন্তু সে যেন কখনও আনুগত্যের হস্ত উঠাইয়া না লয়।

বর্ণনায়: হযরত আউফ বিন্ মালেক। —মোসলেম

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: দুইজন খলিফার আনুগত্য গ্রহণ করা হইলে শেষোক্ত ব্যক্তিকে বধ কর।

বর্ণনায়: হযরত আবু সায়ীদ। —মোসলেম

১৪। এযিদের পুত্র সালামাহ্ রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করিয়াছিল: শাসনকর্তাগণ যখন নিজেদের প্রাধান্য দাবী করিবেন, কিন্তু আমাদের প্রাধান্য অস্বীকার করিবেন, তখন আপনি আমাদিগকে কি করিতে বলেন? তিনি বলিলেন: তখন (তাহাদিগকে) মান্য কর, কেন-না তাহাদের দায়িত্বের ভার যাইবে তাহাদের বিরুদ্ধে এবং তোমাদের দায়িত্বের ভার যাইবে তোমাদের বিরুদ্ধে।

বর্ণনায়: হযরত ওয়ায়েল বিন্ হুজর। —মোসলেম

১৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: অত্যাচারী শাসনকর্তার সম্মুখে সত্য কথা বলাই সর্বশ্রেষ্ঠ জেহাদ (ধর্মযুদ্ধ)।

বর্ণনায়: হযরত আবু সায়ীদ। —তিরমিজী, আবু দাউদ

১৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমাদের শাসন ক্ষমতা এক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি তোমাদের দণ্ডকে বিভাগ করিতে অথবা তোমাদের একতা বিনষ্ট করিতে আসে, তাহাকে হত্যা কর।

বর্ণনায়: হযরত উরফাজা। —মোসলেম

১৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : স্রষ্টার অবাধ্য হইয়া সৃষ্ট জীবকে মান্য করিতে নাই।

বর্ণনায় : হযরত নাওয়াস। —শরহী সুন্নত

১৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : গ্রামে বসবাসকারী কঠিন হৃদয় হয়, শিকারী অন্যমনস্ক হয় এবং যে শাসনকর্তার নিকটবর্তী হয় সে বিপদে পতিত হয়। অন্য বর্ণনায় : যে শাসনকর্তার নিকটে থাকে, সে বিপদে পড়ে। দাস যতই শাসনকর্তার নিকটবর্তী হয়, ততই আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সে দূরবর্তী হয়।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস। —তিরমিজী, নেসায়ী, আবু দাউদ

রাত্রের নামাযে কেরাত

১। রাত্রে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে উঠিতেন তখন বলিতেন : হে আল্লাহ্ ! সকল প্রশংসা তোমার জন্যই, তুমি আকাশ ও পৃথিবী এবং তাহার ভিতর যাহা আছে তাহার রক্ষক, সকল প্রশংসা তোমার জন্যই। তুমি আকাশ ও পৃথিবীর জ্যোতি। সকল প্রশংসা তোমার জন্যই। তুমি আকাশ ও পৃথিবী এবং ইহার ভিতর যাহা আছে সকলেরই মালিক। সকল প্রশংসা তোমার জন্যই। তুমি সত্য, তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য, তোমার সহিত সাক্ষাৎ সত্য, তোমার বাণী সত্য, স্বর্গ সত্য, নরক সত্য, নবীগণ সত্য, মোহাম্মদ সত্য, পুনরুত্থান সত্য। হে আল্লাহ্ ! তোমারই নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি, তোমাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, তোমারই উপর নির্ভর করিয়াছি, তোমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়াছি, তোমারই সাহায্যে সংগ্রাম করিয়াছি, তোমারই নিকট বিবাদের ভার অর্পণ করিয়াছি। যে পাপ পূর্বে করিয়াছি বা পরে করিব অথবা গোপনে করিয়াছি বা প্রকাশ্যে করিয়াছি অথবা তুমি যাহা আমার সম্বন্ধে জান,-তাহা সমুদয়ই ক্ষমা কর। তুমি আদি, তুমি অনন্ত, তুমি ব্যতীত কেহ উপাস্য নাই, তুমি ব্যতীত কেহ প্রভু নাই।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: রাত্রে যে ব্যক্তি নিদ্রা হইতে জাগিয়া বলে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, তিনি অদ্বিতীয়, তাহার কোন অংশী নাই, তাহারই রাজত্ব, তাহারই প্রশংসা এবং সর্ববিষয়ে তিনিই শক্তিশালী, আল্লাহ্ পবিত্র, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নাই, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও কোন ক্ষমতা নাই কোন শক্তি নাই এবং তারপর বলে, হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা কর। তাহার প্রার্থনা গৃহীত হয়। তিনি বলিয়াছেন: তারপর সে অযু করিয়া নামায পড়িলে তাহার সেই নামায গৃহীত হয়।

বর্ণনায়: হযরত ওবাদাহ্ বিন্ সোযামেত। —বোখারী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে মুসলমান পবিত্র হইয়া আল্লাহ্র স্মরণ করিতে করিতে নিদ্রা যায় তারপর রাত্রে জাগিয়া আল্লাহ্র নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ তাহাকে তাহা প্রদান করেন।

বর্ণনায়: হযরত মোয়াজ বিন জাবাল। --আবু দাউদ

৪। হযরত আয়েশার নিকট আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: রসূলুল্লাহ্ (দঃ) রাত্রে যখন নামায পড়িতে উঠেন তখন কি দিয়া নামায আরম্ভ করেন? তিনি বলিলেন: তুমি এমন প্রশ্ন করিলে যাহা ইতিপূর্বে কেহ করে নাই। যখন তিনি (নামায পড়িতে) উঠিতেন, দশ বার তকবীর পড়িতেন, দশ বার আল্হাম্দু পড়িতেন। তারপর দশ বার "সোব্হানাল্লাহ অ-বেহাম্দিহি" দশবার "সোব্হানাল মালিকিল্ কুদ্দুস,' দশ বার এস্তেগ্ফার এবং দশ বার তাহ্লীল পড়িতেন।" অতঃপর বলিতেন: হে আল্লাহ্! পৃথিবীর বিপদ এবং পুনরুত্থানের বিপদ হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

বর্ণনায়: হযরত শারীক। —আবু দাউদ

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন নিদ্রা হইতে জাগিতেন তখন বলিতেন: তুমি ব্যতীত উপাস্য নাই। তুমি পবিত্র। হে আল্লাহ! আমার ত্রুটির জন্য তোমার প্রশংসার সাহায্যে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, তোমার করুণা ভিক্ষা করি। হে আল্লাহ্! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া দাও। যখন তুমি আমাকে

পথ প্রদর্শন করিয়াছ, ইহার পর আমার আত্মাকে পথভ্রষ্ট করিও না। তোমা হইতে আমার উপর করুণা বর্ষণ কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —আবু দাউদ

রাত্রের নামাযের ফজিলত

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : নিদ্রিত থাকা অবস্থায় শয়তান তোমাদের মস্তকের খুলির উপর তিনটি গিরা দেয়। প্রত্যেক গিরার উপর আঘাত করে এবং বলে : "এখনও রাত্রি অধিক আছে। সুতরাং আরও ঘুমাও।" যদি সে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আল্লাহ্কে স্মরণ করে, তাহার একটি গিরা খুলিয়া যায়। যদি সে অযু করে আর একটি গিরা খুলিয়া যায়। যদি সে নামায পড়ে, (তৃতীয়) গিরাটি খুলিয়া যায়। তারপর সে প্রভাতে সুখী ও সন্তুষ্ট হইয়া জাগরিত হয়। অন্যথায় সে প্রভাতে অসন্তুষ্ট এবং অলস হইয়া জাগরিত হয়।

বর্ণনায় : হযরত আবু হুরায়রা। —বোখারী মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলিয়াছেন : আমাদের মহান ও গৌরবান্বিত প্রভু প্রত্যেক রজনীর শেষ তৃতীয়াংশে (পৃথিবীর) নিকটস্থ আকাশে আসিয়া বলেন : 'আমাকে যে ডাকে, আমি তাহার ডাকে সাড়া দেই। আমার নিকটে সে চায় আমি তাহাকে দান করি। আমার নিকট যে ক্ষমা চায়, আমি তাহাকে ক্ষমা করি।" অতঃপর প্রভাত পর্যন্ত এই বলিয়া হাত বিস্তার করিয়া থাকেন, যে অত্যাচারী ও নিঃস্ব নহে, কে তাহাকে ঋণ দিবে ?

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। — বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দ.) নামাযের মধ্যে এত (দীর্ঘ) সময় দাঁড়াইয়া থাকিতেন যে (কোন কোন সময়) তাঁহার পদদ্বয় ফুলিয়া যাইত। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল : আপনার পূর্বাপর সমুদয় পাপ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তবুও আপনি এইরূপ (কষ্ট) কেন করেন ? তিনি বলিলেন : আমি কি একজন কৃতজ্ঞ দাস হইব না ?

বর্ণনায় : হযরত মুগীরাহ্। —বোখারী, মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: রাত্রে তোমরা নামায পড, কেন-না ইহা তোমাদের পূর্ববর্তী ধার্মিক ব্যক্তিদের কার্যকলাপ। ইহা তোমাদের প্রভুর নৈকট্য লাভের, পাপ খণ্ডনের এবং পাপ প্রতিহত করার উপায়।

বর্ণনায়: হযরত আবু উমামাহ্। —তিরমিজী

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) রাত্রির প্রথম ভাগে নিদ্রা যাইতেন এবং শেষভাগে জাগরিত থাকিতেন। তৎপর স্ত্রীগণের আবশ্যকতা থাকিলে তাহা পূর্ণ করিতেন এবং পরে নিদ্রা যাইতেন। যদি প্রথম আযানের সময় তিনি অপবিত্র থাকিতেন তবে শীঘ্র করিয়া উঠিয়া পানির দ্বারা শরীর ধৌত করিতেন; আর যদি পবিত্র থাকিতেন অযু করিয়া দুই রাকাত নামায পড়িতেন।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: রাত্রে উঠিয়া যে লোক নামায পড়ে, স্ত্রীকে উঠায় এবং সেও নামায পড়ে, তাহার প্রতি আল্লাহ্ করুণা বর্ষণ করেন। যদি তাহার স্ত্রী (উঠিতে) অস্বীকৃত হয়, তবে সে যেন তাহার মুখমণ্ডলে পানি নিক্ষেপ করে। যে নারী রাত্রে জাগিয়া নামায পড়ে, স্বামীকে উঠায় এবং সেও নামায পড়ে, তাহার প্রতি আল্লাহ্ করুণা বর্ষণ করেন। যদি তাহার স্বামী (উঠিতে) অস্বীকৃত হয়, তবে সে যেন তাঁহার মুখমণ্ডলে পানি নিক্ষেপ করে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: কোনও লোক যখন তাহার স্ত্রীকে জাগরিত করে এবং উভয়ে নামায পড়ে কিংবা তাহারা উভয়ে জামাতে দুই রাকাত নামায পড়ে, তাহারা আল্লাহ্র স্মরণকারী বা স্মরণকারিণীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: ফরয নামাযের পরে উত্তম ঐ নামায, যে নামায রাত্রের মধ্যভাগে পড়া হয়।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —আহমদ

৯। আল্লাহ্ তিন (শ্রেণীর) লোকের প্রতি সন্তুষ্ট: (১) যে ব্যক্তি রাত্রে জাগিয়া নামায পড়ে, (২) যে সম্প্রদায় সারি বাঁধিয়া নামাযে দাঁড়ায়, (৩) যে সম্প্রদায় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সারিবদ্ধ হয়।

বর্ণনায়: হযরত আবু সঈদ খুদ্‌রী। —শরহী সুন্নাহ

১০। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া বলিল: অমুক লোকটি রাত্রে খুব নামায পড়ে, কিন্তু ঊষা হইলেই চুরি করে। তিনি বলিলেন: তুমি যাহা বলিতেছ, শীঘ্রই তাহাকে তাহা বাঁধা প্রদান করিবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —আহমদ

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: রাত্রে দাউদের একটি সময় ছিল, তখন তিনি তাহার পরিজনবর্গকে এই বলিয়া নিদ্রা হইতে জাগাইতেন: হে দাউদের পরিজন। উঠ এবং নামায পড়, কেন-না ইহা এমন একটি সময় যখন মহান আল্লাহ্ প্রার্থনা কবুল করেন, কিন্তু যাদুকর এবং (অন্যায়) ট্যাক্স আদায়কারীর প্রার্থনা কবুল করেন না।

বর্ণনায়: হযরত উসমান। —আহমদ

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: কুরআন বহনকারী এবং রাত্রের উপাসকগণই আমার উম্মতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —বাইহাকী

রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা

প্রত্যেক কর্মে মানব মনে প্রদর্শনেচ্ছা বা রিয়া সর্বক্ষণের জন্য লুক্কায়িত থাকে। ইহা ধর্মভীরু লোকদের মনে যত গুপ্ত ভাবে থাকে, অন্য কাহারও মনে তদ্রূপ থাকে না। ইহা মানুষের সৎগুণাবলী সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দেয়। রিয়া শির্কের অন্তর্গত, কেন-না আল্লাহ্‌র ইবাদতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধান ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্য থাকিলে তাহা আল্লাহ্‌র কার্যে অংশীদার স্থাপন করা হয়। চাল-চলনের মধ্যে, লেবাস-পোশাকের মধ্যে, ভাব-ভঙ্গীতে, কথা-বার্তায় রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা প্রকাশ পায়। কুরআন বলিতেছে: "ঐ নামাযীদের জন্য

দুঃখ যাহারা তাহাদের নামাযে অমনোযোগী, যাহারা লোককে দেখাইবার জন্য নামায পড়ে, রোযা রাখে, তাহারা শির্কের পাপে লিপ্ত হয়।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আল্লাহ্ বলেন, আমি কাফিরদের শির্ক হইতে মুক্ত। যে ব্যক্তি এমন কার্য করে, যাহাতে আমার সহিত অন্য কাহাকেও সে অংশী করে, তাহাকে এবং তাহার শির্ককে আমি ত্যাগ করি। অন্য বর্ণনায়: আমি তাহার নিকট হইতে মুক্ত। যাহার জন্য সে কার্য করিয়াছে সে তাহারই।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: পরকাল অন্বেষণ যাহার উদ্দেশ্য, আল্লাহ্ তাহার অন্তরে সন্তোষ দান করেন এবং তাহার মধ্যে যাবতীয় গুণাবলী সন্নিবেশ করেন। দুনিয়া তাহার নিকট আসিলেও সে তাহা প্রত্যাখ্যান করে। সংসার অন্বেষণ যাহার উদ্দেশ্য, আল্লাহ্ তাহার চক্ষুর সামনে দরিদ্রতা ধরিয়া রাখেন, তাহার কার্যসমূহ বহুমুখী করিয়া দেন। কিন্তু যাহা তাহার ভাগ্যে আছে তাহা ব্যতীত অন্য কিছুই সে লাভ করে না।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —তিরমিজী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: যখন আমার ঘরে আমি নামাযের বিছানায় ছিলাম, ঐ সময় এক ব্যক্তি আমার নিকট আসিল। ঐ ব্যক্তি যে অবস্থায় আমাকে দেখিয়াছে, সে জন্য আমার সন্তোষ বোধ হইয়াছে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: হে আবু হোরায়রা! আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। তোমার জন্য দুই পুণ্য, গোপনে কার্য করার জন্য এক পুণ্য এবং প্রকাশ্যে কার্য করার জন্য এক পুণ্য।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। — তিরমিজী

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আল্লাহ বলেন: "আমি এমন কতক মানব সৃষ্টি করিয়াছি যাহাদের রসনা চিনি হইতেও মিষ্টি, কিন্তু অন্তর তিক্ত ফল হইতেও তিক্ত। আমি আমার নিকট প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছি যে, তাহাদের উপর এমন বিপদ-আপদ প্রেরণ করিব যেন তাহাদের মধ্যকার জ্ঞানীগণও হতবুদ্ধি

হইয়া যায়। তাহারা আমার সহিত প্রতারণা করিবে অথবা তাহারা আমার বিরুদ্ধে কার্য করিতে সাহসী হইবে।'

বর্ণনায় : হযরত ইবনে উমর। —তিরমিজী

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যখন কোন বান্দাহ্ প্রকাশ্যে উত্তমরূপে নামায পড়ে এবং দরূদ পড়ে, তখন আল্লাহ্ বলেন : এই আমার সত্য বান্দাহ্।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —ইবনে মাযাহ্

৬। আমরা এক চক্ষু বিশিষ্ট দজ্জালের কথা বলিতেছিলাম, তখন রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদের নিকট আসিয়া বলিলেন : এক চক্ষু বিশিষ্ট দজ্জাল হইতেও যাহা অধিক ভয়ের কারণ তাহা সম্বন্ধে কি তোমাদিগকে আমি সংবাদ দিব না? আমরা বলিলাম : হাঁ। তিনি বলিলেন : ইহা গুপ্ত শির্ক। ইহা কোন ব্যক্তি নামাযে দাঁড়াইলে লোকের চক্ষে সে যাহাতে পতিত হয়, তজ্জন্য তাহার নামায দীর্ঘ করা।

বর্ণনায় : হযরত আবু সঈদ। —ইবনে মাযাহ্

রুকু

নামাযের মধ্যে রুকু করা ফর্য (অবশ্য কর্তব্য)। রুকুতে কুরআনের কোন আয়াত পড়া যাইবে না।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : রুকু এবং সিজ্‌দাহ্ প্রতিষ্ঠা কর। আল্লাহ্‌র শপথ। নিশ্চয় আমি আমার পিছন দিক হইতে তোমাদিগকে দেখি।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : রুকু এবং সিজ্‌দাতে আমাকে কুরআন পড়িতে নিষেধ করা হইয়াছে। রুকুতে প্রভুর গৌরব ঘোষণা কর এবং সিজদায় অধিক প্রার্থনা কর। তোমার প্রার্থনা অপেক্ষা অধিক কবুল হইতে পারে।

বর্ণনায় : হযরত ইব্‌নে আব্বাস। —মোসলেম

৩। নামাযের মধ্যে যখন রসূলুল্লাহ্ (দঃ) "সামি আল্লাহুলিমান্ হামিদাহ্" বলিতেন, তখন তিনি এত দীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া থাকিতেন যে, আমরা মনে করিতাম যে, তিনি ইহা ত্যাগ করিবেন না। তারপর তিনি সিজ্‌দাহ্‌র সময়ে দুই সিজ্‌দাহ্‌র মধ্যে এত দীর্ঘ সময় বসিয়া থাকিতেন যে, আমরা মনে করিতাম যে, তিনি উহা ত্যাগ করিবেন না।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : ইমাম যখন "সামি আল্লাহুলিমান হামিদাহ্" বলিবে, তখন (তোমরা) বল : "হে আমাদের প্রভু! সকল প্রশংসা তোমার জন্যই।" কেন-না যে তাঁহার কথার প্রতি সমর্থন জানায়, ফিরেশ্‌তাগণ বলে : তাহার অতীতের পাপসমূহ মুছিয়া গিয়াছে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : কোন লোক রুকু এবং সিজ্‌দায় তাহার পৃষ্ঠকে যে পর্যন্ত সোজা না করে, সে পর্যন্ত তাহার নামায পূর্ণ হয় না।

বর্ণনায় : হযরত আবু মাস্‌উদ আনসারী। —আবু দাউদ

৬। (একদা) রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর পিছনে আমরা নামায পড়িতেছিলাম। রুকু হইতে যখন তিনি মাথা উঠাইলেন, তখন বলিলেন : আল্লাহ্‌র প্রশংসাবাদ যে ব্যক্তি করে তিনি তাহা শুনেন। পিছনের এক ব্যক্তি বলিল : হে আমাদের প্রভু! সকল প্রশংসা তোমার জন্যই। যখন তিনি (নামায) শেষ করিলেন, তিনি বলিলেন : এই বাক্য কে উচ্চারণ করিয়াছে? সে বলিল : আমি। তিনি বলিলেন : আমি দেখিয়াছি, ত্রিশ জনেরও অধিক ফিরেশ্‌তা ইহা সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করিবার জন্য ত্রস্ত হইয়া দৌড়াইতেছে।

বর্ণনায় : হযরত রেফায়া। —বোখারী

৭। "সাব্বি হিস্‌মা রাব্বিকাল আযীম" সূরা অবতীর্ণ" হইলে, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহা রুকুতে পড়িতে বলিলেন। "সাব্বি হিস্‌মা রাব্বিকাল্ আ'লা" সূরা অবতীর্ণ হইলে তিনি তাহা সিজ্‌দাতে পড়িতে বলিলেন।

বর্ণনায় : হযরত আবু ওক্‌বাহ্। —আবু দাউদ

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: সর্বনিকৃষ্ট মানব ঐ ব্যক্তি, যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে চুরি করে। তাহারা প্রশ্ন করিল: সে নামাযে কিরূপে চুরি করে? তিনি বলিলেন: সে তাহার রুকু ও সিজ্‌দাহ্ পূর্ণরূপে করে না।

বর্ণনায়: হযরত আবু কাতাদাহ্। —আহমদ

রেহান

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যখন কোন প্রাণী রেহান রাখা হয়, তখন খরচের বিনিময়ে তাহার পিঠে আরোহণ করা যায়। কোন প্রাণী যখন রেহানাবদ্ধ থাকে, তখন মূল্যের বিনিময়ে ইহার ওলানের দুগ্ধ পান করা যায়। যে আরোহণ করিবে এবং পান করিবে সে ইহার ব্যয়-ভার বহন করিবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর বর্ম-বস্ত্র তাঁহার মৃত্যুকালে ৩০ সা'য়া আটার বিনিময়ে এক ইহুদীর নিকট রেহান ছিল।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন মদীনায় আগমন করিলেন, তখন তাহারা এক, দুই বা তিন বৎসরের ফলের জন্য অগ্রিম অর্থ দিত। তিনি বলিলেন: কোনও বস্তুর জন্য যে লোক অগ্রিম অর্থ দেয়, সে যেন তাহা নির্দিষ্ট ওজনে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দেয়।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

রোগীর সেবা-শুশ্রূষা

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) একজন পীড়িত আরবকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি যখন কোন অসুস্থের নিকট যাইতেন, তিনি বলিতেন: কোন ভয়ের কারণ নাই, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ইহা শুদ্ধিকারক। তিনি তাহাকেও বলিলেন:

ভয়ের কোন কারণ নাই, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ইহা শুদ্ধিকারক। সে বলিল: ইহা কখনই নহে, ইহা এমন জ্বর যাহা একজন বৃদ্ধকে আক্রমণ করিলে কবরে লইয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তখন বলিলেন: তাহা হইলে তাহাই হউক।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: 'তাউন' রোগ (কলেরা, বসন্ত, প্লেগ) শাস্তির উপকরণ। ইহা ইস্‌রাঈলের সন্তানগণের এক সম্প্রদায়ের প্রতি (তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি) প্রেরিত হইয়াছিল। যদি কোথায়ও ইহার আক্রমণের কথা শুনিতে পাও; তথায় যাইও না। যখন ইহা কোন স্থানে আবির্ভাব হয় এবং তোমরা তথায় বসবাস কর, তথা হইতে পলায়ন করিয়া অন্যত্র যাইও না।

বর্ণনায়: হযরত ওসামা বিন্ জায়েদ। —বোখারী, মোসলেম

৩। যখন কোন লোক আমাদের নিকট অসুখের কথা বলিত, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাঁহার ডান হস্ত তাহার গায়ে বুলাইতেন এবং বলিতেন: হে মানবের প্রভু। দুঃখ দূর কর এবং আরোগ্য কর। তুমিই আরোগ্য দাতা। তোমার আরোগ্য ব্যতীত আর আরোগ্য নাই, এমন আরোগ্য যাহা কোন রোগ অবশিষ্ট রাখে না।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যদি কোন মুসলমান প্রাতে পীড়িত কোন মুসলমানকে দেখিতে যায়, তবে ৭০,০০০ ফিরেশ্‌তা সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকে। যদি সে রাত্রে দেখিতে যায়, ৭০,০০০ ফিরেশ্‌তা ফজর (ভোর) পর্যন্ত তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকে। তাহার জন্য বেহেশ্‌তে একটি উদ্যান নির্ধারিত হয়।

বর্ণনায়: হযরত আলী। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যখন কোনও লোক পীড়িতকে দেখিতে যায়, সে যেন বলে: হে আল্লাহ্! তোমার বান্দাহ্‌কে আরোগ্য দান কর এবং

তোমার শত্রুকে ইহা প্রদান কর অথবা ইহাকে তোমার নিকট জানাযার জন্য যাইতে দাও।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —আবু দাউদ

৬। তিনি বলিয়াছেনঃ যখন কোন পীড়িতের নিকট যাও, মৃত্যু ভয় তাহার অন্তর হইতে দূর কর, কেন-না তাহা দূরীভূত না হইলেও উহাতে তাহার আত্মা শান্তি লাভ করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু সঈদ। —ইবনে মাযাহ্, তিরমিজী

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যখন তুমি কোন পীড়িতের নিকট (তাহাকে দেখিতে) যাও, তাহাকে তোমার জন্য দোয়া করিতে বল কেন-না তাহার দোয়া ফিরেশ্তার দোয়ার সমতুল্য।

বর্ণনায়ঃ হযরত উমর। —ইবনে মাযাহ্

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কোনও অসুস্থ ব্যক্তিকে তিন দিন পর পর ব্যতীত দেখিতে যাইতেন না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আনাস। —ইবনে মাযাহ্

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিয়া বলিলেনঃ তোমার কি খাইতে ইচ্ছা হয়? সে বলিলঃ বার্লির রুটি। তিনি বলিলেনঃ যাহার নিকট বার্লির রুটি থাকে, সে যেন তাহার ভ্রাতার জন্য প্রেরণ করে। অতঃপর তিনি বলিলেনঃ যখন তোমাদের কোন পীড়িত ব্যক্তি কিছু খাইতে ইচ্ছা করে, সে যেন উহা তাহাকে ভক্ষণ করিতে দেয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —ইবনে মাযাহ্

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি রোগীকে দেখিতে যায়, বেহেশ্ত হইতে একজন ঘোষণাকারী বলিতে থাকে, তুমি সুখী হও। তোমার ভ্রমণ সুখের হউক, বেহেশ্তের একটি ভবনে তোমার বসতি হউক।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —ইবনে মাযাহ্

রোযার কাযা

যে লোক ন্যায়সঙ্গত কারণে রমযান মাসে রোযা রাখিতে সক্ষম না হয়, সে বৎসরের অন্য সময়ে অনুরূপ রোযা রাখিবে। পর্যটক, পীড়িত ব্যক্তি, গর্ভবতী স্ত্রীলোক, ঋতুমতী স্ত্রীলোক, স্তন্যপায়ী মাতার ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য। ইচ্ছাপূর্বক রমযান মাসের একটি রোযা ত্যাগ করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাহাকে একাদিক্রমে ৬০টি রোযা রাখিতে হইবে।

১। হযরত আয়েশার নিকট প্রশ্ন করা হইয়াছিল: ঋতুমতী স্ত্রীলোক কাযা রোযা রাখে, কিন্তু কাযা নামায পড়ে না, তাহার ব্যবস্থা কিরূপ হইবে? আয়েশা বলিলেন: আমাদের বেলায়ও তাহা হইয়াছিল। তখন আমাদিগকে কাযা রোযা রাখিতে বলা হইয়াছিল, কিন্তু কাযা নামায পড়িতে বলা হয় নাই।

বর্ণনায়: হযরত মোযাজাহ। —মোসলেম

২। ইবনে উমরের নিকট প্রশ্ন করা হইয়াছিল: কোন লোক কি অন্য লোকের রোযা রাখিতে পারে? অথবা কোন লোক কি অন্য লোকের নামায পড়িয়া দিতে পারে? তিনি বলিলেন: কোন লোকই অন্য লোকের রোযা রাখিতে পারে না এবং নামাযও পড়িয়া দিতে পারে না।

বর্ণনায়: হযরত মালেক। —মোয়াত্তা

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: স্বামী থাকিলে তাহার অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীলোকের জন্য রোযা রাখা বৈধ নহে। তাহার অনুমতি ব্যতীত বাড়ীতে কাহাকেও অভ্যর্থনাও করিতে পারিবে না।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি রোযা কাযা রাখিয়া মারা যায়, তাহার উত্তরাধিকারীগণ তাহার রোযা রাখিবে।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

রোযার নিয়মাবলী

শেষরাত্রে পূর্বাকাশ শুভ্রবর্ণ দেখার সময় হইতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত রোযার সময়। রোযা রাখিয়া পানাহার এবং স্ত্রীসঙ্গম হইতে নিয়ত (ইচ্ছা) সহকারে আত্মাকে বিরত রাখিতে হইবে। রোযার নিয়ত করা ফরয। আরবী নিয়ত না জানা থাকিলে মাতৃভাষায় নিয়ত করিলে চলিবে। যথা—"আমি আগামীকল্য পবিত্র রমযান মাসের রোযা রাখিতে ইচ্ছা করিলাম। হে আল্লাহ্! তুমি আমা হইতে উহা গ্রহণ কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও মহা-বিজ্ঞানী।" এই নিয়ত সেহ্‌রী হইতে দুপুর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে করিতে হইবে। অতঃপর সূর্য অস্ত গেলে ইফ্‌তার করিবে। রমযানের মধ্যে অনেকগুলি সুন্নত কাজ আছে, যথা—তারাবীহ্‌র নামায পড়া, সেহ্‌রী খাওয়া, সূর্যাস্তের পরেই ইফ্‌তার করা, কুরআন পাঠ করা, ক্ষুধার্ত ও দরিদ্রকে অন্ন দান করা, রমযানের শেষ দশ রাত্রিতে মসজিদে এহ্‌তেকাফ করা ইত্যাদি।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তাড়াতাড়ি ইফ্‌তার করিলে মানুষ সৌভাগ্যবান হইতে থাকিবে।

বর্ণনায়: হযরত সহল। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যখন তোমরা আযান শুন, তখন যদি তোমাদের হাতে একটি পেয়ালা থাকে, তবে তোমরা যেন উহা হইতে তোমাদের আবশ্যকতা শেষ না করা পর্যন্ত উহা না রাখ।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: সেহ্‌রী খাও, কেন-না সেহ্‌রীতে প্রাচুর্য আছে।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে ফজরের পূর্বে রোযা রাখিতে নিয়ত (ইচ্ছা) না করে, তাহার রোযা (শুদ্ধ) হয় না।

বর্ণনায়: হযরত হাফসা। —তিরমিজী

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে শীঘ্র শীঘ্র ইফ্‌তার করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে পর্যন্ত মানুষ শীঘ্র শীঘ্র ইফ্‌তার করিবে, সে পর্যন্ত এই ধর্ম শক্তিশালী থাকিবে। কেন-না, ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ গৌণ (দেরী) করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যখন তোমাদের মধ্যে কেহ ইফ্‌তার করে, সে যেন খেজুর দ্বারা ইফ্‌তার করে। কেন-না, ইহাতে বরকত (প্রাচুর্য) আছে। যদি সে ইহা না পায়, তবে সে যেন পানি দিয়া ইফ্‌তার করে, কেন-না ইহা পবিত্র।

বর্ণনায়ঃ হযরত সালমাহ্। —আবু দাউদ

রোযা ভঙ্গের কারণ

নিম্নলিখিত কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ঃ

(ক) ইচ্ছাপূর্বক শরীরের মধ্যে কিছু প্রবেশ করাইলে; কিন্তু ভুলবশতঃ বা অনিচ্ছাবশতঃ উহা ঘটিলে রোযা ভঙ্গ হয় না। (খ) ধূমপান, ইচ্ছাপূর্বক বমি বা ঔষধ সেবন করিলে, (গ) স্ত্রীসঙ্গম করিলে এবং (ঘ) মিথ্যা কথা বলিলে রোযা ভঙ্গ হইবে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে এবং তদনুসারে কাজ পরিত্যাগ করে না, তাহার খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় পরিত্যাগের মধ্যে আল্লাহ্‌র কোনই আবশ্যকতা নাই।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ রোযা থাকিয়া ভুলবশতঃ যদি কেহ পানাহার করে, সে যেন তাহার রোযা পূর্ণ করে। কেন-না, আল্লাহ্ তাহাকে আহার করাইয়াছেন ও পান করাইয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৩। রোযা থাকা অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (দঃ) চুম্বন দিতেন এবং আলিঙ্গন করিতেন। প্রবৃত্তি দমনে তোমাদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এহ্রাম অবস্থায় শিঙ্গা লইয়াছেন এবং রোযা থাকিয়া শিঙ্গা লইয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইব্নে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

৫। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে রোযাদারের শারীরিক আলিঙ্গন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিল, তিনি তাহাকে অনুমতি দিলেন। অপর একজন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল কিন্তু তাহাকে তিনি বারণ করিলেন। যাহাকে অনুমতি দিলেন, সে ছিল বৃদ্ধ এবং যাহাকে বারণ করিলেন সে ছিল যুবক।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

৬। রোযা থাকা অবস্থায় আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বহুবার দাঁতন করিতে দেখিয়াছি।

বর্ণনায়ঃ হযরত আমের। —তিরমিজী

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) রোযা থাকিয়া হযরত আয়েশাকে চুম্বন দিতেন এবং তাহার জিহ্বা চাটিতেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —আবু দাউদ

৮। আবু দারদায় হযরত মা'দানকে বলিয়াছিলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বমি করিয়া রোযা ভাঙ্গিয়াছিলেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত মা'দান। —আবু দাউদ

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি রমযান মাসের একটি মাত্র রোযাও বিনা ওজরে বা অসুখে ভঙ্গ করে, তবে সারাজীবন রোযা রাখিলেও তাহার কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হইবে না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ, তিরমিজী

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) শিঙ্গা লইযা বাকীতে (একটি স্থান) এক ব্যক্তির নিকট আগমন করিলেন। ১৮ই রমযান তারিখে তিনি আমার হাত ধরিযা বলিলেন: যে ব্যক্তি শিঙ্গা দেয এবং যাহাকে শিঙ্গা দেওয়া হইযাছে, তাহাদের উভযেরই রোযা ভঙ্গ হইযাছে।

বর্ণনায: হযরত সাদ্দাদ। —আবু দাউদ

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন: তিনটি জিনিস্ কাহারও রোযা ভঙ্গ করে না—(১) শিঙ্গা (২) বমন এবং (৩) বীর্য-নির্গমন।

বর্ণনায: হযরত আবু সাযীদ। —তিরমিজী

লজ্জা

লজ্জা মানুষের একটি বিশেষ গুণ। ইহা ঈমানের অংশ বিশেষ। যাহার লজ্জা নাই, তাহার বিশ্বাস বা ঈমান নাই। লজ্জার বিপরীত অশ্লীলতা দোষ। আল্লাহ্ এই অশ্লীলতাকে অবৈধ করিযাছেন। আল্লাহ্ বলেন: "অশ্লীল কাজ প্রকাশ্যে হউক বা গোপনে হউক উহার নিকটবর্তী হইও না।" রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন: চারিটি বিষয নবীদের (সুন্নত) নীতি—লজ্জা, সুগন্ধি ব্যবহার, দন্ত পরিষ্কার করা এবং বিবাহ করা।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন: লজ্জা মঙ্গল ব্যতীত অন্য কিছু আনে না। অন্য বর্ণনায: লজ্জার প্রত্যেক জিনিসই উত্তম।

বর্ণনায: হযরত এমরান বিন্ হোসেন। —বোখারী, মোসলেম

২। তিনি বলিযাছেন: মানুষের নিকট পূর্ববর্তী নবীদের যে সকল বাণী পৌঁছিযাছে, তন্মধ্যে একটি বাণী: "লজ্জা যখন চলিযা যায, তখন যাহা ইচ্ছা তাহা কর।"

বর্ণনায: হযরত ইবনে মসউদ। —বোখারী

৩। তিনি বলিযাছেন: প্রত্যেক ধর্মের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। ইসলামের বৈশিষ্ট্য—লজ্জা।

বর্ণনায: হযরত যাযেদ বিন্ তাল্হা। —ইবনে মাযাহ্

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: লজ্জা ঈমান বা বিশ্বাসের অন্তর্গত এবং ঈমান বেহেশ্‌তে অবস্থিত, অশ্লীলতা মন্দের অন্তর্গত এবং মন্দ দোযখে অবস্থিত।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যাহার মধ্যে অশ্লীলতা থাকে, উহা তাহাকে অপমানিত করে। আর যাহার মধ্যে লজ্জা থাকে উহা তাহাকে সুশোভিত করে।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —তিরমিজী

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) পর্দার মধ্যস্থিত কুমারী বালিকা অপেক্ষা অধিকতর লজ্জাশীল ছিলেন। যখন তিনি কোন ঘৃণিত বস্তু দেখিতেন আমরা তাহার মুখমণ্ডলে লক্ষ্য করিতাম।

বর্ণনায়: হযরত আবু সঈদ। —বোখারী, মোসলেম

শপথ গ্রহণ

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি একটি শপথ গ্রহণ করিয়া অপর একটি তাহা হইতে অধিকতর উত্তম বলিয়া বিবেচনা করে, সে যেন প্রথম শপথের কাফ্‌ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) দিয়া দ্বিতীয়টি গ্রহণ করে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আল্লাহ্ তোমাদিগকে পূর্ব পুরুষের নাম লইয়া শপথ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যদি কাহারও শপথ করিতে হয়, তবে সে যেন আল্লাহ্‌র নাম লইয়া শপথ করে অথবা নীরব থাকে।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: প্রতিমার নামে অথবা তোমাদের পূর্ব পুরুষদের নামে শপথ-গ্রহণ করিও না।

বর্ণনায়: হযরত আবদুর রহমান বিন্ সামোরাহ্। —মোসলেম

৪। "তোমাদের শপথের মধ্যে আল্লাহ্ অনিচ্ছাকৃত শপথের জন্য শাস্তি দিবেন না" (কুরআনের) এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, এই কথা বলার জন্য যে, "না, আল্লাহ্র শপথ" এবং "হাঁ, আল্লাহ্র শপথ"।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ তোমাদের মধ্যে স্ত্রী সম্বন্ধে কেহ যদি দৃঢ় শপথ করে, আল্লাহ্ তাহার উপর যে কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) বাধ্যতামূলক করিয়াছেন, তাহা দান করা অপেক্ষাও উহা আল্লাহ্র নিকট অধিকতর পাপ।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোবায়রা। —মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ তোমাদের পিতা-মাতা বা অংশীদারগণের নাম লইয়া শপথ করিও না এবং তোমরা সত্যবাদী না হইলে আল্লাহ্র নামে শপথ গ্রহণ করিও না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোবায়রা। —আবু দাউদ, নেসায়ী

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ শপথ গ্রহণকারীর নিয়ত (ইচ্ছা) অনুসারে শপথ হইবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোবায়রা। —মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আমানতের নামে যে শপথ গ্রহণ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

বর্ণনায়ঃ হযরত বোবাইদাহ। —আবু দাউদ, নেসায়ী

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্ ব্যতীত যে অন্যের নামে শপথ করে, সে শির্ক (অংশী) করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —তিরমিজী

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর দৃঢ় শপথ গ্রহণ করে, তাহার কোন পাপ হইবে না।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —তিরমিজী

শিক্ষা

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন করিয়া, আল্লাহ্‌র পরিচয় জ্ঞাত হইয়া তাঁহার ভালবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জন করিয়া পরকালে মুক্তি পাওয়ার জন্য সৎপথে চলা। এই সকল উদ্দেশ্যবিহীন শিক্ষা ইসলাম অনুমোদন করে না। প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর বিদ্যা শিক্ষা করা ফর্‌য। মানব জাতিকে মানব ধর্ম 'ইসলাম' শিক্ষা দেওয়ার জন্যই কুরআন অবতীর্ণ করা হইয়াছে এবং রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর চরিত্রের মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যা হিসাবে হাদীস উপস্থিত করা হইয়াছে। কুরআন ও হাদীসের আইন-কানুন ও বিধি-ব্যবস্থা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ শিক্ষা করাও আবশ্যক। কুরআন ও হাদীস ব্যতীত অন্য বিদ্যা শিক্ষা করা ফর্‌যে আইন নহে, তবে ব্যবহারিক জীবনের জন্য আবশ্যকীয় প্রত্যেক বিদ্যা, যথা—চিকিৎসা বিদ্যা, বিজ্ঞান, অঙ্ক শাস্ত্র, যন্ত্র চালনা, যুদ্ধ-বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে কতক লোক পারদর্শী না হইলে সকলেই ইহার জন্য পাপী হইবে। এইভাবে যখন যাহা শিক্ষা করা প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায় তাহা শিক্ষা করা ফর্‌য। কুরআন ও হাদীসে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানে, চিকিৎসা শাস্ত্রে, যন্ত্র চালনায়, যুদ্ধ-বিদ্যায় কতক লোক পারদর্শী হওয়া ফর্‌যে কেফায়া। নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে প্রয়োজনীয় শিক্ষা অর্জন করা সকলের জন্যই ফর্‌য। বিদ্যা শিক্ষার জন্য ইসলাম সর্বদাই তাগিদ দিয়া আসিতেছে। বিদ্যা আলো এবং মূর্খতা অন্ধকার। আল্লাহ্ কুরআনে বলিতেছেন: "আঁধার ও আলো কি সমান? তোমরা কি চিন্তা কর না? আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু ঐ ব্যক্তিগণ যাহারা মূক, বধির এবং নির্বোধ।" আল্লাহ্ আবার বলেন: "যাহাকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে প্রভূত কল্যাণ দেওয়া হইয়াছে।"

আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে স্কুল-মাদ্রাসার মাধ্যমে শিক্ষাদানের যে প্রচলিত ব্যবস্থা রহিয়াছে, উহা কি সত্যসত্যই চরিত্র গঠন ও জ্ঞান অর্জনের সহায়ক? মাদ্রাসা শিক্ষার প্রচলিত পদ্ধতি কোমল মতি কিশোরদের যৌন সচেতন করিয়া তুলিতে সাহায্য করে এবং চরিত্র গঠনের সহায়ক হিসাবে পরিপূরক নহে। এই ব্যাপারে প্রত্যেক মুসলমানকে সক্রিয় ও সচেতন হইয়া মনস্তত্ত্ববিদগণের সাহায্যে প্রয়োজনীয় সঠিক শিক্ষা পদ্ধতি

প্রবর্তন করা একান্ত কর্তব্য। কারণ, বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তনের বেদীমূল বিদেশী ও বিধর্মী শাসকদের প্রভাবমুক্ত ছিল না। বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর আমলে এবং সাহাবায়ে কেরামদের আমলে ছিল না। কাজেই ইহাকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করা যুক্তিসঙ্গত।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে বিদ্যার অনুসন্ধান করে, তাহার পূর্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যায়।

বর্ণনায়: হযরত সাখবারাহ্। —তিরমিজী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে বিদ্যার অনুসন্ধানে বাহির হয়, সে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পথে থাকে।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —তিরমিজী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: একজন ফকীহ্ (বিধি বিশেষজ্ঞ) সহস্র দরবেশ হইতে শয়তানের প্রতি কঠোর।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: বিদ্যান্বেষণ প্রত্যেক মুসলমান নর ও নারীর প্রতি ফর্‌য (অবশ্য কর্তব্য)। মূর্খকে বিদ্যাদান, বরাহকে মণি-মুক্তা এবং স্বর্ণহার দিয়া সুসজ্জিত করার মত।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —ইবনে মাযাহ্

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: জ্ঞানগর্ভ বাক্য জ্ঞানীর নিকট পথভ্রষ্ট মেষবৎ; সে যেখানে ইহাকে পায়, ইহাকে গ্রহণ করে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —ইবনে মাযাহ্, তিরমিজী

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আমার একটি বাক্য হইলেও তাহা প্রচার কর। বনি-ইস্রাঈল সম্বন্ধে বর্ণনা কর, ইহাতে দোষ নাই। যে

স্বেচ্ছায় আমার প্রতি মিথ্যা কথা আরোপ করে, সে যেন দোযখে তাহার স্থান অনুসন্ধান করে।

বর্ণনায় : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —বোখারী

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ যাহার মঙ্গল কামনা করেন, তিনি তাহাকে ধর্মজ্ঞান দান করেন। আল্লাহ্ দান করেন এবং আমি উহা বণ্টন করি।

বর্ণনায় : হযরত মা'মোবাহ্ বিন্ জুনদব। —বোখারী, মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : মানুষ রৌপ্য ও স্বর্ণ খনি সদৃশ খনি। অন্ধকার যুগে তাহাদের মধ্যে যাহারা উত্তম ছিল, তাহারা ধর্মজ্ঞান লাভ করিলে ইসলামেও উত্তম।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : হে মানবগণ! সে যাহা জানে, সে যেন তাহা বলে এবং যে যাহা জানে না, সে যেন বলে : আল্লাহ্ উত্তম জানেন। কেন-না, যাহা তুমি জান না, তাহার সম্বন্ধে তুমি যদি বল, 'আল্লাহ্ উত্তম জানেন' তাহা জ্ঞানের চিহ্ন। আল্লাহ্ তাঁহার নবীকে বলিয়াছেন : বল, আমি তোমাদের নিকট কোন পুরস্কার প্রার্থী নহি এবং তোমাদিগকে আমি কষ্ট দিতে চাই না।

বর্ণনায় : হযরত আবদুল্লাহ্। —বোখারী, মোসলেম

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : দুইজন লোক ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য ঈর্ষা নাই, প্রথম ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ্ মাল (সম্পদ) দান করিয়াছেন এবং সত্য পথে উহা ব্যয় করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন, দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ্ জ্ঞান দান করিয়াছেন এবং যে তাহার সাহায্যে সুবিচার করে ও বিদ্যা শিক্ষা দেয়।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে মসউদ। —বোখারী, মোসলেম

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যখন মানুষের মৃত্যু হয়, তখন তাহার কর্মও শেষ হয়। কিন্তু তিন প্রকার কর্ম থাকিয়া যায়—(১) সদ্কায়ে জারিয়া (অব্যাহত পুণ্যের দান); (২) অথবা উপকারী বিদ্যা; (৩) অথবা ঐ ধার্মিক সন্তান যে তাহার জন্য দোয়া করে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : লোকগণ তোমাদের অনুসরণ করিবে। বিভিন্ন দেশ হইতে ধর্মে পারদর্শী হওয়ার জন্য লোকজন তোমাদের নিকট আসিবে। যখন তাহারা তোমাদের নিকট আসে, তাহাদিগকে সৎ উপদেশ দিও।

বর্ণনায় : হযরত আবু সঈদ খুদ্রী। —তিরমিজী

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : ফরয কর্তব্যগুলি এবং কুরআন্ শিক্ষা কর এবং লোকদিগকেও তাহা শিক্ষা দাও, কেন-না আমি মৃত্যুর অধীন।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

১৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : আমার উম্মতের মধ্যে কতক লোক অতি শীঘ্রই ধর্মে অভিজ্ঞ হইবে এবং কুরআন আয়ত্ত করিবে এবং বলিবে, আমরা শাসনকর্তাগণের নিকট গিয়া পার্থিব বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিব এবং তাহাদিগকে আমাদের ধর্ম হইতে পৃথক করিয়া দিব। কিন্তু তাহা হইবে না। কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ হইতে যেমন কাঁটা ব্যতীত অন্য কিছু পাওয়া যায় না, তেমনি তাহাদের সহিত বসবাসে কিছুই লাভ হইবে না।

বর্ণনায় : হযরত ইব্নে আব্বাস। —ইবনে মাযাহ্

শান্তির চুক্তি

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) [একদা] তাহার ভাষণে বলিয়াছেন : মূর্খতার যুগের সন্ধি সমূহ প্রতিপালন কর, কেন-না ইহা ইসলাম অটুট রাখে। ইসলামের মধ্যে নূতন (কোন) চুক্তি করিও না।

বর্ণনায় : হযরত আমর বিন্ শোয়াইব। —তিরমিজী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে মীমাংসা বৈধকে অবৈধ করে এবং অবৈধকে বৈধ করে, সেই মীমাংসা ব্যতীত অন্যান্য মীমাংসা করা মুসলমানদের জন্য বিধি সঙ্গত। যে শর্ত বৈধকে অবৈধ এবং অবৈধকে বৈধ করে, সেই শর্ত ব্যতীত অন্যান্য শর্তে মুসলমানগণকে অটুট থাকিতে হইবে।

বর্ণনায়: হযরত আমর বিন্ আউফ। —মেশ্‌কাত

৩। যিল্‌কদ্ মাসে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) উমরাহ্ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মক্কাবাসীগণ এই শর্তে (যে, আগামী বৎসর তিনি মক্কায় প্রবেশ করিয়া সেখানে তিন দিন অবস্থান করিবেন) এই চুক্তি না করা পর্যন্ত তাঁহাকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দিতে অস্বীকার করিল। এই চুক্তি যখন লিখিত হইল, তৎসঙ্গে তাহারা এ কথাও লিখিল, "আল্লাহ্‌র রসূল মোহাম্মদ ইহা স্বীকার করিয়াছেন।" তাহারা ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিল: "আমরা ইহাতে একমত হইব না। যদি তোমাকে আল্লাহ্‌র রসূল বলিয়া আমরা স্বীকার করিতাম, তাহা হইলে আমরা তোমাকে বাধা দিতাম না। কিন্তু তুমি আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মোহাম্মদ।" তিনি বলিলেন: "আমি আল্লাহ্‌র রসূল এবং আমি আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মোহাম্মদ।" তারপর তিনি হযরত আলীকে "আল্লাহ্‌র রসূল" কথাটি কাটিয়া দিতে বলিলেন। হযরত আলী বলিলেন: "আল্লাহ্‌র শপথ। ইহা আমি কিছুতেই কাটিতে পারিব না।" তখন রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যদিও ভাল লেখা জানিতেন না, তবুও ইহা লিখিলেন, "আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মোহাম্মদ ইহাতে রাজী হইয়াছেন।" সে তরবারি কোষাবদ্ধ না করিয়া মক্কায় প্রবেশ করিবে না। যাহারা তাহার অনুসরণ করিতে চায় তাহাদের ব্যতীত তিনি মক্কার কোন অধিবাসী লইয়া বহির্গত হইতে পারিবেন না। কিন্তু যদি তাহার কোন সঙ্গী মক্কায় থাকিবার ইচ্ছা করে, তাহাকে তিনি বাঁধা দিতে পারিবেন না। যখন চুক্তিতে তিনি আবদ্ধ হইলেন এবং ইহার নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইয়া গেল, তখন তাহারা হযরত আলীর নিকট আসিয়া বলিল: "তোমার সঙ্গীকে আমাদের নিকট হইতে চলিয়া যাইতে বল। নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।" তাহার পর রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বাহির হইয়া আসিলেন।

বর্ণনায়: হযরত বারায়াহ্ বিন্ 'আজেব। —বোখারী, মোসলেম

৪। কোরেশগণ রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত সন্ধি করিয়া এই চুক্তি করিল: "তোমাদের নিকট হইতে কোন লোক আমাদের নিকট আসিলে আমরা তাহাকে "ফিরাইয়া দিব না; কিন্তু আমাদের কোন লোক তোমাদের নিকট গেলে তোমরা তাহাকে আমাদের নিকট ফিরাইয়া দিতে বাধ্য থাকিবে।" ইহাতে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সঙ্গীগণ বলিল: হে আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ! আমরা কি ইহা লিখিব? তিনি বলিলেন: হাঁ। আমাদের কোন লোক তাহাদের নিকট গেলে আল্লাহ্ তাহাকে দূরবর্তী করিবেন এবং তাহাদের কোন লোক আমাদের নিকট আসিলে শীঘ্রই আল্লাহ্ তাহার একটি শান্তির উপায় বাহির করিয়া দিবেন।

বর্ণনায: হযরত আনাস। —মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: সাবধান! যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ লোকের উপর অত্যাচার করে বা তাহার ক্ষতি সাধন করে কিংবা তাহাকে সাধ্যাতীত কষ্ট দেয়, অথবা তাহার অনুমতি ব্যতীত তাহার কিছু গ্রহণ করে, তাহার বিরুদ্ধে পুনরুত্থানের দিন আমি তর্ক-বিতর্ক করিব।

বর্ণনায: হযরত সাফওয়ান। —আবু দাউদ

শান্তি ও বিবাদ

ইস্লাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম মানব ও অন্যান্য সৃষ্টির সহিত শান্তিতে বসবাস করিবার নির্দেশ দেয়। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মুসলমানদিগকে বলিয়াছেন: "যাহার হস্ত ও রসনা হইতে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে, সে-ই মুসলমান।" শান্তির বিপরীত অশান্তি বা বিবাদ। ইসলাম ইহা সমর্থন করে না। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: "যে অশান্তি বা বিবাদ সৃষ্টি করে, সে বেহেশ্তে যাইবে না।" তিনি আরও বলিয়াছেন: "আমি তোমাদিগকে কি রোযা হইতেও অধিকতর পদ গৌরবের সংবাদ দিব না? ইহা বিবাদে শান্তি আনয়ন।" কুরআন বলে: "আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের অনুসরণ কর এবং বিবাদ-বিসংবাদ করিও না।" কুরআন আবার বলে: "অশান্তি সৃষ্টি করা হত্যা হইতেও জঘন্যতর।"

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: সোমবার ও বৃহস্পতিবার বেহেশ্তের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। তখন শির্ক (অংশীবাদী) ভিন্ন প্রত্যেক লোককে ক্ষমা করা হয়। যে দুইজনের মধ্যে বিবাদ থাকে, তাহাদিগকে ক্ষমা করা হয় না। উহাদিগকে বলা হয়, যে পর্যন্ত মীমাংসা না কর, সেই পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

শাফায়াত ও কাওসার

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আমার কাওসারের দূরত্ব এক মাসের পথ। ইহার উভয় পার্শ্ব সমান। ইহার পানি দুধ অপেক্ষা সাদা, ইহার ঘ্রাণ মেশ্‌ক্ হইতে অধিক সুঘ্রাণযুক্ত এবং ইহার পাত্র বেহেশ্তের তারকার ন্যায়। ইহার পানি যে পান করিবে সে কখনও তৃষ্ণার্ত হইবে না।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আমি বেহেশ্তে ভ্রমণ করিতেছিলাম, তখন হঠাৎ নদীর তীরে গেলাম। উহার দুই ধারে হলুদ বর্ণের মুক্তার গম্বুজ ছিল। আমি প্রশ্ন করিলাম: হে জিব্রাঈল! ইহা কি? সে বলিল: ইহা কাওসার (ঝরনা), ইহা তোমার প্রভু তোমাকে দান করিয়াছেন। ইহার মাটি মেশ্‌ক্ দ্বারা তৈরী এবং অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —বোখারী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমাদের পূর্বেই আমি হাউজে পৌঁছিব। আমার নিকট দিয়া যে অতিবাহিত হইবে, সে পানি পান করিবে এবং যে ইহার পানি পান করিবে সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হইবে না। যে লোকদিগকে আমি চিনিতাম এবং যে লোকগণ আমাকে চিনিত, তাহারা সকলেই আমার নিকট পানি পান করিতে আসিবে, কিন্তু তাহাদের ও আমার মধ্যে একটি প্রতিবন্ধক থাকিবে। আমি বলিব: "তাহারা আমার দলের অন্তর্ভুক্ত।" বলা হইবে: "নিশ্চয়ই তুমি অবগত নও যে, তোমার পরে

ইহারা কি বেদআতের (নব-বিধানের) সৃষ্টি করিয়াছিল!" আমি বলিব: "দূর হও, দূর হও, ঐ সকল লোক যাহারা আমার পরে নব-বিধান সৃষ্টি করিয়াছিলে।"

বর্ণনায়: হযরত সহল বিন্ সাবাদ। —বোখারী, মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: বিচার দিবসে ঐ সকল লোকদের জন্য আমার শাফায়াতের সৌভাগ্য হইবে, যাহারা বিশুদ্ধ হৃদয়ে উচ্চারণ করিযাছে: "আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই।"

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যখন বিচার দিবস আসিবে তখন মানুষ একে অপরের মধ্যে মিশিয়া যাইবে। তাহারা আদমের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবে: "আপনার প্রভুর নিকট শাফায়াত করুন।" তিনি বলিবেন: "আমি তাহার জন্য (উপযুক্ত) নহে, ইব্রাহীমের নিকট যাও, কেন-না সে আল্লাহ্‌র বন্ধু।" তাহারা ইব্রাহীমের নিকট গিয়া বলিবে। তিনি বলিবেন: "আমি ইহার জন্য (উপযুক্ত) নহে। মুসার নিকট যাও, কেন-না তাহার সহিত আল্লাহ্ কথাবার্তা বলিয়াছেন।" তাহারা মুসার নিকট গিয়া বলিবে। তিনি বলিবেন: "ইহা আমার কাজ নহে; ঈসার নিকট যাও, কেন-না তিনি আল্লাহ্‌র রূহ (প্রাণ) এবং তাঁহার বাক্য।" তাহারা ঈসার নিকট গিয়া বলিবে। তিনি বলিবেন: "ইহা আমার কাজ নহে, মোহাম্মদের নিকট যাও।" তাহারা আমার নিকট আসিবে। আমি বলিব: ইহা আমার কাজ। তারপর আমি আমার প্রভুর নিকট অনুমতি চাহিব, তিনি অনুমতি দিবেন। তখন তিনি আমাকে কতক প্রশংসা বাক্য শিক্ষা দিবেন। তাহা যদি তিনি আমাকে এখন শিক্ষা দিতেন, তবে তাহা দ্বারা আমি তাঁহার গুণকীর্তন করিতাম। তাহার সামনে আমি সিজ্‌দায় পড়িয়া যাইব। আমাকে বলা হইবে: হে মোহাম্মদ! মস্তক উত্তোলন কর এবং (যাহা) বল, তাহা শুনা হইবে। প্রার্থনা কর, তাহা দেওয়া হইবে। শাফায়াত চাও, তাহা গ্রহণ করা হইবে। আমি বলিব: হে প্রভু! আমার উম্মত! আমার উম্মত! তখন বলা হইবে: যাও, এক সরিষা পরিমাণ ঈমান যাহাদের হৃদয়ের মধ্যে ছিল, তাহাদিগকে বাহির করিয়া আন। তখন আমি

গিয়া তদনুসারে কাজ করিব। অতঃপর ফিরিয়া আসিয়া আমি উক্ত প্রশংসা-বাদ দ্বারা তাঁহার প্রশংসা করিব এবং তাঁহার সামনে সিজ্‌দায় পড়িয়া যাইব। বলা হইবে: হে মোহাম্মদ! মস্তক উত্তোলন কর, (যাহা) বল, শুনা হইবে; প্রার্থনা কর, দেওয়া হইবে। শাফায়াত চাও, তাহা গ্রহণ করা হইবে। আমি বলিব: হে প্রভু! আমার উম্মত! আমার উম্মত!! বলা হইবে: যাও, এক সরিষার সামান্য পরিমাণও ঈমান যাহাদের হৃদয়ের মধ্যে ছিল, তাহা-দিগকে বাহির করিয়া আন। তখন আমি গিয়া তদনুসারে কাজ করিব। অতঃপর ফিরিয়া আসিয়া আমি উক্ত প্রশংসাবাদ দ্বারা তাঁহার প্রশংসা করিব এবং তাঁহার সামনে সিজ্‌দায় পড়িয়া যাইব। বলা হইবে: হে মোহাম্মদ মস্তক উত্তোলন কর, (যাহা) বল, শুনা হইবে, প্রার্থনা কর দেওয়া হইবে। শাফায়াত চাও, তাহা গ্রহণ করা হইবে। আমি বলিব: হে প্রভু! আমার উম্মত! আমার উম্মত!! বলা হইবে: যাও, এক সরিষার বীজের সামান্য অংশের সামান্য অংশ ঈমানও যাহাদের হৃদয়ের মধ্যে ছিল তাহাদিগকে বাহির করিয়া আন। তখন আমি গিয়া তদনুসারে কাজ করিব। অতঃপর আমি চতুর্থবার ফিরিয়া আসিয়া উক্ত প্রশংসাবাদ দ্বারা তাঁহার প্রশংসা করিব এবং তাঁহার সামনে সিজ্‌দায় পড়িয়া যাইব। বলা হইবে: হে মোহাম্মদ! মস্তক উত্তোলন কর, (যাহা) বল, শুনা হইবে, প্রার্থনা কর, দেওয়া হইবে। শাফায়াত কর, গ্রহণ করা হইবে। আমি বলিব: হে প্রভু! যাহারা বলিয়াছে—"আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নাই" তাহাদের সম্বন্ধে আমাকে অনুমতি দাও। আল্লাহ্ বলিবেন: ইহা তোমার কার্য নয়। কিন্তু আমার সম্মান, গৌরব, শৌর্য-বীর্যের শপথ, যাহারা বলিয়াছে "আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নাই" তাহাদিগকে আমি নিশ্চয়ই নরক হইতে বাহির করিয়া আনিব।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —বোখারী মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: মোহাম্মদের শাফায়াতের জন্য এক সম্প্রদায়কে নরক হইতে বাহির করিয়া আনা হইবে। তাহারা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে, কিন্তু তাহাদের নাম হইবে 'দোযখবাসী'। অন্য বর্ণনায়: আমার উম্মতগণের এক দলকে আমার শাফায়াতের জন্য নরক হইতে

বাহির করিয়া আনা হইবে। তাহাদিগকে 'দোযখী' বলিয়া অভিহিত করা হইবে।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মসউদ। —বোখারী

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: প্রত্যেক নবীর জন্যই হাউজ থাকিবে। কাহার হাউজে বেশী সংখ্যক লোক পান করিবে তাহা নিয়া তাহারা সকলেই গৌরব করিবে। আমি আশা করি, নিশ্চয়ই আমার হাউজে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক পান করিতে আসিবে।

বর্ণনায়: হযরত সামোরাহ্। —তিরমিজী

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: কেহই স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে না, যে পর্যন্ত তাহার পাপের কারণে নরকে তাহার স্থান তাহাকে দেখান না হইবে, যেন সে বেশী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কেহই নরকে প্রবেশ করিতে পারিবে না, যে পর্যন্ত তাহার পুণ্যের কারণে স্বর্গে তাহার স্থান তাহাকে দেখান না হইবে, যেন সে বেশী দুঃখ প্রকাশ করে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আমার প্রভুর পক্ষ হইতে কেহ আসিয়া আমার এই মতামত জানিতে চাহিয়াছে যে, হয় তিনি আমার উম্মতের অর্ধাংশ বেহেশ্তে প্রবেশ করাইবেন, না হয় তিনি আমাকে শাফায়াতের ক্ষমতা প্রদান করিবেন। আমি শাফায়াত পছন্দ করিয়াছি। তাহা হইবে ঐ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ্র সহিত অংশী না করিয়া মরিয়াছে।

বর্ণনায়: হযরত আউফ বিন্ মালেক। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন:—আমার উম্মতগণের ভিতরে যাহারা বড় পাপ করিবে, তাহাদের জন্য আমার শাফায়াত হইবে।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —তিরমিজী, আবু দাউদ

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: নরকবাসীদিগকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করান হইবে। তখন স্বর্গবাসীদের একজন লোক তাহাদের নিকট দিয়া

অতিক্রম করিবার সময় তাহাদের একজন বলিবে: হে অমুক ব্যক্তি! তুমি কি আমাকে চিন না, তোমাকে আমি (একদা) পানি প্রদান করিয়াছিলাম! আর একজন বলিবে: আমি তোমাকে অযু করিবার জন্য পানি প্রদান করিয়াছিলাম। অতঃপর সে তাহার জন্য শাফাযাত করিবে এবং তাহাকে স্বর্গে প্রবেশ করাইবে।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —ইবনে মাযাহ্

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: পুনরুত্থানের দিন তিন প্রকারের লোক (অন্যের জন্য) শাফাযাত করিতে পারিবে: (প্রথমতঃ) নবীগণ, (দ্বিতীয়তঃ) বিদ্বানগণ, (তৃতীয়তঃ) শহীদগণ।

বর্ণনায়: হযরত উসমান। —ইবনে মাযাহ্

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: মানুষ নরকে গমন করিবে এবং তারপর তাহাদের কাজ অনুসারে সেখান হইতে বহির্গত হইবে। তন্মধ্যে প্রথম ব্যক্তি বিদ্যুতের চমকের মত বাহির হইবে, তারপর বায়ু প্রবাহিতের ন্যায, তারপর ঘোড় দৌড়ের ন্যায, তারপর আরোহীর ন্যায, তারপর মানুষের (সাধারণ) দৌড়ের ন্যায, তারপর মানুষের (সাধারণ) হাঁটার ন্যায়।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে মসউদ। —তিরমিজী

শুভ বা অশুভ লক্ষণ এবং কুসংস্কার

ইসলামে শুভ বা অশুভ লক্ষণ এবং কুসংস্কারমূলক বিশ্বাস অবৈধ। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ইহাকে অংশীবাদ বা পৌত্তলিকতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পশু-পক্ষী বা প্রাণীর শব্দ হইতে অথবা অন্য কোন প্রকার আচরণে শুভাশুভ লক্ষণ নির্ণয় করা অবৈধ। হস্ত দর্শন করিয়া ভবিষ্যৎ ভাল-মন্দ নির্ণয় করা না-জায়েয। ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা অবৈধ, তবে জিন ও ফিরেশ্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা ফরয।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: ছোঁয়াচে রোগ বলিয়া কোন রোগ নাই, কুলক্ষণ বা 'হামাহ্' (অশুভ লক্ষণ নির্ণয়ক প্রাণী বিশেষ) বা 'ছাফার'

(কু-সংস্কার বিশেষ) বলিয়া কিছু নাই। তোমরা বাঘ দেখিয়া যেরূপ (দ্রুত) পলায়ন কর, কুষ্ঠরোগ দেখিয়া তদ্রূপ পলায়ন করিও।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: অশুভ লক্ষণ বলিয়া কিছু নাই। তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট হইল 'ফাল'। উপস্থিত সকলে জিজ্ঞাসা করিল: 'ফাল' কি? তিনি বলিলেন: তোমাদের মধ্যে কাহারও উত্তম কথা শুনা।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৩। (একদা) রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কুষ্ঠরোগীর হাত ধরিয়া খাদ্য-পাত্রে তাহা স্থাপন করিয়া বলিলেন: আল্লাহ্‌র প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস ও নির্ভরতার সহিত খাদ্য গ্রহণ কর।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —ইবনে মাযাহ্

৪। সাকিফ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের মধ্যে এক কুষ্ঠরোগী ছিল। তাহার নিকট রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এই বলিয়া একটি লোক পাঠাইলেন: তোমার আনুগত্য আমরা গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং তুমি ফিরিয়া যাও।

বর্ণনায়: হযরত আমর বিন্ শারীদ। —মোসলেম

৫। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া প্রশ্ন করিল: আমরা এক বাড়ীতে বসবাস করিতাম, সেখানে আমাদের সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তারপর অপর একটি বাড়ীতে থাকিলাম। সেখানে আমাদের সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ হ্রাস পাইল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: ইহা অস্বাস্থ্যকর বলিয়া ত্যাগ কর।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —মেশ্‌কাত

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: পশু-পক্ষীর ডাকে অশুভ লক্ষণ, রাত্রে দরজা ধাক্কা, অশুভ লক্ষণ ইত্যাদি শয়তানের কাজ।

বর্ণনায়: হযরত কাত্বনে বিন্ কাবিসাহ্। —আবু দাউদ

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: ছোঁয়াচে রোগ, 'হামাহ' (অশুভ লক্ষণ নির্ণয়ক প্রাণী বিশেষ) 'ছাফার' (কুসংস্কার বিশেষ) বলিতে কিছু নাই। (ইহা শুনিয়া) এক আরব বেদুইন রসূলুল্লাহ্‌র নিকট জিজ্ঞাসা করিল: হরিণের ন্যায যে সুস্থ উট মরুভূমিতে থাকে, তাহার কী (রোগ) হয়? মামড়ী কর্তৃক আক্রান্ত কোন উট ইহার সহিত মিশিলে ইহাও তাহা দ্বারা আক্রান্ত হয়। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: তবে প্রথম উটটির সহিত কে মিশিয়াছিল?

বর্ণনায: হযবত আবু হোবাযবা। —বোখারী

শিল্প প্রতিষ্ঠান

রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন: নিজ হস্ত দ্বারা উপার্জিত খাদ্য অপেক্ষা উত্তম খাদ্য কেহ কখনও ভক্ষণ করে নাই। আদি মানব হযরত আদম (আঃ) কৃষিজাত ও বস্ত্রবয়ন করিতেন, হযরত নূহ্ (আঃ) সূত্রধরের কাজ করিতেন, হযরত ইদ্‌রিস (আঃ) দরজী ছিলেন, হযরত দাউদ (আঃ) কর্মকাব ছিলেন, হযবত হূদ (আঃ) ও হযবত সালেহ্ (আঃ) ব্যবসাযী ছিলেন, হযরত সোলাযমান (আঃ) চাটাই ও থলি প্রস্তুত করিতেন। নিজ হাতে প্রস্তুত দ্রব্য সর্বোত্তম দ্রব্য। ইহাতে মনেব শান্তি ও শক্তি লাভ হয এবং সত্য কথা প্রকাশের সাহস সঞ্চাব হয়।

শোক-তাপ

মৃত ব্যক্তির জন্য শোক-দুঃখ করা স্বাভাবিক। উচচ শব্দ না করিয়া নীরবে অশ্রুপাত করা বিধান সম্মত। কিন্তু হাত পা পিটাইয়া, কাপড় ছিঁড়িয়া, শরীরে আঁচড় কাটিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করার বিধান নাই। স্বামী মারা গেলে বিধবা নারীর জন্য ৪ মাস ১০ দিন যাবৎ শোক প্রকাশ করা অবশ্য কর্তব্য।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে মৃত ব্যক্তির জন্য নিজের মুখমণ্ডলে আঘাত করে, কাপড় ছিঁড়িয়া ফেলে এবং বর্বর যুগের কথা আওড়াইয়া বিলাপ করে, সে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত নহে।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মসউদ। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কোন নারী শোক-প্রকাশকারিণীকে এবং তাহার শোক প্রকাশের শ্রোতাকে অভিশাপ করিয়াছেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু সঈদ খুদ্‌রী। —আবু দাউদ

৩। সায়াদ বিন্ ওবাদার পীড়ার কথা শুনিলে, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত আবদুর রহমান বিন্ আউফ, সায়াদ বিন্ আবি ওয়াক্কাস এবং আবদুল্লাহ্ বিন্ মসউদকে লইয়া আসিলেন। নিকটে আসিয়া তাহাকে অচেতন দেখিয়া বলিলেন: সবেমাত্র তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহারা বলিল: হে আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ! তাহা নহে। তাহা নহে। তখন রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কাঁদিলেন এবং তাহা দেখিয়া সকলে কাঁদিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন: তোমরা কি শুন না যে, চোখের পানি বা হৃদয়ের দুঃখের জন্য আল্লাহ্ (রসনার দিকে ইঙ্গিত করিয়া) অনুগ্রহ করেন? মৃত-ব্যক্তি তাহার পরিজনবর্গের জন্যই শাস্তি ভোগ করিবে।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর। —বোখারী, মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আল্লাহ্ বলেন, আমার বিশ্বাসী দাসের জন্য স্বর্গ ব্যতীত আমার নিকট কোনই পুরস্কার নাই। যখন আমি পৃথিবীর অধিবাসী হইতে তাহার কোন প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যু দান করি এবং তারপর সে ইহার পুরস্কারের প্রতীক্ষায় থাকে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যাহার কোন (প্রিয়) ব্যক্তি মারা যায়, তাহাকে যে লোক সান্ত্বনা দেয়, সেও তাহার ন্যায় পুণ্য অর্জন করিবে।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মসউদ। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তির দুইটি ছোট শিশু মারা যায়, তাহাদের সহিত আল্লাহ্ তাহাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাইবেন। হযরত আয়েশা জিজ্ঞাসা করিলেনঃ আপনাব উম্মতের মধ্যে যদি কাহারও একটি ছোট শিশু মারা যায়? তিনি বলিলেনঃ প্রিয়ে। তাহার একটি ছোট শিশুর মৃত্যু হইলেও। তিনি (আয়েশা) জিজ্ঞাসা করিলেনঃ আপনার উম্মতের মধ্যে যদি কাহারও ছোট শিশু না থাকে? তিনি বলিলেনঃ তাহা হইলে আমি আমার উম্মতের জন্য অগ্রবর্তী হইব। অর্থাৎ, তাহারা আমার ন্যায় কষ্ট ভোগ করিবে না।

বর্ণনায়ঃ হযবত ইবনে আব্বাস। —তিবমিজী

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ উচ্চৈঃস্বরে যাহার জন্য বিলাপ করা হয়, বিচার দিবসে তাহার দ্বারা তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে।

বর্ণনায়ঃ হযবত মুগীবাহ্ বিন্ শোবাহ্। —বোখাবী, মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ কাহারও শিশুর মৃত্যু হইলে মহান আল্লাহ্ তাঁহার ফিরেশ্‌তাগণকে ডাকিয়া বলেনঃ (তোমরা) কি আমার দাসের শিশুর প্রাণ হরণ কবিয়াছ? তাহারা বলেঃ হাঁ। তখন তিনি বলেনঃ তোমরা তাহার প্রাণের ফল হরণ করিয়াছ? তাহাবা বলেঃ হাঁ। তখন তিনি বলেনঃ আমার দাস কি বলিয়াছে? তাহারা বলেঃ সে তোমার গুণ-কীর্তন করিয়াছে এবং 'এস্তেরজা' (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) উচ্চারণ করিয়াছে। আল্লাহ্ তখন বলেনঃ বেহেশ্‌তের মধ্যে আমার দাসের জন্য একখানা ঘর নির্মাণ কর এবং তাহার নাম রাখ "প্রশংসাগার"।

বর্ণনায়ঃ হযবত আবু মূসা। —তিরমিজী

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ মুমূর্ষু ব্যক্তির শোক প্রকাশকারীগণ দাঁড়াইয়া যদি এই বলিয়া বিলাপ করে, "হে প্রভু! হে শক্তিশালী অথবা এইরূপ শব্দ।" তাহা হইলে আল্লাহ্ তাহার জন্য দুইজন ফিরেশ্‌তা নিয়োগ

করেন। তাহারা তাহাকে (মুমূর্ষুকে) ঘুষি দিতে থাকে এবং জিজ্ঞাসা করিতে থাকে, "তুমি কি এইরূপ ছিলে?"

বর্ণনায়: হযরত আবু মুসা। —তিরমিজী

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে নারী আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাসী, তাহার পক্ষে মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের অধিক শোক করা বৈধ নহে। কেবল স্বামীর জন্যই ৪ মাস ১০ দিন শোক করিতে হয়।

বর্ণনায়: হযরত উম্মে হাবিবাহ্। —বোখারী, মোসলেম

১১। আবু সালামার মৃত্যুর পরে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমার কাছে আসিলেন। আমি তখন শুধু মলম ব্যবহার করিয়াছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: হে উম্মে সালামাহ্। ইহা কি? আমি বলিলাম: ইহা গন্ধবিহীন মলম। তিনি বলিলেন: নিশ্চয়ই ইহাতে তোমাকে অল্প বয়স্ক বলিয়া অনুমিত হয়। সুতরাং ইহা দিনের বেলায় ব্যবহার না করিয়া রাত্রে ব্যবহার করিও। মেহ্দী বা সুগন্ধি তৈল দ্বারা কেশ বিন্যাস করিও না, কেন-না ইহা খেজাব। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: হে আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ। তবে কিসের দ্বারা আমি কেশ বিন্যাস করিব? তিনি বলিলেন: খেজুর পাতা দ্বারা তোমার মস্তককে আবৃত করিবে।

বর্ণনায়: হযরত উম্মে সালামাহ্। —আবু দাউদ

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি তাহার তিনটি নাবালক শিশুকে অগ্রে প্রেরণ করে, তাহারা তাহার জন্য নরকের প্রতিবন্ধক হইবে। আবুজর বলিয়াছেন: আমি দুইটি (শিশু) অগ্রে প্রেরণ করিয়াছি। তিনি বলিলেন: দুইজনই যথেষ্ট। প্রধান কুরআন পাঠকারী মুনজিরের পিতা উবাই বিন্ কায়াব বলিয়াছেন: আমি একটি (শিশু) অগ্রে প্রেরণ করিয়াছি। তিনি বলিলেন: একজনও যথেষ্ট।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মসউদ। —তিরমিজী

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে সে নীলবর্ণের পোশাক বা রঙ-বেরঙের পোশাক অথবা অলংকার পরিধান

করিতে পারিবে না। সে চুলে খেজাব দিবে না এবং সুরমা ব্যবহার করিবে না।

বর্ণনায় : হযরত উম্মে সালামাহ্। —আবু দাউদ, নেসায়ী

১৪। রসূল-তনয়া যয়নবের মৃত্যু হইলে স্ত্রীলোকেরা কাঁদিতে আরম্ভ করিল। হযরত উমর তাহার বেত্র দ্বারা তাহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) হাত দ্বারা তাহাকে বিরত করিয়া বলিলেন : থাম, হে উমর। থাম। তিনি বলিলেন : যখন ইহা হৃদয় হইতে এবং চক্ষু হইতে নির্গত হয়, তখন ইহা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রহমত হইতে আসে; এবং যাহা হাত এবং জিহ্বা হইতে আসে, তাহা শয়তানের পক্ষ হইতে আসে।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস। —আহমদ

শোকরের সিজদাহ্

কোন সুসংবাদ শুনিলে বা কোন অনিষ্ট এড়াইবার জন্য শোকরের (কৃতজ্ঞতার) সিজ্দাহ্ করিবার প্রচলন আছে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেকের মতে ইহা মকরূহ্ (অপছন্দনীয়)। তবে ইমাম শাফেয়ী ইহাকে সুন্নত বলিয়াছেন। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীদের জীবনে এরূপ সিজ্দাহ্র উল্লেখ আছে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট যখনই কোন শুভ সংবাদ পৌঁছিত অথবা তিনি সন্তুষ্ট হইতেন, তখন তিনি আল্লাহ্র শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) প্রকাশে সিজ্দায় পতিত হইতেন।

বর্ণনায় : হযরত আবু বাক্রাহ্। —আবু দাউদ

২। (একদা) রসূলুল্লাহ্ (দঃ) জনৈক বেটেকায় লোক দেখিয়া সিজ্দায় পতিত হইলেন।

বর্ণনায় : হযরত আবু জাফর। —দার কুতনী

সগীরাহ্ গোনাহ্ (ছোট অপরাধ)

যে সকল অপরাধের শাস্তি কুরআনে উল্লেখ নাই, ঐ সকল অপরাধই ছোট অপরাধ। ইহাদের শাস্তি অবস্থাভেদে হইয়া থাকে। আইন পরিষদ বা বিচারকগণ শাস্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারেন। যেমন—জেল, জরিমানা, বেত্রাঘাত ইত্যাদি।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট অপরাধ ব্যতীত অন্য অপরাধের জন্য ১০ বেত্রাঘাতের অধিক শাস্তি দেওয়া যাইবে না।

বর্ণনায়: হযরত আবু বোরদাহ্। —বোখারী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যদি কোন লোক কাহাকেও 'হে ইহুদী' অথবা 'হে শয়তান' বলিয়া ডাকে, তাহাকে বিশটি বেত্রাঘাত দাও। যে বিবাহের জন্য নিষিদ্ধ কোন স্ত্রীলোকের সহিত সঙ্গম করে, তাহাকে হত্যা কর।

বর্ণনায়: হযরত আব্বাস। —তিরমিজী

সঙ্গ ও বন্ধুত্ব

রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: "মানব তাহার বন্ধুর ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত।" অসচ্চরিত্র, বেশ্যাসক্ত, মদ্যপায়ী, মূর্খ, ব্যভিচারী, সুদ ও ঘুষ খোরদের সঙ্গ পরিত্যাগ করাই সঙ্গত। কুরআন বলে: "আমার স্মরণ হইতে যে ফিরে, তাহার নিকট হইতে ফিরিয়া যাও।" ধার্মিক লোকের সহিত বন্ধুত্ব করাই উত্তম।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: সর্বোত্তম কার্য আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহ্‌র জন্য ঘৃণা করা।

বর্ণনায়: হযরত আবুজর। —আবু দাউদ

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যখন তোমরা তিন জন একত্রে থাক, লোকজনের সহিত তোমরা মিশিয়া না যাওয়া পর্যন্ত তৃতীয় জনকে ছাড়িয়া

দুইজনে গোপন পরামর্শ করিবে না, কেন-না ইহাতে তাহার মনে দুঃখ হইতে পাবে।

বর্ণনায়: হযবত আবদুল্লাহ্ বিন্ মসউদ। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে তোমাকে প্রতিবেশীরূপে গ্রহণ কবে, তাহার সহিত সদ্ভাব রক্ষা কব, তাহা হইলে তুমি (প্রকৃত) মুসলমান হইবে। যে তোমাব সহিত থাকে, তাহাব সহিত উত্তম সঙ্গ কবিও, তবেই তুমি (প্রকৃত) মুমিন হইবে।

বর্ণনায়: হযবত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্

৪। তিনি বলিযাছেন: মিতব্যয জীবিকাব অর্ধেক; লোকজনকে ভালবাসা জ্ঞানের অর্ধেক এবং উত্তম প্রশ্ন বিদ্যাব অর্ধেক।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বাইহাকী

সৎস্বভাব

সৎস্বভাব বলিতে যাবতীয সৎগুণের সমষ্টিকে বুঝায। সৎস্বভাব মানবেব সর্বোৎকৃষ্ট গুণ এবং জীবন সংগ্রামে একটি অব্যর্থ অস্ত্র। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এব জীবনেও সৎস্বভাব একটি মূল্যবান অস্ত্র ছিল। ইহা জন-সাধারণকে মন্ত্রবৎ মুগ্ধ করিত এবং অনেকেই ইসলাম গ্রহণ কবিত। কুরআন বলে: "যদি তুমি কর্কশ, ও নিষ্ঠুর হইতে, তাহারা নিশ্চয়ই তোমার নিকট হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত।" হযরত (দঃ) সৎস্বভাবের পূর্ণতা আনয়নের জন্যই প্রেরিত হইয়াছিলেন। সৎস্বভাব নবুয়তের অংশ বিশেষ। ব্যবহারকে ইসলাম ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছে: (ক) সদ্ব্যবহার, (খ) অসদ্ব্যবহারে ধৈর্য, (গ) অসদ্ব্যবহারের পরিবর্তে সদ্ব্যবহার, (ঘ) অসদ্ব্যবহারের পরিবর্তে অসদ্ব্যবহার, (ঙ) অসদ্ব্যবহার, (চ) সদ্ব্যবহারের পরিবর্তে সদ্ব্যবহার। অসদ্ব্যবহার ও সদ্ব্যবহারের বিনিময় অসদ্ব্যবহার অবৈধ। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: "যে মানবের প্রতি কৃতজ্ঞ নহে, সে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ নহে।" তিনি বলিয়াছেন: "যাহার স্বভাব মন্দ ও কর্কশ, সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে না।" অসদ্ব্যবহারের

পরিবর্তে অসদ্ব্যবহার বৈধ, কিন্তু তাহা ধার্মিক লোকদের জন্য অপ্রিয়। কুরআন বলে: "মন্দের প্রতিশোধ অনুরূপ মন্দ। চক্ষুর বদলে চক্ষু, কর্ণের বদলে কর্ণ এবং রক্তের বদলে রক্ত গ্রহণ করা বৈধ কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণ সদ্ব্যবহারের অন্তর্গত নহে।" প্রতিশোধ গ্রহণকারী সৎস্বভাবের পুণ্য লাভ করিবে না এবং উহার জন্য তাহার শাস্তিও হইবে না। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে তোমাদের মধ্যে স্বভাব-চরিত্রে সর্বোত্তম, আমার নিকট সে তোমাদেব মধ্যে অধিক প্রিয়।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমব। —বোখারী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমাদের যাহার স্বভাব-চবিত্র সুন্দর, সে তোমাদের মধ্যে উত্তম।

বর্ণনায়: হযবত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমব। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: সৎস্বভাবের পূর্ণতা আনয়নের জন্য আমি প্রেরিত হইয়াছি।

বর্ণনায়: হযবত মালেক। —মোযাত্তা মালেক

৪। আমি যখন আমার পদদ্বয় (ঘোড়ায় চড়িবার জন্য) রেকাবে রাখিলাম, তখন রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাকে সর্বশেষ উপদেশ দিয়াছিলেন: হে মোয়াজ! মানবের প্রতি উত্তম ব্যবহার করিবে।

বর্ণনায়: হযবত মোয়াজ। —মালেক

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যাহাব জন্য দোযখ হারাম (নিষিদ্ধ) তাহাব সম্বন্ধে আমি কি তোমাদিগকে জানাইব না?—প্রত্যেক বিনয়ী, বিনম্র, সহজলভ্য সরল লোক।

বর্ণনায়: হযবত আবদুল্লাহ্ বিন্ মসউদ। —আহমদ, তিরমিজী

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যেখানেই থাক, আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে।

মন্দ কার্য করার পর ভাল কার্য করিবে। ইহা মন্দকে মুছিয়া ফেলে। লোকদের সহিত সুন্দর ব্যবহার করিবে।

বর্ণনায় : হযরত আবুজর। —তিরমিজী

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি সারা রাত্রি নামায পড়ে, এবং সমস্ত দিন রোযা রাখে, সুন্দর স্বভাব-চরিত্র বিশিষ্ট বিশ্বাসী তাহার সমান পদমর্যদা লাভ করিবে।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —আবু দাউদ

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: বিচারের দিন সর্বাপেক্ষা যে ভারী জিনিস মুমিনের পাল্লায় দেওয়া হইবে, তাহা সুন্দর স্বভাব। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অশ্লীল ও অমিতব্যয়ীকে ঘৃণা করেন।

বর্ণনায় : হযরত আবু দারদায়া। —তিরমিজী

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যাহার স্বভাব মন্দ ও কর্কশ, সে বেহেশ্তে যাইবে না।

বর্ণনায় : হযরত হারেসা বিন্ ওহাব। —আবু দাউদ

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: মানবের কোন্ কোন্ গুণ তাহাকে অধিক মাত্রায় বেহেশ্তের দিকে চালনা করিবে, তাহা কি তোমরা অবগত আছ?—আল্লাহ্-ভীতি এবং সৎস্বভাব। কোন্ কোন্ দোষ মানবকে দোযখের দিকে অধিক মাত্রায় চালনা করিবে, তাহা কি তোমরা অবগত আছ? দুইটি জিনিস—মুখ এবং লজ্জাস্থান।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: সুন্দর ব্যবহার, (চিন্তা করিয়া) বিলম্বে কার্য করা এবং মিতাচারিতা নবুয়তীর ২৪ ভাগের এক ভাগ (সমান)।

বর্ণনায় : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ সারজাস। —তিরমিজী

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: সত্যপথ প্রদর্শন, সুন্দর ব্যবহার এবং মিতাচারিতা নবুয়তীর ২৫ ভাগের এক ভাগ (সমান)।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —আবু দাউদ

সত্যবাদিতা ও মিথ্যা কথা

অন্ধকার ও আলোর একত্রে সমাবেশ হয় না। তেমনি সত্য ও মিথ্যার একত্রে সমাবেশ হয় না। সত্য আলো, মিথ্যা অন্ধকার। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: 'বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যাবাদিতা ব্যতীত মুমিনের অন্যান্য সর্বপ্রকার দোষ থাকিতে পারে।" রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যাহার হৃদয় পবিত্র এবং রসনা সত্যবাদী, সে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্‌র সহিত অংশী স্থাপন করা, পিতামাতার অবাধ্যতা এবং মিথ্যা কথা বড় পাপেরও বড় পাপ। তিনটি মিথ্যা বৈধ: যুদ্ধে মিথ্যা কথা, স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাহার সহিত মিথ্যা কথা এবং মানুষের মধ্যে শান্তি আনয়নের জন্য মিথ্যা কথা।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আমি কি তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর পাপের সংবাদ দিব না? সতর্ক হও। তাহা আল্লাহ্‌র সহিত অংশী স্থাপন করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা কথা বলা।

বর্ণনায়: হযরত আবু বাকারাহ্। — বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে মিথ্যাকথা এবং তদনুযায়ী কার্য পরিত্যাগ করে না, তাহার খাদ্য ও পানীয় পরিত্যাগ করার (রোযার) মধ্যে আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নাই।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি লোকের মধ্যে শান্তি স্থাপন করে, সৎকথা বলে এবং মঙ্গল প্রচার করে, সে বড় মিথ্যাবাদী নহে। অন্য বর্ণনায়: তিনটি মিথ্যা ব্যতীত অন্যান্য মিথ্যা কথা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বৈধ করিতে আমি শুনি নাই। যুদ্ধে মিথ্যা, শান্তি স্থাপনের জন্য মিথ্যা এবং স্ত্রীর সহিত কোন স্বামীর এবং স্বামীর সহিত কোন স্ত্রীর মিথ্যা কথা।

বর্ণনায়: হযরত উম্মে কুলসুম। —বোখারী, মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যাহা সন্দেহ উদ্রেক করে, তাহা বর্জন কর। যাহা সন্দেহ উদ্রেক করে না, তাহা গ্রহণ কর। কেন-না, সত্য সন্তোষ প্রদান করে এবং মিথ্যা সন্দেহ উদ্রেক করে।

বর্ণনায়: হযরত হাসান বিন্ আলী। —তিরমিজী, নেসায়ী

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: সত্য কথা বল, কেন-না সত্য কথা পবিত্রতার দিকে পরিচালনা করে এবং পবিত্রতা বেহেশ্‌তের দিকে পরিচালনা করে। কোন লোক সত্য কথা বলিতে বলিতে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহাকে সত্যবাদী বলিয়া আল্লাহ্‌র নিকট লিপিবদ্ধ করা হয়। মিথ্যা কথা পরিত্যাগ কর, কেন-না মিথ্যা পাপের দিক পরিচালনা করে এবং পাপ দোযখের দিকে পরিচালনা করে। কোন লোক মিথ্যা কথা বলিতে বলিতে মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া আল্লাহ্‌র নিকট লিপিবদ্ধ করা হয়। অন্য বর্ণনায়: সত্য পবিত্রতা এবং পবিত্রতাই বেহেশ্‌তের পথ-প্রদর্শক. মিথ্যা অপবিত্রতা এবং অপবিত্রতাই দোযখের পথ-প্রদর্শক।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মসউদ। —বোখারী, মোসলেম

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য

পুত্র-কন্যাদের প্রতি পিতা-মাতার ভীষণ দায়িত্ব রহিয়াছে। পিতা-মাতা উহা পালন না করিলে তাহাদের কবীরাহ্ গোনাহ্ (বড় পাপ) হইবে। প্রত্যেক পিতা-মাতা সন্তানদের প্রতি তাহাদের কর্তব্য-পালন করিলেই ভবিষ্যৎ সমাজ গড়িয়া উঠিবে এবং মুসলমানদের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) পুত্র ও কন্যাদের প্রতি সমপর্যায় উত্তম ব্যবহার করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। পুত্রের প্রতি ও কন্যার প্রতি সমান স্নেহ প্রদর্শন না করিলে আল্লাহ্ তাহাকে বেহেশ্‌তে স্থান দিবেন না। সন্তানদের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য: (ক) সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই সন্তানের উভয় কর্ণে আযানের শব্দ শুনাইবে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) হযরত হাসানের কর্ণে আযান দিয়াছিলেন। (খ) সন্তানের জন্মের সপ্তম দিবসে আকিকাহ্‌র উৎসব ও সন্তানের উত্তম নাম রাখিবে।

নাম সম্বন্ধে কুরআন বলে: "ঈমান লাভের পর নিকৃষ্ট নাম রাখা খারাপ নীতি।" (গ) সন্তানের বয়স পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইলে ধর্ম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া পিতা-মাতার প্রতি অবশ্য কর্তব্য (ফরয)। পিতা-মাতার নিকট হইতে সন্তান যাহা লাভ করে, তন্মধ্যে আদব-কায়দা সর্বাপেক্ষা উত্তম। তাহাদের শিক্ষার জন্য ব্যয়, গরীবকে দান করা হইতেও উত্তম ও অধিক পুণ্যের কার্য। তাহাদিগকে রীতিনীত, আদব-কায়দা, সদ্ব্যবহার ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হইবে। (ঘ) সন্তানের সাত বৎসর বয়সে নামায পড়িতে বলিবে এবং দশ বৎসর বয়সে নামাযের জন্য প্রয়োজনে বেত্রাঘাত করিবে এবং বিছানা পৃথক করিবে। (ঙ) সন্তান পূর্ণ বয়স্ক হইলে তাহাকে বিবাহ করাইবে। অন্যথায় সে ব্যভিচার করিলে তাহা পিতা-মাতার উপর বর্তিবে। (চ) পিতার উপর সন্তানের লালন-পালনের দায়ীত্ব এবং মাতা সন্তানকে ত্রিশ মাস পর্যন্ত স্তন্য পান করাইবে। সন্তানের সঙ্গতি থাকিলে পিতা লালন-পালনে বাধ্য নহে। (ছ) সন্তানকে অভিসম্পাত করা নিষিদ্ধ। সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দোয়া করা কর্তব্য। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তিনটি দোয়া নিঃসন্দেহে গৃহীত হয়: পিতার দোয়া, ভ্রমণকারীর দোয়া এবং অত্যাচারিতের দোয়া।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম: আবু সালামাহ্ ও আমার সন্তানগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিলে কি আমার পুণ্য হইবে? তিনি বলিলেন: তাহাদের জন্য ব্যয় কর, তাহাতে পুণ্য আছে।

বর্ণনায়: হযরত সালামাহ্। —বোখারী, মোসলেম

২। একজন মরুবাসী রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া বলিল: আপনি কি সন্তানদিগকে চুম্বন দেন? আমরা চুম্বন দেই না। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: আল্লাহ্ তোমার অন্তর হইতে স্নেহ কাড়িয়া লইয়া গেলে, (তাহা তোমাকে দান করার) আমার কি ক্ষমতা আছে?

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) হযরত আলীর পুত্র হাসানকে হারেসের পুত্র আকরায়ার সাক্ষাতে চুম্বন দিলে আকরায়া বলিল: আমার দশটি সন্তান আছে,

কিন্তু কাহাকেও আমি একবারও চুম্বন দেই নাই। তিনি তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন: যে দয়ালু নহে, সে দয়া পায় না।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী মোসলেম

৪। ব্যবহারে, পথ-প্রদর্শনে এবং স্বভাব-চরিত্রে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত তুলনায় ফাতেমার ন্যায় আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। ফাতিমা যখন তাঁহার নিকট যাইত তিনি উঠিয়া দাঁড়াইতেন এবং তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে চুম্বন দিতেন এবং তাঁহার মজ্‌লিসে বসাইতেন। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন তাহার নিকট যাইতেন, ফাতিমা উঠিয়া দাঁড়াইত। অতঃপর তাঁহার হাত ধরিয়া তাহাকে চুম্বন দিয়া মজ্‌লিসে বসাইত।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —আবু দাউদ

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আমি কি তোমাদিগকে উত্তম দানের পথ দেখাইব না? তোমার ঐ কন্যাকে ভরণপোষণ দেওয়া, যাহাকে তোমার নিকট ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তুমি ব্যতীত অন্য কেহই যাহার উপার্জনকারী নাই।

বর্ণনায়: হযরত সোরাকাহ্ বিন্ মালেক। —ইবনে মাযাহ্

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: কোন পিতা তাহার সন্তানকে এক সা'য়া (প্রায় তিন সের) পরিমাণ শস্য দান করার চাইতে তাহাকে আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়া উত্তম।

বর্ণনায়: হযরত আউফ। —তিরমিজী

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: এমন কোন পিতা নাই যে সদ্ব্যবহার ব্যতীত অন্য কোন উত্তম দান তাহার সন্তানের জন্য রাখিয়া যায়।

বর্ণনায়: হযরত আবু মুসা। —তিরমিজী

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি তাহার কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা

না হওয়া পর্যন্ত ভরণ-পোষণ করে, সে এবং আমি কিয়ামতের দিন এইরূপ থাকিব। তিনি তাঁহার অঙ্গুলীগুলি একত্র করিয়া দেখাইলেন।

বর্ণনায়: হযরত আব্বাস। —মোসলেম

সন্তান বলিয়া স্বীকার

বিবাহ বর্তমান থাকা অবস্থায় সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে এবং অন্য কোন প্রমাণ না থাকিলে, সেই সন্তান বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে। বিবাহ অন্তে গর্ভ আরম্ভ হইয়া ছয় মাস পরে সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে তাহা বৈধ বলিয়া ধরিতে হইবে, কিন্তু ছয় মাসের কম সময়ে হইলে তাহা জারজ সন্তান বলিয়া গণ্য হইবে। জারজ সন্তান জন্মদাতা ও প্রসবকারিণীর উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না। যে ব্যক্তি নিজ সন্তানকে সন্তান বলিয়া স্বীকার করে না অথবা যে সন্তান নিজ পিতাকে পিতা বলিয়া স্বীকার করে না, তাহার জন্য কঠিন শাস্তি রহিয়াছে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: পিতার নিকট হইতে ফিরিয়া যাইও না, পিতার নিকট হইতে যে ফিরিয়া যায়, সে ধর্মদ্রোহী।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি জানিয়া-শুনিয়াও নিজের পিতাকে ত্যাগ করিয়া অন্যকে পিতা বলিয়া স্বীকার করে, তাহার জন্য বেহেশ্ত অবৈধ।

বর্ণনায়: হযরত সায়াদ বিন্ আবু ওয়াক্কাস্। —বোখারী, মোসলেম

৩। একদা এক ব্যক্তি (চিৎকার করিয়া) বলিয়া উঠিল: হে আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ! অমুক লোকটি আমার সন্তান। মূর্খতার যুগে তাহার গর্ভ-ধারিণীর সহিত আমি অবৈধ সহবাস করিয়াছিলাম। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: ইসলামে কোন স্বীকারোক্তি নাই। মূর্খতার যুগের ব্যাপার গত হইয়াছে। সন্তান সাজার এবং ব্যভিচারীর জন্য মৃত্যুদণ্ড।

বর্ণনায়: হযরত আমীর বিন্ শোয়াইব। —আবু দাউদ

সন্তোষ

সন্তোষ অমূল্য ধন। যাহা ভাগ্যে আছে, তাহা হইবেই। সুতরাং সর্বক্ষেত্রে সন্তুষ্ট থাকাই মুমিনের কর্তব্য। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: "ধনের চেয়ে সন্তোষ উত্তম।" তিনি আরও বলিয়াছেন: "ভাগ্যে যাহা আছে তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকাই সৌভাগ্য।" মনের শান্তিই উন্নতির মূলমন্ত্র এবং মনের অশান্তিই অবনতির কারণ। দুনিয়াতে থাকিলে দুঃখ, কষ্ট, পীড়া, মৃত্যু, ধন-সম্পত্তি ক্ষয় ইত্যাদি হইবেই। অনর্থক মনে অসন্তোষ পোষণ করিলে দুঃখ-কষ্ট ও দুশ্চিন্তা ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: প্রচুর ধন-সম্পত্তির মধ্যে সুখ নাই, কিন্তু মনের সুখই (প্রকৃত) সুখ।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: "আল্লাহ্ বলিতেছেন, হে আদম সন্তান। আমার ইবাদতের জন্য অবসর অন্বেষণ কর, তাহা হইলেই আমি তোমার বক্ষকে সন্তোষ দ্বারা পরিপূর্ণ করিব এবং তোমার দারিদ্র বন্ধ করিব। যদি তাহা না কর, তোমার হস্তকে বহু-কার্য দ্বারা ব্যস্ত রাখিব এবং তোমার দরিদ্রতাকে বন্ধ করিব না।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —ইবনে মাযাহ্

সন্ন্যাস

ইসলামে সন্ন্যাস নাই। ইসলাম কর্মের ধর্ম, আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সকল কর্ম করিতে হইবে। সন্ন্যাসীর জীবনে কর্ম নাই। আল্লাহ্‌র স্মরণের মাধ্যমে কর্মের মধ্য দিয়া আত্মার উন্নতি সাধন এবং আত্মাকে দোযখের অগ্নি হইতে রক্ষা করাই ইস্‌লামের উদ্দেশ্য। বিশ্বাসের সহিত কর্ম করাই ধর্ম। কর্মহীন বিশ্বাস ইসলামে নাই। বিশ্বাস এবং কর্ম এই দুইয়ের সমন্বয়ই ইসলাম। বিশ্বাসহীন কর্মে যেমন পুণ্য নাই, কর্মহীন বিশ্বাসেও তেমনি পুণ্য নাই। কুরআন বলে: "যাহারা বিষয়-সম্পত্তি ও প্রাণত্যাগ পূর্বক আল্লাহ্‌র

পথে জেহাদ (যুদ্ধ) করে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ঐ সকল লোক হইতে অত্যধিক পদগৌরব দিয়াছেন যাহারা বসিয়া বসিয়া আল্লাহ্র ইবাদত করে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তির ইবাদত এবং সংসার বৈরাগ্যের কথা এবং অন্য ব্যক্তির ধর্ম-ভীরুতার কথা উল্লেখ করা হইলে, তিনি বলিলেন : অতিরিক্ত ধর্ম-ভীরুতা অবলম্বন করিও না।

বর্ণনায় : হযরত জাবের। —তিরমিজী

২। হালালকে হারাম করা (বৈধকে অবৈধ করা) এবং মাল অপচয় করার মধ্যে সংসার বৈরাগ্য নাই, বরং সংসার বৈরাগ্য হইতেছে, আল্লাহ্র হাতে যাহা আছে, তাহার চাইতে তোমার হাতে যাহা আছে, তাহাকে সুদৃঢ় না করা এবং কোন বিপদ তোমার উপর নিপতিত হইলে অতিরিক্ত পুণ্যের আশায় তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ার বাসনা করা।

বর্ণনায় : হযরত আবুজর। —তিরমিজী, ইব্নে মাযাহ্

সফর বা বিদেশ ভ্রমণ

কুরআন বলে : "বল, পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, এবং পাপীদের পরিণাম ফল অবলোকন কর।" সফর বা বিদেশ ভ্রমণের কতকগুলি নিয়ম-কানুন আছে। যথা—সফরের প্রথমে অধিকারীর অধিকার দান করিতে হইবে, এস্তেখারার নামায পড়িতে হইবে। অতঃপর পরিজনবর্গ ও বন্ধু-বান্ধবের নিকট শুভেচ্ছা প্রার্থনা করিবে, আল্লাহ্র নাম লইয়া বহির্গত হইবে এবং বৃহস্পতি-বার যাত্রা শুরু করিবে। ইহা ছাড়া আয়না, চিরুনী, কাঁচি, দাঁতন, সুরমা, বদনা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী যথাসম্ভব সঙ্গে লইবে। বিদেশ ভ্রমণ কালে ৪ রাকাত-বিশিষ্ট ফরয নামায খাট করিয়া দুই রাকাত পড়িবে এবং রোযা ভঙ্গ করিতে পারিবে। একই বাড়ীতে তিন দিনের বেশী অবস্থান করিবে না এবং বাড়ী পৌঁছিয়া মসজিদে দুই রাকাত শোকরানা (কৃতজ্ঞতার) নামায পড়া উত্তম।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাবুকের যুদ্ধের জন্য বৃহস্পতিবার বাহির হইয়া-ছিলেন। তিনি বৃহস্পতিবার বাহির হওয়া পছন্দ করিতেন।

বর্ণনায় : হযরত কা-আব্ ধিন্ মালেক। —বোখারী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন প্রবাস হইতে ফিরিতেন, তিনি প্রথমে পরিবারের বালক-বালিকাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন। (একবার) তিনি প্রবাস হইতে ফিরিলে সর্বপ্রথম আমি তাঁহার নিকট গেলাম। তিনি আমাকে তুলিয়া লইলেন। তার পর ফাতিমার এক সন্তানকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার পশ্চাতে বসাইলেন আমরা তিন জন তাঁহার উটে আরোহণ করিয়া মদীনায় পেঁৗছিলাম।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ জাফর। —মোসলেম

৩। একবার আমরা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত প্রবাসে ছিলাম। একটি লোক উটের পিঠে আরোহণ করিয়া আসিয়া ডাহিনে ও বামে তাকাইতে লাগিল। তখন রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: যাহার অতিরিক্ত ভারবাহী প্রাণী থাকে, সে যেন যাহার ভারবাহী প্রাণী নাই তাহাকে উহা দেয়। যাহার অতিরিক্ত খাদ্য থাকে, সে যেন যাহার খাদ্য নাই তাহাকে উহা দেয়। তিনি সকল প্রকার সম্পত্তির কথা উল্লেখ করিলেন, এমন কি আমরা মনে করিলাম যে, আমাদের কাহারও অতিরিক্ত দ্রব্যে তাহার নিজের অধিকার নাই।

বর্ণনায়: হযরত আবু সঈদ খুদ্রী। —মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যখন তোমরা কেহ অনেক দিন ধরিয়া (বাড়ীতে) অনুপস্থিত থাক, তবে সে যেন গভীর রাত্রে পরিবারবর্গের নিকট গমন না করে।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —বোখারী, মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: গভীর রাত্রে যখন প্রবেশ কর, তখন তোমার স্ত্রীর নিকট গমন করিও না, যতক্ষণ পর্যন্ত গুপ্ত কেশ বিদূরিত না করে এবং আলুথালু কেশরাশী বিন্যাস না করে।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —বোখারী, মোসলেম

৬। ভ্রমণকালে যাহাতে দুর্বলের সাহায্য করা যায়, তাহাদিগকে উটের পিঠে আরোহণ করানো যায় এবং তাহাদের শুভেচ্ছা কামনা করা যায়, তজ্জন্য রসূলুল্লাহ্ (দঃ) পশ্চাতে যাইতেন।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —আবু দাউদ

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: বিদেশ ভ্রমণকালে তিনজন (একসঙ্গে) থাকিলে একজনকে আমীর (নেতা) নির্বাচিত কর।

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: কোন লোক যখন বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করে, তখন সে তাহার স্ত্রীর নিকট সর্বাপেক্ষা যে উত্তম বস্তু উপস্থিত করে, তাহা হইল প্রথম রাত্রি।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —আবু দাউদ

৯। লোকজন যখন কোন জায়গায় অবতরণ করিত, তখন তাহারা মাঠে বা উপত্যকায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িত। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিতেন: এইরূপ তোমাদের মাঠে ও উপত্যকায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া নিশ্চয়ই শয়তানের কাজ। ইহার পর তাহারা যেখানেই অবস্থান করিয়াছে কয়েকজন করিয়া লোক একসঙ্গে অবস্থান করিয়াছে। এমন কি এক টুক্রা বস্ত্র তাহাদের জন্য বিস্তৃত করিলে, তাহাদের কষ্ট হইয়া পড়িত।

বর্ণনায়: হযরত আবু সায়লাবা। —আবু দাউদ

সফরের (প্রবাসের) নামায

কুরআন বলে: "পৃথিবীতে যখন তোমরা প্রবাসে থাক এবং ধর্মদ্রোহীগণ হইতে বিপদের আশংকা কর, তখন যদি তোমরা নামায সংক্ষেপ কর, তাহাতে তোমাদের কোন অপরাধ নাই, কেন-না নিশ্চয়ই ধর্মদ্রোহীগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" এই ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম শাফেয়ী বলেন: প্রবাসে নামায কসর (খাট) করিয়া পড়া বা না পড়া প্রবাসীর ইচ্ছাধীন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন: প্রবাসকালে নামায কসর (সংক্ষেপ) পড়া 'ওয়াজেব' (পড়িতেই হইবে)। সব নামাযেই কসর নাই। শুধু মাত্র যুহর, আসর এবং এশার নামাযে ৪ রাকাত স্থলে ২ রাকাত পড়িতে হইবে। সুন্নত মোয়াক্কাদাহ্ নামাযগুলি ত্যাগ করার বিধান নাই। যদি ইমাম নামায কসর (সংক্ষেপ) পড়েন, তাহা হইলে মোক্তাদীগণের মধ্যে যাহারা প্রবাসী নহে, তাহারা অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করিবে। যদি ইমাম প্রবাসী না হয়, কিন্তু মোক্তাদী প্রবাসী হয়, তবে মোক্তাদি ইমামের

সহিত পূর্ণ নামাযই পড়িবে। যানবাহনে নামাযের বেলায় নিয়তের (আরম্ভের) সময় কাবামুখী হইলেই চলিবে, তার পরে যানবাহনের ঘুরিবার সঙ্গে তাল মিলাইয়া ঘুরিতে হইবে না।

কতখানি দূরত্ব ভ্রমণ করিলে নামায সংক্ষেপ পড়া যাইবে, হাদীস পর্যালোচনা করিলে তাহার বিধিবদ্ধ কোন নিয়ম পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহা লইয়া ইমামদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ বলেন, এক দিনের পথ, কাহারও নিকট ৫০ মাইল; আবার কেহ বলেন, তিন 'মনজেল' (১২ঘণ্টা) সমান দূরত্বে গমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলে তবেই তাহাকে প্রবাসী বলিয়া গণ্য করা যাইবে।

ইমাম আবু হানিফার মতে কোন লোক বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইয়া এক স্থানে কমপক্ষে ১৫ দিন অবস্থান করিবার ইচ্ছা করিলে তাহাকে প্রবাসী বলিয়া ধরা যাইবে না, তখন তাহার পূর্ণ নামায পড়িতে হইবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ীর মতে মাত্র ৪ দিন অবস্থান করিবার ইচ্ছা করিলেই সে আর প্রবাসী থাকিবে না।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যুহরের নামায মদীনাতে ৪ রাকাত এবং জুল-হালিফাতে ২ রাকাত পড়িয়াছিলেন।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) একবার ভ্রমণে বাহির হইয়া ১৯ দিন পর্যন্ত বাহিরে ছিলেন। তিনি প্রত্যহই প্রত্যেক নামায দুই রাকাত করিয়া পড়িয়াছেন।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) প্রবাসে যাইয়া যখন নামায পড়িবার ইচ্ছা করিতেন, তখন তাঁহার উট লইয়া কাবার দিকে মুখ করিতেন, তারপর তকবীর বলিয়া উট যে দিকেই যাইত সেই দিকেই নামায পড়িতেন।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —আবু দাউদ

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন প্রবাসে থাকিতেন, তখন যুহ্‌র এবং আসরের নামায এক সঙ্গে পড়িতেন। অনুরূপভাবে মাগরিব এবং এশাও একসঙ্গে পড়িতেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী

৫। তাবুকের যুদ্ধে যখন সূর্য একটু ঢলিয়া পড়িয়াছিল. তখন রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যুহ্‌র এবং আসর এক সঙ্গে পড়িয়াছিলেন। সূর্য ঢলিয়া যাওয়ার পূর্বে যদি তিনি যাত্রা করিতেন, তিনি যুহরকে গৌণ করিয়া আসরের জন্য অবতরণ করিতেন। এই রকম মাগরিবের নামায যদি যাত্রা করার পূর্বে সূর্য অস্ত যাইত, তিনি মাগরিব এবং এশা একত্রে পড়িতেন। যদি তিনি সূর্যাস্তের পূর্বে যাত্রা করিতেন, তবে মাগরিবকে গৌণ করিয়া এশার সময় অবতরণ করিতেন। অতঃপর দুই নামায একসঙ্গে পড়িতেন।

বর্ণনায় ঃ হযরত মোয়াজ বিন্ জাবাল। —আবু দাউদ

৬। তোমাদের রসূলের জিহ্বার মারফত আল্লাহ্ নামায 'অবশ্য কর্তব্য' করিয়াছেন—বাসস্থানে চারি রাকাত, প্রবাসে দুই রাকাত এবং ভীত অবস্থায় এক রাকাত।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —মোসলেম

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) প্রবাসে দুই রাকাত নামাযের নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং তাহা পূর্ণরূপে সংক্ষেপ করেন নাই। প্রবাসকালীন বেতেরের নামায সুন্নত।

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —ইবনে মাযাহ্

সবর বা ধৈর্য

সবরের অর্থ—ধৈর্য বা সহিষ্ণুতা। ইহা তিক্ত ঔষধের ন্যায় বিরক্তিকর, কিন্তু মহা-উপকারী। ধৈর্য মানুষের একটি শ্রেষ্ঠ গুণ। পশুর ধৈর্য নাই। পশু নীচ প্রবৃত্তি ও উত্তেজনায় চলে। তদ্রূপ যে মানবের ধৈর্যগুণ নাই সে পশুর সমান। ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক। মহান আল্লাহ্ ধৈর্যশীল লোকের সঙ্গে আছেন। আল্লাহ্

বলেন: "ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।" "যাহারা বিনয়ী তাহারা ব্যতীত অন্যের পক্ষে ইহা বড়ই কষ্টকর।" "হে বিশ্বাসীগণ! ধৈর্যধারণ কর এবং ধৈর্যধারণে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা কর।"

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) একদিন বলিলেন: সকল উম্মতগণকে আমার নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল। কোন নবী একজন লোকসহ, কোন নবী দুইজন, কোন নবী বহুলোক এবং কোন নবী লোকশূন্য যাইতেছিলেন। অতঃপর দেখিলাম, অগণিত লোক আকাশ জুড়িয়া আছে। ইহারাই আমার উম্মত হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিলাম। আমাকে বলা হইল: "হযরত মুসা (আঃ)-সহ মুসার উম্মত।" অতঃপর আমাকে বলা হইল: দৃষ্টিপাত কর। দেখিলাম, আরও একদল লোক আকাশ জুড়িয়া আছে। আমাকে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করার জন্য বলা হইলে আমি তাকাইয়া দেখিলাম: আরও একদল লোক। আমাকে বলা হইল: ইহারা তোমার উম্মত। ইহাদের সামনে ৭০,০০০ লোক আছে যাহারা বিনা হিসাবে বেহেশ্তে যাইবে। তাহারা অশুভ লক্ষণ এবং মন্ত্রতন্ত্র মানিত না এবং উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা বিদগ্ধ করিয়া রোগমুক্তি চাহিত না। তাহারা তাহাদের প্রভুর উপর ভরসা করিত। হযরত ওক্কাশাহ্ বলিলেন: আল্লাহ্র নিকট দোয়া করুন যেন আমি তাহাদের অন্যতম হইতে পারি। তিনি বলিলেন: হে আল্লাহ্! তাহাকে তাহাদের অন্যতম কর। অন্য একজন অনুরূপ দোয়া চাহিলে তিনি বলিলেন: ওক্কাশাহ্ তোমার পূর্বেই তাহা নিয়া গিয়াছে।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আবদুল কায়েসের নেতাগণকে বলিলেন: তোমাদের দুইটি গুণ আল্লাহ্ ভালবাসেন: ধৈর্য এবং বিলম্ব।

বর্ণনায়: হযবত ইবনে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

৩। আমি একজন নবীকে দেখিয়াছি, তাঁহার সম্প্রদায় (তাঁহাকে) প্রহার এবং রক্তপাত করিয়াছিল। তিনি তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে রক্তধারা মুছিয়া মুছিয়া বলিতেন: হে আল্লাহ্! আমার কওমকে ক্ষমা কর, কেন-না উহারা অজ্ঞ।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে মসউদ। —বোখারী, মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: এমন কোন ধৈর্যশীল লোক নাই যাহার ক্ষমতা নাই এবং এমন কোন জ্ঞানী লোক নাই যাহার অভিজ্ঞতা নাই।

বর্ণনায়: হযরত আবু সাঈদ। —তিরমিজী

সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য

১। যখনই রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাঁহার কোন সঙ্গীকে কোন কাজে পাঠাইতেন তিনি বলিতেন: কষ্ট দিবে না, ঘৃণা করিবে না, সুসংবাদ দিবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু মুসা। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: বিশ্বস্ত মুসলিম ধনাগার-রক্ষক ঐ ব্যক্তি, যাহাকে যাহা দেওয়ার আদেশ করা হয়, সে তাহাকে তাহা পূর্ণভাবে সন্তুষ্টচিত্তে দেয়। যাহাকে যাহা দেওয়ার আদেশ করা হয়, দান প্রদানকারীর অন্যতম ব্যক্তি হিসাবে তাহাকে তাহা দেয়।

বর্ণনায়: হযরত আবু মুসা আশয়ারী। —বোখারী

৩। হযরত উমর (রাঃ) যখনই তাহার গবর্নরগণকে পাইতেন, তাহাদের নিকট হইতে তিনি এই চুক্তি লইতেন: "তুরস্কের (উত্তম) অশ্বে আরোহণ করিবে না, মিহি আটার রুটি ভক্ষণ করিবে না। সরু বস্ত্র পরিধান করিবে না এবং মানবের প্রয়োজনের সময় তোমাদের (দয়ার) দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিবে না। ইহার কোন একটি করিলে তোমাদের প্রতি শাস্তি বৈধ হইবে।" অতঃপর তাহাদের মধ্যে তিনি ইহা ঘোষণা করিয়া দিতেন।

বর্ণনায়: হযরত উমর। —বাইহাকী

৪। আবু মুসা ও মোয়াজকে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ইয়ামেনে পাঠাইবার সময় বলিয়াছেন: শান্তি দিবে, দুঃখ নয়; সুসংবাদ দিবে, দুঃসংবাদ নয়; রাত্রিতে একতাবদ্ধভাবে বাস করিবে, বিচ্ছিন্নভাবে নয়।

বর্ণনায়: হযরত আবু বোরদাহ্। —বোখারী, মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: (অন্যায়ভাবে) ট্যাক্স আদায়কারী অর্থাৎ জনগণ হইতে 'ওশর' (দশমাংশ) আদায়কারী বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে না।
বর্ণনায়: হযরত ওক্‌বাহ্ বিন্ আমের। —আবু দাউদ

সরকারী কর্মচারীদের বেতন

সরকারী কর্মচারীদিগকে বসবাস করিবার জন্য একখানা ঘর, একটি দাস ও একজন স্ত্রীর খরচ দেওয়া হইত। তদুপরি তাহাদিগকে জীবনধারণ উপযোগী খরচ দেওয়া হইত। উপরস্থ বা নিম্নস্থ কর্মচারী হিসাবে বেতনের তারতম্য ছিল না।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যাহাকে আমরা শাসনকার্যে নিযুক্ত করি, আমরা তাহার ভরণ-পোষণ করি। ইহার পর যদি সে কিছু গ্রহণ করে, তবে তাহা বিশ্বাস ভঙ্গ বলিয়া গণ্য হইবে।
বর্ণনায়: হযরত বোরাইদাহ্। —আবু দাউদ

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আমি তোমাদিগকে বেতন দিবও না এবং দিতে অস্বীকারও করিব না। আমি বণ্টনকারী মাত্র, যে ব্যক্তিকে যাহা দিতে আদেশ করা হইবে, আমি শুধু তাহাকে তাহা দিব।
বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৩। হযরত মুস্‌তাওরিদ রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছেন: যে ব্যক্তি আমাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইবে, সে যেন একজন স্ত্রী গ্রহণ করে। যদি তাহার দাস না থাকে, তবে সে যেন একজন দাস রাখে। যদি তাহার বাস করিবার গৃহ না থাকে, তবে সে যেন বাস করিবার একখানা গৃহ অর্জন করে। অন্য বর্ণনায়: ইহা ব্যতীত যে ব্যক্তি অন্য কিছু গ্রহণ করে, সে বিশ্বাসঘাতক।
বর্ণনায়: হযরত মুস্‌তাওরিদ বিন্ সাদ্দাদ। —আবু দাউদ

সাক্ষাতের অনুমতি

দেখা সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে কাহারও ঘরে প্রবেশ করিতে হইলে ইসলামী বিধান মতে অনুমতির প্রয়োজন রহিয়াছে। বিনানুমতিতে কাহারও ঘরে প্রবেশ, কুরআনের বহু জায়গায় নিষিদ্ধ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পার্থিব দিক দিয়া বিচার করিলেও দেখা যায় যে, অনুমতি ব্যতিরেকে কাহারও ঘরে প্রবেশ করা আদর্শ রুচির পরিপন্থী।

কুরআন বলে : "হে বিশ্বাসীগণ! অনুমতি না লইয়া তোমরা তোমাদের নিজ গৃহ ব্যতীত অন্য কোনও গৃহে প্রবেশ করিও না। যদি কাহাকেও গৃহে দেখিতে না পাও, তবুও অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত তাহাতে প্রবেশ করিও না। যদি তোমাদিগকে বলা হয় 'চলিয়া যাও', তবে চলিয়া যাইবে। ইহাই তোমাদের জন্য ন্যায়সঙ্গত। তবে হাঁ, যদি কোন গৃহে তোমাদের আসবাব-সামগ্রী থাকে, এবং তখন সেই গৃহে কেহ উপস্থিত না থাকে, তাহাতে প্রবেশ করায় অপরাধ নাই। যে গৃহে তোমাদের আসবাব-সামগ্রী থাকে, অথচ তাহাতে তোমরা বসবাস কর না, সেখানে তোমরা প্রবেশ করিতে পার।"

কুরআন অন্যত্র বলে : "হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদিগকে অধিকার করিয়াছে এবং যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত নয়, তাহাদিগকে তিন সময়ে সাক্ষাতের জন্য অনুমতি লইতে বল : (১) ফজরের নামাযের পূর্বে ; (২) গ্রীষ্মকালীন দ্বিপ্রহরে যখন পোশাক খুলিয়া রাখা হয় তখন এবং (৩) রাত্রে এশার নামায অন্তে। এই তিন সময় তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। ইহা ছাড়া অন্য কোন সময় তোমাদের বা তাহাদের নিকট গমনাগমনে দোষ নাই। তোমাদের সন্তানগণ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন ইতিপূর্বে তোমরা যেরূপ অনুমতি লইতে, তদ্রূপ তাহাদিগকে অনুমতি লইতে বল।"

১। (একদা) এক ব্যক্তি আসিয়া রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করিল : আমার মাতার নিকট গমন করিতে হইলেও কি অনুমতি চাহিব? তিনি বলিলেন : হাঁ। লোকটি বলিল : আমি তাহার সঙ্গে একই গৃহে বসবাস করি। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন : (তবুও) তাহার নিকট যাইতে অনুমতি

চাও। লোকটি বলিল: আমি তাহার সেবা করি। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: (তবুও) তাহার নিকট যাইতে অনুমতি চাও। তাহাকে কি তুমি উলঙ্গ দেখিতে আশা কর? লোকটি বলিল: না। তিনি বলিলেন: তবে অনুমতি চাও।

বর্ণনায়: হযরত আতায়া বিন ইয়াসার। —মালেক

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমাদের মধ্যে কাহাকেও যখন ডাকিয়া পাঠান হয় এবং প্রেরিত লোকের সহিত সে চলিয়া আসে, তখন ইহাই তাহার অনুমতি।

অন্য বর্ণনায়: রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: কোন লোককে ডাকিয়া পাঠানই তাহাকে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ, মেশ্কাত

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি সালাম (সম্ভাষণ) দ্বারা অভ্যর্থনা করে না, তাহাকে প্রবেশের অনুমতি দিও না।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —বায়হাকী

সালাম

মুসলমানদের পরস্পরে সাক্ষাৎ হইলে একজন অন্য জনকে বলিবে: "আস্সালামু আলাইকুম" (তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক)। ইহা বলা সুন্নত। কেহ ইহা বলিলে তদুত্তরে বলিবে: "অ-আলাইকুমুস্ সালাম" (তোমাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হউক)। ইহা বলা ওয়াজেব। সালাম মুসলমানের প্রাথমিক বন্ধন। ইহা সাম্য শিক্ষার অন্যতম নিদর্শন। সালাম আদান-প্রদানের নিয়ম হইল: ছোটরা সালাম দিবে বড়কে, আরোহী সালাম দিবে উপবিষ্টকে, মটর বা যানবাহনের আরোহী সালাম দিবে পথি-পার্শ্বস্থ ফকীরকে ইত্যাদি। কোন অমুসলিম কোন মুসলিমকে প্রথমে সালাম দ্বারা সম্ভাষণ করিলে তাহার উত্তরে বলিবে: 'হাদাকাল্লাহ্' (আল্লাহ্ তোমাকে পথ প্রদর্শন করুন)।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আরোহী পথিককে, পথিক উপবিষ্টকে এবং ছোট দল বড় দলকে (প্রথমে) সালাম দিবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। — বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যখন তোমাদিগকে কিতাবী লোক সালাম দেয়, তাহাদিগকে বল: তোমাদের প্রতিও।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: একজন বিশ্বাসীর পক্ষে অন্য বিশ্বাসীর প্রতি ছয়টি কর্তব্য আছে: (১) সে পীড়িত হইলে তাহাকে দেখিতে যাইবে; (২) তাহার মৃত্যু হইলে সে উপস্থিত থাকিবে; (৩) নিমন্ত্রণ করিলে তাহা গ্রহণ করিবে; (৪) সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে সালাম দ্বারা সম্ভাষণ করিবে, (৫) হাঁচি দিলে তাহার উত্তর দিবে এবং (৬) তাহার উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে তাহার মঙ্গল কামনা করিবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —নেসায়ী

৪। (একদা) রসূলুল্লাহ্ (দঃ) একদল বালকের নিকট দিয়া গমনকালে তাহাদিগকে সালাম দিয়াছিলেন।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি আমাদের ব্যতীত অন্যের অনুকরণ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নহে। ইহুদী ও খৃষ্টানদের অনুকরণ করিও না। ইহুদীগণের সম্ভাষণ অঙ্গুলীর সঙ্কেত দ্বারা এবং খৃষ্টানদের সম্ভাষণ হাততালীর সঙ্কেত দ্বারা।

বর্ণনায়: হযরত আনর। —তিরমিজী

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: প্রথমে যে ব্যক্তি সালাম দেয়, মানুষের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সে-ই উত্তম।

বর্ণনায়: হযরত আবু ওমামাহ্। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যখন তোমাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হয় তখন তোমাদের মধ্যে সালামের আদান-প্রদান হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি কোন বৃক্ষ, প্রাচীর বা প্রস্তর উভয়ের মধ্যে প্রতিবন্ধক থাকে তবুও সালাম দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোবায়রা। —আবু দাউদ

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যে প্রথমে সালাম দেয়, সে অহংকার মুক্ত।

বর্ণনায় : হযরত আবদুল্লাহ্। —বাইহাকী

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট একদা এক ব্যক্তি আসিয়া অভিযোগ করিল : আমার খেজুরের উদ্যানে অমুকের একটি বৃক্ষ আছে এবং সেই স্থানটি আমাকে কষ্ট দিতেছে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহার নিকট এই বলিয়া সংবাদ পাঠাইলেন : আমার নিকট তোমার খেজুর গাছটি বিক্রয় কর। সে বলিল : না। তিনি বলিলেন : ইহা আমাকে দান কর। সে বলিল : না। তিনি বলিলেন : স্বর্গের খেজুর গাছের পরিবর্তে ইহা আমার কাছে বিক্রয় কর। (তখনও) সে বলিল : না। তখন রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন : যে ব্যক্তি সালাম দিতে কার্পণ্য করে, তাহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও আমি তোমা হইতে অধিকতর কৃপণ দেখি নাই।

বর্ণনায় : হযরত জাবের। —আহমদ, বাইহাকী

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : খ্রীষ্টান এবং ইহুদীগণকে প্রথমেই সালাম জ্ঞাপন করিও না। পথে তাহাদের কাহারও সহিত যদি তোমাদের সাক্ষাৎ হয়, তবে তাহাকে এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিও।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোবায়রা। —মোসলেম

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) একদা এক সভার নিকট গিয়া তাহাদিগকে সালাম দিয়াছিলেন। (উক্ত জনসভায় মুসলিম, ধর্মদ্রোহী, পৌত্তলিক এবং ইহুদী ছিল)।

বর্ণনায় : হযরত ওসামাহ্ বিন্ যায়েদ। —বোখারী, মোসলেম

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : তোমরা যখন গৃহে প্রবেশ কর, তখন গৃহের অধিবাসীগণকে সালাম করিও। (আবার) যখন বাহির হইয়া আস, (তখনও) গৃহের অধিবাসীগণকে সালাম করিয়া গৃহ ত্যাগ করিও।

বর্ণনায় : হযরত কাতাদাহ্। —বাইহাকী

সিজ্‌দাহ্

কুরআন বলে : "আমি মানব ও জিন জাতিকে আমার উপাসনা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করি নাই।" উপাসনার শ্রেষ্ঠতম বহিঃপ্রকাশ সিজ্‌দাহ্। সাষ্টাঙ্গে সিজ্‌দাহ্ দিয়া আল্লাহ্‌র নিকট নত হওয়া নম্রতা ও বশ্যতা স্বীকারের রূপ। সিজ্‌দাহ্‌র দ্বারা আল্লাহ্ পরম আনন্দ লাভ করেন। সিজ্‌দাহ্ অস্বীকার করার কারণেই আযাযীল ফিরেশ্‌তা অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হইয়াছে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : সিজ্‌দায় সমতা রক্ষা করিবে এবং কুকুরের লম্বা হইয়া শয়ন করার ন্যায় তোমার বাহুদ্বয়কে বিস্তৃত করিও না।

বর্ণনায় : হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : আমাকে সাতটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর সিজ্‌দাহ্ করিতে বলা হইয়াছে। কপোল নাসিকা, উভয় হস্ত, উভয় হস্তের কব্‌জা; উভয় হাঁটু, পায়ের পাতার সম্মুখ ভাগ। কাপড় বা চুল একত্র করিতে বলা হয় নাই।

বর্ণনায় : হযরত ইব্‌নে আব্বাস। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাঁহার সিজ্‌দায় পাঠ করিতেন : হে আল্লাহ্! ছোট ও বড়, প্রথম ও শেষ, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য—আমার সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দাও।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন সিজ্‌দাহ্ দিতেন, তখন তাঁহার উভয় হাতের মধ্যে এতখানি ফাঁক থাকিত যে, তাঁহার বগলের শুভ্রতা দেখা যাইত।

বর্ণনায় : হযরত আবদুল্লাহ বিন মালেক। —বোখারী, মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন সিজ্দাহ্ করিতেন, তখন হস্তদ্বয়ের পূর্বে জানুদ্বয় রাখিতেন ; এবং যখন (সিজ্দাহ্ হইতে) উঠিতেন, তখন জানুদ্বয়ের পূর্বে হস্তদ্বয় উঠাইতেন।

বর্ণনায় : হযরত ওয়ায়েল বিন্ হোজর। —আবু দাউদ

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যখন কোন দাস সিজ্দায় থাকে, তখন সে আল্লাহ্র অতি নিকটবর্তী হয়। সুতরাং বেশী করিয়া প্রার্থনা কর।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : তোমাদের কেহ সিজ্দাহ্ করিবার সময় যেন উটের বসার ন্যায় না বসে এবং জানুদ্বয় রাখার পূর্বে যেন হস্তদ্বয় না রাখে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যে নর (নামাযের মধ্যে) রুকু এবং সিজ্দাহ্র ভিতরে তাহার কোমর সোজা না করে, তবে আল্লাহ্ তাহার নামাযের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না।

বর্ণনায় : হযরত তাল্‌কে বিন্ আলী। —আহমদ

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাঁহার দুই সিজ্দাহ্র মাঝে পড়িতেন : হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর, আমাকে পথ দেখাও, আমাকে মার্জনা কর এবং আমাকে জীবিকা দান কর।

বর্ণনায় : হযরত তাল্‌কে বিন্ আলী। —মেশ্‌কাত

সিজ্দায়ে সোহো

'সোহো' শব্দের অর্থ—ভুল করা। ভুলবশতঃ নামাযের কোন অঙ্গ যথাস্থানে সম্পাদন না করিলে অথবা আদৌ সম্পাদন না করিলে, তজ্জন্য (ক্ষতিপূরণ স্বরূপ) নামাযের শেষ বৈঠকের তাশাহ্হুদের পরে দুইটি সিজ্দাহ্ দেওয়ার বিধান রহিয়াছে, ইহাই সিজ্দায়ে সোহো।

১। একদা রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ভুলবশতঃ যুহরের নামায পাঁচ রাকাত পড়িলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল ; নামায বাড়ান হইয়াছে না-কি ? তিনি বলিলেন ঃ তাহা কেমন ? তাঁহারা বলিল ঃ নামায তো পাঁচ রাকাত পড়িয়াছেন! (ইহা শুনিয়া) সালাম ফিরাইয়া তিনি দুইটি সিজ্‌দাহ্ করিলেন। অন্য বর্ণনায় ঃ তিনি বলিলেন ঃ আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ, তোমাদের ন্যায় আমিও (কখন কখনো) ভুলিয়া যাই। সুতরাং আমি যখন ভুলিয়া যাই, তখন তোমরা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিও এবং যখন তোমাদের কাহারও নামাযের মধ্যে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন সে যেন সত্যে উপনীত হইতে চেষ্টা করে এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়া (নামায) পূর্ণ করে। তৎপর সালাম ফিরাইয়া দুইটি সিজ্‌দাহ্ করে।

বর্ণনায় ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মসউদ। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ ইমাম যখন প্রথম দুই রাকাতের পর না বসিয়া ভুলবশতঃ দাঁড়াইয়া যান, তখন সোজা হইয়া দাঁড়াইবার পূর্বে যদি তাহার স্মরণ পড়ে, তাহা হইলে সে যেন (তখনই) বসিয়া পড়ে। কিন্তু যদি সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া যান, তবে সে যেন না বসে, বরং ভুলের (ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ) দুইটি সিজ্‌দাহ্ করে।

বর্ণনায় ঃ হযরত মুগীরাহ্ বিন্ শো'বাহ্। —আবু দাউদ, ইব্‌নে মাজাহ্

সুগন্ধি ব্যবহার

রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট সুগন্ধি একটি প্রিয় বস্তু ছিল। এইজন্য এমনকি তিনি বলিয়াছেন ঃ একটি পয়সা জুটিলে তাহা দিয়া ক্ষুধার জন্য অন্ন খরিদ করিও এবং দুইটি পয়সা জুটিলে তাহার অর্ধেক দ্বারা ফুল খরিদ করিও। বস্তুতঃ সুগন্ধি ব্যবহারে মন প্রফুল্ল হয়, শরীরের দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়, সর্বোপরি জ্ঞান বৃদ্ধি হয়।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে আমি সর্বোত্তম আতরের দ্বারা সুবাসিত করিতাম, এমন কি তাহার মাথা ও দাড়ি হইতে আমি সুঘ্রাণ লাভ করিতাম।

বর্ণনায় ঃ হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: পুরুষের সুগন্ধির ঘ্রাণ প্রকাশ্য, কিন্তু রং গুপ্ত; নারীলোকের সুগন্ধির রং প্রকাশ্য, কিন্তু ঘ্রাণ গুপ্ত হওয়া উচিত।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী, নেসায়ী

৩। হযরত ইবনে উমর যখন সুগন্ধি ব্যবহার করিতেন, আতর ব্যতীত তিনি চন্দনের সুগন্ধিও ব্যবহার করিতেন। তিনি চন্দনের সহিত কর্পূর মিশ্রিত করিয়া লইতেন। তিনি বলিয়াছেন: রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এই ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করিতেন।

বর্ণনায়: হযরত নাফে। —মোসলেম

স্বাস্থ্য

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাসী তাহার সমুদয় ধন-সম্পত্তির মধ্যে স্বাস্থ্যই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পত্তি। তাই বলা হয়, স্বাস্থ্যই অমূল্য সম্পদ। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আল্লাহ্কে যে ভয় করে, তাহার জন্য তাহার অর্থ-সম্পদ অপেক্ষা স্বাস্থ্যই অধিক মূল্যবান। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) প্রায়ই স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করিতেন। একদা তিনজন লোক রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর উপাসনার পরিমাণ জানিবার জন্য আসিয়াছিল। তাহারা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর উপাসনার কথা শুনিয়া তাহা অল্পই মনে করিল, কেন-না তাহাদের মধ্যে কেহ রাত্রি-দিন ধরিয়া নামায পড়ে, কেহ সারা বৎসর ধরিয়া রোযা রাখে বা কেহ আদৌ স্ত্রী সংসর্গ করে না। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাদের কার্য পন্থার এই অতিরিক্ততাকে অপছন্দ করিয়া বলিলেন: রোযা রাখ ও ভঙ্গ কর; নামায পড় ও নিদ্রা যাও এবং বিবাহ কর। কেন-না তোমাদের প্রতি তোমাদের দেহের, তোমাদের নয়নযুগলের এবং তোমাদের প্রতিবেশীর হক (অধিকার) আছে। সুতরাং যাহা সাধ্যে কুলায় তাহা করিবে যাহা অসাধ্য তাহা ত্যাগ করিবে। কেন-না, আল্লাহ্ সাধ্যের অতীত কোন কষ্ট দেন না।

স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কতকগুলি নিয়ম-কানুন পালন করিতে হয়। ইসলামী বিধানের অধিকাংশ আদেশ-নিষেধই স্বাস্থ্যসম্মত ও বিজ্ঞানসম্মত। যেমন—

অযু, নামায, রোযা প্রভৃতির মধ্যে অশেষ ইহলৌকিক মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে। রোযা বা উপবাস ব্রতের উপর ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহা স্বাস্থ্যোন্নতির অন্যতম পদ্ধতি। আবার স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কুরআন পীড়িত ও পর্যটকদিগকে রোযা ভঙ্গের নির্দেশ দিয়াছে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: অধিকাংশ লোকই দুইটি নিয়ামত হইতে বঞ্চিত—(১) স্বাস্থ্য, (২) অবসর।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখারী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) প্রায়ই এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেন: হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট সচ্চরিত্র, ক্ষমা, স্বাস্থ্য, আমানত এবং অদৃষ্টের প্রতি সন্তুষ্টি প্রার্থনা করি।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —বাইহাকী

সুদ

সুদ খাওয়া একটি বড় পাপ। ইসলাম সুদকে সম্পূর্ণরূপে অবৈধ ঘোষণা করিয়াছে। কুরআন বলে: "হে বিশ্বাসী লোক সকল! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং যদি বিশ্বাসী হইয়া থাক তাহা হইলে সুদের যাহা বাকী আছে তাহা পরিত্যাগ কর। যদি তাহা না কর, তাহা হইলে আল্লাহ্ এবং তদীয় রসূলের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হও।" আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখা যায়, সুদের দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি পায় কিন্তু ফলতঃ সুদের দ্বারা সম্পদ হ্রাস পায়।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) সুদ প্রদানকারী, ইহার লেখক এবং ইহার সাক্ষীকে অভিশাপ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন: তাহারা সকলেই সমান।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: একই মাপের না হইলে স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করিও না। ইহার কিছুর জন্য কিছু বৃদ্ধি করিও না। একই মাপের না হইলে রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রয় করিও না। ইহার

কিছুর জন্য কিছু বৃদ্ধি করিও না। নগদ দ্রব্য বাকী দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয় করিও না। অন্য বর্ণনায়ঃ একই মাপের না হইলে স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রয় করিও না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু সঈদ খুদরী। —বোখারী, মোসলেম, মেশ্কাত

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, যবের বিনিময়ে যব, আটার বিনিময়ে আটা, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ—একই প্রকার দ্রব্যের বিনিময়ে একই প্রকার দ্রব্যের নগদ (আদান-প্রদান)। যদি কেহ বেশী দেয় বা বেশী গ্রহণ করে, তাহা হইলে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ই সুদ খাওয়ার সম্বন্ধে একই প্রকার।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু সঈদ খুদরী। —মোসলেম

৪। খয়বরের যুদ্ধে আমি ১২ দীনারের বিনিময়ে একছড়া হার খরিদ করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে স্বর্ণের সহিত অন্য ধাতু মিশ্রিত ছিল। আমি পৃথক করিয়া দেখিলাম তাহাতে ১২ দীনারের অধিক স্বর্ণ আছে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট এই কথা বলা হইলে তিনি বলিলেনঃ পৃথক না করিয়া ইহা বিক্রয় করা যাইবে না।

বর্ণনায়ঃ হযরত ফোজালাহ্ বিন্ ওবায়েদ। —মোসলেম

৫। হযরত বেলাল (একদা) রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট 'বার্নী' খেজুর লইয়া আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তুমি ইহা কোথায় পাইয়াছ? বেলাল বলিলঃ আমার নিকট পুরাতন খেজুর ছিল, তাহার এক সা'য়ার বিনিময়ে দুই সা'য়া বিক্রয় করিয়াছি। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেনঃ পরিতাপের বিষয়! ইহা প্রকৃত সুদ, ইহা করিও না। যখন ক্রয় করিতে ইচ্ছা কর, তখন অন্য প্রকার খেজুর খরিদ করিবার জন্য যে খেজুর বিক্রয় হয় তাহা ক্রয় কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু সায়ীদ। —বোখারী, মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: এমন একদিন আসিবে যখন সুদ হইতে কেহই মুক্ত থাকিতে পারিবে না। যদি ইহা কেহ না-ও খায় তবুও ইহার প্রভাব তাহাকে আক্রমণ করিবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) অপরিমিত তোবরা খেজুর পরিমিত খেজুরের বিনিময়ে খরিদ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আবদুল্লাহ্ বিন্ আমরকে একটি আরোহী দল সজ্জিত করিতে নির্দেশ দিলেন। অন্য উট না থাকায় তিনি যাকাতের জন্য চিহ্নিত উটগুলি সজ্জিত করিতে বলিলেন। তাই যাকাতের উট না আসা পর্যন্ত তিনি দুই উটের পরিবর্তে এক উট লইলেন।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —আবু দাউদ

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: সুদের ৭০টি ভাগ আছে। ইহার সর্বাপেক্ষা সহজতম ভাগ আপন মাকে বিবাহ করার ন্যায়।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —ইব্‌নে মাযাহ্

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বাকীতে একটি প্রাণীর বিনিময়ে অন্য প্রাণী ক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়: হযরত সামোরাহ্ বিন্ জুনদুব। —নেসায়ী

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: বাকীর কারবারে সুদ আছে। অন্য-বর্ণনায়: নগদ কারবারে সুদ নাই।

বর্ণনায়: হযরত ওসামাহ্ বিন্ যায়েদ। —বোখারী, মোসলেম

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: সুদ যদিও (সম্পদ) বৃদ্ধি করে, কিন্তু তাহার শেষ ফল হ্রাসের দিকে গমন করে।

বর্ণনায়: হযরত ইব্‌নে মসউদ। —ইব্‌নে মাযাহ্

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আমি শবে মে'রাজে এমন এক দলের নিকটে আসিলাম যাহাদের উদর ছিল গৃহের মত প্রকাণ্ড। তন্মধ্যে সর্প আছে এবং তাহা উদরের বাহির হইতে দৃষ্ট হয়। আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম: উহারা কাহারা? সে বলিল: উহারা সুদ খাইত।

বর্ণনায়: হযরত ইব্নে মস্উদ। —ইব্নে মাযাহ্

১৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: জানিয়া-শুনিয়া এক দেরহাম পরিমাণ সুদ খাওয়া, ৩৬ বার ব্যভিচার করা হইতেও অধিকতর পাপ।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্। —আহমদ

সুন্নত নামাযের ফজিলত

সুন্নত দুই প্রকার—(১) সুন্নত মোয়াক্কাদাহ্ এবং (২) সুন্নত গায়ের মোয়াক্কাদাহ্। সুন্নত গায়ের মোয়াক্কাদাহ্ নফল বা মুস্তাহাব নামেও পরিচিত। সুন্নত মোয়াক্কাদাহ্: রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যাহা নিজে করিয়াছেন এবং অপরকেও করিতে বলিয়াছেন। যেমন, নিম্নলিখিত ১২ রাকাত নামায সুন্নত মোয়াক্কাদাহ্—ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাকাত, যুহরের নামাযের পূর্বে ৪ রাকাত এবং পরে ২ রাকাত, মাগরিবের নামাযের পরে দুই রাকাত এবং এশার নামাযের পরে ২ রাকাত। সুন্নত গায়ের মোয়াক্কাদাহ্: রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যাহা মাঝে মাঝে পালন করিয়াছেন। যেমন, নিম্নলিখিত ৮ রাকাত নামায সুন্নত গায়ের মোয়াক্কাদাহ্—আসরের পূর্বে ৪ রাকাত, মাগরিবের সুন্নতের পরে ২ রাকাত এবং এশার সুন্নতের পরে ২ রাকাত।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি রাত্র-দিনে ১২ রাকাত নামায পড়ে তাহার জন্য স্বর্গে একটি আবাস হইবে। যুহ্রের পূর্বে ৪ রাকাত এবং পরে ২ রাকাত, মাগরিবের পরে ২ রাকাত, এশার পরে ২ রাকাত এবং ফজরের পূর্বে ২ রাকাত। মোসলেমের এক বর্ণনায় তিনি বলিয়াছেন: আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে মুসলমান প্রত্যহ ফরয নামায ব্যতীত ১২ রাকাত নামায পড়ে, তাহার জন্যই আল্লাহ্ স্বর্গে একটি অট্টালিকা নির্মাণ করিবেন।

বর্ণনায়: হযরত উম্মে হাবিবাহ্। —তিরমিজী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফজরের দুই রাকাত (সুন্নত) নামায ব্যতীত অন্যান্য নফল নামাযের বেলায় ততটা সতর্ক ছিলেন না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৩। জুম'আর নামাযের পর গৃহে না যাওয়া পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কোন নামায পড়িতেন না। গৃহে পৌছিয়া তিনি ২ রাকাত নামায পড়িতেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —বোখারী, মোসলেম

৪। এশার নামাযের পর ৪ রাকাত বা ৬ রাকাত নামায না পড়িয়া রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কখনও আমার নিকট আসিতেন না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —আবু দাউদ

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি যুহ্‌রের নামাযের পূর্বে ৪ রাকাত এবং পরে ৪ রাকাত নামায পড়ে, আল্লাহ্ তাহার জন্য নরক অবৈধ করিবেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত উম্মে হাবিবাহ্। —তিরমিজী

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ মাগরিবের নামাযের পরে যে ব্যক্তি ২০ রাকাত নামায পড়িবে, আল্লাহ্ তাহার জন্য বেহেশ্‌তে একটি অট্টালিকা নির্মাণ করিবেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশা। —তিরমিজী

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ তোমরা যদি কেহ জুম'আর নামায পড়িতে চাও, তবে যেন ৪ রাকাত (সুন্নত) নামায পড়।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযান্তে কোন মন্দ কথা না বলিয়া ৬ রাকাত নামায পড়ে, তাহাকে ১২ বৎসরের উপাসনার পুণ্যের তুল্য পুণ্য দেওয়া হইবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৯। মাগরিবের নামাযান্তে দুই রাকাত নামাযে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কুরআন পড়িতেন যে, মস্‌জিদের অধিবাসীগণ তখন চলিয়া যাইত।

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস। —আবু দাউদ

সুশাসনের পুরস্কার

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : ন্যায়পরায়ণ সম্রাট পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র ছায়া। যে রাজা প্রজার প্রতি দয়ালু, আল্লাহ্ তাহার প্রতি দয়ালু। মিথ্যাবাদী সম্রাটের সহিত আল্লাহ্ পুনরুত্থান দিবসে কথা বলিবেন না।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : বিচার দিবসে আল্লাহ্ তিন ব্যক্তির সহিত কথা বলিবেন না এবং তাহাদিগকে পবিত্রও করিবেন না : (১) বৃদ্ধ ব্যভিচারী ; (২) মিথ্যাবাদী সম্রাট এবং (৩) অহংকারী ভিক্ষুক। (অন্য-বর্ণনায় : তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না এবং তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি রহিয়াছে)।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : সুবিচারক নেতা আল্লাহ্‌র নিকট পুনরুত্থান দিবসে সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী হইবে। পুনরুত্থান দিবসে সর্বাপেক্ষা অপ্রিয় এবং সর্বাপেক্ষা শাস্তিপ্রাপ্ত (অন্য-বর্ণনায় : সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী) হইবে—অত্যাচারী নেতা।

বর্ণনায় : হযরত আবু সায়ীদ। —তিরমিজী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : সুবিচারক এবং দয়ালু সম্রাট বিচার দিবসে আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদমর্যাদা সম্পন্ন হইবে।

বর্ণনায় : হযরত উমর। —বাইহাকী

স্ত্রী-সঙ্গম

কুরআন বলে: "তোমাদের রমণীগণ তোমাদের ক্ষেত্র স্বরূপ; সুতরাং যেভাবেই ইচ্ছা কর, সেইভাবেই তোমাদের ক্ষেত্রে গমন কর।" মহান আল্লাহ্ কর্তৃক এতখানি সুযোগ দেওয়ার পরেও স্ত্রী সঙ্গমের কতকগুলি রীতি-নীতি আছে, তাহা পালন করা উচিত। স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া সঙ্গম করা অবৈধ। ইহাতে উভয়েরই কঠিন রোগ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত সময়ে সঙ্গম অবৈধ—(ক) সন্তান জন্মের পর হইতে ৪০ দিন পর্যন্ত, (খ) ঋতুর সময় ও (গ) রোযা থাকা অবস্থায়।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর পিছন দিকে (মলদ্বারে) সঙ্গম করে, সে অভিশপ্ত।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: নারী শয়তানের আকৃতি ধরিয়া নিকটে আসে এবং শয়তানের আকৃতিতে ফিরিয়া যায়। যখন তোমরা কেহ তাহাকে দেখিয়া সুখানুভব কর এবং তোমার অন্তরে সে পতিত হয়, সে যেন তাহার স্ত্রীর দিকে মন আকৃষ্ট করিয়া লয় এবং তাহার সহিত সঙ্গম করে, কেন-না তাহার অন্তরে যাহা আছে তাহা সঙ্গম দ্বারা বিদূরিত হইবে।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —বোখারী

৩। (একবার) রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কিবান স্ত্রীলোককে দেখিয়া প্রীতি বোধ করিলেন, তখন তিনি সওদার নিকট গমন করিলেন। সওদা তখন কতকগুলি স্ত্রীলোকের নিকটে বসিয়া সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত করিতেছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাকে একটি নির্জন স্থানে (ডাকিয়া) নিয়া তাহার প্রয়োজন মিটাইলেন। তারপর তিনি বলিলেন: কোন নারীকে দেখিয়া যে ব্যক্তি প্রীতি বোধ করে, সে যেন তাহার স্ত্রীর নিকট গমন করে, কেন-না স্ত্রীর সহিত যাহা আছে, তাহার সহিতও তাহা আছে।

বর্ণনায়: হযরত ইব্নে মসউদ। —দারেমী

৪। একবার এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর নিকট হইতে পৃথক থাকিবার শপথ গ্রহণ করিল। অতঃপর (শপথের) প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া তাহার সহিত সঙ্গম করিল। সে ইহা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া বর্ণনা করিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: কিসের দ্বারা তোমার তাহা (শপথ) পরিবর্তিত হইয়াছে? সে বলিল: হে আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ! আমি পূর্ণিমার রাত্রে তাহার দুই উরুর (অতুল) সৌন্দর্য দেখিয়া লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই। (ইহা শুনিয়া) রসূলুল্লাহ্ (দঃ) হাসিলেন এবং বলিলেন: প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া তাহার নিকট গমন করিও না।

বর্ণনায়: হযরত ইব্‌নে আব্বাস। —ইব্‌নে মাযাহ্, তিরমিজী

স্ত্রীলোক বা পুরুষ সাজা

স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষ এবং পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোকের বেশ-ভূষার দ্বারা সজ্জিত হওয়া অবৈধ। ইসলামী বিধান মতে স্ত্রী পুরুষ প্রত্যেক শ্রেণীর নিজ নিজ সাজ-সজ্জার বহির্গত হইতে হইবে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে সকল পুরুষ নারীর বেশ ধারণ করে এবং যে সকল নারী পুরুষের বেশ ধারণ করে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে অভিশাপ দেন।

বর্ণনায়: হযরত ইব্‌নে আব্বাস। —বোখারী

২। একদা স্ত্রীলোকের পোশাক পরিহিত এবং হস্তপদ মেহ্‌দি দ্বারা রঞ্জিত এক পুরুষ ব্যক্তিকে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে তিনি বলিলেন: এই লোকটির কি হইয়াছে? তাহারা বলিল: সে নারীর বেশ ধারণ করে। তখন তাহাকে 'নকী' নামক স্থানে নির্বাসন দেওয়ার আদেশ করা হইল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করা হইল: আমরা কি তাহাকে হত্যা করিব না? তিনি বলিলেন: যাহারা নামায পড়ে তাহাদিগকে হত্যা করা আমার প্রতি নিষেধ।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মেশ্‌কাত

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: কৃত্রিম কেশ যে ব্যক্তি ধারণ করে এবং যে ব্যক্তি ধারণ করায়; হস্তে যে ব্যক্তি চিহ্ন দেয় এবং যে ব্যক্তি চিহ্ন দেওয়ায়, আল্লাহ্ তাহাদিগকে অভিশাপ দিয়াছেন।

বর্ণনায়: হযরত ইব্‌নে উমর। —বোখারী, মোসলেম

৪। যে সকল নর, নারীর রূপ ধারণ করে এবং যে সকল নারী, নরের রূপ ধারণ করে, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাদিগকে অভিশাপ্র করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন: তোমাদের গৃহ হইতে তাহাদিগকে বহিষ্কার করিয়া দাও।

বর্ণনায়: হযরত ইব্‌নে আব্বাস। —বোখারী

৫। আমার হাতে একবার আমি ক্ষত লইয়া পরিবারবর্গের নিকট আসিয়াছিলাম। তাহারা আমাকে জাফরান দ্বারা বঞ্চিত করিল। পরদিন সকালে আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট গিয়া সালাম করিলাম, কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন না, বরং বলিলেন: যাও, এবং তোমার শরীর হইতে ইহা ধৌত করিয়া ফেল।

বর্ণনায়: হযরত আম্মার বিন্ ইয়াসের। — আবু দাউদ

স্বপ্ন

মানুষের জীবনের শেষ পরিণতি মৃত্যু। মৃত্যু চির-নিদ্রা। মৃত্যুর পরে কি ঘটিবে বা না-ঘটিবে তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায় স্বপ্নে। স্বপ্নে ব্যাঘ্র কর্তৃক আক্রান্ত হইলে বা সর্প দ্বারা দংশিত হইলে, তাহা কম পীড়াদায়ক নয়। পক্ষান্তরে সুন্দরী রমণীর সাহচর্য বা প্রেমালিঙ্গন স্বপ্নের মধ্যেও কম আনন্দের নয়। সুতরাং মৃত্যুর পরে কবরে বা পরকালে মানুষের সুখ বা দুঃখ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: উত্তম স্বপ্ন নবুয়তের ৪৬ ভাগের এক ভাগ।

বর্ণনায়: হযরত আনাস্। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমাদের কেহ যদি অপ্রীতিকর স্বপ্ন দেখে, সে যেন তিনবার বাম পার্শ্ব পরিবর্তন করে; তিন বার শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং যে পার্শ্বে শয়ন করা ছিল সেই পার্শ্ব যেন পরিবর্তন করে।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: সুসংবাদ ব্যতীত নবুয়তের আর কিছু অবশিষ্ট নাই। তাহারা প্রশ্ন করিল: সুসংবাদ কি? তিনি বলিলেন: উত্তম স্বপ্ন।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আমাকে যে স্বপ্নে দর্শন করে, সে সত্যই আমাকে দর্শন করে, কেন-না শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করিতে পারে না।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, খেজুর গাছ আছে এমন স্থানে আমি দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতেছি। আমি ভাবিলাম, ঐ স্থান 'ইমামাহ্' বা 'হাজার' হইবে, কিন্তু তাহা হইল মদীনা। আমি এই স্বপ্নে আরও দেখিলাম যে, আমি তরবারি নির্মাণ করিতেছি এবং তাহার মধ্যভাগ দিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। ওহুদের যুদ্ধে বিশ্বাসীগণ সেই কষ্ট ভোগ করিয়াছিল। অতঃপর আমি আর একখানা তরবারি নির্মাণ করিলাম কিন্তু ইহা খুবই উত্তম হইল। ইহাই ঐ বিজয় যাহা আল্লাহ্ দিয়াছেন এবং ইহা বিশ্বাসীদের ঐক্য।

বর্ণনায়: হযরত আবু মুসা। —বোখারী, মোসলেম

৬। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া বলিল: আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমার মাথা কাটা গিয়াছে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) হাসিয়া উঠিয়া

বলিলেন: তোমাদের কাহারও সহিত শয়তান যখন স্বপ্নে খেলা করে, সে যেন মানুষকে তাহা অবগত না করায়।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —মোসলেম

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: সর্বাধিক সত্য স্বপ্ন শেষ রাত্রের স্বপ্ন।

বর্ণনায়: হযরত আবু সায়ীদ। —মেশ্‌কাত

৮। ইব্‌নে খোজাইমার চাচা স্বপ্নে দেখিলেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর কপোল মণ্ডলে সিজ্‌দাহ্ করিতেছেন। তিনি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে এই কথা জানাইলে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) শুইয়া পড়িয়া বলিলেন: তোমার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত কর। তখন তিনি (ইব্‌নে খোজাইমার চাচা) তাঁহার কপোল মণ্ডলে সিজ্‌দাহ্ করিলেন।

বর্ণনায়: হযরত ইব্‌নে খোজাইমাহ্। —শরহী সুন্নত

স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি কর্তব্য

ইসলাম-পূর্ব যুগে কোন জাতি নারীকে দাসীরূপে ব্যবহার করিত, আবার কোন জাতি নারীকে দেবদেবীর আসনে বসাইয়া পূজা-অর্চনা করিত। নারীর প্রতি আচরণে ইসলাম ইহার মধ্য-পন্থা অবলম্বন করিয়াছে।

কুরআন বলে: "তাহারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরাও তাহাদের পোশাক; তাহাদের প্রতি তোমাদের যেরূপ অধিকার আছে, তোমাদের প্রতিও তাহাদের তদ্রূপ অধিকার আছে।" বস্তুতঃ দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি ভবিষ্যৎ সকল কিছু নির্ভর করে (স্বামী-স্ত্রীর), উভয়ের উপর। একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল না হইলে সেখানেই অনর্থের সৃষ্টি হয়। সুতরাং সাংসারিক জীবনকে সুখময় করিয়া গড়িয়া তোলার জন্য দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এবং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কতকগুলি কর্তব্য আছে।

স্বামীর কর্তব্য: স্ত্রীর সহিত উত্তম ব্যবহার করিবে, তাহাকে ঘৃণা করিবে না, স্বামীর ইচ্ছামত না চলিলে স্ত্রীর প্রতি কঠোর হইবে না, বিশেষ বিশেষ কারণে সামান্য প্রহার ব্যতীত স্ত্রীকে বেদম প্রহার করিবে না। বরং স্ত্রীর সহিত সময়

সময় নির্দোষ খেলা-ধূলা এবং আমোদ-প্রমোদ করিবে। স্ত্রীর গুপ্ত বিষয় গোপন রাখিবে। নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যয় ব্যতীত সন্তুষ্টির জন্য কিছু বৈধ ব্যয় করিবে, একাধিক স্ত্রী থাকিলে সকলের সহিত সমব্যবহার করিবে, স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করিবে। স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রীকে তাহার অংশ মত উত্তরাধিকারী বলিয়া গণ্য করিবে ইত্যাদি।

স্ত্রীর কর্তব্য : সন্তুষ্টচিত্তে স্বামীর সহিত বসবাস করিবে, স্বামী সঙ্গম করিবার জন্য স্ত্রীকে আহ্বান করিলে বিনা কারণে তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে না, স্বামীর গৃহের যাবতীয় আসবাব-সামগ্রী নিজের ভাবিয়া তাহার তত্ত্বাবধান করিবে, স্বামীর মান-সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে, প্রত্যেক ব্যাপারে সর্বদা স্বামীর মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করিবে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যখন কোন মুসলমান পুণ্য লাভের আশায় তাহার স্ত্রীর জন্য কিছু ব্যয় করে, ইহা তাহার পক্ষে একটি দানের তুল্য হয়।

বর্ণনায় : হযরত আবু মসউদ। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : তোমাদের ঐ ব্যক্তি উত্তম, যে তাহার স্ত্রীর সহিত উত্তম ব্যবহার করে। স্ত্রীর প্রতি ব্যবহারে তোমাদের মধ্যে আমি উত্তম। যখন তোমার সঙ্গীর মৃত্যু হয়, তাহাকে ত্যাগ কর।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —তিরমিজী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : কোন ব্যক্তির ব্যয়কৃত অর্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থ উহাই যাহা সে তাহার পরিবারের জন্য ব্যয় করে, যাহা আল্লাহ্‌র পথে তাহার প্রাণীর জন্য ব্যয় করে এবং যাহা আল্লাহ্‌র পথে তাহার সাথীগণের জন্য ব্যয় করে।

বর্ণনায় : হযরত সাওবান। —মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : কোন ব্যক্তির দুই স্ত্রী থাকিলে, সে যদি তাহাদের উভয়ের সহিত সম-ব্যবহার না করে তবে বিচার দিবসে সে তাহার দেহের অর্ধেক লোপ পাওয়া অবস্থায় উপস্থিত হইবে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: পৃথিবীর সব কিছুই সম্পদ। এই পার্থিব সম্পদের মধ্যে উৎকৃষ্ট সম্পদ হইল—সাধ্বী স্ত্রী।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —মোসলেম

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহার স্ত্রীদের প্রতি সম-ব্যবহার করিতেন এবং বলিতেন: হে আল্লাহ! যে বিষয়ে আমি সক্ষম, সেই বিষয়ে আমি এইরূপ বণ্টন করিয়াছি; এবং যে বিষয়ে আমি অক্ষম কিন্তু তুমি সক্ষম, সে বিষয়ে আমাকে তিরস্কার করিও না।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৭। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন: কোন বিশ্বাসী স্বামী কোন বিশ্বাসিনী স্ত্রীকে ঘৃণা করিবে না। তাহার একটি দোষ পাইলে, অন্য গুণের কারণে তাহাকে ভালবাসিবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: স্ত্রীগণকে সৎ উপদেশ প্রদান করিবে, কেন-না পাঁজরের হাড় দ্বারা তাহারা সৃষ্ট। পাঁজরের হাড়ের মধ্যে উপরের হাড় সর্বাপেক্ষা বক্র। যদি ইহাকে সরল করিতে চাও, তবে ইহা ভাঙ্গিয়া যাইবে, যদি ছাড়িয়া দাও তবে ইহা আরও বক্র হইবে। সুতরাং স্ত্রীগণকে উপদেশ দিতে থাক।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যখন কোন রমণীকে তাহার স্বামী শয্যায় আহ্বান করে এবং সে অস্বীকার করে এবং তজ্জন্য তাহার স্বামী ক্ষোভে রাত্র কাটায়, সেই রমণীকে প্রভাত পর্যন্ত ফিরেশ্‌তাগণ অভিশাপ দেয়। অন্য বর্ণনায়: যাহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ। কোন রমণীকে তাহার স্বামী শয্যায় আহ্বান করিলে, সে যদি তাহা অস্বীকার করে, তাহা

হইলে যিনি আকাশে আছেন, তিনি তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার স্বামী সন্তুষ্ট না হয়।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সন্নিকটে আমি আমার সঙ্গিনীগণকে নিয়া ঘরের মেঝেতে খেলিতেছিলাম। তিনি ঘরে প্রবেশ করিলে আমরা খেলা বন্ধ করিয়া দিলাম। তিনি আবার তাহাদিগকে আমার নিকট পাঠাইলেন এবং তাহারা আমার সঙ্গে খেলিতে লাগিল।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যদি কোন ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির সিজ্‌দাহ্ করিবার আদেশ দিতাম, তবে আমি স্ত্রীকে বলিতাম তাহার স্বামীকে সিজ্‌দাহ্ করিতে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত আমি এক ভ্রমণে ছিলাম, তখন তাঁহার সহিত দৌড়ের প্রতিযোগিতা হইল। আমি দৌড়াইয়া তাঁহাকে পরাজিত করিলাম। যখন আমি স্থূলকায় হইলাম, তাঁহার সহিত আবার দৌড়ের প্রতিযোগিতা হইল, কিন্তু তখন তিনি দৌড়াইয়া আমাকে পরাজিত করিলেন, এবং বলিলেন : হে আয়েশা ! ইহা তোমার পূর্ব বিজয়ের প্রতিশোধ।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —আবু দাউদ

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যে নারীর মৃত্যুর সময় তাহার স্বামী তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, মৃত্যুর পরে সেই নারী স্বর্গে প্রবেশ করিবে।

বর্ণনায় : হযরত উম্মে সালামাহ্। —তিরমিজী

১৪। আমার পিতা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন : আমাদের কোন রমণীর তাহার স্বামীর উপর কি হক আছে? তিনি বলিলেন : যখন তুমি খাদ্য গ্রহণ কর তাহাকে খাদ্যদান কর; যখন বস্ত্র

পরিধান কর তাহাকে বস্ত্র প্রদান করা, তাহার মুখমণ্ডলের উপর আঘাত না করা, তাহাকে তিরস্কার না করা এবং নিজ ঘর ব্যতীত অন্য ঘরে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া না যাওয়া।

বর্ণনায় : হযরত হাকিম বিন্ মাবিয়া। —আবু দাউদ, ইব্‌নে মাযাহ্

১৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যখন কোন স্বামী তাহার স্ত্রীকে সঙ্গম করিবার জন্য ডাকে, তখন সে উনানের নিকট থাকিলেও যেন তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়।

বর্ণনায় : হযরত তালুকে বিন্ আলী। —তিরমিজী

১৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তির স্বভাব-চরিত্র সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং পরিবারের প্রতি সর্বাপেক্ষা দয়ার্দ্র চিত্ত, সে বিশ্বাসীদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসের অধিকারী।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —তিরমিজী

১৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি কোন নারীর মনকে তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে অথবা কোন দাসকে তাহার প্রভুর বিরুদ্ধে বিরক্ত করিয়া তোলে, সে আমার দলের অন্তর্গত নহে।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

১৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : বিশ্বাসীদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসের অধিকারী ঐ ব্যক্তি যাহার স্বভাব-চরিত্র তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম। তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে তাহার স্ত্রীর প্রতি ব্যবহারে উত্তম।

বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। —মেশ্‌কাত

১৯। আমরা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট (উপবিষ্ট) ছিলাম, এমন সময় একজন নারী রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া বলিল : আমি নামায পড়িবার সময় আমার স্বামী সাফওয়ান আমাকে প্রহার করে। আমি রোযা রাখিলে তাহা ভঙ্গ করিয়া দেয় এবং সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত সে ফজরের নামায

পড়ে না। সাফওয়ান সেখানে উপস্থিত ছিল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহার নিকট ইহা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল: হে আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ। "আমি নামায পড়িবার সময় সে আমাকে প্রহার করে" তাহার এই কথা সম্বন্ধে (আমার বক্তব্য এই যে,) সে দুই সূরা দিয়া নামায পড়ে, আমি তাহাকে তাহা নিষেধ করিয়াছি। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তখন বলিলেন: যদি সে এক সূরা দিয়া নামায পড়িত তবে তাহা মানুষের জন্য যথেষ্ট হইত। "আমি রোযা রাখিলে তাহা ভঙ্গ করিয়া দেয়" তাহার এই কথা সম্বন্ধে (আমার বক্তব্য এই যে,) আমি একজন যুবক, আমি (সহবাসের অপেক্ষায়) আত্ম-সংবরণ করিতে পারি না। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তখন বলিলেন: কোন নারী যেন তাহার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল (অতিরিক্ত) রোযা না রাখে। "সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত ফজরের নামায পড়ে না" তাহার এই কথা সম্বন্ধে (আমার বক্তব্য এই যে,) আমি এমন পরিবারভুক্ত যাহারা এই জন্য সুপরিচিত। সূর্যোদয় না হইলে আমরা নিদ্রা হইতে জাগিতে পারি না। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: হে সাফওয়ান। যখন নিদ্রা হইতে জাগ, তখন নামায পড়।

বর্ণনায়: হযরত আবু সঈদ খুদ্‌রী। —আবু দাউদ, ইব্‌নে মাযাহ্

২০। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন: স্বামী তাহার স্ত্রীকে কি জন্য প্রহার করিয়াছে, তাহা যেন কেহ জিজ্ঞাসা না করে।

বর্ণনায়: হযরত উমর। —আবু দাউদ, ইব্‌নে মাযাহ্

২১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তিন ব্যক্তির নামায এবং আযান গৃহীত হয় না—পলায়নকারী দাস যে পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন না করে; যে নারীর স্বামী তাহার উপর গোটা রাত্রি অসন্তুষ্ট ছিল এবং যে নেতার প্রতি তাহার সম্প্রদায়ের লোক সন্তুষ্ট নহে।

বর্ণনায়: হযরত আবু উমামাহ্। —তিরমিজী

২২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যখন কোন রমণী তাহার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্বামীর উপার্জিত ধন ব্যয় করে, সে (নারী) তাহার অর্জিত পুণ্যের অর্ধেক পাইবে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

২৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: নারীগণ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্‌র জামিনে তোমরা তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছ এবং আল্লাহ্‌র আয়াতের সাহায্যে তাহাদের গুপ্তঅঙ্গ তোমাদের জন্য বৈধ করিয়াছ। তোমাদের প্রতি তাহাদের কর্তব্য এই যে, তাহারা যেন অন্যকে তোমাদের শয্যায় অভ্যর্থনা না করে। ইহা তোমাদের নিকট ঘৃণিত। যদি তাহারা তাহা করে তবে ক্ষতি না করিয়া তাহাদিগকে প্রহার কর এবং তাহাদের প্রতি তোমাদের কর্তব্য এই যে, তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাহাদিগকে অন্ন-বস্ত্র দান কর।

বর্ণনায়: হযরত জাবের বিন্ আবদুল্লাহ্। —বোখারী, মোসলেম

২৪। বিদায় হজ্জে ভাষণদানকালে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: কোন রমণী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্বামীর গৃহ হইতে সামান্য মালও ব্যয় করিবে না। প্রশ্ন করা হইল: হে আল্লাহ্‌র রসূল! খাদ্যদ্রব্যও না? তিনি বলিলেন: উহা আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট মাল।

বর্ণনায়: হযরত আবু উমামাহ্। —তিরমিজী

হক্ শোফা (অংশীদারের অগ্রাধিকার)

কোনও ভূমি বিক্রয় হইলে তাহা খরিদ করিতে অংশীদার বা প্রতিবেশীর দাবীই অগ্রগণ্য।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) প্রত্যেক অবিভক্ত দ্রব্যে হক্ শোফার (অংশীদারের অগ্রাধিকার) আদেশ দিয়াছেন। যখনি সীমানা নির্দিষ্ট হইয়া উহার চিহ্ন দেওয়া হইয়া যায়, তখন হক্ শোফা থাকে না।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —বোখারী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: নৈকট্যের কারণে প্রতিবেশীর অধিকতর অধিকার রহিয়াছে।

বর্ণনায়: হযরত রাফে। —বোখারী

৩। ভূমির সীমানা নির্দিষ্ট হইয়া গেলে, তাহাতে হক্ শোফা নাই। কূপের এবং খেজুর গাছের হক্ শোফা নাই।

বর্ণনায় : হযরত উসমান। —মালেক

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে হজ্জ অন্যতম। হজ্জ আল্লাহ্-প্রেমমূলক কতকগুলি নির্দিষ্ট কার্য্যের সমাবেশ ইহা সকলের প্রতি অবশ্য করণীয় নহে। স্বাধীন, সুস্থ, বয়স্ক ও পরিজনবর্গের ভরণ-পোষণে সক্ষম মুসলমানের প্রতি হজ্জব্রত পালন করা অবশ্য করণীয়। পরাধীন দাস-দাসী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, উন্মাদ, রোগগ্রস্ত, দরিদ্র ও নিঃস্ব মানবের হজ্জে গমন করিতেই হইবে, এমন নহে।

পবিত্র হজ্জ পালনে পরলোকে অত্যধিক পুণ্য লাভ হইবে। তাহা ছাড়া ইহাতে ইহলোকেও অশেষ কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। ইহা সাম্যের চরম শিক্ষা প্রদান করে—সকল মুসলমান ভাই ভাই একই আদমের সন্তান, একই স্রষ্টায় বিশ্বাসী। পৃথিবীর মুসলমান ধনী দরিদ্র, ইতর-ভদ্র রাজা-প্রজা, শ্বেত-কৃষ্ণ সকলেই একই বেশে একই প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া একই তীর্থে সমবেত হয়। এতদ্ব্যতীত দেশ পর্য্যটনের দ্বারা যে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ হয় তাহা হজ্জের মধ্যে পাওয়া যায়। রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সীমারেখা লঙ্ঘন করিয়া কত নদ-নদী পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করিয়া দেশ দেশান্তর হইতে বিশ্বের মুসলমানগণকে একটি মাত্র তীর্থে উপনীত হইতে হয়, ইহা কম ধৈর্য ও পরিশ্রমের কথা নয়। বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন পরিবেশ দেখিয়া নূতন তথ্য লাভ করা যায়। হজ্জের আর একটি উপকারিতা হইল—ইহা অন্তরকে ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করে। প্রাচীন স্মৃতি সমূহ যথা, হযরত ইব্রাহীমের আত্ম-সমর্পণ, হাজেরাকে মরুপ্রান্তরে নির্বাসন, হযরত ইসমাইলের জন্ম, পানির জন্য হাজেরার সাফা ও মারওয়া পর্বতে দৌড়াদৌড়ি, শিশুর পদ সঞ্চালনে পানির উৎস বহির্গমন, ইসমাইলকে কোরবানী, শয়তানের প্রতারণার জন্য পথে প্রস্তর নিক্ষেপ, পরিশেষে প্রিয়

পুত্রের গলায় অস্ত্র চালনা এবং তৎপরিবর্তে দুম্বা হত্যা প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনার চিরস্মরণীয় নিদর্শনগুলি চক্ষের সামনে পড়িলে মন স্বভাবতঃই আল্লাহ্‌র প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: হে মানবগণ। তোমাদের উপর হজ্জ ফরয হইয়াছে। এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল: হে আল্লাহ্‌র রসূল! প্রত্যেক বৎসরই? তিনি নীরব রহিলেন। এইরূপ সে তিন বার জিজ্ঞাসা করিল। তারপর তিনি বলিলেন: যদি আমি 'হাঁ' বলিতাম তবে ইহা ওয়াজেব হইয়া যাইত, তখন তোমরা ইহাতে অক্ষম হইয়া পড়িতে। অতঃপর তিনি বলিলেন: যতক্ষণ আমি তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া থাকি, আমাকে প্রশ্ন করিও না। কেন-না, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা অতিরিক্ত প্রশ্নের কারণে এবং নবীদের সম্বন্ধে মতভেদের কারণে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি যখন তোমাদিগকে কোন কিছু করিতে আদেশ করি, তাহা সাধ্যমত কর এবং যখন কোন কিছু করিতে নিষেধ করি, তাহা হইতে বিরত থাক।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য হজ্জ করে এবং কোন বিবাদ-বিসংবাদ ও পাপ করে না, তাহার জননী তাহাকে যেদিন প্রসব করিয়াছে সে সেই দিনের ন্যায় (নিষ্পাপ হইয়া হজ্জ হইতে) ফিরিয়া আসে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —বোখারী, মোসলেম

৩। খাস্‌য়াম সম্প্রদায়ের একজন স্ত্রীলোক বলিল: হে আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ! আল্লাহ্‌র দাসদের উপর যাহা ফরয হইয়াছে, আমার বৃদ্ধ পিতার তাহা বাকী রহিয়াছে। সে যানবাহনে আরোহণ করিতে অক্ষম। তাহার পক্ষে কি আমি হজ্জ করিব? তিনি বলিলেন: হাঁ। (ইহা বিদায় হজ্জের ঘটনা)।

বর্ণনায়: হযরত ইব্‌নে আব্বাস। —বোখারী

৪। 'রাওহাতে' একদল অশ্বারোহীর সহিত রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন: ইহারা কাহারা? তাহারা বলিল: মুসলমান। তাহারা

জ্ঞাসা করিল : আপনি কে? তিনি বলিলেন : আল্লাহ্‌র রসূল। একজন স্ত্রীলোক একটি বালককে তুলিয়া ধরিয়া বলিল : ইহার কি হজ্জ আছে? তিনি বলিলেন : হাঁ, তোমার জন্যও পুণ্য আছে।

বর্ণনায় : হযরত ইব্‌নে আব্বাস। —মোসলেম

৫। ধর্মযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য আমি (একবার) রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)-এর অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি বলিলেন : হজ্জই তোমাদের ধর্ম-যুদ্ধ।

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা। —বোখারী, মোসলেম

৬। রসলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেন : যে হজ্জের ইচ্ছা করে, সে যেন শীঘ্রই হজ্জ করে।

বর্ণনায় : হযরত ইব্‌নে আব্বাস। —আবু দাউদ

৭। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেন : যাহার সামর্থ্য থাকে এবং আল্লাহ্‌র (কাবা) গৃহে পেঁৗছিবার যানবাহন থাকে, তবুও যদি হজ্জ না করে, তবে সে খ্রীষ্টান বা ইহুদী রূপে মারা যায়। কেন-না, মহান আল্লাহ্‌ বলিতেছেন : "মানুষের মধ্যে যাহার কাবা (গৃহে) যাইবার সঙ্গতি আছে, তাহার জন্য আল্লাহ্‌ কাবার হজ্জ ফরয করিয়াছেন।"

বর্ণনায় : হযরত আলী। —তিরমিজী

৮। (একবার) রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) এক ব্যক্তিকে বলিতে শুনিলেন : শোব্‌রামার পক্ষে "লাব্বায়েক"। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : শোব্‌রামা কে? সে বলিল : আমার ভ্রাতা (অথবা আমার আত্মীয়)। তিনি (তাহাকে) জিজ্ঞাসা করিলেন : তুমি কি তোমার (নিজের) হজ্জ করিয়াছ? সে বলিল : না। তিনি বলিলেন : (অগ্রে) তোমার হজ্জ আদায় কর, তারপর শোব্‌রামার হজ্জ কর।

বর্ণনায় : হযরত ইব্‌নে আব্বাস। —আবু দাউদ

৯। একটি লোক রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া বলিল : হে

আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ! কোন্ জিনিস হজ্জকে ফরয করে? তিনি বলিলেন: সঙ্গতি ও যানবাহন।

বর্ণনায়: হযরত ইব্‌নে উমর। —তিরমিজী, ইব্‌নে মাযাহ্

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: ওমরাহ্‌কারী এবং হাজী আল্লাহ্‌র অতিথি। যদি তাঁহারা তাহাকে ডাকে, তিনি তাহার সাড়া দেন। যদি তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করে, তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —ইব্‌নে মাযাহ্

হত্যার পাপ

হত্যাকারীর জন্য ইহলৌকিক শাস্তি ছাড়াও পরলোকে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে। কুরআন বলে: "ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত কাহাকেও হত্যা করিও না। কেহ কোনও বিশ্বাসীকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করিলে সে নরকগামী হইবে।"

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যদি একজন বিশ্বাসীর হত্যার ব্যাপারে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সকল অধিবাসী অংশ গ্রহণ করে, তবে আল্লাহ্ তাহাদের সকলকেই নরকাগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি ধর্মদ্রোহী হইয়া মারা যায় বা ইচ্ছাপূর্বক কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করে, সেই পাপ ব্যতীত আল্লাহ্ খুব সম্ভব তাহার সকল পাপ ক্ষমা করিবেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু দারদায়া। —আবু দাউদ

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: অন্যায়ভাবে হত্যা না করা পর্যন্ত যে কোন বিশ্বাসী মঙ্গলের মধ্যে বর্ধিত হয়। যখন সে অন্যায়ভাবে হত্যা করে তখন তাহা বন্ধ হইয়া যায়।

বর্ণনায়: হযরত আবু দারদায়া। —আবু দাউদ

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ কোন বিশ্বাসীর হত্যার ব্যাপারে যে ব্যক্তি অর্ধেক বাক্য দ্বারাও সাহায্য করে, "আল্লাহ্‌র সাহায্য হইতে বঞ্চিত" এই বাক্য তাহার উভয় চক্ষুর মধ্যবর্তীস্থানে লিখিত অবস্থায় সে আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —ইব্‌নে মাযাহ্

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যখন কোন মুসলমান তাহার ভ্রাতা মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণপূর্বক তাহার সম্মুখীন হয়, তখন তাহারা উভয়েই (যেন) নরকের মধ্যে থাকে। যখন তন্মধ্যে একজন (বিপক্ষ) সঙ্গীকে হত্যা করে, তখন (বাস্তবেই) উভয় ব্যক্তি নরকে প্রবেশ করে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু বাকরাহ। —বোখারী, মোসলেম

হত্যার শাস্তি

ইসলামী বিধান মতে নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করা বড় পাপ। কুরআন ইহার শাস্তি নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে। কুরআন বলেঃ "হে বিশ্বাসী-গণ। নিহত ব্যক্তির সম্বন্ধে তোমাদের জন্য তাহার বিনিময়ের বিধান দেওয়া গেল—স্বাধীন ব্যক্তির পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তি, দাস-দাসীর পরিবর্তে দাস-দাসী, নারীর পরিবর্তে নারী (হত্যার বিধান রহিল)। কিন্তু যদি কেহ তাহার ভ্রাতার (হত্যাকারীর) জীবন ক্ষমা করিয়া দেয়, তবে হত্যার বিনিময়ে নিয়মানুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাইতে পারে—এই হত্যার মধ্যেই তোমাদের জীবন ধারণ রহিয়াছে।" অনিচ্ছাকৃত হত্যার বিনিময়ে হত্যা করার বিধান নাই, সেখানে শুধু ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। হত্যার প্রমাণ পাওয়া না গেলে, সরকারী ধনাগার হইতে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদিগকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ পুনরুত্থানের দিন মানুষের প্রথম যে বিষয়ের বিচার হইবে, তাহা হত্যার বিচার।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মসউদ। —বোখারী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে মুসলমান সাক্ষ্য প্রদান করে যে, 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই এবং আমি তাঁহার প্রেরিত পুরুষ', তাহাকে তিনটি কারণ ব্যতীত হত্যা করা যায় না—(১) হত্যার পরিবর্তে হত্যা, (২) বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার এবং (৩) ধর্মচ্যুতি অর্থাৎ দলত্যাগ।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মসউদ। —মেশ্‌কাত

৩। একদা আনাস বিন্ মালেকের চাচী রোবাই আনসারদের একটি বালিকার দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। তাহারা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি তাহার ক্ষতিপূরণ লইতে বলিলেন। আনাস বিন্ নজর (আনাস-বিন্ মালেকের চাচা) বলিল: আল্লাহ্‌র শপথ, তাহা হইবে না, তাহার দাঁত ভঙ্গ করা যাইবে না। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন: হে আনাস! ক্ষতিপূরণ লওয়া আল্লাহ্‌র বিধান। ইহাতে লোকজন সন্তুষ্ট হইল এবং ইহার মূল্য লইল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: আল্লাহ্‌র দাসদের মধ্যে এমন দাসও আছে যে, সে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিলে তাহা পূর্ণ করে।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

৪। জোহায়না গোত্রীয় কতক লোকের নিকট রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমি তাহাদের নিকট পৌঁছিয়া তাহাকে আক্রমণ করিবামাত্র সে বলিয়া উঠিল: আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নাই।' তবুও আমি তাহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিলাম। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া এই কথা জানাইলে, তিনি বলিলেন: "আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নাই" এই কথা বলা সত্ত্বেও তুমি তাহাকে বধ করিয়াছ? আমি বলিলাম: সে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ইহা করিয়াছে। তিনি বলিলেন: তুমি তাহার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলে না কেন? অন্য বর্ণনায়: রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন: "আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নাই" পুনরুত্থানের দিন যখন এই কথা আসিবে তখন তুমি কিরূপ করিবে? তিনি পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিলেন।

বর্ণনায়: হযরত ওসামাহ্ বিন্ যায়েদ। —বোখারী, মোসলেম

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: মসজিদের মধ্যে কোন শাস্তি দেওয়া যাইবে না এবং পুত্রের বিনিময়ে পিতার নিকট হইতে হত্যার মূল্য আদায় করা যাইবে না।

বর্ণনায়: হযরত ইব্‌নে আব্বাস। —তিরমিজী

৬। হযরত সোরাকা বলেন: রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন পুত্র হইতে পিতাকে হত্যার মূল্য দিতেছিলেন, তখন আমি উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু পিতা হইতে পুত্রকে কোন মূল্য দেওয়া হয় নাই।

বর্ণনায়: হযরত আমর বিন্ শোয়াইব। —তিরমিজী

হযরতের প্রতি দরূদ

কুরআন বলে: "হে বিশ্বাসীগণ! তাঁহার উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর।" প্রকৃত কৃপণ ঐ ব্যক্তি যে হযরতের নাম স্মরণের পরে তাঁহার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে না। হযরতের প্রতি দরূদ না পাঠাইলে দোয়া স্থগিত থাকে। এমন কি নামাযের মধ্যেও তাহার প্রতি দরূদ প্রেরণের নিয়ম রহিয়াছে।

১। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল: হে আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ। আমরা কিভাবে আপনার প্রতি দরূদ পড়িব? তিনি বলিলেন: বল, হে আল্লাহ্! তুমি যেরূপ ইব্রাহীমের উপর দরূদ পাঠাইয়াছ, তদ্রূপ মোহাম্মদের উপর, তাঁহার স্ত্রীদের উপর এবং তাঁহার বংশধরগণের উপর দরূদ পাঠাও এবং তুমি যেরূপ ইব্রাহীমের উপর প্রাচুর্য দিয়াছ, তদ্রূপ মোহাম্মদের উপর, তাঁহার পরিজনবর্গের উপর এবং তাঁহার বংশধরগণের উপর প্রাচুর্য দাও। নিশ্চয়, তুমিই বহু প্রশংসিত, মহা গৌরবান্বিত।

বর্ণনায়: হযরত আবু হামিদ। —বোখারী, মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে আমার উপর একবার দরূদ প্রেরণ করে, আল্লাহ্ তাহার উপর দশ বার দরূদ প্রেরণ করেন, তাহার দশটি পাপ ক্ষমা করিয়া দেন এবং তাহার জন্য দশটি পদমর্যাদা বর্ধিত হয়।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —নেসায়ী

৩। একদা রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাঁহার মুখমণ্ডলে শুভ সংবাদের চিহ্ন লইয়া আসিলেন এবং বলিলেন: জিব্রাঈল আমার নিকট আসিয়া বলিল: হে মোহাম্মদ ! ইহা কি তোমার জন্য আনন্দের বিষয় নয় যে, যদি তোমার উম্মতের কেহ তোমার প্রতি একবার দরূদ পাঠায়, আমি তাহার উপর দশ বার দরূদ পাঠাইব ?

বর্ণনায়: হযরত আবু তাল্‌হা। —নেসায়ী

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি: তোমাদের গৃহগুলিকে সমাধি করিও না এবং আমার সমাধিকে উৎসব রূপে গ্রহণ করিও না, বরং আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ কর। তোমরা যেখানেই থাক, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —নেসায়ী

৫। যে পর্যন্ত তুমি তোমার নবীর প্রতি দরূদ না পাঠাও, সে পর্যন্ত প্রার্থনা আকাশ ও [illegible]র ভিতর অবস্থান করে এবং কিছু আকাশে উঠে না।

বর্ণনায়: হযরত উমর বিন্ খাত্তাব। —তিরমিজী

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: কৃপণ ঐ ব্যক্তি, যাহার নিকট আমার নাম স্মরণ করা হয়, অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠায় নাই।

বর্ণনায়: হযরত আলী। ---তিরমিজী

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর প্রতি যে ব্যক্তি এক বার দরূদ পড়ে, আল্লাহ্ এবং তাঁহার ফিরেশ্‌তাগণ তাহার প্রতি ৭০ বার দরূদ পড়েন।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —আহমদ

হাঁচি ও হাই তোলা

হাঁচি কর্মের লক্ষণ এবং হাই তোলা অলসতার লক্ষণ। হাঁচি দিয়া “আল্‌হামদুলিল্লাহ্” (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য) বলা সুন্নত। ইহার উত্তরে শ্রোতার—“ইয়ার্‌হামুকুমুল্লাহ্” (আল্লাহ্ তোমাদিগকে দয়া করুন) বলা

ওয়াজেব। হাই তুলিবার সময় হাত দ্বারা অথবা বস্ত্র দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া রাখা উচিত।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আল্লাহ্ হাঁচি ভালবাসেন এবং হাই ঘৃণা করেন। তোমাদের কেহ যখন হাঁচি দেয় এবং 'আলহাম্‌দু" (আল্লাহ্‌র প্রশংসাবাদ) পড়ে, তাহা যে মুসলমানগণ শুনে তাহাদের প্রত্যেকের কর্তব্য, "ইয়ার্‌হামুকুমুল্লাহ্" (আল্লাহ্ তোমাদিগকে দয়া করুন) বলা। হাই শয়তান হইতে আসে। তোমাদের কেহ যখন হাই তোলে, সে যথাসাধ্য তাহা যেন ফিরাইয়া রাখে, কেন-না হাই দিলে শয়তান তাহা লইয়া হাস্য করে।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —মেশ্‌কাত

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন হাঁচি দিতেন, তখন হাত বা কাপড় দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করিতেন এবং তাহা দ্বারা তাহার স্বর বন্ধ করিতেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৩। একদা দুই ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সম্মুখে হাঁচি দিল। তিনি একজনের উত্তর দিলেন এবং অপর জনের উত্তর দিলেন না। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল: হে আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ! এই লোকটির উত্তর দিলেন, কিন্তু আমার উত্তর দিলেন না কেন? তিনি বলিলেন: এই লোকটি আল্লাহ্‌র প্রশংসাবাদ করিয়াছে কিন্তু তুমি তাহা কর নাই।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

হাম্মামখানা বা গোসলখানা

১। একবার হেম্‌সের কয়েকজন মহিলা হযরত আয়েশার নিকট আগমন করিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ? তাহারা বলিল: সিরিয়া হইতে। তিনি বলিলেন: হয়ত তোমরা এমন দেশ হইতে আসিয়াছ, যেখানের নারীগণ গোসলখানা ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা বলিল: হাঁ। তিনি বলিলেন: আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি:

যে নারী স্বামীর গৃহ ব্যতীত অন্যত্র পরিধানের বস্ত্র উন্মোচন করে, সে যেন তাহার ও তাহার প্রভুর মধ্যস্থিত পর্দা ছিঁড়িয়া ফেলিল।

বর্ণনায়: হযরত আবুল মালিহ্। —তিরমিজী, আবু দাউদ

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) পুরুষ এবং নারীকে একসঙ্গে গোসলখানায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তারপর পুরুষদিগকে তিনি পায়জামা সহ প্রবেশ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —তিরমিজী, আবু দাউদ

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আল্লাহ্ এবং পরকালকে যে বিশ্বাস করে, সে যেন পায়জামা ব্যতীত গোসলখানায় প্রবেশ না করে, সে যেন তাহার স্ত্রীকে গোসলখানায় প্রবেশ করিতে না দেয়। আল্লাহ্ এবং পরকালকে যে বিশ্বাস করে, সে যেন এমন (স্থানে) ভক্ষণ না করে, যেখানে মদ্য পরিবেশন করা হয়।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —তিরমিজী, নেসায়ী

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমরা অপর দেশ জয় করিয়া সেখানে গোসলখানা দেখিতে পাইবে। পুরুষগণ যেন সেখানে পায়জামা ব্যতীত প্রবেশ না করে। নারীদিগের পীড়া বা প্রসবজনিত রোগ না হইলে তাহাদিগকে তাহাতে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিবে।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। —আবু দাউদ

হারানো এবং প্রোথিত সম্পত্তি

পথিমধ্যে কোন হারানো বস্তু পাওয়া গেলে, তাহা ঘোষণা নোটিস বা যে কোন উপায় দ্বারা বস্তুর মালিকের সন্ধান লইতে হইবে। মালিক পাওয়া না গেলে এক বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর যে ব্যক্তি পাইয়াছে সে-ই উহার মালিক হইবে। পচনশীল দ্রব্য হইলে তাহা বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য এক বৎসর পর্যন্ত জমা রাখিবার বিধান রহিয়াছে।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) হাজীদের হারানো বস্তু গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুর রহমান বিন্ উসমান। —মোসলেম

২। একজন লোক রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া হারানো বস্তু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেনঃ ইহার আবরণ ও বাধন ঠিক রাখ এবং এক বৎসর পর্যন্ত ঘোষণা করিতে থাক। যদি মালিক আসে, তবে উত্তম। যদি না আসে, তবে তুমিই ইহার মালিক। সে জিজ্ঞাসা করিলঃ পথভোলা মেষপাল সম্বন্ধে? তিনি বলিলেনঃ ইহা তোমার, তোমার ভাইয়ের বা বাঘের জন্য। সে জিজ্ঞাসা করিলঃ পথভোলা উট সম্বন্ধে? তিনি বলিলেনঃ তোমার যাহা, তাহা তোমারই এবং তাহাদের যাহা, তাহা তাহাদেরই। যে পর্যন্ত তাহাদের মালিক তাহাদিগকে না পায়, তাহারা পানির স্থানে আসিয়া ঘাস খাইতে থাকিবে। অন্য বর্ণনায়ঃ রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ এক বৎসর তাহাদের কথা ঘোষণা কর এবং তাহাদের বন্ধন রশি ও আবরণ (যত্নে) রাখিয়া দাও এবং তাহাদের জন্য ব্যয় কর। যদি তাহাদের মালিক পাও, তাহাকে তাহা দিয়া দাও।

বর্ণনায়ঃ হযরত যায়েদ বিন্ খালেদ। —বোখারী, মোসলেম, মেশ্‌কাত

৩। বৃক্ষে ঝুলন্ত ফল সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করা হইয়াছিল। তিনি বলিলেনঃ যে ব্যক্তি আবশ্যক পরিমাণ খায় এবং থলিয়ায় ভরিয়া না লয়, তাহার কোন অপরাধ নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি তাহা লইয়া বাহির হইয়া যায়, তাহার ইহার দ্বিগুণ দিতে হইবে এবং সে শাস্তি ভোগ করিবে। যে ব্যক্তি কুড়াইয়া লওয়ার পর তাহা হইতে কিছু চুরি করে এবং তাহা যদি এক বর্মের মূল্যের পরিমাণ হয় তবে তাহার হাত কাটিতে হইবে। তিনি অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ভেড়া এবং উট সম্বন্ধেও উল্লেখ করিয়াছেন। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে হারানো বস্তু সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছিল। তিনি বলিলেনঃ জনসাধারণের পথে বা ঘনবসতি এলাকায় যাহা পড়িয়া থাকে, সেই সম্বন্ধে এক বৎসর পর্যন্ত ঘোষণা কর। যদি মালিক আসে, তাহাকে দিয়া দাও।

যদি না আসে, ইহা তোমার। যাহা জনশূন্য নির্জন স্থানে পড়িয়া থাকে, তাহা সম্বন্ধে এবং প্রোথিত ধন সম্বন্ধে—এক-পঞ্চমাংশ।

বর্ণনায়ঃ হযরত আমর বিন্ শোয়াইব। —আবু দাউদ, নেসায়ী

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ হারানো দ্রব্য যে পায়, সে যেন একজন বা দুইজন বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক সাক্ষী রাখে এবং ঘোষণা বা নোটিস ব্যতিরেকে ইহা না রাখে। যদি সে ইহার মালিক পায়, তবে যেন তাহাকে দিয়া দেয়। অন্যথায় ইহা আল্লাহ্র সম্পত্তি, তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে প্রদান করেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইয়াজ বিন্ হিমার। —আহমদ, আবু দাউদ

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ মুসলমানদের কোন হারানো দ্রব্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়।

বর্ণনায়ঃ হযরত জারুদ। —দারেমী

৬। একদা হযরত আলী একটি দীনার (পথে) পাইয়া হযরত ফাতিমার নিকট লইয়া আসিলেন। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিলেনঃ ইহা আল্লাহ্র দান। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (দঃ) উহা হযরত আলী ও ফাতিমাকে দিয়া উপভোগ করিলেন। ইহার পর এক রমণী দীনারের জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে আসিল, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেনঃ হে আলী! এক দীনার দিয়া দাও।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু সঈদ খুদরী। —আবু দাউদ

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ছড়ি, বেত্র, বাঁশ প্রভৃতি হারানো বস্তু কুড়াইয়া লইয়া তাহা দ্বারা উপকৃত হইতে আমাদিগকে অনুমতি দিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের। —আবু দাউদ

হারাম (অবৈধ) খাদ্য-দ্রব্য

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) দন্ত-বিশিষ্ট হিংস্র জন্তু এবং নখর-বিশিষ্ট পক্ষীর মাংস ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। —মোসলেম

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ দন্ত-বিশিষ্ট আক্রমণকারী প্রত্যেক হিংস্র প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করা অবৈধ।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —মোসলেম

৩। খয়বরের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) পালিত গর্দভের মাংস অবৈধ করিয়াছেন এবং ঘোড়ার মাংস (ভক্ষণ করিতে) আদেশ দিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের। —বোখারী, মোসলেম

৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ঘোড়া, খচ্চর ও গর্দভের মাংস ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত খালেদ বিন্ অলিদ। —আবু দাউদ, নেসায়ী

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) অপবিত্র প্রাণীর মাংস খাইতে এবং ইহার দুগ্ধ পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অন্য বর্ণনায়ঃ তিনি অপবিত্র প্রাণীর উপর আরোহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —তিরমিজী, মেশ্‌কাত

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বিড়াল ভক্ষণ করিতে এবং ইহার মূল্য গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের। —আবু দাউদ, তিরমিজী

৭। হযরত আবু কাতাদাহ্ একবার একটি বন্য গর্দভ জবেহ্ করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেনঃ তোমাদের নিকট কি ইহার কিছু

মাংস আছে? তিনি বলিলেন: আমাদের সঙ্গে ইহার পায়ের মাংস আছে। তিনি [হযরত (দঃ)] তাহাই গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ কবিলেন।

বর্ণনায়: হযরত আবু কাতাদাহ্। —বোখারী, মোসলেম

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) টিকটিকির মাংস ভক্ষণ কবিতে নিষেধ করিযাছেন।

বর্ণনায়: হযবত আবদুব বহমান বিন্ শিবল। —আবু দাউদ, তিবমিজী

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: আমি টিকটিকি ভক্ষণ করি না, কিন্তু ইহাকে অবৈধও করি না।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে উমব। —বোখাবী, মোসলেম

হালাল (বৈধ) খাদ্য-দ্রব্য

১। খালেদ বিন্ অলীদ হযরত ইব্নে আব্বাসকে এই সংবাদ দিলেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত তাহার খালা অথবা ইব্নে আব্বাসের খালার নিকট গেলেন। তখন তাহার নিকট একটি রান্না করা টিকটিকি দেখিতে পাইলেন এবং সে তাহা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আনিলেন। খালেদ রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন: টিকটিকি কি অবৈধ? তিনি বলিলেন: না, কিন্তু ইহা আমার সম্প্রদায়ের দেশে নাই, সুতরাং আমাকে ইহা হইতে মুক্ত দেখিতেছি। খালেদ বলিলেন: তারপর ইহাকে আমি নরম করিয়া খাইলাম এবং রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস। —বোখাবী মোসলেম

২। মার্রে জাহ্রানে (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থান) আমি একটি খরগোশের পিছনে ছুটিয়া ইহাকে ধরিলাম এবং ইহা লইয়া আবু তাল্হার নিকট আসিলাম। তিনি ইহাকে জবেহ্ করিয়া ইহার পিছনের মাংস ও উরুর মাংস রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট পাঠাইলেন এবং তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন।

বর্ণনায়: হযরত আনাস। —বোখারী, মোসলেম

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত আমরা সাতটি জেহাদে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম। তখন তাঁহার সহিত আমরা পঙ্গপাল্ খাইতাম।

বর্ণনায়ঃ হযরত আওফা। —বোখারী, মোসলেম

৪। একটি ইঁদুর (জমাট বাঁধা) ঘৃতের ভিতর পতিত হইয়া মারা গেল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিলেনঃ ইহা এবং ইহার চারিপার্শ্বে যাহা আছে তাহা ফেলিয়া দিয়া বাকীটা খাও।

বর্ণনায়ঃ হযরত মায়মুনাহ্। —বোখারী

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আমাদের জন্য দুই প্রকার মৃত জন্তু এবং দুই প্রকার রক্ত (ভক্ষণ) বৈধ হইয়াছে। মৃত জন্তু হইল মাছ এবং পঙ্গপাল; রক্ত হইল কলিজা এবং প্লীহা।

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে উমর। —ইবনে মাযাহ্

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট পঙ্গপাল সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছিল। তিনি বলিলেনঃ আল্লাহ্‌র অধিকাংশ ফৌজ আমি খাই না, কিন্তু তাহাদিগকে আমি অবৈধও (মনে) করি না।

বর্ণনায়ঃ হযরত সালমান। —আবু দাউদ

৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যখন ইঁদুর ঘিয়ের ভিতরে পড়ে, ঘি জমাট হইলে ইহা এবং ইহার পার্শ্বের অংশ ফেলিয়া দাও, কিন্তু ঘি তরল হইলে ইহার নিকটেও যাইও না।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —আহমদ, আবু দাউদ

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যাহা নদী হইতে আসে এবং যাহা পানি হইতে ছাঁকিয়া লওয়া যায়, তাহা ভক্ষণ কর। কিন্তু যাহা পানিতে মরে এবং ভাসিয়া উঠে, তাহা ভক্ষণ করিও না।

বর্ণনায়ঃ হযরত জাবের। —আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: পানিতে এমন কোন প্রাণী নাই যাহা আল্লাহ্ আদমের বংশধরগণের জন্য পবিত্র করেন নাই।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —দারকুত্নী

হাস্য

অধিক হাস্য নিষিদ্ধ। কুরআন বলে: "তাহারা যেন অল্প হাসে এবং কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অধিক কাঁদে।" রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: "অধিক হাসিও না, কেন-না ইহা দ্বারা হৃদয়ের মৃত্যু ঘটে এবং মুখমণ্ডলের উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়।" তিনি আরও বলিয়াছেন: "আমি যাহা জানি তাহা যদি তোমরা জানিতে, তাহা হইলে তোমরা অধিক ক্রন্দন করিতে এবং অল্প হাস্য করিতে।" তিনি কখনও অট্টহাস্য করেন নাই, মৃদু হাস্যই তাঁহার অভ্যাস ছিল।

১। আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে অট্টহাস্য করিতে দেখি নাই, তিনি অত্যধিক আনন্দিত হইলেও মৃদু হাসিতেন।

বর্ণনায়: হযরত আয়েশা। —বোখারী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ব্যতীত অন্য কাহাকেও আমি এত অধিক মৃদু হাস্য করিতে দেখি নাই।

বর্ণনায়: হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ হারেস। —তিরমিজী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যে স্থানে (ফজরের) নামায পড়িতেন। সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত সেখানে বসিয়া থাকিতেন। সূর্যোদয় হইলে তিনি উঠিতেন। তাহারা কথাবার্তা বলিত এবং মূর্খতার যুগের বিষয় লইয়া হাসাহাসি করিত। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহা শুনিয়া মৃদু হাসিতেন।

বর্ণনায়: হযরত জাবের। —মোসলেম

হিংসা-বিদ্বেষ

হিংসা-বিদ্বেষ এমন জিনিস যাহা মানুষের গুণাবলী এবং পুণ্য নষ্ট করিয়া ফেলে। অতৃপ্ত ক্রোধ হইতে হিংসা-বিদ্বেষের জন্ম হয়। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ "পরস্পর পরস্পরকে হিংসা-বিদ্বেষ তকদীরকে রদ করিবার উপক্রম করিয়াছিল।" তিনি আরও বলিয়াছেনঃ "তোমার ভাইয়ের দুঃখে সুখী হইও না, কেন-না তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া তদ্দ্বারা তোমাকে পরীক্ষা করিতে পারেন।"

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ তোমরা হিংসা ত্যাগ কর, কেন-না অগ্নি যেমন জ্বালানী কাষ্ঠকে ধ্বংস করে, তেমনি হিংসা সৎগুণাবলীকে ধ্বংসকরে।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —আবু দাউদ

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ দ্বন্দ্বের মন্দ ত্যাগ কর, কেন-না ইহা ধ্বংস কর।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা। —তিরমিজী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে অনিষ্ট করে, আল্লাহ্ তাহার অনিষ্ট করেন। যে শত্রুতা করে, আল্লাহ্ তাহার শত্রুতা করেন।

বর্ণনায়ঃ হযরত আবু সেরমাহ্। —ইবনে মাযাহ্, তিরমিজী

ক্ষমা

ক্ষমা একটি মহৎ গুণ। আল্লাহ্ বলেনঃ "ক্ষমা অবলম্বন কর।" তিনি আবার বলেনঃ "সদয় বাক্য ও ক্ষমা প্রদান করা অপকার সাধন অপেক্ষা অধিকতর উত্তম।" রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর তরবারির উপরে এই বাক্য খোদাই করা ছিলঃ "যে তোমার প্রতি অন্যায় করে, তাহাকে ক্ষমা কর; শক্তিশালী হইয়াও যে ক্ষমা করে, সে আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি।"

রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর মনে কখনও প্রতিশোধের কথা উদিত হয় নাই। মক্কা বিজয়ের পর তিনি মক্কাবাসীকে বলিলেন : যাও, তোমরা মুক্ত।

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যাহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ। আমি যদি বড় শপথকারী হইতাম, তবে আমি তিনটি বিষয়ে শপথ করিতাম : দানে ধন কমে না ; যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অন্বেষণে কোন অত্যাচারীকে ক্ষমা করিয়া দেয়, আল্লাহ্ তাহার বিনিময়ে বিচারেব দিন তাহার সম্মান বৃদ্ধি করিবেন এবং যে ব্যক্তি ভিক্ষাব দ্বার উন্মুক্ত করে, আল্লাহ্ তাহার জন্য দরিদ্রতার দ্বার উন্মুক্ত করেন।

বর্ণনায় : হযবত আবু কাবশাহ্। —তিবমিজী

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : আমি কি তোমাকে ইহলোক ও পরলোকবাসীদেব মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম লোকের সন্ধান দিব না? সে বলিল : হাঁ। তিনি বলিলেন : যে তোমার আত্মীযতাব বন্ধন ছিন্ন কবে, তুমি তাহা সংযোগ করিবে। যে তোমাকে বঞ্চিত কবে, তুমি তাহাকে দান করিবে। যে তোমাকে অত্যাচার করে, তুমি তাহাকে ক্ষমা করিবে।

বর্ণনায় : হযবত ওকাবাহ্ বিন্ আমের। —বাইহাকী

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন : এমবানের পুত্র মুসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন : হে প্রভু! তোমার নিকট সর্বাপেক্ষা সম্মানিত বান্দাহ্ কে? আল্লাহ্ বলিলেন : ক্ষমতাশালী হইয়াও যে ক্ষমা করে।

বর্ণনায় : হযবত আবু হোবাযবা। —বাইহাকী

—সমাপ্ত—

নয়শতাধিক পৃষ্ঠার বঙ্গানুবাদ

কোরআন শরীফ

অধ্যক্ষ আলী হায়দার চৌধুরী অনূদিত

ত্রিশ পারা সম্পূর্ণ বিষয়-সূচী-সহ

হাদীয়া: দশ টাকা মাত্র

এত স্বল্প মূল্যে কোরআন শরীফের পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ এই প্রথম

আমাদের দেশে প্রত্যেক মুসলিম পরিবারেই আরবী কোরআন রহিয়াছে। এই অনুবাদ মূল আরবী আয়াতের সহিত মিলাইয়া পড়িলে পাঠক-পাঠিকা পবিত্র কোরআনের অর্থ বুঝিতে পারিবেন। যাহারা আরবী পড়িতে পারেন না তাঁহারাও যাহাতে পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, কোরআনের এই অনুবাদ বিশেষ করিয়া তাঁহাদের জন্যই প্রকাশিত হইয়াছে।

বাজারে প্রচলিত কোরআনের তরযমাসমূহের প্রায় সকলই মূল আরবীসহ প্রকাশিত হওয়ায় এই সকল তরযমার হাদীয়া সর্ব-সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে রাখা সম্ভব হয় নাই। তাই প্রত্যেকেই যাহাতে এই পবিত্র কোরআনের একখানা ক্রয় করিতে পারেন সেই জন্যই আমাদের এই প্রচেষ্টা।

কোরআনে কোন বিষয় ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হয় নাই। এই জন্য আমরা অত্যন্ত যত্ন-সহকারে কোরআন শরীফের বিষয়-সূচী তৈয়ার করিয়াছি। আল্লাহ্ পাক কোরআনে কোন্ অবস্থায় কখন কি করিতে আদেশ ও উপদেশ দিয়াছেন বা নিষেধ করিয়াছেন, তাহা পাঠক-পাঠিকা বিষয়-সূচী অনুসারে খোঁজ করিলে অতি সহজেই বাহির করিতে পারিবেন—সম্পূর্ণ কোরআন খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না।

সর্বজন সমাদৃত এই তরযমাখানির ভাষা প্রাঞ্জল মুদ্রণ পরিচ্ছন্ন এবং অঙ্গসজ্জা মনোরম। আজই একখানা সংগ্রহ করুন।

অধ্যক্ষ আলী হায়দার চৌধুরী অনূদিত

কোরআন শরীফ সম্পর্কে

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সুধীবৃন্দের

কবি জসীম উদ্‌দীন---অধ্যক্ষ আলী হায়দার চৌধুরী সাহেবের পবিত্র কোরআনের অনুবাদিত কোরআন শরীফখানা বড়ই সুন্দর হইয়াছে। ইহার ভাষা এমনই সহজ ও সাবলীল যে পড়িলে মনে হয় না একখানা অনুবাদের বই পড়িতেছি।

মূল আরবী কোরআন শরীফ পড়িবার সুযোগ আমার হয় নাই, তাই এই অনুবাদে মূল কতটা রক্ষিত হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। তবে অনুবাদকের নিষ্ঠা ও হৃদয়ানুভূতি বইখানার ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই পুস্তকের দামও অতি সামান্য। দেশের আপামর জনসাধারণের ঘরে ঘরে এই মহা-গ্রন্থের শোভা পাইবার সুযোগ করিয়া দিয়া ইহার অনুবাদক সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইবেন। খৃষ্টানী বাইবেল গ্রন্থখানা মিশনারীরা নামমাত্র দাম লইয়া বিক্রি করেন। কোরআন শরীফের বহুল প্রচারের জন্য এইরূপ প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল।

অধ্যক্ষ আলী হায়দার সাহেবের অনুবাদ গ্রন্থ সেই পথে প্রথম পদক্ষেপ।

এই পুস্তকের বহুল প্রচারে শুধু গ্রন্থকার ও প্রকাশকই উৎসাহিত হইবেন না, ইহার বহুল প্রচার আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষেও অতি প্রয়োজন।

দেশে অনেক অর্থবান ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা এই পুস্তকের বহু খণ্ড ক্রয় করিয়া আগ্রহী পাঠক সাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারেন।

ঢাকা : ৫-১২-৬৭ ইং

জসীম উদ্‌দীন

M. Mansuruddin—Many thanks for your kind gift কোরআন শরীফ translated by you in simple and homely Bengali. It is a tremendous thing that you have completed so successfully.

I dreamed of the Holy Quran in Bengali translation cheaply priced for the masses some forty years back. I actually planned it and was execute by my friend Azheruddin M. A. in a book called কোরআনের আলো। It was once a very popular book and ran several editions.

I am exceedingly happy to see that you have made Bengali translation of the Holy Quran and priced it Rupees five only. It is a realisation of my dream.

I firmly believe that the Government will patronize your publication.

The language of your translation is simple and appealing to the people.

I wish you every success in your venture. Thanks.